

স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দী-জয়ন্তী প্রকাশন

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নবাদরায়ণভগবদ্বেদব্যাসপ্রণীতম্

বেদান্তদর্শনম্

সূত্রার্থ-তদঙ্গানুবাদ-শাঙ্করভাষ্য-তদঙ্গানুবাদ-বৈয়াসিক-
ন্যায়মালা-তদঙ্গানুবাদ-ভাবদীপিকাব্যাখ্যা-
সমলঙ্কৃতম্ ।

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

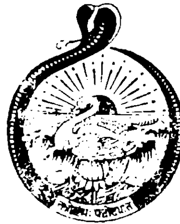
অনুবাদকঃ ব্যাখ্যাতা চ

স্বামী বিশ্বরূপানন্দঃ

সংশোধকসম্পাদকৌ

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

বেদান্তবাগীশঃ শ্রীআনন্দ ঝা ন্যায়াচার্য্যশ্চ



অদ্বৈতাশ্রম

৫, ডিহি এণ্টালি রোড্

কলিকাতা—১৪

সাঙ্কেতিক শব্দের সূচী

আপঃ ধর্ম্মঃ—আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র।
আপঃ শ্রৌঃ—আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র।
ঈশঃ—ঈশোপনিষৎ।
উঃ, উপঃ—উপনিষৎ।
ঋক্ সং—ঋগ্বেদ সংহিতা।
ঐতঃ—ঐতরেয়োপনিষৎ।
ঐতঃ আঃ—ঐতরেয় আরণ্যক।
ঐতঃ ব্রাঃ—ঐতরেয় (বহ্বৃচ্) ব্রাহ্মণ।
কঠ—কঠোপনিষৎ।
কাণ্ব—কাণ্ব শাখা।
কাঃ শ্রৌঃ—কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র।
কূর্ম্ম পুঃ—কূর্ম্মপুরাণ।
কেন—কেনোপনিষৎ।
কৌঃ—কৌষীতকী উপনিষৎ।
গীতা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।
গৌঃ ধর্ম্মঃ—গৌতম ধর্ম্মসূত্র।
ছাঃ—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।
জাবালঃ—জাবালোপনিষৎ।
জৈঃ সূঃ—জৈমিনিসূত্র।
তাঃ ব্রাঃ—তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ।
তেজোবিঃ—তেজোবিন্দু উপনিষৎ
তৈঃ—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।
তৈঃ আঃ—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।
তৈঃ ব্রাঃ—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।
তৈঃ সং—তৈত্তিরীয় সংহিতা।
নৃঃ উঃ তাঃ—নৃসিংহ উত্তরতাপিনী উঃ
নৃঃ পূঃ তাঃ—নৃসিংহ পূর্ব্বতাপিনী উঃ
নৈঃ সিঃ—নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি
ন্যাঃ সূঃ (দঃ)—ন্যায়সূত্র (দর্শন)।
পাঃ সূঃ—পাণিনি সূত্র।
পূঃ—পূর্ব্বপক্ষ।
পূঃ মীঃ—পূর্ব্বমীমাংসা।
পৃঃ—পৃষ্ঠা।
প্রঃ, প্রশ্নঃ—প্রশ্নোপনিষৎ।
মনু সং—মনুসংহিতা।
মহানাঃ—মহানারায়ণোপনিষৎ।
মহাভাঃ—মহাভারত।
মাঃ কাঃ—মাণ্ডূক্যকারিকা।
মাণ্ডূঃ—মাণ্ডূক্যোপনিষৎ।
মাধ্যঃ—মাধ্যন্দিন শাখা।
মাধ্যঃ কাঃ—মাধ্যমক কারিকা (নাগার্জ্জুন)
মুঃ, মুণ্ডঃ—মুণ্ডকোপনিষৎ।
মুক্তিকোপঃ—মুক্তিকোপনিষৎ
মৈঃ সং—মৈত্রায়ণী সংহিতা
যোঃ সূঃ—পাতঞ্জল যোগসূত্র।
বায়ু পুঃ—বায়ুপুরাণ
বাল্মী রা—বাল্মীকি রামায়ণ
বিষ্ণু পুঃ—বিষ্ণুপুরাণ।
বৃঃ—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।
বৃঃ বাঃ—বৃহদারণ্যক ভাষ্যবার্ত্তিক।
বৈঃ সূঃ (দঃ)—বৈশেষিক সূত্র (দর্শন)।
ব্রঃ উঃ—ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ।
শতঃ ব্রাঃ—শতপথ ব্রাহ্মণ।
শ্বেঃ, শ্বেতাঃ—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।
শ্রীমদ্ভাঃ—শ্রীমদ্ভাগবত।
শুক্ল যজুঃ—শুক্ল যজুর্ব্বেদ।
শ্লোক বাঃ—শ্লোকবার্ত্তিক।
সাং কাঃ—সাংখ্য কারিকা।
সিঃ—সিদ্ধান্ত। সূঃ—সূত্র। সং—সংহিতা

(ক) অন্যান্য অধ্যায়ের এই সূচীও দ্রষ্টব্য। কোন গ্রন্থের নাম ইহাতে উল্লিখিত না থাকিলে, তাহার বোধযোগ্য নামই যথাস্থলে উল্লিখিত হইবে।

(খ) গ্রন্থের নামবিহীন কেবল ২।৩।১০ এবং ২।৫৫ এইপ্রকার সংখ্যা মাত্র থাকিলে, আরব্ধ এই গ্রন্থের যথাক্রমে অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যাকে এবং অধ্যায় ও পৃষ্ঠাসংখ্যাকে বুঝাইবে।

(গ) যেখানে "?" চিহ্ন থাকিবে, সেখানে আমরা অনুসন্ধান করিয়াও সেই উল্লিখিত বিষয় প্রাপ্ত হই নাই, বা অংশতঃ প্রাপ্ত হইয়াছি বুঝিতে হইবে।

(ঘ) মহাভারতের পার্শ্বে শাঃ, ভীঃ ইত্যাদি শব্দ থাকিলে, তাহা শান্তিপর্ব্ব, ভীষ্মপর্ব্ব, ইত্যাদিকে বুঝাইবে (ঙ) গ্রন্থের নামবিহীন পৃষ্ঠাসংখ্যা সেই অধ্যায়ের পৃষ্ঠাসংখ্যাকে বুঝাইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দী - জয়ন্তী প্রকাশন

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নবাদরায়ণভগবদ্‌বেদব্যাসপ্রণীতম্

বেদান্তদর্শনম্

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীভারতীতীর্থকৃতা

বৈয়াসিকন্যায়মালা ।

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-ভগবৎপাদ-শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতম্

শারীরকভাষ্যম্ ।

স্বামী বিশ্বরূপানন্দকৃত

বঙ্গানুবাদ

এবং

ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা ।

সংশোধক ও সম্পাদক—

স্বামী শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

এবং

বেদান্তবাগীশ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীআনন্দ ঝা, ন্যায়াচার্য্য ।

গ্রন্থানুবাদ ও সম্পাদন শৈলী

১। ইহাতে প্রথমে অধিকরণের নাম ও সূত্রসংখ্যা স্থূলতমাক্ষরে (গ্রেট অক্ষরে), অতঃপর স্থূলাক্ষরে (পাইকা অক্ষরে) ন্যায়মালার শ্লোকদ্বয়, ক্ষুদ্রতমাক্ষরে (বর্জ্জাইস্ অক্ষরে) অন্বয়, ক্ষুদ্রাক্ষরে (স্মলপাইকা অক্ষরে) অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা, তাহার বঙ্গানুবাদ ও ভাবদীপিকা নামে বিষমস্থলের ব্যাখ্যা থাকিবে।

২। তৎপরে স্থূলতমাক্ষরে (গ্রেট অক্ষরে) সূত্র, ক্ষুদ্রাক্ষরে (স্মলপাইকা অক্ষরে) সূত্রার্থ ও তাহার অনুবাদ, স্থূলতরাক্ষরে (স্মলপাইকা এ্যানটিক্ অক্ষরে) ভাষ্য, স্থূলাক্ষরে (পাইকা অক্ষরে) ভাষ্যানুবাদ এবং ক্ষুদ্রাক্ষরে (স্মলপাইকা অক্ষরে) বিষমস্থলের ব্যাখ্যার জন্য ভাবদীপিকা নামে ভাষ্যানুবাদের ব্যাখ্যা থাকিবে।

৩। মূল ভাষ্য ও তাহার অনুবাদ নির্ণয় করিবার জন্য মূলভাষ্যবাক্যে ও তাহার বঙ্গানুবাদে সমসংখ্যা প্রদত্ত হইবে।

৪। অনুবাদে ও ন্যায়মালার ব্যাখ্যাতে অতিরিক্ত বিষয় [ ] এইপ্রকার বন্ধনীর মধ্যে থাকিবে। উদ্ধৃতির আকর নির্দ্দেশ ( ) এইপ্রকার বন্ধনীর মধ্যে থাকিবে। ( ) এইপ্রকার বন্ধনীমধ্যস্থ "—" এই চিহ্নটীর দ্বারা "অর্থাৎ" এই পদটী সূচিত হইবে। (—] এইপ্রকার বন্ধনীমধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দের প্রতিশব্দ, বা পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যাংশের, অথবা বাক্যের ভাবার্থ এবং পরবর্ত্তী বাক্যের পূর্ব্বাংশ, যাহা ভাষ্যের অক্ষরানুগত অনুবাদ নহে, তাহা সন্নিবিষ্ট হইবে। এই পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দের প্রতিশব্দ, বা পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যাংশের, অথবা বাক্যের ভাবার্থ এবং পরবর্ত্তী বাক্যের পূর্ব্বাংশটী, যাহা ভাষ্যের অক্ষরানুগত অনুবাদ নহে, তাহাদের সংযোগস্থলটী, পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যটী শেষ হইলে তাহার সংখ্যাদ্বারা এবং শেষ না হইলে বিরামবোধক কোনপ্রকার চিহ্নদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে। বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ বাদ দিয়া পাঠ করিলে মূল ভাষ্য এবং ন্যায়মালার যথাসম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, আর উক্ত বন্ধনীসকলের মধ্যবর্ত্তী শব্দ, বা বাক্যের সহিত পাঠ করিলে ভাবার্থ সমেত একটী প্রাঞ্জল অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। বাক্যশেষে ' ' এইপ্রকার চিহ্নমধ্যে যাহা পঠিত, তাহা বাক্যের পরিপূরক।

৫। অনুবাদের বিষয়বিশেষের পরিস্ফুতির জন্য সেই বিষয়বিশেষ ও 'ভাবদীপিকার' মধ্যে সমসংখ্যার নির্দ্দেশ থাকিবে। ৬। ব্যবহিত স্থলে পরবর্ত্তী ভাষ্যের প্রারম্ভে পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যের পত্রাঙ্ক প্রদত্ত হইবে এবং সম্ভব হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যশেষে পরবর্ত্তী ভাষ্যের পত্রাঙ্কও প্রদত্ত হইবে। ৭। বিষয়ের বিশ্লেষণের জন্য শিরোনামা (Analytical heading) ব্যবহৃত হইবে।

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

"বিশ্বানুভূতিসম্ভূতিস্থিতিসংহৃতিমুক্তয়ঃ। প্রভবন্তি যতস্তস্মৈ পরস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ" ॥

"অপুণ্যপুণ্যোপরমে যং পুনর্ভবনির্ভয়াঃ। শান্তাঃ সন্ন্যাসিনো যান্তি তস্মৈ মোক্ষাত্মনে নমঃ ॥

অধ্যায়প্রতিপাদ্য—"চতুর্থে জীবতো মুক্তিরুৎক্রান্তির্গতিরুত্তরা। ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্রহ্মলোকাবিতি পাদার্থসংগ্রহঃ" ॥ অর্থ—[১ম পাদে] সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মসাক্ষাৎকারসম্পন্ন ব্যক্তির পুণ্যপাপনিবৃত্তিরূপ জীবন্মুক্তি; [২য় পাদে] ম্রিয়মাণ ব্যক্তির উৎক্রমণক্রম; [৩য় পাদে] সগুণব্রহ্মবিদের দেবযানমার্গদ্বারা ব্রহ্মলোকে গতি; [৪র্থ পাদে] নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদের নির্বিশেষব্রহ্মভাবের আবির্ভাব ও সদ্যোমুক্তি এবং সগুণপরব্রহ্মবিদের পরমেশ্বরতুল্য ভোগপ্রাপ্তি এবং সদ্যোমুক্তি (১।২৬৯ পৃঃ) লব্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত সবিশেষব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্তরূপে ব্রহ্মলোকে স্থিতি।

অবান্তর অধ্যায়সঙ্গতি—পূর্ব্বাধ্যায়ে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার সাধন নিরূপণ করিয়া এক্ষণে ফল নিরূপিত হইতেছে। সেইহেতু পূর্ব্বাধ্যায়ের সহিত **হেতুফলভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

প্রথমঃ পাদঃ

পাদপ্রতিপাদ্য—শ্রবণাদির আবৃত্তিদ্বারা যাঁহাদের নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হইয়াছে ও সগুণপরব্রহ্মোপাসনাদ্বারা যাঁহাদের পরমেশ্বরসাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই প্রারব্ধকর্ম্মাতিরিক্ত পুণ্যপাপাত্মকবন্ধননিবৃত্তিরূপ জীবন্মুক্তি, প্রারব্ধক্ষয়ে বিদেহমুক্তি (১।২৬৯ পৃঃ) এবং সাধনবিষয়ে কিছু আনুষঙ্গিক বিচার।

অবান্তর পাদসঙ্গতি - অধ্যায়ের আদি পাদ হওয়ায় এই সঙ্গতির অপেক্ষা নাই।

মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতি - এই পাদের সর্ব্বত্রই সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার ফলভূতা জীবন্মুক্তি ও তৎসাধনবিষয়ক আনুষঙ্গিক বিষয় বিচারিত হওয়ায় এই পাদের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

১। আবৃত্ত্যধিকরণম্। [১-২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—উপাসনা এবং শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের আবৃত্তি।

অধিকরণসঙ্গতি—পাদের আদি অধিকরণ হওয়ায় এই সঙ্গতি না থাকিলেও ক্ষতি নাই। **অথবা** পূর্ব্বাধ্যায়ের অন্তিম অধিকরণে সদ্যোমুক্তিতে যেপ্রকার তারতম্যরূপ বিশেষের অভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণেও তদ্রূপ [পূর্ব্বপক্ষীর মতে—] উপাসনা ও শ্রবণাদি সাধনসকলে আবৃত্তিরূপ বিশেষের অভাব প্রতিপাদিত হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণের সহিত ইহার **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্য অধ্যায় ও মুখ্য পাদসঙ্গতি—পূর্ব্বাধ্যায়ে শ্রুতিবর্ণিত সাক্ষাৎ সাধনসকল বিচারিত হইয়াছে। এক্ষণে 'সাধনের আবৃত্তি ব্যতিরেকে জীবন্মুক্তিরূপ ফলের অনুপপত্তি' হয় বলিয়া অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে [এখানে প্রত্যক্ষসিদ্ধ জীবন্মুক্তি 'উপপাদ্য' এবং সাধনের আবৃত্তি 'উপপাদক'] সাধনের আবৃত্তিকে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এইরূপে সাধন ও ফলের

মধ্যবর্ত্তী ব্যাপাররূপ সাধনাবৃত্তিবিষয়ক এই বিচার ফলাধ্যায়ের প্রারম্ভে সঙ্গত হওয়ায় এই অধিকরণের মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতি ও মুখ্যপাদসঙ্গতি উভয়ই সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

শ্রবণাদ্যাঃ সকৃৎ কার্য্যা আবর্ত্ত্যা বা সকৃৎ যতঃ।
শাস্ত্রার্থস্তাবতা সিধ্যেৎ প্রযাজাদৌ সকৃৎকৃতেঃ॥
আবর্ত্ত্যা দর্শনান্তাস্তে তণ্ডুলান্তাবঘাতবৎ।
দৃষ্টেঽত্র সম্ভবত্যর্থে নাদৃষ্টং কল্প্যতে বুধৈঃ॥

অন্বয় - শ্রবণাদ্যাঃ সকৃৎ কার্য্যাঃ, আবর্ত্ত্যাঃ বা? সকৃৎ, যতঃ তাবতা শাস্ত্রার্থঃ সিধ্যেৎ, সকৃৎকৃতেঃ প্রযাজাদৌ (ইব)। দর্শনান্তাঃ তে আবর্ত্ত্যাঃ, তণ্ডুলান্তাবঘাতবৎ। অত্র দৃষ্টে অর্থে সম্ভবতি বুধৈঃ অদৃষ্টং ন কল্প্যতে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[শ্রবণাদিসাধনম্ অত্র বিষয়ঃ। প্রযাজাদৌ সকৃৎকৃতত্বম্ অবঘাতাদৌ চ তণ্ডুলনিষ্পত্তিপর্য্যন্তম্ আবৃত্ত্যা কৃতত্বম্ ইতি উভয়থাভাবদর্শনাৎ ভবতি অত্র সংশয়ঃ—] শ্রবণাদ্যাঃ সকৃৎ কার্য্যাঃ, আবর্ত্ত্যাঃ বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[শ্রবণাদীনাং] সকৃৎ [এব অনুষ্ঠানম্]। যতঃ ["সকৃৎকৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ" ইতি ন্যায়েন] তাবতা শাস্ত্রার্থঃ সিধ্যেৎ। সকৃৎকৃতেঃ প্রযাজাদৌ [ইব, অত্রাপি তথৈব ভবিষ্যতি ইতি ভাবঃ]।

সিদ্ধান্ত—["সকৃৎকৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ", ইতি উক্তন্যায়স্য অদৃষ্টফলবিষয়ত্বাৎ, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলক্ষণস্য তু দৃষ্টফলস্য সম্ভবাৎ] দর্শনান্তাঃ তে [শ্রবণাদ্যাঃ] আবর্ত্ত্যাঃ, তণ্ডুলান্তাবঘাতবৎ। অত্র [শ্রবণাদৌ] দৃষ্টে অর্থে সম্ভবতি বুধৈঃ অদৃষ্টং ন কল্প্যতে। [অতঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপফলসিদ্ধিপর্য্যন্তং শ্রবণাদ্যাবর্ত্তনীয়ম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[শ্রবণাদি সাধন এখানে বিষয়। প্রযাজাদিতে একবারমাত্র অনুষ্ঠান এবং অবঘাত প্রভৃতিতে তণ্ডুল নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত আবৃত্তিসহকারে অনুষ্ঠান, এইপ্রকারে উভয়প্রকারতা পরিদৃষ্ট হওয়ায় এখানে সংশয় হয়—] শ্রবণাদি (—শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন এবং উপাসনা) একবারমাত্র অনুষ্ঠেয়, অথবা পুনঃ পুনঃ?

পূর্ব্বপক্ষ—[শ্রবণাদির] একবারমাত্র অনুষ্ঠান হইবে। যেহেতু ["একবার অনুষ্ঠিত হইলে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় অনুষ্ঠিত হয়", এই ন্যায়বলে] তাহার দ্বারাই শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় সিদ্ধ হইবে। একবারমাত্র কৃত (—অনুষ্ঠিত) হওয়ারূপ হেতুবশতঃ প্রযাজ প্রভৃতিতে যেপ্রকার হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় [এখানেও সেইপ্রকারই হইবে, ইহাই ভাব (—প্রযাজের ন্যায় একবারমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি সার্থক হইবে]।

সিদ্ধান্ত—["সকৃৎকৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ", এই বর্ণিত যুক্তি অদৃষ্ট ফলকে বিষয় করে বলিয়া, কিন্তু ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাত্মক দৃষ্টফল সম্ভব বলিয়া] ব্রহ্মদর্শন যাহার শেষ ফল, সেই শ্রবণাদিকে আবৃত্তি করিতে হইবে, যেমন তণ্ডুলনিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অবঘাতের আবৃত্তি করিতে হয়। এই স্থলে (—শ্রবণাদিতে) দৃষ্ট ফল সম্ভব হইলে পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক অদৃষ্ট ফল কল্পিত হয় না। [অতএব ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফলসিদ্ধি পর্য্যন্ত (—ফলসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত) শ্রবণাদির আবৃত্তি (—পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান) করিতে হইবে]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, অদৃষ্টফলোৎপাদক প্রযাজাদির ন্যায় শ্রবণাদির একবারমাত্র অনুষ্ঠান। সিদ্ধান্তে—তণ্ডুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অবঘাতের ন্যায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রবণাদির পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান।

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥৪।১।১॥

পদচ্ছেদ—আবৃত্তিঃ, অসকৃৎ, উপদেশাৎ।

সূত্রার্থ—[শ্রবণাদিসাধনম্ অত্র বিষয়ঃ। তৎ কিং সকৃদেব কর্ত্তব্যম্, উত তস্য আবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যা ইতি বিশয়ে, সকৃদেব ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—ষড়্‌জাদিস্বরসাক্ষাৎকারবৎ দুর্বিজ্ঞেয়াত্মসাক্ষাৎকারস্য আবৃত্তিবিশিষ্টশ্রবণাদিসাধ্যতয়া শ্রবণাদেঃ] **আবৃত্তিঃ**—পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানম্ [কর্ত্তব্যম্। কুতঃ?] **অসকৃৎ উপদেশাৎ**—"শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইত্যাদ্যেবংজাতীয়কেষু বাক্যেষু পুনঃ পুনঃ উপদিষ্টত্বাৎ। [নিদিধ্যাসনস্য চ আবৃত্তি-গুণকত্বাৎ। এবম্ 'বেদ', 'উপাসীত' ইতি আবৃত্তিশ্রবণাৎ উপাস্যসাক্ষাৎকারদ্বারা ফলহেতুষু উপাসনেষু অপি আবৃত্তিঃ বোধ্যা]।

অনুবাদ—[শ্রবণাদি সাধন এখানে বিষয়। তাহাকে কি একবারমাত্র অনুষ্ঠান করিতে হইবে, অথবা তাহার আবৃত্তি করিতে হইবে, এইপ্রকার সংশয় হইলে; একবারমাত্রই অনুষ্ঠেয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—ষড়্‌জাদিস্বরের সাক্ষাৎকারের (—স্বীয় কণ্ঠে তাহাদের অভিব্যক্তির) ন্যায় দুর্বিজ্ঞেয় আত্মসাক্ষাৎকার আবৃত্তিযুক্ত শ্রবণাদির সাধ্য হওয়ায় শ্রবণাদির] **আবৃত্তিঃ**—পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান [করিতে হইবে। তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] **অসকৃৎ উপদেশাৎ**—যেহেতু "শ্রবণ করিবে, মনন করিবে", ইত্যাদি এই জাতীয় বাক্যসকলে পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। [আর যেহেতু নিদিধ্যাসন আবৃত্তিগুণযুক্ত (—মনোবৃত্তির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইলেই তাহাকে নিদিধ্যাসন বলা হয়)। এইপ্রকারে 'বেদ' 'উপাসীত', এইরূপে [বহু স্থলে এই শব্দসকলের] আবৃত্তি শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় উপাস্য-সাক্ষাৎকারের দ্বারা যাহারা ফলপ্রদ, সেই উপাসনাসকলেও আবৃত্তি বুঝিতে হইবে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তৃতীয়ে অধ্যায়ে পরাপরাসু বিদ্যাসু সাধনাশ্রয়ঃ বিচারঃ প্রায়েণ অত্যগাৎ।১ অথ ইহ চতুর্থে ফলাশ্রয়ঃ আগমিষ্যতি।২ প্রসঙ্গাগতং চ অন্যদপি কিঞ্চিৎ চিন্তয়িষ্যতে।৩ প্রথমং তাবৎ

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি, বিষয় ও সংশয়।]

তৃতীয় অধ্যায়ে পর ও অপর বিদ্যাসকলে (—পরব্রহ্মবিদ্যা অপরব্রহ্মবিদ্যা ও অব্রহ্মবিদ্যাসকলে) সাধনাশ্রিত বিচার প্রায় (১) সমাপ্ত হইয়াছে।১ অনন্তর এই চতুর্থ অধ্যায়ে ফলাশ্রিত বিচার আগমন করিবে (—তাহা করা হইবে)।২ আর প্রসঙ্গ-বশতঃ আগত [পাপক্ষয়, অর্চ্চিরাদিমার্গ প্রভৃতি] অন্য কিছুও বিচারিত হইবে।৩

ভাবদীপিকা

(১) সাধনবিষয়ক বিচারের অবশিষ্টাংশ এই ফলাধ্যায়েও প্রদর্শিত হইতেছে বলিয়া "প্রায়" এই শব্দের-প্রয়োগ করিলেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

কতিভিশ্চিৎ অধিকরণৈঃ সাধনাশ্রয়বিচারশেষম্ এব অনুসরামঃ।৪ "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ (বৃঃ ৪।৫।৬), "তমেব ধীরঃ বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" (বৃঃ ৪।৪।২১), "সঃ অন্বেষ্টব্যঃ সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (ছাঃ ৮।৭।১) ইতি চ এবমাদিশ্রবণেষু সংশয়ঃ—কিং সকৃৎ প্রত্যয়ঃ কর্ত্তব্যঃ, আহোস্বিৎ আবৃত্ত্যা ইতি?৫ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৬ সকৃৎ প্রত্যয়ঃ স্যাৎ প্রযাজাদিবৎ, তাবতা শাস্ত্রস্য কৃতার্থত্বাৎ।৭ অশ্রূয়মাণায়াং হি আবৃত্তৌ ক্রিয়মাণায়াম্ অশাস্ত্রার্থঃ কৃতঃ ভবেৎ।৮ ননু অসকৃৎ উপদেশাঃ উদাহৃতাঃ "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইতি এবমাদয়ঃ।৯ এবমপি

ভাষ্যানুবাদ

প্রথমে সাধনানুষ্ঠানে যত্নাধিক্য বিধানের জন্য [৪।১৮ অধিকরণ পর্য্যন্ত] কয়েকটী অধিকরণের দ্বারা আমরা সাধনাশ্রিত অবশিষ্ট বিচারই অনুসরণ করিতেছি।৪ [বিষয়বাক্য প্রদর্শন করিতেছেন—] "হে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য, [তাঁহার বিষয়ে আগম ও আচার্য্যের নিকট] শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, নিদিধ্যাসন (—নির্বিচিকিৎসবুদ্ধিবিষয়তা, (৩।৭০৬ পৃঃ) সম্পাদন) করিবে", "ধীমান্ ব্যক্তি [শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে] তাঁহাকেই বিশেষরূপে অবগত হইয়া প্রজ্ঞা (—ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়িণী বুদ্ধি, নিদিধ্যাসন) অবলম্বন করিবেন" এবং "তিনিই অন্বেষণীয়, তাঁহাকেই বিশেষরূপে বিচার করিতে হইবে", ইত্যাদি এই সকল শ্রুতিতে সংশয় হয়—[প্রযাজাদির একবারমাত্র অনুষ্ঠানের ন্যায়] প্রত্যয় (—উপাসনা এবং শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ মানসব্যাপার) কি একবারমাত্র করিতে হইবে, অথবা [তুষবিমোচন না হওয়াপর্য্যন্ত ব্রীহিতে অবঘাতের ন্যায়] পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে?৫

(পূঃ—শ্রবণাদি ও উপাসনা অদৃষ্টোৎপাদনদ্বারা ফলাধায়ক। তাহারা প্রযাজাদির ন্যায় একবারমাত্র অনুষ্ঠেয়।)

তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?৬ [পূর্ব্বপক্ষ—] প্রযাজাদির ন্যায় প্রত্যয় (—উপাসনা ও শ্রবণাদি মানসব্যাপার) একবারমাত্র করিতে হইবে, যেহেতু তাহার দ্বারাই শাস্ত্রের কৃতার্থতা (—প্রযাজের ন্যায় অদৃষ্টোৎপাদনদ্বারা প্রয়োজনসম্পাদকতা) সিদ্ধ হয়।৭ [যদি বলা হয়—তণ্ডুলনিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অবঘাতের ন্যায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যয়ের অভ্যাস করিতে হইবে; তদুত্তরে পূঃ বলিতেছেন—] যে আবৃত্তি শ্রুতিতে বর্ণিত হয় নাই, তাহা অনুষ্ঠিত হইলে যাহা শাস্ত্রের অর্থ (—অভিপ্রায়) নহে, তাহা করা হইয়া পড়িবে ৮ [শঙ্কা—] কিন্তু "শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, নিদিধ্যাসন করিবে", ইত্যাদি এই উপদেশসকল পুনঃ পুনঃ উদাহৃত হইয়াছে (—পুনঃ পুনঃ উপদেশ অন্যথা অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া সাধনসকলের আবৃত্তিতেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।৯ পূঃ সমা-

শাঙ্করভাষ্যম্

যাবচ্ছব্দম্ আবর্ত্তয়েৎ, সকৃৎ শ্রবণং, সকৃৎ মননং, সকৃৎ নিদিধ্যাসনং চ ইতি, ন অতিরিক্তম্।১০ সকৃৎ উপদেশেষু তু বেদ উপাসীত ইতি এবমাদিষু অনাবৃত্তিঃ ইতি।১১ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—প্রত্যয়াবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যা।১২ কুতঃ? ১৩ অসকৃৎ উপদেশাৎ।১৪ "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ ২।২।৫) ইতি এবংজাতীয়কঃ হি অসকৃদুপদেশঃ প্রত্যয়াবৃত্তিং সূচয়তি।১৫ ননু উক্তং যাব-

ভাষ্যানুবাদ

ধান—] এইপ্রকার হইলেও (—সাধনাবৃত্তি প্রতিভাত হইলেও) যেপ্রকার শব্দ আছে, সেইপ্রকার আবৃত্তি করিতে হইবে, যথা—একবার শ্রবণ, একবার মনন এবং একবার নিদিধ্যাসন করিতে হইবে, তাহার অতিরিক্ত নহে(—শ্রবণাদি সাধনসকলকে একের পর অন্যটী ক্রমশঃ সমুচ্চিতভাবে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহা দ্যোতনের জন্যই শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ তাহাদের উপদেশ হইয়াছে ; এইভাবে অন্যপ্রকারে উপপত্তি হয় বলিয়া তাহাদের প্রত্যেকটীর আবৃত্তিতে তাৎপর্য্য নাই।১০ নির্বিশেষব্রহ্মসাক্ষাৎকার যাহাদের ফল, সেই শ্রবণাদি সাধনের আবৃত্তি নিরাকরণ করিয়া সবিশেষব্রহ্মসাক্ষাৎকার যাহাদের ফল, সেই অহংগ্রহোপাসনাসকলে আবৃত্তি নিরাকরণ করিতেছেন—] কিন্তু 'বেদ' 'উপাসীত', ইত্যাদি এই সকল যে [এক একটি সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে] একবার মাত্র উপদেশ, সেই সকলেও [উপাসনার] আবৃত্তি হইবে না (২)।১১

[সিঃ—যথাক্রমে অসম্ভাবনাদির নিবৃত্তি এবং উপাস্যসাক্ষাৎকাররূপ দৃষ্টপ্রয়োজন সম্পাদক শ্রবণাদির ও উপাসনার অবঘাতের ন্যায় পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—প্রত্যয়ের (—শ্রবণাদি ও উপাসনারূপ মানসবৃত্তির) আবৃত্তি (—পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান) করিতে হইবে।১২ তাহাতে হেতু কি ? ১৩ [উত্তর—] যেহেতু [শ্রুতির বিভিন্ন স্থলে বিভিন্নপ্রকারে] বহুবার উপদেশ আছে।১৪ [ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—] যেহেতু "শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, নিদিধ্যাসন করিবে", ইত্যাদি এই জাতীয় পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রত্যয়ের আবৃত্তি সূচনা করিতেছে (—আবৃত্তিবিষয়ে তাহারা লিঙ্গ-

ভাবদীপিকা

(২) পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—"ব্রীহীন্ অবহন্তি", ইত্যাদি স্থলে ধান্যের বিতুষীভাবরূপ ফল দৃষ্ট হওয়ায় সেই সকল স্থলে অগত্যা অবঘাতের আবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য বিহিত শ্রবণাদি কিন্তু দৃষ্টফল নহে ; কারণ সাক্ষাৎকার প্রমাণের ফল তাৎপর্য্যাবধারণরূপ শ্রবণ এবং বিরোধাশঙ্কানিরাকরণরূপ মনন, ইহারা উভয়েই তর্কাত্মক মানসব্যাপারমাত্র, প্রমাণ নহে। আর মানসবৃত্তির আবৃত্তিরূপ নিদিধ্যাসনও প্রমাণ নহে। সেইহেতু সাক্ষাৎকার ইহাদের ফল নহে। অতএব অদৃষ্টোৎপাদনদ্বারেই ইহারা ফলাধায়ক হইয়া থাকে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। আর বৈধ শ্রবণাদির ফলে উৎপন্ন শ্রবণনিয়মাদৃষ্টবলে পাপক্ষয়রূপ অদৃষ্ট ফল তুমিও অঙ্গীকার করিয়াছ (৩।৭১৩ পৃঃ)। আর দেখ, অহংগ্রহোপাসনাতেও

শাঙ্করভাষ্যম্

যচ্ছব্দম্ এব আবর্ত্তয়েৎ, ন অধিকম্ ইতি ।১৬ ন, দর্শনপর্য্যবসানত্বাৎ * এষাম্ ।১৭ দর্শনপর্য্যবসানানি হি শ্রবণাদীনি আবর্ত্ত্যমানানি দৃষ্টার্থানি ভবন্তি ।১৮ যথা অবঘাতাদীনি তণ্ডুলাদিনিষ্পত্তিপর্য্য-

* 'পর্য্যবসানত্বাৎ' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

প্রমাণ) ।১৫ [শঙ্কা—] কিন্তু বলা হইয়াছে—যেপ্রকার শব্দ আছে, সেইপ্রকারেই আবৃত্তি করিতে হইবে (—শ্রুতিতে তত্তৎ স্থলে প্রযুক্ত শব্দানুসারে একবার শ্রবণ, একবার মনন, ইত্যাদি এইপ্রকারে একবারই তাহাদের অনুষ্ঠান করিতে হইবে), অধিক নহে (১০ বাক্য) ইত্যাদি ।১৬ [সমাধান—] না, তাহা নহে, যেহেতু [স্বাভিন্ন ব্রহ্মের, অথবা উপাস্য পরমেশ্বরের] দর্শনেই ইহাদের (—শ্রবণাদির, অথবা উপাসনার) পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে ।১৭ [ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—] যেহেতু দর্শনেই যাহাদের পর্য্যবসান (—পরিসমাপ্তি), সেই শ্রবণ প্রভৃতি আবৃত্ত হইলে [স্বস্বরূপের অভিব্যক্তি, অথবা উপাস্যসাক্ষাৎকাররূপ] দৃষ্টপ্রয়োজনসম্পাদক হইয়া থাকে ।১৮ যেমন অবঘাত প্রভৃতি [ধান্যাদি হইতে তুষনিষ্কাশনদ্বারা] তণ্ডুলাদির নিষ্পত্তিতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় (৩) ।১৯

ভাবদীপিকা

মৃত্যুর পর অদৃষ্টদ্বারেই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিরূপ ফল অঙ্গীকার করিতে হয়, কারণ জীবদবস্থাতে কেহ ব্রহ্মলোকে গমন করে না। অতএব উভয়ত্রই বস্তুস্থিতি একইপ্রকার হওয়ায় দৃষ্টফল অবঘাতের আবৃত্তির ন্যায় শ্রবণাদির ও উপাসনার আবৃত্তি অঙ্গীকার করা যায় না, পরন্তু প্রযাজাদির ন্যায় একবারমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেই (পূঃ মীঃ ১১।১।৬ অধিঃ) বিধির চরিতার্থতা হইতে উৎপন্ন অদৃষ্টবলেই তাহারা ফলাধায়ক হইয়া থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, ইত্যাদি।

[শ্রবণাদির ও উপাসনার আবৃত্তিবিষয়ে যুক্তি।]

(৩) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—যদিও শ্রবণাদি প্রমাণ নহে, তাহা হইলেও প্রমাণগত ও প্রমেয়গত অসম্ভাবনা এবং বিপরীতভাবনা (৩।১০৩ পৃঃ) নিরাকরণকরতঃ পরম্পরাভাবে তাহারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যেমন তণ্ডুলের বিতুষীভাব, অথবা ষড়্জাদিস্বরের সাক্ষাৎকার (—স্বীয় কণ্ঠে অভিব্যক্তি), যথাক্রমে পুনঃ পুনঃ অবঘাতের ও পুনঃ পুনঃ স্বরশ্রবণের দৃষ্টফল, তদ্রূপ। অতএব অসম্ভাবনা প্রভৃতির যতকাল না নিবৃত্তি হয়, ততকাল পর্য্যন্ত শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের আবৃত্তি অপেক্ষিত, অদৃষ্টদ্বারে ফলপ্রদ প্রযাজাদির ন্যায় সকৃৎ অনুষ্ঠান নহে; ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। আর যে শ্রবণাদিতে নিয়মাদৃষ্ট অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তাহাতেও কোন বিরোধ হয় না, কারণ অন্যত্র "দৃষ্টে সম্ভবতি অদৃষ্টকল্পনাযোগাৎ", এই ন্যায়ের প্রবৃত্তি হইলেও প্রস্তাবিত স্থলে একই শ্রবণাদি কর্ম্মের দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়প্রকার ফলকল্পনা অন্যায্য নহে। যেমন নখবিদলন ও অশ্মকুট্টনের (—নখ ও প্রস্তরদ্বারা ঘর্ষণের) দ্বারা তুষবিমোক সম্ভব হইলেও মাত্র অবঘাতের দ্বারা বিতুষীকরণনিয়মবলে (পূঃ মীঃ ৪।২।১১ অধিঃ) দৃষ্টফল তুষবিমোক ব্যতিরেকে নিয়মাদৃষ্টরূপ অদৃষ্ট ফল (পূঃ মীঃ ৯।১।৫ অধিঃ) অঙ্গীকৃত হয়; অথবা যেমন পূঃ মীঃ ৪।১।৭ আশ্রয়িণামদৃষ্টার্থতাধিকরণন্যায়বলে 'স্বিষ্টকৃৎ যজ্ঞ'

শাঙ্করভাষ্যম্

বসামাসি, তদ্বৎ ।১৯ অপিচ উপাসনং নিদিধ্যাসনং চ ইতি অন্তর্ণীতাবৃত্তিগুণা এব ক্রিয়া অভিধীয়তে ।২০ তথাহি লোকে 'গুরুম্ উপাস্তে' 'রাজানম্ উপাস্তে' ইতি চ যঃ তাৎপর্য্যেণ গুর্ব্বাদীন্ অনুবর্ত্ততে, সঃ এবম্ উচ্যতে ।২১ তথা 'ধ্যায়তি প্রোষিতনাথা পতিম্' ইতি যা নিরন্তরস্মরণা পতিং প্রতি সোৎকণ্ঠা সা এবম্ অভিধীয়তে ।২২ বিদ্যুপাস্ত্যোশ্চ বেদান্তেষু অব্যতিরেকেণ প্রয়োগঃ দৃশ্যতে ।২৩ ক্বচিৎ বিদিনা উপক্রম্য উপাসিনা উপসং-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—নিদিধ্যাসন এবং উপাসনা আবৃত্তিগুণযুক্ত হওয়ায়, 'বেদ' ও 'উপাসীত' শব্দ সমানার্থে প্রযুক্ত হওয়ায় এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দৃষ্টফলক হওয়ায় তাহাদের আবৃত্তি সিদ্ধি।]

আর দেখ, অন্তর্নিহিত আবৃত্তিগুণযুক্ত ক্রিয়াই (—যে মানস ক্রিয়াতে তাহার আবৃত্তি হইতেই থাকে, তাহাই) উপাসনা ও নিদিধ্যাসন নামে অভিহিত হইয়া থাকে।২০ যেমন লোকমধ্যে 'গুরুকে উপাসনা করে' এবং 'রাজাকে উপাসনা করে', ইত্যাদি স্থলে যে ব্যক্তি তৎপর (—তদ্গতচিত্ত) হইয়া গুরু প্রভৃতির অনুবর্ত্তন (—সেবা) করে, সেই ব্যক্তি ['গুরুর উপাসক', 'রাজার উপাসক', ইত্যাদি] এইপ্রকারে কথিত হইয়া থাকে।২১ এইরূপেই [বিদেশগত পতিকে] নিরন্তর স্মরণকারিণী পতির প্রতি উৎকণ্ঠাযুক্তা যে স্ত্রী, তিনিই 'প্রোষিতভর্তৃকা পতিকে ধ্যান করিতেছেন', এইরূপে অভিহিত হইয়া থাকেন।২২ [কিন্তু উপাসনাশব্দ আবৃত্তিবাচক হইলেও 'বেদ' ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে আবৃত্তি কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে? উত্তর—] উপনিষৎসকলে বিদ্ ও উপাস্তির (—'বিদ্' এবং 'উপ'পূর্ব্বক আস্‌ধাতুর) অভিন্নভাবে (—সমানার্থে) প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়।২৩ কোন স্থলে বিদ্‌ধাতুর দ্বারা আরম্ভ করিয়া উপ+আস্‌ধাতুর দ্বারা উপসংহার করিতেছেন, যথা—"যাহা তিনি

ভাবদীপিকা

প্রভৃতির দৃষ্ট ও অদৃষ্টফল অঙ্গীকৃত হয়, (৩।৬৭৭ পৃঃ) ; প্রস্তাবিত নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে শ্রবণাদি স্থলেও তদ্রূপ অসম্ভাবনাদির নিবৃত্তিরূপ দৃষ্টফল এবং নিয়মাদৃষ্টরূপ অদৃষ্টফল অঙ্গীকৃত হইলে কোন বিরোধ হয় না। সগুণ উপাসনাস্থলেও অদৃষ্টবলে ব্রহ্মলোকলাভরূপ ফল লব্ধ হয় না, পরন্তু **উপাস্যসাক্ষাৎকার**রূপ দৃষ্ট বিষয় অপেক্ষিত। ভগবতী শ্রুতি তাহাই বলেন, যথা—"যস্য স্যাৎ অদ্ধা ন বিচিকিৎসা অস্তি" (ছাঃ ৩।১৪।৪)—'অহংগ্রহোপাসনাপ্রভাবে 'আমি উপাস্যস্বরূপ', এই প্রকার জ্ঞানে যাঁহার এতটুকু সংশয় নাই' ; "দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি" (বৃঃ ৪।১।২)—'জীবিতাবস্থাতে দেবতা হইয়া (—স্বীয় দেবভাব প্রত্যক্ষ করিয়া) মৃত্যুর পর দেবতাকে প্রাপ্ত হন', ইত্যাদি। অতএব সগুণব্রহ্মবিদ্যাতেও আদরপূর্ব্বক দীর্ঘকাল নিরন্তরভাবে বিদ্যাভ্যাস অপেক্ষিত, প্রযাজাদির ন্যায় একবারমাত্র অনুষ্ঠান নহে ; ইহা অঙ্গীকার্য্য **পূর্ব্বপক্ষী** বলিয়াছেন—"'বেদ' 'উপাসীত' ইত্যাদি স্থলে উপাসনার আবৃত্তি হইবে না", (১১ বাক্য)। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—**অপিচ**, 'আর দেখ', ইত্যাদি (২০ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

হরতি, যথা—"যঃ তৎ বেদ, যৎ সঃ বেদ, সঃ ময়া এতৎ উক্তঃ" (ছা: ৪।১।৪), ইতি অত্র "অনু মে এতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতাম্ উপাস্সে" (ছা: ৪।২।২) ইতি ।২৪ ক্বচিৎ চ উপাসিনা উপক্রম্য বিদিনা উপসংহরতি, যথা—"মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত" (ছা: ৩।১৮।১), ইতি অত্র "ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন যঃ এবং বেদ" (ছা: ৩।১৮।৩) ইতি ।২৫ তস্মাৎ সকৃৎ উপদেশেষু অপি আবৃত্তিসিদ্ধিঃ ।২৬ অসকৃৎ উপদেশঃ তু আবৃত্তেঃ সূচকঃ ।২৭॥৪।১।১॥

ভাষ্যানুবাদ

(—রৈক) জানেন, অপর যে কেহ তাহা জানেন, তিনিও মৎকর্ত্তৃক এইপ্রকারে (—রৈকসদৃশরূপে) কথিত হন", ইত্যাদি এই স্থলে "হে ভগবন্, যে দেবতাকে আপনি উপাসনা করেন, এই দেবতাকে আমায় উপদেশ দিন", ইত্যাদি।২৪ আর কোন স্থলে উপ+আস্‌ধাতুর দ্বারা আরম্ভ করিয়া বিদ্‌ধাতুর দ্বারা উপসংহার করিতেছেন, যথা—"মনই ব্রহ্ম, এইরূপে উপাসনা করিবে", ইত্যাদি এই স্থলে "যিনি এইপ্রকার জানেন, তিনি কীর্ত্তির (—প্রত্যক্ষ খ্যাতির) দ্বারা, যশের (—অপ্রত্যক্ষ খ্যাতির) দ্বারা এবং বেদজ্ঞানজনিত তেজের দ্বারা প্রকাশমান হন ও তাপদান করেন (—তেজস্বী হইয়া থাকেন"), ইত্যাদি।২৫ সেইহেতু (—বিদ্‌ধাতু ও উপ+আস্‌ধাতু সমানার্থক এবং উপাসনাশব্দের অর্থ—আবৃত্তিগুণযুক্ত মানসব্যাপার হওয়ায়, 'বেদ' বা 'উপাসীত', এইপ্রকারে একবারমাত্র উপদেশসকলেও [শব্দের সামর্থ্যবশতঃ সকলপ্রকার উপাসনাতেই] আবৃত্তি সিদ্ধ হয়।২৬ [কিন্তু সগুণব্রহ্মবিদ্যাস্থলে এইপ্রকার হইলেও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে শ্রবণাদি স্থলে শব্দের সামর্থ্য হইতে আবৃত্তি লব্ধ না হওয়ায় সেই স্থলে তাহা কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে? উত্তর—বৃ: ২।৪।৫, ৪।৫।৬, ৩।৫।১ ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রবণমননাদির] পুনঃ পুনঃ উপদেশ কিন্তু আবৃত্তির সূচক (—সেই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ; কারণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণমননের ফলে অসম্ভাবনা (৩।৭০৩ পৃঃ) নিরাকৃত হয়, ইহা দৃষ্টসিদ্ধ।২৭ অতএব "অসকৃৎ উপদেশ", উপাসনা এবং শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের আবৃত্তির সূচক, ক্রমসমুচ্চয়ের সূচক নহে, ইহা সিদ্ধ হইল]॥৪।১।১॥

লিঙ্গাচ্চ ॥৪।১।২॥

সূত্রার্থ—চ—কিঞ্চ, লিঙ্গাৎ—শব্দসামর্থ্যাৎ [প্রত্যয়স্য আবৃত্তিঃ লভ্যতে। তথাহি "রশ্মীংস্ত্বং পর্য্যাবর্ত্তয়াৎ" (ছা: ১।৫।২) ইতি রশ্মিবহুত্বোপাসনং বহুপুত্রতায়ৈ বিদধৎ বাক্যং প্রত্যয়াবৃত্তিং সূচয়তি। তস্মাৎ তন্ন্যায়াৎ সাক্ষাৎকারসাধনেষু আবৃত্তিসিদ্ধিঃ]।

অনুবাদ—চ—আর, লিঙ্গাৎ—শব্দের সামর্থ্য হইতে [প্রত্যয়ের (—শ্রবণাদি ও উপাসনারূপ মানস বৃত্তির) আবৃত্তি লব্ধ হইতেছে। যেমন দেখ—"রশ্মিসকলকে [এবং আদিত্যকে] পৃথগ্‌ভাবে ধ্যান কর", এইপ্রকারে বহুপুত্রলাভের জন্য রশ্মিবহুত্বের উপাসনা

বিধানকরতঃ বাক্যটী প্রত্যয়ের আবৃত্তি সূচনা করিতেছে। সেইহেতু সেই যুক্তিবলে সাক্ষাৎকারের সাধনসকলেও আবৃত্তি সিদ্ধ হইতেছে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

লিঙ্গমপি প্রত্যয়াবৃত্তিং প্রত্যায়য়তি।১ যথা হি উদ্‌গীথবিজ্ঞানং প্রস্তুত্য "আদিত্যঃ উদ্‌গীথঃ" (ছাঃ ১।৫।১) ইতি এতৎ একপুত্রতাদোষেণ অপোদ্য "রশ্মীন্ ত্বং পর্য্যাবর্ত্তয়াৎ" (ছাঃ ১।৫।২) ইতি রশ্মীবহুত্ববিজ্ঞানং বহুপুত্রতায়ৈ বিদধৎ সিদ্ধবৎ প্রত্যয়াবৃত্তিং দর্শয়তি।২ তস্মাৎ তৎসামান্যাৎ সর্ব্বপ্রত্যয়েষু আবৃত্তিসিদ্ধিঃ।৩

অত্র আহ—ভবতু নাম সাধ্যফলেষু প্রত্যয়েষু আবৃত্তিঃ, তেষু আবৃত্তিসাধ্যস্য অতিশয়স্য সম্ভবাৎ।৪ যস্তু পরব্রহ্মবিষয়ঃ প্রত্যয়ঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবম্ এব আত্মভূতং পরং ব্রহ্ম সমর্পয়তি, তত্র কিমর্থা আবৃত্তিঃ ইতি?৫ সকৃৎশ্রুতৌ চ ব্রহ্মাত্মত্বপ্রতীত্যনু-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—উপাসনা ও শ্রবণাদির আবৃত্তিবিষয়ে অন্য লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন।]

লিঙ্গপ্রমাণও প্রত্যয়ের (—শ্রবণমননাদি ও উপাসনারূপ মানসবৃত্তির) আবৃত্তি অবগত করাইতেছে।১ যেমন দেখ, উদ্‌গীথোপাসনার প্রস্তাব করিয়া "আদিত্যই উদ্‌গীথ" (—উদ্‌গীথাবয়বভূত ওঁকারে আদিত্যদৃষ্টি করিবে"), ইত্যাদি ইহাকে একপুত্রতাদোষবশতঃ নিরাকরণ করিয়া "রশ্মিসকলকে তুমি পৃথগ্‌ভাবে উপাসনা কর", এইপ্রকারে রশ্মির বহুত্বোপাসনাকে বিধানকারি [শ্রুতিবাক্য] প্রত্যয়ের আবৃত্তি প্রদর্শন করিতেছে (৪)।২ সেইহেতু তাহার সাদৃশ্যবশতঃ সকলপ্রকার প্রত্যয়ে আবৃত্তি সিদ্ধ হইতেছে।৩

[পূঃ—নির্বিশেষব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিতে শ্রবণমননাদির আবৃত্তি অনাবশ্যক। ঐ বিষয়ে যুক্তি।]

[পূর্ব্বপক্ষী] এই স্থলে বলেন—যাহাদের ফল সাধ্য (—উৎপাদ্য), এইপ্রকার প্রত্যয়সকলে (—উপাসনাসকলে) আবৃত্তি হয় হউক, কারণ সেই সকলে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানসাধ্য অতিশয় (—ফলাধিক্য) সম্ভব।৪ কিন্তু পরব্রহ্মবিষয়ক যে প্রত্যয় (—নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানোৎপাদক শ্রবণাদি), নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব আত্মভূত (—জীবাভিন্ন) পরব্রহ্মকে সমর্পণ করে, তাহাতে আবৃত্তি কোন্ প্রয়োজন সম্পাদন করিবে (৫)?৫ যদি বলা হয়—[ব্রহ্ম নিত্য অপরোক্ষ হইলেও] একবারমাত্র

ভাবদীপিকা

(৪) এই শ্রুতিপঠিত "পর্য্যাবর্ত্তয়াৎ" পদটী বিধিলিঙের মধ্যমপুরুষের একবচনের প্রয়োগে 'পর্য্যাবর্ত্তয়তাৎ', এইপ্রকার হইবে; বৈদিক প্রয়োগে একটী 'ত'কার লুপ্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ - "পরি—সমন্তাৎ—পৃথগাবর্ত্তয়স্ব" —'সম্যগ্‌রূপে পৃথগ্‌ভাবে আবৃত্তি করিবে' (রত্নপ্রভা)। এক উপাসনাতে এই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির উপদেশ, ধ্যান বা উপাসনারূপ মানসবৃত্তির সাদৃশ্যবশতঃ, অথবা "আবৃত্ত হইলেই ধ্যানাদি ফলপর্য্যবসায়ি হয়", এইপ্রকার সাদৃশ্যবশতঃ অন্যত্র (—যাবতীয় উপাসনাতে ও শ্রবণমননাদিতে) আবৃত্তিবোধক লিঙ্গপ্রমাণরূপে উপন্যস্ত হইতেছে।

(৫) পূর্ব্বপক্ষীর ভাব এই—শ্রবণমননাদির যদি জ্ঞানোৎপাদনসামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে

শাঙ্করভাষ্যম্

পপত্তেঃ আবৃত্ত্যভ্যুপগমঃ ইতি চেৎ? ৬ ন, আবৃত্তৌ অপি তদনুপপত্তেঃ।৭ যদি হি "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইতি এবংজাতীয়কং

ভাষ্যানুবাদ

শ্রবণ (৬) করিলে [অবিদ্যাধ্বংস না হওয়ায়] ব্রহ্মাত্মত্বজ্ঞান উপপন্ন হয় না বলিয়া [শ্রবণের] আবৃত্তি অঙ্গীকার করা হয়।৬ [তদুত্তরে পূঃ বলেন—] না, তাহা বলা যায় না; কারণ [শ্রবণের] আবৃত্তি হইলেও তাহা (—অবিদ্যাধ্বংসদ্বারে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান)

ভাবদীপিকা

চক্ষুর সহিত ঘটের সন্নিকর্ষ হইলেই ঘটজ্ঞানের ন্যায় একবারমাত্র শ্রবণাদি করিলেই ব্রহ্মবিজ্ঞানোৎপত্তি হইবে, তাহাদের আবৃত্তির আবশ্যকতা নাই। আর যদি তাহাদের জ্ঞানোৎপাদনসামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে অসংখ্যবার আবৃত্ত হইলেও জ্ঞানোৎপাদন করিতে পারিবে না। পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণের দ্বারা মণির বিশেষ গুণের প্রত্যক্ষের ন্যায় পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদির দ্বারা নির্গুণব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান বিশদীকৃত হয়, ইহা বলা যায় না; কারণ সর্ব্বপ্রকার বিশেষবর্জ্জিত ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানে কোনপ্রকার তারতম্য নাই, পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদি যাহাকে স্ফুটতর করিবে। অতএব শ্রবণাদির আবৃত্তি অনর্থক, ইত্যাদি।

তিনপ্রকার শ্রবণের পরিচয়

(৬) শ্রবণ কাহাকে বলে এবং তাহার ফল কি, তাহা ১।১৫০ পৃঃ এবং ৩।৭০৩ পৃষ্ঠাতে বলা হইয়াছে। প্রস্তাবিত স্থলে যে শ্রবণদ্বারা অবিদ্যাধ্বংসি ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের উদয় হয়, সেই 'শ্রবণের' কথা বলা হইতেছে। সুতরাং শ্রবণের দ্বৈবিধ্য প্রতিভাত হইতেছে। ইহার পরিষ্কৃতি আবশ্যক। **শ্রবণ বস্তুতঃ ত্রিবিধ,** যথা—উপনিষৎপাঠকালে অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তাৎপর্য্যনির্ণায়ক যে শ্রবণ, তাহাকে বলে **উপশ্রবণ** (১।১।১ ও ৩।৪।২৭ সূঃ ভামতী দ্রঃ)। বিদ্যার্থী ছাত্রগণের উপনিষৎশ্রবণ ইহার দৃষ্টান্ত। নিষ্কাম কর্ম্ম ও শমদমাদির বলে বিবিদিষার উৎপত্তির অনন্তর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণকরতঃ বিধিবলে প্রেরিত হইয়া যে শ্রবণ, তাহাকে বলে **বিধেয় শ্রবণ**। উপশ্রবণ না হওয়ায় ইহাই বস্তুতঃ **প্রথম শ্রবণ**। নিয়মবিধিবলে প্রবৃত্ত এই শ্রবণের ফলে **শ্রবণনিয়মাদৃষ্ট** উৎপন্ন হয় (৩।৭১৩ পৃঃ)। এই শ্রবণে সন্ন্যাসীরই অধিকার, ইহা "নচ নির্বিচিকিৎসং তত্ত্বমসীতি বাক্যার্থম্ অবধারয়তঃ কর্ম্মণি অধিকারঃ অস্তি" (৩।৪।২৮ সূঃ ভামতী), "বিবিদিষোৎপত্তেঃ প্রাগেব কর্ম্মণাম্ অনুষ্ঠেয়তয়া শ্রবণাদিকালে তেষাং প্রসক্তিরেব নাস্তি" (৩।৪।২৭ সূঃ ব্রহ্মবিদ্যাভরণ) এবং "ত্যক্তাশেষক্রিয়স্যৈব সংসারং প্রজিহাসতঃ। জিজ্ঞাসোরেব চৈকাত্ম্যং ত্রয্যন্তেষ্বধিকারিতা"॥ (বৃঃ সম্বন্ধবার্ত্তিক, ১২), ইত্যাদি বচন হইতে অবগত হওয়া যায়। আর "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি যে মহাবাক্যশ্রবণ, যাহার ফলে নিবৃত্তপ্রতিবন্ধ অধিকারীর তৎক্ষণাৎ অবিদ্যাধ্বংসি ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয়, তাহাকে বলে **দ্বিতীয় শ্রবণ**, বা **চরম শ্রবণ**। এই অধিকরণশেষে শব্দাপরোক্ষবাদ আলোচনাকালে ইহা আলোচিত হইবে। লক্ষ্য করিতে হইবে—নিবৃত্তপ্রতিবন্ধ অধিকারীর উপশ্রবণ বা বিধেয় শ্রবণও চরমশ্রবণ হইতে পারে, কারণ উপশ্রবণাদিকালেও "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য তাহার শ্রুতিগোচর হইয়াই থাকে; এইহেতু এই চরম শ্রবণকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোষ্ঠকে নিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। (পরিষ্কৃতি আমাদের)।

শাঙ্করভাষ্যম্

বাক্যং সকৃৎ শ্রূয়মাণং ব্রহ্মাত্মত্বপ্রতীতিং ন উৎপাদয়েৎ, ততঃ তদেব আবর্ত্ত্যমানম্ উৎপাদয়িষ্যতি ইতি কা প্রত্যাশা স্যাৎ? ৮ অথ উচ্যেত—ন কেবলং বাক্যং কঞ্চিৎ অর্থং সাক্ষাৎকর্ত্তুং শক্নোতি, অতঃ যুক্ত্যপেক্ষং বাক্যম্ অনুভাবয়িষ্যতি ব্রহ্মাত্মত্বম্ ইতি।৯ তথাপি আবৃত্ত্যানর্থক্যম্ এব।১০ সা অপি হি যুক্তিঃ সকৃৎ প্রবৃত্তা এব স্বম্ অর্থম্ অনুভাবয়িষ্যতি।১১ অথাপি স্যাৎ যুক্ত্যা বাক্যেন চ সামান্যবিষয়ম্ এব বিজ্ঞানং ক্রিয়তে, ন বিশেষবিষয়ম্।১২ যথা 'অস্তি মে হৃদয়ে শূলম্', ইতি অতঃ বাক্যাৎ গাত্রকম্পাদিলিঙ্গাৎ চ শূলসদ্ভাবসামান্যম্ এব পরঃ প্রতিপদ্যতে, ন বিশেষম্ অনুভবতি, যথা সঃ এব শূলী।১৩ বিশেষানুভবশ্চ অবিদ্যায়াঃ নিবর্ত্তকঃ, ততঃ তদর্থা আবৃত্তিঃ ইতি চেৎ?১৪ ন, অসকৃৎ অপি তাবন্মাত্রে ক্রিয়মাণে বিশেষবিজ্ঞা-

ভাষ্যানুবাদ

যুক্তিসঙ্গত নহে।৭ [অসঙ্গতি পরিস্ফুট করিতেছেন—] দেখ, "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি এই জাতীয় বাক্য একবার শ্রুত হইলে যদি ব্রহ্মাত্মজ্ঞানকে উৎপাদন না করে, তাহা হইলে তাহাই আবর্ত্তিত হইলে [তাহাকে] উৎপাদন করিবে, এই বিষয়ে প্রত্যাশা কি ?৮ আর যদি বলা হয়—কেবল বাক্য কোন বিষয়কে সাক্ষাৎ করিতে (—করাইতে) পারে না, এইহেতু যুক্তিসাপেক্ষ বাক্য (—মনন ও নিদিধ্যাসন সহকৃত শ্রবণ) ব্রহ্মাত্মভাবকে অনুভব করাইবে, ইত্যাদি।৯ [তদুত্তরে পূঃ বলেন—] তাহা হইলেও আবৃত্তির আনর্থক্যই হইবে।১০ যেহেতু সেই যুক্তিও একবারমাত্র প্রবৃত্ত হইয়াই নিজের অর্থকে অনুভব করাইবে, [এইহেতু যুক্তিসাপেক্ষ বাক্যের আবৃত্তিও নিরর্থক]।১১ [শঙ্কা—] আর যদি এইপ্রকার হয়—যুক্তি ও বাক্যের দ্বারা সামান্যবিষয়ক বিজ্ঞান (—বিষয়ের পরোক্ষাত্মক সামান্য জ্ঞান) হইয়া থাকে, বিশেষবিষয়ক নহে (—অপরোক্ষাত্মক বিশেষ জ্ঞান নহে)।১২ যেমন 'আমার হৃদয়ে শূলবেদনা হইতেছে', ইত্যাদি এই বাক্য এবং গাত্রকম্পনাদি চিহ্ন হইতে অপর ব্যক্তি [সেই শূলাক্রান্তের] শূলবেদনার অস্তিত্ব সামান্যভাবে অবগত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই শূলাক্রান্ত ব্যক্তি যেপ্রকার অনুভব করে, সেইপ্রকার বিশেষভাবে অনুভব করে না।১৩ আর বিশেষ অনুভবই (—অপরোক্ষ জ্ঞানই) অবিদ্যার নিবর্ত্তক, সেইহেতু [অপরোক্ষজ্ঞানরূপ] সেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য [মনন ও নিদিধ্যাসন সহকৃত শ্রবণের] আবৃত্তি আবশ্যক, এইপ্রকার যদি বলা হয়?১৪ [তদুত্তরে পূর্ব্ববাদী বলেন—] না, তাহাও বলা যায় না; কারণ মাত্র তাহাই (—মনন ও নিদিধ্যাসনসহকৃত শ্রবণই) বহুবার করা হইলেও [প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ সাক্ষাৎকারের হেতু না হওয়ায় এবং শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন, কোনটাই

শাঙ্করভাষ্যম্

সোঽপ্যত্যসম্ভবাৎ ।১৫ নহি সকৃৎ প্রযুক্তাভ্যাং শাস্ত্রযুক্তিভ্যাম্ অনবগতঃ বিশেষঃ শতকৃত্বঃ অপি প্রযুজ্যমানাভ্যাম্ অবগন্তুং শক্যতে ।১৬ তস্মাৎ যদি শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং বিশেষঃ প্রতিপাদ্যতে, যদি বা সামান্যম্ এব, উভয়থাপি সকৃৎপ্রবৃত্তে এব তে স্বকার্য্যং কুরুতঃ ইতি আবৃত্ত্যনুপযোগঃ।১৭ নচ সকৃৎ প্রযুক্তে শাস্ত্রযুক্তী কস্যচিদপি অনুভবং ন উৎপাদয়তঃ ইতি শক্যতে নিয়ন্তুং, বিচিত্রপ্রজ্ঞত্বাৎ প্রতিপত্তৃণাম্ ।১৮ অপিচ অনেকাংশোপেতে লৌকিকে পদার্থে সামান্যবিশেষবতি একেন অবধানেন একম্ অংশম্ অবধারয়তি, অপরেণ অপরম্ ইতি স্যাদপি অভ্যাসোপযোগঃ, যথা দীর্ঘপ্রপাঠকগ্রহণাদিষু ।১৯ নতু নির্বিশেষে ব্রহ্মণি

ভাষ্যানুবাদ

প্রমাণপদবাচ্য না হওয়ায়] বিশেষ বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নহে ।১৫ দেখ, একবারমাত্র প্রযুক্ত শাস্ত্র ও যুক্তির (—মননাদিসহকৃত শ্রবণের) দ্বারা [অপরোক্ষজ্ঞানরূপ] যে বিশেষ অনবগত থাকে, তাহাকে শতবার প্রযুক্ত শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারাও নিশ্চয়ই অবগত হইতে পারা যায় না।১৬ সেইহেতু শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা যদি বিশেষ প্রতিপাদিত হয় (—অপরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তি হয়), অথবা যদি সামান্যই প্রতিপাদিত হয় (—পরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিই হয়), উভয়প্রকারেই একবারমাত্র প্রবৃত্ত তাহারাই (—শাস্ত্র ও যুক্তিই) নিজের [অপরোক্ষ, অথবা পরোক্ষজ্ঞানোৎপাদনরূপ] কার্য্যকে সম্পাদন করে, এইহেতু [তাহাদের] আবৃত্তির উপযোগিতা নাই।১৭ [কিন্তু শ্বেতকেতুর ন্যায় (ছাঃ ৬ অঃ) ব্যক্তিরও যখন নয়বার "তত্ত্বমসি" ও তৎসংশ্লিষ্ট যুক্তি শ্রবণের আবশ্যকতা হইয়াছিল, তখন অস্মদাদির ন্যায় মলবহুলচিত্তের যে তাহার বহুবার আবশ্যকতা হইবে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। তদুত্তরে পূর্ব্ববাদী বলিতেছেন—] একবারমাত্র প্রযুক্ত শাস্ত্র ও যুক্তি কাহারও [অপরোক্ষ] অনুভব উৎপাদন করে না, ইহা নিয়মিত করিতে পারা যায় না, যেহেতু জ্ঞাতৃগণের বুদ্ধি বিচিত্র। [যেমন জন্মান্তরীয় শুভ সংস্কারযুক্ত শুকদেব ও বামদেবাদির সকৃৎ উপদেশের ফলেই অপরোক্ষ জ্ঞানোদয় হইয়াছিল; সুতরাং আবৃত্তিবিষয়ক নিয়ম হইতে পারে না।১৮ এইরূপে শ্রবণাদির স্বভাব পর্য্যালোচনাকরতঃ তাহাদের আবৃত্তির অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে প্রমেয় ব্রহ্মবস্তুর স্বভাব পর্য্যালোচনাকরতঃ তাহাদের আবৃত্তির অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করিতেছেন—] আর দেখ, অনেক অংশযুক্ত এবং সামান্য ও বিশেষবিশিষ্ট [মণি প্রভৃতি] লৌকিক পদার্থে এক অবধানের (—একবার মনঃসংযোগের) দ্বারা এক অংশকে অবধারণ (—তাহার গুণাগুণনির্ণয়) করে, অপর অবধানের দ্বারা অপর অংশকে অবধারণ করে, এইপ্রকারে অভ্যাসের (—আবৃত্তির) উপযোগ হয় হউক, যেমন বেদের দীর্ঘ

শাঙ্করভাষ্যম্

সামান্যবিশেষরহিতে চৈতন্যমাত্রাত্মকে প্রমোৎপত্তৌ অভ্যাসাপেক্ষা যুক্তা ইতি।২০ অত্র উচ্যতে—ভবেৎ আবৃত্ত্যানর্থক্যং তং প্রতি যঃ "তত্ত্বমসি" ইতি সকৃৎ উক্তম্ এব ব্রহ্মাত্মত্বম্ অনুভবিতুং শক্নুয়াৎ।২১ যস্তু ন শক্নোতি, তং প্রতি উপযুজ্যতে এব আবৃত্তিঃ।২২ তথাহি ছান্দোগ্যে "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইতি উপদিশ্য "ভূয়ঃ এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু" (ঐ), ইতি পুনঃ পুনঃ পরিচোদ্যমানঃ তত্তদাশঙ্কাকারণং নিরাকৃত্য "তত্ত্বমসি" ইতি এব অসকৃৎ উপদিশতি।২৩ তথাচ "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ ৪।৫।৬) ইত্যাদি দর্শিতম্।২৪ ননু উক্তং সকৃৎ শ্রুতং চেৎ তত্ত্বমসিবাক্যং স্বম্ অর্থম্ অনুভাবয়িতুং ন শক্নোতি, ততঃ আবর্ত্যমানম্ অপি নৈব শক্ষ্যতি ইতি।২৫ নৈষঃ দোষঃ, নহি দৃষ্টে অনুপপন্নং নাম।২৬ দৃশ্যন্তে হি সকৃৎ

ভাষ্যানুবাদ

অধ্যায়ের গ্রহণ প্রভৃতিতে হইয়া থাকে।১৯ কিন্তু সামান্য বিশেষভাবরহিত (—অংশাংশিভাবরহিত) চৈতন্যমাত্রস্বরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মে (—ব্রহ্মবিষয়ে) প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তিতে অভ্যাসের অপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত নহে।২০ [অতএব নির্গুণব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তিতে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ সাধনের আবৃত্তিবিষয়ক নিয়ম অঙ্গীকার করা যায় না, ইহা পূর্ব্বপক্ষ]।

[সিঃ—নিবৃত্তপ্রতিবন্ধপুরুষের শ্রবণমাত্রেই জ্ঞানোদয়। প্রতিবন্ধযুক্তের শ্রবণাদির আবৃত্তিবিষয়ে লিঙ্গ ও অনুভব।]

[সিদ্ধান্ত—] এই বিষয়ে বলা হইতেছে—[শ্রবণাদির] আবৃত্তি তাঁহার পক্ষে অনর্থক হইবে, যিনি [জন্মান্তরীয় অভ্যাসের ফলে অসম্ভাবনা প্রভৃতি প্রতিবন্ধের নাশবশতঃ] "তত্ত্বমসি" ইহা একবারমাত্র কথিত হইলেই ব্রহ্মাত্মভাব অনুভব করিতে সমর্থ।২১ কিন্তু [প্রতিবন্ধ থাকায়] যিনি সমর্থ না হন, তাঁহার প্রতি আবৃত্তি উপযোগীই হইয়া থাকে।২২ [এই বিষয়ে শ্রৌতলিঙ্গ প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন ছান্দোগ্যে "হে শ্বেতকেতো, তুমি তৎস্বরূপ", এইপ্রকার উপদেশ করিয়া "আপনি আমাকে পুনরায় বুঝাইয়া দিন", এইপ্রকারে পুনঃ পুনঃ প্রেরিত হইয়া [আরুণি] সেই সেই আশঙ্কার কারণকে নিরাকরণকরতঃ "তত্ত্বমসি" ইহাকেই পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিতেছেন।২৩ এইপ্রকারেই "শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, নিদিধ্যাসন করিবে", ইত্যাদি [লিঙ্গপ্রমাণ ভগবান্ সূত্রকারকর্তৃক "অসকৃদুপদেশাৎ" (৪।১।১) এইরূপে] প্রদর্শিত হইয়াছে।২৪ [শঙ্কা—] কিন্তু বলা হইয়াছে—একবারমাত্র শ্রুত তত্ত্বমসিবাক্য যদি নিজের অর্থবোধ করাইতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে আবর্ত্তিত হইলেও [তাহা করাইতে] সমর্থ হইবে না (৮ বাক্য)।২৫ [সিঃ সমাধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু দৃষ্ট বিষয়ে অসঙ্গতি বলিয়া কিছুই নাই, [কারণ

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রুতাৎ বাক্যাৎ মন্দপ্রতীতং বাক্যার্থম্ আবর্ত্তয়ন্তঃ তত্তদাভাস-
ব্যুদাসেন সম্যক্ প্রতিপদ্যমানাঃ।২৭ অপিচ "তত্ত্বমসি" ইতি
এতৎ বাক্যং ত্বংপদার্থস্য তৎপদার্থভাবম্ আচষ্টে।২৮ তৎ-
পদেন চ প্রকৃতং সৎ ব্রহ্ম ঈক্ষিতৃ জগতঃ জন্মাদিকারণম্ অভি-
ধীয়তে "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১।১), "বিজ্ঞানম্ আন-
ন্দং ব্রহ্ম (বৃঃ ৩।৯।২৮), অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ", (বৃঃ ৩।৮।১১) "অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ"
(ঐ) "অজম্ অজরম্ অমরম্", "অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্"
(বৃঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধম্।২৯ তত্র অজাদিশব্দৈঃ জন্মাদয়ঃ
ভাববিকারাঃ নিবর্ত্তিতাঃ।৩০ অস্থূলাদিশব্দৈশ্চ স্থৌল্যাদয়ঃ দ্রব্য-
ধর্ম্মাঃ।৩১ বিজ্ঞানাদিশব্দৈশ্চ চৈতন্যপ্রকাশাত্মকত্বম্ উক্তম্।৩২
এষঃ ব্যাবৃত্তসর্ব্বসংসারধর্ম্মকঃ অনুভবাত্মকঃ ব্রহ্মসংজ্ঞকঃ তৎ-
পদার্থঃ বেদান্তাভিযুক্তানাং প্রসিদ্ধঃ।৩৩ তথা ত্বংপদার্থঃ অপি

ভাষ্যানুবাদ

ষড়্জাদি স্বরের ভেদবিষয়ক জ্ঞানলাভে সমর্থ শ্রবণেন্দ্রিয় অভ্যাসকে অপেক্ষা করে, ইহা দৃষ্টসিদ্ধ।২৬ অন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] দেখ, একবারমাত্র শ্রুত বাক্য হইতে ঈষৎ প্রতীত বাক্যার্থকে আবৃত্তিকরতঃ সেই সেই আভাসের (—দুষ্ট অর্থের) পরিত্যাগ দ্বারা যাঁহারা সম্যগ্ জ্ঞানলাভ করেন, এইপ্রকার ব্যক্তি-সকল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন।২৭

[সিঃ—'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের লক্ষ্যার্থবর্ণন। সেই পদার্থদ্বয়ের শোধনের জন্য শ্রবণ ও মনন আবশ্যক।]

আর দেখ, "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি এই বাক্য ত্বংপদার্থের (—শুদ্ধ জীবচৈতন্যের) তৎপদার্থভাব (—শুদ্ধব্রহ্মভাব) উপদেশ করিতেছে।২৮ আর তৎপদের দ্বারা "ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ", "বিজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম", "অদৃষ্ট হইলেও দ্রষ্টা", "অবিজ্ঞাত হইলেও বিজ্ঞাতা", "জন্মরহিত জরারহিত ও মরণরহিত", "স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন", ইত্যাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ প্রকৃত (—এই শাস্ত্রে প্রস্তাবিত) ঈক্ষণকর্ত্তা (১।১।৫ সূঃ) ও জগতের জন্মাদির কারণ (১।১।২ সূঃ) সৎস্বরূপ ব্রহ্ম (১।১।৪ সূঃ) অভিহিত হইতেছেন।২৯ তন্মধ্যে অজ (—জন্মরহিত) ইত্যাদি শব্দসকলের দ্বারা জন্ম প্রভৃতি ভাববিকারসকল (১।১০২ পৃঃ) নিরাকৃত হইয়াছে।৩০ আর অস্থূলাদি শব্দসকলের দ্বারা স্থূলত্ব প্রভৃতি দ্রব্যধর্ম্মসকল নিরাকৃত হইয়াছে।৩১ আবার বিজ্ঞানাদি শব্দসকলের দ্বারা চৈতন্যস্বরূপতা ও প্রকাশস্বরূপতা বর্ণিত হইয়াছে।৩২ [শ্রৌত পদার্থে বিদ্বান্-গণের অনুভবকে প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করিতেছেন—] সকলপ্রকার সংসারধর্ম্ম যাঁহা হইতে নিরাকৃত হইয়াছে, সেই জ্ঞানস্বরূপ এই ব্রহ্মনামক তৎপদার্থ (—তৎ-পদের লক্ষ্যার্থ) বেদান্তে পারদর্শিগণের নিকট প্রসিদ্ধ।৩৩ এইরূপে ত্বংপদার্থও

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রত্যগাত্মা শ্রোতা * দেহাৎ আরভ্য প্রত্যগাত্মতয়া সম্ভাব্যমানঃ চৈতন্যপর্য্যন্তত্বেন অবধারিতঃ।৩৪ তত্র যেষাম্ এতৌ পদার্থৌ অজ্ঞানসংশয়বিপর্যয়প্রতিবদ্ধৌ, তেষাং "তত্ত্বমসি" ইতি এতৎ বাক্যং স্বার্থে প্রমাং ন উৎপাদয়িতুং শক্নোতি, পদার্থজ্ঞানপূর্ব্বকত্বাৎ বাক্যার্থস্য ইতি অতঃ তান্ প্রতি এষ্টব্যঃ পদার্থবিবেকপ্রয়োজনঃ শাস্ত্রযুক্ত্যভ্যাসঃ।৩৫ যদ্যপি চ প্রতিপত্তব্যঃ আত্মা নিরংশঃ, তথাপি অধ্যারোপিতং তস্মিন্ বহ্বংশত্বং দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাদিলক্ষণম্।৩৬ তত্র একেন অবধানেন একম্ অংশম্ অপোহতি, অপরেণ অপরম্ ইতি যুজ্যতে তত্র ক্রমবতী প্রতি-

* "শ্রোতুঃ", ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

(—জীবও, স্বরূপতঃ] প্রত্যগাত্মা (—দেহাদির অধিষ্ঠানভূত শুদ্ধ চৈতন্য, দেহাদি উপাধিযোগে ইনিই] শ্রোতা, [ইনিই] দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যগাত্মরূপে সম্ভাবিত হইয়া (—অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে 'দেহই প্রত্যগাত্মা, ইন্দ্রিয়ই প্রত্যগাত্মা, বুদ্ধিই প্রত্যগাত্মা, ইত্যাদি এইরূপে আপাততঃ নির্ণীত হইয়া, পরে "যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" (বৃঃ ৪।৩।৭), "যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি" (কেন ১।১।৯), ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যবলে শুদ্ধ] চৈতন্যপর্য্যন্তরূপে অবধারিত হন, 'ইনিই ত্বংপদলক্ষ্যার্থ শুদ্ধ জীবচৈতন্য' ।৩৪ [আচ্ছা, ব্রহ্ম ও জীবের যথার্থস্বরূপ না হয় এইপ্রকার হইল, কিন্তু তাহা হইলেও শ্রবণাদির আবৃত্তির সার্থকতা কি ? উত্তর—] তন্মধ্যে (—মুমুক্ষুগণের মধ্যে) যাঁহাদের এই ['তৎ' ও 'ত্বং'] পদার্থদ্বয় অজ্ঞান সংশয় ও বিপর্য্যয়ের (—বিপরীতজ্ঞানের, অর্থাৎ অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনার) দ্বারা প্রতিবদ্ধ থাকে (—তদ্বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান হয় না), "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি এই বাক্য নিজ অর্থে তাঁহাদের প্রমা (—যথার্থ জ্ঞান) উৎপাদন করিতে পারে না, কারণ পদার্থের জ্ঞান পূর্ব্বে হইলে [পরে] বাক্যার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে, এইহেতু [তৎ ও ত্বং] পদার্থের বিবেক যাহার প্রয়োজন, সেই শাস্ত্র ও যুক্তির অভ্যাস (—শ্রবণ ও মনন) তাঁহাদের (—অনির্ণীত-তত্ত্বংপদার্থব্যক্তিগণের) প্রতি অভিপ্রেত ।৩৫

[সিঃ—ব্রহ্মবিষয়ক অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা নিবৃত্তির জন্য মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক।]

[পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন—অংশাংশিভাববিহীন হওয়ায় ব্রহ্মবিষয়ক প্রমাজ্ঞানোৎপত্তিতে সাধনের আবৃত্তি অনাবশ্যক (২০ বাক্য)। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] আর জ্ঞাতব্য আত্মা যদিও নিরংশ, তাহা হইলেও তাঁহাতে দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও বিষয়জ্ঞানাদিরূপ বহু অংশ [অবিদ্যাপ্রভাবে অজ্ঞ ব্যক্তিকর্ত্তৃক] আরোপিত হইয়াছে ।৩৬ সেই সকলের মধ্যে এক অবধানের (—মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ মনঃসংযোগের) দ্বারা [দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ] একটী অংশ অপগত হয়, অপর অবধানের দ্বারা অপর অংশ অপগত হয়, এইপ্রকারে সেই বিষয়ে ক্রমিক

শাঙ্করভাষ্যম্

পত্তিঃ।৩৭ তত্তু পূর্ব্বরূপম্ এব আত্মপ্রতিপত্তেঃ।৩৮ যেষাং পুনঃ নিপুণমতীনাং ন অজ্ঞানসংশয়বিপর্য্যয়লক্ষণঃ পদার্থবিষয়ঃ প্রতিবন্ধঃ অস্তি, তে শক্নুবন্তি সকৃৎ উক্তম্ এব তত্ত্বমসিবাক্যার্থম্ অনুভবিতুম্ ইতি তান্ প্রতি আবৃত্ত্যানর্থক্যম্ ইষ্টম্ এব।৩৯ সকৃৎ উৎপন্না এব হি আত্মপ্রতিপত্তিঃ অবিদ্যাং নিবর্ত্তয়তি ইতি ন অত্র কশ্চিদপি ক্রমঃ অভ্যুপগম্যতে।৪০ সত্যম্ এবং যুজ্যেত, যদি কস্যচিৎ এবং প্রতিপত্তিঃ ভবেৎ।৪১ বলবতী হি আত্মনঃ দুঃখি-

ভাষ্যানুবাদ

জ্ঞান যুক্তিসঙ্গত। [অতএব প্রমেয়গত অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা নিবৃত্তির জন্য মনন ও নিদিধ্যাসনের আবৃত্তির আবশ্যকতা আছে]।৩৭

[সিঃ—মন্দ ও মধ্যম অধিকারীর শ্রবণাদিসাধনাভ্যাস, উত্তমাধিকারীর নহে।]

(৭) তাহা (—শ্রবণমননাদির অভ্যাস) কিন্তু অবশ্যই আত্মজ্ঞানের পূর্ব্বরূপ (—আত্মবিষয়ক প্রমাজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা নিরাকরণের জন্য অবশ্যই পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে উৎপন্ন ক্রমিক জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে, প্রমাজ্ঞানোৎপত্তির পরে নহে।৩৮ মন্দ ও মধ্যম অধিকারীর পক্ষে সাক্ষাৎকারাত্মক প্রমাজ্ঞানের পূর্ব্বে শ্রবণাদির আবৃত্তি অঙ্গীকার করিয়া উত্তম অধিকারীর পক্ষে তাহার অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন করিতেছেন—] কিন্তু নিপুণবুদ্ধিবিশিষ্ট যাঁহাদের [তৎ ও ত্বং] পদার্থবিষয়ক অজ্ঞান সংশয় ও বিপর্য্যয়রূপ (—বিপরীতভাবনারূপ) প্রতিবন্ধ নাই, তাঁহারা একবারমাত্র কথিত তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ অনুভব করিতে সমর্থ; এইহেতু তাঁহাদের পক্ষে [শ্রবণমননাদির] আবৃত্তির আনর্থক্য অবশ্যই অভীষ্ট।৩৯ যেহেতু একবারমাত্র উৎপন্ন [ব্রহ্মাকারাবৃত্তিরূপ] আত্মবিজ্ঞান অবিদ্যাকে নিবর্ত্তিত করে, এইহেতু এই [প্রমাজ্ঞান] স্থলে কোনপ্রকার ক্রমই অঙ্গীকার করা হয় না।৪০

[সিঃ—দেহাদিতে অভিমানের ন্যায় দুঃখিত্বাদি অভিমানও মিথ্যা।]

[শঙ্কা—] সত্য, এইপ্রকার সঙ্গত হইত (—প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি হইলে শ্রবণাদির আবৃত্তি অনর্থক হইত), যদি কাহারও [তত্ত্বমসিবাক্য হইতে] এইপ্রকার (—অবিদ্যাধ্বংসি) জ্ঞান [উৎপন্ন] হইত।৪১ আত্মার দুঃখিত্বাদিবিষয়ক

ভাবদীপিকা

(৭) কিন্তু "তত্ত্বমসি" বাক্য হইতে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞানের উদয় হইলে অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য বাধিত হওয়ায় জ্ঞানীর পক্ষে মনন ও নিদিধ্যাসনের অভ্যাস কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? আর তাহা অঙ্গীকার করিলে উক্ত জ্ঞানের প্রমাত্বই বাধিত হইয়া পড়িবে, কারণ "অনধিগত ও অবাধিত জ্ঞানই প্রমা" হওয়ায় পুনঃ পুনঃ "তত্ত্বমসি" শ্রবণ হইতে উৎপন্ন সেই জ্ঞান অনধিগত ও অবাধিত থাকে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—তত্তু—'তাহা (—শ্রবণ" ইত্যাদি (৩৮ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

ত্বাদিপ্রতিপত্তিঃ।৪২ অতঃ ন দুঃখিত্বাদ্যভাবং কশ্চিৎ প্রতিপদ্যতে ইতি চেৎ ? ৪৩ ন, দেহাদ্যভিমানবৎ দুঃখিত্বাদ্যভিমানস্য মিথ্যাভিমানত্বোপপত্তেঃ।৪৪ প্রত্যক্ষং হি দেহে ছিদ্যমানে দহ্যমানে বা 'অহং ছিদ্যে দহ্যে' ইতি চ মিথ্যাভিমানঃ দৃষ্টঃ।৪৫ তথা বাহ্যতরেষু অপি পুত্রমিত্রাদিষু সন্তপ্যমানেষু 'অহম্ এব সন্তপ্যে' ইতি অধ্যারোপঃ দৃষ্টঃ।৪৬ তথা দুঃখিত্বাদ্যভিমানঃ অপি স্যাৎ, দেহাদিবৎ এব চৈতন্যাৎ বহিঃ উপলভ্যমানত্বাৎ দুঃখিত্বাদীনাং, সুষুপ্তাদিষু চ অননুবৃত্তেঃ।৪৭ চৈতন্যস্য তু সুষুপ্তে অপি অনুবৃত্তিম্ আমনন্তি "যদ্বৈ তৎ ন পশ্যতি, পশ্যন্ বৈ তৎ ন পশ্যতি" (বৃঃ ৪।৩।২৩) ইত্যাদিনা।৪৮ তস্মাৎ সর্ব্বদুঃখবিনির্মুক্তৈকচৈতন্যাত্মকঃ

ভাষ্যানুবাদ

জ্ঞান কিন্তু বলবান্ (—সকলের প্রত্যক্ষসিদ্ধ)।৪২ এইহেতু ['তত্ত্বমসি' শ্রবণের পরও] দুঃখ প্রভৃতির অভাব কেহ অনুভব করে না, [অতএব প্রত্যক্ষের বিরোধ হওয়ায় 'তত্ত্বমসি' বাক্য হইতে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানোৎপত্তি এবং তাহার ফলে দুঃখের উচ্ছেদ অঙ্গীকার করা যায় না], এইপ্রকার যদি বলা হয় ? ৪৩ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] না, তাহা বলা যায় না ; কারণ দেহাদিতে অভিমানের ন্যায় দুঃখিত্ব প্রভৃতি অভিমানের মিথ্যাভিমানতা (—দুঃখিত্বাভিমানও মিথ্যা, ইহা) যুক্তিসঙ্গত।৪৪ দেখ, দেহ ছিন্ন, অথবা দগ্ধ হইলে 'আমি ছিন্ন হইতেছি', অথবা 'আমি দগ্ধ হইতেছি', এইপ্রকার মিথ্যা অভিমান প্রত্যক্ষই পরিদৃষ্ট হয়।৪৫ এইরূপে [দেহাপেক্ষা] অধিকতর বাহ্য পুত্র ও মিত্র প্রভৃতি সন্তপ্ত হইলে 'আমিই সন্তপ্ত হইতেছি', এইপ্রকার অধ্যারোপ পরিদৃষ্ট হয়।৪৬ দুঃখিত্বাদি অভিমানও সেইপ্রকার (—অধ্যারোপিত, সুতরাং মিথ্যা) হইবে, যেহেতু দুঃখিত্ব প্রভৃতি দেহাদির ন্যায়ই চৈতন্য হইতে বাহিরে উপলব্ধ হয়, আর যেহেতু [দুঃখ] সুষুপ্ত ব্যক্তি প্রভৃতিতে বর্ত্তমান থাকে না (৮)।৪৭

(সিঃ—ব্রহ্মবিদের অনুভব—চৈতন্যই আমার স্বরূপ। তত্ত্বমসিবাক্যবলে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তি ও দুঃখের উচ্ছেদ।)

["সুষুপ্তিকালে] তিনি যে দর্শন করেন না [বলিয়া মনে হয়, তাহা সেইপ্রকার নহে, কারণ তখন] তিনি দর্শন করিয়াও দর্শন করেন না", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা [শ্রুতি] কিন্তু সুষুপ্তিতেও চৈতন্যের অনুবৃত্তির (—বর্ত্তমানতার) কথা বলিতেছেন।৪৮ সেইহেতু (—দুঃখিত্বাদি অভিমান মিথ্যা এবং চৈতন্যই জীবের

ভাবদীপিকা

(৮) এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—"দুঃখাদয়ঃ ন আত্মধর্ম্মাঃ বেদ্যত্বাৎ সুষুপ্তৌ ব্যভিচারিত্বাৎ চ ; সন্তাপবৎ, দেহবদ্বা। শঙ্কা—তাহা হইলে চৈতন্যও (—জ্ঞানও), জীবের স্বরূপ নহে, কারণ সুষুপ্তিতে অনুবৃত্ত হয় না (—থাকে না)। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**চৈতন্যস্য**—["সুষুপ্তিকালে] ইত্যাদি (৪৮ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

অহম্ ইতি এষঃ আত্মানুভবঃ। ৪৯ ন চ এবম্ আত্মানম্ অনুভবতঃ কিঞ্চিৎ অন্যৎ কৃত্যম্ অবশিষ্যতে।৫০ তথাচ শ্রুতিঃ—"কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ যেষাং নঃ অয়ম্ আত্মা অয়ং লোকঃ" (বৃঃ ৪।৪।২২), ইতি আত্মবিদঃ কর্ত্তব্যাভাবং দর্শয়তি।৫১ স্মৃতিরপি—"যস্ত্বাত্মরতি-রেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে"॥ (গীতা ৩।১৭) ইতি।৫২ যস্য তু ন এষঃ অনুভবঃ দ্রাক্ ইব জায়তে, তং প্রতি অনুভবার্থঃ এব আবৃত্ত্যভ্যুপগমঃ।৫৩ তত্রাপি ন তত্ত্বমসিবাক্যার্থাৎ প্রচ্যাব্য আবৃত্তৌ প্রবর্ত্তয়েৎ।৫৪

ভাষ্যানুবাদ

অব্যভিচারী স্বরূপ হওয়ায়) 'আমি সর্ব্বদুঃখবিনির্মুক্ত এবং চৈতন্যৈকস্বরূপ', ইত্যাদি ইহাই আত্মার [যথার্থ] অনুভব।৪৯ [অতএব চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে দুঃখিত্বাদিজ্ঞান মিথ্যা হওয়ায় অবিদ্যাবস্থাতে তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও অব্যবহিত বস্তুর বোধোৎপাদক 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যোত্থজ্ঞানবলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তি ও দুঃখের উচ্ছেদ বিরুদ্ধ নহে]।

[সিঃ—জ্ঞানোৎপত্তির অনন্তর নিত্য ব্রহ্মাত্মবিদের শ্রবণাদি, বা মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় প্রভৃতি কিছুই করণীয় নাই।]

[আচ্ছা, তত্ত্বমসিবাক্য হইতে ব্রহ্মাত্মত্বানুভবের উৎপত্তি অবিরুদ্ধ হইলেও তাহার উৎপত্তির পর শ্রবণাদির আবৃত্তি (৩৯ বাক্য), অর্থাৎ মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় (৯) প্রভৃতির অভ্যাস কেন হইবে না? উত্তর—] যিনি এইপ্রকারে আত্মাকে অনুভব করেন, তাঁহার অন্য কিছু করণীয় অবশিষ্ট থাকে না।৫০ আর শ্রুতিও "যে আমাদের নিকট এই আত্মাই এই অভিপ্রেত লোক(—ফল), সেই আমরা সন্তানের দ্বারা কি করিব"?—এইরূপে আত্মবিদ্‌গণের কর্ত্তব্যাভাব প্রদর্শন করিতেছেন।৫১ স্মৃতিও তাহাই বলিতেছেন—"কিন্তু যে মানব আত্মাতেই আসক্ত, [তাহার ফলে বিষয়তৃষ্ণার ক্ষয়বশতঃ] আত্মাতেই তৃপ্ত এবং [তাহার ফলে আত্মানন্দের অনুভববশতঃ] আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার করণীয় কিছুই থাকে না", ইত্যাদি।৫২

[সিঃ—'তত্ত্বমসি' শ্রবণের পরও জ্ঞানোৎপত্তি না হইলে শ্রবণাদির আবৃত্তি।]

["শ্রবণাদির অভ্যাস আত্মজ্ঞানের পূর্ব্বরূপ" (৩৮ বাক্য), এই কথিত বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন—] কিন্তু যাঁহার [ব্রহ্মাত্মভাববিষয়ক] এই অনুভব [তত্ত্বমসি শ্রবণের অনন্তর] ঝটিতি উৎপন্ন না হয়, তাঁহার পক্ষে [ব্রহ্মাত্মভাব] অনুভবের জন্যই [শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের] আবৃত্তি অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে।৫৩

[সিঃ—বিধিবলে শ্রবণাদির আবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইলেও আত্মার অকর্ত্তৃস্বরূপতাবিষয়ক জ্ঞানের ব্যাঘাত হয় না।]

[কিন্তু প্রবৃত্তি কর্ত্তৃত্ববুদ্ধির অধীন বলিয়া বিধিবলে (৩।৪।১৪ অধিঃ) শ্রবণা-

ভাবদীপিকা

(৯) মনোনাশাদিবিষয়ে বিস্তৃত বিচার ৪।১।১ অধিকরণের (৭) ভাবদীপিকাতে দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন হি বরঘাতায় কন্যাম্ উদ্বাহয়ন্তি।৫৫ নিযুক্তস্য চ 'অস্মিন্ অধিকৃতঃ অহং কর্ত্তা, ময়া ইদং কর্ত্তব্যম্', ইতি অবশ্যং ব্রহ্মপ্রত্যয়াৎ বিপরীতপ্রত্যয়ঃ উৎপদ্যতে।৫৬ যস্তু স্বয়ম্ এব মন্দমতিঃ অপ্রতিভানাৎ তং বাক্যার্থং জিহাসেৎ, তস্য এতস্মিন্ এব

ভাষ্যানুবাদ

দির আবৃত্তিতে প্রবৃত্ত পুরুষের প্রবৃত্তির বিরাম সঙ্গত না হওয়ায় 'আমি অকর্ত্তা', এই প্রকার বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে না। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] সেই স্থলেও (—বিধিবলে শ্রবণাদির আবৃত্তিতে প্রবৃত্তিস্থলেও) "তত্ত্বমসি" বাক্যের ['আমি অকর্ত্তা অভোক্তা ব্রহ্মস্বরূপ', এই] অর্থ হইতে প্রচ্যুত করিয়া [গুরু শিষ্যকে শ্রবণাদির] আবৃত্তিতে প্রবৃত্ত করাইবেন না। [কারণ তাহা হইলে ব্রহ্মাত্মবোধোৎপত্তিরূপ যে প্রধান উদ্দেশ্যে বিধির প্রবৃত্তি হইয়াছে, তাহার বিরোধ হইয়া পড়িবে।৫৪ তাহা সঙ্গত নহে, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] দেখ, বরকে হত্যা করিবার জন্য [কেহ] কন্যাকে বিবাহ করায় না। [অতএব বিধিবলে শ্রবণাদির আবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইলেও 'আত্মা অকর্ত্তা', এই জ্ঞানের ব্যাঘাত হয় না, কারণ তাহার জন্যই শ্রবণাদিবিধির প্রবৃত্তি, কিন্তু বিধির স্বচরিতার্থতার জন্যই নহে]।৫৫

[সিঃ—আত্মজ্ঞানোৎপত্তিতে বিধির অপ্রবৃত্তি।]

[যদি বলা হয়—জীবনাদিনিমিত্তবশতঃ (৩।৬৫৮ পৃঃ) প্রবৃত্ত নিত্যকর্ম্মবোধক বিধি স্বচরিতার্থতার জন্য প্রবৃত্ত হইলেও যেমন প্রত্যবায় পরিহার ও পাপক্ষয়াদিরূপ ফলোৎপত্তির প্রতি হেতু হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্বচরিতার্থতার জন্য শ্রবণাদিবিধির প্রবৃত্তি হইলেও "আত্মা অকর্ত্তা", এই জ্ঞানের হানি হয় না, কারণ সেই বিধি হইতেই জ্ঞান সিদ্ধ হয়। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] আর যিনি নিযুক্ত (—বিধিবলে প্রবৃত্ত), তাঁহার 'আমি ইহাতে অধিকারী', 'আমি কর্ত্তা', 'মৎকর্তৃক ইহা সম্পাদিত হওয়া উচিত', ইত্যাদি এইপ্রকারে ব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যয় (—চিন্তাপ্রবাহ) হইতে বিপরীত প্রত্যয় অবশ্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। [সুতরাং অকর্ত্তৃ-আত্মবোধে (—আত্মজ্ঞানে) বিধির প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না]।৫৬

[সিঃ—ব্রহ্মবিদ্যার সাধন পরিত্যাগ ও অসাধনগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য শ্রবণাদির আবৃত্তিতে নিয়মবিধি।]

[কিন্তু আত্মজ্ঞানে বিধি অঙ্গীকৃত না হইলে, "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ", ইত্যাদি অসকৃৎ শ্রুত বাক্যসকলের বলে বিজ্ঞাত শ্রবণাদির আবৃত্তিবোধক বিধির সার্থকতা কি? তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] কিন্তু মন্দবুদ্ধিবিশিষ্ট যে ব্যক্তি [অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনারূপ প্রতিবন্ধবশতঃ সকৃৎ শ্রুত মহাবাক্য হইতে] প্রতিভান (—জ্ঞানোৎপত্তি) না হওয়ায় নিজেই সেই [তত্ত্বমস্যাদি মহা-] বাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, আবৃত্ত্যাদিবাচক যুক্তির (৮ পৃঃ) দ্বারা এই

শাঙ্করভাষ্যম্

বাক্যার্থে স্থিরীকারঃ আবৃত্ত্যাদিবাচোযুক্ত্যা অভ্যুপেয়তে।৫৭ তস্মাৎ পরব্রহ্মবিষয়ে অপি প্রত্যয়ে তদুপায়োপদেশেষু আবৃত্তিসিদ্ধিঃ।৫৮॥৪।১।২॥ ইতি প্রথমম্ আবৃত্ত্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

বাক্যার্থেই তাহার [চিত্তের] স্থিরীকার (—মহাবাক্যার্থজ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদন) অঙ্গীকার করা হয় (—আত্মজ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধনিরাকরণের জন্য শ্রবণাদির আবৃত্তিতে নিয়মবিধি (৩।৭১২ পৃঃ) অঙ্গীকৃত হয়) ।৫৭ সেইহেতু (—আবৃত্তির দ্বারা সেই বিষয়ে চিত্ত স্থির হয় বলিয়া) পরব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যয়েও (—সগুণব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে উপাসনার আবৃত্তির ন্যায় নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানেও) তাহার [শ্রবণাদি] উপায়সকলের উপদেশসকলে আবৃত্তি সিদ্ধ হয় (১০) ।৫৮॥৪।১।২॥

আবৃত্ত্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা [মনোঽপরোক্ষবাদ ও শব্দাপরোক্ষবাদ]

(১০) "অত্র আহ" (৪।১।২ সূঃ, ৪ বাক্য) ইত্যাদি ভাষ্যগ্রন্থ হইতে যে বিচার আরব্ধ হইয়াছে, তাহার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা আমরা প্রধানতঃ **ন্যায়নির্ণয়** ও **প্রকটার্থবিবরণ** প্রভৃতি **বিবরণ**মতাবলম্বী টীকার অনুসরণকরতঃ করিলাম। এই ভাষ্যাংশমধ্যে যে স্থলে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য হইতে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উৎপত্তি বিচারিত হইয়াছে, সেই স্থলেই পূজ্যপাদ **ভামতীকার** ও তন্মতাবলম্বিগণ অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কারণ তাঁহারা তত্ত্বমস্যাদিশব্দ হইতে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় অঙ্গীকার করেন না। **ভামতীকার** বলেন—"ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারঃ সাক্ষাৎ আগমযুক্তিফলম্, অপিতু যুক্ত্যা আগমার্থজ্ঞানাহিতসংস্কারসচিবং চিত্তম্ এব ব্রহ্মণি সাক্ষাৎকারবতীং বুদ্ধিবৃত্তিং সমাধত্তে". "বাক্যার্থশ্রবণোত্তরকালা বিশেষণত্রয়বতী ভাবনা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারায় কল্পতে", ইত্যাদি। সুতরাং ইঁহার মতে তত্ত্বমস্যাদি বাক্য শ্রবণের পর দীর্ঘকাল নিরন্তর আদরের সহিত মনন ও ধ্যানাদির ফলে শুদ্ধতাপ্রাপ্ত সংস্কৃত বুদ্ধিই (—মনই) ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের হেতু, তত্ত্বমস্যাদি শব্দ নহে। যাহাহউক্, ইঁহার মতাবলম্বনে পুনঃ তত্তৎ স্থলে ভাষ্যের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্ভব নহে। সেইহেতু ভামতী ও বিবরণমতাবলম্বিগণের এতদ্বিষয়ক মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। এতদ্দ্বারা জিজ্ঞাসু ইঁহাদের মতভেদের মূল বিষয়-গুলি কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। আবার শব্দাপরোক্ষবাদ বিষয়ে নানা উৎকট অপসিদ্ধান্ত সাধকসমাজে পরিদৃষ্ট হইতেছে (৩।৭১৬ পৃঃ)। তাহারও নিরাকরণ আবশ্যক. সেইহেতু গ্রন্থ বিস্তৃত হইয়া পড়িলেও ইহা যোজিত হইতেছে—

মনোঽপরোক্ষবাদ—ইহা ভামতীকার পূজ্যপাদ **বাচস্পতি মিশ্র** ও তদনুগামিগণের মতবাদ। ইঁহারা বলেন—"এষঃ অণুঃ আত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ" (মুঃ ৩।১।৯), "মনসা এব অনুদ্রষ্টব্যম্" (বৃঃ ৪।৪।১৯) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকল হইতে অবগত হওয়া যায়—মনই ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি 'করণ' (—অসাধারণ কারণ)। "অহম্ এব ইদং সর্বম্ অস্মি ইতি মন্যতে" (বৃঃ ৪।৩।২০), ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ, কারণ যে সকল পুরু-ষের অবিদ্যা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে এবং বিদ্যার উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের স্বপ্নকালেও সর্বাত্ম-

ভাবদীপিকা [মনোঽপরোক্ষবাদ]

ভাবের উপলব্ধি হইয়া থাকে, ইহাই উক্ত বাক্যটীর প্রতিপাদ্য। স্বপ্নকালে মন ব্যতিরিক্ত অন্য ইন্দ্রিয় থাকে না, তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যশ্রবণের সম্ভাবনাও তৎকালে নাই ; অথচ সর্ব্বাত্ম-ভাবের উপলব্ধি তাঁহাদের হয়। সেইহেতু একমাত্র মনই ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারের হেতু, ইহা উক্ত লিঙ্গপ্রমাণবলে অবগত হওয়া যায়। কিন্তু অশুদ্ধ বিক্ষিপ্ত ও অসংস্কৃত মন ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের করণ নহে, পরন্তু শুদ্ধ একাগ্র ও সংস্কৃত মনই করণ, ইহা "দৃশ্যতে তু অগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা" (কঠ ১৩।১২), "যন্মনসা ন মনুতে" (কেন ১৬), "অপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈঃ ২।৯), ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকলের অর্থ পর্য্যালোচনা হইতে অবগত হওয়া যায়। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন" (বৃঃ ৪।৪।২২), "ধর্ম্মেণ পাপম্ অপনু-দতি" (তৈঃ আঃ ১০।৬৩।৭), এবং "কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্কে ততঃ জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে", ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিবচন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, নিষ্কাম কর্ম্ম ও তপস্যাদির দ্বারা মনের শুদ্ধতা সম্পাদিত হয়। আর "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ", এইরূপে আত্মদর্শনের অনুবাদ করিয়া "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫), এইরূপে এবং "ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্য অথ মুনিঃ" (বৃঃ ৩।৫।১), এইরূপে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন বিহিত হওয়ায় এবং "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" (মুঃ ৩।১।৮), ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞানপ্রসাদশব্দবাচ্য চিত্তের শুদ্ধতা ও একাগ্রতার হেতুরূপে ধ্যান পরিগৃহীত হওয়ায় শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের (—ধ্যানের) ফলে মন একাগ্র ও সংস্কৃত হয়, ইহা অবগত হওয়া যায়। এই শ্রবণ মনন ও ধ্যানের মধ্যে ধ্যানই (—নিদিধ্যাস-নই) ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ কারণ (—ব্যাপারস্থানীয় নিকটবর্ত্তি অন্তরঙ্গ কারণ)। প্রথ-মতঃ শাস্ত্র ও আচার্য্যের নিকট হইতে ব্রহ্মবিষয়ে শ্রবণ করিতে হয়। অতঃপর 'যাহা শুনি-লাম, তাহা যুক্তিসঙ্গত কি না', এইপ্রকার সন্দেহের নিরসনকল্পে হয় মননের প্রবৃত্তি। শ্রবণ না করিলে তাৎপর্য্যনিশ্চায়ক শাব্দজ্ঞানের অভাবে শ্রুত বিষয়ে সন্দেহের উদয় হয় না, ফলে মননে প্রবৃত্তি হয় না। সেইহেতু শ্রবণ মননের হেতু। আর মননের দ্বারা বিচার্য্য বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদিত না হইলে তদ্বিষয়ে নিদিধ্যাসনের প্রবৃত্তি হয় না। সেইহেতু মনন নিদিধ্যাস-নের হেতু। এইরূপে "তত্ত্বমসি"ইত্যাদি মহাবাক্যলব্ধ অর্থের শ্রবণ মনন ও ধ্যানের প্রভাবে 'তৎ' ও 'ত্বং' পদার্থের শোধন হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবের নিরুপাধিক শুদ্ধ স্বরূপ সাধকের চিত্তে স্ফুরিত হইতে থাকে। অনন্তর অনন্যব্যাপার সাধক সেই শুদ্ধ তৎ ও ত্বং পদার্থের অভিন্নতাধ্যানে নিবিষ্ট হইয়া পড়েন। তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে এইপ্রকার ধ্যানের পরিপকাবস্থাতে সাধকের অন্তঃকরণে "অহং ব্রহ্মাস্মি", এইপ্রকার অবিদ্যাধ্বংসি অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। শ্রুতি তাহাই বলেন—"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্" (শ্বেঃ ১।৩), ইত্যাদি। এইরূপে দেখা গেল—শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তির প্রতি **কারণ**, 'করণ' নহে। ব্যাপার স্থানীয় সেই শ্রবণাদির দ্বারা সংস্কৃত শুদ্ধ ও একাগ্র অন্তঃকরণই (—মনই) তাহার প্রতি 'করণ'*। এই যে মতবাদ, ইহাই **মনোঽপরোক্ষবাদ**।

* কাষ্ঠচ্ছেদনের প্রতি কুঠার ও তাহার উত্তমন নিপতন, এই সকলই কারণ। এই কারণসকলের মধ্যে কুঠারের উত্তমন ও নিপতনকে (—উঠা ও নামাকে) বলা হয় 'ব্যাপার' এবং কুঠারকে বলা হয় 'করণ', যেহেতু কাষ্ঠচ্ছেদনের যাবতীয় কারণসকলের মধ্যে তাহাই ব্যাপারযুক্ত অসাধারণ কারণ।

ভাবদীপিকা [শব্দাপরোক্ষবাদ]

[মনোঽপরোক্ষবাদের সমর্থনে যুক্তি]

স্বমতস্থাপনপ্রসঙ্গে এই মতবাদিগণ বলেন—তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তিতে করণ নহে, যেহেতু শব্দ সর্ব্বত্রই পরোক্ষজ্ঞানের জনক ; যেমন—'স্বর্গে দেবতা আছেন', 'দশটী পুরুষ আছে', ইত্যাদি। শ্রবণের ফলে ব্রহ্মাত্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান অঙ্গীকার করিলে মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধান ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। কারণ শ্রবণের ফলেই অবিদ্যাধ্বংসি ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হইলে তদ্বিষয়ক অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা উদয়ের সম্ভাবনা না থাকায় মনন ও নিদিধ্যাসনে কাহারও প্রবৃত্তিই হইবে না। শ্রুতিও বলিতেছেন—"যতো বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈঃ ২।৯), ইত্যাদি। সুতরাং অসংস্কৃত ও অনেকাগ্র মনের স্থায় বাণীও (—তত্ত্বমস্যাদি শব্দও) অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তির করণ নহে। **শঙ্কা**—কিন্তু মনই ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের করণ হইলে "ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" (বৃঃ ৩।৯।২৬), ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্মের উপনিষৎপ্রতিপাদ্যত্বের ব্যাঘাত হইবে। **সমাধান**—ইহাও বলা যায় না ; কারণ শ্রুতিনিরপেক্ষভাবে মনের প্রবৃত্তি হইলে উক্ত দোষ হইত। উপনিষৎশ্রবণজন্য জ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের জন্য মনের প্রবৃত্তি হওয়ায় তাহা হয় উপনিষদুপজীবি। সেইহেতু ব্রহ্মের উপনিষৎপ্রতিপাদ্যতার ব্যাঘাত হয় না। অতএব কোনপ্রকার অসঙ্গতি না থাকায় শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনসংস্কৃত শুদ্ধ মনই ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের 'করণ', ইহাই সিদ্ধ হয়। (সিদ্ধান্তলেশ ও বেদান্তপরিভাষাদি অবলম্বনে)।

শব্দাপরোক্ষবাদ—ইহা ভগবান্ **ভাষ্যকার ও** তাঁহার **সাক্ষাৎ শিষ্যগণের** মতবাদ। ইঁহারা বলেন—ব্রহ্মবস্তু অতীন্দ্রিয় এবং সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকায় মন তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ অন্য ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষভাবে বর্ত্তমানকালীন কোন পদার্থের গ্রহণসামর্থ্য তাহার নাই (১।৭৭১ পৃঃ এবং ২।৭৯৭ পৃঃ দ্রঃ)। অন্য ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষভাবে অতীত ও অনাগত বিষয়ের গ্রহণসামর্থ্য মনের আছে বটে, ব্রহ্মবস্তু কিন্তু অতীত বা অনাগত নহেন, পরন্তু সদাই বর্ত্তমান, ["সঃ এবাদ্য সঃ উ শ্বঃ", কঠ ২।১।১৩]। সেইহেতু এই বিষয়ে যোগ্যতা না থাকায় মন ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তিতে 'করণ' নহে। পক্ষান্তরে ব্রহ্মবস্তু উপনিষন্মাত্রগম্য, ইহা "তং তু ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" (বৃঃ ৩।৯।২৬), ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়। সেইহেতু উপনিষদে বর্ণিত "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শব্দই (—মহাবাক্যই) ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি 'করণ'। এই বিষয়ে "ঔপনিষদ্" এই তদ্ধিতান্ত পদটীই শ্রুতিপ্রমাণ। আর "তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ" (ছাঃ ৬।১৬।৩), "তমসঃ পারং দর্শয়তি" (ছাঃ ৭।২৬।২), "আচার্য্যবান্ পুরুষঃ বেদ" (ছাঃ ৬।১৪।২), ইত্যাদি বাক্যসকলের পর্য্যালোচনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, আচার্য্যকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইবার অব্যবহিত পরেই অবিদ্যাধ্বংসী অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারের উদয় হইয়া সাধক জীবন্মুক্তি লাভ করেন। আচার্য্য শিষ্যকে "তত্ত্বমস্যাদি" মহাবাক্যই উপদেশ করেন (ছাঃ ৬।৮।৭ ইত্যাদি)। সেইহেতু তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যই অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের করণ, এই বিষয়ে উক্ত শ্রুতিবাক্যগুলি লিঙ্গপ্রমাণ। আবার "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ" (মুঃ ৩।২।৬), ইত্যাদি বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়—আচার্য্যের বেদান্ত বিষয়ক উপদেশ ব্যতিরেকে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের অন্য সাধন নাই, সেইহেতু এই মুণ্ডকবাক্য উপরোক্ত লিঙ্গপ্রমাণসকলের সমর্থক অপর লিঙ্গপ্রমাণ। এই বিষয়ে যুক্তিও আছে, যথা—"প্রমাণস্য প্রমেয়াবগমং প্রতি অব্যবধানাৎ" (বিবরণাচার্য্য)—প্রমাণ প্রযুক্ত হইলে

ভাবদীপিকা [শব্দাপরোক্ষবাদ]

প্রমেয় পদার্থের অবগতিতে বিলম্ব হয় না', ইহা অনুভবসিদ্ধ। যথা চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারে ঘট-দেশগত ঘটাকারা বৃত্তির সহিত ঘটের সম্বন্ধ হইলেই (১।৩২ পৃঃ) তৎক্ষণাৎ ঘটবিষয়ক জ্ঞান হয়। শব্দপ্রমাণস্থলেও তদ্রূপ "শক্তিতাৎপর্য্যবিশিষ্টশব্দাবধারণং প্রমেয়াবগমং প্রতি অব্যবধানেন কারণং ভবতি" (বিবরণাচার্য্য)। সুতরাং শব্দের শক্তি ও তাৎপর্য্যবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যশ্রবণের অনন্তরই "অহং ব্রহ্মাস্মি", এইপ্রকার প্রমেয় ব্রহ্মাত্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানের উদয় হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত।

[স্থল বিশেষে শব্দ অপরোক্ষ জ্ঞানের হেতু]

কিন্তু শব্দ তো পরোক্ষজ্ঞানের হেতু। তদুত্তরে ইঁহারা বলেন—শব্দের স্বভাব এই যে, ব্যবহিত বস্তুবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞানই তাহা উৎপাদন করে, যথা—'স্বর্গে দেবতা আছেন'। কিন্তু প্রমেয় পদার্থ যদি অব্যবহিত হয়, তাহা হইলে তাহা তদ্বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানই উৎপাদন করে, যথা "দশমস্ত্বমসি" 'তুমিই দশম ব্যক্তি'। এই স্থলে দশমত্বাভিন্নরূপে 'আমিই দশম ব্যক্তি', এইপ্রকার অপরোক্ষ জ্ঞানই শব্দ হইতে উৎপন্ন হয়। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে ব্যবধান না থাকায় "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শব্দ হইতে "অহং ব্রহ্মাস্মি", এইপ্রকার অপরোক্ষ জ্ঞানই হইয়া থাকে। তবে শব্দের সামর্থ্যবিষয়ে একটু বিশেষ আছে, যথা—বস্তু অব্যবহিত হইলেও যদি 'অস্তি' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা বোধিত হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞানেরই উদয় হয়, যথা—'দশম ব্যক্তি আছে', 'জীবাভিন্ন ব্রহ্ম আছেন', "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১।৩), "অস্থূলম্ অনণু" (বৃঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদি। কিন্তু সেই অব্যবহিত বস্তু যদি 'ইহা' 'এই' 'হও' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা বোধিত হয়, তাহা হইলে অব্যবহিত বস্তুবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানেরই উদয় হয়, যথা—'এই যে দশম ব্যক্তি', 'তুমিই হও দশম', 'ইহাই তো দশম', ইত্যাদি। প্রস্তাবিত "তৎ ত্বম্-অসি"—'তুমিই হও তাহা', এইপ্রকারে 'অসি'—'হও', এই শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় তত্ত্বমসি শব্দ হইতে পদপদার্থাভিজ্ঞ ব্যক্তির ব্রহ্মাত্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানই হইয়া থাকে। শ্রুতিও তাহাই বলেন—"যৎ সাক্ষাদ্ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম" (বৃঃ ৩।৪।১) ইত্যাদি। অতএব শব্দ পরোক্ষজ্ঞানমাত্রের হেতু, এই মতবাদ নিরাকৃত হইয়া পড়ে।

[শব্দ হইতে অবিদ্যাধ্বংসি জ্ঞানের উৎপত্তিক্রম।]

কিন্তু তত্ত্বমস্যাদি শব্দ হইতে ব্রহ্মাত্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানোদয় হইলে উপশ্রবণ (৬ ভাবদীঃ) কালেই তাহা হইবে, ফলে মনন ও নিদিধ্যাসনে বিধি ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে শব্দাপরোক্ষবাদিগণ বলেন—পদপদার্থবিষয়ক জ্ঞানবান্ নিবৃত্তপ্রতিবন্ধ অধিকারীর উপশ্রবণকালেই অবিদ্যাধ্বংসি ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের উদয় আমরা অঙ্গীকার করি। কিন্তু শ্রোতা যদি প্রতিবন্ধযুক্ত হন, অর্থাৎ তাঁহার যদি নানাপ্রকার পাপ, অসম্ভাবনা বিপরীতভাবনা ও চিত্তের চঞ্চলতা ইত্যাদি প্রতিবন্ধকসমূহ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে পদপদার্থবিষয়ক জ্ঞানবান্ হইলেও তাঁহার তত্ত্বমসিশব্দোত্থ অপরোক্ষ জ্ঞান স্থির দীপশিখার ন্যায় অচঞ্চল হইতে না পারায় অবিদ্যাধ্বংস করিতে সমর্থ হয় না ; যেমন চঞ্চল দীপশিখার দ্বারা বস্তুর সম্যক্ প্রকাশ হয় না, তদ্রূপ। সেই শ্রোতার তত্ত্বমসিবাক্যোত্থ অপরোক্ষ জ্ঞান যেন পরোক্ষই, যেন অপ্রাপ্তই হইয়া পড়ে। তখন তাদৃশ শ্রুতব্রহ্ম পুরুষকে **বিধেয় শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনে** প্রবৃত্ত হইতে হয়,

ভাবদীপিকা [শব্দাপরোক্ষবাদ]

কারণ "মননাদির অভাবে মাত্র শ্রবণের দ্বারা অবিদ্যাধ্বংসি জ্ঞান উৎপন্ন হয় না" (বৃ: ২।৪।৫, আনন্দগিরি)। শাস্ত্রও তাহাই বলেন, যথা—প্রতিবন্ধকশূন্যস্য জ্ঞানং স্যাৎ শ্রুতিমাত্রতঃ ॥ ন চেৎ মননযোগেন নিদিধ্যাসনতঃ পুনঃ। প্রতিবন্ধক্ষয়ে জ্ঞানং স্বয়মেবোপজায়তে ॥ (শান্তিগীতা ৩।২৩-২৪)। ["স্বয়ম্ এব উপজায়তে", ইহার অর্থ—'শব্দনিরপেক্ষভাবে উৎপন্ন হয়', এইরূপ নহে ; পরন্তু 'স্মর্য্যমাণ মহাবাক্য হইতেও জ্ঞানোৎপত্তি হয়'। ইহা পরে পরিস্ফুট হইবে]। **১। আশ্রম**-কর্ম্মসকলের নিষ্কাম অনুষ্ঠানদ্বারা বিবিদিষার উৎপত্তি (৩।৮৪২ পৃ:), **২। শমদমাদি** সাধনের দ্বারা চিত্তের বিপরীত প্রবাহের নিরোধ (৩।৮৪৫ পৃ:), **৩। সন্ন্যাসা**শ্রমগ্রহণের দ্বারা সন্ন্যাসনিয়মাপূর্ব্বোৎপত্তি (৩।৬৭৬ পৃ:), **৪। (ক) বিশেষ** শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা **শ্রবণাদি** নিয়মাপূর্ব্বোৎপত্তি (৩।৭১২ পৃ:), **(খ) অসম্ভা**বনা ও **বিপরী**তভাবনার নিবৃত্তি এবং **(গ) চিত্তের** একাগ্রতা ও সূক্ষ্মবিষয়গ্রহণের যোগ্যতা সম্পাদিত হয়। যোগশাস্ত্রপ্রতিপাদিত নিদিধ্যাসনের পরিপক্বাবস্থারূপ সমাধির ইহাতেই উপযোগ (৩।৭০৩ পৃ:)। এই বিষয়সকল পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের সম্যগ্ অনুষ্ঠানের ফলে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট নানাপ্রকার পাপ ও প্রতিবন্ধক নাশ প্রাপ্ত হয়। অনন্তর যে সাধকের তত্ত্বমসি শ্রবণোত্থ ব্রহ্মাত্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান প্রতিবন্ধবশতঃ অপ্রতিষ্ঠ (—অস্থির, চঞ্চল) হইয়া যেন পরোক্ষই হইয়া পড়িয়াছিল, প্রতিবন্ধক্ষয়ে পুনঃ শ্রুত, অথবা স্মর্য্যমাণ মহাবাক্য হইতে তাঁহারই অবিদ্যাধ্বংসি অপরোক্ষ নিশ্চল ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয়। "ধ্যানেনৈকাগ্র্যমাপন্নে চিত্তে বিদ্যা স্থিরীভবেৎ" (পঞ্চদশী ১৫।৩০) ; "প্রথমতঃ এব শব্দাৎ উৎপন্নম্ অপরোক্ষজ্ঞানং প্রতিবন্ধাপায়ে পশ্চাৎ নিশ্চলং ভবতি", "ততঃ শব্দজনিতাপরোক্ষজ্ঞানং নিশ্চলং প্রতিতিষ্ঠতি" (বি: প্র: সং, বসুমতী, ২।২২৮ পৃ:), ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রতিপাদিত এই স্থিরা বিদ্যা, অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি", ইত্যাকারা অচঞ্চলা বৃত্তি অবিদ্যাকে নিঃশেষে ধ্বংস করে। অতএব মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যর্থ নহে, পরন্তু সার্থক, ইহাই সিদ্ধ হয়।

[স্মর্য্যমাণ মহাবাক্য হইতে জ্ঞানোৎপত্তি অঙ্গীকারের হেতু।]

"**স্মর্য্যমাণ মহাবাক্য** হইতে অপরোক্ষ নিশ্চল ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয়", ইহার তাৎপর্য্য এই—অন্যান্য মানসবৃত্তির ন্যায় ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তিও তৃতীয়ক্ষণনাশ্য ; সেইহেতু প্রথম তত্ত্বমসি শ্রবণকালে প্রতিবন্ধযুক্ত ; কিন্তু পদপদার্থাভিজ্ঞ পুরুষের যে ব্রহ্মাত্মাকারাবৃত্তি উদিত হয়, তাহাই প্রতিবন্ধনিবৃত্তি ও অবিদ্যাধ্বংসকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করে, ইহা অঙ্গীকার করা যায় না। তৎকালে পুনঃ ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তির উদয় আবশ্যক। তাহা কিপ্রকারে উৎপন্ন হইবে? বলিতেছি - যদি তৎকালে সাধকের পুনঃ মহাবাক্যশ্রবণের সুযোগ হয়, উত্তম। অন্যথা স্মর্য্যমাণ মহাবাক্য হইতেই তাহা হইবে। শব্দ বাক্যার্থজ্ঞানের কারণ নহে, কিন্তু শব্দজ্ঞানই তাহার কারণ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রবণকালে সাধকের শব্দজ্ঞানজন্য সংস্কারের উৎপত্তি হয়। পরবর্ত্তিকালে প্রতিবন্ধসকলের নিবৃত্তি হইলে সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া সাধকের তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের স্মৃতি সম্পাদন করে ; সেই স্মৃতিই হয় সেই সাধকের ব্রহ্মাত্মবিষয়ক নিশ্চল অপরোক্ষজ্ঞানের হেতু, যে জ্ঞান অবিদ্যাকে ধ্বংস করে। আচার্য্যপাদগণ তাহাই বলেন, যথা—"নিত্যমুক্তত্ব-বিজ্ঞানং বাক্যাদ্ভবতি নান্যতঃ। বাক্যার্থস্যাপি বিজ্ঞানং পদার্থস্মৃতিপূর্ব্বকম্" । "অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং পদার্থঃ স্মর্য্যতে ধ্রুবম্"। (নৈ: সি: ৪।৩১-৩২, উপদেশসাহস্রী ১৮।১৯০-৯১ দ্র:) ইত্যাদি।

ভাবদীপিকা [শব্দাপরোক্ষবাদ]

[নিশ্চল বৃত্তি শব্দের তাৎপর্য্য, তাহা কোন্ ক্ষণে অবিদ্যাকে ধ্বংস করে।]

প্রশ্ন হয়—ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তি কতক্ষণ স্থায়ী হইলে নিশ্চল ও অবিদ্যাধ্বংসী হয়? **উত্তর** এই—এই বিষয়ে দুইপ্রকার অভিমত আছে। **এক পক্ষ** বলেন—যে জ্ঞান অবিদ্যাকে ধ্বংস করিবে, তাহা বায়ুশূন্য গৃহে নিশ্চল দীপশিখার ন্যায় নিশ্চলরূপেই উৎপন্ন হয় এবং স্বোৎপত্তিক্ষণেই অবিদ্যাকে ধ্বংস করে। জ্ঞান (—ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তি) প্রথমতঃ চঞ্চলরূপে উৎপন্ন হইল, পরে নিশ্চল হইল, তৃতীয়ক্ষণনাশ্য হওয়ায় এইপ্রকার পরিস্থিতি সম্ভব নহে। **অপর পক্ষ** বলেন- স্বোৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষণে তাহা অবিদ্যাকে ধ্বংস করে (ন্যায়রত্নাবলী, চৌখাম্বা, ২৮২ পৃঃ ; সং শারীরক ৪।২৪-২৫), এইহেতু সেই ক্ষণেই তাহা নিশ্চল হয়, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। ইঁহাদের অভিপ্রায় এই—কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্ব ক্ষণে কারণের স্থিতি আবশ্যক, অন্যথা কার্য্যকারণভাবই বিঘটিত হইয়া পড়ে। আর 'জায়তে' 'অস্তি' 'বর্দ্ধতে', এই ভাবেই বস্তুর পরিণাম হয়, ইহাই বস্তুর স্বভাব। অতএব দ্বিতীয় ক্ষণের পূর্ব্বে জ্ঞানের অস্তিত্বই সিদ্ধ না হওয়ায়, দ্বিতীয় ক্ষণেই তাহা অবিদ্যাকে ধ্বংস করে, সুতরাং সেই ক্ষণেই নিশ্চল হয়, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। তদুত্তরে প্রথম পক্ষাবলম্বিগণ বলেন—এইপ্রকার অঙ্গীকারে প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, তৃতীয় ক্ষণে নিশ্চলতা এবং চতুর্থ ক্ষণে অবিদ্যানাশ, এইপ্রকার স্বীকার করিতে হইবে, দ্বিতীয়ক্ষণে নহে। আর ধারাবাহিক বৃত্তিস্থলে যে ক্ষণে জ্ঞান নিশ্চল হয়, সেই ক্ষণে অবিদ্যা থাকে, অথবা থাকে না? দ্বিতীয় পক্ষ সঙ্গত নহে; কারণ অবিদ্যা না থাকিলে জ্ঞান কাহাকে ধ্বংস করিবে? প্রথম পক্ষে—জ্ঞান ও অজ্ঞান একত্র বর্ত্তমান থাকিলেও সেই জ্ঞান যখন অজ্ঞানকে ধ্বংস করিতে পারে না, তখন পরবর্ত্তী ক্ষণে পারিবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? অতএব বায়ুশূন্য গৃহে নিশ্চল দীপশিখার ন্যায় স্বোৎপত্তিক্ষণেই জ্ঞান অবিদ্যাকে ধ্বংস করে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। "আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং যৎকালং তৎকালে এব তদ্বিষয়াজ্ঞানতিরোভাবঃ" (বৃঃ ১।৪।১০ ভাষ্য), "যদৈব আত্মপ্রতিপাদকবাক্যশ্রবণাৎ আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানম্ উৎপদ্যতে, তদৈব তদুৎপদ্যমানং তদ্বিষয়ং মিথ্যাজ্ঞানং নিবর্ত্তয়দেব উৎপদ্যতে" (বৃঃ ১।৪।৭ ভাষ্য), "প্রমাণব্যাপারসমকালৈব আত্মনি...অনর্থনিবৃত্তিঃ", "জ্ঞানস্য দ্বৈতনিবৃত্তিক্ষণব্যতিরেকেণ ক্ষণান্তরানবস্থানাৎ" (মাণ্ডুক্য ৭ ভাষ্য), ইত্যাদি আচার্য্যপাদবচন হইতে এইপ্রকার পরিস্থিতিই অবগত হওয়া যায়। বস্তুতঃ নিশ্চল বৃত্তি স্বোৎপত্তিক্ষণেই অবিদ্যাকে ধ্বংস করে কি না, করিলে তাহাদের কার্য্যকারণভাব ব্যাহত হয় কি না, এইপ্রকার সংশয় থাকিয়াই যায়। অবিদ্যাধ্বংসের ক্ষণবিষয়ে শ্রুতি নির্ব্বাক্, অন্ততঃ তাদৃশ শ্রুতিবাক্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দেশকালাতীত ব্রহ্মে সমাধিলীন সাধকের পক্ষে তাহা জানা সম্ভব নহে, ইত্যাদি এই সকল হেতুবশতঃ আচার্য্যপাদ বলিয়াছেন—"যঃ এব অবিদ্যাদিদোষনিবৃত্তিফলকৃৎপ্রত্যয়ঃ, আদ্যঃ অন্ত্যঃ সন্ততঃ অসন্ততঃ বা, সঃ এব বিদ্যা ইতি" (বৃঃ ১।৪।১০ ভাষ্য)। সুতরাং যে ক্ষণে জ্ঞান অবিদ্যাকে ধ্বংস করিবে, তাহা উৎপত্তি ক্ষণই হউক্, অথবা পরবর্ত্তী কোন ক্ষণই হউক্, সেই ক্ষণোপলক্ষিত তাহা বিদ্যাশব্দবাচ্য, ইহাই নিশ্চিত হয়।

[ভগবৎকৃপাই বিদ্যাহেতু]

স্মরণ রাখিতে হইবে—এই বিদ্যা ঈশ্বরকৃপালব্ধা, "তদনুগ্রহহেতুকেনৈব বিজ্ঞানেন মোক্ষ-

ভাবদীপিকা [শব্দাপরোক্ষবাদ]

সিদ্ধিঃ" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪ ভাষ্য)। "ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসাম্ অদ্বৈতবাসনা" (অবধূতগীতা ১।১) ইত্যাদি শাস্ত্র তাহাই বলেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"যেমন মনিব চাকরকে ভালবেসে বল্ছে 'আয় আয় কাছে বোস্, আমিও যা তুইও তা" (কথামৃত ৪।২৩।৮।২৬৮), ইত্যাদি। "মামাশ্রিত্য যতন্তি যে" (গীতা ৭.২৯), যাঁহারা শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়া এই বিজ্ঞানলাভে তীব্র প্রযত্ন করেন, ভগবৎকৃপাতে তাঁহারা ইহা লাভ করিতে সমর্থ। ভগবতী শ্রুতিও তাহাই বলেন—"যস্য দেবে পরা ভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"। (শ্বেঃ ৬।২৩), ইত্যাদি।

[শব্দাপরোক্ষবাদে শ্রুতিবিরোধ পরিহার।]

কিন্তু শব্দ হইতে যদি জ্ঞানোৎপত্তি অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে "যদ্বাচা অনভ্যুদিতম্" (কেন ১।৫), "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" (তৈঃ ২।৯), ইত্যাদি শ্রুতি ব্যর্থ হইয়া পড়েন। সুতরাং বাণী, অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের 'করণ' কিপ্রকারে হইবে? তদুত্তরে শব্দাপরোক্ষবাদী বলেন—শব্দের শক্তিবৃত্তিবলে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয় না, ইহাই উক্ত বাক্যসকলের তাৎপর্য্য। বস্তুতঃ শব্দের লক্ষণাবৃত্তিবলে 'তৎ' ও 'ত্বং' পদার্থের শোধন (—শুদ্ধস্বরূপের জ্ঞান) হয়, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। শব্দাপরোক্ষস্থলেও মনের একাগ্রতা আবশ্যক, সুতরাং "মনসা এব অনুদ্রষ্টব্যম্" (বৃঃ ৪।৪।১৯), ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হয় না, ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে।

[শব্দাপরোক্ষবাদের দ্বিতীয় প্রক্রিয়া]

উপরে যাহা বর্ণিত হইল, ইহাই শব্দাপরোক্ষবাদ বিষয়ে প্রায় সর্ব্বসম্মত মতবাদ। কিন্তু বিবরণাচার্য্যের এতদ্বিষয়ক অন্য একটী প্রক্রিয়াও বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। এই মতে তত্ত্বমস্যাদি শব্দ হইতে প্রথমতঃ ব্রহ্মাত্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হয়, পরে প্রতিবন্ধক্ষয়ে তদ্বিষয়ক অবিদ্যাধ্বংসি অপরোক্ষজ্ঞানের উদয় হয়। ১।২০৭ পৃষ্ঠাতে এই দ্বিতীয় মতবাদই আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি। বিস্তৃত আকরে দ্রষ্টব্য।

[অপর দুইটী খণ্ডনীয় মতবাদের পরিচয়।]

প্রসঙ্গতঃ এতদ্বিষয়ক আরও দুইটী মতবাদ প্রদর্শিত হইতেছে—১। আচার্য্য ব্রহ্মদত্ত বলেন—বেদান্তবাক্যজন্য "অহং ব্রহ্মাস্মি", এই জ্ঞান স্বোৎপত্তিক্ষণেই অজ্ঞানকে ধ্বংস করিতে পারে না; পরন্তু দীর্ঘকাল প্রত্যহ নিরন্তরভাবে তদ্বিষয়ক প্রসংখ্যান (—পুনঃ পুনঃ চিন্তন, নিদিধ্যাসন) করিলে তাহার পরিপকাবস্থাতে অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। সুতরাং নিদিধ্যাসনই অজ্ঞানধ্বংসের 'করণ', ইত্যাদি। এতদুত্তরে **সিদ্ধান্তী বলেন**—নিদিধ্যাসন একপ্রকার মানসী ক্রিয়া, ক্রিয়ার দ্বারা অজ্ঞানের নাশ সম্ভব নহে, কিন্তু জ্ঞানদ্বারাই তাহা সম্ভব। ক্রিয়াদ্বারা অজ্ঞানধ্বংস ও মোক্ষ অঙ্গীকার করিলে মোক্ষ অনিত্য হইয়া পড়িবে, কারণ যাহা ক্রিয়াজন্য, তাহা অনিত্য, যথা 'ঘট'। শ্রুতিও বলেন—"নাস্তি অকৃতঃ কৃতেন" (মুঃ ১।২।১২)। অনাদিকালপ্রবৃত্ত সংসারদুঃখ যদি স্বল্পকালস্থায়ী নিদিধ্যাসনবলে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে স্বল্পকালস্থায়ী নিদিধ্যাসনজন্য অজ্ঞানধ্বংস ও মোক্ষরূপ ফল স্থায়ী হইবে, এই বিষয়ে নিশ্চয়তা কি? ইত্যাদি। ২। আচার্য্য **মণ্ডন মিশ্র** বলেন—"তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যজনিত 'অহং ব্রহ্মাস্মি', এই জ্ঞান বিশেষ্য-বিশেষণভাবাবগাহী সংসর্গাত্মক পরোক্ষজ্ঞানমাত্র হওয়ায় অখণ্ডৈকরস স্বগতভেদাদিভেদশূন্য ব্রহ্মবস্তুকে বিষয় করিতে পারে না। সেই জ্ঞানকে গঙ্গাস্রোতের ন্যায় নিরন্তর

২। আত্মত্বোপাসনাধিকরণম্। [৩ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার উপাসনা ও নিদিধ্যাসনাদি সাধনানুষ্ঠানকালে ব্রহ্ম স্বাভিন্নরূপে চিন্তনীয়।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে শ্রবণাদির ও উপাসনার আবৃত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই আবৃত্তিকালে, অর্থাৎ নিদিধ্যাসন ও উপাসনাকালে নিজেকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নভাবে নিদিধ্যাসন ও উপাসনা (৩৷৪২৮, ৩৷৫৪২ পৃঃ) করিতে হইবে, অথবা বিভিন্নভাবে, ইহা বিচারিত হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **উপজীব্য-উপজীবক-ভাব সঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাবোধক "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম" (মা ২), "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬৷৮৷৭), ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সহিত প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিরোধপরিহারাত্মক এই অধিকরণ যদিও অবিরোধাখ্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে সঙ্গত, তথাপি সমাধি অভ্যাসের উপযোগী অন্তরঙ্গ সাধন হয় বলিয়া সাধনের আবৃত্তিবিষয়ক বিচারপ্রসঙ্গে এই পাদে ইহার সন্নিবেশ সঙ্গত হওয়ায় এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ভাবদীপিকা [খণ্ডনীয় মতবাদ]

অভ্যাস (—নিদিধ্যাসন) করিলে ভেদসংসর্গানবগাহী অখণ্ডৈকরস "অহং ব্রহ্মাস্মি", ইত্যাকার অপরোক্ষ জ্ঞানান্তরের উৎপত্তি হয়, তাহাই অজ্ঞানতিমিরকে নিঃশেষে ধ্বংস করে", ইত্যাদি। এইরূপে এই মতে নিদিধ্যাসন হইতে উৎপন্ন "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞানান্তরই অজ্ঞান ধ্বংসের **"করণ"**। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—নিদিধ্যাসন হইতে যে অজ্ঞানধ্বংসি জ্ঞানান্তরের উৎপত্তি হয়, তাহা প্রমা, অথবা অপ্রমা? দ্বিতীয় পক্ষ সঙ্গত নহে, কারণ অপ্রমার (-ভ্রমজ্ঞানের) দ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হইতে পারে না। প্রথম পক্ষও সম্ভব নহে, কারণ যাহা প্রমাণজন্য নহে, তাহা প্রমাজ্ঞান নহে। নিদিধ্যাসন নামক কোন প্রমাণ কোন মতবাদেই স্বীকৃত হয় না। অতএব অপ্রমাণভূত যে **নিদিধ্যাসন**, তজ্জন্য হওয়ায় সেই অপ্রমাভূত জ্ঞানান্তর অজ্ঞানকে ধ্বংস করিতে পারে না। **শঙ্কা**—কিন্তু নিদিধ্যাসন শব্দপ্রমাণাবলম্বী হওয়ায় তজ্জন্য জ্ঞান প্রমাণজন্য না হইলেও প্রমাই হইবে, যেমন সম্বাদী ভ্রমস্থলে * হয়। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—এইপ্রকার যুক্তি অগতির গতি। ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের শব্দকরণতা শ্রুতি ও যুক্তিসিদ্ধ হওয়ায় কচিৎ দৃষ্ট লৌকিক দৃষ্টান্তবলে অপ্রমাণোত্থ জ্ঞানকে প্রমারূপে অঙ্গীকার করা যায় না; তাহা করিলে প্রমাণ ও প্রমাবিষয়ক যাবতীয় ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে। আর নিবৃত্তপ্রতিবন্ধ অধিকারীর মহাবাক্যশ্রবণমাত্রেই অজ্ঞানধ্বংসি ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তি হয়, ইহা বামদেবাদিতে (ঐতঃ ২৷১৷৫, বৃঃ ১৷৪৷১০) দৃষ্টসিদ্ধ; তখন নিদিধ্যাসনের অবকাশই থাকে না। অতএব অপ্রমাণভূত নিদিধ্যাসনোত্থ অপ্রমাত্মক জ্ঞানান্তরকে অজ্ঞানের নাশকরূপে অঙ্গীকার করা যায় না, ইত্যাদি। বিস্তৃত নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি †, চন্দ্রিকা ১৷৬৭, ৩৷৯,৮৬, ৯২, ৯৩, ইত্যাদি স্থলে দ্রষ্টব্য। (উদ্ধৃত আকরসমূহ অবলম্বনে এই যোজনা আমাদের)। আবৃত্ত্যধিকরণ সমাপ্ত।

---

* ভ্রমবশতঃ প্রবৃত্ত হইলেও যেখানে সত্য বস্তু লব্ধ হয়, তাদৃশ যে ভ্রম, তাহাকে বলে সম্বাদী ভ্রম। যেমন মণিপ্রভাতে মণিবুদ্ধিরূপ ভ্রমবশতঃ মণিগ্রহণে আগত ব্যক্তির যথার্থ মণির প্রাপ্তি হয় (পঞ্চদশী ৯২), তদ্রূপ।

† আচার্য্য মণ্ডন মিশ্রই যদি নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিকার সুরেশ্বরাচার্য্য হন, তাহা হইলে আচার্য্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি স্বীয় পূর্ব্ব মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাই প্রতিভাত হয়।

ন্যায়মালা

জ্ঞাত্রা স্বান্যতয়া ব্রহ্ম গ্রাহ্যমাত্মতয়াঽথবা।
অন্যত্বেন বিজানীয়াদ্ দুঃখ্যদুঃখিবিরোধতঃ॥
ঔপাধিকো বিরোধোঽত আত্মত্বেনৈব গৃহ্যতাম্।
গৃহ্ণন্ত্যেবং মহাবাক্যৈঃ স্বশিষ্যান্ গ্রাহয়ন্তি চ॥

অন্বয়—ব্রহ্ম জ্ঞাত্রা স্বান্যতয়া গ্রাহ্যম্, অথবা আত্মতয়া? দুঃখ্যদুঃখিবিরোধতঃ অন্যত্বেন বিজানীয়াৎ। বিরোধঃ ঔপাধিকঃ, অতঃ আত্মত্বেন এব গৃহ্যতাম্। মহাবাক্যৈঃ এবং গৃহ্ণন্তি, স্বশিষ্যান্ গ্রাহয়ন্তি চ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[নির্বিশেষবিদ্যাসু সবিশেষবিদ্যাসু চ প্রত্যয়াবৃত্তিঃ অত্র বিষয়ঃ। জীবব্রহ্মণোঃ ভেদাভেদপ্রসিদ্ধেঃ তত্ত্বজ্ঞানার্থং ধ্যানাবৃত্তিকালে কিম্ 'অহং ব্রহ্ম' ইতি ধ্যাতব্যম্, উত 'মৎস্বামী ঈশ্বরঃ', ইতি ঐক্যভেদজ্ঞানাভ্যাম্ ভবতি সংশয়ঃ—ধ্যানকালে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যং] ব্রহ্ম জ্ঞাত্রা [জীবেন] স্বান্যতয়া গ্রাহ্যম্, অথবা আত্মতয়া?

পূর্ব্বপক্ষ—[জীবব্রহ্মণোঃ] দুঃখ্যদুঃখিবিরোধতঃ [জীবাৎ ব্রহ্ম] অন্যত্বেন বিজানীয়াৎ।

সিদ্ধান্ত—[বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপস্যৈব সতঃ জীবস্য অন্তঃকরণোপাধিকৃতঃ দুঃখিত্বাদিধর্ম্মঃ ইতি দ্বিতীয়পাদে জীববিচারে প্রপঞ্চিতম্। তস্মাৎ জীবব্রহ্মণোঃ] বিরোধঃ ঔপাধিকঃ, অতঃ [বাস্তববিরোধাভাবাৎ] আত্মত্বেন এব [ব্রহ্ম] গৃহ্যতাম্। [অতএব "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০), অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম" (মাঃ ২), "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐতঃ ৩।৫।৩) ইত্যাদি] মহাবাক্যৈঃ [তত্ত্ববিদঃ] এবম্ [আত্মত্বেন ব্রহ্ম] গৃহ্ণন্তি, তথা ["তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদি-মহাবাক্যৈঃ] স্বশিষ্যান্ গ্রাহয়ন্তি চ।

অনুবাদ

সংশয়—[নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা ও সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে প্রত্যয়াবৃত্তি (—নিদিধ্যাসন ও উপাসনা) এখানে বিষয়। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে বিভিন্নতা ও অভিন্নতার প্রসিদ্ধি থাকায় তত্ত্বজ্ঞানের জন্য ধ্যানের আবৃত্তিকালে কি 'আমি ব্রহ্ম', এইপ্রকারে ধ্যান করিতে হইবে, অথবা ঈশ্বর আমার প্রভু', এইপ্রকারে ধ্যান করিতে হইবে, এইরূপে অভিন্নতা ও বিভিন্নতা-বিষয়ক জ্ঞান হয় বলিয়া সংশয় হয়—ধ্যানকালে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য] ব্রহ্ম কি জ্ঞাতা জীবকর্ত্তৃক স্বভিন্নরূপে গ্রহণীয়, অথবা নিজের আত্মরূপে?

পূর্ব্বপক্ষ—[জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে] দুঃখিত্ব ও অদুঃখিত্বরূপ বিরোধ থাকায় [জীব হইতে ব্রহ্মকে] ভিন্নরূপে অবগত হইতে হইবে।

সিদ্ধান্ত—[জীব বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও দুঃখিত্বাদি ধর্ম্ম জীবের অন্তঃকরণরূপ উপাধিকৃত, ইহা দ্বিতীয়পাদে (—২ অঃ ৩ পাদে) জীববিষয়ক বিচারে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সেইহেতু জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে দুঃখিত্ব ও অদুঃখিত্বরূপ] বিরোধ উপাধিকৃত, এইহেতু [বাস্তব বিরোধ না থাকায় ব্রহ্মকে] আত্মরূপেই গ্রহণ করুন্। [এইহেতুবশতঃই "আমি "ব্রহ্মস্বরূপ". "এই আত্মাই ব্রহ্ম","প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম", ইত্যাদি] মহাবাক্যসকলের দ্বারা [তত্ত্ববিদগণ] এইপ্রকারে [আত্মরূপে ব্রহ্মকে] গ্রহণ করেন, আবার ["তুমি তৎস্বরূপ", ইত্যাদি মহাবাক্য-সকলের দ্বারা] স্বশিষ্যগণকেও গ্রহণ করান।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাবোধক বাক্যসকল গৌণার্থক। সিদ্ধান্তে—তাহারা মুখ্যার্থ প্রতিপাদক।

আত্মেতিতূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥৪।১।৩॥

পদচ্ছেদ—আত্মা, ইতি, তু, উপগচ্ছন্তি, গ্রাহয়ন্তি, চ।

সূত্রার্থ—[শ্রবণাদ্যাবৃত্তিকালে ব্রহ্ম প্রত্যক্ত্বেন ধ্যাতব্যম্, উত ভিন্নত্বেন ইতি বিশয়ে 'নাহম্ ঈশ্বরঃ' ইতি প্রত্যক্ষবিরোধাৎ ভিন্নত্বেন ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্ত—] **তুশব্দঃ**—জীবব্রহ্মণোঃ অন্যত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি। [ব্রহ্ম] **আত্মা ইতি**—আত্মা ইতি এবংরূপেণ [ধ্যাতব্যম্। তথাহি জাবালাঃ আত্মত্বেন ব্রহ্ম] **উপগচ্ছন্তি**—অভ্যুপগচ্ছন্তি, [যথা "ত্বং বৈ অহম্ অস্মি ভগবো দেবতে অহং বৈ ত্বমসি" (বরাহোপনিষৎ ২।৩৪) ইতি। তথা "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদিবাক্যানি ব্রহ্ম আত্মত্বেন] **গ্রাহয়ন্তি**—বোধয়ন্তি।

অনুবাদ—[শ্রবণাদির আবৃত্তিকালে ব্রহ্মকে কি প্রত্যগ্‌রূপে (—সাক্ষিচৈতন্যাভিন্নরূপে) ধ্যান করিতে হইবে, অথবা ভিন্নরূপে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে 'আমি ঈশ্বর নহি', এই প্রত্যক্ষজ্ঞানের সহিত বিরোধ হওয়ায় ভিন্নরূপে ধ্যান করিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তুশব্দটী**—জীব ও ব্রহ্মের বিভিন্নতাকে নিষেধ করিতেছে। [ব্রহ্মকে] **আত্মা ইতি**—'আত্মা' এইরূপে [ধ্যান করিতে হইবে। যেমন দেখ, জাবালশাখাধ্যায়িগণ আত্মরূপে ব্রহ্মকে] **উপগচ্ছন্তি**—অঙ্গীকার করিতেছেন। [যথা—"হে পূজনীয় দেবতা, তুমি নিশ্চয়ই আমি এবং আমি নিশ্চয়ই তুমি", ইত্যাদি। এইরূপে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যসকল ব্রহ্মকে আত্মরূপে] **গ্রাহয়ন্তি**—বোধ করাইতেছে

শাঙ্করভাষ্যম্

যঃ শাস্ত্রোক্তবিশেষণঃ পরমাত্মা, সঃ কিম্ অহম্ ইতি গ্রহীতব্যঃ, কিংবা মদন্যঃ ইতি এতৎ বিচারয়তি।১ কথং পুনঃ আত্মশব্দে প্রত্যগাত্মবিষয়ে শ্রূয়মাণে সংশয়ঃ ইতি।২ উচ্যতে—অয়ম্ আত্মশব্দঃ মুখ্যঃ শক্যতে অভ্যুপগন্তুং সতি জীবেশ্বরয়োঃ অভে-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়। অধিকরণারম্ভে শঙ্কা। পূঃ—উপাসনা ও নিদিধ্যাসনকালে পরমেশ্বর স্বভিন্নরূপে চিন্তনীয়।]

শাস্ত্রোক্ত [অপহতপাপ্মত্বাদি (ছাঃ ৮।১।৫) এবং অস্থূলত্বাদি (বৃঃ ৩।৮।৮) বিশেষণযুক্ত যে পরমাত্মা, তিনি কি [ধ্যানকালে] 'আমি' এইরূপে গ্রহণীয়, কিম্বা 'আমা হইতে ভিন্ন', এইরূপে গ্রহণীয়, ইত্যাদি ইহা বিচার করিতেছেন।১ [কিন্তু "শব্দাদেব প্রমিতঃ" (১।৩।২৪) ইত্যাদি অধিকরণে "সঃ আত্মা তত্ত্বমসি", ইত্যাদি অভিন্নতাজ্ঞাপক শ্রুতিবাক্যের বলে ঐক্য নির্ণীত হওয়ায়] আত্মশব্দ প্রত্যগাত্মবিষয়করূপে (—পরমাত্মার প্রতিপাদকরূপে) শ্রূয়মাণ হইলেও পুনরায় সংশয় কিপ্রকারে হইতেছে ? [অতএব এই অধিকরণ আরব্ধ হইতে পারে না।২ তদুত্তরে বলিতেছেন—] কথিত হইতেছে—জীব ও ঈশ্বরের অভিন্নতা সম্ভব হইলে এই আত্মশব্দকে মুখ্যরূপে (—পরমাত্মবাচকরূপে) অঙ্গীকার করিতে পারা যায়,

শাঙ্করভাষ্যম্

দসম্ভবে, ইতরথা তু গৌণঃ অয়ম্ অভ্যুপগন্তব্যঃ ইতি মন্যতে।৩ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৪ 'ন অহম্' ইতি গ্রাহ্যঃ।৫ ন হি অপহতপাপ্মত্বাদিগুণঃ বিপরীতগুণত্বেন শক্যতে গ্রহীতুং, বিপরীতগুণঃ বা অপহতপাপ্মত্বাদিগুণত্বেন।৬ অপহতপাপ্মত্বাদিগুণশ্চ

ভাষ্যানুবাদ

কিন্তু তাহা সম্ভব না হইলে ইহাকে গৌণরূপে (—শরীরাদির বাচকরূপে) অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইহা [কেহ কেহ] মনে করেন।৩ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?৪ [পূর্বপক্ষ—] 'আমি [পরমাত্মা] নহি', এইপ্রকারে গ্রহণ করিতে হইবে (১)।৫ দেখ, যিনি পাপরাহিত্যাদিগুণযুক্ত, তিনি [জীবোচিত পাপযুক্তত্বাদি] বিপরীত গুণযুক্তরূপে কদাপি গৃহীত হইতে পারেন না; অথবা যিনি (—যে জীব,

ভাবদীপিকা [অদ্বৈতবাদে নানা দোষ]

(১) অভিপ্রায় এই—১। আত্মশব্দের পরমাত্মরূপ মুখ্য অর্থ সিদ্ধ হইলে জীবের সহিত তাঁহার অভিন্নতা সিদ্ধ হয় এবং জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা সিদ্ধ হইলে আত্মশব্দের মুখ্যার্থতা সিদ্ধ হয়, এইপ্রকার অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া "সঃ আত্মা তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিস্থ আত্মশব্দের মুখ্যার্থতা নির্ণয় করা যায় না। ২। "দ্বা সুপর্ণা" (মু: ৩।১।১) ইত্যাদি শ্রুতির এবং জীবের "আমি ব্রহ্ম নহি", এই প্রত্যক্ষ অনুভবের বিরোধবশতঃ জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা নির্ণয় করা যায় না। ৩। জীব সচ্চিদানন্দব্রহ্মস্বরূপ হইলে তাহার তদাত্মকতা সদাই প্রতীয়মান হইত, তাহা কিন্তু হয় না। ৪। যদি বলা হয়—জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও মায়াবৃত হওয়ায় উক্তরূপে নিজেকে জানিতে পারে না। তদুত্তরে বলিব—তোমাদের মতে জীব তো ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং ব্রহ্মকেই মায়াবৃতরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ব্রহ্মাভিন্ন জীব আর নিজেকে 'এই আমি আছি', এইপ্রকারে স্বয়ংপ্রকাশরূপে অনুভবই করিতে পারিবে না। তাহা কিন্তু সে করিয়া থাকে। তাহা কিপ্রকারে সম্ভব? ৫। যদি বলা হয়—মায়াবৃত হইলেও ব্রহ্ম উক্তরূপে ভাসমান হন। তদুত্তরে বলিব—তাহা হইলে তাঁহার স্বপ্রকাশানন্দরূপতাই বা ভাসমান হয় না কেন? ৬। আর যদি তাঁহাকে মায়াবৃতরূপেই অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাতে অধ্যারোপিতা মায়া তাঁহাকে আবৃত করিয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু শুক্তিকাতে রজতাধ্যারোপস্থলে অধিষ্ঠানরূপে শুক্তিকানিষ্ঠ ইদন্তার অবভাসের ন্যায় অধিষ্ঠান ব্রহ্মবস্তুর কথঞ্চিৎ অবভাস ব্যতিরেকে তাঁহাতে মায়ার অধ্যারোপ কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? ৭। আবার স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মবস্তুতে যদি অবিদ্যার অধ্যারোপই অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মবস্তুই অবিদ্যার ধারক ও বাহক, অর্থাৎ সত্তা ও স্ফূর্তি প্রদায়ক হওয়ায় সেই অবিদ্যারূপ আবরণের অপসারক আর কিছু থাকে না; ফলে অবিদ্যা অপসৃত হইলে "জীবের ব্রহ্মস্বরূপতার অভিব্যক্তি হয়", এই যে তোমাদের সিদ্ধান্ত, তাহার আত্যন্তিক হানি হইয়া পড়ে। এইপ্রকারে শ্রুতি অনুভব ও যুক্তির বিরোধ হইয়া পড়ে বলিয়া ব্রহ্ম হইতে জীবকে ভিন্নরূপেই অঙ্গীকার করিতে হইবে। ফলে আত্মশব্দের পরমাত্মরূপ মুখ্যার্থের গ্রহণ অসম্ভব হইয়া পড়ে বলিয়া তদবলম্বনে বিচার আরব্ধ হইতে পারে না। এইপ্রকার অধিক সংশয় নিরাকরণের জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

পরমেশ্বরঃ, তদ্বিপরীতগুণস্তু শারীরঃ।৭ ঈশ্বরস্য চ সংসার্য্যাত্মত্বে ঈশ্বরাভাবপ্রসঙ্গঃ।৮ ততঃ শাস্ত্রানর্থক্যম্।৯ সংসারিণঃ অপি ঈশ্বরাত্মত্বে অধিকার্য্যভাবাৎ শাস্ত্রানর্থক্যম্ এব।১০ প্রত্যক্ষাদিবিরোধশ্চ।১১ অন্যত্বেঽপি তাদাত্ম্যদর্শনং শাস্ত্রাৎ কর্ত্তব্যং প্রতিমাদিষু ইব বিষ্ণ্বাদিদর্শনম্ ইতি চেৎ?১২ কামম্ এবং ভবতু, ন তু সংসারিণঃ মুখ্যঃ আত্মা ঈশ্বরঃ ইতি এতৎ নঃ প্রাপয়িতব্যম্।১৩ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—আত্মা ইতি এব পরমেশ্বরঃ প্রতিপত্তব্যঃ।১৪ তথাহি পরমেশ্বরপ্রক্রিয়ায়াং জাবালাঃ আত্মত্বেন এব এতম্ উপগচ্ছন্তি—"ত্বং বৈ অহম্ অস্মি ভগবো দেবতে অহং বৈ ত্বমসি ভগবো দেবতে" (বরাহোপ: ২।৩৪) ইতি।১৫ তথা অন্যে অপি "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০) ইতি এবমাদয়ঃ আত্মত্বোপগমাঃ দ্রষ্ট-

ভাষ্যানুবাদ

পাপযুক্তত্বাদি] বিপরীত গুণযুক্ত, তিনি [ঈশ্বরোচিত] পাপরাহিত্যাদি গুণযুক্তরূপে গৃহীত হইতে পারেন না।৬ আর পরমেশ্বর পাপরাহিত্যাদিগুণযুক্ত, জীব কিন্তু তাহার বিপরীত গুণযুক্ত, 'ইহা শ্রুতিতে এবং লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ'।৭ দেখ, ঈশ্বরের জীবাত্মতা হইলে (—ঈশ্বর জীব হইলে) ঈশ্বরের অভাব হইয়া পড়িবে।৮ তাহা হইলে [প্রতিপাদ্যের অভাববশতঃ] শাস্ত্র (—শ্রুতি) অনর্থক হইয়া পড়িবে।৯ আবার জীবেরও ঈশ্বরাত্মতা হইলে (—জীব ঈশ্বর হইলে, স্বর্গাদির প্রার্থী ও মুমুক্ষু] অধিকারীর অভাববশতঃ শাস্ত্রের আনর্থক্যই হইয়া পড়িবে।১০ আর ['আমি দুঃখী ও পাপী' ইত্যাদি প্রকার] প্রত্যক্ষের বিরোধও হইয়া পড়িবে।১১ [পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কা—জীব ও পরমেশ্বর] বিভিন্ন হইলেও শাস্ত্রবলে [তাঁহাদের] তাদাত্ম্যদর্শন (—অভেদচিন্তন) করিতে হইবে, যেমন প্রতিমা প্রভৃতিতে বিষ্ণু প্রভৃতি দৃষ্টি, এইপ্রকার যদি বলা হয়? ১২ [তদুত্তরে পূর্ব্ববাদী বলেন—] এইপ্রকার হয় হউক, কিন্তু সংসারীর (—জীবের) মুখ্য স্বরূপ ঈশ্বর নহেন, ইহাই আমাদিগের প্রাপ্ত করান উচিত (—ইহাই আমরা প্রতিপাদন করিতেছি।১৩ অতএব নিদিধ্যাসনকালে জীব হইতে ভিন্ন পরমেশ্বরকে জীবাভিন্নরূপে চিন্তা করা উচিত নহে]।

[সিঃ—তাৎপর্য্যবতী শ্রুতির প্রামাণ্যবলে ব্রহ্ম স্বাভিন্নরূপে ধ্যেয়।]

এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—পরমেশ্বরকে 'আত্মা' এইরূপেই (—'আমি' এইরূপেই) অবগত হইতে হইবে।১৪ [সেই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, পরমেশ্বরবোধক প্রক্রিয়াতে জাবালশাখাধ্যায়িগণ "হে পূজনীয় দেবতা, আপনিই আমি; হে পূজনীয় দেবতা, আমিই আপনি", ইত্যাদি এইপ্রকারে ইঁহাকে আত্মরূপেই (—স্বাভিন্নরূপেই) স্বীকার করি-

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্যাঃ।১৬ গ্রাহয়ন্তি চ আত্মত্বেন এব ঈশ্বরং বেদান্তবাক্যানি "এষঃ তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" (বৃঃ ৩.৪।১), "এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ" (বৃঃ ৩।৭।৩) "তৎ সত্যং সঃ আত্মা তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইতি এবমাদীনি।১৭ যদুক্তং প্রতীকদর্শনম্ ইদং বিষ্ণুপ্রতিমান্যায়েন ভবিষ্যতি ইতি; তদযুক্তং গৌণত্বপ্রসঙ্গাৎ বাক্যবৈরূপ্যাৎ চ।১৮ যত্র হি প্রতীকদৃষ্টিঃ অভিপ্রেয়তে, সকৃৎ এব তত্র বচনং ভবতি, যথা—"মনঃ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৮।১), "আদিত্যঃ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৯।১) ইত্যাদি।১৯ ইহ পুনঃ 'ত্বম্ অহম্ অস্মি, অহং চ ত্বমসি' ইতি আহ।২০ অতঃ প্রতীকশ্রুতিবৈরূপ্যাৎ অভেদপ্রতিপত্তিঃ।২১

ভাষ্যানুবাদ

তেছেন।১৫ এইপ্রকারে "আমিই ব্রহ্ম", ইত্যাদি এই অন্যান্য আত্মোপগমসকলকেও (—জীবাভিন্নতাবোধক বাক্যসকলকেও) অবগত হইতে হইবে।১৬ আর "সকলের অভ্যন্তরবর্ত্তী ইনি তোমার আত্মা", "ইনি তোমার অন্তর্যামী আত্মা, ইনি অমৃতস্বরূপ (—সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিত") "তিনিই (—সদাখ্য সেই কারণই) সত্য, তিনিই আত্মা, 'তুমিই তুমি", ইত্যাদি এই উপনিষদ্বাক্যসকল ঈশ্বরকে আত্মরূপে (—জীবাভিন্নরূপে) গ্রহণ করাইতেছে।১৭

[সিঃ—তদ্বোধক শ্রুতিবাক্যের বিভিন্নতাবশতঃ প্রতীকোপাসনা হইতে অহংগ্রহোপাসনা ভিন্ন।]

আর যে বলা হইয়াছে—বিষ্ণুপ্রতিমান্যায়ে (—প্রতিমাতে বিষ্ণুদৃষ্টির ন্যায়) ইহা (—জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা) প্রতীকদৃষ্টি হইবে, ইত্যাদি; তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু [তাহাতে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাবোধক শ্রুতিবাক্যসকল] গৌণ হইয়া পড়িবে (২) এবং যেহেতু বাক্যের বৈরূপ্য (—বাক্যপ্রয়োগশৈলীর ভেদ) আছে।১৮ [ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] দেখ, যেখানে প্রতীকদৃষ্টি অভিপ্রেত সেই স্থলে [তদ্বোধক] বাক্য একবারমাত্র পঠিত হয়, যেমন "মনই ব্রহ্ম", "আদিত্যই ব্রহ্ম", ইত্যাদি।১৯ এখানে 'কিন্তু 'আপনিই আমি' এবং 'আমিই আপনি', [শ্রুতি] এইপ্রকারে [একাধিকবার] বলিতেছেন।২০ সেইহেতু প্রতীকবোধক

ভাবদীপিকা

(২) তাৎপর্য্য এই—"তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকল জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতারূপ অপূর্ব্ব (—প্রমাণান্তরাগম্য) বিষয় প্রতিপাদন করে এবং সেই অভিন্নতাজ্ঞানবলে 'এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' (ছাঃ ৬।১।৩) এবং "সর্ব্বম্ অভবৎ" (বৃঃ ১।৪।১০), এইভাবে বর্ণিত 'সর্ব্বাত্মভাবপ্রাপ্তি' ইত্যাদি ফলও লব্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং অপূর্ব্ব এবং সফল বিষয় প্রতি-পাদিত হওয়ায় জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদনেই উক্ত বাক্যসকলের তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়। এই তাৎপর্য্যবান্ বাক্যসকলের গৌণার্থ কল্পনা সঙ্গত নহে। উক্ত তাৎপর্য্যবান্ শ্রুতিবাক্যসকল জীব ও ব্রহ্মের ভিন্নতাপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলের ও তদ্বোধক যুক্তিসকলের বিরোধী হওয়ায় জীব ও ব্রহ্মের ভেদ কল্পিত, তাঁহাদের অভিন্নতাই মুখ্য, ইহাই নির্ণীত হয়

শাঙ্করভাষ্যম্

ভেদদৃষ্ট্যপবাদাৎ চ ।২২ তথাহি—"অথ যঃ অন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে অন্যঃ অসৌ অন্যঃ অহম্ অস্মি ইতি ন স বেদ" (বৃঃ ১।৪।১০), "মৃত্যোঃ সঃ মৃত্যুম্ আপ্নোতি যঃ ইহ নানা ইব পশ্যতি" (বৃঃ ৪।৪।১৯), "সর্ব্বং তং পরাদাৎ যঃ অন্যত্র আত্মনঃ সর্ব্বং বেদ" (বৃঃ ৪।৫।৭), ইতি এবমাদ্যা ভূয়সী শ্রুতিঃ ভেদদর্শনম্ অপবদতি ।২৩ যত্তু উক্তং ন বিরুদ্ধগুণয়োঃ অন্যোন্যাত্মত্বসম্ভবঃ ইতি ।২৪ নায়ং দোষঃ, বিরুদ্ধগুণতায়াঃ মিথ্যাত্বোপপত্তেঃ ।২৫ যৎ পুনঃ উক্তম্ ঈশ্বরাভাবপ্রসঙ্গঃ ইতি ।২৬ তদসৎ, শাস্ত্রপ্রামাণ্যাৎ অনভ্যুপগমাৎ

ভাষ্যানুবাদ

শ্রুতিবাক্য হইতে [অভিন্নতাবোধক শ্রুতিবাক্যের] বৈরূপ্য (—অসাদৃশ্য) থাকায় [জীব ও পরমেশ্বরের] অভিন্নতাজ্ঞান "শ্রুতির প্রতিপাদ্য, ইহা নির্ণীত হয়' ।২১

[সিঃ—ভেদদৃষ্টির নিন্দাশ্রুতিবলে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাই ধ্যেয়।]

আর [জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে [ভেদদৃষ্টির নিন্দা আছে বলিয়াও 'তাঁহাদের অভিন্নতাই শ্রুতির প্রতিপাদ্য' ।২২ যেমন দেখ, "আর উনি (—উপাস্য) আমা হইতে ভিন্ন, আমি উঁহা হইতে ভিন্ন, এইপ্রকারে যিনি অন্য দেবতাকে উপাসনা করেন, তিনি [তত্ত্ব] অবগত নহেন", "যিনি ইঁহাতে [আমি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, পরমাত্মা আমা হইতে ভিন্ন, এইপ্রকারে] নানার ন্যায় দর্শন করেন, তিনি পুনঃ পুনঃ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন", "সকলে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে (—শ্রেয়োমার্গ হইতে বিচ্যুত করে), যিনি সকলকে আত্মা হইতে ভিন্নভাবে অবগত হন", ইত্যাদি এই বহু শ্রুতি [জীব ও ঈশ্বরের] ভেদজ্ঞানকে নিন্দা করিতেছেন।২৩

[সিঃ—জীব ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধ গুণযুক্ততা মিথ্যা, একত্বই সত্য।]

আর যে বলা হইয়াছে—বিরুদ্ধগুণযুক্তদ্বয়ের (—পাপরহিত ঈশ্বর ও পাপযুক্ত জীবের) পরস্পরস্বরূপতা সম্ভব নহে, ইত্যাদি ।২৪ ইহা দোষ নহে, যেহেতু বিরুদ্ধ-গুণবিশিষ্টতার মিথ্যাত্ব যুক্তিসঙ্গত (৩) ।২৫

[সিঃ—ঈশ্বর জীব নহেন, পরন্তু জীবই ঈশ্বর। জীব ও ঈশ্বরের তত্তৎগুণযুক্ততা মিথ্যা।]

আর যে বলা হইয়াছে—[ঈশ্বরই জীব হইলে] ঈশ্বরের অভাব হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি ।২৬ তাহা ঠিক্ নহে, যেহেতু শাস্ত্রের প্রামাণ্য আছে (—শাস্ত্রপ্রামাণ্যবলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য) এবং যেহেতু [বিম্বের প্রতিবিম্বতা (—বিম্ব সত্যই প্রতি-

ভাবদীপিকা

(৩) ভাব এই—বিম্বভূত মুখে মালিন্য না থাকিলেও দর্পণগত মলিনতা যেমন প্রতিবিম্বভূত মুখে প্রতিভাত হয়। তদ্রূপ ব্রহ্মস্বরূপ জীব স্বরূপতঃ পাপরাহিত্যাদিগুণযুক্ত হইলেও অবিদ্যা ও অন্তঃকরণরূপ উপাধিগত পাপাদি মালিন্য ব্রহ্মের প্রতিবিম্বভূত জীবে প্রতিভাত হয়। বস্তুতঃ তাহারা জীবের গুণ নহে, পরন্তু উপাধিগত হওয়ায় মিথ্যা। প্রতিবিম্ববাদে বিম্বভূত ব্রহ্মই উপাধিমধ্যগতরূপে প্রতিভাত হন, ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে (২।৬৩৯ পৃঃ পাদটীকা দ্রঃ)। অতএব জীব ও ব্রহ্মের পারমার্থিক একত্বই সিদ্ধ হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

চ।২৭ নহি ঈশ্বরস্য সংসার্য্যাত্মত্বং প্রতিপাদ্যতে ইতি অভ্যুপগচ্ছামঃ।২৮ কিং তর্হি? ২৯ সংসারিণঃ সংসারিত্বাপোহেন ঈশ্বরাত্মত্বং প্রতিপিপাদয়িষিতম্ ইতি।৩০ এবং চ সতি অদ্বৈতেশ্বরস্য অপহতপাপ্মত্বাদিগুণতা, বিপরীতগুণতা তু ইতরস্য মিথ্যা ইতি ব্যবতিষ্ঠতে।৩১ যদপি উক্তম্—অধিকার্য্যভাবঃ প্রত্যক্ষাদি- [৩৬ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

বিম্ব হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা) যেমন অঙ্গীকৃত হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বরের জীবভাব] অঙ্গীকার করা হয় না।২৭ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] ঈশ্বরের জীবাত্মভাব (—ঈশ্বর সত্যই জীব হইয়াছেন, ইহা শ্রুতিতে] প্রতিপাদিত হইতেছে, ইহা আমরা নিশ্চয়ই অঙ্গীকার করিতেছি না।২৮ তবে কি অঙ্গীকার করিতেছ? ২৯ [বলিতেছি—প্রতিবিম্বভূত] জীবের [উপাধিকৃত, সুতরাং মিথ্যা] জীবত্ব নিরাকরণদ্বারা [বিম্বভূত] ঈশ্বরস্বরূপতা [শ্রুতিতে] প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে, ইহা 'আমরা অঙ্গীকার করি'।৩০ আর এইপ্রকার হইলে (—জীবত্ব উপাধিকৃত, সুতরাং মিথ্যা হইলে, বিম্বভূত] দ্বৈতবিবর্জ্জিত ঈশ্বরের পাপরাহিত্যাদি গুণযুক্ততা এবং অপরের (—প্রতিবিম্বভূত জীবের, পাপযুক্তত্বাদি] বিপরীত গুণযুক্ততা মিথ্যা (৪) ইহা নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হয়; [যেহেতু উভয়ের তত্তৎ গুণযুক্ততা পরমার্থতঃ সত্য হইলে তাঁহাদের শ্রুতিপ্রতিপাদ্য অভিন্নতাই সম্ভব হয় না]।৩১

[সিঃ—ব্রহ্মবিজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে জীবের অধিকারিত্ব সিদ্ধি, প্রত্যক্ষাদিরও অবিরোধ।]

আর যে বলা হইয়াছে—[জীব ঈশ্বর হইলে স্বর্গাদিপ্রার্থী ও মুমুক্ষু] অধিকারীর অভাব এবং [আমি দুঃখী ও পাপী ইত্যাদিপ্রকার] প্রত্যক্ষের বিরোধ

ভাবদীপিকা

[প্রতিবিম্ববাদে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বাদিনিরূপণ। আভাসবাদে ও অবচ্ছেদবাদে দোষ।]

(৪) আশঙ্কা হয়—তুমি ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও পাপরাহিত্যাদি গুণযুক্ততাকে মিথ্যা বলিতেছ। কিন্তু উক্ত গুণসকলের ঈশ্বরে প্রাপ্তি হয় কিপ্রকারে? আভাসবাদে [এবং মতান্তরে অবচ্ছেদবাদে, ২।৬৩৮-৩৯ পৃঃ] শুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধান মায়া ঈশ্বরের উপাধি [অবচ্ছেদবাদে—অবচ্ছেদক] হওয়ায় তাঁহাতে উক্ত গুণসকল সম্ভব। কিন্তু প্রতিবিম্ববাদে (২।৬৩১ পৃঃ) মায়া বা অজ্ঞানে যে ঈশ্বরচৈতন্যের প্রতিবিম্ব, তাহাই জীব। সুতরাং মায়া জীবেরই উপাধি, ঈশ্বরের নহে। আর উপাধির ইহাই স্বভাব যে, তাহা প্রতিবিম্বপক্ষপাতী, অর্থাৎ নিজের দোষ, বা গুণ প্রতিবিম্বেই প্রতিভাত করায়। সুতরাং যথোচিত গুণযুক্ততা প্রতিবিম্ব জীবেরই সম্ভব, কোন উপাধি না থাকায় ঈশ্বরের নহে। অতএব "অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ হয় না বলিয়া" ঈশ্বরে যাহা বিদ্যমান নাই, তাহার প্রতিষেধ অসঙ্গত। এতদুত্তরে আচার্য্যগণ বলেন—"অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নজীবাজ্ঞানবিষয়তয়া আবৃতম্ ইতি ব্যপদেশাৎ" (সিদ্ধান্তবিন্দু, ১ম শ্লোঃ)। ইহার পরিষ্কৃতি প্রসঙ্গে ন্যায়রত্নাবলীকার বলিয়াছেন—"জীবং প্রতি আবরকং যদজ্ঞানং তদ্বিষয়তয়া ব্রহ্মণি আবৃতত্বসম্ভবাৎ" (চৌখাম্বা ২৮২ পৃঃ)। "নহি ঈশ্বরস্য ঈশ্বরত্বং,

ভাবদীপিকা

সত্যকামাদিগুণবৈশিষ্ট্যং চ স্বাবিদ্যাকৃতম্, তস্য নিরঞ্জনত্বাৎ, কিন্তু বদ্ধপুরুষাবিদ্যাকৃতমেব তৎ সর্ব্বমেষ্টব্যম্", (সিদ্ধান্তলেশ, চৌখাম্বা ৫১৬ পৃঃ) ইত্যাদি। ভাব এই—কুহেলিকা চক্ষুকে আবৃত করিয়া যেমন সদা ভাস্বর সূর্য্যকে মালিন্যাদিগুণযুক্তরূপে উপস্থাপিত করে; তদ্রূপ জীবের অজ্ঞানরূপ উপাধিই নিরঞ্জন বিম্বভূত ঈশ্বরচৈতন্যে জগৎকারণতার হেতুভূত উক্ত গুণসকলকে উপস্থাপিত করে। সদা ভাস্বর সূর্য্যগতরূপে প্রতীয়মান মালিন্য যেমন কুহেলিকাতেই বর্ত্তমান থাকে, তাহা কুহেলিকারই ধর্ম্ম; তদ্রূপ নিরঞ্জন পরমেশ্বরগত পাপরাহিত্য ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদিও জীবের উপাধি অজ্ঞানেরই ধর্ম্ম, তাহাতেই বর্ত্তমান থাকে। অজ্ঞানাবৃত জীব তাহা নিরঞ্জন সর্ব্বধর্ম্মরহিত ঈশ্বরে আরোপ করে মাত্র। অতএব জীবকর্ত্তৃক ঈশ্বরে আরোপিত, সুতরাং প্রাপ্ত এই গুণসকল মিথ্যা হইলে অসঙ্গতি কিছুই হয় না। আপাতদৃষ্টিতে **আভাসবাদে** [ও মতান্তরে **অবচ্ছেদবাদে**] উক্ত গুণসকল পরমেশ্বরে উপপন্ন হয় বটে, কিন্তু বিবেকীর দৃষ্টিতে ঈশ্বরোপাধি [বা অবচ্ছেদক] মায়া ত্রিগুণাত্মিকা হওয়ায় তাহাতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকিলেও রজঃ ও তমোগুণেরও কথঞ্চিৎ অস্তিত্ববশতঃ তদ্ধেতুক অল্পজ্ঞত্বাদি দোষসকলেরও ঈশ্বরে কথঞ্চিৎ প্রতিভাস অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; তাহা সঙ্গত নহে।

[প্রতিবিম্ববাদে দোষ ও তাহার পরিহার।]

আশঙ্কা হয়—এই মতে মায়া যখন জীবেরই উপাধি, তখন সর্ব্বজ্ঞত্বাদি উক্ত গুণসকলের জীবেই আরোপিত হওয়া উচিত, ঈশ্বরে নহে। মায়াবৃত জীব তাহা ঈশ্বরে আরোপ করে কেন? তদুত্তরে **বৃদ্ধগণ** বলেন—১। "আরোপে সতি নিমিত্তানুসরণং, ন তু নিমিত্তম্ অস্তি ইতি আরোপঃ" (বেদান্তপরিভাষা, বিষয়পঃ)—'কোন বস্তুর কোথাও প্রতিভাস হইলে, তাহার হেতু কি, তাহা আমরা অনুসন্ধান করিতে পারি। কিন্তু হেতু থাকিলেই যে তদ্রূপ প্রতিভাস হইবে, ইহা বলিতে পারি না'। ২। আর "ন তু স্বভাবঃ পর্য্যনুযোক্তব্যঃ"—বহ্নির ঊর্দ্ধ্বগমনস্বভাব এবং জলের নিম্নগামিতাস্বভাবকে যেমন আমরা আক্ষেপ করিতে পারি না; প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ জীবে অল্পজ্ঞত্ব এবং ঈশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্ব কেন আরোপিত হয়, ইহার বিরুদ্ধভাবে আরোপ কেন হয় না, এইপ্রকার আক্ষেপ আমরা করিতে পারি না। ৩। আবার অবিদ্যাপ্রভাবে 'স্বরূপবিস্মৃত জীব' এই অচিন্ত্যজগদ্রচনা অসর্ব্বজ্ঞের পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা অনুমানমাত্র করিতে পারে। কিন্তু তিনি সর্ব্বজ্ঞ, অথবা কিঞ্চিৎজ্ঞ; তিনিই জগৎকারণ অথবা অন্য কিছু, এই সকল বিষয়ে জীব কিছুই সঠিক অবগত নহে। এই অতীন্দ্রিয় বিষয়ে শ্রুতিই তাহার একমাত্র প্রমাণ। শ্রুতি বলিতেছেন—"তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ" (মুঃ ১।১।৯)। সেইহেতু মায়াবৃত ও স্বরূপবিস্মৃত জীব উক্ত সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতিকে ঈশ্বরেই আরোপ করে। ৪। আর বিরুদ্ধ গুণের একত্র সমাবেশ সম্ভব নহে বলিয়া নিজেতে অল্পজ্ঞত্ব অনুভবকারী প্রতিবিম্বভূত (২।২০৫ এবং ২।৬৩৯ পৃঃ) জীব সর্ব্বধর্ম্মধর্ম্মিভাবশূন্য বিম্বভূত নির্গুণপরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্বাদির আরোপ করে, ইহাও বলা চলে। অতএব প্রতিবিম্ববাদে জীবকর্ত্তৃক ঈশ্বরে উক্ত গুণসকল আরোপিত হইলে অসঙ্গতি কিছুই হয় না। **পুনঃ আশঙ্কা** হয়—জীবের অবিদ্যাপ্রভাবে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণসকল ঈশ্বরে আরোপিত, সুতরাং মিথ্যা হইলে, তাঁহার জগৎকর্ত্তৃত্বও মিথ্যা হইয়া পড়িবে। ফলে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১।১।২), এই সূত্রের বিরোধ

[৩৪পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

বিরোধশ্চ।৩২ তদপি অসৎ, প্রাক্‌প্রবোধাৎ সংসারিত্বাভ্যুপগমাৎ, তদ্বিষয়ত্বাৎ চ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারস্য।৩৩ "যত্র তু অস্য সর্বম্ আত্মা এব অভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ ৪।৫।১৫) ইত্যাদিনা হি প্রবোধে প্রত্যক্ষাদ্যভাবং দর্শয়তি।৩৪ প্রত্যক্ষাদ্যভাবে শ্রুতেঃ অপি অভাবপ্রসঙ্গঃ ইতি চেৎ?৩৫ ন, ইষ্টত্বাৎ।৩৬ "অত্র পিতা অপিতা ভবতি" ইতি উপক্রম্য "বেদাঃ অবেদাঃ" (বৃঃ ৪।৩।২২), ইতি বচনাৎ ইষ্যতে এব অস্মাভিঃ শ্রুতেরপি অভাবঃ প্রবোধে।৩৭ কস্য পুনঃ অয়ম্ অপ্রবোধঃ ইতি চেৎ।৩৮ 'যঃ ত্বং

ভাষ্যানুবাদ

হইবে।৩২ তাহাও সঙ্গত নহে, যেহেতু ['আমি ব্রহ্মস্বরূপ' এইপ্রকার] জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে জীবত্ব অঙ্গীকৃত হয়, [সুতরাং অধিকারী থাকে]; এবং যেহেতু ['আমি দুঃখী' ইত্যাদিপ্রকার] প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার তাহাকেই (—জীবাবস্থাকেই) বিষয় করে, [সুতরাং প্রত্যক্ষের বিরোধ হয় না।৩৩ জ্ঞানোৎপত্তির পর অধিকারীর ও প্রত্যক্ষের অভাব অঙ্গীকার করিতেছেন—] "কিন্তু যখন সমস্তই ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া গেল, তখন কোন্ করণের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে"? ইত্যাদি প্রকারে [শ্রুতি] জ্ঞানোৎপত্তি হইলে প্রত্যক্ষাদির অভাব প্রদর্শন করিতেছেন।৩৪

[সিঃ—বেদও পারমার্থিক সৎপদার্থ নহেন, অবিদ্যাবস্থাতেই তাঁহার প্রবৃত্তি।]

[বেদের সত্যতাতে শ্রদ্ধাবান্ আশঙ্কা করিতেছেন—উদাত্তাদিস্বর ও ক্রমবিশিষ্ট অপৌরুষেয় বর্ণসকলই বেদপদবাচ্য হওয়ায় এবং আত্মজ্ঞানোৎপত্তির পর সমস্তই আত্মস্বরূপ হওয়ায় করণাদির অভাববশতঃ] প্রত্যক্ষাদির অভাব হইলে [শ্রাবণ-প্রত্যক্ষ সম্ভব না হওয়ায়] শ্রুতিরও অভাব হইয়া পড়িবে, এইপ্রকার যদি বলা হয়?৩৫ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] তাহা নহে, যেহেতু [তাহা] অভীষ্ট (—ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তির পর বেদের অভাব আমরা অঙ্গীকার করি।৩৬ ইহা স্পষ্ট করিতেছেন—] "এই অবস্থাতে পিতা অপিতা হইয়া পড়েন", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "বেদসকল অবেদ হইয়া পড়েন", এইপ্রকার বচন থাকায় প্রবোধ (—ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তি) হইলে শ্রুতিরও অভাব আমরা অঙ্গীকার করি।৩৭ [অতএব বেদের পারমার্থিক সত্যতা অঙ্গীকারও অবিদ্যাবিজৃম্ভিত। ব্রহ্মবিজ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে

ভাবদীপিকা

হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বৃদ্ধগণ বলেন—ইহা আমাদের অভীষ্টই। পরমেশ্বরের উক্ত সর্বজ্ঞত্বাদিগুণ ও জগৎকর্তৃত্ব প্রভৃতি সমস্তই জীবাবিদ্যাকৃত, সুতরাং মিথ্যা। জগৎ-নামক কোন পদার্থ পরমার্থতঃ কোন কালেই নাই। কিন্তু মায়াবদ্ধ অস্মদাদির ন্যায় মন্দবুদ্ধিগণের বুদ্ধিতে পারমার্থিক সৎ ব্রহ্মতত্ত্বকে আরূঢ় করাইবার জন্য শ্রুতিকে অনুসরণকরতঃ জীব ও জগতের ব্যাবহারিক সত্তা অঙ্গীকার করিয়া আচার্য্য উক্ত সূত্ররচনা করিয়াছেন। সুতরাং কোনপ্রকার অসঙ্গতি এই মতবাদে নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়। (সংগ্রহ আমাদের)

শাঙ্করভাষ্যম্

পৃচ্ছসি তস্য তে' ইতি বদামঃ।৩৯ ননু অহম্ ঈশ্বরঃ এব উক্তঃ শ্রুত্যা।৪০ যদি এবং প্রতিবুদ্ধঃ অসি নাস্তি কস্যচিৎ অপ্রবোধঃ।৪১ যঃ অপি দোষঃ চোদ্যতে কৈশ্চিৎ অবিদ্যয়া কিল আত্মনঃ সদ্বিতীয়ত্বাৎ অদ্বৈতানুপপত্তিঃ ইতি।৪২ সঃ অপি এতেন প্রত্যুক্তঃ।৪৩ তস্মাৎ আত্মা ইতি এব ঈশ্বরে মনো দধীত।৪৪॥৪।১।৩॥

ইতি দ্বিতীয়ম্ আত্মত্বোপাসনাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

অবিদ্যাবস্থাতেই জীবের অধিকারিত্ব এবং বেদের প্রবর্ত্তকত্বরূপ বেদত্ব সিদ্ধ হয়]।

[সিঃ—অবিদ্যাবস্থাতেই অজ্ঞানবিষয়ক প্রশ্ন সম্ভব, জ্ঞানোদয়ান্তে নহে।]

[শঙ্কা—] আচ্ছা, এই অপ্রবোধ (—অজ্ঞান) কাহার, এইপ্রকার যদি বলা হয়? ৩৮ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] যে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহারা (—অজ্ঞান বেদসত্তাত্তা ও অধিকারিত্ব প্রভৃতি) তাহার, ইহা আমরা বলিতেছি; [কারণ প্রশ্ন শ্রবণেই অবগত হওয়া যাইতেছে তুমি অজ্ঞ]।৩৯ [শঙ্কা—] কিন্তু শ্রুতিকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে 'আমি ঈশ্বরই'।৪০ [সমাধান—] যদি এইপ্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া থাক, [তাহা হইলে] অজ্ঞান কাহারও নাই; [ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত ব্রহ্মবিদের অজ্ঞান বাধিত হওয়ায় তাহার আশ্রয়বিষয়ক প্রশ্নই উঠে না]।৪১

[সিঃ—মিথ্যা অজ্ঞানের দ্বারা অদ্বৈতবাদের হানি হয় না। ব্রহ্ম 'আমিরূপে' ধ্যেয়।]

কেহ কেহ দোষ আশঙ্কা করেন যে, অবিদ্যার দ্বারা আত্মার সদ্বিতীয়তা হইয়া পড়ে বলিয়া [তাঁহার] অদ্বিতীয়তা অসঙ্গত ইত্যাদি।৪২ তাহাও ইহার (—অবিদ্যার অনির্ব্বচনীয়তার, অর্থাৎ মিথ্যাত্বের) দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইল, [কারণ মিথ্যা বস্তুর দ্বারা সদ্বিতীয়তা সিদ্ধ হয় না]।৪৩ সেইহেতু (—জীব ও ঈশ্বরের অভিন্নতাজ্ঞাপক শ্রুতিবাক্যসকলের মুখ্যার্থ সিদ্ধ হয় বলিয়া, ধ্যানকালে] 'আত্মা' এইরূপে (—আমার স্বরূপ, অর্থাৎ আমিরূপে) ঈশ্বরে মনকে ধারণ করিবে (৫)।৪৪

আত্মত্বোপাসনাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

[সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে ধ্যানের প্রকার এবং সিদ্ধাবস্থাতে উপলব্ধি।]

(৫) এইরূপে নির্ণীত হইল—সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে পরমেশ্বরকে স্বাভিন্নরূপে ধ্যান করিতে হইবে। তাহাতে **দহর**বিদ্যারূপ **সগুণ**পরব্রহ্মবিদ্যাতে 'অহম্ "আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরঃ বিমৃত্যুঃ" (ছাঃ ৮।১।৫), ইত্যাদি এইপ্রকারে গুণাষ্টকযুক্ত নিজেকে পরমেশ্বরের সহিত অভিন্নরূপে এবং "অপহতপাপ্মা বিজরঃ বিমৃত্যুঃ" ইত্যাদিগুণাষ্টকযুক্তপরমেশ্বরোঽহম্" (৩।৩।২৩ ব্যতিহারাধিঃ দ্রঃ), ইত্যাদি এইপ্রকারে গুণাষ্টকযুক্ত ব্রহ্মকে স্বাভিন্নরূপে ধ্যান করিতে হইবে (৭ পৃঃ ভাবদীঃ দ্রঃ)। **শাণ্ডিল্যাদি** তত্তৎ সগুণব্রহ্মবিদ্যাতেও "প্রত্যুক্ত তত্তৎ-গুণবান্ ঈশ্বরোঽহম্", ইত্যাদি এইপ্রকারে ব্যতিহার ধ্যান করিতে হইবে। **নির্গুণপরব্রহ্ম**-বিদ্যাতে "অহমেব অদ্বয়ং ব্রহ্ম", এবং "অদ্বয়ব্রহ্মৈবাহম্" এইভাবে নির্গুণপরব্রহ্মকে স্বাভিন্ন-রূপে ধ্যান করিতে হইবে। বলা বাহুল্য **সিদ্ধাবস্থাতে** তাঁহাদের উপলব্ধিও হইবে

৩। প্রতীকাধিকরণম্। [৪ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—প্রতীকে অহংগ্রহ (—আত্মদৃষ্টি) নিরাকরণ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে অভিন্ন হওয়ায় ধ্যানকালে ব্রহ্মের সহিত জীবের অহংগ্রহ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তদ্রূপ ব্রহ্মের বিকারভূত প্রতীকসকল ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হওয়ায় জীবাভিন্ন ব্রহ্ম হইতেও অভিন্ন হইয়া থাকে, সেইহেতু প্রতীকোপাসনাকালে প্রতীকেও অহংগ্রহ (—প্রতীকসকলকে 'আমি' এইরূপে ধ্যান) করিতে হইবে। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—ব্রহ্মের সহিত অহংগ্রহপ্রসঙ্গে প্রতীকোপাসনাতেও তাহার প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ায় অহংগ্রহনিরাকরণদ্বারা তাহাতে প্রয়োগভেদ প্রদর্শিত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণ ও পরবর্ত্তী অধিকরণদ্বয়ের এই পাদের সহিত প্রাসঙ্গিক সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ভাবদীপিকা

তদনুরূপ, যথা—**দহর**বিদ্যাতে—'অপহতপাপ্মত্বাদিগুণবান্‌পরমেশ্বরোঽহম্"। অপর সগুণপরব্রহ্মবিদ্যাসকলেও 'তত্তৎগুণবান্ পরমেশ্বরোঽহম্", ইত্যাদি। **নির্গুণ**পরব্রহ্মবিদ্যাতে "অহমেব অধস্তাৎ অহম্ উপরিষ্টাৎ" (ছাঃ ৭।২৫।১) ইত্যাদি, "শুদ্ধবোধস্বরূপোঽহং কেবলোঽহং সদাশিবঃ", "বাহ্যাভ্যন্তরশূন্যং পূর্ণং ব্রহ্মাদ্বিতীয়মেবাহম্" (বিবেকচূড়ামণি ৪৯০-৯২), ইত্যাদি।

[অদ্বৈতবাদে আশঙ্কিত দোষের পরিহার।]

এতাবৎ পর্য্যন্ত বিচারে ১সংখ্যক ভাবদীপিকাতে (৩০ পৃঃ) উত্থাপিত আশঙ্কার সমাধান এইপ্রকার নির্ণীত হইল—১। আত্মশব্দের মুখ্য অর্থ পরমেশ্বর, অজ্ঞানরূপ উপাধিবশতঃ তিনি জীবরূপে প্রতিভাত হন। সুতরাং পরমার্থতঃ জীবনামক কোন পদার্থ না থাকায় অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হয় না। ২। "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধও হয় না, কারণ লোককল্যাণকারিণী শ্রুতি ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিবার জন্য লোকবুদ্ধির অনুসরণকরতঃ জীবের অনাদি ঔপাধিক স্বরূপই উক্ত বাক্যে অনুবাদ করিয়াছেন। জীবের ব্রহ্মভিন্নতা উক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য নহে। ৩। উপাধি প্রতিবিম্বপক্ষপাতী হওয়ায় জীবের অজ্ঞানাবস্থাতে উপাধিগত বিরুদ্ধ ধর্ম্মপ্রভাবে সচ্চিদানন্দস্বরূপতার প্রতীতি হয় না। ৪। আত্মতত্ত্ব অনির্ব্বচনীয়া মায়ার দ্বারা আবৃত হইলেও তাহার স্বরূপের অপলাপ হয় না, ফলে 'এই আমি আছি', এইপ্রকার অনুভবের বিরোধ হয় না। ৫। বিরুদ্ধগুণের সমাবেশই তাহার হেতু, ইহা উপরে বলাই হইয়াছে। ৬। এই আরোপ অনাদি হওয়ায় স্বনির্বাহের জন্য তাহা অন্য কিছুকে অপেক্ষা করে না। **অথবা** এই গ্রন্থের প্রথম সূত্রের ৪র্থ বর্ণকের ন্যায়ানুযায়ী (১।৯১ পৃঃ) "এই আমি আছি", এইপ্রকার অধিষ্ঠানবিষয়ক সামান্য জ্ঞান থাকায় মায়ার অধ্যারোপে কোন অসঙ্গতি হয় না। ৭। মায়ার অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মবস্তু স্বয়ং তাহার নাশক না হইলেও "অহং ব্রহ্মাস্মি", এই ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মচৈতন্য তাহার নাশক হইয়া থাকেন। যেমন সর্ব্বতো ব্যাপ্ত সূর্য্যকিরণ তৃণাদির দাহক না হইলেও সূর্য্যকান্তমণিতে প্রতিবিম্বিত তাহা তাহাদের দাহক হইয়া থাকে; অথবা কাষ্ঠগত স্বাভাবিক বহ্নি কাষ্ঠের দাহক না হইলেও সেই কাষ্ঠগত প্রজ্জ্বলিত বহ্নি তাহার দাহক হইয়া থাকে, তদ্রূপ। এইপ্রকারে পূর্ব্ববাদী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত শ্রুতি অনুভব ও যুক্তির বিরোধ নিরাকৃত হওয়ায় জীবের ব্রহ্মাভিন্নতা ও আত্মশব্দের পরমাত্মরূপ মুখ্যার্থতা নির্ণীত হইল। আত্মত্বোপাসনাধিকরণ সমাপ্ত।

ন্যায়মালা

প্রতীকেঽহংদৃষ্টিরস্তি ন বা, ব্রহ্মাবিভেদতঃ।
জীবপ্রতীকয়োর্ব্রহ্মদ্বারাঽহংদৃষ্টিরিষ্যতে ॥
প্রতীকত্বোপাসকত্বহানির্ব্রহ্মৈক্যবীক্ষণে।
অবীক্ষণে তু ভিন্নত্বান্নাস্ত্যহংদৃষ্টিযোগ্যতা ॥

অন্বয়—প্রতীকে অহংদৃষ্টিঃ অস্তি, ন বা? জীবপ্রতীকয়োঃ ব্রহ্মাবিভেদতঃ ব্রহ্মদ্বারা অহংদৃষ্টিঃ ইষ্যতে। ব্রহ্মৈক্যবীক্ষণে প্রতীকত্বোপাসকত্বহানিঃ, অবীক্ষণে তু ভিন্নত্বাৎ অহংদৃষ্টিযোগ্যতা নাস্তি।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[প্রতীকোপাস্তয়ঃ বিষয়ঃ। "মনো ব্রহ্ম ইতি উপাসীত" (ছাঃ ৩।১৮।১), "আদিত্যঃ ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ" (ছাঃ ৩।১৯।১), ইত্যাদিষু ব্রহ্মদৃষ্ট্যা সংস্কৃতং মনঃ আদিত্যাদি-প্রতীকং চ উপাস্যম্। উপাস্তিষু উভয়থাভাবদর্শনাৎ উভয়থাধ্যানসম্ভবাৎ ভবতি সংশয়ঃ—অপ্রতীকাবলম্বনাসু ইব প্রতীকাবলম্বনাসু উপাসনাসু] প্রতীকে অহংদৃষ্টিঃ অস্তি, ন বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[প্রতীকস্য ব্রহ্মকার্য্যত্বেন ব্রহ্মণা সহ ভেদাভাবাৎ, ব্রহ্মস্বরূপস্য জীবস্য চ ব্রহ্মাভিন্নত্বাৎ] জীবপ্রতীকয়োঃ ব্রহ্মাবিভেদতঃ ব্রহ্মদ্বারা [উপাস্যপ্রতীকস্য উপাসকজীবস্য চ ভেদাভাবেন প্রতীকেষু] অহংদৃষ্টিঃ ইষ্যতে।

সিদ্ধান্ত—[ঘটস্য মৃদ্রূপেণ ঐক্যে বিলয়দর্শনাৎ, প্রতীকস্য উপাসকস্য চ] ব্রহ্মৈক্য-বীক্ষণে প্রতীকত্বোপাসকত্বহানিঃ [স্যাৎ। অথ উপাস্যোপাসকস্বরূপলোভেন কার্য্যকারণৈক্যস্য জীবব্রহ্মৈক্যস্য চ] অবীক্ষণে তু [গোমহিষবৎ প্রতীকোপাসকয়োঃ] ভিন্নত্বাৎ [প্রতীকেষু] অহংদৃষ্টিযোগ্যতা নাস্তি।

অনুবাদ

সংশয়—[প্রতীকোপাসনাসকল (৩।৫৪৭ পৃঃ) বিষয়। "মনকে ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করিবে", "আদিত্যই ব্রহ্ম, ইহাই উপদেশ", ইত্যাদি বাক্যসকলে ব্রহ্মদৃষ্টির দ্বারা সংস্কৃত মন এবং আদিত্যাদি প্রতীকই উপাস্য। উপাসনাসকলে [প্রতীকাবলম্বনা ও অপ্রতীকাবলম্বনা-রূপ] উভয়বিধতা পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া উভয়প্রকারে (—অহংগ্রহযুক্তরূপে ও তদভাবযুক্তরূপে) ধ্যান সম্ভব হওয়ায় সংশয় হয়—অপ্রতীকাবলম্বনা উপাসনাসকলে (—অহংগ্রহোপাসনাসকলে) যেপ্রকারে হয়, সেইপ্রকারে প্রতীকাবলম্বনাসকলে] প্রতীকে অহংদৃষ্টি হইবে, অথবা হইবে না?

পূর্ব্বপক্ষ—[ব্রহ্মের কার্য্য হওয়ায় ব্রহ্মের সহিত প্রতীকের ভেদ নাই বলিয়া এবং ব্রহ্মস্বরূপ জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হয় বলিয়া] জীব এবং প্রতীক উভয়ই ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হওয়ায় ব্রহ্মকে দ্বার করিয়া [উপাস্য প্রতীক এবং উপাসক জীবের ভেদ না থাকায় প্রতীক-সকলে] অহংদৃষ্টি অভিপ্রেত (—প্রতীককে স্বাভিন্নরূপে ধ্যান করিতে হইবে)।

সিদ্ধান্ত—[মৃত্তিকারূপে এক হইলে ঘটের বিলয় পরিদৃষ্ট হওয়ায় প্রতীক ও উপাসকের] ব্রহ্মের সহিত একত্ব দৃষ্ট হইলে প্রতীকত্ব ও উপাসকত্বের হানি হইয়া পড়িবে। [আর উপাস্য ও উপাসকের [পৃথক্] স্বরূপ সিদ্ধ হইবে, এই লোভে কার্য্য ও কারণের ঐক্য এবং জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য] পরিদৃষ্ট (—পর্য্যালোচিত) না হইলে কিন্তু [গো ও মহিষের ন্যায় প্রতীক ও উপাসক] বিভিন্ন হওয়ায় [প্রতীকসকলে] অহংদৃষ্টির যোগ্যতা নাই (—প্রতীককে স্বাভিন্নরূপে ধ্যান করিবে না)।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, প্রতীকাবলম্বনা উপাসনা এবং অপ্রতীকাবলম্বনা উপাসনার (—অহংগ্রহোপাসনার) মধ্যে ভেদ সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—তাহা সিদ্ধ হয়।

ন প্রতীকে নহি সঃ ॥৪।১।৪॥

সূত্রার্থ—["মনঃ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৮।১) ইত্যাদীনি প্রতীকোপাসনানি শ্রূয়ন্তে। তত্র মনআদৌ প্রতীকে অহংদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা, ন বা ইতি সন্দেহে ; কর্ত্তব্যা ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **প্রতীকে, ন**—অহংদৃষ্টিঃ ন কর্ত্তব্যা। [কুতঃ ?] **হি**—যস্মাৎ, **সঃ**—উপাসকঃ [আত্মত্বেন প্রতীকানি] **ন**—ন গ্রহীতুং শক্তঃ।

অনুবাদ—["মনই ব্রহ্ম", ইত্যাদি প্রতীকোপাসনাসকল শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে। সেই স্থলে মন প্রভৃতি প্রতীকে অহংদৃষ্টি করা উচিত, অথবা নহে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; 'করা উচিত', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **প্রতীকে**—প্রতীকে, **ন**—অহংদৃষ্টি করা উচিত নহে। [কেন নহে ? উত্তর—] **হি**—যেহেতু, **সঃ**—উপাসক [প্রতীকসকলকে আত্মরূপে] **ন**—গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

"মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত ইতি অধ্যাত্মম্, অথ অধিদৈবতম্ আকাশঃ ব্রহ্ম ইতি" (ছাঃ ৩।১৮।১)।১ তথা **"আদিত্যঃ ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ"** (ছাঃ ৩।১৯।১), **"সঃ যঃ নাম ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে"** (ছাঃ ৭।১।৫), **ইতি এবমাদিষু প্রতীকোপাসনেষু সংশয়ঃ—কিং তেষু অপি আত্মগ্রহঃ কর্ত্তব্যঃ, ন বা ইতি ?** ২ **কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ?** ৩ **তেষু অপি আত্মগ্রহঃ এব যুক্তঃ।**৪ **কস্মাৎ ?** ৫ **ব্রহ্মণঃ শ্রুতিষু আত্মত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ প্রতীকানাম্ অপি ব্রহ্মবিকারত্বাৎ ব্রহ্মত্বে সতি আত্মত্বোপপত্তেঃ ইতি।**৬ **এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ন প্রতীকেষু**

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—প্রতীকে অহংগ্রহ কর্ত্তব্য।]

"মনকে ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করিবে, ইহা অধ্যাত্ম (—শরীরসম্বন্ধিনী) উপাসনা, অতঃপর অধিদৈবত (—দেবতাসম্বন্ধিনী) উপাসনা 'কথিত হইতেছে'—আকাশই ব্রহ্ম", ইত্যাদি।১ এইপ্রকারে "আদিত্যই ব্রহ্ম, ইহা উপদেশ", "তিনি, যিনি নামকে ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করেন", ইত্যাদি এইপ্রকার প্রতীকোপাসনাসকলে (৩।৫৪৭ পৃঃ) সংশয় হয়—সেই সকলেও কি [নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা ও অপরাপর বিদ্যার (৩।৫৪২ পৃঃ) ন্যায়] আত্মগ্রহ (—উপাস্যকে 'আমি' এইরূপে গ্রহণ) করা উচিত, অথবা নহে ? ২ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ? ৩ [পূর্ব্বপক্ষ—] সেই সকলেও আত্মগ্রহই যুক্তিসঙ্গত।৪ তাহাতে হেতু কি ? ৫ [উত্তর—] শ্রুতিসকলে আত্মরূপে (—জীবাভিন্নরূপে) ব্রহ্মের প্রসিদ্ধি থাকায়, [আর কার্য্য ও কারণের তত্ত্বগত অভিন্নতাবশতঃ] ব্রহ্মের কার্য্য হওয়ায় প্রতীকসকলেরও ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইলে যেহেতু আত্মত্বও হয় সঙ্গত (—জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হওয়ায় এবং ব্রহ্মকার্য্য প্রতীকও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হওয়ায় প্রতীকও জীব হইতে অভিন্ন,

শাঙ্করভাষ্যম্

আত্মগতিং ব্ধ্নীয়াৎ।৭ নহি সঃ উপাসকঃ প্রতীকানি ব্যস্তানি আত্মত্বেন আকলয়েৎ।৮ যৎ পুনঃ ব্রহ্মবিকারত্বাৎ প্রতীকানাং ব্রহ্মত্বং, ততশ্চ আত্মত্বম্ ইতি।৯ তদসৎ, প্রতীকাভাবপ্রসঙ্গাৎ।১০ বিকারস্বরূপোপমর্দ্দেন হি নামাদিজাতস্য ব্রহ্মত্বম্ এব আশ্রিতং ভবতি।১১ স্বরূপোপমর্দ্দে চ নামাদীনাং কুতঃ প্রতীকত্বম্, আত্মগ্রহঃ বা? ১২ নচ ব্রহ্মণঃ আত্মত্বাৎ ব্রহ্মদৃষ্ট্যুপদেশেষু আত্মদৃষ্টিঃ কল্প্যা, কর্ত্তৃত্বাদ্যনিরাকরণাৎ।১৩ কর্ত্তৃত্বাদি-সর্ব্বসংসারধর্ম্মনিরাকরণেন হি ব্রহ্মণঃ আত্মত্বোপদেশঃ, তদনিরাকরণেন চ উপাসনবিধানম্।১৪ অতশ্চ উপাসকস্য প্রতীকৈঃ

ভাষ্যানুবাদ

সেইহেতু ধ্যানকালে প্রতীকসকলকে 'আমি' এইরূপে ধ্যান করতে হইবে)।৬

[সিঃ—উপাসকাবস্থাতে উপাসক ও প্রতীকের ভেদ থাকায় এবং ব্রহ্মদ্বারে তাহাদের ঐক্য কল্পনাতে উপাসনার উচ্ছেদ হওয়ায় প্রতীকে আত্মদৃষ্টি অসঙ্গত।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—প্রতীকসকলে আত্মবুদ্ধি বন্ধন করিবে না; [যেহেতু তদ্বোধক বিধি নাই এবং যেহেতু উদ্‌গীথাদির ন্যায় প্রতীক স্বতঃই জীব হইতে ভিন্ন।৭ জীব প্রতীক হইতে স্বতঃই ভিন্ন, এই বিষয়ে অনুভব প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু সেই উপাসক [উদ্‌গীথাদি তত্তৎ] ব্যস্ত (—বিভিন্ন) প্রতীকসকলকে আত্মরূপে আকলন (—চিন্তন, অনুভব) করেন না।৮ আর যে, ব্রহ্মের কার্য্য হওয়ায় প্রতীকসকলের ব্রহ্মত্ব এবং সেইহেতু আত্মত্ব (—জীবাভিন্নত্ব) কথিত হইয়াছে।৯ তাহা ঠিক নহে, যেহেতু তাহাতে প্রতীকের অভাব হইয়া পড়িবে।১০ [ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—কারণের সহিত ঐক্য হইলে] কার্য্যবস্তুর স্বরূপের উপমর্দ্দ (—বাধ,লয়) হওয়ায় নাম (ছাঃ ৭।১।৫) প্রভৃতি [প্রতীক-] সকলের ব্রহ্মত্বই যেহেতু আশ্রিত (—স্বীকৃত) হইতেছে।১১ [হউক্, তাহাতে ক্ষতি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর [কারণভূত ব্রহ্মের সহিত একীভাববশতঃ] নাম প্রভৃতির স্বরূপের উপমর্দ্দ হইলে [তাহাদের] প্রতীকত্ব, অথবা আত্মরূপে গ্রহণ কিপ্রকারে হইবে? ১২ [কিন্তু নামাদির ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হওয়ায় ব্রহ্মাভিন্ন জীবত্বও সম্ভব। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর ব্রহ্মই আত্মা (—জীবের স্বরূপ) হওয়ায় যে সকল স্থলে ব্রহ্মদৃষ্টির উপদেশ আছে, সেই সকল স্থলে আত্মদৃষ্টি (—'আমি' এইরূপে ধ্যান) কল্পনা করা সঙ্গত, ইহা বলা যায় না; যেহেতু [জীবের] কর্ত্তৃত্বাদির নিরাকরণ হয় নাই।১৩ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] কর্ত্তৃত্বাদি সকলপ্রকার সংসারধর্ম্মের নিরাকরণদ্বারাই ব্রহ্মের আত্মত্বোপদেশ (—ব্রহ্ম জীবাত্মার স্বরূপ, এই বিষয়ে উপদেশ) 'শাস্ত্রে আছে', আর তাহাদের (—কর্ত্তৃত্বাদি সংসারধর্ম্মের) অনিরাকরণদ্বারা উপাসনা বিহিত হইয়াছে।১৪ আর এইহেতু

শাঙ্করভাষ্যম্

সমত্বাৎ আত্মগ্রহঃ ন উপপদ্যতে।১৫ নহি রুচকস্বস্তিকয়োঃ ইতরেতরাত্মত্বম্ অস্তি।১৬ সুবর্ণাত্মত্বেন ইব তু ব্রহ্মাত্মত্বেন একত্বে প্রতীকাভাবপ্রসঙ্গম্ অবোচাম।১৭ অতঃ ন প্রতীকেষু আত্মদৃষ্টিঃ ক্রিয়তে।১৮॥৪।১।৪॥ ইতি তৃতীয়ং প্রতীকাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

(—উপাসকাবস্থাতে কর্তৃত্বাদির নিরাকরণ হয় না বলিয়া ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ না হওয়ায়) প্রতীকসকলের সহিত উপাসকের সমভাবশতঃ (—স্বরূপভেদ ও পরিচ্ছিন্নতা বশতঃ, প্রতীকে] আত্মগ্রহ যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না।১৫ [এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] দেখ, [অবিশেষভাবে সুবর্ণাত্মক হইলেও] রুচক ও স্বস্তিকের পরস্পরাত্মতা হয় না (—উক্ত অলঙ্কারদ্বয় একে অপরটী হইয়া পড়ে না, কারণ সুবর্ণে বিলীন হইবার পূর্ব্বে তাহাদের বিভিন্ন নাম ও রূপ বর্তমানই থাকে।১৬ কিন্তু রুচক ও স্বস্তিক তো স্বরূপতঃ সুবর্ণরূপে অভিন্ন, তদ্রূপ উপাসক জীব এবং প্রতীকও স্বরূপতঃ ব্রহ্মরূপে অভিন্ন। সেইহেতু প্রতীকে অহংগ্রহ অসঙ্গত নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—রুচক ও স্বস্তিক] সুবর্ণাত্মকরূপে যেপ্রকার [অভিন্ন], সেইপ্রকারে [উপাসক ও প্রতীক] ব্রহ্মাত্মকরূপে এক হইলে প্রতীকের অভাব হইয়া পড়িবে, ইহা আমরা [১০-১২ সংখ্যক বাক্যে] বলিয়াছি।১৭ সেইহেতু (—উপাসক জীব ও উপাস্য প্রতীকের স্বরূপ অত্যন্ত বিভিন্ন হওয়ায়, ব্রহ্মদ্বারে তাহাদের ঐক্য কল্পনাতে প্রতীকত্ব ও উপাসকত্বের উচ্ছেদ হওয়ায় এবং প্রতীকে আত্মদৃষ্টিবোধক বিধি শ্রুত না হওয়ায়) প্রতীকসকলে আত্মদৃষ্টি করা হয় না (—তাহাতে আত্মদৃষ্টি সঙ্গত নহে)।১৮॥৪।১।৪॥ প্রতীকাধিকরণ সমাপ্ত।

৪। ব্রহ্মদৃষ্ট্যধিকরণম্। [৫ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টি বিধান।

অধিকরণসঙ্গতি—প্রতীকোপাসনাতে প্রতীকে আত্মদৃষ্টি অসঙ্গত, ইহা পূর্ব্বাধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই প্রতীকোপাসনাকেই অবলম্বনকরতঃ প্রতীক ও ব্রহ্ম, ইহাদের মধ্যে কোন্ স্থলে কোন্ দৃষ্টি করিতে হইবে, তাহা বিচারিত হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণের সহিত একবিষয়ত্ব সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

কিমন্যধীর্ব্রহ্মণি স্যাদন্যস্মিন্ ব্রহ্মধীরুত।
অন্যদৃষ্ট্যোপাসনীয়ং ব্রহ্মাত্র ফলদত্বতঃ॥
উৎকর্ষেতিপরত্বাভ্যাং ব্রহ্মদৃষ্ট্যান্যচিন্তনম্।
অন্যোপাস্ত্যা ফলং দত্তে ব্রহ্মাতিথ্যাদ্যুপাস্তিবৎ॥

অন্বয়—কিং ব্রহ্মণি অন্যধীঃ স্যাৎ, উত অন্যস্মিন্ ব্রহ্মধীঃ? ফলদত্বতঃ অত্র ব্রহ্ম অন্যদৃষ্ট্যা উপাসনীয়ম্। উৎকর্ষেতিপরত্বাভ্যাং ব্রহ্মদৃষ্ট্যা অন্যচিন্তনম্। অতিথ্যাদি উপাস্তিবৎ অন্যোপাস্ত্যা ব্রহ্ম ফলং দত্তে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[পূর্ব্ববৎ প্রতীকোপাসনং বিষয়ঃ। "মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত" (ছাঃ ৩।১৮।১), ইত্যাদিষু প্রতীকোপাসনেষু সামানাধিকরণ্যদর্শনাৎ, সামানাধিকরণ্যস্য চ নানার্থতা-দর্শনাৎ ভবতি সংশয়ঃ—প্রতীকোপাসনেষু] কিং ব্রহ্মণি অন্যধী স্যাৎ, উত অন্যস্মিন্ ব্রহ্মধীঃ ?

পূর্ব্বপক্ষ—ফলদত্বতঃ [উপাস্যতার্হত্বাৎ] অত্র ব্রহ্ম অন্যদৃষ্ট্যা ,উপাসনীয়ম্ ।

সিদ্ধান্ত—[লোকে হি ফললাভায় নিকৃষ্টে রাজভৃত্যে উৎকৃষ্টাং রাজদৃষ্টিং কৃত্বা রাজবৎ তং পূজয়তি। কিং চ "মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত", ইত্যত্র ব্রহ্মশব্দঃ ইতি-শব্দপরত্বেন দৃষ্টি-লক্ষকঃ ভবিষ্যতি ; মনঃশব্দশ্চ অনিতিপরত্বাৎ মুখ্যার্থবাচী। যথা "স্থাণুং চোরং ইতি প্রত্যেতি", ইত্যত্র স্থাণুশব্দঃ মুখ্যার্থবাচী, চোরশব্দঃ দৃষ্টিলক্ষকঃ। তদ্বৎ অন্যেষু অপি প্রতীকোপাসনেষু] উৎকর্ষেতিপরত্বাভ্যাং ব্রহ্মদৃষ্ট্যা অন্যচিন্তনং [কার্য্যম্। ন চ অব্রহ্মস্বরূপস্য মনআদিপ্রতী-কস্য উপাস্যত্বে ব্রহ্মণঃ ফলপ্রদত্বানুপপত্তিঃ ইতি। যতঃ অব্রহ্ম-] আতিথ্যাদ্যুপাস্তিবৎ অন্যো-পাস্ত্যা [কর্ম্মাধ্যক্ষত্বেন] ব্রহ্ম ফলং দত্তে। [তস্মাৎ অব্রহ্মণি প্রতীকে ব্রহ্মধীঃ কর্ত্তব্যা]।

অনুবাদ

সংশয়—[পূর্ব্বের ন্যায় প্রতীকোপাসনা বিষয়। "মনকে ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করিবে", ইত্যাদি প্রতীকোপাসনাসকলে সামানাধিকরণ্য (—সমানবিভক্তিযুক্ততা) পরিদৃষ্ট হওয়ায় এবং সামানাধিকরণ্যের নানাপ্রকার অর্থ পরিদৃষ্ট হওয়ায় সংশয় হয়—প্রতীকোপাসনা-সকলে] কি ব্রহ্মে অন্য বুদ্ধির আরোপ হইবে, অথবা অন্য বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধির আরোপ ?

পূর্ব্বপক্ষ—ফলদাতা হন [বলিয়া উপাসনার যোগ্য হওয়ায়] এই স্থলে ব্রহ্ম অন্য দৃষ্টি অবলম্বনে উপাসনীয়।

সিদ্ধান্ত—[লোকমধ্যে ফললাভের জন্য নিকৃষ্ট রাজভৃত্যে উৎকৃষ্ট রাজদৃষ্টিকরতঃ তাহাকে রাজার ন্যায় পূজা করা হয়, ইহা প্রসিদ্ধ। আর "মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত", ইত্যাদি স্থলে ইতিপর হওয়ায় (—তাহার পরে 'ইতি' শব্দটী থাকায়) ব্রহ্মশব্দ দৃষ্টিলক্ষক (—ব্রহ্মদৃষ্টি-রূপ লক্ষ্যার্থের বোধক) হইবে ; আর অনিতিপর হওয়ায় (—পরে 'ইতি' শব্দ না থাকায়) মনঃশব্দ মুখ্যার্থের বাচক হইবে। যেমন "স্থাণুকে চোর, এইরূপে অবগত হইতেছে", ইত্যাদি এই স্থলে স্থাণুশব্দটী মুখ্যার্থের বাচক, চোরশব্দটী দৃষ্টিলক্ষক (—চোরদৃষ্টিরূপ লক্ষ্যার্থের বোধক)। তাহার ন্যায় অন্যান্য প্রতীকোপাসনাসকলেও] উৎকৃষ্টতা ও ইতিপরতারূপ হেতুদ্বয়বশতঃ ব্রহ্মদৃষ্টি অবলম্বনে অন্যের (—প্রতীকের) চিন্তা করা উচিত। [আর অব্রহ্ম-স্বরূপ মন প্রভৃতি প্রতীকসকল উপাস্য হইলে ফলদাতৃত্ব সঙ্গত হয় না, ইহা বলা যায় না। যেহেতু অব্রহ্মভূত] অতিথি প্রভৃতির উপাসনার (—সেবার) ন্যায় অন্যের (—প্রতীকের) উপাসনাদ্বারা [কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে] ব্রহ্ম ফল প্রদান করেন। [অতএব অব্রহ্মভূত প্রতীকে ব্রহ্মবুদ্ধি করা উচিত]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, শাস্ত্রার্থনির্ণয়ে 'নিকৃষ্টে উৎকৃষ্টদৃষ্টি কর্ত্তব্য', এই লৌকিক ন্যায়ের অপেক্ষা নাই। সিদ্ধান্তে—তাহা আছে।

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥৪।১।৫॥

পদচ্ছেদ—ব্রহ্মদৃষ্টিঃ, উৎকর্ষাৎ ।

সূত্রার্থ—["মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত" (ছাঃ ৩।১৮।১) ইত্যাদৌ কিং ব্রহ্মণি প্রতীকদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা, উত প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টিঃ ইতি বিশয়ে, ব্রহ্মণঃ প্রাধান্যেন উপাস্যত্বসিদ্ধয়ে তস্মিন্ প্রতীকদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্ত—প্রতীকে এব] **ব্রহ্মদৃষ্টিঃ** কর্ত্তব্যা। [কুতঃ ?] **উৎকর্ষাৎ**—ব্রহ্মণঃ উৎকৃষ্টত্বাৎ। [নিকৃষ্টে হি উৎকৃষ্টদৃষ্টৌ ক্রিয়মাণায়াং নিকৃষ্টস্য উৎকৃষ্টতা ভবতি, যথা অমাত্যে রাজবুদ্ধিঃ। তচ্চ ফলায় ভবতি, ন তু রাজ্ঞি অমাত্যবুদ্ধিঃ]।

অনুবাদ—["মনকে ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করিবে", ইত্যাদি স্থলে কি ব্রহ্মে প্রতীকদৃষ্টি করিতে হইবে, অথবা প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টি ? এইপ্রকার সংশয় হইলে ; ব্রহ্মের উপাস্যতা প্রধানভাবে সিদ্ধির জন্য তাঁহাতে প্রতীকদৃষ্টি করিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—প্রতীকেই] **ব্রহ্মদৃষ্টিঃ**—ব্রহ্মবুদ্ধি করিতে হইবে। [তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **উৎকর্ষাৎ**—যেহেতু ব্রহ্মই উৎকৃষ্ট। [দেখ, নিকৃষ্টে উৎকৃষ্টবুদ্ধি করিলে নিকৃষ্টের উৎকৃষ্টতা হয়, যেমন মন্ত্রীতে রাজবুদ্ধি। আর তাহা হয় ফলাধায়ক ; কিন্তু রাজাতে মন্ত্রিবুদ্ধি তাহা হয় না]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তেষু এব উদাহরণেষু অন্যঃ সংশয়ঃ—কিম্ আদিত্যাদিদৃষ্টয়ঃ ব্রহ্মণি অধ্যসিতব্যাঃ, কিংবা ব্রহ্মদৃষ্টিঃ আদিত্যাদিষু ইতি।১ কুতঃ সংশয়ঃ?২ সামানাধিকরণ্যে কারণানবধারণাৎ।৩ অত্র হি ব্রহ্মশব্দস্য আদিত্যাদিশব্দৈঃ সামানাধিকরণ্যম্ উপলভ্যতে, "আদিত্যঃ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৯।১), "প্রাণঃ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৪।১০।৫), "বিদ্যুৎ ব্রহ্ম" (বৃঃ ৫।৭।১) ইত্যাদিসমানবিভক্তিনির্দ্দেশাৎ।৪ ন চ অত্র আঞ্জসং সামানাধিকরণ্যম্ অবকল্পতে, অর্থান্তরবচনত্বাৎ ব্রহ্মা-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়। অধ্যাসার্থেই সামানাধিকরণ্য সম্ভব হওয়ায় কোথায় কোন্ দৃষ্টির আরোপ হইবে, ইহাই সংশয়।]

["আদিত্যঃ ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ" (ছাঃ ৩।১৯।১) ইত্যাদি] সেই উদাহরণসকলেই অন্যপ্রকার সংশয় হইতেছে—আদিত্যাদি দৃষ্টিসকল কি ব্রহ্মে আরোপ করিতে হইবে, কিম্বা ব্রহ্মদৃষ্টি আদিত্যাদিতে ? ১ সংশয় হইতেছে কেন ? ২ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু সমানবিভক্তিযুক্ততাতে কারণ (—কোন্ অর্থে সমানবিভক্তিযুক্তপদদ্বয়ের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা) নির্ণীত হইতেছে না (১)।৩ [বিচার্য্য স্থলগুলির নির্দ্দেশ করিতেছেন—] দেখ, এখানে আদিত্যাদি শব্দসকলের সহিত ব্রহ্মশব্দের সামানাধিকরণ্য উপলব্ধ হইতেছে, যেহেতু "আদিত্য ব্রহ্ম", "প্রাণ ব্রহ্ম", "বিদ্যুৎ ব্রহ্ম", ইত্যাদিপ্রকারে সমানবিভক্তির নির্দ্দেশ আছে।৪ আর

ভাবদীপিকা

(১) অধ্যাস অপবাদ একত্ব বিশেষ্য-বিশেষণভাব ও কার্য্যকারণভাব, এই সকল অর্থে সামানাধিকরণ্য (—সমানবিভক্তিযুক্ত পদদ্বয়ের ব্যবহার) হইয়া থাকে, ইহা ৩।৩।৪ ব্যাপ্ত্যধিকরণে বিচারিত হইয়াছে। তাহা দ্রষ্টব্য। প্রস্তাবিত স্থলে আদিত্যাদি প্রতীক ও ব্রহ্মের মধ্যে অপবাদ ও বিশেষ্য-বিশেষণভাব সঙ্গত না হওয়ায় অবশিষ্ট অর্থত্রয়াবলম্বনে বিচার করা হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

দিত্যাদিশব্দানাম্।৫ নহি ভবতি গৌঃ অশ্বঃ ইতি সামানাধিকরণ্যম্।৬ ননু প্রকৃতিবিকারভাবাৎ ব্রহ্মাদিত্যাদীনাং মৃচ্ছরাবাদিবৎ সামানাধিকরণ্যং স্যাৎ।৭ ন ইতি উচ্যতে, বিকারপ্রবিলয়ঃ হি এবং প্রকৃতিসামানাধিকরণ্যাৎ স্যাৎ, ততশ্চ প্রতীকাভাবপ্রসঙ্গম্ অবোচাম।৮ পরমাত্মবাক্যং চ ইদং তদানীং স্যাৎ, ততশ্চ উপাসনাধিকারঃ বাধ্যেত।৯ পরিমিতবিকারোপাদানং চ ব্যর্থম্।১০ তস্মাৎ 'ব্রাহ্মণঃ অগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ' ইত্যাদিবৎ অন্যত্র অন্যদৃষ্ট্যধ্যাসে সতি ক্ক কিংদৃষ্টিঃ অধ্যস্যতাম্ ইতি সংশয়ঃ।১১ তত্র অনিয়মঃ, নিয়মকারিণঃ শাস্ত্রস্য অভাবাৎ ইতি এবং

ভাষ্যানুবাদ

এখানে ['সঃ অয়ম্'—'তিনিই ইনি', এইপ্রকার] সম্যক্ সামানাধিকরণ্য (—মুখ্য একত্বরূপ অর্থের দ্যোতক সমানবিভক্তিযুক্ততা) সঙ্গত হইতেছে না, যেহেতু ব্রহ্ম ও আদিত্যাদি শব্দসকল বিভিন্ন অর্থের বাচক।৫ দেখ, [বিভিন্ন অর্থের বাচক গো ও অশ্ব শব্দের 'গোই অশ্ব' এইপ্রকার [একত্ববোধক] সামানাধিকরণ্য হয় না।৬ [শঙ্কা—] কিন্তু ব্রহ্ম ও আদিত্যাদির মধ্যে কার্য্যকারণভাব থাকায় মৃত্তিকা ও শরাবাদির ন্যায় [কার্য্যকারণভাবরূপ অর্থের দ্যোতক] সামানাধিকরণ্য হইবে।৭ [সমাধান—] না, ইহা কথিত হইতেছে (—এইপ্রকার হইতে পারে না) যেহেতু প্রকৃতির সহিত এইপ্রকার সামানাধিকরণ্য হইলে (—কার্য্য ও কারণ বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ হওয়ায় কার্য্য ও কারণের একীভাবরূপ অর্থ গৃহীত হইলে) বিকারের (—কার্য্যবস্তুর) নিঃশেষে বিলয় হইয়া যাইবে, আর তাহা হইলে প্রতীকের অভাব হইয়া পড়িবে. ইহা আমরা [পূর্ব্বাধিকরণে, ৪১ পৃঃ] বলিয়াছি।৮ আর [প্রতীকের অভাব হইলে] তখন ইহা পরমাত্মবোধক বাক্য হইয়া পড়িবে, আর তাহা হইলে উপাসনার অধিকার (—উক্ত প্রকরণে "উপাসীত" ইত্যাদিরূপে যে উপাসনা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা) বাধিত হইয়া পড়িবে।৯ আর [এই বাক্যগুলি প্রপঞ্চবিলয়দ্বারে পরমাত্মপ্রতিপাদক হইলে আদিত্য ও নাম প্রভৃতি] পরিমিত [কতিপয়] কার্য্যবস্তুর গ্রহণ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। [তাদৃশ অর্থ অভিপ্রেত হইলে "সর্ব্বং ব্রহ্ম" এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ সঙ্গত হইত, ইহাই ভাব]।১০ সেইহেতু (—একত্ব ও কার্য্যকারণভাবরূপ অর্থ সঙ্গত না হওয়ায়) 'ব্রাহ্মণই বৈশ্বানর অগ্নি', ইত্যাদির ন্যায় একত্র অন্য দৃষ্টির আরোপ [অভিপ্রেত] হইলে কোথায় কোন্ দৃষ্টি আরোপিত হইবে, ইহাই সংশয়।১১

[পূঃ—অনিয়ম হইবে, অথবা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মবস্তুই ফলপ্রদ হওয়ায় আদিত্যাদি দৃষ্টির দ্বারা তিনিই উপাস্য।]

[পূর্ব্বপক্ষ—প্রতীকে আত্মদৃষ্টির অভাবের প্রতি তাহাদের স্বরূপের আত্যন্তিক বিভিন্নতারূপ নিয়ামকের ন্যায়] সেই স্থলে (—"আদিত্যঃ ব্রহ্ম" ইত্যাদিস্থলে)

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাপ্তম্।১২ অথবা আদিত্যাদিদৃষ্টয়ঃ এব ব্রহ্মণি কর্ত্তব্যাঃ ইতি এবং প্রাপ্তম্।১৩ এবং হি আদিত্যাদিদৃষ্টিভিঃ ব্রহ্ম উপাসীতং ভবতি, ব্রহ্মোপাসনং চ ফলবৎ ইতি শাস্ত্রমর্যাদা।১৪ তস্মাৎ ন ব্রহ্মদৃষ্টিঃ আদিত্যাদিষু ইতি।১৫ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ব্রহ্মদৃষ্টিঃ এব আদিত্যাদিষু স্যাৎ ইতি।১৬ কস্মাৎ? ১৭ উৎকর্ষাৎ।১৮ এবম্ উৎকর্ষেণ আদিত্যাদয়ঃ দৃষ্টাঃ ভবন্তি, উৎকৃষ্টদৃষ্টেঃ তেষু অধ্যাসাৎ।১৯ তথাচ লৌকিকঃ ন্যায়ঃ অনুগতঃ ভবতি।২০ উৎকৃষ্টদৃষ্টিঃ হি নিকৃষ্টে অধ্যসিতব্যা ইতি লৌকিকঃ ন্যায়ঃ।২১ যথা রাজদৃষ্টিঃ ক্ষত্তরি।২২ সঃ চ অনুসর্ত্তব্যঃ, বিপর্য্যয়ে প্রত্যবায়প্রসঙ্গাৎ।২৩ নহি ক্ষত্তৃদৃষ্টিপরিগৃহীতঃ রাজা নিকর্ষং নীয়মানঃ শ্রেয়সে স্যাৎ।২৪ ।ননু শাস্ত্রপ্রামাণ্যাৎ অনাশঙ্কনীয়ঃ অত্র প্রত্যবায়প্রসঙ্গঃ।২৫ ন চ লৌকিকেন ন্যায়েন শাস্ত্রীয়া দৃষ্টিঃ নিয়ন্তুং যুক্তা

ভাষ্যানুবাদ

নিয়মকারি শাস্ত্রের অভাববশতঃ অনিয়ম হইবে (—যখন যাহাতে যে দৃষ্টি করিবার ইচ্ছা, তাহাই করিবে), ইত্যাদি এইরূপ প্রাপ্ত হওয়া গেল।১২ অথবা ব্রহ্মেই আদিত্যাদি দৃষ্টিসকল করা উচিত, ইহা এইরূপ প্রাপ্ত হওয়া গেল।১৩ যেহেতু এইপ্রকারে আদিত্যাদি দৃষ্টিসকলের দ্বারা [বিশেষ্যভূত] ব্রহ্ম উপাসীত হন, আর ব্রহ্মোপাসনা ফলপ্রদ ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।১৪ সেইহেতু (—উৎকৃষ্ট পদার্থেরই উপাস্যতা সঙ্গত হওয়ায়, নিকৃষ্ট] আদিত্য প্রভৃতিতে [অপ্রধানরূপে, বিশেষণরূপে] ব্রহ্মদৃষ্টি হইবে না ; [যেহেতু ব্রহ্ম উৎকৃষ্ট পদার্থ], ইত্যাদি।১৫

[সিঃ—'নিকৃষ্টে উৎকৃষ্ট দৃষ্টি কর্ত্তব্য', এই লৌকিক ন্যায়বলে আদিত্যাদি প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টি কর্ত্তব্য।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—ব্রহ্মদৃষ্টিই আদিত্য প্রভৃতিতে হইবে।১৬ তাহাতে হেতু কি ?১৭ [উত্তর—] যেহেতু [ব্রহ্মের] উৎকৃষ্টতা আছে ১৮ [ইহা বিবৃত করিতেছেন —] এইপ্রকারে আদিত্য প্রভৃতি [নিকৃষ্ট পদার্থ] উৎকৃষ্টরূপে দৃষ্ট হয়, কারণ সেই সকলে উৎকৃষ্ট দৃষ্টির আরোপ হয়।১৯ আর তাহা হইলে লৌকিক ন্যায় হয় অনুকূল।২০ নিকৃষ্টেই উৎকৃষ্ট দৃষ্টি আরোপ করা উচিত, ইহা লৌকিক ন্যায়।২১ যেমন ক্ষত্তাতে (—দাসীপুত্র, সারথি, বা দ্বারপালে) রাজদৃষ্টি।২২ আর তাহাই অনুসরণ করা উচিত, কারণ বিপরীত হইলে অনিষ্ট হইয়া পড়িবে।২৩ দেখ, সারথিদৃষ্টিদ্বারা পরিগৃহীত, [সুতরাং] নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত রাজা শুভকারী হন না।২৪

[সিঃ—সন্দিগ্ধ শাস্ত্রার্থে লৌকিকন্যায় সাবকাশ। তদ্বলে নির্ণীত শাস্ত্রার্থের বৈপরীত্যে প্রত্যবায়।]

[শঙ্কা—] কিন্তু শাস্ত্রের প্রামাণ্যবলে এই স্থলে (—উৎকৃষ্টে নিকৃষ্টদৃষ্টিস্থলে) প্রত্যবায়ের প্রাপ্তিবিষয়ে আশঙ্কা করা উচিত নহে।২৫ আর লৌকিক যুক্তির দ্বারা শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য দৃষ্টি নিয়মন করা যুক্তিসঙ্গত নহে।২৬ [সিঃ সমাধান—] এই বিষয়ে

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি।২৬ অত্র উচ্যতে—নির্ধারিতে শাস্ত্রার্থে এতৎ এবং স্যাৎ।২৭ সন্দিগ্ধে তু তস্মিন্ তন্নির্ণয়ং প্রতি লৌকিকঃ অপি ন্যায়ঃ আশ্রীয়মাণঃ ন বিরুধ্যতে।২৮ তেন চ উৎকৃষ্টদৃষ্ট্যধ্যাসে শাস্ত্রার্থে অবধার্যমাণে নিকৃষ্টদৃষ্টিম্ অধ্যস্যন্ প্রত্যবেয়াৎ ইতি শ্লিষ্যতে।২৯ প্রাথম্যাৎ চ আদিত্যাদিশব্দানাং মুখ্যার্থত্বম্ অবিরোধাৎ গ্রহীতব্যম্।৩০ তৈঃ স্বার্থবৃত্তিভিঃ অবরুদ্ধায়াং বুদ্ধৌ পশ্চাৎ অবতরতঃ ব্রহ্মশব্দস্য মুখ্যয়া বৃত্ত্যা সামানাধিকরণ্যাসম্ভবাৎ ব্রহ্মদৃষ্টিবিধানার্থতা এব অবতিষ্ঠতে।৩১ ইতিপরত্বাৎ অপি ব্রহ্মশব্দস্য এষঃ এব অর্থঃ ন্যায্যঃ।৩২ তথাহি "ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ" (ছাঃ

ভাষ্যানুবাদ

(—লৌকিক ন্যায়ের নিশ্চয়হেতুতা বিষয়ে) বলা হইতেছে—শাস্ত্রের অর্থ নির্দ্ধারিত হইলে ইহা এই প্রকার হইবে (—লৌকিক যুক্তিবলে শাস্ত্রার্থ নির্ণীত হইবে না)।২৭ কিন্তু তাহা (—শাস্ত্রার্থ) সন্দিগ্ধ হইলে তাহার নির্ণয়ের জন্য পরিগৃহীত লৌকিক যুক্তিও বিরুদ্ধ নহে।২৮ আর তাহার (—লৌকিক যুক্তির) দ্বারা [আদিত্যাদি নিকৃষ্ট বস্তুতে ব্রহ্মদৃষ্টিরূপ] উৎকৃষ্ট দৃষ্টির আরোপরূপ শাস্ত্রার্থ অবধারিত হইলে [উৎকৃষ্ট ব্রহ্মবস্তুতে আদিত্যাদিদৃষ্টিরূপ] নিকৃষ্টদৃষ্টিকে আরোপকরতঃ প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে, ইহা যুক্তিযুক্ত।২৯

[সিঃ—অসঞ্জাতবিরোধী আদিত্যাদিশব্দের মুখ্যার্থ ও সঞ্জাতবিরোধী ব্রহ্মশব্দের লাক্ষণিকার্থ গ্রহণীয়।]

আর [এই বিষয়ে কেবল লৌকিক ন্যায়ই নিশ্চায়ক নহে, কিন্তু] আদিত্যাদি শব্দসকলের প্রাথম্য থাকায় (—তাহারা ব্রহ্মশব্দাপেক্ষা প্রথমে পঠিত হওয়ায়) অবিরোধবশতঃ (—তাহাদের মুখ্যার্থ গ্রহণের প্রতি কেহ বিরোধী না থাকায়, "অসংজাতবিরোধিন্যায়বলে (১।৩০০ পৃঃ) তাহাদের] মুখ্যার্থতাই পরিগৃহীত হওয়া উচিত (—শক্তিবৃত্তিবলে আদিত্যাদিবস্তুরূপ মুখ্য অর্থই গৃহীত হইবে, 'আদিত্যাদিদৃষ্টিরূপ' লাক্ষণিকার্থ নহে)।৩০ তাহাদিগকর্তৃক স্বার্থবোধক বৃত্তিসকলের দ্বারা বুদ্ধি অবরুদ্ধ হইলে (—আদিত্যাদিশব্দের শক্তিবৃত্তিলভ্য আদিত্যাদিবস্তুরূপ মুখ্য অর্থ প্রথমেই বুদ্ধিতে আরূঢ় হইলে) পরে অবতরণ করে (—পঠিত হয়) যে ব্রহ্মশব্দ, [সঞ্জাতবিরোধী] তাহার মুখ্যবৃত্তির দ্বারা (—শক্তিবৃত্তিলভ্য ব্রহ্মবস্তুরূপ মুখ্যার্থ গ্রহণদ্বারা, আদিত্যাদির সহিত] সামানাধিকরণ্য (—একার্থবোধকতা) অসম্ভব হওয়ায় [ব্রহ্মশব্দের লক্ষণাবৃত্তিলভ্য অর্থ যে ব্রহ্মদৃষ্টি, সেই] ব্রহ্মদৃষ্টির বিধানকরারূপ অর্থই নির্ণীত হইতেছে।৩১

[সিঃ—ইতি-শ্রুতিযুক্ত হওয়ায় ব্রহ্মশব্দের ব্রহ্মদৃষ্টিরূপ লাক্ষণিকার্থ গ্রহণীয়।]

[এই বিষয়ে অন্য যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর 'ইতিপর' হয় বলিয়াও (—ব্রহ্মশব্দের পর 'ইতি'শব্দ পঠিত হইয়াছে বলিয়াও) ব্রহ্মশব্দের [ব্রহ্মদৃষ্টিরূপ] এই অর্থই ন্যায্য।৩২ যেমন দেখ, "ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ". "ব্রহ্ম ইতি উপাসীত",

শাঙ্করভাষ্যম্

৩।১৯।১), "ব্রহ্ম ইতি উপাসীত" (ছাঃ ৩।১৮।১), "ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে" (ছাঃ ৭।৪।৩), ইতি চ সর্ব্বত্র ইতিপরং ব্রহ্মশব্দম্ উচ্চারয়তি, শুদ্ধান্ তু আদিত্যাদিশব্দান্ ।৩৩ ততশ্চ যথা 'শুক্তিকাং রজতম্ ইতি প্রত্যেতি', ইতি অত্র শুক্তিবচনঃ এব শুক্তিকাশব্দঃ, রজতশব্দস্তু রজতপ্রতীতিলক্ষণার্থঃ ।৩৪ প্রত্যেতি এব হি কেবলং রজতম্ ইতি, নতু তত্র রজতম্ অস্তি ।৩৫ এবম্ অত্রাপি 'আদিত্যাদীন্ ব্রহ্ম ইতি প্রতীয়াৎ' ইতি গম্যতে ।৩৬ বাক্যশেষঃ অপি চ দ্বিতীয়ানির্দ্দেশেন আদিত্যাদীন্ এব উপাস্তিক্রিয়য়া ব্যাপ্যমানান্ দর্শয়তি— "সঃ যঃ এতম্ এবং বিদ্বান্ আদিত্যং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে" (ছাঃ ৩.১৯।৪), "যঃ বাচং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে" (ছাঃ ৭।২।২), "যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে" (ছাঃ ৭।৪।৩) ইতি চ ।৩৭ যত্তু উক্তং ব্রহ্মোপা-

ভাষ্যানুবাদ

এবং "ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে", ইত্যাদি সকল স্থলে [শ্রুতি] ইতি-পররূপে ব্রহ্মশব্দকে উচ্চারণ করিতেছেন, আদিত্য প্রভৃতি শব্দসকলকে কিন্তু শুদ্ধরূপে (—ইতিশব্দ-যোজনা ব্যতিরেকে) উচ্চারণ করিতেছেন ৩৩ [আচ্ছা ব্রহ্মশব্দ 'ইতিপর' এবং আদিত্যাদিশব্দ শুদ্ধ হউক, কিন্তু তাহা হইলেও ব্রহ্মশব্দের ব্রহ্মদৃষ্টিরূপ লাক্ষণিকার্থ কেন গৃহীত হইবে ? তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] আর সেইহেতু (—'ইতিপর' হওয়ায়) যেমন 'শুক্তিকাং রজতম্ ইতি প্রত্যেতি' (—'শুক্তিকাকে রজত, এইরূপে জানিতেছে'), ইত্যাদি এই স্থলে [ইতি-শব্দবিহীন] শুক্তিকাশব্দ শুক্তিকার বাচক, [ইতিশব্দযুক্ত] রজতশব্দ কিন্তু রজতজ্ঞানরূপ অর্থে লক্ষণার জন্য । [কারণ রজতশব্দও যদি শুক্তিকাশব্দের ন্যায় মুখ্যার্থ সমর্পণ করে, তাহা হইলে ইতিশব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে ।৩৪ কিন্তু রজতজ্ঞান যখন হইতেছে,সেই জ্ঞান নিরালম্বন হওয়া সঙ্গত নহে। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—সেই স্থলে] কেবল রজতকে জানিতেই পারে (—রজতবিষয়ক প্রাতিভাসিক জ্ঞানই হয়, ব্যাবহারিক সদ্রূপে প্রতীতিযোগ্য] রজত কিন্তু সেই স্থলে নাই। [সেই স্থলে ইতি-শব্দযুক্ত রজতশব্দের লাক্ষণিকার্থ হয় 'রজতজ্ঞান'] ।৩৫ এইপ্রকারে এই স্থলেও [ব্রহ্মশব্দ ইতি-শব্দযুক্ত হওয়ায়] আদিত্য প্রভৃতিকে 'ব্রহ্ম' এইরূপে জানিবে (—আদিত্য প্রভৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে, 'ইতি' শ্রুতিবলে] এইপ্রকার [অর্থই] অবগত হওয়া যাইতেছে (—ব্রহ্মশব্দের লাক্ষণিক অর্থ হইতেছে 'ব্রহ্মদৃষ্টি') ।৩৬

[সিঃ—দ্বিতীয়াশ্রুতিবলে ব্রহ্মদৃষ্টির দ্বারা আদিত্যাদিই উপাস্ত।]

আর বাক্যশেষেও দ্বিতীয়াবিভক্তির নির্দ্দেশদ্বারা উপাসনাক্রিয়ার দ্বারা ব্যাপ্ত (– উপাসনাক্রিয়ার কর্ম্মভূত) আদিত্য প্রভৃতিকেই প্রদর্শন করিতেছে, যথা— "তিনি, যিনি এইপ্রকার জানিয়া আদিত্যকে ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করেন", "যিনি

শাঙ্করভাষ্যম্

সমম্ এব অত্র আদরণীয়ং ফলবত্ত্বায় * ইতি।৩৮ তদ্ অযুক্তম্, উক্তেন ন্যায়েন আদিত্যাদীনাম্ এব উপাস্যত্বাবগমাৎ।৩৯ ফলং তু অতিথ্যাদ্যুপাসনে ইব আদিত্যাদ্যুপাসনে অপি ব্রহ্মৈব দাস্যতি, সর্ব্বাধ্যক্ষত্বাৎ।৪০ বর্ণিতং চ এতৎ "ফলম্ অতঃ উপপত্তে" (৩।২।৩৮), ইত্যত্র।৪১ ঈদৃশং চ অত্র ব্রহ্মণঃ উপাস্যত্বং যৎ প্রতীকেষু তদ্দৃষ্ট্যধ্যারোপণং প্রতিমাদিষু ইব বিষ্ণ্বাদীনাম্।৪২॥৪।১।৫॥

* 'ফলত্বায়' ইতি পাঠঃ। ইতি চতুর্থং ব্রহ্মদৃষ্ট্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

বাগিন্দ্রিয়কে ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করেন", এবং "যিনি সঙ্কল্পকে ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করেন", ইত্যাদি।৩৭

[সিঃ—সর্বান্তর্যামী ব্রহ্মই ফলদাতা। অপ্রধানরূপে হইলেও ব্রহ্মেরই উপাস্যতা।]

আর যে বলা হইয়াছে—ফলযুক্ততার (—ফলপ্রাপ্তির) জন্য ব্রহ্মের উপাসনাই এখানে (—এই শ্রুতিবাক্যসকলে) আদরণীয়।৩৮ তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু কথিত যুক্তির দ্বারা (—অসঞ্জাতবিরোধিন্যায়ের, লৌকিক ন্যায়ের এবং ইতিশব্দরূপ ও দ্বিতীয়া বিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণদ্বয়ের দ্বারা) আদিত্যাদিরই উপাস্যতা অবগত হওয়া যায়।৩৯ [কিন্তু উপাস্য না হইলে ব্রহ্ম ফলপ্রদ কিপ্রকারে হইবেন? উত্তর—] ফল কিন্তু অতিথি প্রভৃতির উপাসনাতে (—সেবাতে) যেপ্রকার হয়, সেইপ্রকারে আদিত্যাদির উপাসনাতেও ব্রহ্মই প্রদান করিবেন, যেহেতু তিনি সর্ব্বাধ্যক্ষ (—সকলের প্রেরক)।৪০ আর ইহা "ফলম্ অতঃ উপপত্তেঃ", ইত্যাদি এই স্থলে বর্ণিত হইয়াছে।৪১ [আচ্ছা, তাহা হইলে এই উপাসনাসকলকে ব্রহ্মোপাসনা বলা হয় কেন? উত্তর—] আর এই স্থলে ব্রহ্মের উপাস্যতা এইপ্রকার যে, প্রতীকসকলে তদ্দৃষ্টির (—ব্রহ্মদৃষ্টির) অধ্যারোপ, যেমন প্রতিমা প্রভৃতিতে বিষ্ণু প্রভৃতির (—বিষ্ণু প্রভৃতি দৃষ্টির) অধ্যারোপ।৪২ [অতএব বিশেষণরূপে (—অপ্রধানরূপে) হইলেও ব্রহ্মেরই উপাস্যতা সিদ্ধ হওয়ায় এই উপাসনাসকল ব্রহ্মোপাসনারূপে গ্রহণীয়]॥৪।১।৫॥ ব্রহ্মদৃষ্ট্যধিকরণ সমাপ্ত।

৫। আদিত্যাদিমত্যধিকরণম্। [৬ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনাতে অধিষ্ঠান ও আরোপ্য নিরূপণ।

অধিকরণসঙ্গতি—কর্ম্মাত্মক ও কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথ প্রভৃতি ফলজনক হওয়ায় উৎকৃষ্ট; আদিত্যাদি সিদ্ধবস্তুসকল কিন্তু কর্ম্মাত্মক না হওয়ায় ফলজনক নহে, সুতরাং নিকৃষ্ট। পূর্ব্বাধিকরণে যেমন নিকৃষ্ট বস্তুতে উৎকৃষ্টদৃষ্টি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, প্রস্তাবিত স্থলে তদ্রূপ আদিত্যাদি নিকৃষ্ট বস্তুতে উদ্গীথাদিদৃষ্টিরূপ উৎকৃষ্টদৃষ্টি করিতে হইবে। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত

দৃষ্টান্তসঙ্গতি সিদ্ধ হয়। [মুখ্যপাদসঙ্গতি প্রাসঙ্গিক, ইহা ৪।১।৩ অধিকরণে দ্রঃ]।

ন্যায়মালা

আদিত্যাদাবঙ্গদৃষ্টিরঙ্গে রব্যাদিধীরুত ।
নোৎকর্ষো ব্রহ্মজত্বেন দ্বয়োস্তেনৈচ্ছিকী মতিঃ॥
আদিত্যাদিধিয়াঽঙ্গানাং সংস্কারে কর্ম্মণঃ ফলে।
যুজ্যতে হৃতিশয়স্তস্মাদঙ্গেম্বর্কাদিদৃষ্টয়ঃ॥

অন্বয়—আদিত্যাদৌ অঙ্গদৃষ্টিঃ, উত অঙ্গে রব্যাদিধীঃ? দ্বয়োঃ ব্রহ্মজত্বেন উৎকর্ষঃ ন ; তেন মতিঃ ঐচ্ছিকী। আদিত্যাদিধিয়া অঙ্গানাং সংস্কারে কর্ম্মণঃ ফলে অতিশয়ঃ যুজ্যতে। তস্মাৎ অঙ্গেষু অর্কাদিদৃষ্টয়ঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["যঃ এবাসৌ তপতি তম্ উদ্গীথম্ উপাসীত" (ছাঃ ১।৩।১), ইতি এবমাদীনি কর্ম্মাঙ্গসম্বদ্ধোপাসনানি অত্র বিষয়ঃ। তত্র উৎকর্ষাপকর্ষরূপবিশেষানুপলম্ভাৎ ভবতি সংশয়ঃ—] আদিত্যাদৌ [উদ্গীথাদি-] অঙ্গদৃষ্টিঃ [কর্ত্তব্যা], উত [উদ্গীথাদি-] অঙ্গে রব্যাদিধীঃ?

পূর্ব্বপক্ষ—[আদিত্যোদ্গীথয়োঃ] দ্বয়োঃ ব্রহ্মজত্বেন [পূর্ব্বাধিকরণোৎকর্ষন্যায়ানবতারাৎ একাপেক্ষয়া ইতরস্য] উৎকর্ষঃ ন [সম্ভবতি] ; তেন [নিয়ামকাভাবাৎ] মতিঃ ঐচ্ছিকী।

সিদ্ধান্ত—আদিত্যাদিধিয়া অঙ্গানাং সংস্কারে [সতি] কর্ম্মণঃ ফলে অতিশয়ঃ যুজ্যতে। [বিপর্য্যয়ে তু উদ্গীথাদিকর্ম্মাঙ্গৈঃ আদিত্যাদিদেবতায়াং সংস্কৃতায়াং কিং তব ফলিষ্যতি ? নহি অক্রিয়াত্মিকা দেবতা ফলস্য সাধনং ভবতি। ফলসাধনত্বে চ দেবতায়াঃ সাধারণত্বেন যজমানাযজমানয়োঃ ফলসাম্যপ্রসঙ্গঃ]। তস্মাৎ [উদ্গীথাদি-] অঙ্গেষু অর্কাদিদৃষ্টয়ঃ [কর্ত্তব্যাঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—["ঐ যিনি তাপদান করিতেছেন, তাঁহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে", ইত্যাদি এই কর্ম্মাঙ্গসম্বদ্ধ উপাসনাসকল এখানে বিষয়। সেই স্থলে উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতারূপ বিশেষের উপলব্ধি না হওয়ায় সংশয় হয়—] আদিত্য প্রভৃতিতে [উদ্গীথাদি] কর্ম্মাঙ্গদৃষ্টি করিতে হইবে, অথবা [উদ্গীথাদি] কর্ম্মাঙ্গে আদিত্যাদিদৃষ্টি ?

পূর্ব্বপক্ষ—[আদিত্য ও উদ্গীথ] দুইটীই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হওয়ায় [পূর্ব্বাধিকরণে প্রদর্শিত উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতাবিষয়ক যুক্তির প্রাপ্তি হয় না বলিয়া একটী হইতে অপরটীর] উৎকৃষ্টতা সম্ভব নহে ; সেইহেতু [নিয়ামকের অভাববশতঃ] দৃষ্টি স্বেচ্ছানুযায়ী হইবে।

সিদ্ধান্ত—[আদিত্যাদিদৃষ্টির দ্বারা কর্ম্মাঙ্গসকলের সংস্কার হইলে কর্ম্মের ফলে অতিশয় (—ফলাধিক্য) যুক্তিসঙ্গত। [কিন্তু বিপরীতভাবে উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গসকলের দ্বারা আদিত্যাদি দেবতা সংস্কৃত হইলে তোমার কি ফল হইবে ? যেহেতু অক্রিয়াস্বরূপ দেবতা ফলের সাধন নহেন। আর ফলের সাধন হইলে দেবতা সাধারণ হওয়ায় যজমান ও অযজমান উভয়ের ফলের সমতা হইয়া পড়িবে]। সেইহেতু [উদ্গীথাদি] অঙ্গসকলে আদিত্যাদি দৃষ্টিসকল করিতে হইবে।

ফলভেদ—তত্তৎপক্ষসিদ্ধিই পূর্ব্বোত্তরপক্ষে ফল।

আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ ॥৪।১।৬॥

পদচ্ছেদ—আদিত্যাদিমতয়ঃ, চ, অঙ্গে, উপপত্তেঃ।

সূত্রার্থ—["যঃ এবাসৌ তপতি তম্ উদ্গীথম্ উপাসীত" (ছাঃ ১।৩।১), ইত্যাদীনি অঙ্গাশ্রিতোপাসনানি সন্তি। তত্র কিম্ আদিত্যাদিষু উদ্গীথাদিদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা, উত উদ্গীথা-

দিষু আদিত্যাদিদৃষ্টিঃ ইতি বিশয়ে, আদিত্যাদিষু উদ্গীথাদিদৃষ্টিঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। [সিদ্ধান্তস্তু—] অঙ্গে—উদ্গীথাদিষু কর্ম্মাঙ্গেষু, আদিত্যাদিমতয়ঃ—আদিত্যাদিদৃষ্টয়ঃ [কর্ত্তব্যাঃ। কুতঃ ?] উপপত্তেঃ—কর্ম্মসমৃদ্ধিরূপফলোপপত্তেঃ। চকারঃ—ন আদিত্যাদিষু উদ্গীথাদিমতয়ঃ ইতি আহ।

অনুবাদ—["ঐ যিনি তাপদান করিতেছেন, তাঁহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে", ইত্যাদিরূপে পঠিত কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনাসকল আছে। সেই স্থলে কি আদিত্য প্রভৃতিতে উদ্গীথ প্রভৃতি দৃষ্টি করা উচিত, অথবা উদ্গীথ প্রভৃতিতে আদিত্য প্রভৃতি দৃষ্টি, এইপ্রকার সংশয় হইলে ; 'আদিত্যাদিতে উদ্গীথাদিদৃষ্টি', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] অঙ্গে—উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গসকলে, আ দি ত্যা দি ম ত য়ঃ—আদিত্যাদিদৃষ্টিসকল [করিতে হইবে। তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] উপপত্তেঃ—যেহেতু কর্ম্মের সমৃদ্ধিরূপ ফল (—ফলাধিক্য) সঙ্গত। চকারটী—আদিত্যাদিতে উদ্গীথাদিদৃষ্টিসকল নহে, ইহা বলিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

"যঃ এবাসৌ তপতি তম্ উদ্গীথম্ উপাসীত" (ছাঃ ১।৩।১), "লোকেষু পঞ্চবিধং সাম উপাসীত (ছাঃ ২।২।১), "বাচি সপ্তবিধং সাম উপাসীত" (ছাঃ ২।৮।১), "ইয়ম্ এব ঋক্ অগ্নিঃ সাম" (ছাঃ ১।৬।১), ইতি এবমাদিষু অঙ্গাববদ্ধেষু উপাসনেষু সংশয়ঃ—কিম্ আদিত্যাদিষু উদ্গীথাদিদৃষ্টয়ঃ বিধীয়ন্তে, কিংবা উদ্গীথাদিষু এব আদিত্যাদিদৃষ্টয়ঃ ইতি ? ১ তত্র অনিয়মঃ, নিয়মকারণাভাবাৎ ইতি প্রাপ্তম্ ।২ নহি অত্র ব্রহ্মণঃ ইব কস্যচিৎ উৎকর্ষবিশেষঃ অবধার্যতে ।৩ ব্রহ্ম হি সমস্তজগৎকারণত্বাৎ অপহৃতপাপ্মত্বাদিগুণযোগাৎ (ছাঃ ৮।৭।৩) চ আদিত্যাদিভ্যঃ উৎকৃষ্টম্ ইতি শক্যম্ অবধারয়িতুম্ ।৪ নতু আদিত্যোদ্গীথাদীনাং বিকারত্বাবিশে-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—উৎকৃষ্টতানিশ্চয়ের হেতু না থাকায় কর্ম্মাঙ্গোপাসনাতে আধার ও আরোপ্য বিষয়ে অনিয়ম।]

"ঐ যিনি তাপদান করিতেছেন, তাঁহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে", [পৃথিবী ও আদিত্য প্রভৃতি] লোকসকলে পঞ্চবিধ সামকে (—সামের পাঁচটী ভক্তিকে) উপাসনা করিবে", "বাকে (—বাক্যদৃষ্টিতে) সপ্তবিধ সামকে (৩।২৪৪ পৃঃ) উপাসনা করিবে", "ইনিই (—পৃথিবীই) ঋক্, অগ্নিই সাম", ইত্যাদি এই কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধ উপাসনাসকলে সংশয় হয়—আদিত্যাদিতে কি উদ্গীথাদি দৃষ্টিসকল বিহিত হইতেছে, অথবা উদ্গীথাদিতে আদিত্যাদি দৃষ্টিসকল ? ১ [পূর্ব্বপক্ষ—] সেই স্থলে অনিয়ম হইবে (—যাহাতে যে দৃষ্টি ইচ্ছা, তাহাই করিতে হইবে), যেহেতু [নিয়মনকারি শাস্ত্ররূপ] কারণ নাই, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল।২ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু এই স্থলে ব্রহ্মের ন্যায় [আদিত্যাদি, বা উদ্গীথাদি] কাহারও উৎকৃষ্টতারূপ বিশেষ নির্ণীত হইতেছে না।৩ সমগ্র জগতের কারণ হওয়ায় এবং পাপরাহিত্যাদিগুণযুক্ত হওয়ায় ব্রহ্ম আদিত্যাদি হইতে উৎকৃষ্ট, ইহা অবধারণ করিতে পারা যায়।৪ কিন্তু

শাঙ্করভাষ্যম্

যাৎ কিঞ্চিৎ উৎকর্ষবিশেষাবধারণে কারণম্ অস্তি।৫ অথবা নিয়মেন উদ্গীথাদিমতয়ঃ আদিত্যাদিষু অধ্যস্যেরন্।৬ কস্মাৎ।৭ কর্ম্মাত্মকত্বাৎ উদ্গীথাদীনাং কর্ম্মণশ্চ ফলপ্রাপ্তিপ্রসিদ্ধেঃ।৮ উদ্গীথাদিমতিভিঃ উপাস্যমানাঃ আদিত্যাদয়ঃ কর্ম্মাত্মকাঃ সন্তঃ ফলহেতবঃ ভবিষ্যন্তি।৯ তথাচ "ইয়ম্ এব ঋক্, অগ্নিঃ সাম" (ছাঃ ১।৬।১), ইত্যত্র "তৎ এতৎ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম" (ছাঃ ১।৬।১), ইতি ঋক্শব্দেন পৃথিবীং নির্দ্দিশতি, সামশব্দেন অগ্নিম্।১০ তচ্চ পৃথিব্যগ্ন্যোঃ ঋক্সামদৃষ্টিচিকীর্ষায়াম্ অবকল্পতে, ন ঋক্সাময়োঃ পৃথিব্যগ্নিদৃষ্টিচিকীর্ষায়াম্।১১ ক্ষত্তরি হি রাজদৃষ্টিকরণাৎ রাজশব্দঃ উপচর্যতে, ন রাজনি ক্ষত্তৃশব্দঃ।১২ অপিচ "লোকেষু পঞ্চ-

ভাষ্যানুবাদ

অবিশেষভাবে কার্য্যবস্তু হওয়ায় আদিত্য ও উদ্গীথ প্রভৃতির মধ্যে উৎকৃষ্টতারূপ বিশেষের নিশ্চয়ের প্রতি কোনপ্রকার কারণ নাই।৫

[মুখ্য পূঃ—কর্ম্মাঙ্গদৃষ্টি আরোপের ফলে অকর্ম্মাঙ্গ সিদ্ধপদার্থ কর্ম্মাত্মক হওয়ায় এবং লিঙ্গ শ্রুতি ও অসম্ভ্রান্ত-বিরোধিত্বার অনুকূল হওয়ায় অকর্ম্মাঙ্গে কর্ম্মাঙ্গ দৃষ্টি।]

[মুখ্য পূর্ব্বপক্ষ এই—] অথবা আদিত্যাদিতে উদ্গীথাদি দৃষ্টিসকলকে নিয়মিতভাবে আরোপ করিতে হইবে।৬ তাহাতে হেতু কি ? ৭ [উত্তর—] যেহেতু উদ্গীথ প্রভৃতি কর্ম্মাত্মক এবং যেহেতু কর্ম্ম হইতে ফলপ্রাপ্তির প্রসিদ্ধি আছে।৮ উদ্গীথাদি দৃষ্টিসকলের দ্বারা উপাসিত হন যে আদিত্য প্রভৃতি [সিদ্ধ পদার্থ], তাঁহারা [কর্ম্মাত্মক উদ্গীথাদিদৃষ্টি আরোপের ফলে] কর্ম্মাত্মক (—কর্ম্মভাবপ্রাপ্ত) হইয়া ফলের প্রতি হেতু হইবেন।৯ [অকর্ম্মাঙ্গ সিদ্ধপদার্থে কর্ম্মাঙ্গদৃষ্টি করিতে হইবে, এই বিষয়ে পৃথিবী ও অগ্নিতে যথাক্রমে ঋক্ ও সামশব্দের প্রয়োগরূপ লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, "ইহাই (– পৃথিবীই) ঋক্, অগ্নিই সাম", ইত্যাদি এই স্থলে "সেইহেতু সেই এই ঋকে সাম অধিষ্ঠিত", এইরূপে [শ্রুতি] ঋক্শব্দের দ্বারা পৃথিবীকে এবং সামশব্দের দ্বারা অগ্নিকে নির্দ্দেশ করিতেছেন।১০ আর তাহা (—সেই নির্দ্দেশ, অকর্ম্মাঙ্গভূত সিদ্ধপদার্থ] পৃথিবী ও অগ্নিতে [ক্রিয়াত্মক ও কর্ম্মাঙ্গভূত] ঋক্ ও সামদৃষ্টি করিবার ইচ্ছাতেই হয় সঙ্গত, কিন্তু [ক্রিয়াত্মক ও কর্ম্মাঙ্গভূত] ঋক্ ও সামে [কর্ম্মানঙ্গভূত সিদ্ধপদার্থ] পৃথিবী ও অগ্নিদৃষ্টি করিবার ইচ্ছাতে নহে।১১ [দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা স্পষ্ট করিতেছেন—] দেখ, সারথিতে রাজদৃষ্টি করা হইলে রাজশব্দ গৌণীবৃত্তিতে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু [অপ্রীতিভয়ে] রাজাতে সারথিশব্দ তাহা হয় না। (—গৌণীবৃত্তিতেও প্রযুক্ত হয় না। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ ঋক্ ও সামে পৃথিবী ও অগ্নিদৃষ্টি হইবে না (১)।১২ সপ্তমীবিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণ-

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বাদীর ভাব এই—ঋগ্মন্ত্রে সামের স্বর যোজিত হইলে তাহাকে বলে—'সাম'।

শাঙ্করভাষ্যম

বিধং সাম উপাসীত (ছাঃ ২।২।১), ইতি অধিকরণনির্দ্দেশাৎ লোকেষু সাম অধ্যসিতব্যম্ ইতি প্রতীয়তে।১৩ "এতৎ গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতম্" (ছাঃ ২।১১।১) ইতি চ এতৎ এবং দর্শয়তি।১৪ প্রথমনির্দ্দিষ্টেষু চ আদিত্যাদিষু চরমনির্দ্দিষ্টং ব্রহ্ম অধ্যস্তম্ "আদিত্যঃ ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ" (ছাঃ ৩।১৯।১) ইত্যাদিষু।১৫ প্রথমনির্দ্দিষ্টাশ্চ পৃথিব্যাদয়ঃ চরমনির্দ্দিষ্টাঃ হিঙ্কারাদয়ঃ "পৃথিবী হিঙ্কারঃ" (ছাঃ ২।২।১) ইত্যাদিশ্রুতিষু।১৬ অতঃ অনঙ্গেষু আদিত্যাদিষু অঙ্গমতিনিক্ষেপঃ ইতি।১৭ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—আদিত্যাদিমতয়ঃ এব অঙ্গেষু উদ্গীথাদিষু ক্ষিপ্যেরন্।১৮ কুতঃ?১৯ উপপত্তেঃ।২০ উপ-

ভাষ্যানুবাদ

বলেও এইপ্রকার প্রয়োগ সিদ্ধ হয়, ইহা বলিতেছেন—] আর দেখ, ["পৃথিব্যাদি] লোকসকলে পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করিবে", এইপ্রকারে [সপ্তমীবিভক্তির দ্বারা] অধিকরণের নির্দ্দেশবশতঃ লোকসকলে সামকে আরোপ করিতে হইবে (– পৃথিব্যাদি লোকে হিঙ্কারাদিদৃষ্টি করিতে হইবে), ইহা প্রতীত হইতেছে।১৩ আবার "এই গায়ত্রনামক সাম প্রাণসকলে প্রতিষ্ঠিত", ইহা (—এই শ্রুতি) ইহাকে (—অঙ্গাশ্রিতোপাসনাকে, সিদ্ধপদার্থে কর্ম্মাঙ্গদৃষ্টি করিতে হইবে], এইপ্রকারে প্রদর্শন করিতেছেন।১৪ পূর্ব্বাধিকরণে "অসঞ্জাতবিরোধিন্যায়বলে"] "আদিত্যঃ ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ", ইত্যাদি স্থলে প্রথমে নির্দিষ্ট (– পঠিত) আদিত্য প্রভৃতিতে চরমে পঠিত ব্রহ্ম আরোপিত হইয়াছেন।১৫ [প্রস্তাবিত স্থলেও] "পৃথিবীই হিঙ্কার", ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকলে পৃথিবী প্রভৃতি প্রথমে এবং হিঙ্কার প্রভৃতি শেষে নির্দিষ্ট (—পঠিত) হইয়াছে, 'সেইহেতু পূর্ব্বাধিকরণের সিদ্ধান্তানুসারে পৃথিব্যাদি অনঙ্গভূত সিদ্ধপদার্থে হিঙ্কারাদি কর্ম্মাঙ্গদৃষ্টি হইবে'।১৬ অতএব (– এইপ্রকার যুক্তি থাকায়) যাহা কর্ম্মাঙ্গ নহে, সেই আদিত্য

ভাবদীপিকা

সেইহেতু সাম ঋকের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা গৌণভাবে বলা হয়। এইরূপে অগ্নিকে পৃথিবীর উপর প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। এইপ্রকার আধারতারূপ সমতাবশতঃ পৃথিবীতে ঋগ্দৃষ্টি এবং আধেয়তারূপ সমতাবশতঃ সামে অগ্নিদৃষ্টি বিহিত হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত। কিন্তু যদি কর্ম্মাঙ্গভূত ঋক্ ও সামে যথাক্রমে পৃথিবী ও অগ্নিরূপ সিদ্ধপদার্থদৃষ্টির বিধান অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে "ইয়ম্ এব ঋক্, অগ্নিঃ সাম" (ছাঃ ১।৬।১), এইপ্রকারে পৃথিবীতে ও অগ্নিতে যথাক্রমে ঋক্ ও সামশব্দের গৌণীবৃত্তিতে প্রয়োগ হইবে না, কারণ ঋক্‌কে কেহ কখনও সামে এবং পৃথিবীকে অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত দর্শন করে না। যেমন রাজাতে সারথিশব্দের গৌণীবৃত্তিতেও প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ। অতএব প্রয়োগের বৈপরীত্যবশতঃ ঋক্ ও সামে যথাক্রমে পৃথিবী ও অগ্নিরূপ সিদ্ধদার্থদৃষ্টি হইবে না। কিন্তু অন্যপ্রকার প্রয়োগ অঙ্গীকার করিলে অসঙ্গতি হইয়া পড়ে বলিয়া পৃথিবীতে ঋগ্দৃষ্টি এবং অগ্নিতে সামদৃষ্টি হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

পাত্তে হি এবম্ অপূর্ব্বসন্নিকর্ষাৎ আদিত্যাদিমতিভিঃ সংস্ক্রিয়মাণেষ উদ্গীথাদিষু কর্ম্মসমৃদ্ধিঃ।২১ "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" (ছাঃ ১।১।১০). ইতি চ বিদ্যায়াঃ কর্ম্মসমৃদ্ধিহেতুত্বং দর্শয়তি।২২ ভবতু কর্ম্মসমৃদ্ধিফলেষু এবম্, স্বতন্ত্রফলেষু তু কথম্ "যঃ এতৎ এবংবিদ্বান্ লোকেষু পঞ্চবিধং সাম উপাস্তে" (ছাঃ ২।২।৩) ইত্যাদিষু।২৩ তেষু অপি অধিকৃতাধিকারাৎ প্রকৃতাপূর্ব্বসন্নিকর্ষেণ এব ফলকল্পনা যুক্তা, গোদোহনা-

ভাষ্যানুবাদ

প্রভৃতিতে [উদ্গীথাদি] কর্ম্মাঙ্গবুদ্ধির নিক্ষেপ (—আরোপ) হইবে, ইত্যাদি।১৭

[সিঃ—উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গের সংস্কারের জন্য সেই সকলে আদিত্যাদি দেবতাদৃষ্টি কর্ত্তব্য।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—আদিত্যাদিবুদ্ধিসকলই (—আদিত্যাদিদৃষ্টিসকলই) উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গসকলে নিক্ষিপ্ত (—আরোপিত) হইবে।১৮ তাহাতে হেতু কি ?১৯ [উত্তর—] যেহেতু যুক্তিসঙ্গত।২০ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—প্রোক্ষণাদিদ্বারা ব্রীহি সংস্কৃত হইলে যেমন কর্ম্মজনিত অপূর্ব্বের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ প্রস্তাবিত স্থলেও সোমযজ্ঞাদিরূপ কর্ম্মজন্য] অপূর্ব্বের সহিত এইপ্রকার সম্বন্ধ থাকায় আদিত্যাদিদৃষ্টিসকলের দ্বারা উদ্গীথাদি সংস্কৃত হইলে কর্ম্মের সমৃদ্ধি (—ফলাধিক্য) হইয়া থাকে, ইহা যেহেতু সঙ্গত। [সেইহেতু উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গসকলের সংস্কারের জন্য সেই সকলে আদিত্যাদিদৃষ্টি করিতে হইবে।২১ কিন্তু এইপ্রকার উপাসনার ফলে কর্ম্মের ফলাধিক্য তো অবগত হওয়া যায় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] "যাহাই বিদ্যার (—উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গবিষয়ক জ্ঞানের) দ্বারা যুক্ত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে রহস্যদেবতাবিষয়ক যোগাবলম্বনে (—উপাসনাবলম্বনে) অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই অধিকতর বীর্য্যবান্ (—ফলপ্রদ) হইয়া থাকে", এইপ্রকারে [শ্রুতি] উপাসনার কর্ম্মসমৃদ্ধিহেতুতা প্রদর্শন করিতেছেন।২২

[সিঃ—অধিকৃতাধিকারবশতঃ স্বতন্ত্রফলক অঙ্গাশ্রিতোপাসনাতেও উক্ত সিদ্ধান্তের অতিদেশ।]

[সিদ্ধান্তে শঙ্কা—] কর্ম্মের সমৃদ্ধি (—ফলাধিক্য), যাহাদের ফল, সেই [কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনা] সকলে এইপ্রকার (—কর্ম্মাঙ্গে তদনঙ্গভূত দেবতাদৃষ্টিদ্বারা কর্ম্মাঙ্গের সংস্কার) হউক; কিন্তু "যিনি ইহাকে (—কর্ম্মের সমৃদ্ধিজনক নহে, এইপ্রকার উপাসনাকে) এইপ্রকার [সাধুদৃষ্টিবিশিষ্ট] জানিয়া [পৃথিব্যাদি] লোকসকলে পঞ্চবিধ সামকে (—হিঙ্কারাদি পাঁচটী সামভক্তিকে) উপাসনা করেন", ইত্যাদি স্বতন্ত্রফলক (—যাহাতে সোমযজ্ঞাদির ফলের সমৃদ্ধি হইতে ভিন্ন আদিত্যাদি লোকলাভরূপ ফল শ্রুত হয়, সেই) উপাসনাসকলে কিপ্রকার (—কাহাতে কোন্ দৃষ্টি) হইবে ?২৩ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] সেই সকলেও অধিকৃতাধিকারবশতঃ (১১৭৩ পৃঃ) গোদোহনাদিপাত্রের নিয়মের ন্যায় (১।২০৯ পৃঃ) প্রস্তাবিত

শাঙ্করভাষ্যম্

দিনিয়মবৎ।২৪ ফলাত্মকত্বাৎ চ আদিত্যাদীনাম্ উদ্গীথাদিভ্যঃ কর্ম্মাত্মকেভ্যঃ উৎকর্ষোপপত্তিঃ।২৫ আদিত্যাদিপ্রাপ্তিলক্ষণং হি কর্ম্মফলং শিষ্যতে শ্রুতিষু।২৬ অপিচ "ওম্ ইতি এতদ্ অক্ষরম্

ভাষ্যানুবাদ

[জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে অঙ্গাশ্রিতোপাসনাজন্য] অপূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধদ্বারাই ফলকল্পনা যুক্তিসঙ্গত (২)।২৪

[সিঃ—পূর্ব্বপক্ষীর কয়েকটী যুক্তির নিরাকরণদ্বারা সিদ্ধান্তের দৃঢ়ীকরণ।]

আর আদিত্য প্রভৃতি ফলস্বরূপ হওয়ায় কর্ম্মাত্মক উদ্গীথ প্রভৃতি হইতে [তাঁহাদের] উৎকৃষ্টতা যুক্তিসঙ্গত।২৫ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] দেখ, আদিত্যাদি [লোক-] প্রাপ্তিরূপ কর্ম্মফল শ্রুতিসকলে (ছাঃ ২।২।১-৩) উপদিষ্ট হইতেছে. [সুতরাং প্রাপ্তব্য সেই সকলের উৎকৃষ্টতা সিদ্ধ হয়।২৬ আর যে অসম্প্রাপ্তবিরোধিন্যায়ের বলে সিদ্ধ পদার্থে কর্ম্মাঙ্গদৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে (১৬ বাক্য)। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আবার দেখ, "উদ্গীথের অবয়বভূত 'ওম্' এই অক্ষরটীকে উপাসনা করিবে", এবং ["উদ্গীথের অবয়বভূত [এই ওঁকাররূপ] অক্ষরটীরই উপব্যাখ্যান (—এইপ্রকারে রসতমাদিগুণযুক্তরূপে (ছাঃ ১।১।৩) উপাসনা করিতে হইবে, তাহার ফল এই, ইত্যাদি কথন) হইতেছে", ইত্যাদি

ভাবদীপিকা

[কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনার প্রকারভেদ—কর্ম্মের সমৃদ্ধিপ্রদ ও স্বতন্ত্র ফলপ্রদ। শেষোক্তের ফলাপূর্ব্বোৎপত্তিতে বিশেষ।]

(২) **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—স্বর্গরূপ ফলকামী যে ব্যক্তি দর্শপূর্ণমাসাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারই যদি ইহলোকে পশুরূপ পৃথক্ ফললাভের কামনা থাকে; তাহা হইলে অধিকৃতাধিকারবশতঃ সেই ব্যক্তিরই সেই যজ্ঞে গোদোহনপাত্রের দ্বারা অপ্‌প্রণয়নে (১।২০৯ পৃঃ) অধিকার হয়, অপরের নহে। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ স্বর্গকামী যে ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে অধিকারী, তাঁহারই যদি আদিত্যাদি উচ্চাবচ লোকসকলকে ভোগ্যরূপে প্রাপ্ত হওয়ারূপ পৃথক্ ফলের (ছাঃ ২।২।৩) আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে অধিকৃতাধিকারবশতঃ সেই ব্যক্তিরই সেই জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের উদ্গীথাদি অঙ্গসকলকে অবলম্বন করিয়াই এই উচ্চাবচ লোকলাভরূপ স্বতন্ত্রফলক উপাসনাসকলে অধিকার হয়, অপরের নহে। ফলে কর্ম্মসমৃদ্ধিপ্রদ অঙ্গাশ্রিতোপাসনাসকলে যেপ্রকারে কর্ম্মাঙ্গে তদনঙ্গভূত দেবতাদৃষ্টি করা হয়, প্রস্তাবিত স্বতন্ত্রফলক উপাসনাসকলেও সেইপ্রকারই হইবে, ইহা সিদ্ধ হয়। **কিন্তু** প্রধান কর্ম্মের সমৃদ্ধিপ্রদ না হওয়ায় তাহার সহিত অসম্বদ্ধ এতাদৃশ উপাসনাজনিত অপূর্ব্ব কিপ্রকারে ফলপ্রদান করিবে? **বলিতেছি**—জ্যোতিষ্টোমের অঙ্গসকলকেই অবলম্বনকরতঃ অনুষ্ঠিত এই স্বতন্ত্রফলক উপাসনাসকল সাক্ষাদ্ভাবে জ্যোতিষ্টোমের সমৃদ্ধিজনক না হইলেও, সেই যজ্ঞের সমৃদ্ধিপ্রদ কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনাসকলের দ্বারা উৎপাদিত অপূর্ব্বের (৩।৪২৬ পৃঃ) সহিত মিশ্রিত হইয়াই ফলাধায়ক হইয়া থাকে, ইহাও সিদ্ধ হয়। **পূর্ব্বপক্ষী** বলিয়াছেন—আদিত্যাদি ও উদ্গীথাদির উৎকৃষ্টতা নির্ণীত হয় না (৩ বাক্য)। তদুত্তরে

শাঙ্করভাষ্যম্

উদ্‌গীথম্ উপাসীত" (ছাঃ ১।১।১), "খলু এতস্যৈব অক্ষরস্য উপব্যাখ্যানং ভবতি" (ছাঃ১।১।১০) ইতি চ উদ্‌গীথম্ এব উপাস্যত্বেন উপক্রম্য আদিত্যাদিমতীঃ বিদধাতি ।২৭ যত্তু উক্তম্ উদ্‌গীথাদিমতিভিঃ উপাস্যমানাঃ আদিত্যাদয়ঃ কর্ম্মভূয়ং গত্বা* ফলং করিষ্যন্তি ইতি ।২৮ তদ্ অযুক্তম্, স্বয়ম্ এব উপাসনস্য কর্ম্মত্বাৎ ফলবত্ত্বোপপত্তেঃ ।২৯ আদিত্যাদিভাবেনাপি চ দৃশ্যমানানাম্ উদ্‌গীথাদীনাং কর্ম্মাত্মকত্বানপায়াৎ ।৩০ "তদ্ এতদ্ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম" (ছাঃ ১।৬।১), ইতি তু লাক্ষণিকঃ এব পৃথিব্যগ্ন্যোঃ ঋক্‌সামশব্দপ্রয়োগঃ ।৩১ লক্ষণা চ যথাসম্ভবং সন্নিকৃষ্টেন বিপ্র-

* 'ভূত্বা' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

এইপ্রকারে উদ্‌গীথকেই উপাস্যরূপে উপক্রম (—প্রথমে গ্রহণ) করিয়া [শ্রুতি তাহাতে আদিত্যাদিদৃষ্টিসকলকে (ছাঃ ১।৩।১) বিধান করিতেছেন । [সুতরাং পরম উপক্রমের প্রাবল্যবশতঃ কর্ম্মাঙ্গেই সিদ্ধপদার্থদৃষ্টি হইবে]।২৭ আর যে বলা হইয়াছে—উদ্‌গীথাদি দৃষ্টির দ্বারা উপাসিত আদিত্য প্রভৃতি কর্ম্মভাব প্রাপ্ত হইয়া ফলোৎপাদন করিবেন (৯ বাক্য) ইত্যাদি ।২৮ তাহা সঙ্গত নহে, যেহেতু উপাসনা স্বয়ংই কর্ম্ম হওয়ায় [তাহার] ফলবিশিষ্টতা (—ফলদাতৃতা) সঙ্গত ।২৯ [কিন্তু সিদ্ধপদার্থ আদিত্যাদি আরোপিত হইলে উদ্‌গীথাদি কর্ম্মের সাধ্যরূপতা (—ফলোৎপাদকতা) অভিভূত হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আদিত্যাদিরূপে পরিদৃষ্ট হয় যে উদ্‌গীথ প্রভৃতি, তাহাদের কর্ম্মাত্মকতা ব্যাহত হয় না। [যেমন 'অগ্নিঃ মানবকঃ' স্থলে অগ্নিদৃষ্টি গৌণী হওয়ায় মানবকত্ব ব্যাহত হয় না। তদ্রূপ উদ্‌গীথাদিতে আদিত্যাদিদৃষ্টি গৌণী হওয়ায় তাহাদের ক্রিয়াত্মকতা ব্যাহত হয় না। অতএব কর্ম্মাঙ্গে আদিত্যাদি অনঙ্গদৃষ্টি স্বীকার্য্য] ।৩০

[সিঃ—ছাঃ ১।৬।১ শ্রুতির অর্থনিরূপণ । কর্ম্মাঙ্গভূত ঋক্ ও সামে পৃথিবী ও অগ্নিরূপ সিদ্ধপদার্থদৃষ্টি ।]

[আর যে বলা হইয়াছে—আধারতা ও আধেয়তারূপ সমতাবশতঃ পৃথিব্যাদিতে ঋগাদিদৃষ্টি হইবে (১ ভাবদীঃ) । তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] "সেইহেতু সেই এই ঋকের উপর সাম অবস্থিত", এই স্থলে কিন্তু পৃথিবী ও অগ্নিতে ঋক্ ও সামশব্দের প্রয়োগ লাক্ষণিক ।৩১ [কিন্তু কোনপ্রকার সম্বন্ধ ব্যতিরেকে লক্ষণা কিপ্রকারে

ভাবদীপিকা

সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**ফলাত্মকত্বাৎ**—'আর আদিত্য' ইত্যাদি (২৫ বাক্য)।

[সন্নিকৃষ্টলক্ষণা ও বিপ্রকৃষ্টলক্ষণা।]

(৩) ভগবান্ ভাষ্যকার এই স্থলে **সন্নিকৃষ্টলক্ষণা** ও **বিপ্রকৃষ্টলক্ষণার** কথা বলিলেন। তাহাদের পরিচয় এই—যেখানে পদের শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থের (—শক্যের) সহিত লক্ষিত পদার্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে, সেই স্থলে তাদৃশ লক্ষণাকে বলে—**সন্নিকৃষ্টলক্ষণা**। যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ"—'গঙ্গাতে ঘোষপল্লী', এই স্থলে গঙ্গাপদের শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থ যে 'গঙ্গাজলপ্রবাহ' তাহার উপর মনুষ্যবসতি সম্ভব না হওয়ায় তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিবশতঃ গঙ্গাপদের লাক্ষণিক

শাঙ্করভাষ্যম্

কৃষ্টেন বা স্বার্থসম্বন্ধেন প্রবর্ত্ততে।৩২ তত্র যদ্যপি ঋক্সাময়োঃ পৃথিব্যগ্নিদৃষ্টিচিকীর্ষা, তথাপি প্রসিদ্ধয়োঃ ঋক্সাময়োঃ ভেদেন অনুকীর্ত্তনাৎ পৃথিব্যগ্ন্যোশ্চ সন্নিধানাৎ তয়োঃ এব এষঃ ঋক্সাম-শব্দপ্রয়োগঃ ঋক্সামসম্বন্ধাৎ ইতি নিশ্চীয়তে।৩৩ ক্ষত্তৃশব্দঃ

ভাষ্যানুবাদ

হইবে? উত্তর—] আর লক্ষণা যে স্থলে যেমন সম্ভব নিকটবর্ত্তী বা দূরবর্ত্তী যে নিজের অর্থ, তাহার সহিত সম্বন্ধের দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে (৩)।৩২ [আচ্ছা, লক্ষণা না হয় দুইপ্রকার, তাহাতে প্রস্তাবিত স্থলে কি হইল? উত্তর—"ইয়ম্ এব ঋক্ অগ্নিঃ সাম" (ছাঃ ১।৬।১), ইত্যাদি] সেই স্থলে যদিও [কর্ম্মাঙ্গভূত] ঋক্ ও সামে পৃথিবী ও অগ্নিদৃষ্টি করিবার ইচ্ছা [শ্রুতির] আছে, তথাপি ["তস্মাৎ ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে" (ঐ), এই স্থলে] প্রসিদ্ধ ঋক্ ও সামের ভিন্নভাবে অনুকীর্ত্তন (—বর্ণনা) হওয়ায় এবং [আধার-আধেয়ভাবে] পৃথিবী ও অগ্নির নৈকট্য থাকায়, সেই দুইটীতেই ঋক্ ও সামশব্দের [লাক্ষণিক] প্রয়োগ হইয়াছে, কারণ ঋক্ ও সামের সহিত পৃথিবী ও অগ্নির "স্ববাচ্যার্থেদ্রষ্টব্যতারূপ" পরম্পরা] সম্বন্ধ আছে, ইহা নিশ্চয় করা হইতেছে (৪)।৩৩ আর সারথিশব্দ [রথচালনাদিতে স্বেচ্ছায়

ভাবদীপিকা

অর্থ হয় 'গঙ্গাতীর'। এই গঙ্গাতীররূপ' লক্ষ্যার্থের সহিত 'গঙ্গাজলপ্রবাহরূপ' শক্যার্থের সাক্ষাদ্ভাবে সংযোগরূপ সম্বন্ধ থাকে। সেইহেতু এইপ্রকার লক্ষণাকে বলা হয়—**সন্নিকৃষ্টলক্ষণা**, বা **কেবললক্ষণা**। আর যে স্থলে শক্যার্থের সহিত পরম্পরাসম্বন্ধে অন্য অর্থের প্রতীতি হয়, সেইপ্রকার লক্ষণাকে বলে—**বিপ্রকৃষ্টলক্ষণা**, বা **লক্ষিতলক্ষণা**। যেমন "অগ্নিঃ অধীতে অনুবাকম্"—'অগ্নি বেদাধ্যয়ন করিতেছে', এই স্থলে জড় অগ্নির পক্ষে বেদাধ্যয়ন সম্ভব না হওয়ায় তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিবশতঃ অগ্নিশব্দের অর্থ হয়—'অগ্নিসদৃশ তীব্রত্ব ও ও শুচিত্বাদিগুণযুক্ত বালক'। গঙ্গাপ্রবাহ ও গঙ্গাতীরের মধ্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধের ন্যায় সম্বন্ধ কিন্তু অগ্নি পদার্থ ও বালকের মধ্যে নাই। পরন্তু অগ্নিনিষ্ঠ তীব্রত্ব ও শুচিত্বাদিকে অবলম্বন করিয়া 'অগ্নিনিষ্ঠতীব্রত্বশুচিত্বাদি গুণবত্ত্বরূপ' একটী পরম্পরা সম্বন্ধকে দ্বার করিয়া তদ্গুণযুক্ত বালককে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেইহেতু এইপ্রকার লক্ষণাকে বলা হয়—'বিপ্রকৃষ্টলক্ষণা'।

(৪) "স্ববাচ্যার্থেদ্রষ্টব্যতা", ইহার পরিষ্কৃতি এই—স্বশব্দে ঋক্ ও সাম শব্দ গ্রহণীয়, তাহাদের বাচ্যার্থ ঋক্ ও সাম পদার্থ, সেই দুইটীতে দ্রষ্টব্য (—আরোপ্য) যথাক্রমে পৃথিবী ও অগ্নিদৃষ্টি। এইরূপে দ্রষ্টব্যতা গেল পৃথিবী ও অগ্নিতে। এইপ্রকারে "তদ্ এতদ্ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম" (ছাঃ ১।৬।১), অত্রস্থ ঋক্ ও সাম শব্দের বিপ্রকৃষ্টলক্ষণালব্ধ অর্থ হইল যথাক্রমে পৃথিবী ও অগ্নি। কিন্তু এইপ্রকার লাক্ষণিকার্থ কেন অঙ্গীকার করা হইবে? উত্তর—"প্রসিদ্ধয়োঃ ঋক্সাময়োঃ "তস্মাৎ ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে" (ছাঃ ১।৬।১), ইতি ভেদানুকীর্ত্তনাৎ পৌনরুক্ত্যাপাতাৎ "তদ্ এতদ্ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম" (ঐ), ইত্যত্র গ্রহণং ন সম্ভবতি" (প্রকটার্থবিবরণ)। অর্থাৎ "তদ্ এতদ্ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম", এই স্থলে ঋক্ ও

শাঙ্করভাষ্যম্

অপি হি কুতশ্চিৎ কারণাৎ রাজানম্ উপসর্পন্ ন নিবারয়িতুং পার্য্যতে।৩৪ "ইয়ম্ ঋক্"এব (ছাঃ ১।৬।১), ইতি চ যথাক্ষরন্যাসম্ ঋচঃ এব পৃথিবীত্বম্ অবধারয়তি; পৃথিব্যাঃ হি ঋক্ত্বে অবধার্য্যমাণে 'ইয়ম্ ঋক্ এব' ইতি অক্ষরন্যাসঃ স্যাৎ।৩৫ "যঃ এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি" (ছাঃ ১।৭।৯), ইতি চ অঙ্গাশ্রয়ম্ এব বিজ্ঞানম্ উপসংহরতি, ন পৃথিব্যাদ্যাশ্রয়ম্।৩৬ তথা "লোকেষু পঞ্চবিধং সাম উপাসীত" (ছাঃ ২।২।১), ইতি যদ্যপি সপ্তমীনির্দ্দিষ্টাঃ

ভাষ্যানুবাদ

প্রবৃত্তি ইত্যাদি] কোন কারণবশতঃ রাজাকে প্রাপ্ত (—তাঁহাতে প্রযুক্ত) হইলে নিবারণ করিতে পারা যায় না।৩৪

[সিঃ—'এব'কারশ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণবলে কর্ম্মাঙ্গে সিদ্ধপদার্থ দৃষ্টি অবধারণ।]

[ঋগাদিকর্ম্মাঙ্গে পৃথিব্যাদি সিদ্ধপদার্থদৃষ্টি করিতে হইবে, এই বিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "ইয়ম্ এব ঋক্", এই স্থলে [শ্রুতির] অক্ষরের বিন্যাসানুযায়ী (—নিশ্চয়ার্থক 'এব'কারের অন্বয়ানুসারে) ঋকেরই পৃথিবীত্বকে (—ঋকে পৃথিবীদৃষ্টিকে) অবধারণ করিতেছেন; যেহেতু পৃথিবীর ঋকৃত্ব (—পৃথিবীতে ঋগ্দৃষ্টি) অবধারিত হইলে "ইয়ম্ ঋগ্ এব", এইপ্রকার অক্ষরবিন্যাস হইত।৩৫ [যজ্ঞপ্রয়োগের অন্তর্গত সামগানকালে অনুষ্ঠেয়স্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলেও কর্ম্মাঙ্গে সিদ্ধপদার্থদৃষ্টি নির্ণীত হয়, ইহা বলিতেছেন—] আর "যিনি এইপ্রকার জানিয়া সামগান করেন", এইপ্রকারে [শ্রুতি] কর্ম্মাঙ্গে আশ্রিত বিজ্ঞানকেই (—সামগানরূপ কর্ম্মাঙ্গে অন্যপদার্থদৃষ্টিরূপ উপাসনাকেই) উপসংহার করিতেছেন, কিন্তু পৃথিব্যাদিতে (—পৃথিব্যাদি সিদ্ধপদার্থে) আশ্রিত উপাসনাকে নহে।৩৬

[সিঃ—পূর্ব্ববাদীর প্রমাণ ও যুক্তিসকল নিরাকরণকরতঃ কর্ম্মাঙ্গে সিদ্ধপদার্থদৃষ্টিরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন।]

[পূর্ব্ববাদী—সপ্তমীবিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে সিদ্ধপদার্থে কর্ম্মাঙ্গদৃষ্টির

ভাবদীপিকা

সাম শব্দে আধার-আধেয়ভাবে অবস্থিত নিকটবর্ত্তী পৃথিবী ও অগ্নি।গৃহীত না হইলে "তস্মাৎ ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে", এই স্থলে মুখ্যার্থক ঋক্ ও সাম শব্দের পুনরুক্তি হইয়া পড়িবে। তাহা সঙ্গত নহে; সেইহেতু প্রথমোক্ত স্থলে লাক্ষণিকার্থ গৃহীত হইয়াছে"। যাহাহউক্, এইরূপে পুনরুক্তি দোষের পরিহারের জন্য "স্ববাচার্থেদ্রষ্টব্যতারূপ" পরম্পরাসম্বন্ধে ঋক্ ও সাম শব্দে যথাক্রমে পৃথিবী ও অগ্নির প্রাপ্তি হওয়ায় সেই সম্বন্ধের অবয়ববলে কর্ম্মাঙ্গভূত ঋকে ও সামে যথাক্রমে পৃথিবী ও অগ্নিরূপ সিদ্ধপদার্থদৃষ্টি করিতে হইবে, ইহা নির্ণীত হইল। শঙ্কা—কিন্তু পৃথিবীতে ও অগ্নিতে যদি এইপ্রকারে ঋক্ ও সাম শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে রাজাতেও "স্ববাচ্যার্থে দ্রষ্টব্যতা" সম্বন্ধে সারথিশব্দের এইপ্রকার লাক্ষণিক প্রয়োগ অঙ্গীকার করিতে হইবে। [স্ব—রাজন্শব্দ, তাহার বাচ্যার্থ—রাজপদার্থ, তাহাতে দ্রষ্টব্য (—আরোপ্য) সারথিদৃষ্টি, দ্রষ্টব্যতা গেল সারথিতে]। তদুত্তরে বলিতেছেন—ক্রতুশব্দঃ—আর সারথিশব্দ ইত্যাদি (৩৪ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

লোকাঃ, তথাপি সাম্নি এব তে অধ্যস্যেরন্, দ্বিতীয়ানির্দ্দেশেন সাম্নঃ উপাস্যত্বাবগমাৎ ।৩৭ সামনি হি লোকেষু অধ্যস্যমানেষু সাম লোকাত্মনা উপাসিতং ভবতি, অন্যথা পুনঃ লোকাঃ সামাত্মনা উপাসিতাঃ স্যুঃ ।৩৮ এতেন "এতদ্ গায়ত্রং প্রাণেষু

ভাষ্যানুবাদ

কথা বলিয়াছেন, (১৩ বাক্য) ; তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—] এইরূপে ["পৃথিব্যাদি] লোকসকলে পঞ্চবিধ সামকে (—সামের উদ্গীথাদি পাঁচটী ভক্তিকে) উপাসনা করিবে", এই স্থলে যদিও লোকসকল সপ্তমীবিভক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলেও সামেই তাহারা (—লোকসকল) আরোপিত হইবে, যেহেতু ['সাম' এইরূপে] দ্বিতীয়াবিভক্তির (—দ্বিতীয়াবিভক্তিরূপ বলবান্ শ্রুতিপ্রমাণের) নির্দ্দেশ দ্বারা সামেরই উপাস্যতা অবগত হওয়া যায় (৫) ।৩৭ [ইহার সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] দেখ, সামে লোকসকল আরোপিত হইলে সাম লোকাত্মকরূপে উপাসিত হয়, কিন্তু অন্যথা (—অন্যপ্রকার হইলে, অর্থাৎ লোকসকলে সাম আরোপিত হইলে) লোকসকল সামাত্মকরূপে উপাসিত হইবে (৬) ।৩৮ ইহার

ভাবদীপিকা

(৫) ফলাত্মক হওয়ায় লোকাদি সিদ্ধ পদার্থ কর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা বলা হইয়াছে (২৫ বাক্য)। এই স্থলে ৪।১।৪ অধিকরণে প্রতিপাদিত "নিকৃষ্টে উৎকৃষ্টদৃষ্টি (—নিকৃষ্ট কর্ম্মাঙ্গে উৎকৃষ্ট লোকাদিদৃষ্টি) কর্ত্তব্য", এই লৌকিকন্যায়পুষ্ট দ্বিতীয়াবিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে পূর্ব্ববাদীর সপ্তমীবিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণ নিরাকৃত হইল (প্রকটার্থবিঃ) ["অর্থবিপ্রকর্ষাৎ" (জৈঃ সূঃ ৩।৩।১৪), এই ন্যায়ানুসারে সপ্তমীবিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণ হইতে দ্বিতীয়াবিভক্তিরূপ, তাহা বলবান্ (১।২৫৬-২৬২ পৃঃ দ্রঃ] ।

(৬) ভাব এই—"লোকেষু পঞ্চবিধং সাম উপাসীত" (ছাঃ ২।২।১), এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়ানুসারে সিদ্ধপদার্থ লোকসকলে কর্ম্মাঙ্গভূত সাম আরোপিত হইলে শ্রুতিবাক্যটীর অর্থ হইবে—"সামাত্মকরূপে লোকসকলকে উপাসনা করিবে"। তাহাতে 'লোকেষু এই স্থলে পঠিত সপ্তমী এবং "সাম উপাসীত", অত্রস্থ সামশব্দে প্রযুক্ত দ্বিতীয়া, এই উভয় বিভক্তির অর্থ ত্যক্ত হইবে ; কারণ "লোকেষু", অত্রস্থ সপ্তমীর অর্থ করা হইয়াছে—'লোকসকলকে', ইহা দ্বিতীয়াবিভক্তির অর্থ এবং 'সাম' অত্রস্থ দ্বিতীয়ার অর্থ করা হইয়াছে—'সামাত্মকরূপে', ইহা তৃতীয়াবিভক্তির অর্থ। পক্ষান্তরে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায়ানুসারে কর্ম্মাঙ্গভূত সামে সিদ্ধপদার্থ লোকসকল আরোপিত হইলে উক্ত শ্রুতিবাক্যটীর অর্থ হইবে—"লোকাত্মকরূপে সামকে উপাসনা করিবে।" তাহাতে "লোকেষু" এই সপ্তমীবিভক্তির অর্থ ত্যক্ত হইবে, কারণ ইহার অর্থ করা হইয়াছে—'লোকাত্মকরূপে', ইহা তৃতীয়াবিভক্তির অর্থ। কিন্তু "সাম উপাসীত"—'সামকে উপাসনা করিবে', অত্রস্থ সামশব্দে প্রযুক্ত দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ পরিত্যক্ত হইবে না। ফলে সিদ্ধান্তীর পক্ষে লাঘব হয়। অতএব একটী বিভক্তির অর্থত্যাগরূপ লাঘবানুরোধে কর্ম্মাঙ্গে সিদ্ধপদার্থদৃষ্টিরূপ অর্থই গ্রহণীয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রোতম্" (ছাঃ ২।১১।১) ইত্যাদি ব্যাখ্যাতম্।৩৯ যত্রাপি তুল্যঃ দ্বিতীয়ানির্দ্দেশঃ—"অথ খলু অমুম্ আদিত্যং সপ্তবিধং সাম উপাসীত" (ছাঃ ২।৯।১) ইতি, তত্রাপি "সমস্তস্য খলু সাম্নঃ উপাসনং সাধু" (ছাঃ ২।১।১), "ইতি তু পঞ্চবিধস্য" (ছাঃ ২।৭।২), "অথ সপ্তবিধস্য" (ছাঃ ২।৮।১), ইতি চ সাম্নঃ এব উপাস্যত্বোপক্রমাৎ তস্মিন্ এব আদিত্যাদ্যধ্যাসঃ।৪০ এতস্মাৎ এব চ সাম্নঃ উপাস্যত্বাবগমাৎ "পৃথিবী হিঙ্কারঃ" (ছাঃ ২।২।১) ইত্যাদিনির্দ্দেশবিপর্য্যয়ে অপি

ভাষ্যানুবাদ

দ্বারা (—একটী বিভক্তির অর্থত্যাগরূপ লঘুতার দ্বারা) "এই গায়ত্রনামক সাম প্রাণসকলে প্রতিষ্ঠিত", ইত্যাদি ব্যাখ্যাত হইল (৭)।৩৯ আর যেখানে দ্বিতীয়াবিভক্তির নির্দ্দেশ সমান, যথা—"অনন্তর ঐ আদিত্যকে সপ্তবিধ সামকে উপাসনা করিবে" ইত্যাদি; সেই স্থলেও "সর্ব্বাবয়বযুক্ত সামের উপাসনা উত্তম", "এই স্থলে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা শেষ হইল" এবং "অনন্তর সপ্তবিধ সামের উপাসনা বর্ণিত হইতেছে", ইত্যাদিপ্রকারে সামেরই উপাস্যতার উপক্রম হওয়ায় (—পরম উপক্রমে সামই উপাস্যরূপে বর্ণিত হওয়ায় [পরম উপক্রমের প্রাবল্য ও প্রকরণপ্রমাণবলে কর্ম্মাঙ্গভূত] তাহাতেই [অকর্ম্মাঙ্গভূত] আদিত্যাদির আরোপ হইবে।৪০ [আর যে অসঞ্জাতবিরোধিন্যায়বলে প্রথমে পঠিত পৃথিবী প্রভৃতিতে চরমে পঠিত হিঙ্কারাদির আরোপের কথা বলা হইয়াছে (১৬ বাক্য)। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—পরম উপক্রমের বলে] সামেরই এইপ্রকার উপাস্যতা অবগত হওয়া যায় বলিয়া

ভাবদীপিকা

(৭) তাৎপর্য্য এই—গায়ত্রসামোপাসনার উৎপত্তিবিধি হওয়ায়; "এতদ্ গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতম্" (ছাঃ ২।১১।১), এই স্থলে "উপাসীত" এই পদের অধ্যাহার করিয়া অর্থবোধ করিতে হইবে। তাহাতে অর্থ হইবে—"প্রাণসকলে প্রতিষ্ঠিত এই গায়ত্রনামক সামকে উপাসনা করিবে"। পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়ানুসারে সিদ্ধপদার্থ (—অকর্ম্মাঙ্গভূত পদার্থ) প্রাণসকলে কর্ম্মাঙ্গভূত গায়ত্রসাম আরোপিত হইলে (—প্রাণে গায়ত্রসামদৃষ্টি করিলে), উক্ত শ্রুতবাক্যটীর অর্থ হইবে—'গায়ত্রসামাত্মকরূপে প্রাণসকলকে উপাসনা করিবে'। ফলে পূর্ব্ববৎ দ্বিতীয়া ও সপ্তমী, এই উভয় বিভক্তির অর্থ ত্যক্ত হইয়া পড়িবে। পক্ষান্তরে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায়ানুসারে কর্ম্মাঙ্গভূত গায়ত্রসামে অকর্ম্মাঙ্গভূত প্রাণসকল আরোপিত হইলে, উক্ত শ্রুতিবাক্যটীর অর্থ হইবে—'প্রাণাত্মকরূপে গায়ত্রনামক সামকে উপাসনা করিবে'। ফলে পূর্ব্ববৎ "প্রাণেষু" অত্রস্থ সপ্তমী বিভক্তির অর্থমাত্র ত্যক্ত হইবে, "গায়ত্রং" অত্রস্থ দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ ত্যক্ত হইবে না। ফলে লাঘব হয়। পুনঃ আশঙ্কা হয়—যে স্থলে দুইপ্রকার বিভক্তি শ্রুত হয়, সেই স্থলে না হয় উক্তপ্রকারে লাঘব হইল। কিন্তু যে স্থলে অধিষ্ঠান ও আরোপ্য, উভয়ত্র একই বিভক্তি শ্রুত হয়, সেই স্থলে কিপ্রকারে সিদ্ধান্ত নির্ণীত হইবে? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—যত্রাপি—'আর যেখানে', ইত্যাদি (৪০ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

হিঙ্কারাদিষু এব পৃথিব্যাদিদৃষ্টিঃ ।৪১ তস্মাৎ অনঙ্গাশ্রয়াঃ আদিত্যাদিমতয়ঃ অঙ্গেষু উদগীথাদি ক্ষিপ্যেরন্ ইতি সিদ্ধম্ ।৪২॥৪।১।৫॥

ইতি পঞ্চমম্ আদিত্যাদিমত্যধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

"পৃথিবীই হিঙ্কার" ইত্যাদি স্থলে [প্রাথম্য নির্দ্দেশের] বিপর্য্যয় হইলেও [পরম উপক্রমের প্রাবল্য, প্রবল প্রকরণপ্রমাণ ও দ্বিতীয়াবিভক্তিরূপ (৮) শ্রুতিপ্রমাণের বলে কর্ম্মাঙ্গভূত] হিঙ্কারাদিতেই পৃথিব্যাদি [সিদ্ধপদার্থ] দৃষ্টি করিতে হইবে ।৪১ সেইহেতু (—প্রবল প্রমাণ ও প্রবল যুক্তিসকলের বলে দুর্ব্বল প্রমাণ ও দুর্ব্বল যুক্তিসকল বাধিত হইয়া পড়ে বলিয়া) যাহারা অঙ্গতাকে আশ্রয় করে না (—কর্ম্মাঙ্গ নহে) সেই আদিত্যাদি দৃষ্টিসকল কর্ম্মাঙ্গভূত উদ্‌গীথ প্রভৃতিতে নিক্ষিপ্ত হইবে (—কর্ম্মাঙ্গে অকর্ম্মাঙ্গভূত সিদ্ধপদার্থদৃষ্টি করিতে হইবে), ইহা সিদ্ধ হইল ।৪২॥৪।১।৬॥ আদিত্যাদিমত্যধিকরণ সমাপ্ত ।

৬। আসীনাধিকরণম্ [৭-১০ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—উপাসনাকালে উপবেশনের আবশ্যকতা ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে আসননিয়মনিরপেক্ষ (—যাহাতে নিয়মিতভাবে উপবিষ্ট হইয়াই অনুষ্ঠান করিতে হয় না, এতাদৃশ) কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনাসকলের অনুষ্ঠান-প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। যেসকল উপাসনা কর্ম্মাঙ্গে আশ্রিত নহে, সেই সকলেও তদ্রূপ আসননিয়মের অপেক্ষা নাই ; এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—ব্রহ্মবিদ্যার সাধনভূত নিদিধ্যাসনে এবং কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনা হইতে ভিন্ন উপাসনাসকলে আসননিয়মরূপ বিশেষ অনুষ্ঠান প্রসঙ্গতঃ বিচারিত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয় ।

ন্যায়মালা

নাস্ত্যাসনস্য নিয়ম উপাস্তাবুত বিদ্যতে ।
ন দেহস্থিতিসাপেক্ষং মনোঽতো নিয়মো ন হি॥
শয়নোত্থানগমনৈর্বিক্ষেপস্যানিবারণাৎ ।
ধীসমাধানহেতুত্বাৎ পরিশিষ্যত আসনম্ ॥

ভাবদীপিকা

(৮) পরম উপক্রমের প্রাবল্য ৪০ সংখ্যক বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। সামোপাসনার প্রকরণ হওয়ায় প্রস্তাবিত স্থলে সিদ্ধান্তীর পক্ষে প্রকরণপ্রমাণ আছে, বুঝিতে হইবে । আর "পঞ্চবিধং সাম উপাসীত" (ছাঃ ২।২।১), ইত্যাদি স্থলে শ্রুত সামশব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তিই সিদ্ধান্তীর অনুকূল শ্রুতিপ্রমাণ। হিঙ্কারও সামমাত্র হওয়ায় "পৃথিবী হিঙ্কারঃ" (ঐ), ইত্যাদি স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তি বিবক্ষিত, বুঝিতে হইবে।

অন্বয়—উপাস্তৌ আসনস্য নিয়মঃ নাস্তি, উত বিদ্যতে। মনঃ দেহস্থিতিসাপেক্ষং ন, অতঃ নিয়মঃ ন হি। শয়নোত্থানগমনৈঃ বিক্ষেপস্য অনিবারণাৎ, ধীসমাধানহেতুত্বাৎ আসনং পরিশিষ্যতে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা।

সংশয়—[কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনেভ্যঃ সম্যগ্‌দর্শনাৎ চ অতিরিক্তানি উপাসনানি অত্র বিষয়ঃ। অনুষ্ঠেয়ং কর্ম্ম কিঞ্চিৎ তিষ্ঠতা অনুষ্ঠীয়তে, কিঞ্চিৎ উপবিষ্টেন ইতি অনেকধানুষ্ঠান-দৃষ্টেঃ ভবতি সংশয়ঃ—] উপাস্তৌ আসনস্য নিয়মঃ নাস্তি, উত বিদ্যতে ?

পূর্ব্বপক্ষ—[মানসব্যাপারং প্রতি দেহস্থিতিবিশেষস্য অনুপযুক্তত্বাৎ] মনঃ দেহস্থিতি-সাপেক্ষং ন [ভবতি]। অতঃ [‘আসীনেন এব উপাসিতব্যম্’ ইতি] নিয়মঃ ন হি [বিদ্যতে]।

সিদ্ধান্ত—[ন তাবৎ শয়ানেন উপাসিতুং শক্যম্, অকস্মাৎ নিদ্রয়া অভিভূতেঃ সম্ভবাৎ। নাপি উত্থিতেন গচ্ছতা বা, দেহধারণমার্গনিশ্চয়াদিব্যাপারেণ চিত্তস্য বিক্ষিপ্তত্বাৎ। অতঃ] শয়নোত্থানগমনৈঃ বিক্ষেপস্য অনিবারণাৎ, ধীসমাধানহেতুত্বাৎ [চ] আসনং পরি-শিষ্যতে। [অতঃ ‘আসীনেন এব উপাসিতব্যম্’ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনাসকল হইতে এবং সম্যগ্‌জ্ঞান (—তত্ত্বমসিবাক্যোত্থ নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান) হইতে ভিন্ন উপাসনাসকল এখানে বিষয়। কোন কোন অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম দণ্ডায়মান ব্যক্তিকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, কোন কোনটী বা উপবিষ্ট ব্যক্তিকর্ত্তৃক, এইরূপে অনেক-প্রকারে অনুষ্ঠান পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া সংশয় হয়—] উপাসনাতে আসনের নিয়ম (—উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা করিবে, এইপ্রকার নিয়ম) নাই, অথবা আছে ?

পূর্ব্বপক্ষ—[মানসব্যাপারের প্রতি দেহের স্থিতিবিশেষের উপযোগিতা না থাকায়] মন দেহের স্থিতিকে (—আসীনাদি অবস্থাকে) অপেক্ষা করে না। সেইহেতু [‘উপবিষ্ট-কর্ত্তৃকই উপাসনা অনুষ্ঠেয়’, এইপ্রকার] নিয়ম নিশ্চয়ই বিদ্যমান নাই।

সিদ্ধান্ত—[শয়ানব্যক্তিকর্ত্তৃক উপাসনানুষ্ঠান সাধ্যায়ত্ত নহে, কারণ অকস্মাৎ নিদ্রার দ্বারা অভিভূত হওয়া সম্ভব। আবার দণ্ডায়মান বা গমনশীল ব্যক্তিকর্ত্তৃকও সম্ভব নহে, যেহেতু দেহের বিধৃতি এবং পথনির্ণয়াদি ব্যাপারের দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। সেইহেতু] শয়ন উত্থান ও গমনের দ্বারা বিক্ষেপের নিরাকরণ না হওয়ায় এবং বুদ্ধির একাগ্রতার হেতু হওয়ায় উপবেশনই অবশিষ্ট থাকে। [অতএব ‘উপবিষ্টকর্ত্তৃকই উপাসনা অনুষ্ঠেয়’, ইহা সিদ্ধ হইল]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, আসনাদি নিয়মের আবশ্যকতা নাই, সিদ্ধান্তে—তাহা আছে।

আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥৪।১।৭

সূত্রার্থ—[কর্ম্মাঙ্গানাশ্রিতানি উপাসনানি কিং তিষ্ঠন্ আসীনঃ শয়ানঃ বা কুর্য্যাৎ ইতি অনিয়মঃ, উত আসীনঃ এব ইতি নিয়মঃ, ইতি বিশয়ে ; অনিয়মঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্ত—] **আসীনঃ**—উপবিষ্টঃ এব [প্রকৃতোপাসনানি কুর্ব্বীত। কুতঃ ?] **সম্ভ-বাৎ**—গমনাদীনাং চিত্তবিক্ষেপকরত্বয়া সমানপ্রত্যয়প্রবাহাত্মকস্য উপাসনস্য আসীনে এব উপাসকে সম্ভবাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[কর্ম্মাঙ্গে অনাশ্রিত উপাসনাসকলকে কি দণ্ডায়মান হইয়া, উপবিষ্ট হইয়া, অথবা শয়ান হইয়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এইপ্রকারে অনিয়ম হইবে ; অথবা উপবিষ্ট

হইয়াই করিতে হইবে, এইপ্রকার নিয়ম হইবে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; 'অনিয়ম হইবে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] আসীনঃ—উপবিষ্ট হইয়াই [প্রস্তাবিত উপাসনা-সকলকে করিতে হইবে। কেন ? উত্তর—] সম্ভবাৎ—যেহেতু গমন প্রভৃতি চিত্ত বিক্ষেপকর হওয়ায় সমানপ্রত্যয়প্রবাহাত্মক উপাসনা উপবিষ্ট উপাসকেই সম্ভব, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধেষু তাবৎ উপাসনেষু কর্ম্মতন্ত্রত্বাৎ ন আসনাদি-চিন্তা।১ নাপি সম্যগ্‌দর্শনে, বস্তুতন্ত্রত্বাৎ বিজ্ঞানস্য।২ ইতরেষু তু উপাসনেষু কিম্ অনিয়মেন তিষ্ঠন্ আসীনঃ শয়ানঃ বা প্রবর্ত্তেত, উত নিয়মেন আসীনঃ এব ইতি চিন্তয়তি।৩ তত্র মানসত্বাৎ উপাসনস্য অনিয়মঃ শরীরস্থিতেঃ ইতি।৪ এবং প্রাপ্তে ব্রবীতি—আসীনঃ এব উপাসীত ইতি।৫ কুতঃ?৬ সম্ভবাৎ।৭ উপাসনং নাম সমানপ্রত্যয়প্রবাহকরণম্।৮ ন চ তৎ গচ্ছতঃ ধাবতঃ বা সম্ভবতি, গত্যাদীনাং চিত্তবিক্ষেপকত্বাৎ।৯ তিষ্ঠতঃ অপি দেহধারণে ব্যাপৃতং মনঃ ন সূক্ষ্মবস্তুনিরীক্ষণক্ষমং ভবতি।১০ শয়ানস্য অপি অকস্মাৎ এব নিদ্রয়া অভিভূয়েত।১১ আসীনস্য তু এবংজাতীয়কঃ

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—মানসব্যাপারাত্মক উপাসনাতে আসনাদি শরীরব্যাপারের উপযোগিতা নাই।]

কর্ম্মের অধীন হওয়ায় কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধ উপাসনাসকলে আসনাদি (—উপবেশনাদি) বিষয়ক বিচার নাই। [কারণ আসীনাদি যে অবস্থাতে তৎ কর্ম্মাঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়, তদাশ্রিত উপাসনার অনুষ্ঠানও সেই অবস্থাতেই হইয়া থাকে]।১ আর সম্যগ্‌দর্শনেও (—তত্ত্বমসিবাক্যোত্থ নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানেও) তাহা নাই, কারণ [ব্রহ্মাত্ম-] বিজ্ঞান বস্তুতন্ত্র।২ কিন্তু তদ্ভিন্ন উপাসনাসকলে কি অনিয়মিতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, উপবিষ্ট হইয়া, অথবা শয়ান হইয়া প্রবৃত্ত হইবে, কিম্বা নিয়মিতভাবে উপবিষ্ট হইয়াই প্রবৃত্ত হইবে, ইহা বিচার করা হইতেছে।৩ সেই বিষয়ে [পূর্ব্বপক্ষী] বলেন—] উপাসনা মানসব্যাপার হওয়ায় শরীরস্থিতির নিয়ম নাই, [যেহেতু শরীর হইতে মন ভিন্ন পদার্থ] ইত্যাদি।৪

[সিঃ—চিত্তবিক্ষেপ ও নিদ্রাদি পরিহার সম্ভব হওয়ায় উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা কর্ত্তব্য।]

এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে সিদ্ধান্তী] বলিতেছেন—উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা করিবে।৫ তাহাতে হেতু কি ?৬ [উত্তর—] যেহেতু তাহা সম্ভব।৭ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] সমানাকারা মানসবৃত্তির যে প্রবাহকরণ, তাহার নাম উপাসনা।৮ তাহা কিন্তু যিনি গমন করেন, বা যিনি ধাবিত হন, তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে; যেহেতু গতি প্রভৃতি চিত্তের বিক্ষেপকারক।৯ যিনি দণ্ডায়মান থাকেন, তাঁহার পক্ষেও দেহধারণে ব্যাপৃত মন সূক্ষ্মবস্তু নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না।১০ আর যিনি শয়ান থাকেন, তাঁহার মনও অকস্মাৎ নিদ্রার দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে।১১ যিনি উপবিষ্ট থাকেন, তাঁহার পক্ষে কিন্তু এইজাতীয় বহু দোষ সহজে

শাঙ্করভাষ্যম্

ভূয়ান্ দোষঃ সুপরিহরঃ ইতি সম্ভবতি তস্য উপাসনম্ ।১২॥৪।১।৭॥

ভাষ্যানুবাদ

পরিহৃত হইয়া থাকে, এইহেতু তাঁহার পক্ষে উপাসনা সম্ভব (১) ।১২॥৪।১।৭॥

ধ্যানাচ্চ ॥৪।১।৮॥

সূত্রার্থ—[অপিচ] **ধ্যানাৎ**—উপাসনানাং ধ্যায়ত্যর্থধ্যানরূপত্বাৎ, **চ**—ধ্যানশব্দস্য চ আসীনেষু বকাদিষু একবিষয়দৃষ্টিষু প্রয়োগাৎ [আসীনঃ এব উপাসীত ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[আর দেখ] **ধ্যানাৎ**—উপাসনাসকল "ধ্যৈ" ধাতুর অর্থ যে ধ্যান, তদাত্মক হওয়ায়, **চ**—এবং একবিষয়ে নিবদ্ধদৃষ্টি উপবিষ্ট বক্ প্রভৃতিতে ধ্যানশব্দের প্রয়োগ হওয়ায় (—তাদৃশ স্থলে 'বক ধ্যান করিতেছে', এইপ্রকার শব্দপ্রয়োগ হওয়ায়, উপবিষ্ট হইয়াই উপসনা করিবে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ ধ্যায়ত্যর্থঃ এষঃ যৎ সমানপ্রত্যয়প্রবাহকরণম্ ।১ ধ্যায়তিশ্চ প্রশিথিলাঙ্গচেষ্টেষু প্রতিষ্ঠিতদৃষ্টিষু একবিষয়াক্ষিপ্ত-চিত্তেষু উপচর্য্যমাণঃ দৃশ্যতে 'ধ্যায়তি বকঃ', 'ধ্যায়তি প্রোষিত-বন্ধুঃ' ইতি ।২ আসীনশ্চ অনায়াসঃ ভবতি ।৩ তস্মাদপি আসীন-কর্ম্ম উপাসনম্ ।৪॥৪।১।৮॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—স্থিরভাবে আসীনাবস্থাতে ধ্যানশব্দের প্রয়োগ হওয়ায় লৌকিকলিঙ্গবলে উপাসনা উপবেশনসাপেক্ষ।]

আর দেখ, 'ধ্যৈ' ধাতুর অর্থ ইহাই যে, সমানাকারা চিত্তবৃত্তির প্রবাহ করা।১ আবার [ধ্যানকরা অর্থে প্রযুক্ত] 'ধ্যৈ' ধাতু, যাহাদের অঙ্গচেষ্টাসকল শিথিল, যাহাদের দৃষ্টি স্থির এবং যাহাদের চিত্ত একটী বিষয়ে নিক্ষিপ্ত, সেই ব্যক্তিসকলেই গৌণভাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়, যথা—'বক ধ্যান করিতেছে', 'যাহার বন্ধু বিদেশগত, সে [বন্ধুর] ধ্যান করিতেছে', ইত্যাদি।২ [কিন্তু দণ্ডায়মানাবস্থাতেও তো ধ্যান হইতে পারে। উত্তর—] আর উপবিষ্ট ব্যক্তি আয়াসরহিত হইয়া থাকে।৩ সেইহেতুবশতঃও উপাসনা উপবিষ্ট ব্যক্তির কর্ম্ম।৪॥৪।১।৮॥

অচলত্বং চাপেক্ষ্য ॥৪।১।৯॥

পদচ্ছেদ—অচলত্বম্, চ, অপেক্ষ্য।

ভাবদীপিকা

(১) **ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার** বলেন—"ব্যাধিপীড়িত যাঁহারা নিয়মিতভাবে উপবেশন করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে 'উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা করিতে হইবে', এইপ্রকার নিয়ম আদরণীয় নহে। কিন্তু যেপ্রকারে শরীরবিন্যাস করিলে চিত্তের একগ্রতা সম্পাদিত হয়, সেই-প্রকারে অবস্থিত হইয়াই তাঁহারা উপাসনানুষ্ঠান করিবেন। যাঁহাদের পক্ষে সম্ভব, তাঁহারাই চিত্তকে দৃঢ়ভাবে একাগ্র করিবার জন্য নিয়মপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা করিবেন, ইহাই অত্রস্থ ভাষ্যের তাৎপর্য্য"।

সূত্রার্থ—[অত্রৈব শ্রৌতং দৃষ্টান্তম্ আহ—] **চ**—কিঞ্চ, ["ধ্যায়তি ইব পৃথিবী" (ছাঃ ৭।৬।১) ইত্যত্র পৃথিব্যাঃ] **অচলত্বম্ অপেক্ষ্য** [ধ্যানোপচারঃ দৃষ্টঃ। তস্মাদপি শ্রৌতলিঙ্গাৎ অসীনঃ এব উপাসীত ইতি আসননিয়মঃ সিধ্যতি ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[এই বিষয়েই শ্রৌত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] **চ**—আর, ["পৃথিবী যেন ধ্যানই করিতেছেন", ইত্যাদি এই স্থলে পৃথিবীর] **অচলত্বম্**—অচলতাকে, **অপেক্ষ্য**—অপেক্ষা করিয়া [ধ্যানশব্দের গৌণপ্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। সেই শ্রৌত-লিঙ্গপ্রমাণবলেও উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা করিবে, এই প্রকার আসনবিষয়ক নিয়ম সিদ্ধ হয়]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপি চ "ধ্যায়তি ইব পৃথিবী" (ছাঃ ৭।৬।১), ইত্যত্র পৃথিব্যাদিষু অচলত্বম্ এব অপেক্ষ্য ধ্যায়তিবাদঃ ভবতি।১ তচ্চ লিঙ্গম্ উপাসনস্য আসীনকর্ম্মত্বে।২॥৪।১।৯॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—উপবিষ্ট ব্যক্তিই উপাসনা করিবে, এই বিষয়ে শ্রৌতলিঙ্গ প্রদর্শন।]

আবার দেখ, "পৃথিবী যেন ধ্যানই করিতেছেন", ইত্যাদি এই স্থলে পৃথিবী প্রভৃতিতে অচলতাকেই অপেক্ষা করিয়া ধ্যানশব্দের প্রয়োগ আছে।১ আর তাহা 'উপাসনা উপবিষ্টের কর্ম্ম', এই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ।২॥৪।১।৯॥

স্মরন্তি চ ॥৪।১।১০॥

সূত্রার্থ—["যদ্যপি চিত্তৈকাগ্র্যরূপদৃষ্টোপকারায় আসননিয়মঃ প্রাপ্তঃ, তথাপি আসন-বিশেষনিয়মঃ স্মৃত্যা বোধ্যতে নিয়মাদৃষ্টায়" ইত্যাহ—] **চ**—কিঞ্চ, ["শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরম্ আসনম্ আত্মনঃ" (গীতা ৬।১১) ইত্যাদিনা শিষ্টাঃ উপাসনার্থম্ আসনং] **স্মরন্তি**। [অতঃ আসীনঃ এব উপাসীত ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—["যদিও চিত্তের একাগ্রতারূপ দৃষ্ট উপকারের জন্য উপবেশনবিষয়ক নিয়ম প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি নিয়মজনিত অদৃষ্টের [উৎপত্তির] জন্য [পদ্মাদি] আসনবিষয়ক বিশেষ নিয়ম স্মৃতিকর্ত্তৃক বোধিত হইতেছে" (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ), ইহা বলিতেছেন—] **চ**—আর, ["শুচি দেশে নিজের স্থির আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শিষ্টগণ উপাসনার জন্য আসনকে] **স্মরন্তি**—স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণনা করিতেছেন। [অতএব উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা করিবে, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্মরন্তি অপি চ শিষ্টাঃ উপাসনাঙ্গত্বেন আসনম্—"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরম্ আসনম্ আত্মনঃ" (গীতা ৬।১১) ইত্যাদিনা।১ অতএব পদ্মকাদীনাম্ আসনবিশেষাণাম্ উপদেশঃ যোগশাস্ত্রে।২॥৪।১।১০॥

ইতি ষষ্ঠম্ আসীনাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পদ্মকাদি আসনবিশেষের ব্যবস্থা অন্যথা অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া উপাসনা উপবিষ্ট হইয়াই করণীয়।]

আর "শুচি দেশে নিজের স্থির আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শিষ্টগণ উপাসনার অঙ্গরূপে আসনকে স্মৃতিশাস্ত্রেও বর্ণনা করিতেছেন।১ সেইহেতু

ভাষ্যানুবাদ

(—উপাসনা উপবিষ্ট ব্যক্তিরই কর্ম্ম হওয়ায়) যোগশাস্ত্রে পদ্মক প্রভৃতি আসন-বিশেষসকলের উপদেশ আছে।২॥৪।১।১০॥ আসীনাধিকরণ সমাপ্ত।

৭। একাগ্রতাধিকরণম্। [১১ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—উপাসনা দিক্ দেশ ও কাল সাপেক্ষ নহে।

অধিকরণসঙ্গতি—কর্ম্মাঙ্গে অনাশ্রিত উপাসনাসকলে আসনবিষয়ক নিয়মের ন্যায় দিগ্ ও দেশাদিবিষয়ক নিয়মও অঙ্গীকার করিতে হইবে, এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—দিগ্‌দেশাদিবিষয়ক নিয়ম ব্যতিরেকে কর্ম্মাঙ্গে অনাশ্রিত উপাসনাসকলের অনুষ্ঠানক্রম প্রসঙ্গতঃ বিচারিত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

দিগ্‌দেশকালনিমো বিদ্যতে বা ন বিদ্যতে।
বিদ্যতে বৈদিকত্বেন কর্ম্মস্বেতস্য দর্শনাৎ॥
ঐকাগ্র্যস্যাবিশেষেণ দিগাদির্ন নিয়ম্যতে।
মনোঽনুকূল ইত্যুক্তের্দৃষ্টার্থং দেশভাষণম্॥

অন্বয়—দিগ্‌দেশকালনিয়মঃ বিদ্যতে, ন বা বিদ্যতে। কর্ম্মসু এতস্য দর্শনাৎ বৈদিকত্বেন বিদ্যতে। ঐকাগ্র্যস্য অবিশেষেণ দিগাদিঃ ন নিয়ম্যতে। "মনোঽনুকূলে" ইতি উক্তেঃ দেশভাষণং দৃষ্টার্থম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[অনঙ্গাশ্রিতোপাসনানি বিষয়ঃ। "ব্রহ্মযজ্ঞেন যক্ষ্যমাণঃ প্রাচ্যাং দিশি", ইতি দিগ্‌নিয়মঃ। "প্রাচীনপ্রবণে বৈশ্বদেবেন যজেত" ইতি দেশনিয়মঃ। "অপরাহ্ণে পিণ্ড-পিতৃযজ্ঞেন চরন্তি", ইতি কালনিয়মঃ। তদেতৎ নিয়মত্রয়ং কর্ম্মণি দৃশ্যতে। কর্ম্মাঙ্গানা-শ্রিতাসু তু উপাসনাসু এবং স্পষ্টবিধানাভাবাৎ উভয়থাসম্ভবেন ভবতি সংশয়ঃ—উপাসনাসু] দিগ্‌দেশকালনিয়মঃ বিদ্যতে, ন বা বিদ্যতে?

পূর্ব্বপক্ষ—[বৈদিকেষু] কর্ম্মসু এতস্য [দিগ্‌দেশাদিনিয়মস্য] দর্শনাৎ, বৈদিকত্বেন [এতাসু উপাসনাসু অপি সঃ নিয়মঃ] বিদ্যতে।

সিদ্ধান্ত—[ঐকাগ্র্যং হি ধ্যানস্য প্রধানং সাধনম্। অতঃ] ঐকাগ্র্যস্য অবিশেষেণ [অপেক্ষিতত্বাৎ] দিগাদিঃ ন নিয়ম্যতে। [ননু "সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে" (শ্বেঃ ২।১০), ইতি যোগাভ্যাসায় দেশবিশেষঃ শ্রূয়তে ইতি চেৎ? সত্যম্, পরন্তু বাক্যশেষে] "মনোঽনুকূলে" (শ্বেঃ ২।১০) ইতি উক্তেঃ [তত্র] দেশভাষণং [সৌমনস্যরূপং] দৃষ্টার্থং [ভবিষ্যতি। তস্মাৎ নাস্তি উপাসনায়াং দিগ্‌দেশাদিনিয়মঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[কর্ম্মাঙ্গে অনাশ্রিত উপাসনাসকল বিষয়। "যিনি ব্রহ্মযজ্ঞের (—বেদ-পাঠের) অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি পূর্ব্বাভিমুখে তাহা করিবেন", ইহা দিগ্‌বিষয়ক নিয়ম।

"প্রাচীনপ্রবণে (১ ভাবদ্দীঃ) বৈশ্বদেবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে", ইহা দেশবিষয়ক নিয়ম। "অপরাহ্নকালে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে", ইহা কালবিষয়ক নিয়ম। কর্ম্মে এই নিয়মত্রয় পরিদৃষ্ট হইতেছে। কর্ম্মাঙ্গে অনাশ্রিত উপাসনাসকলে কিন্তু এইপ্রকার স্পষ্ট বিধান না থাকায় [দিগ্‌দেশাদিবিষয়ক নিয়ম পালন করিয়া, অথবা না করিয়া, এই] উভয়প্রকারে সম্ভব হওয়ায় সংশয় হয়—উপাসনাসকলে] দিক্ দেশ ও কালবিষয়ক নিয়ম আছে, অথবা নাই?

পূর্ব্বপক্ষ—[বৈদিক] কর্ম্মসকলে ইহা (—দিগ্‌দেশাদিবিষয়ক নিয়ম) পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া বৈদিক হওয়ায় [এই উপাসনাসকলেও সেই নিয়ম]·বিদ্যমান আছে।

সিদ্ধান্ত—[একাগ্রতাই ধ্যানের প্রধান সাধন। সেইহেতু] একাগ্রতা অবিশেষভাবে অপেক্ষিত হওয়ায় দিক্ প্রভৃতি নিয়মিত (—নিয়মিতভাবে অপেক্ষিত) নহে। [কিন্তু "সমতল শুদ্ধ প্রস্তরখণ্ড বহ্নি ও বালুকাবর্জ্জিত দেশে", এইপ্রকারে যোগাভ্যাসের জন্য দেশ-বিশেষ শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে, এইপ্রকার যদি বলা হয়? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—সত্য, তাহা বর্ণিত হইয়াছে, পরন্তু বাক্যশেষে] "মনের অনুকূল", এইপ্রকার কথিত হওয়ায় [সেই স্থলে] দেশবিষয়ক বর্ণনা [মনের প্রসন্নতারূপ দৃষ্টপ্রয়োজন সম্পাদক হইবে। [অতএব উপাসনাতে দিগ্‌দেশাদিনিয়ম নাই, ইহা সিদ্ধ হইল]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, উপাসনাতে দিগ্‌দেশাদির নিয়ম থাকায় চিত্তের একাগ্রতা না হইলেও সেই সকল নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠেয়। সিদ্ধান্তে—দিগাদিতে আস্থা নাই, মনের একাগ্রতার অনুকূল হইলে তাহারা অনুষ্ঠেয়, না হইলে নহে।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥৪।১।১১॥

পদচ্ছেদ—যত্র, একাগ্রতা, তত্র, অবিশেষাৎ।

সূত্রার্থ—[অঙ্গানাশ্রিতোপাসনেষু দিগাদিনিয়মঃ অস্তি, ন বা ইতি বিশয়ে; 'অস্তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—দিগাদিনিয়মঃ নাস্তি, কিং তু] **যত্র**—যস্মিন্ দিশি দেশে কালে বা, **একাগ্রতা**—চিত্তস্য একবিষয়প্রবাহঃ, **তত্র**—তস্মিন্ দেশাদৌ [উপাসীত। কুতঃ?] **অবিশেষাৎ**—দিগাদিবিশেষাশ্রবণাৎ ইত্যর্থঃ। [যদ্বা উপাসনে ইষ্টায়াঃ একা-গ্রতায়াঃ সর্ব্বত্রাবিশেষাৎ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[কর্ম্মাঙ্গে অনাশ্রিত উপাসনাসকলে দিগাদির নিয়ম আছে, অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; 'আছে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—দিগাদিবিষয়ক নিয়ম নাই। কিন্তু] **যত্র**—যে দিক্, যে দেশ, বা যে কালে, **একাগ্রতা**—চিত্তের একবিষয়ক প্রবাহ হইবে, **তত্র**—সেই দেশ প্রভৃতিতে [উপাসনা করিবে। তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] **অবিশেষাৎ**—যেহেতু দিগাদিবিষয়ক বিশেষ শ্রুতিতে বর্ণিত হয় নাই [অথবা যেহেতু উপাসনাতে অভিপ্রেত একাগ্রতা সর্ব্বত্র অবিশেষভাবে হইয়া থাকে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

দিগ্‌দেশকালেষু সংশয়ঃ—কিম্ অস্তি কশ্চিৎ নিয়মঃ, নাস্তি বা ইতি। ১ প্রায়েণ বৈদিকেষু আরম্ভেষু দিগাদিনিয়মদর্শনাৎ স্যাৎ ইহাপি কশ্চিৎ নিয়মঃ ইতি যস্য মতিঃ, তং প্রতি আহ

শাঙ্করভাষ্যম্

দিগ্‌দেশকালেষু অর্থলক্ষণঃ এব নিয়মঃ।২ যত্র এব অস্য দিশি দেশে কালে বা মনসঃ সৌকর্য্যেণ একাগ্রতা ভবতি, তত্র এব উপাসীত; প্রাচীদিক্‌পূর্ব্বাহ্ণপ্রাচীনপ্রবণাদিবৎ বিশেষাশ্রবণাৎ।৩ একাগ্রতায়াঃ ইষ্টায়াঃ সর্ব্বত্র অবিশেষাৎ।৪ ননু বিশেষম্ অপি কেচিৎ আমনন্তি—"সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ। মনোঽনুকূলে নতু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ" ॥ (শ্বে: ২।১০) ইতি যথা ইতি।৫ উচ্যতে—সত্যম্, অস্তি এবংজাতীয়কঃ নিয়মঃ।৬ সতি তু এতস্মিন্ তদ্‌গতেষু বিশেষেষু অনিয়মঃ ইতি সুহৃদ্ভূত্বা আচার্য্যঃ আচষ্টে।৭ "মনোঽনুকূলে" (ঐ) ইতি চ এষা শ্রুতিঃ যত্র একাগ্রতা তত্র এব ইতি এতদেব দর্শয়তি।৮॥৪।১।১১॥ ইতি সপ্তমম্ একাগ্রতাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ধ্যানে দিগ্‌দেশাদির নিয়ম নাই। মনের অনুকূল স্থানেই তাহা অনুষ্ঠেয়।]

[উপাসনাভ্যাসের জন্য পূর্ব্বাদি] দিক্, [তীর্থাদি] দেশ এবং [প্রদোষাদি] কাল, এই সকলে কোনপ্রকার নিয়ম আছে, অথবা নাই, ইহা সংশয়।১ [পূর্ব্বপক্ষ—] বৈদিক আরম্ভ (—অনুষ্ঠান) সকলে প্রায়ই দিগাদিবিষয়ক নিয়ম পরিদৃষ্ট হওয়ায় এখানে (—কর্ম্মাঙ্গে অনাশ্রিত উপাসনাসকলেও) কোনপ্রকার নিয়ম হইবে; এইপ্রকার যাঁহার (—যে পূর্ব্ববাদীর) বুদ্ধি, তাঁহাকে [সিদ্ধান্তী] বলিতেছেন—দিক্ দেশ ও কাল এই সকলে অর্থলক্ষণ (—অর্থ, অর্থাৎ প্রয়োজন হইয়াছে লক্ষণ (— জ্ঞাপক) যাহার এতাদৃশ) নিয়ম হইবে (— যেপ্রকার দিগ্‌দেশাদিতে চিত্তের একাগ্রতারূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, নিয়মিতভাবে তাহাই আশ্রয়ণীয়।২ ইহাই বলিতেছেন—] ইহার (—উপাসকের) যে দিকে, যে দেশে, অথবা যে কালে মনের একাগ্রতা সুকরভাবে (— সহজে) হয়, সেই স্থলেই (—সেই দিগাদিতেই) উপাসনা করা উচিত; যেহেতু [উপাসনার জন্য] পূর্ব্বদিক্ পূর্ব্বাহ্ণ এবং প্রাচীনপ্রবণাদির (১) ন্যায় বিশেষ শ্রুতিতে বর্ণিত হয় নাই।৩ আর যেহেতু [ধ্যানের অন্তরঙ্গভূত] অভিলষিত যে একাগ্রতা, তাহা সর্ব্বত্র (—সকল দিগ্‌দেশাদিতে) একইপ্রকার 'হইয়া থাকে'।৪ [শঙ্কা—] কিন্তু কেহ কেহ (—কোন কোন শাখাধ্যায়ী, দেশাদিবিষয়ক] বিশেষও পাঠ করেন, যথা—"সমতল, শুদ্ধ, প্রস্তরখণ্ড বহ্নি ও বালুকাবর্জ্জিত, শব্দবর্জ্জিত (—লোককোলাহলহীন, শীত নিবৃত্তির জন্য] জলাশয়বিহীন, মনের অনুকূল এবং চক্ষুর পীড়াদায়ক নহে, [অথবা

ভাবদীপিকা

(১) যে যজ্ঞশালার পূর্ব্বভাগ (—পূর্ব্বদিকস্থ অংশ) ঢালুভাবে নির্ম্মিত হয়, তাহাকে বলে **প্রাচীনপ্রবণ**। চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞের বৈশ্বদেব পর্ব্বস্থ আটটী যজ্ঞ এইপ্রকার যজ্ঞশালাতে সম্পাদিত হয় (কাঃ শ্রৌঃ ৫।১।১৬)।

ভাষ্যানুবাদ

'চক্ষুঃপীড়ন'—মশক, তৎশূন্য], এইপ্রকার প্রবলবায়ুপ্রবাহশূন্য গুহা প্রভৃতিতে আশ্রয়গ্রহণকরতঃ পরমাত্মাতে চিত্তসমাধান করিবে", ইত্যাদি।৫ [সমাধান—] বলা হইতেছে, সত্য, এই জাতীয় নিয়ম আছে (—চিত্তসমাধানের জন্য এইপ্রকার নিরুপদ্রব স্থানের আবশ্যকতা আছে)।৬ কিন্তু ইহা থাকিলেও তদ্গত বিশেষ-সকলে নিয়ম নাই (—পূর্ব্বাভিমুখেই বসিতে হইবে, গুহা অবশ্যই আবশ্যক, ইত্যাদি এইপ্রকার বিশেষবিষয়ক নিয়ম নাই), ইহা আচার্য্য [বাদরায়ণ সাধকের] সুহৃদ্ হইয়া বলিতেছেন।৭ [কিন্তু শ্রুতিবিরুদ্ধ তাঁহার অভিমত গ্রহণীয় নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর "মনের অনুকূল স্থানে", ইত্যাদি এই শ্রুতি যে স্থলে [চিত্তের] একাগ্রতা হয়, সেই স্থলেই 'উপাসনাদির অভ্যাস করিবে', ইত্যাদি ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন। [সুতরাং আচার্য্যের অভিমত শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে, পরন্তু তাহাতে শ্রুতির অনুকূলতাই অবগত হওয়া যাইতেছে, কারণ দেশাদি-বিষয়ক আগ্রহবশে চিত্তের বিক্ষেপ হওয়ায় সমাধি ভঙ্গ হইয়া পড়ে, তাহা সঙ্গত নহে]।৮॥৪।১।১১॥ একাগ্রতাধিকরণ সমাপ্ত।

৮। আপ্রায়ণাধিকরণম্। [১২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—অহংগ্রহোপাসনার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আবৃত্তি।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে যেমন দিগাদির নিয়মবিষয়ক শ্রুতি না থাকায় ধ্যানকালে তদ্বিষয়ক নিয়মের অভাবের কথা বলা হইয়াছে। তদ্রূপ উপাসনার যাবজ্জীবন আবৃত্তিবিষয়ক শ্রুতি না থাকায় অহংগ্রহোপাসনা যাবজ্জীবন অনুষ্ঠিত হইবে না; এইরূপে **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—সাধনবিষয়ক বিচার হওয়ায় যদিও এই আটটী অধিকরণের তৃতীয়াধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত ছিল, তাহা হইলেও ফলের নিকটবর্ত্তী সাধন হওয়ায় ইহারা ফলাধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে (বৈঃ ন্যায়মালা)। আসনাদির বিচারপ্রসঙ্গে উপাস্যসাক্ষাৎ-কারাত্মক স্বতন্ত্রফলের হেতুভূত অহংগ্রহোপাসনার আমৃত্যু অনুষ্ঠানবিষয়ক বিচার হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

উপাস্তীনাং যাবদিচ্ছমাবৃত্তিঃ স্যাদুতামৃতি।
উপাস্ত্যর্থাভিনিষ্পত্তের্যাবদিচ্ছং ন তূপরি॥
অন্ত্যপ্রত্যয়তো জন্ম ভাব্যতস্তৎপ্রসিদ্ধয়ে।
আমৃত্যাবর্ত্তনং ন্যায্যং সদাতদ্ভাববাক্যতঃ॥

অন্বয়—উপাস্তীনাং যাবদিচ্ছম্ আবৃত্তিঃ স্যাৎ, উত আমৃতি? উপাস্ত্যর্থাভিনিষ্পত্তেঃ যাবদিচ্ছং, ন তু উপরি। ভাবি জন্ম অন্ত্যপ্রত্যয়তঃ, অতঃ তৎপ্রসিদ্ধয়ে আমৃতি আবর্ত্তনং ন্যায্যম্, সদাতদ্ভাববাক্যতঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[উপাস্যসাক্ষাৎকারদ্বারা ফলহেতুভূতাঃ অহংগ্রহোপাসনাঃ অত্র বিষয়ঃ। কিয়ন্তংচিৎ কালং প্রত্যয়াবৃত্তিং অভ্যস্যতঃ উপাসনায়াঃ নিষ্পত্তেঃ তদনন্তরম্ আবৃত্তিঃ নিষ্ফলা; "সদাতদ্ভাবভাবিতঃ" (গীতা ৮।৬) ইত্যাদিশাস্ত্রং তু যাবজ্জীবম্ আবৃত্তিং ব্রূতে। এবম্ অনুষ্ঠানস্য উভয়থাদৃষ্টেঃ অহংগ্রহোপাসনাসু ভবতি সংশয়ঃ—] উপাস্তীনাং যাবদিচ্ছম্ আবৃত্তিঃ স্যাৎ, উত আবৃতি?

পূর্ব্বপক্ষ—[বিজাতীয়প্রত্যয়েন অনন্তরিতসজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ উপাস্তিশব্দার্থঃ। সঃ চ কিয়তা অপি কালেন উপাস্যবিষয়কপ্রত্যয়স্য আবৃত্ত্যানুষ্ঠানেন সম্পদ্যতে। এবম্প্রকারেণ উপাস্ত্যর্থাভিনিষ্পত্তেঃ যাবদিচ্ছম্ [উপাসনায়াঃ আবৃত্তিঃ স্যাৎ], ন তু উপরি।

সিদ্ধান্ত—ভাবি জন্ম অন্ত্যপ্রত্যয়তঃ [ভবতি], অতঃ তৎপ্রসিদ্ধয়ে [উপাস্তীনাম্] আমৃতি আবর্ত্তনং ন্যায্যম্। "সদাতদ্ভাববাক্যতঃ" [এবমেব অবগম্যতে। কথং তর্হি জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মণা স্বর্গং গচ্ছতঃ অন্ত্যপ্রত্যয়ঃ? কর্ম্মজন্যাপূর্ব্ববশাৎ ইতি ব্রূমঃ। উপাসনেঽপি অপূর্ব্বম্ অস্তি ইতি চেৎ? বাঢ়ম্, ন এতাবতা নিরন্তরাবৃত্তিলক্ষণঃ দৃষ্টোপায়ঃ পরিত্যাজ্যঃ ভবতি। অন্যথা সর্ব্বস্য সুখদুঃখাদেঃ অপূর্ব্বজন্যত্বেন ভোজনাদ্যর্থঃ দৃষ্টঃ প্রযত্নঃ পরিত্যজ্যেত। অতঃ দৃষ্টোপায়ত্বাৎ আমরণম্ আবর্ত্তনং কর্ত্তব্যম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[উপাস্যসাক্ষাৎকারদ্বারা যাহারা ফলের হেতু হইয়া থাকে, সেই অহংগ্রহোপাসনাসকল এখানে বিষয়। কিয়ৎকাল উপাস্যবিষয়ক চিত্তবৃত্তির আবৃত্তির অভ্যাস যিনি করেন, তাঁহার উপাসনা সম্পাদিত হইয়া যায় বলিয়া তাহার পর আবৃত্তি নিষ্ফল; "সর্ব্বদা তদ্ভাবে ভাবিত", ইত্যাদি শাস্ত্র কিন্তু যাবজ্জীবন আবৃত্তির কথা বলেন। এইপ্রকার উপাসনানুষ্ঠানের উভয়প্রকারতা পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া অহংগ্রহোপাসনাসকলে সংশয় হয়—] উপাসনাসকলের আবৃত্তি যতদিন ইচ্ছা হইবে, অথবা মৃত্যু পর্য্যন্ত?

পূর্ব্বপক্ষ—[বিজাতীয় মানসবৃত্তির দ্বারা যাহা ব্যবহিত নহে, এতাদৃশ সমানজাতীয় চিত্তবৃত্তির প্রবাহই উপাসনাশব্দের অর্থ। আর তাহা কিছুকাল উপাস্যবিষয়ক চিত্তবৃত্তির আবৃত্তিপূর্ব্বক অনুষ্ঠানের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া যায়। এইপ্রকারে] উপাসনাশব্দের অর্থ সম্পাদিত হওয়ায় যতদিন ইচ্ছা [উপাসনার আবৃত্তি হইবে], তাহার পরে কিন্তু নহে।

সিদ্ধান্ত—ভাবি জন্ম অন্ত্যপ্রত্যয় (—মৃত্যুকালিক মানসজ্ঞান) হইতে হয়, সেইহেতু তাহা প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধির জন্য মৃত্যুপর্য্যন্ত [উপাসনাসকলের] আবৃত্তি যুক্তিসঙ্গত। "সর্ব্বদা তদ্ভাবে ভাবিত", এই বাক্য হইতে [এইপ্রকারই অবগত হওয়া যায়। আচ্ছা তাহা হইলে জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের দ্বারা যাঁহারা স্বর্গে গমন করেন, তাঁহাদের অন্ত্যপ্রত্যয় কিপ্রকারে হইবে? তদুত্তরে ইহা বলিতেছি—কর্ম্মজন্য অপূর্ব্বের বলে হইয়া থাকে। কিন্তু উপাসনাতেও অপূর্ব্ব আছে, [সুতরাং অন্ত্যপ্রত্যয়ের আবশ্যকতা নাই], এইপ্রকার যদি বলা হয়? 'তদুত্তরে বলিব'—হাঁ সত্য, কিন্তু ইহার দ্বারা নিরন্তর আবৃত্তিরূপ দৃষ্ট উপায় পরিত্যাজ্য নহে। ইহা অঙ্গীকার না করিলে সুখদুঃখাদি সমস্তই অপূর্ব্বজন্য হওয়ায় ভোজনাদির জন্য দৃষ্ট প্রযত্ন পরিত্যক্ত হইয়া পড়িবে। অতএব [অন্ত্যপ্রত্যয়ের] দৃষ্ট উপায় হওয়ায় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত [উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তির] আবৃত্তি করা উচিত]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, কোনকালে অনুষ্ঠিত উপাসনা অদৃষ্টদ্বারে উপাস্যসাক্ষাৎকারের হেতু। সিদ্ধান্তে—নিরন্তর উপাসনানুষ্ঠানই তাহার হেতু।

আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥৪।১।১২॥

পদচ্ছেদ—আপ্রায়ণাৎ, তত্র, অপি, হি, দৃষ্টম্।

সূত্রার্থ—অহংগ্রহোপাসনানি কিং কদাচিৎ কৃত্বা উপরমেৎ, উত যাবজ্জীবম্ উপাসীত ইতি বিশয়ে; 'কদাচিৎ' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **আপ্রায়ণাৎ**—দেহপাত-পর্য্যন্তম্ [উপাসীত], **হি**—যতঃ, **তত্রাপি**—মরণকালেঽপি ["সঃ যাবৎক্রতুঃ অয়ম্ অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।৩।১) ইত্যাদিশ্রুতৌ উপাস্যপ্রত্যয়াবর্ত্তনং] **দৃষ্টম্**। [ন চ তৎ অদৃষ্টসাধ্যম্, দৃষ্টে সম্ভবতি অদৃষ্টকল্পনানুপপত্তেঃ, অদৃষ্টস্য অদৃষ্টান্তরেণ প্রতিবন্ধসম্ভবাৎ চ। তস্মাৎ আমরণম্ অহংগ্রহোপাসনং কুর্বীত ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[অহংগ্রহোপাসনাসকলকে কি কদাচিৎ অনুষ্ঠান করিয়া বিরত হইতে হইবে, অথবা যাবজ্জীবন উপাসনা করিতে হইবে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; 'কদাচিৎ অনুষ্ঠান করিতে হইবে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **আপ্রায়ণাৎ**—দেহপাত পর্য্যন্ত [উপাসনা করিতে হইবে], **হি**—যেহেতু, **তত্রাপি**—মরণকালেও ["সেই ইনি যেপ্রকার সঙ্কল্পযুক্ত হইয়া ইহ লোক হইতে প্রয়াণ করেন", ইত্যাদি শ্রুতিতে উপাস্যবিষয়ক চিত্তবৃত্তির আবৃত্তি] **দৃষ্টম্**—পরিদৃষ্ট হইয়াছে। [আর তাহা (—মরণকালে উপাস্যবিষয়ক চিত্তবৃত্তি) অদৃষ্টসাধ্য নহে, যেহেতু দৃষ্ট উপায় সম্ভব হইলে অদৃষ্টকল্পনা যুক্তিসঙ্গত নহে, আর যেহেতু অদৃষ্টের অন্য অদৃষ্টের দ্বারা প্রতিবন্ধ সম্ভব। সেইহেতু অহংগ্রহোপাসনাকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত করিতে হইবে, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

আবৃত্তিঃ সর্ব্বোপাসনেষু আদর্ত্তব্যা ইতি স্থিতম্ আদ্যে অধিকরণে।১ তত্র যানি তাবৎ সম্যগ্দর্শনার্থানি উপাসনানি, তানি অবঘাতাদিবৎ কার্য্যপর্য্যবসানানি ইতি জ্ঞাতম্ এব এষাম্ আবৃত্তিপরিমাণম্।২ নহি সম্যগ্দর্শনে কার্য্যে নিষ্পন্নে যত্নান্তরং কিঞ্চিৎ শাসিতুং শক্যম্, অনিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বপ্রতিপত্তেঃ শাস্ত্রস্য

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—কিয়ৎকাল অভ্যাস করিয়া অহংগ্রহোপাসনার পরিত্যাগ।]

সকলপ্রকার উপাসনাতে আবৃত্তি আদরণীয়া, ইহা [এই পাদের] প্রথম অধিকরণে নির্ণীত হইয়াছে।১ তন্মধ্যে [প্রজাপতিবিদ্যা, (ছাঃ ৮।৭), মৈত্রেয়ীবিদ্যা (বৃঃ ২।৪), ভূমবিদ্যা (ছাঃ ৭।২৩), ইত্যাদি] যে সকল উপাসনা (—বিদ্যা, নির্গুণ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানরূপ] সম্যগ্দর্শনের জন্য, তাহারা [ধান্য হইতে তুষনিষ্কাশনের জন্য] অবঘাতাদির ন্যায় কার্য্যসম্পাদিত হইলেই শেষ হইয়া যায়, এইপ্রকারে ইহাদের আবৃত্তির পরিমাণ অবগত হওয়া গিয়াছে।২ যেহেতু সম্যগ্দর্শনরূপ কার্য্য নিষ্পন্ন হইলে [সেই বিষয়ে] অন্যপ্রকার যত্ন উপদেশ (—বিধান) করিতে পারা যায় না;

শাঙ্করভাষ্যম্

অবিষয়ত্বাৎ।৩ যানি পুনঃ অভ্যুদয়ফলানি, তেষু এষা চিন্তা—কিং কিয়ন্তংচিৎ কালং প্রত্যয়ম্ আবর্ত্ত্য উপরমেৎ, উত যাবজ্জীবম্ আবর্ত্তয়েৎ ইতি।৪ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৫ কিয়ন্তংচিৎ কালং প্রত্যয়ম্ অভ্যস্য উৎসৃজেৎ, আবৃত্তিবিশিষ্টস্য উপাসনশব্দার্থস্য কৃতত্বাৎ ইতি।৬ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—আপ্রায়ণাৎ এব আবর্ত্তয়েৎ প্রত্যয়ম্, অন্ত্যপ্রত্যয়বশাৎ অদৃষ্টফলপ্রাপ্তেঃ।৭ কর্ম্মাণি অপি হি জন্মান্তরোপভোগ্যং ফলম্ আরভমাণানি তদনুরূপং ভাব-

ভাষ্যানুবাদ

কারণ অনিযোজ্য (—বিধির অবিষয়) যে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান, তাহা শাস্ত্রের বিষয় নহে (—নিযোজ্য অধিকারীর অভাবে আবৃত্তিবিষয়ক বিধির সেই স্থলে প্রবৃত্তি হয় না)।৩ কিন্তু অভ্যুদয় (—ব্রহ্মলোকরূপ সমৃদ্ধিলাভ) যাহাদের ফল, সেই সকলে (—অহংগ্রহোপাসনাসকলে) এই চিন্তা (—বিচার) করা হইতেছে—প্রত্যয়কে (—উপাস্যবিষয়ক চিত্তবৃত্তিকে) কি কিছুকাল আবৃত্তি করিয়া বিরত হইতে হইবে, অথবা যাবজ্জীবন আবৃত্তি করিতে হইবে?৪ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?৫ [পূর্ব্বপক্ষ—] কিছুকাল প্রত্যয়ের (—উপাসনার) অভ্যাস করিয়া [তাহাকে] পরিত্যাগ করিতে হইবে, যেহেতু উপাসনাশব্দের অর্থ যে আবৃত্তিবিশিষ্টতা, তাহা করা হইয়া গিয়াছে, ইত্যাদি।৬

[সিঃ—সিদ্ধ সাধকের উপাস্তাকারা চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ বর্ত্তমান থাকায় এবং ক্রিয়া হইতে ক্রিয়ান্তরের উৎপত্তি সম্ভব না হওয়ায় অহংগ্রহোপাসনার আমৃত্যু আবৃত্তি।]

এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—মৃত্যুকাল পর্য্যন্তই প্রত্যয়কে (—উপাস্যবিষয়ক চিত্তবৃত্তিকে) আবর্ত্তন করিতে হইবে, যেহেতু অন্ত্যপ্রত্যয়ের (—শরীরত্যাগকালে শেষ চিন্তার) বলেই অদৃষ্ট (—ভাবি) ফলের প্রাপ্তি হয় (১)।৭ দেখ, জন্মান্তরে উপভোগযোগ্য ফলোৎপাদনকারি কর্ম্মসকলও মৃত্যুকালে তাহার (—ভাবি জন্মের) অনুরূপ ভাবনাবিজ্ঞানকে (—সংস্কারাত্মক জ্ঞানবিশেষকে)

ভাবদীপিকা [সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ]

(১) শাস্ত্র বলেন—"ব্রজংস্তিষ্ঠংস্তোঽন্যদ্বা স্বেচ্ছয়া কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ। নাপয়াতি যদা চিত্তাৎ সিদ্ধাং মন্যেত তাং তদা" ॥ (বিষ্ণু পুঃ ৬.৭।৮৭)—'তিনি গমনই করিতে থাকুন, বা স্থির হইয়া দণ্ডায়মান থাকুন; অথবা স্বেচ্ছায় অন্য কর্ম্মানুষ্ঠানই করিতে থাকুন, শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার চিত্ত হইতে যখন দূরে যাইতে পারে না, তখন তাঁহাকে সিদ্ধ বলিয়া মনে করিবে'। এইপ্রকারে উপাস্যসাক্ষাৎকাররূপ দৃষ্টফল যাঁহার সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার সেই দৃষ্টফলদ্বারাই তদনুকূল অন্ত্যপ্রত্যয় এবং ব্রহ্মলোকলাভরূপ অদৃষ্ট ফল সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাব। **শঙ্কা**—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ন্যায় অপূর্ব্বোৎপাদনদ্বারাই উপাসনাও ফলপ্রদ হউক্। তাহার জন্য উপাস্যসাক্ষাৎকার, ও তদনুকূল অন্ত্যপ্রত্যয়ের আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—**কর্ম্মাণি**—'দেখ জন্মান্তরে' ইত্যাদি (৮ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

সাধিজ্ঞানং প্রায়ণকালে আক্ষিপন্তি।৮ "সবিজ্ঞানঃ ভবতি, সবিজ্ঞানম্ এব অন্ববক্রামতি" (বৃঃ ৪।৪।২), "যচ্চিত্তঃ তেন এষঃ প্রাণম্ আয়াতি, প্রাণঃ তেজসা যুক্তঃ, সহ আত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি" (প্রশ্নঃ ৩।১০), ইতি চ এবমাদিশ্রুতিভ্যঃ, তৃণজলুকানিদর্শনাৎ চ।৯ প্রত্যয়াস্তু এতে স্বরূপানুবৃত্তিং মুক্ত্বা কিম্ অন্যৎ প্রায়ণকালভাবি ভাবনাবিজ্ঞানম্ অপেক্ষেরন্?১০ তস্মাৎ যে প্রতিপত্তব্যফলভাবনাত্মকাঃ প্রত্যয়াঃ তেষু আপ্রায়-

ভাষ্যানুবাদ

আক্ষেপ করে (—প্রাপ্ত করায়, মাত্র অপূর্ব্বদ্বারাই ফলদান করে না।৮ উপাসনা ও কর্ম্ম মৃত্যুকালে প্রাপ্তব্য ভাবি ফলের স্ফুরণদ্বারা ফলের হেতু হইয়া থাকে, সেই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—"মৃত্যুকালে জীব স্বপ্নে যেপ্রকার হইয়া থাকে, সেইপ্রকার] বিশেষবিজ্ঞানযুক্ত হয়, বিশেষবিজ্ঞানযুক্ত (—ভাবিদেহ ও তদাশ্রিত ভোগবিষয়ক বাসনাত্মক বিশেষ জ্ঞানযুক্ত) হইয়াই গন্তব্য স্থলে গমন করে", এবং ["মৃত্যুকালে জীব] যাদৃশ চিত্তবিশিষ্ট (—সঙ্কল্পযুক্ত) হয়, তাহার সহিত ইহা মুখ্যপ্রাণে আগমন করে, মুখ্যপ্রাণ তেজের (—উদানবায়ুর (২) সহিত যুক্ত হইয়া জীবাত্মার সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে যথাসঙ্কল্পিত লোকে লইয়া যায়", ইত্যাদি এই সকল শ্রুতি হইতে এবং তৃণ ও জলুকার দৃষ্টান্ত (বৃঃ ৪।৪।৩) হইতে 'ইহা অবগত হওয়া যায়'।৯ [আচ্ছা, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের বেলায় যেমন অপূর্ব্ব ভাবনাবিজ্ঞানকে উৎপাদন করে, উপাসনার বেলাতেও তাহাই হউক, তজ্জন্য আমৃত্যু উপাসনার আবৃত্তি কেন ? উত্তর—] এই প্রত্যয়সকল (—উপাস্যবিষয়ক চিত্তবৃত্তিসকল) স্বরূপের অনুবৃত্তিকে (—নিজের বর্ত্তমানতাকে) ত্যাগ করিয়া অন্য কোন্ ভাবনাবিজ্ঞানকে (—প্রাপ্তব্য ভাবিফলাত্মক জ্ঞানবিশেষকে) অপেক্ষা করিবে (৩) ?১০ সেইহেতু (—উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তিসকল ধারাবাহিকভাবে চলিতে

ভাবদীপিকা

(২) "তেজো হ বা উদানঃ" (প্রশ্নঃ ৩।১), এই শ্রুতিবাক্যে উদান বায়ুতে তেজঃ পদের প্রয়োগ হওয়ায় এখানে তেজঃশব্দের অর্থ করা হইয়াছে 'উদান বায়ু'।

(৩) সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা ১ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে বর্ণিত হইয়াছে। তাদৃশ পুরুষশ্রেষ্ঠের চিত্তে অন্য কোনপ্রকার ভাবনাবিজ্ঞানের (—অন্যপ্রত্যয়ের) উৎপত্তি হইতে পারে না, উপাস্যকারাচিত্তবৃত্তি ধারাবাহিকভাবে চলিতেই থাকে, ইহাই ভাব। সংশয়—যদি বলা হয় মৃত্যুকালে রোগযন্ত্রণাবশতঃ মোহগ্রস্তচিত্ত সাধকের উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তি ও দেবযানমার্গে গতি, ব্রহ্মলোকে স্থিতি, ইত্যাদি তদনুকূল ভাবনাবিজ্ঞানের উদয় হইবে না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—যত রোগযন্ত্রণাই হউক, জীবমাত্রেরই ভাবিজন্মে ভোগ্যফলবিষয়ক ভাবনাবিজ্ঞানের উদয় হইয়াই থাকে, ইহা "সবিজ্ঞানো ভবতি" (বৃঃ ৪।৪।২), ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবগত

শাঙ্করভাষ্যম্

নাৎ আবৃত্তিঃ । ১১ তথাচ শ্রুতিঃ "সঃ যাবৎক্রতুঃ অয়ম্ অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।৩।১), ইতি প্রায়ণকালে অপি প্রত্যয়ানুবৃত্তিং দর্শয়তি ।১২ স্মৃতিরপি "যং যং বাহপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ । তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব-

ভাষ্যানুবাদ

থাকায় তাহাদের স্বরূপের নিবৃত্তি না হওয়ায় এবং উপাসনারূপ আন্তর ক্রিয়া হইতে অন্ত্যবিজ্ঞানরূপ স্বসমানজাতীয় অন্য আন্তর ক্রিয়ার উৎপত্তি সম্ভব না (৪) হওয়ায়) প্রাপ্তব্য ফলভাবনাত্মক যে প্রত্যয়সকল (—যে সকল উপাসনাতে পরমেশ্বররূপ প্রাপ্তব্য ফলই অন্ত্যপ্রত্যয়রূপ প্রত্যয়ের বিষয়), সেই সকলে মরণ-কাল পর্য্যন্ত [উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তির] আবৃত্তি হইবে ।১১ ["তত্রাপি দৃষ্টম্" এই সূত্রাংশের ব্যাখ্যাদ্বারা পূর্ব্বোক্তিকে সমর্থন করিতেছেন—] যেমন দেখ, "সেই ইনি যেপ্রকার ক্রতুযুক্ত (—সঙ্কল্পযুক্ত, ধ্যানশীল) হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন", ইত্যাদি শ্রুতি মৃত্যুকালেও প্রত্যয়ের (—মানসবৃত্তির) আবৃত্তি প্রদর্শন করিতেছেন ।১২ স্মৃতিও তাহাই বলেন—"হে কৌন্তেয়, মৃত্যুকালে যে যে ভাবকে

ভাবদীপিকা

হওয়া যায় । সুতরাং উপাস্যসাক্ষাৎকারবান্ সিদ্ধ সাধকের উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তি ও তদনুকূল ভাবনাবিজ্ঞানের উদয় অবশ্যই হইয়া থাকে, এই বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই । মৃত্যুকালে সিদ্ধ সাধকের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, বা তাঁহার চিত্তে প্রবল প্রারব্ধবশে অন্যপ্রকার বাসনার উদ্ভব হয়, ইহাও বলা যায় না ; কারণ যে প্রারব্ধ তাঁহার সগুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উৎপত্তিতে সহায়ক হইয়াছে, তাহাই যে মৃত্যুকালে প্রতিবন্ধক হইবে, এইপ্রকার কল্পনায় প্রতি কোন প্রমাণ নাই । প্রারব্ধ প্রতিবন্ধকরূপে থাকিলে তাহা বিদ্যার উৎপত্তিই হইতে দিবে না । অতএব সিদ্ধ উপাসকের মৃত্যুকালে উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তির স্থিতি এবং তদনুকূল ভাবনাবিজ্ঞানের উদয় অবশ্যই অঙ্গীকার্য্য । আবার মৃত্যুকালে কোন ক্ষণে সৎসম্পত্তিবশতঃ বিশ্রামপ্রাপ্ত জীবের মৃত্যুযাতনা যখন অপগত হইয়া যায়, [ইহা ৪।২।৯ অধিকরণে ৬ ভাবদীঃতে আলোচিত হইবে], তখন ভাবিভোগপ্রদ ভাবনাবিজ্ঞানের উদয়ে কোনপ্রকার ব্যাঘাত হয় না, ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে । কিন্তু পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রভৃতি যে সকল উপাসনাতে ধ্যেয় অন্য এবং প্রাপ্তব্য ফল অন্য, সেই সকলে আমৃত্যু উপাসনার আবৃত্তি অপেক্ষিত নহে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ন্যায় অপূর্ব্বোৎপাদনদ্বারাই তাহারা অন্ত্যপ্রত্যয়কে উৎপাদন করে । [বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যাভরণে দ্রঃ]

। ক্রিয়া হইতে স্বসমানজাতীয় ক্রিয়ান্তরের অনুৎপত্তি ।]

(৪) এই স্থলে তাৎপর্য্য এই—মহর্ষি কণাদ বলেন, "কর্ম্ম কর্ম্মসাধ্যং ন বিদ্যতে" (বৈঃ সূঃ ১।১১)—'কর্ম (—ক্রিয়া) হইতে কর্ম্মান্তরের উৎপত্তি হয় না'। এই বিষয়ে তাঁহারা এইপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করেন—কোন দ্রব্যে ক্রিয়া উৎপন্ন হইলে দ্বিতীয় ক্ষণে সেই দ্রব্যের অধিকরণ হইতে তাহার বিভাগ হয়, তৃতীয় ক্ষণে সেই দ্রব্যের পূর্ব্বসংযোগ বিনষ্ট হইয়া যায়, চতুর্থ ক্ষণে সেই দ্রব্য অন্য দেশে সংযুক্ত হয়, পঞ্চম ক্ষণে ক্রিয়ার নাশ হইয়া যায় ।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভাবিতঃ" ॥ (গীতা ৮।৬) **ইতি, "প্রায়ণকালে মনসা অচলেন**" (**গীতা** ৮।১০) **ইতি চ**। ১৩ "**সঃ অন্তবেলায়াম্ এতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত**" (ছাঃ ৩।১৭।৬) **ইতি চ মরণবেলায়াম্ অপি কর্ত্তব্যশেষং শ্রাবয়তি**।১৪॥৪।১।১২॥

ইতি **অষ্টমম্** আপ্রায়ণাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

স্মরণ করিয়া [জীব] শরীরত্যাগ করে, সদা তদ্ভাবভাবিত হওয়ায় সেই সেই ভাবকেই প্রাপ্ত হয়" এবং "মৃত্যুকালে বিক্ষেপরহিত মনের দ্বারা", ইত্যাদি।১৩ [মৃত্যুকালেও উপাসকের কর্ত্তব্যশেষ বর্ত্তমান থাকে, এই বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "তিনি (—পুরুষযজ্ঞবিৎ পুরুষ) মৃত্যুকালে এই তিনটী মন্ত্র জপ করিবেন", এইপ্রকারে [শ্রুতি] মৃত্যুকালেও শেষ কর্ত্তব্য শ্রবণ করাইতেছেন।১৪ [অতএব অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মোপাসনাসকলে মৃত্যুকালেও উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তির আবৃত্তি আবশ্যক, ইহা সিদ্ধ হইল] ॥৪।১।১২॥ আপ্রায়ণাধিকরণ সমাপ্ত।

৯। তদধিগমাধিকরণম্। [১৩ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্মবিদের পাপস্পর্শাভাব ও পাপনাশ।

অধিকরণসঙ্গতি—সাধনানুষ্ঠানে যত্নাধিক্য বোধনের জন্য ফলাধ্যায়েও গত আটটী অধিকরণে সাধনবিষয়ক বিচার শেষ করিয়া অবসরলাভান্তে ফলবিষয়ক বিচার করা হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **অবসরসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়। **অথবা** পূর্ব্বাধিকরণে যেমন আমৃত্যু উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তির অনুবৃত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে, তদ্রূপ ব্রহ্মবিদেরও পাপের অনুবৃত্তি হইবে, "পাপকারী পাপো ভবতি" (বৃঃ ৪।৪।৫), "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম", ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিবলে ভোগব্যতিরেকে তাহাদের বিনাশ হইবে না, এইরূপে **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ভাবদীপিকা

যোৎপত্তির পর এইভাবে সেই ক্রিয়া বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া তাহা আর অন্য ক্রিয়াকে উৎপাদন করিতে পারে না। ইহাই ক্রিয়ার স্বভাব। সেইহেতু উপাসনাক্রিয়া হইতে অন্ত্যবিজ্ঞানরূপ ক্রিয়ান্তরের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। **উত্তরমীমাংসকগণ** বলেন—'ক্রিয়া হইতে ক্রিয়ান্তরের উৎপত্তি হয় না', এই কাণাদন্যায়কে "স্বসমানজাতীয় ক্রিয়ান্তরের উৎপত্তি হয় না", এইপ্রকারে বুঝিতে হইবে। সেইহেতু উপাসনারূপ (—উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তিপ্রবাহরূপ) আন্তর ক্রিয়া হইতে অন্ত্যবিজ্ঞানরূপ, স্বসমানজাতীয় অন্য আন্তর ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় না। কিন্তু বিজাতীয় ক্রিয়াস্থলে উক্ত নিয়ম প্রযোজ্য নহে; কারণ অগ্নিহোত্রাদি বাহ্য ক্রিয়া হইতে ব্যাপারাত্মক অদৃষ্ট (- অপূর্ব্ব) দ্বারে অন্ত্যবিজ্ঞানরূপ বিজাতীয় আন্তর ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। সেইহেতু অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অদৃষ্টোৎপাদনদ্বারা অন্ত্যবিজ্ঞানের হেতু হইলেও, ভাবি জন্মে উপাসনাতে প্রবৃত্তির হেতুভূত অদৃষ্ট সত্ত্বেও ব্রহ্মোপাসনা তাহা হয় না। আপ্রায়ণাধিকরণ সমাপ্ত।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের পাপক্ষয়রূপ ফল বর্ণিত হওয়ায় এই সঙ্গতি সাক্ষাদ্‌ভাবেই সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

জ্ঞানিনঃ পাপলেপোঽস্তি নাস্তি বাঽনুপভোগতঃ।
অনাশ ইতি শাস্ত্রেষু ঘোষাল্লেপোঽস্য বিদ্যতে॥
অকর্ত্রাত্মধিয়া বস্তুমহিম্নৈব ন লিপ্যতে।
অশ্লেষনাশাবপ্যুক্তাবজ্ঞে ঘোষস্তু সার্থকঃ॥

অন্বয়—জ্ঞানিনঃ পাপলেপঃ অস্তি, নাস্তি বা? শাস্ত্রেষু অনুপভোগতঃ অনাশঃ ইতি ঘোষাৎ অস্য লেপঃ বিদ্যতে। অকর্ত্রাত্মধিয়া বস্তুমহিম্না এব ন লিপ্যতে। অশ্লেষনাশৌ অপি উক্তৌ, ঘোষঃ তু অজ্ঞে সার্থকঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[সগুণনির্গুণব্রহ্মাত্মবিদঃ দুরিতম্ অত্র বিষয়ঃ। কর্ম্মণাং ফলাবসানপ্রতীতেঃ জ্ঞানাৎ ক্ষয়প্রতীতেশ্চ ভবতি তত্র সংশয়ঃ—] জ্ঞানিনঃ পাপলেপঃ অস্তি, নাস্তি বা?

পূর্ব্বপক্ষ—["নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি" ইত্যাদি] শাস্ত্রেষু অনুপভোগতঃ [কর্ম্মণাম্] অনাশঃ ইতি ঘোষাৎ অস্য [ব্রহ্মাত্মবিদঃ পাপ-] লেপঃ বিদ্যতে।

সিদ্ধান্ত—[তত্র তাবৎ নির্গুণব্রহ্মাত্মতত্ত্ববিদঃ পাপলেপশঙ্কা অপি ন উদেতি, যতঃ 'ন অকার্ষং, ন করোমি, ন করিষ্যামি' ইতি কালত্রয়েঽপি] অকর্ত্রাত্মধিয়া বস্তুমহিম্না এব [পাপং তেষু] ন লিপ্যতে। [নহি অকর্ত্তুঃ লেপং মন্দাঃ অপি শঙ্কন্তে। নাপি সগুণব্রহ্মাত্মবিদঃ পাপলেপঃ অস্তি; যতঃ "যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবম্ এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" (ছাঃ ৪।১৪।৩), ইতি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাৎ ঊর্দ্ধ্বং দেহেন্দ্রিয়ব্যবহারবশাৎ সম্ভাবিতস্য পাপস্য অশ্লেষঃ শ্রূয়তে। "তদ্ যথা ইষীকাতূলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত, এবং হ অস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" (ছাঃ ৫।২৪।৩), ইতি চ সাক্ষাৎকারাৎ পূর্ব্বং ইহ জন্মনি জন্মান্তরেষু চ সঞ্চিতস্য পাপসংঘাতস্য বিনাশঃ শ্রূয়তে। এবং সম্ভাবিতস্য সঞ্চিতস্য চ পাপসংঘাতস্য] অশ্লেষনাশৌ অপি উক্তৌ। ["নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম" ইত্যাদি-] ঘোষঃ তু [সগুণনির্গুণব্রহ্মজ্ঞানরহিতে] অজ্ঞে সার্থকঃ। [তস্মাৎ নাস্তি জ্ঞানিনঃ পাপলেপঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিদের পাপ এখানে বিষয়। 'কর্ম্ম ফলদান করিয়া বিনষ্ট হয়', এইপ্রকার প্রতীতি এবং 'জ্ঞানবলে তাহাদের ক্ষয়', এইপ্রকার প্রতীতি হওয়ায় সেই স্থলে সংশয় হয়—] জ্ঞানীর পাপসংস্পর্শ হয়, অথবা হয় না?

পূর্ব্বপক্ষ—["ভোগ না করিয়া শতকোটি কল্পেও কর্ম্মের ক্ষয় হয় না", ইত্যাদি] শাস্ত্রসকলে ভোগ না হইলে [কর্ম্মসকলের] নাশ হয় না, এইপ্রকার বর্ণনা থাকায় ইঁহার (—ব্রহ্মাত্মবিদের) পাপসংস্পর্শ বিদ্যমান থাকে।

সিদ্ধান্ত—[এই বিষয়ে বলা হইতেছে—নির্গুণব্রহ্মাত্মতত্ত্ববিদের পাপসংস্পর্শবিষয়ক সন্দেহই উদিত হয় না, যেহেতু 'করি নাই, করিতেছি না এবং করিব না', এইপ্রকারে কালত্রয়েই] অকর্ত্তৃস্বরূপ আত্মবিষয়ক জ্ঞানরূপ বস্তুর মহিমাবলেই [পাপ তাঁহাদিগকে] লিপ্ত হয় না। [কারণ যিনি কর্ত্তা নহেন, তাঁহার পাপসংস্পর্শ মন্দব্যক্তিগণও আশঙ্কা করে না। আর সগুণব্রহ্মাত্মবিদেরও পাপসংস্পর্শ হয় না, যেহেতু "পদ্মপত্রে জল যেমন সংশ্লিষ্ট হয় না,

এইপ্রকারে এতাদৃশ জ্ঞানীতে পাপকর্ম্ম সংশ্লিষ্ট হয় না", এইরূপে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পরবর্ত্তি-কালে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের বশে সম্ভাবিত পাপের সংস্পর্শাভাব শ্রুত হইতেছে। আর সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—"মুঞ্জাঘাসের তুলা অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে যেমন নিঃশেষে ভস্মীভূত হইয়া যায়, এইপ্রকারেই ইঁহার সকল পাপ নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায়", এইপ্রকারে সাক্ষাৎ-কারের পূর্ব্বে ইহ জন্মে বা জন্মান্তরসকলে সঞ্চিত পাপসংঘাতের বিনাশ শ্রুত হইতেছে। এইপ্রকারে ভাবী ও সঞ্চিত পাপসংঘাতের] সংস্পর্শাভাব ও বিনাশও বর্ণিত হইয়াছে। ["ভোগ না করিয়া কর্ম্মের ক্ষয় হয় না", ইত্যাদি] ঘোষণা কিন্তু [সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান-রহিত] অজ্ঞ পুরুষে সার্থক। [অতএব জ্ঞানীর পাপসংস্পর্শ নাই, ইহা সিদ্ধ হইল]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ব্রহ্মবিদেরও পাপকর্ম্মের ফলভোগান্তে মুক্তি। সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির সমকালেই পাপনাশ হওয়ায় জীবন্মুক্তি।

তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ ॥৪।১।১৩॥

পদচ্ছেদ—তদধিগমে, উত্তরপূর্ব্বাঘয়োঃ, অশ্লেষবিনাশৌ, তদ্ব্যপদেশাৎ।

সূত্রার্থ—[সগুণনির্গুণব্রহ্মবিদঃ উত্তরপাপাসম্বন্ধপূর্ব্বপাপবিনাশৌ ভবতঃ, উত ন, ইতি সন্দেহে; "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম", ইতি স্মৃতেঃ 'ন' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তদ-ধিগমে**—তস্য ব্রহ্মণঃ অধিগমে—সাক্ষাৎকারে সতি, **উত্তরপূর্ব্বাঘয়োঃ**—জ্ঞানাৎ ঊর্দ্ধং দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারবশাৎ সম্ভাবিতং পাপম্ উত্তরাঘম্, জ্ঞানাৎ পূর্ব্বম্ ইহ জন্মনি জন্মা-ন্তরে বা সঞ্চিতং পাপং পূর্ব্বাঘম্। তয়োঃ, **অশ্লেষবিনাশৌ**—অসংশ্লেষধ্বংসৌ [ভবতঃ। কুতঃ?] **তদ্ব্যপদেশাৎ**—"এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" (ছাঃ ৪।১৪।৩), "অস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" (ছাঃ ৫।২৪।৩), "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ইত্যাদিশ্রুতিষু তয়োঃ—উত্তরপূর্ব্বাঘাশ্লেষবিনাশয়োঃ ব্রহ্মবিদি ব্যপদেশাৎ—কথনাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মবিদের ভাবী পাপের সহিত অসম্বন্ধ এবং অতীত পাপের বিনাশ হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; "অভুক্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না", এইপ্রকার স্মৃতি থাকায় 'হয় না', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তদধিগমে**—সেই ব্রহ্মের অধিগম—সাক্ষাৎকার হইলে, **উত্তরপূর্ব্বাঘয়োঃ**—জ্ঞানের পরবর্ত্তিকালে দেহেন্দ্রিয়াদির ব্যাপারবশতঃ সম্ভাবিত পাপই পরবর্ত্তী পাপ, জ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তিকালে ইহ জন্মে, বা জন্মান্তরে সঞ্চিত পাপই পূর্ব্ববর্ত্তী পাপ, সেই উভয়ের **অশ্লেষবিনাশৌ**—অসংস্পর্শ ও ধ্বংস [হইয়া থাকে। তাহাতে প্রমাণ কি? উত্তর—] **তদ্ব্যপদেশাৎ**—যেহেতু "এইপ্রকার জ্ঞানবানে পাপ কর্ম্ম সংশ্লিষ্ট হয় না", "ইঁহার সমস্ত পাপ নিঃশেষে ভস্মীভূত হয়", "কার্য্য ও কারণরূপী তিনি দৃষ্ট হইলে ইঁহার কর্ম্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়" (মুঃ ২।২।৮), ইত্যাদি শ্রুতিসকলে, তয়োঃ—সেই পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী পাপের অসংস্পর্শ ও বিনাশ, এই উভয়ের ব্রহ্মবিদে ব্যপদেশ—কথন হইয়াছে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

গতঃ তৃতীয়শেষঃ। ১ অথ ইদানীং ব্রহ্মবিদ্যাফলং প্রতি চিন্তা

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রতায়ন্তে।২ ব্রহ্মাধিগমে সতি তদ্বিপরীতফলং দুরিতং ক্ষীয়তে, ন ক্ষীয়তে বা ইতি সংশয়ঃ।৩ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৪ ফলার্থত্বাৎ কর্ম্মণঃ ফলম্ অদত্ত্বা ন সম্ভাব্যেত ক্ষয়ঃ।৫ ফলদায়িনী হি অস্য শক্তিঃ শ্রুত্যা সমধিগতা।৬ যদি তদ্ অন্তরেণৈব ফলোপভোগম্ অপবৃজ্যেত শ্রুতিঃ কদর্থিতা স্যাৎ।৭ স্মরন্তি চ "ন হি কর্ম্ম ক্ষীয়তে", ইতি।৮ ননু এবং সতি প্রায়শ্চিত্তোপদেশঃ অনর্থকঃ প্রাপ্নোতি।৯ নৈষ দোষঃ, প্রায়শ্চিত্তানাং নৈমিত্তিকত্বোপপত্তেঃ গৃহদাহেষ্ট্যাদিবৎ।১০ অপিচ প্রায়শ্চিত্তানাং দোষসংযোগেন

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি বিষয় ও সংশয়। পূঃ—ব্রহ্মবিদ্যা পাপনাশক নহে; ভোগদ্বারাই কর্ম্মক্ষয়।]

তৃতীয়াধ্যায়ের শেষাংশ সম্পূর্ণ হইল।১ অনন্তর একণে ব্রহ্মবিদ্যার ফলের প্রতি চিন্তা বিস্তৃত হইতেছে (—ফলবিষয়ক বিচার করা হইতেছে)।২ ব্রহ্ম অধিগত হইলে তাহার বিরুদ্ধফলক পাপ ক্ষয় হয়, অথবা হয় না, ইহা সংশয়।৩ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?৪ [পূর্ব্বপক্ষ—] ফলরূপ প্রয়োজন সম্পাদক হওয়ায় ফলদান না করিয়া কর্ম্মের ক্ষয় সম্ভব নহে।৫ ["পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন" (বৃঃ ৪।৪।৫) ইত্যাদি] শ্রুতির দ্বারা ইহার (—কর্ম্মের) ফলদায়িনী শক্তি সম্যগ্‌রূপে অবগত হওয়া গিয়াছে।৬ যদি ফলোপভোগ ব্যতিরেকেই তাহা (—কর্ম্ম) বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে শ্রুতি কদর্থিতা হইয়া পড়িবেন (—শ্রুতির অসঙ্গত অর্থ কল্পনা করা হইবে)।৭ আর ["ভোগব্যতিরেকে] কর্ম্ম নিশ্চয়ই ক্ষয় হয় না", এইপ্রকার স্মরণও করেন (—স্মৃতিও আছে)।৮

[পূঃ—প্রায়শ্চিত্ত পাপনাশক নহে, তাহা গৃহদাহেষ্টির ন্যায় নৈমিত্তিক কর্ম্ম।]

[শঙ্কা—] কিন্তু এইপ্রকার হইলে (—ভোগদ্বারাই কর্ম্মের ক্ষয় হইলে) প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ অনর্থক হইয়া পড়িবে।৯ [পূঃ সমাধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু 'গৃহদাহেষ্টি' প্রভৃতির ন্যায় প্রায়শ্চিত্তের নৈমিত্তিকতা সঙ্গত (১)।১০

ভাবদীপিকা [গৃহদাহেষ্টির পরিচয়]

(১) শ্রুতিতে এইপ্রকার পঠিত হইতেছে—"যস্য আহিতাগ্নেঃ অগ্নিঃ গৃহান্ দহেৎ, সঃ অগ্নয়ে ক্ষামবতে পুরোডাশম্ অষ্টাকপালং নির্বপেৎ" (তৈঃ সঃ ২।২।২।৫)—'অগ্নি যে আহিতাগ্নি ব্যক্তির গৃহদাহ করে, তিনি অষ্টকপালসংস্কৃত পুরোডাশদ্বারা ক্ষমাগুণযুক্ত অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞসম্পাদন করিবেন"। এইরূপে সংস্কৃত বহ্নির দ্বারা আহিতাগ্নি ব্যক্তির গৃহদাহ হইলে **গৃহদাহেষ্টি**, [অপর নাম- **ক্ষামবতী** ইষ্টি] বিহিত হইয়াছে। গৃহদাহ এই যজ্ঞের ফল নহে, কারণ তাহা পূর্ব্বেই নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাহা যোগ্যও নহে; যেহেতু 'স্বগৃহদহনরূপ' ফলকামনাবশে কেহ এই যজ্ঞ সম্পাদন করে, ইহা কল্পনা করা যায় না। সেই-হেতু এই নৈমিত্তিক যজ্ঞের পাপনাশরূপ অন্য ফল কল্পনা করা হয়। এই দৃষ্টান্ত অবলম্বনে **পূর্ব্বপক্ষী** বলিতেছেন—গৃহদাহরূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে যেমন গৃহদাহেষ্টির অনুষ্ঠান

শাঙ্করভাষ্যম্

বিধানাৎ ভবেৎ অপি দোষক্ষপণার্থতা ।১১ ন তু এবং ব্রহ্মবিদ্যায়াং বিধানম্ অস্তি ।১২ নন্বু অনভ্যুপগম্যমানে ব্রহ্মবিদঃ কর্ম্মক্ষয়ে তৎফলস্য অবশ্যং ভোক্তব্যত্বাৎ অনির্মোক্ষঃ স্যাৎ ।১৩ ন ইতি উচ্যতে; দেশকালনিমিত্তাপেক্ষঃ মোক্ষঃ কর্ম্মফলবৎ ভবিষ্যতি ।১৪ তস্মাৎ ন ব্রহ্মাধিগমে দুরিতনিবৃত্তিঃ ইতি ।১৫ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—তদধিগমে ব্রহ্মাধিগমে সতি উত্তরপূর্ব্বয়োঃ অঘ-

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—ব্রহ্মবিদ্যা পাপনাশক নহে, কায়ব্যূহাবলম্বনে কর্ম্মফলভোগশেষে মুক্তি ।]

আর দেখ, দোষের (—পাপের) সহিত সম্বন্ধবশতঃ প্রায়শ্চিত্তসকলের বিধান হওয়ায় তাহাদের দোষক্ষালনরূপ প্রয়োজন থাকে থাকুক্।১১ ব্রহ্মবিদ্যাতে কিন্তু এইপ্রকার [দোষক্ষালনের, পাপনাশের] বিধান নাই। ['ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" (মুঃ ২।২।৮), ইত্যাদি বাক্য জ্ঞানের স্তুতিমাত্র, ইহাই ভাব।১২ শঙ্কা—] কিন্তু ব্রহ্মবিদের কর্ম্মক্ষয় অঙ্গীকৃত না হইলে তাহার (—কর্ম্মের) ফল অবশ্য ভোক্তব্য হওয়ায় মুক্তি হইবে না, এইপ্রকার পরিস্থিতি হইয়া পড়িবে।১৩ [পূঃ সমাধান—] তাহা নহে, ইহা কথিত হইতেছে; কর্ম্মফলের ন্যায় দেশ কাল ও নিমিত্তকে অপেক্ষা করিয়া মোক্ষ হইবে (—যোগসিদ্ধির প্রভাবে স্বর্গে অন্তরিক্ষে এবং ভূর্লোকে বহু শরীরেন্দ্রিয়ের নির্ম্মাণকরতঃ কর্ম্মসকলের ফলভোগ শেষ করিয়া কোন কালে কোন দেশে যোগরূপ নিমিত্তবলে ব্রহ্মবিদ্যা উদ্বুদ্ধ হইলে ব্রহ্মবিদের মুক্তি হইবে)।১৪ সেইহেতু (—প্রায়শ্চিত্ত হইতে ব্রহ্মজ্ঞানের বৈষম্য থাকায় এবং মোক্ষও উপপন্ন হওয়ায়) ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে পাপের ক্ষয় হয় না, ইহাই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে', ইত্যাদি।১৫

[সিঃ—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা অতীত ও ভাবী যাবতীয় পাপের নাশক।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—'তদধিগমে',

ভাবদীপিকা

করিতে হয়, গৃহদাহ তাহার ফল নহে। তদ্রূপ পাপরূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, পাপক্ষয় তাহার ফল নহে। গৃহদাহেষ্টির ন্যায় ইহারও অন্য ফল কল্পনা করিতে হইবে, সুতরাং ইহা অনর্থক নহে। "গৃহদাহেষ্ট্যাদিবৎ", অত্রস্থ 'আদি' শব্দে "যস্য হিরণ্যং নশ্যেৎ আগ্নেয়াদীন্ নির্বপেৎ", ইত্যাদিরূপে বিহিত নৈমিত্তিক যজ্ঞসকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব গৃহদাহেষ্টির ন্যায় প্রায়শ্চিত্তও নৈমিত্তিক কর্ম্মমাত্র, নিমিত্ত উপস্থিত হইলে করিতে হয়, তাহার দ্বারা পাপনাশরূপ ফল হয় না, ইহাই পূর্ব্ববাদীর অভিপ্রায়। কিন্তু 'মলিন ব্যক্তি স্নান করিবে', এই স্থলে মালিন্যরূপ দোষনিবৃত্তিই যেমন স্নানের ফল, তদ্রূপ "তরতি ব্রহ্মহত্যাং যঃ অশ্বমেধেন যজেত" (তৈঃ সং ৫।৩।১২।২), "ব্রহ্মহা দ্বাদশবার্ষিকং চরেৎ", ইত্যাদি শ্রুতিবিহিত প্রায়শ্চিত্তের ফলে তত্তৎ কর্ম্মজনিত পাপনিবৃত্তিই অঙ্গীকার্য্য, তাহাকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলা সঙ্গত নহে। তদুত্তরে পূঃ বলিতেছেন—অপিচ—'আর দেখ', ইত্যাদি (১১ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

য়োঃ অশ্লেষবিনাশৌ ভবতঃ, উত্তরস্য অশ্লেষঃ, পূর্ব্বস্য বিনাশঃ।১৬ কস্মাৎ?।১৭ তদ্ব্যপদেশাৎ।১৮ তথাহি ব্রহ্মবিদ্যাপ্রক্রিয়ায়াং সম্ভাব্যমানসম্বন্ধস্য আগামিনঃ দুরিতস্য অনভিসম্বন্ধং বিদুষঃ ব্যপদিশতি—"যথা পুষ্করপলাশে আপঃ ন শ্লিষ্যন্তে, এবম্ এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" (ছাঃ ৪।১৪।৩) ইতি।১৯ তথা বিনাশম্ অপি পূর্ব্বোপচিতস্য দুরিতস্য ব্যপদিশতি—"তদ্ যথা ইষীকাতূলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত, এবং হ অস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" (ছাঃ ৫।২৪।৩) ইতি।২০ অয়ম্ অপরঃ কর্ম্মক্ষয়ব্যপদেশঃ ভবতি—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"॥ (মুঃ ২।২।৮) ইতি।২১ যদুক্তম্—অনুপভুক্তফলস্য কর্ম্মণঃ ক্ষয়কল্পনায়াং শাস্ত্রং কদর্থিতং স্যাৎ ইতি।২২

ভাষ্যানুবাদ

অর্থাৎ ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী (—ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত) পাপের অসংস্পর্শ ও বিনাশ হয়, [অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির] পরবর্ত্তী পাপের সংস্পর্শ হয় না এবং পূর্ব্ববর্ত্তী পাপের বিনাশ হয়।১৬ কোন্ হেতুবলে বলিতেছ? ১৭ [উত্তর—] যেহেতু [শাস্ত্রে] তাহাদের কথন আছে।১৮ যেমন দেখ, ব্রহ্মবিদ্যার প্রক্রিয়াতে (—প্রকরণে) যাহার সহিত সম্বন্ধ সম্ভব, সেই আগামী পাপের সহিত ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধহীনতা [শ্রুতি] উপদেশ করিতেছেন, যথা—"পদ্মপত্রে জল যেমন সংশ্লিষ্ট হয় না, এইপ্রকারে এবংবিদে (—ব্রহ্মকে যিনি এইপ্রকারে জানেন, তাঁহাতে) পাপকর্ম্ম সংশ্লিষ্ট হয় না", ইত্যাদি।১৯ এইপ্রকারে [শ্রুতি] পূর্ব্বসঞ্চিত পাপের বিনাশও উপদেশ করিতেছেন, যথা—"সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—মুঞ্জাঘাসের তুলা অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে যেমন নিঃশেষে ভস্মীভূত (২) হইয়া যায়, এইপ্রকারেই ইঁহার সকল পাপ নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায়", ইত্যাদি।২০ [সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে পাপের অসংস্পর্শ ও বিনাশ প্রদর্শন করিয়া নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে তাহা করিতেছেন—] কর্ম্মক্ষয়বিষয়ক এই অপর উপদেশ আছে, যথা—"পরাবর (—কারণ ও কার্য্যাত্মক) সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে ইঁহার (—সাধকের, অবিদ্যাবাসনারূপ] হৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়", ইত্যাদি। ['এই বাক্যটীকে কর্ম্মের অশ্লেষবিষয়েও উপলক্ষণরূপে বুঝিতে হইবে', ন্যায়নির্ণয়]।২১

ভাবদীপিকা

(২) 'নিঃশেষে দগ্ধ', 'বিনাশ' ইত্যাদি শব্দসকলের প্রয়োগদৃষ্টে সেই পাপসকল নিঃশেষে ধ্বংস হইয়া যায়, এইপ্রকার অর্থই প্রতিভাত হয়। কিন্তু তাহা শ্রুতির বিবক্ষিতার্থ নহে। 'ব্রহ্মবিৎকর্ত্তৃক পাপ ত্যক্ত হয়', 'পাপ ফলদান করিতে পারে না', ইহাই বিবক্ষিত অর্থ। ৪।১।১৭ সূত্রভাষ্যের ৫ ভাবদীঃ দ্রঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

নৈষঃ দোষঃ, ন হি বয়ং কর্ম্মণঃ ফলদায়িনীং শক্তিম্ অবজানীমহে, বিদ্যতে এব সা।২৩ সা তু বিদ্যাদিনা কারণান্তরেণ প্রতিবধ্যতে ইতি বদামঃ।২৪ শক্তিসদ্ভাবমাত্রে চ শাস্ত্রং ব্যাপ্রিয়তে, ন প্রতিবন্ধাপ্রতিবন্ধয়োঃ অপি।২৫ 'ন হি কর্ম্ম ক্ষীয়তে' ইতি এতদপি স্মরণম্ ঔৎসর্গিকং 'ন ভোগাৎ ঋতে কর্ম্ম ক্ষীয়তে তদর্থত্বাৎ' ইতি। ২৬ ইষ্যতে এব তু প্রায়শ্চিত্তাদিনা তস্য ক্ষয়ঃ, "সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি, তরতি ব্রহ্মহত্যাং যঃ অশ্বমেধেন যজতে, যঃ উ চ এনম্ এবং বেদ" (তৈঃ সং ৫।৩।১২।২) ইত্যাদিশ্রুতি-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—প্রায়শ্চিত্তাদি পাপনাশক। পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক প্রদর্শিত দোষসকলের নিরাকরণ।]

[এইরূপে সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষীর মতবাদ নিরাকরণ করিতেছেন—] আর যে বলা হইয়াছে, যাহার ফল উপভুক্ত হয় নাই, সেই কর্ম্মের ক্ষয় কল্পনা করিলে শাস্ত্র কদর্থিত হইয়া পড়িবেন (৭ বাক্য), ইত্যাদি।২২ [তদুত্তরে বলিব—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু আমরা কর্ম্মের ফলদায়িনী শক্তিকে অবজ্ঞা (—অস্বীকার) করিতেছি না, তাহা অবশ্যই বিদ্যমান আছে।২৩ কিন্তু তাহা ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি অন্য কারণের দ্বারা প্রতিবদ্ধ হয়, ইহাই বলিতেছি।২৪ [আচ্ছা, তাহা হইলে শাস্ত্রবিরোধের মীমাংসা কি ? উত্তর—] আর [কর্ম্মের ফলদায়িকা] শক্তির অস্তিত্বমাত্র বিষয়ে ["পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন" (বৃঃ ৪।৪।৫) ইত্যাদি] শাস্ত্র ব্যাপৃত হইতেছেন (—মাত্র তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন), কিন্তু প্রতিবন্ধ ও অপ্রতিবন্ধেও ব্যাপৃত হইতেছেন না (—কাহার দ্বারা ফলদায়িকা শক্তি অবরুদ্ধ হয়, বা হয় না, তাহা উক্ত শাস্ত্র প্রতিপাদন করিতেছেন না, সুতরাং তাঁহার কদর্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই।২৫ কিন্তু "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম", ইত্যাদি স্মৃতি বলেন—ভোগব্যতিরেকে কর্ম্মক্ষয় হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] 'নহি কর্ম্ম ক্ষীয়তে', ইত্যাদি এই স্মরণ (—স্মৃতি) ঔৎসর্গিক (—সামান্য শাস্ত্র মাত্র), 'ভোগব্যতিরেকে কর্ম্মক্ষয় হয় না, যেহেতু তাহা তদর্থক (—ভোগরূপ প্রয়োজন সম্পাদক'), 'ইহাই তাহার অর্থ'।২৬ [আচ্ছা, এই সামান্য শাস্ত্রের অবপাদ কাহার দ্বারা হইবে ? উত্তর—] কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির দ্বারা তাহার (—পাপকর্ম্মের) ক্ষয় অবশ্যই অভিপ্রেত, "যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, [তিনি] সমস্ত পাপকে অতিক্রম করেন, ব্রহ্মহত্যাকে (—তজ্জনিত পাপকে) অতিক্রম করেন ; আর যিনি ইহাকে (—অশ্বমেধকে) এইপ্রকারে জানেন (—উপাসনা (৩) করেন"), 'তাঁহারও উক্ত ফলসকল লব্ধ হয়', ইত্যাদি শ্রুতি এবং স্মৃতিসকল (৪) হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়।২৭

শাঙ্করভাষ্যম্

স্মৃতিভ্যঃ।২৭ যত্তু উক্তং নৈমিত্তিকানি প্রায়শ্চিত্তানি ভবিষ্যন্তি ইতি।২৮ তৎ অসৎ, দোষসংযোগেন চোদ্যমানানাম্ এষাং দোষনির্ঘাতফলসম্ভবে ফলান্তরকল্পনানুপপত্তেঃ।২৯ যৎ পুনঃ এতদুক্তং—ন প্রায়শ্চিত্তবৎ দোষক্ষয়োদ্দেশেন বিদ্যাবিধানম্ অস্তি ইতি।৩০ অত্র ব্রূমঃ—সগুণাসু তাবৎ বিদ্যাসু বিদ্যতে এব বিধানম্।৩১ তাসু চ বাক্যশেষে ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিঃ পাপনিবৃত্তিশ্চ বিদ্যাবতঃ উচ্যতে।৩২ তয়োশ্চ অবিবক্ষাকারণং নাস্তি ইতি।৩৩ অতঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শাস্ত্রদৃষ্ট ফল সম্ভব হইলে প্রায়শ্চিত্তের অন্য ফল কল্পনা অসঙ্গত।]

আর যে বলা হইয়াছে—প্রায়শ্চিত্তসকল [কামবতী ইষ্টির ন্যায়]] নৈমিত্তিক কর্ম্ম হইবে, [সেইহেতু তাহার ফলান্তর কল্পনীয়, ১ ভাবদীঃ] ইত্যাদি।২৮ তাহা সঙ্গত নহে, যেহেতু দোষের (—পাপের) সম্বন্ধবশতঃ যাহারা বিহিত হইয়াছে, সেই ইহাদের (—প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির) দোষনাশরূপ ফল সম্ভব হইলে [শাস্ত্রদৃষ্ট বিষয়কে ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রে অদৃষ্ট] অন্য ফল কল্পনা অসঙ্গত।২৯

[সিঃ—সগুণব্রহ্মবিদের পাপনিবৃত্তি ও ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিরূপ ফল অঙ্গীকার্য্য।]

আর এই যে বলা হইয়াছে—প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় পাপক্ষয়ের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মবিদ্যার বিধান হয় নাই (১২ বাক্য) ইত্যাদি।৩০ এই বিষয়ে বলিতেছি—সগুণব্রহ্মবিদ্যাসকলে [পাপক্ষয়ের] বিধান অবশ্যই আছে।৩১ দেখ, সেই সকলে বাক্যশেষে বিদ্বানের (—সগুণব্রহ্মবিদের) ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি (ছাঃ ৫।১৮।১) এবং পাপনিবৃত্তি (ছাঃ ৫।২৪।৩) বর্ণিত হইতেছে।৩২ [শঙ্কা—কিন্তু অর্থবাদবাক্যে পঠিত তাহারা বিদ্যাস্তুতির জন্য হওয়ায় বিবক্ষিত নহে। সমাধান—] আর তাহাদের (—ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি ও পাপনিবৃত্তির) অবিবক্ষার প্রতি কারণ নাই ; [যেহেতু একই বৈশ্বানরবিদ্যাতে উভয় বাক্যে পঠিত তাহাদের মধ্যে একটীর ত্যাগ, অপরটীর গ্রহণ যুক্তিবিরুদ্ধ হওয়ায়, পাপনাশ ব্যতিরেকে ব্রাহ্মীস্থিতি সম্ভব না হওয়ায়,

ভাবদীপিকা

(৩) অশ্বমেধবিষয়ক উপাসনা "উষা বৈ অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ" (বৃঃ১।১।১), ইত্যাদি প্রকারে শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদে এবং "যো বৈ অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ"(তৈঃ সং ৭।৫।২৫।১), ইত্যাদি প্রকারে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতাতে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদি যে সকল বর্ণের অশ্বমেধযজ্ঞে অধিকার নাই, তাঁহারাও এই বিদ্যাতে অধিকারী।

(৪) ভগবান্ ভাষ্যকার এখানে স্মৃতিবচনগুলি বলিলেন না। প্রকটার্থবিবরণে তাহা এইপ্রকারে উদ্ধৃত হইয়াছে—"জ্ঞানিনঃ সর্ব্বপাপানি জীর্য্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ। ক্রীড়ন্নপি ন লিপ্যতে পাপৈর্নানাবিধৈরপি"। (লিঙ্গপুরাণ)। "তস্মাদ্ জ্ঞানাসিনা তূর্ণমশেষং কর্ম্মবন্ধনম্। কামাকামকৃতং জিত্বা বুদ্ধা আত্মনি তিষ্ঠতি। যথা বহ্নির্মহাদীপ্তঃ শুষ্কমার্দ্রং চ নির্দহেৎ। তথা শুভাশুভং কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নির্নির্দহেৎ ক্ষণাৎ"। ইত্যাদি। (শিবধর্ম্মোত্তরপুরাণ)

শাঙ্করভাষ্যম্

পাপপ্রহাণপূর্ব্বকৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিঃ তাসাং ফলম্ ইতি নিশ্চীয়তে। ৩৪ নির্গুণায়াং তু বিদ্যায়াং যদ্যপি বিধানং নাস্তি, তথাপি অকর্ত্রাত্ম-বোধাৎ * কর্ম্মপ্রদাহসিদ্ধিঃ। ৩৫ অশ্লেষঃ ইতি চ আগামিষু কর্ম্মসু কর্তৃত্বম্ এব ন প্রতিপদ্যতে ব্রহ্মবিদ্ ইতি দর্শয়তি। ৩৬ অতিক্রান্তেষু তু যদ্যপি মিথ্যাজ্ঞানাৎ কর্তৃত্বং প্রতিপেদে ইব, তথাপি বিদ্যাসামর্থ্যাৎ মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ তানি অপি প্রবিলীয়ন্তে ইতি

* 'স্বরূপবোধাৎ', ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

সগুণব্রহ্মতাদাত্ম্যভাবপ্রাপ্তি ও ব্রহ্মলোকে অবস্থিতিরূপ প্রধান ফল পাপনাশসাপেক্ষ হওয়ায় এবং ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি ব্রহ্মলোকে স্বাভাবিক হওয়ায় তাহাদের বিবক্ষা (—বিধান) অবশ্যই অঙ্গীকার্য্য]।৩৩ এইহেতু পাপপরিত্যাগপূর্ব্বক ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি তাহাদের (—সগুণব্রহ্মবিদ্যাসকলের) ফল, ইহা নিশ্চয় করা হইতেছে।৩৪

[সিঃ— নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাবলে নিবৃত্তকর্তৃত্বভোক্তৃত্ববিভ্রম পুরুষের পাপনিবৃত্তি স্বতঃই হইয়া পড়ে।]

কিন্তু নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাসকলে যদিও [পাপক্ষয়ের] বিধান নাই (৫), তথাপি অকর্ত্রাত্মবোধবলে (—অকর্তৃস্বরূপ ব্রহ্ম আমিই, এইপ্রকার জ্ঞানবলে) কর্ম্মের নাশ সিদ্ধ হয় (৬)।৩৫ [কিন্তু কর্ম্মের (—পাপপুণ্যের) নাশ সঙ্গত হইলেও, এইরূপে বিভিন্নভাবে তাহাদের অশ্লেষ ও বিনাশের কথন অসঙ্গত। তদুত্তরে বলিতেছেন—] 'অশ্লেষ' এইপ্রকারে আগামি (—জ্ঞানোৎপত্তির পরভাবি) কর্ম্মসকলে ব্রহ্মবিৎ কর্তৃত্বকেই প্রাপ্ত হন না (—"শরীর ও ইন্দ্রিয়দ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, আমি অবিক্রিয় ব্রহ্মস্বরূপ", এইপ্রকার জ্ঞানবান্ ব্যক্তি নিজের কর্তৃত্বকে অনুভব করেন না, ফলে পাপদ্বারা লিপ্ত হন না, ইহা ভগবান্ সূত্রকার] প্রদর্শন করিতেছেন।৩৬ [কিন্তু নির্গুণব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির পূর্ব্বকালে তো কর্তৃত্বাদি ও তজ্জনিত কর্ম্ম ছিল, তাহাদের নিবৃত্তি কিপ্রকারে হইবে? উত্তর—] কিন্তু অতীত কর্ম্মসকলে [ব্রহ্মবিদ্] যদিও মিথ্যা অজ্ঞানবশতঃ যেন কর্তৃত্বকে প্রাপ্তই হইয়াছিলেন, তথাপি ব্রহ্মবিদ্যার

ভাবদীপিকা

(৫) ইহা ভগবান্ ভাষ্যকারের প্রৌঢ়িবাদ (৩।৩৬৭,১।৫২ পৃঃ)। "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" (মুঃ ২।২।৮), "বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্ উপৈতি" (মুঃ ৩।১।৩), "জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ" (শ্বেঃ ২।১৫), ইত্যাদিপ্রকারে পাপক্ষয় বহু স্থলে বর্ণিত হইলেও; 'তাহা বর্ণিত হয় নাই', ইহা অঙ্গীকার করিয়া লইয়া নির্গুণব্রহ্ম-বিদ্যার স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার বলে পাপক্ষয় প্রতিপাদন করিলেন।

(৬) যেমন স্বপ্নকালীন সুরাপানকর্তৃত্ব জাগ্রৎকালে বাধিত হওয়ায় তজ্জনিত পাপ জাগ্রত পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না; অথবা রজ্জুতে আরোপিত সর্পের দর্শনজনিত ভয়কম্পাদি যেমন রজ্জুতত্ত্বসাক্ষাৎকারের অনন্তর নিবৃত্ত হইয়া যায়; তদ্রূপ নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার উদয় হইলে মূলাবিদ্যার নিবৃত্তিবশতঃ যাঁহার নিখিলকর্তৃত্বভোক্তৃত্বরূপ বিভ্রম নিবৃত্ত হইয়া যায়, ব্রহ্মস্বরূপ তাঁহার পক্ষে আর পুণ্যপাপের ফলোপভোগ সম্ভব হয় না, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

আহ—'বিনাশঃ' ইতি।৩৭ পূর্ব্বসিদ্ধকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ববিপরীতং হি ত্রিষু অপি কালেষু অকর্ত্তৃত্বাভোক্তৃত্বস্বরূপং ব্রহ্ম অহম্ অস্মি, ন ইতঃ পূর্ব্বম্ অপি কর্ত্তা ভোক্তা বা অহম্ আসম্, ন ইদানীং, নাপি ভবিষ্যৎকালে ইতি ব্রহ্মবিদ্ অবগচ্ছতি।৩৮ এবম্ এব চ মোক্ষঃ উপপদ্যতে।৩৯ অন্যথা হি অনাদিকালপ্রবৃত্তানাং কর্ম্মণাং

ভাষ্যানুবাদ

[৮৮ পৃঃ]

সামর্থ্যবশতঃ মিথ্যা অজ্ঞানের নিবৃত্ত হওয়ায় সেই সকলও নিঃশেষে বিলীন হইয়া যায়, [ভগবান্ সূত্রকার] ইহা বলিতেছেন—"বিনাশঃ" ইত্যাদি।৩৭ [নির্গুণ-ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হইলে কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়, এই বিষয়ে ব্রহ্মবিদের অনুভব প্রদর্শন করিতেছেন—] পূর্ব্বসিদ্ধ কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের বিপরীত যে কালত্রয়েই অকর্ত্তৃ ও অভোক্তৃস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনিই আমি; ইহার পূর্ব্বেও আমি কর্ত্তা বা ভোক্তা ছিলাম না, বর্ত্তমানকালেও তাহা নহি, ভবিষ্যৎকালেও তাহা হইব না; [নির্গুণ-] ব্রহ্মবিদ্ এইপ্রকার অনুভব করিয়া থাকেন (৭)।৩৮ আর এইপ্রকারেই (—অকর্ত্তৃ-অভোক্তৃস্বরূপ-আত্মবিজ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মক্ষয় হইলেই) মোক্ষ যুক্তি-সঙ্গত।৩৯ অন্যথা (—ইহা অঙ্গীকার না করিয়া যোগবলে বহু দেশে বহু শরীরে-ন্দ্রিয়নির্ম্মাণকরতঃ যুগপৎ ভোগ শেষ করিয়া মোক্ষ হয়, ইহা স্বীকার করিলে) অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত কর্ম্মসকলের ক্ষয়ের অভাববশতঃ মোক্ষের অভাব হইয়া

ভাবদীপিকা

[তত্ত্বজ্ঞান মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় বিষয়ে শাস্ত্রার্থ নিরূপণ।]

(৭) এইপ্রকারে নির্গুণব্রহ্মবিৎ, জীবন্মুক্ত আচার্য্য ভগবান্ ভাষ্যকার ব্রহ্মবিদের স্বানুভব প্রদর্শন করিলেন। এই প্রসঙ্গে এক্ষণে আমরা একটু প্রাসঙ্গিক বিচার করিব। "জীবন্মুক্তিবিবেক" গ্রন্থে পূজ্যপাদ বিদ্যারণ্যমুনি বলিয়াছেন—"অথ জীবন্মুক্তিসাধনং নিরূপয়ামঃ। তত্ত্বজ্ঞান-মনোনাশবাসনাক্ষয়াঃ তৎসাধনম্" (জীবন্মুঃ ২০২ পৃঃ) ইত্যাদি। তত্ত্বজ্ঞানশব্দের অর্থ—"ইদং সর্ব্বম্ আত্মা এব, প্রতীয়মানং তু রূপরসাদিকং জগৎ মায়াময়ং, নতু এতৎ বস্তুতো অস্তি ইতি নিশ্চয়ঃ" (ঐ ২০৫ পৃঃ)। "...আত্মা এব একঃ পরমার্থসত্যঃ সচ্চিদানন্দাদ্বয়োঽহমস্মি" ইতি জ্ঞানং "তত্ত্বজ্ঞানম্" (গীতা ৬।৩২, মধুসূদন), ইত্যাদি। অর্থাৎ 'আত্মাই পরমার্থ সত্য, নিখিল রূপরসাদি দ্বৈত পদার্থ মায়াবলে তাঁহাতে কল্পিত, বস্তুতঃ তাহারা বিদ্যমান নাই. আমিই সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বয় পরমার্থসত্য আত্মা. এইপ্রকার জ্ঞানই 'তত্ত্বজ্ঞান' *। মনোনাশ শব্দের অর্থ —"ব্যুত্থানসংস্কারের অভিভব এবং নিরোধসংস্কারের প্রাদুর্ভাব" (জীবন্মুঃ ২০১ পৃঃ)। "মনোনাশঃ নাম বৃত্তিরূপপরিণামং পরিত্যজ্য সর্ব্ববৃত্তিবিরোধিনা নিরোধাকারেণ পরিণামঃ" (গীতা ৬।৩২, মধুসূদন)—'মনোনাশ বলিতে মনের বৃত্তিরূপ যে পরিণাম, তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্ববৃত্তির বিরোধী নিরোধাকার পরিণাম'। অর্থাৎ মনের বৃত্তিসকলের নিরোধই 'মনোনাশ'।

* লক্ষ্য করিতে হইবে—এই 'তত্ত্বজ্ঞান' দুইপ্রকার, ১। সাধনরূপ ও ২। সাধ্যরূপ। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদি (১১৩৫ পৃঃ) পূর্ব্বক শুদ্ধ তৎ ও ত্বং পদার্থের পরোক্ষ একত্বজ্ঞানই ইহার সাধনাত্মকরূপ এবং অবিদ্যাধ্বংসি প্রতিষ্ঠিত অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানই ইহার সাধ্যাত্মকরূপ। অপরিপক্কাবস্থাতে যাহা সাধন, পরিপক্কাবস্থাতে তাহাই সাধ্য।

ভাবদীপিকা

[ইহা বস্তুতঃ' নিদিধ্যাসনের পরিপকাবস্থা, সমাধি]। **বাসনাক্ষয়**শব্দের অর্থ—"বিবেকজন্যায়াং শান্ত্যাদিবাসনায়াং দৃঢ়ায়াং সত্যপি বাহ্যনিমিত্তে ক্রোধাদ্যনুৎপত্তিঃ (জীবন্মুঃ ২০৪ পৃঃ), অর্থাৎ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক হইতে উত্থিত শমদমাদিসাধনসকলের (১।৬৫ পৃঃ) অভ্যাসজনিত সংস্কার দৃঢ় হইলে উদ্বোধক বাহ্য নিমিত্ত থাকিলেও কামক্রোধাদির অনুৎপত্তিকে বলে—'বাসনাক্ষয়'। বস্তুতঃ এই সকলগুলিই ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তির প্রতি সাধন, ইহা আমরাও পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থাংশে বিভিন্নভাবে প্রদর্শন করিয়াছি : সুতরাং আচার্য্যপাদগণের এই সকল উক্তিতে কোনপ্রকার বিরোধ হয় না। কিন্তু জীবন্মুক্তিবিবেক গ্রন্থের বাসনাক্ষয়প্রকরণে এইপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে—"তৈশ্চ····তত্ত্বজ্ঞানং সম্যগুদেতি····নাস্তি তস্য শৈথিল্যম্। বাসনাক্ষয়মনোনাশে তু দৃঢ়াভ্যাসাভাবাৎ ভোগপ্রদেন প্রারব্ধেন···সহসা নিবর্ত্ত্যতে", (২৩৪ পৃঃ) ইত্যাদি। উক্ত গ্রন্থের পূর্ণানন্দেন্দুকৌমুদী টীকাতে বলা হইয়াছে—"উৎপন্নতত্ত্বসাক্ষাৎকারাণাম্ অপি অকুতোপাস্তিত্বেন অনুৎপন্নজীবন্মুক্তিফলত্বাৎ" (৫ পৃঃ), ইত্যাদি। গীতা ৬।৩২ টীকাতে পূজ্যপাদ **মধুসূদন** সরস্বতী মহোদয়ও বলিয়াছেন—"উৎপন্নেঽপি তত্ত্ববোধে কশ্চিৎ মনোনাশবাসনাক্ষয়য়োঃ অভাবাৎ জীবন্মুক্তিসুখং ন অনুভবতি" ইত্যাদি। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই—"তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হইলেও এবং তাহার শৈথিল্য না হইলেও অকুতোপাস্তি হওয়ায় (—নিদিধ্যাসনে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়) ভোগপ্রদ প্রারব্ধবলে তাঁহার মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় সহসা নিবৃত্ত হইয়া যায় ; ফলে তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ জীবন্মুক্তিসুখ অনুভব করিতে পারেন না, প্রারব্ধকর্ম্মবশে সমাধি হইতে ব্যুত্থানকালে সংসারক্লেশ অনুভব করিতে থাকেন। সেইহেতু তত্ত্ববোধের উৎপত্তির পর তজ্জন্য প্রযত্নের অপেক্ষা না থাকিলেও, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের যুগপৎ অভ্যাস করিতে হইবে, তাহার ফলে তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্তিসুখ অনুভব করিবেন", ইত্যাদি। **আমাদের দৃষ্টিতে** এই মতবাদে মহান্ বিরোধ প্রতিভাত হইতেছে। তাহা এই—আমাদের জিজ্ঞাস্য, এই যে তত্ত্ববোধ, তাহা কি ১। ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান, অথবা ২। তত্ত্বমস্যাদি বাক্যোত্থ অপ্রতিষ্ঠিত অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান (২৪ পৃঃ), অথবা ৩। অবিদ্যাধ্বংসি প্রতিষ্ঠিত অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ? **প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষে** কোন বিরোধ নাই ; কারণ অবিদ্যাধ্বংসি প্রতিষ্ঠিত অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তির জন্য উক্ত সাধনসকল অবশ্যানুষ্ঠেয়, ইহা তত্তৎ স্থলে বিভিন্নভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ **অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভকারও** জীবন্মুক্তির সাধনরূপেই ইহাদের বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—"সা ইয়ং জীবন্মুক্তিঃ তত্ত্বজ্ঞানবাসনাক্ষয়মনোনাশাভ্যাসাৎ সিধ্যতি", (৩৫৮ পৃঃ), ইত্যাদি। সুতরাং সাধন তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের সম্যক্ পরিপক্বতার অভাবে সাধ্য তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ই সম্ভব হয় না। **তৃতীয় পক্ষে**—অপসিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে ; কারণ অবিদ্যাধ্বংসি ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানরূপ প্রতিষ্ঠিত অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে, অথচ জ্ঞানসমকালে সদ্যোমুক্ত (১।২৬৯ পৃঃ) তাঁহার জীবন্মুক্তি ও তজ্জনিত সুখ অনুভূত হইবে না, ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত বিরুদ্ধ কথন। যেহেতু ভগবান্ **ভাষ্যকার** বলিয়াছেন—"যদৈব আত্মপ্রতিপাদকবাক্যশ্রবণাৎ আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানম্ উৎপদ্যতে, তদৈব তদুৎপদ্যমানং তদ্বিষয়ং মিথ্যাজ্ঞানং নিবর্ত্তয়দেব উৎপদ্যতে" (বৃঃ ১।৪।৭ ভাষ্য) ; আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং যৎকালং তৎকালে এব তদ্বিষয়াজ্ঞানতিরোভাবঃ" (বৃঃ ১।৪।১০ ভাষ্য), ইত্যাদি।

ভাবদীপিকা

ব্রহ্মবিদের খাদ্যভবজ্ঞাপক অত্রস্থ এই শারীরকভাষ্যবিরোধও (৩৮ সংখ্যক বাক্য দ্রঃ) এই পক্ষে সুপরিস্ফুট। এই শারীরকে অন্যত্র ভগবান্ ভাষ্যকার আরও বলিয়াছেন—"সকৃৎ উৎপন্না এব হি আত্মপ্রতিপত্তিঃ অবিদ্যাং নিবর্তয়তি ইতি নাত্র কশ্চিদপি ক্রমঃ অভ্যুপগম্যতে" (১৬ পৃঃ ৪০ বাক্য), "ন চ এবম্ আত্মানম্ অনুভবতঃ কিঞ্চিৎ অন্যৎ কৃত্যম্ অবশিষ্যতে" (১৮ পৃঃ ৫০ বাক্য), "ন হি সম্যগ্দর্শনে কার্যে নিষ্পন্নে যত্নান্তরং কিঞ্চিৎ শাসিতুং শক্যম্, অনিযোজ্য-ব্রহ্মাত্মত্বপ্রতিপত্তেঃ শাস্ত্রস্যাবিষয়ত্বাৎ" (১১ পৃঃ ৩ বাক্য), ইত্যাদি। অতএব অবিদ্যাধ্বংসি ব্রহ্মাত্মজ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে, অথচ জ্ঞানসমকালে মুক্ত অন্তঃকরণাদিতে অভিমানহীন, কালত্রয়ে অকর্তৃ-অভোক্তৃস্বরূপতা প্রাপ্ত (৩৮ বাক্য) সদ্যোমুক্ত ব্রহ্মবিদের জীবন্মুক্তি ও তজ্জন্য সুখ হইবে না, তাঁহার সংসারক্লেশ হইতে থাকিবে, তন্নিরাকরণের জন্য পুনরায় মনোনাশাদি সাধনের অভ্যাস করিতে হইবে, এইপ্রকার যুক্তিবিরোধী ও ভাষ্যবিরোধী ক্রম অঙ্গীকারযোগ্য নহে।

এই বিষয়ে আরও কয়েকটী বিরোধের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, যথা—(ক) পূজ্যপাদ আচার্য্য মধুসূদন গীতা ৬।৩২ টীকাতে বলিয়াছেন—"অধিকারী দ্বিবিধ, কৃতোপাস্তি এবং অকৃতোপাস্তি"। "কৃতোপাস্তিশব্দের" অর্থবর্ণনপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"উপাস্যসাক্ষাৎকারপর্য্যন্তং উপাস্তি"। তাহাতে সগুণব্রহ্মোপাসনাই উপাস্তিশব্দের অর্থ, ইহাই আচার্য্যপাদের অভিপ্রেতরূপে প্রতিভাত হইতেছে। তাহাতে কিন্তু সগুণব্রহ্মোপাসনা ব্যতিরেকে নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার এবং তদ্বিদ্যোদয় সিদ্ধ হয় না, এইপ্রকার পরিস্থিতি হইয়া পড়ে; পরন্তু একমাত্র দহরবিদ্যা ও প্রজাপতিবিদ্যার মধ্যে কথঞ্চিৎ সম্বন্ধ ব্যতিরেকে (১।৬৩৪ পৃঃ) অন্য নির্গুণবিদ্যাতে এইপ্রকার পরিস্থিতি অঙ্গীকৃত হয় না। সগুণব্রহ্মবিদ্যানুশীলনকারী উপাসকের নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার নিষিদ্ধ না হইলেও, সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিই নির্গুণ-ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারিরূপে নির্ণীত হইয়াছেন (১।৬৫ পৃঃ)। এই 'উপাস্তি' শব্দের অর্থ যদি 'নিদিধ্যাসন' হয়, তাহা হইলেও অকৃতোপাস্তি, অর্থাৎ অকৃতনিদিধ্যাসন ব্যক্তির অপরোক্ষ অবিদ্যাধ্বংসি তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ই সম্ভব নহে বলিয়া তাঁহার জীবন্মুক্তি সুখানুভবের প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং এই স্থলে আচার্য্যপাদের উক্তির তাৎপর্য্য চিন্তনীয়। (খ) আর এক কথা, শ্রুতি বলেন— "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুঃ ৩।২।৯)। সুতরাং অবিদ্যাধ্বংসি অপরোক্ষ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানবান্ বিদ্বান্ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া পড়েন, ইহা শ্রুতিসিদ্ধান্ত। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—ব্রহ্মস্বরূপ বিদ্বান্ যখন জীবন্মুক্তিসুখ অনুভব করিতে পারেন না, তখন তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান বিদ্যমান ১। থাকে না, অথবা ২। থাকে? প্রথম পক্ষ অসঙ্গত, কারণ ধ্বস্তাবিদ্য ব্রহ্মস্বরূপভূত বিদ্বান্ কদাপি অবিদ্বান্ হইয়া পড়েন না। দ্বিতীয় পক্ষে—অনাশ্বাসপ্রসঙ্গ, কারণ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান বর্তমান থাকিলেও যদি জীবন্মুক্তি ও তজ্জনিত সুখ না অনুভূত হয়, তাহা হইলে পুনঃ মনোনাশাদির অভ্যাসবলে তাহা হইবে, এই বিষয়ে নিশ্চয়তা কি? আবার 'ঘট থাকিবে, তাহার কম্বুগ্রীবাদিমত্তা থাকিবে না' এইপ্রকার পরিস্থিতি যেমন সম্ভব নহে; তদ্রূপ জীবন্মুক্তি থাকিবে, তজ্জন্য সুখ থাকিবে না, এইপ্রকার পরিস্থিতিও সম্ভব নহে। (গ) আবার ইহাও জিজ্ঞাসা করা যায় যে, ১। মনোনাশাদি সাধন পরিপক্ব হইবার পূর্ব্বে অবিদ্যাধ্বংসি ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, অথবা ২। পরে? প্রথম পক্ষ অসঙ্গত, কারণ অপরিপক্ব

ভাবদীপিকা

সাধন কোন কিছুর উৎপাদক নহে। **দ্বিতীয়** পক্ষে—অনাশ্বাসপ্রসঙ্গ ; কারণ পরিপক্ক যে সাধন সাধ্য ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্পাদন করিয়াও জীবন্মুক্তি ও তজ্জন্য সুখ সম্পাদন করিতে পারিল না, পুনঃ অভ্যস্ত হইয়া তাহা সম্পাদন করিবে, এই বিষয়ে নিশ্চয়তা কি ? **(ঘ)** আর যে বলা হইয়াছে—"মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় ভোগপ্রদ প্রারব্ধবলে সহসা নিবৃত্ত হইয়া যায়", ইত্যাদি। তদুত্তরে বলা যায়—সাধন পরিপক্ক না হইলে সাধ্যের উৎপত্তি হয় না, ইহাই বস্তুস্থিতি। তাদৃশ ভোগপ্রদ প্রারব্ধ যদি কাহারও থাকে, তাহা সাধনের পরিপাক-দ্বারা সাধ্য ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিই হইতে দিবে না। সাধ্য ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি হইলে অবিদ্যা বাধিত হওয়ায় তাহার কার্য্যভূত অন্তঃকরণ ও তাহার ব্যাপাররূপ সাধনসকলের নিবৃত্তি হই-য়াই থাকে ; ইহাই বস্তুস্থিতি। "যখন সমস্তই ইঁহার আত্মস্বরূপ হইয়া গেল" (বৃঃ ২।৪।১৪), তখন তদ্ব্যতিরিক্ত সাধনের অস্তিত্বই বা কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে ? ইহা অঙ্গীকার না করিলে "ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি" (বৃঃ ৪।৩।৩০), "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া পড়েন", ইত্যাদি শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইয়া পড়িবে। সুতরাং বিদ্যোদয়ের পর অবিদ্যা ও অন্তঃকরণসহ মনোনাশাদি সাধনের নিবৃত্তি হইয়াই থাকে, তজ্জন্য প্রবল প্রারব্ধের কোনপ্রকার আবশ্যকতাই নাই। আবার ধ্বস্তাবিদ্য দেহেন্দ্রিয়াদিতে অভিমানহীন কালত্রয়েই অকর্ত্তা অভোক্তা ব্রহ্মস্বরূপ নির্গুণব্রহ্ম-বিদের 'ভোগপ্রদ প্রারব্ধই' বা কি, যাহা মনোনাশাদি সাধনকে নিবৃত্ত করিবে ? বন্ধ্যাপুত্র কি কখনও অর্থক্রিয়াকারী হইয়া পড়িবে ? তবে ধ্বস্তাবিদ্য ব্রহ্মাত্মজ্ঞানবান্ কাহারও যদি স্বীয়-রেচ্ছায় লোকশিক্ষার্থে, প্রারব্ধ বা পূর্ব্বাভ্যাসবশে মনোনাশাদি সাধনের পরদৃষ্টিতে অনুবৃত্তি হইতে থাকে, তাহা হউক্। কিন্তু অনিযোজ্য ব্রহ্মস্বরূপতাপ্রাপ্ত এবং ধ্রুবা বিদ্যাস্মৃতিযুক্ত (নৈঃ সিঃ ১।৩৮) অকর্ত্তৃস্বরূপ নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদের **স্বদৃষ্টিতে** কোন প্রয়োজনে কোনপ্রকারেই উক্ত সাধনসকলের অভ্যাসের বিধান, সম্ভাবনা ও আবশ্যকতা অঙ্গীকার করা যায় না। **(ঙ)** আরও জিজ্ঞাস্য—বিদ্বান্ যে জীবন্মুক্তিসুখ অনুভব করিতে পারেন না, সেই জীবন্মুক্তি সুখ কি পদার্থ ? তাহা কি **১।** ব্রহ্মবিদের স্বরূপস্থিতিবশতঃ পরিপূর্ণ শান্তি ? অথবা **২।** মোদ ও প্রমোদাদির (১।১।২৯ পৃঃ) ন্যায় অনুভবযোগ্য উপাধিজন্য আনন্দ ? **প্রথম** পক্ষ সিদ্ধা-ন্তীর অভীষ্ট। ব্রহ্মবিদের সেই স্বস্বরূপে স্থিতির ব্যাঘাত কিন্তু কোন কারণবশতঃ কোনকালেই হয় না ; তদঙ্গীকারে ব্রহ্মবিদ্যার ও "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুঃ ৩।২।৯) এই শ্রুতির ব্যর্থতা হইয়া পড়িবে। **দ্বিতীয়** পক্ষ অসঙ্গত, যেহেতু সেই অবস্থাতে ব্রহ্মবিদের স্বরূপভিন্ন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। "যত্র বৈ অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ" (বৃঃ ২।৪।১৪), ইত্যাদি শ্রুতি তাহাই বলেন। **(চ)** আবার জিজ্ঞাসা করা যায়—জীবন্মুক্তিসুখের হেতু কি ? **১।** ব্রহ্ম-বিদ্যা ? **২।** মনোনাশাদি সাধন ? অথবা **৩।** সেই সাধনবিশিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা ? **দ্বিতীয়** পক্ষ অসঙ্গত ; কারণ হঠযোগোক্ত প্রক্রিয়াবলম্বনে মনোনিরোধে পারদর্শী, সুতরাং মনোনাশরূপ সাধনবান্ অব্রহ্মবিদ্ হঠযোগীতে অতিব্যাপ্তি, যেহেতু তাঁহাদের মনোনাশরূপ সাধন আছে, ব্রহ্ম-বিদ্যার অভাবে জীবন্মুক্তি কিন্তু নাই। **তৃতীয়** পক্ষও অসঙ্গত ; কারণ ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির পর মনোনাশাদি সাধনের নিবৃত্তি হইয়া যায় বলিয়া [ইহা উপরে বলা হইয়াছে], তাদৃশ বিশেষ্য-বিশেষণভাব সম্ভব নহে। **প্রথম** পক্ষ—সিদ্ধান্তীর অভীষ্ট, যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যাবলে ধ্বস্তাবিদ্য

[৮৪ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

ক্ষয়াভাবে মোক্ষাভাবঃ স্যাৎ ।৪০ ন চ দেশকালনিমিত্তাপেক্ষঃ মোক্ষঃ কর্ম্মফলবৎ ভবিতুম্ অর্হতি, অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ।৪১ পরোক্ষত্বানুপপত্তেশ্চ জ্ঞানফলস্য।৪২ তস্মাৎ ব্রহ্মাধিগমে দুরিতক্ষয়ঃ ইতি স্থিতম্ ।৪ ৩॥৪।১।১৩॥ ইতি নবমং তদধিগমাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

পড়িবে (৮)।৪০ আর মোক্ষ কর্ম্মফলের ন্যায় দেশ ও কালরূপ নিমিত্তসাপেক্ষ হইবে, ইহা সঙ্গত নহে, যেহেতু অনিত্য হইয়া পড়িবে। [যাহা সাপেক্ষ, তাহা অনিত্য, যথা ঘট, ইহাই ভাব]।৪১ আর জ্ঞানের যাহা ফল, তাহার পরোক্ষতা সঙ্গত নহে বলিয়াও 'তাহার ফল কালান্তরে হইতে পারে না; সেইহেতু উৎপন্ন-বিদ্য পুরুষ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া পরে মুক্ত হইবে, এইপ্রকার পরিস্থিতি সম্ভব নহে' ।৪২ সেইহেতু (—উক্তপ্রকারে শ্রুতি স্মৃতি যুক্তি ও ব্রহ্মবিদের অনুভবের দ্বারা সমর্থিত হওয়ায়, সগুণ বা নির্গুণ] ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে পাপের নাশ হয়, ইহা সিদ্ধ হইল।৪৩॥৪।১ ১৩॥ তদধিগমাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

ব্রহ্মবিদের নিবাধ জীবন্মুক্তিসুখ হইতেই থাকে, দ্বৈতবস্তুর অভাববশতঃ তাহার বাধক কিছুই নাই। এইপ্রকারে দেখা গেল—যেপ্রকারেই বিচার করা হউক্ না কেন, 'ধ্বস্তাবিদ্য নির্গুণ-ব্রহ্মবিদের জীবন্মুক্তিসুখানুভবের জন্য মনোনাশাদি অভ্যাসের আবশ্যকতাবিষয়ক এই পক্ষ বালুকাকূপের ন্যায় বিদীর্ণ হইয়া পড়ে। যাহাহউক্ শ্রুতি ভাষ্য ও যুক্তিবিরোধী এইপ্রকার মতবাদও মধ্যবর্ত্তিকালীন কোন কোন বেদান্তগ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। পরমপূজ্যপাদ আচার্য্য মধু-সূদনের ন্যায় ব্যক্তিও গীতাব্যাখ্যাতে এই মতবাদের অনুসরণ করিয়াছেন কেন, ইহার তাৎপর্য্য কি, মূলই * বা কি, এই চিন্তনীয় বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমরা বিরত হইতেছি। (বিচার সম্পূর্ণরূপেই আমাদের)

[কায়ব্যূহদ্বারা কর্ম্মক্ষয় অসম্ভব।]

(৮) ১। কর্ম্মসকল নিয়তকালবিপাক, অর্থাৎ কোন্ কর্ম্ম কোন্ কালে ফলদান করিবে, তাহা নিয়মিত আছে, সেইহেতু তাহাদের সকলের যুগপৎ ভোগ সম্ভব নহে। ২। কর্ম্মফল-ভোগকালে নব নব কর্ম্ম সঞ্চিত হয়, অন্যথা ভোগই সম্ভব হয় না। সেইহেতু শতকল্পেও ভোগদ্বারা তাহাদের ক্ষয় সম্ভব নহে। ৩। আর যে কর্ম্ম একাই বহু কল্পব্যাপী ফলপ্রদ, যথা—"কল্পমেকং সূর্য্যলোকে চন্দ্রলোকে দ্বিকল্পকম্। ততশ্চ বিবিধান্ ভোগানাপ্নোতি ব্রহ্মণঃ পদে"। (বেদান্তসূত্রমুক্তাবলীতে উদ্ধৃত), ইত্যাদি; একই জন্মে কায়ব্যূহনির্ম্মাণদ্বারা তাহার যুগপৎ ভোগ সম্ভব নহে। ব্রহ্মবিদ্যা কায়ব্যূহনির্ম্মাণের হেতু, এই বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই। ৪। অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত কর্ম্মসকলের পরিমিতিকালে ভোগদ্বারা ক্ষয় সম্ভবও নহে। ৫। আবার যে অসংখ্য কর্ম্মের ফল শত শত কল্পে ক্রমশঃ ভোক্তব্য, পরি-মিতকালে বহু শরীরাবলম্বনেও সেই নিয়তকালবিপাক কর্ম্মসকলের যুগপৎ ভোগ সম্ভব নহে।

* কেহ কেহ বলেন—'যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণ' এই মতবাদের মূল। তাহা অনুসন্ধেয়। ভগবান্ শারীরকভাষ্যকার ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যাতে যোগবাসিষ্ঠের সহায়তা গ্রহণ করেন নাই; শ্রুতি এবং তদনুসরণকারিণী স্মৃতিই তাঁহার প্রধান অবলম্বন, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

১০। ইতরাসংশ্লেষাধিকরণম্। [১৪ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদের পুণ্যস্পর্শাভাব ও পুণ্যনাশ। [ইহা কাম্যকর্ম্মজনিত পুণ্য, ৪।১।১৭ সূঃ দ্রষ্টব্য। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মজনিত পুণ্য ৪।১।১২ অগ্নিহোত্রাদ্যধিকরণে আলোচিত হইবে]।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে ব্রহ্মবিদের পাপস্পর্শাভাব ও পাপনাশ প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাঁহার পুণ্যের কিন্তু সেইপ্রকার হইবে না, কারণ ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায় পুণ্যও শ্রৌত পদার্থ হওয়ায় তাহাদের মধ্যে বিরোধ নাই। এইপ্রকারে **প্রত্যুদা**হরণসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণবৎ, তবে পাপক্ষয়স্থলে কাম্যকর্ম্মজনিত পুণ্যের নাশ গ্রহণীয়।

ন্যায়মালা

পুণ্যেন লিপ্যতে নো বা, লিপ্যতেঽস্য শ্রুতত্বতঃ।
ন হি শ্রৌতেন পুণ্যেন শ্রৌতং জ্ঞানং বিরুধ্যতে॥
অলেপো বস্তুসামর্থ্যাৎ সমানঃ পুণ্যপাপয়োঃ।
শ্রুতং পুণ্যং পাপতয়া তরণং চ সমং শ্রুতম্॥

অন্বয়—পুণ্যেন লিপ্যতে নো বা ? লিপ্যতে, হি অস্য শ্রুতত্বতঃ শ্রৌতেন পুণ্যেন শ্রৌতং জ্ঞানং ন বিরুধ্যতে। বস্তুসামর্থ্যাৎ পুণ্যপাপয়োঃ অলেপঃ সমানঃ, শ্রুতং পুণ্যং পাপতয়া, তরণং চ সমং শ্রুতম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[সগুণনির্গুণব্রহ্মবিদঃ পুণ্যং কর্ম্ম অত্র বিষয়ঃ। পূর্ব্ববৎ কর্ম্মণাং ফলান্তবপ্রতীতেঃ জ্ঞানদাহপ্রতীতেশ্চ ভবতি সংশয়ঃ—সগুণব্রহ্মবিদঃ নির্গুণব্রহ্মবিদশ্চ মা ভূৎ পাপলেপঃ, পরন্তু সঃ] পুণ্যেন লিপ্যতে, নো বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—[অবশ্যং সঃ পুণ্যেন] লিপ্যতে, হি অস্য শ্রুতত্বতঃ শ্রৌতেন পুণ্যেন শ্রৌতং [ব্রহ্ম-] জ্ঞানং ন বিরুধ্যতে।

সিদ্ধান্ত—[অকর্ত্রাত্মজ্ঞানরূপ-] বস্তুসামর্থ্যাৎ [নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞানিনা সহ] পুণ্যপাপয়োঃ অলেপঃ [পাপবৎ] সমানঃ। [সগুণজ্ঞানিনস্তু উপাসনাব্যতিরিক্তং কাম্যং পুণ্যং পাপবৎ অধমজন্মহেতুত্বাৎ পাপসমম্ এব ইতি মত্বা শ্রুতিঃ "সর্ব্বে পাপ্মানঃ অতো নিবর্ত্তন্তে" (ছাঃ ৮।৪।১) ইত্যাদিনা দহরবিদ্যাবাক্যশেষে সগুণব্রহ্মবিদি] শ্রুতং পুণ্যং পাপতয়া [পরামৃশতি। কিঞ্চ "উভে উ হ বৈ এব এষঃ এতে তরতি" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদৌ জ্ঞানিনাং পুণ্যপাপয়োঃ] তরণং চ সমং শ্রুতম্। [অতঃ পাপবৎ পুণ্যেন অপি ব্রহ্মবিদ্ ন লিপ্যতে]।

অনুবাদ

সংশয়—[সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদের পুণ্যকর্ম্ম এখানে বিষয়। পূর্ব্বের ন্যায় কর্ম্ম-

ভাবদীপিকা

৬। আবার শত কল্পে ভোগযোগ্য কর্ম্ম দূরে থাকুক, সপ্ত জন্মে ভোগযোগ্য কর্ম্মও শতবর্ষ আয়ুষ্ক মুমুক্ষু শরীরে উপভুক্ত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়েই কর্ম্মসকলের ক্ষয় সম্ভব না হওয়ায় মোক্ষের অভাব হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাব। যদি বলা হয়—অন্যান্য কর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিলেও মোক্ষের হেতুভূত যে কর্ম্ম, তাহার বলে প্রথমে মোক্ষের অনুভব করিয়া পরে অন্যান্য কর্ম্মসকলের ফল ভোগ করিবে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**ন চ**—'আর মোক্ষ' ইত্যাদি (৪১ বাক্য)। তদধিগমাধিকরণ সমাপ্ত।

সকলের ফলেই পর্য্যবসান প্রতীত হওয়ায় এবং জ্ঞানবলে তাহাদের দাহ প্রতীত হওয়ায় সংশয় হয়—সগুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্মবিদের পাপসংস্পর্শ না হয় না হউক্; কিন্তু [তিনি] পুণ্যের সহিত লিপ্ত হন, অথবা হন না ?

পূর্ব্বপক্ষ—[অবশ্যই তিনি পুণ্যের সহিত] লিপ্ত হন, যেহেতু ইহা (—পুণ্যকর্ম্ম) শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় শ্রৌত পুণ্যের সহিত শ্রৌত ব্রহ্মজ্ঞান বিরুদ্ধ নহে।

সিদ্ধান্ত—['আমি কর্ত্তা নহি', এইপ্রকার জ্ঞানরূপ] বস্তুর সামর্থ্যবশতঃ [নির্গুণ-ব্রহ্মাত্মজ্ঞানীর সহিত] পুণ্য ও পাপের অসংস্পর্শ [পাপের ন্যায়] সমান। [আর সগুণ-ব্রহ্মজ্ঞানীর উপাসনাভিন্ন যে কাম্যকর্ম্মজনিত পুণ্য, তাহা পাপের ন্যায় [ব্রহ্মলোকে শরীরলাভাপেক্ষা] অধম জন্মের হেতু হওয়ায় পাপের সমানই, ইহা মনে করিয়া শ্রুতি "সকল পাপ ইঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা দহরবিদ্যার বাক্যশেষে সগুণব্রহ্মবিদে] শ্রুত পুণ্যকে পাপরূপে উল্লেখ করিতেছেন। [আর এক কথা, "ইনি এই [পুণ্য ও পাপ] উভয়কেই অতিক্রম করেন", ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মজ্ঞানিগণের পুণ্যপাপের] অতিক্রমণও সমানভাবে শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। [অতএব [সগুণ ও নির্গুণ] ব্রহ্মবিৎ পাপের ন্যায় পুণ্যের সহিতও লিপ্ত হন না]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগান্তে ব্রহ্মবিদের মুক্তি। সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির সমকালেই পুণ্য বিনষ্ট হওয়ায় জীবন্মুক্তি।

ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু ॥৪।১।১৪॥

পদচ্ছেদ— ইতরস্য, অপি, এবম্, অসংশ্লেষঃ, পাতে, তু।

সূত্রার্থ—[ব্রহ্মবিদ্যাতঃ পুণ্যস্যাপি পাপবৎ অশ্লেষবিনাশৌ ভবতঃ, উত ন ইতি সন্দেহে ; ন ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—অকর্ত্রাত্মবোধসামর্থ্যাৎ] **ইতরস্যাপি**—পাপভিন্নস্য পুণ্যস্যাপি [উত্তরস্য পূর্ব্বস্য চ] **এবম্**—অঘবৎ, **অসংশ্লেষঃ**—অসংস্পর্শঃ [বিনাশশ্চ ভবতঃ। "উভে উ হ এব এষঃ এতে তরতি" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ তদ্ব্যপদেশাৎ। ইত্থং ব্রহ্মবিদঃ পুরুষধৌরেয়স্য পুণ্যপাপয়োঃ বন্ধহেত্বোঃ অভাবাৎ] **পাতে**—দেহপাতে সতি মুক্তিঃ অবশ্যং ভবতি এব]। **তু**শব্দঃ—অবধারণার্থঃ।

অনুবাদ—[ব্রহ্মবিদ্যাবলে পাপের ন্যায় পুণ্যেরও অসংস্পর্শ ও বিনাশ হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; 'হয় না', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—'আমি কর্ত্তা নহি', এই জ্ঞানের সামর্থ্যবশতঃ] **ইতরস্যাপি**—পাপ হইতে ভিন্ন [পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী] পুণ্যেরও, **এবম্**—পাপের ন্যায়, **অসংশ্লেষঃ**—অসংস্পর্শ [এবং বিনাশ] হইয়া যায়। [যেহেতু "ইনি এই [পুণ্যপাপ] উভয়কেই অতিক্রম করেন", ইত্যাদি শ্রুতি-সকলের দ্বারা তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এইপ্রকারে ব্রহ্মবিৎ পুরুষশ্রেষ্ঠের বন্ধনের হেতুভূত পুণ্য ও পাপের অভাববশতঃ] **পাতে**—দেহপাত হইলে [মুক্তি (—বিদেহমুক্তি) অবশ্যই হইয়া থাকে]। **তু**শব্দটী—নিশ্চয়ার্থক।

শাঙ্করভাষ্যম্

পূর্ব্বস্মিন্ অধিকরণে বন্ধহেতোঃ অঘস্য স্বাভাবিকস্য অশ্লেষবিনাশৌ জ্ঞাননিমিত্তৌ শাস্ত্রব্যপদেশাৎ নিরূপিতৌ।১ ধর্ম্মস্য

শাঙ্করভাষ্যম্

পুনঃ শাস্ত্রীয়ত্বাৎ শাস্ত্রীয়েণ জ্ঞানেন অবিরোধঃ ইতি আশঙ্ক্য তন্নিরাকরণায় পূর্ব্বাধিকরণন্যায়াতিদেশঃ ক্রিয়তে।২ ইতরস্যাপি পুণ্যস্য কর্ম্মণঃ এবম্ অঘবৎ অসংশ্লেষঃ বিনাশশ্চ জ্ঞানবতঃ ভবতঃ।৩ কুতঃ?৪ তস্যাপি স্বফলহেতুত্বেন জ্ঞানফলপ্রতিবন্ধিত্ব-প্রসঙ্গাৎ।৫ "উভে উ হ এব এষঃ এতে তরতি" (বৃঃ ৪।৪।২২)

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—শাস্ত্রীয় হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞান পুণ্যের নাশক নহে।]

পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণে বন্ধনের হেতুভূত স্বাভাবিক (—রাগাদিবশে অনুষ্ঠিত) পাপের ব্রহ্মজ্ঞানরূপ নিমিত্তবশতঃ সংস্পর্শাভাব ও বিনাশ হইয়া থাকে, শাস্ত্রের উপদেশবলে ইহা নিরূপিত হইয়াছে।১ [পূর্ব্ববাদী বলেন—] ধর্ম্ম (—পুণ্য) কিন্তু শাস্ত্রীয় হওয়ায় শাস্ত্রপ্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত [তাহার] বিরোধ নাই (১), এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাকরণের জন্য পূর্ব্বাধিকরণে প্রদর্শিত যুক্তির অতিদেশ করা হইতেছে।২

[সিঃ—মোক্ষের প্রতিবন্ধক হওয়ায় পাপের ন্যায় পুণ্যও ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্য।]

[সিদ্ধান্ত—] জ্ঞানবানের (—সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানীর) ইতর (—পাপ হইতে ভিন্ন) পুণ্য কর্ম্মেরও এইপ্রকারে, অর্থাৎ পাপের ন্যায় অসংস্পর্শ ও বিনাশ হইয়া থাকে।৩ তাহাতে প্রমাণ কি?৪ [উত্তর—] যেহেতু [স্বর্গাদিরূপ] নিজের ফলের প্রতি হেতু হওয়ায় তাহাও (—পুণ্যও) ব্রহ্মজ্ঞানের [মোক্ষরূপ] ফলের প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে (২)।৫ আর "ইনি এই [পুণ্য ও পাপ] উভয়কেই

ভাবদীপিকা

(১) **পূর্ব্বপক্ষী** এই স্থলে এই অনুমান প্রদর্শন করিলেন—"সুকৃতজ্ঞানে ন বাধ্যবাধকভূতে চোদনালক্ষণত্বাৎ, অগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসবৎ"—'পুণ্য ও ব্রহ্মজ্ঞান [যথাক্রমে] বাধ্য ও বাধক নহে, যেহেতু বেদবিধি তাহাদের জ্ঞাপক; যেমন অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাস বাধ্য ও বাধক নহে'। এই অনুমান "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" (মুঃ ২।২।৮) এই শ্রুতিদ্বারা বাধিত হয় না; কারণ বস্তুস্থিতিজ্ঞাপক সামান্য বাক্যমাত্র হওয়ায় "সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" (ছাঃ ৫।২৪।৩), এই বিশেষবাক্যবলে তাহা পাপমাত্রক্ষয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। অতএব "পুণ্যপাপে বিধূয়" (মুঃ ৩।১।৩), "সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে" (কৌঃ ১।৪), ইত্যাদি শ্রুতিবলে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা পাপকে এবং ভোগের দ্বারা পুণ্যকে ক্ষয় করিয়া ব্রহ্মবিদের মোক্ষ হয়, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইহাই পূর্ব্ববাদীর ভাব।

(২) **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—পূর্ব্ববাদীর অনুমানে দৃষ্টান্তাসিদ্ধি দোষ হইয়া পড়ে, কারণ অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাস উভয়ই অবিশেষভাবে স্বর্গরূপ একই ফলপ্রদ হওয়ায় তাহাদের মধ্যে বিরোধ না থাকায় বাধ্য-বাধকভাব নাই; শ্রুতিপ্রতিপাদিত হওয়ায় তাহারা বাধ্য-বাধক নহে, এইপ্রকার নহে। শ্রুতিপ্রতিপাদিত হইলেও কিন্তু পুণ্য ও ব্রহ্মজ্ঞান যথাক্রমে স্বর্গ ও মোক্ষরূপ বিরুদ্ধ ফলপ্রদ হওয়ায় মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা পুণ্য বাধিত

শাঙ্করভাষ্যম্

ইত্যাদিশ্রুতিষু চ দুষ্কৃতবৎ সুকৃতস্যাপি প্রণাশব্যপদেশাৎ ।৬ অকর্ত্রাত্মবোধনিমিত্তস্য চ কর্ম্মক্ষয়স্য সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ তুল্যত্বাৎ, "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" (মুঃ ২।২।৮) ইতি চ অবিশেষশ্রুতেঃ ।৭ যত্রাপি কেবলঃ এব পাপ্মশব্দঃ দৃশ্যতে, তত্রাপি তেনৈব পুণ্যম্ অপি আকলিতম্ ইতি দ্রষ্টব্যম্, জ্ঞানফলাপেক্ষয়া নিকৃষ্টফলত্বাৎ ।৮ অস্তি চ শ্রুতৌ পুণ্যে অপি পাপ্মশব্দঃ "ন এনং সেতুম্ অহোরাত্রে তরতঃ" (ছাঃ ৮।৪।১) ইতি অত্র সহ দুষ্কৃতেন সুকৃতম্ অপি অনুক্রম্য "সর্ব্বে পাপ্মানঃ অতঃ নিবর্ত্তন্তে" (ঐ) ইতি অবিশেষেণ এব প্রকৃতে পুণ্যে পাপ্মশব্দপ্রয়োগাৎ ।৯ "পাতে তু" ইতি

ভাষ্যানুবাদ

অতিক্রম করেন", ইত্যাদি শ্রুতিসকলে পাপের ন্যায় পুণ্যের ও প্রকৃষ্টরূপে নাশ উপদিষ্ট হওয়ায় 'পূর্ব্বপক্ষীর অনুমান বাধিত হইয়া পড়ে' ।৬ আবার 'আমি কর্ত্তা নহি', এইপ্রকার জ্ঞানরূপ নিমিত্তবশতঃ পুণ্য ও পাপের ক্ষয় সমান হওয়ায় (৩) এবং ইহার কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়", এইপ্রকার অবিশেষ শ্রুতি (—অবিশেষভাবে পুণ্য ও পাপ, উভয়েরই নাশবোধক শ্রুতিবাক্য) থাকায় (৪) 'পূর্ব্ববাদীর উক্ত অনুমান হেত্বাভাসদুষ্ট' ।৭ আর যেখানে কেবল মাত্র পাপশব্দ পরিদৃষ্ট হয়, সেই স্থলেও তাহার দ্বারাই পুণ্যও সংগৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, কারণ ব্রহ্মজ্ঞানের [মোক্ষরূপ] ফল হইতে [পুণ্যবলে লব্ধ স্বর্গাদি] ফল নিকৃষ্ট ।৮ [কিন্তু পুণ্যে পাপশব্দের প্রয়োগ তো কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর শ্রুতিতে পুণ্যেও পাপশব্দের প্রয়োগ আছে (৫), যেহেতু "এই [পরমাত্মরূপ] সেতুকে দিন ও রাত্রি অতিক্রম করে না (—পরমাত্মা কালাতীত"), ইত্যাদি এই স্থলে ["ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতম্", এইরূপে] পাপের সহিত পুণ্যকেও গ্রহণ করিয়া "সকল পাপ ইহা হইতে নিবৃত্ত হয়", এইপ্রকারে প্রস্তাবিত পুণ্যে অবিশেষভাবেই পাপশব্দের

ভাবদীপিকা

হইয়া পড়ে, ফলে পূর্ব্ববাদীর অনুমানে সাধ্যসিদ্ধি হয় না। আর পূর্ব্ববাদীর উক্ত অনুমান শ্রুতিবাধিতও বটে, ইহা বলিতেছেন—উভে উ—'আর ইনি', ইত্যাদি (৬ বাক্য)।

(৩) এই স্থলে সিদ্ধান্তী পূর্ব্ববাদীর অনুমানের বিরুদ্ধে "পুণ্যং তত্ত্বধীনিবর্ত্ত্যং তদ্বিরুদ্ধত্বাৎ দুরিতবৎ", এইপ্রকার সৎপ্রতিপক্ষ এবং (৪) এই স্থলে উক্ত অনুমান পুণ্য ও পাপ উভয়েরই নাশবোধক সামান্য শ্রুতিবাক্যদ্বারা বাধিত, ইহা প্রদর্শন করিলেন। আর যে বলা হইয়াছে—"সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" (ছাঃ ৫।২৪।৩), এই বিশেষ শ্রুতিবলে "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" (মুঃ ২।২।৮) ইত্যাদি সামান্য শ্রুতি পাপমাত্রক্ষয়ে সঙ্কুচিত হইবে (১ ভাবদীঃ)। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—যত্রাপি—'আর যেখানে' ইত্যাদি (৮ বাক্য)।

(৪) এই বিষয়ে স্মৃতিবচনও আছে, যথা—"ব্রহ্মাদীনাং শরীরাণি স্বপ্নকরশরীরবৎ। যতো জিহাসিতব্যানি তস্মাত্তেঽপি পাপ্মনঃ"। ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুশব্দঃ অবধারণার্থঃ।১০ এবং ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ বন্ধহেত্বোঃ বিদ্যাসামর্থ্যাৎ অশ্লেষবিনাশসিদ্ধেঃ অবশ্যম্ভাবিনী বিদুষঃ শরীরপাতে মুক্তিঃ ইতি অবধারয়তি।১১॥৪।১ ১৪॥ ইতি দশমম্ ইতরাসংশ্লেষাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

প্রয়োগ হইয়াছে। [অতএব পাপকে জ্ঞানদ্বারা এবং পুণ্যকে ভোগদ্বারা ক্ষয় করিয়া মোক্ষ হয়, ইহা স্বীকার্য্য নহে ৯ এক্ষণে অধিকরণদ্বয়ের ফল বর্ণনা করিতেছেন—] "পাতে তু", অত্রস্থ তুশব্দটী নিশ্চয়ার্থক।১০ এইপ্রকারে ব্রহ্মবিদ্যার সামর্থ্যবশতঃ বন্ধনের হেতুভূত ধর্ম্মাধর্ম্মের (—পুণ্য ও পাপের) অসংস্পর্শ ও বিনাশ সিদ্ধ হওয়ায় [লোকদৃষ্টিতে প্রারব্ধের ক্ষয়বশতঃ] শরীরপাত হইলে বিদ্বানের (—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদের) মুক্তি (—যথাক্রমে ক্রমমুক্তি ও বিদেহমুক্তি) অবশ্যম্ভাবী, ইহা [ভগবান্ সূত্রকার] অবধারণ করিতেছেন (৬)।১১॥৪।১।১৪॥

ইতরাসংশ্লেষাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

[সগুণ ব্রহ্মবিদে অশ্লেষবচনের বিরোধ ও তাহার সমাধান।]

(৫) এই স্থলে সংশয় হয়—৩।৩।১৬ সাম্পরায়াধিকরণে সগুণব্রহ্মবিদের বিদ্যা কোন্ সময়ে ফলাভিমুখী হয় ও পুণ্যপাপ ত্যক্ত হয়, সেই বিষয়ে মতভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে (৩।৩৭৩-৭৪ পৃঃ) । **ব্রহ্ম**বিদ্যাভরণকার প্রভৃতি যাঁহাদের মতে শরীরত্যাগকালে অন্ত্যপ্রত্যয়সময়ে সগুণব্রহ্মবিদের পুণ্যপাপ ত্যক্ত হয়, তাঁহাদের পক্ষে তৎকালে পূর্ব্ববর্ত্তী (—সঞ্চিত) পুণ্যপাপের ত্যাগ সঙ্গত হইলেও উত্তরবর্ত্তী (—ক্রিয়মাণ) পুণ্যপাপের ত্যাগ কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে ? কারণ মৃত্যুর পরে শরীর না থাকায় তাঁহার পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভব হয় না বলিয়া পুণ্য বা পাপ অর্জ্জন করাই তো সম্ভব নহে। তদুত্তরে **ব্রহ্ম**বিদ্যাভরণকার বলিয়াছেন— "যস্য অধিকারাভাবেঽপি তদুদ্দেশেন পুত্রাদিভিঃ কৃতং যৎ তটাকপ্রতিষ্ঠাদিকং, তৎফলং তত্র প্রসক্তম্ ইতি তস্য অশ্লেষঃ ভবিষ্যতি" (৪।১।১৪ সূঃ)। অতএব ইঁহার মতে—মৃত সগুণ ব্রহ্মবিদের পারলৌকিক শুভকামনাবশে পুত্রাদিকর্ত্তৃক পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা ['আদি' শব্দে শ্রাদ্ধাদি * গ্রহণীয়] প্রভৃতি যাহা করা হয়, তজ্জনিত যে পরবর্ত্তী পুণ্য এবং "পত্নী পাপং স্বভর্ত্তরি" (নারদ), "নার্য্যাঃ সুরাপানে ভর্ত্তুঃ নরকপাতঃ", "গুরৌ শিষ্যস্তু কিল্বিষম্" (বসিষ্ঠ সং ১৯ , এবং ৩।৩৫৯-৬০ পৃঃ দ্রঃ) ইত্যাদি বচনানুসারে বিজ্ঞাত যে পরবর্ত্তী পাপ, তাহারা তাঁহাতে সংশ্লিষ্ট হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য হওয়ায় উক্তপ্রকার সংশয়ের অবকাশ নাই।

পরিমলকার প্রভৃতি যাঁহাদের মতে উপাস্যসাক্ষাৎকারের সমকালেই সগুণব্রহ্মবিদের সঞ্চিত পুণ্যপাপ ত্যক্ত হয় (৩।৩৭৩ পৃঃ), তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তৃত্বাদিনিবৃত্ত না হওয়ায়

[মৃত সন্ন্যাসীর পার্ব্বণশ্রাদ্ধাদি করণীয়।]

* ব্রহ্মবিৎ সন্ন্যাসী হইলেও, পুত্রমিত্রাদিকর্ত্তৃক তাঁহার **পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ** অবশ্য করণীয়। সেই বিষয়ে প্রমাণ এই—"চতুর্বিধানাং ভিক্ষূণাং জ্ঞাতিবন্ধুসুতাদিভিঃ। একাদশেঽহ্নি কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং তেষান্তু পার্ব্বণম্"॥ [বসিষ্ঠঃ ; যতিধর্ম্মনির্ণয়, উত্তরভাগ ৩৭৪ পৃঃ)। "ঔরসঃ ক্ষেত্রজো বাঽপি ভ্রাতা বা তৎসুতোঽপি বা। কুর্য্যাত্তু পার্ব্বণং শ্রাদ্ধং শিষ্যান্তেবাসিভূমিপাঃ"॥

ভাবদীপিকা

(২।৭০৭ পৃঃ) পরবর্ত্তী জীবনে তৎকর্ত্তৃক যে পুণ্যপাপ অর্জ্জিত হয়, তাহারা তাঁহাতে সংশ্লিষ্ট হয় না, এইপ্রকার বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির পরেও সগুণব্রহ্মবিৎ কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, এই বিষয়ে, "যক্ষ্যমাণঃ বৈ ভগবন্তঃ অহম্ অস্মি" (ছাঃ ৫।১১।৫), "সঃ খলু এবং বর্ত্তয়ন্" (ছাঃ ৮।১৫।১), ইত্যাদি বৈশ্বানরবিদ্যা ও দহরবিদ্যা বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়। আবার সগুণব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির পূর্ব্বে আরব্ধ সত্রাদিযজ্ঞ, তাঁহাকে বিদ্যোৎপত্তির পরেও সম্পূর্ণ করিতে হয়ই। সুতরাং তজ্জনিত পুণ্য তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে অর্জ্জিত হইয়াই থাকে। আবার প্রবলপ্রারব্ধবশতঃ অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত স্বকৃত পাপ এবং পূর্ব্বপ্রদর্শিতরূপে পরকৃত পুণ্য ও পাপ তাঁহাতে প্রসক্ত হয়ই (পরিমল ৪।১।১৬-১৭ সূঃ দ্রঃ)। ব্রহ্মবিদ্যাবলে এই সকল পুণ্যপাপ তাঁহাতে সংশ্লিষ্ট হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য।

[নির্গুণব্রহ্মবিদে অশ্লেষবচনের বিরোধ ও সমাধান।]

কিন্তু বিদ্যোদয়সমকালেই নিবৃত্তাবিদ্য যে **নির্গুণ**ব্রহ্মাত্মবিদের সঞ্চিত পুণ্যপাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তৎকর্ত্তৃক পরবর্ত্তী জীবনে পুণ্যপাপ অর্জ্জিত হওয়া সম্ভব নহে। কারণ [পর-দৃষ্টিতে] পূর্ব্বসংস্কারবশে পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও কর্ত্তৃত্বাদি ও দেহাভিনিবেশ নিবৃত্ত হওয়ায় অধিকারবিধির বাধবশতঃ সেই কর্ম্মজনিত পুণ্য তাঁহাতে প্রসক্ত হয় না। অসৎকর্ম্মানুষ্ঠান তো তাঁহার পক্ষে সম্ভবই নহে (২।৭০৬ পৃঃ)। সুতরাং কোন্ পুণ্যপাপের অশ্লেষ হইবে, এইপ্রকার সংশয় হয়। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদ্ জীবন্মুক্তের বুদ্ধিপূর্ব্বক অসৎকর্ম্মানুষ্ঠান হয় না, ইহা সত্য। কিন্তু [পরদৃষ্টিতে] প্রবল প্রারব্ধবশে প্রমাদবশতঃ (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ ৪।১।১৩ সূঃ) কদাচিৎ তুচ্ছ পাপের অনুষ্ঠান হইয়া পড়িতে পারে; যথা—লোকব্যবহারকালে প্রমাদবশতঃ অকস্মাৎ মিথ্যাভাষণ হইয়া পড়িল, ভিক্ষাটনকালে হঠাৎ ক্ষুদ্র জীব পদতলে পিষ্ট হইল,

(সুমন্তু, স্মৃতিচন্দ্রিকা অশৌচকাণ্ড ১১২ পৃঃ)। ইঁহাদের **পূর্ব্বাশ্রমের নামগোত্র উল্লেখ** করিয়া পার্ব্বণ করিতে হয়, সেই বিষয়ে প্রমাণ এই—"নামগোত্রসম্বন্ধরূপাবস্থাত্রয়-প্রচ্যুতানাং যতীনাং পূর্ব্বসম্বন্ধনামগোত্রোল্লেখেন ক্রিয়মাণপ্রত্যব্দদর্শাদিশ্রাদ্ধেষু", ইত্যাদি (যম, যতিধর্ম্মঃ উত্তরভাগ, ৩৭৪ পৃঃ)। **নারায়ণবলি** অনুষ্ঠান করিয়া একাদশ বা দ্বাদশ দিবসে পার্ব্বণ করিতে হয়, সেই বিষয়ে প্রমাণ এই—"পুত্রাদয়ে৷ প্রকুর্ব্বীরন্ জ্ঞাতয়োঽজ্ঞাতয়োঽপি বা। নারায়ণবলিং সর্ব্বে পুরুষোত্তমতুষ্টয়ে"॥ "কৃত্বা বিষ্ণোর্মহাপূজাং পায়সঞ্চ নিবেদয়েৎ"॥ (যতিধর্ম্মঃ উঃ ৩৪৬-৪৭ পৃঃ)। "একাদশেঽহ্নি সংপ্রাপ্তে যদ্বাতু দ্বাদশেঽহনি।... নারায়ণবলিং কৃত্বা পার্ব্বণশ্রাদ্ধমাচরেৎ"॥ (ঐ ৩৭৫ পৃঃ)। **ব্রাহ্মণভোজনও** করাইতে হয়, যথা—"দ্বাদশেঽহনিসংপ্রাপ্তে কৃত্বাচৈব তু পার্ব্বণম্। নারায়ণং সমুদ্দিশ্য বিপ্রাণষ্টৌ তু ভোজয়েৎ"॥ (বৃদ্ধবসিষ্ঠ, স্মৃতিচন্দ্রিকা ১১০ পৃঃ)। **প্রত্যেক** বৎসরই পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিতে হয়, যথা—"প্রত্যব্দং পার্ব্বণং কুর্য্যাদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ" (শৌনক, যতিধর্ম্মঃ ৩৩৭ পৃঃ)। মৃত সন্ন্যাসীর **অশৌচপালন** তর্পণ একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণ **নিষিদ্ধ**। তদ্ যথা—"সপিণ্ডীকরণং নৈব নাশৌচং নোদকক্রিয়া"। "সদ্যঃ সন্ন্যসনাদেব প্রেতত্বং নৈব জায়তে। একোদ্দিষ্টং ন কর্ত্তব্যং সন্ন্যস্তানাং কদাচন"॥ (বৌধায়ন, যতিধর্ম্মঃ ৩৩৬ পৃঃ)। "একোদ্দিষ্টং জলং পিণ্ডমাশৌচং প্রেতসৎক্রিয়াম্। ন কুর্য্যাৎ পার্ব্বণাদন্যদ্ ব্রহ্মীভূতায় ভিক্ষবে"॥ (পারস্কর গৃহ্যসূত্রে কাত্যায়নশ্রাদ্ধকল্পসূত্র, ৭৭৭, ৭৮৮ পৃঃ)। তীর্থশ্রাদ্ধ মহালয়াশ্রাদ্ধ ইত্যাদিও করণীয় (যতিধর্ম্মঃ ৩৭৫ পৃঃ)। সন্ন্যাসীর উক্তপ্রকার শ্রাদ্ধাদিক্রিয়ার ফলে **কর্ত্তার নিম্নোক্ত ফল** হয়—"অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ। ফলং স লভতে চৈব যঃ করোতি ক্রিয়ামিতি"॥ (বৌধায়ন, যতিধর্ম্মঃ ৩৪১ পৃঃ)।

১১। অনারব্ধাধিকরণম্। [১৫ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চিত ও আগামি কর্ম্মের নাশক হইলেও প্রারব্ধেরও নাশক নহে।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণদ্বয়ে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর পুণ্য ও পাপের অশ্লেষ ও বিনাশ প্রতিপাদিত হওয়ায় ভোগপ্রদ কোন কর্ম্মই অবশিষ্ট থাকিবে না; ফলে জ্ঞানোৎপত্তির বা উপাস্যসাক্ষাৎকারের অনন্তরই তাঁহার শরীরত্যাগ হইবে, এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানের জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণদ্বয়ের সহিত ইহার **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়। অথবা উৎসর্গতঃ (—সামান্যভাবে) যাবতীয় কর্ম্মের নাশ প্রতিপাদন করিয়া প্রারব্ধকর্ম্মস্থলে তাহার অপবাদ প্রদর্শিত হওয়ায় এই অধিকরণের **উৎসর্গ-অপবাদসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—প্রারব্ধকর্ম্ম সদ্যোমুক্তির প্রতিবন্ধক না হইলেও দেহপাতের প্রতিবন্ধক হওয়ায় জীবন্মুক্তিপ্রদ [ইহা **অপরের দৃষ্টিতে** বুঝিতে হইবে, ১।২৬৯ পৃঃ দ্রঃ], ইহা প্রতিপাদিত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

আরব্ধে নশ্যতো নো বা সঞ্চিতে ইব নশ্যতঃ।
উভয়ত্রাপ্য কর্ত্তৃত্ব তদ্বোধৌ সদৃশৌ খলু ॥
আদেহপাতসংসারশ্রুতেরনুভবাদপি।
ইষুচক্রাদিদৃষ্টান্তান্নৈবারব্ধে বিনশ্যতঃ ॥

অন্বয়—আরব্ধে নশ্যতঃ নো বা? উভয়ত্রাপি অকর্ত্তৃত্বতদ্বোধৌ খলু সদৃশৌ, সঞ্চিতে ইব নশ্যতঃ। আদেহপাতসংসারশ্রুতেঃ, অনুভবাৎ অপি, ইষুচক্রাদিদৃষ্টান্তাৎ আরব্ধে নৈব বিনশ্যতঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[সগুণনির্গুণব্রহ্মাত্মবিদঃ প্রারব্ধং কর্ম্ম অত্র বিষয়ঃ। "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" (মুঃ ২।২।৮) ইতি অবিশেষশ্রুতেঃ, "তস্য তাবদেব চিরম্ যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে" (ছাঃ ৬।১৪।২) ইতি বিশেষশ্রুতেশ্চ ভবতি সংশয়ঃ—] আরব্ধে [পুণ্যপাপে] নশ্যতঃ, নো বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[জ্ঞানাৎ পূর্ব্বং সঞ্চিতে পুণ্যপাপে দ্বিবিধে, আরব্ধে অনারব্ধে চ। ব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞানোদয়ে] উভয়ত্রাপি অকর্ত্তৃত্ব-তদ্বোধৌ খলু সদৃশৌ। [অতঃ] সঞ্চিতে [পুণ্যপাপে] ইব [আরব্ধে পুণ্যপাপে অপি] নশ্যতঃ।

সিদ্ধান্ত—["তস্য তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে, অথ সম্পৎস্যে" (ছাঃ ৬।১৪।২), ইতি] আদেহপাতসংসারশ্রুতেঃ, [ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানবতঃ বিদুষঃ] অনুভবাৎ অপি, ইষুচক্রাদি-দৃষ্টান্তাৎ [চ, শরীরস্থিত্যুপযোগিকর্ম্মাসত্ত্বে তু জ্ঞানোদয়সময়ে এব বিদুষঃ বিদেহকৈবল্যং স্যাৎ, ততঃ উপদেষ্টুঃ অভাবাৎ বিদ্যাসম্প্রদায়ঃ উচ্ছিদ্যেত, ইতি যুক্তিসদ্ভাবাৎ অপি] আরব্ধে [পুণ্য-পাপে] নৈব বিনশ্যতঃ।

ভাবদীপিকা

ইত্যাদি। এইভাবে স্বকৃত এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারে অন্যকৃত পাপ তাঁহাতে প্রসক্ত হয়। আর পুত্রাদিকৃত শ্রাদ্ধ ও জলাশয় প্রতিষ্ঠাদি জনিত পুণ্যও তাঁহাতে প্রসক্ত হয়। সুতরাং নির্গুণ-ব্রহ্মাত্মবিদেও পুণ্যপাপের অশ্লেষবচন সার্থক, ইহাই ভাব। ইতরাসংশ্লেষাধিকরণ সমাপ্ত।

অনুবাদ

সংশয়—[সগুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিদের প্রারব্ধকর্ম্ম এখানে বিষয়। "ইঁহার কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়", এইপ্রকার অবিশেষভাবে যাবতীয় কর্ম্মক্ষয়বোধক শ্রুতিবাক্য থাকায় এবং "তাঁহার ততকালই বিলম্ব যতকাল না [শরীরস্থিতির হেতুভূত কর্ম্মের ক্ষয়বশতঃ দেহ হইতে] বিমুক্ত হন", এইপ্রকার বিশেষ শ্রুতি থাকায় সংশয় হয়—] আরব্ধফল [পুণ্যপাপ] বিনষ্ট হয়, অথবা হয় না ?

পূর্ব্বপক্ষ—[জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে সঞ্চিত পুণ্যপাপ দ্বিবিধ আরব্ধফলক ও অনারব্ধফলক। ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হইলে আরব্ধকর্ম্ম ও অনারব্ধ কর্ম্ম, এই] উভয় স্থলেই [আত্মার] অকর্ত্তৃত্ব ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান নিশ্চয় সমান। [সেইহেতু] সঞ্চিত পুণ্যপাপের ন্যায় [আরব্ধ পুণ্যপাপও] বিনষ্ট হয়।

সিদ্ধান্ত—["তাঁহার ততকালই বিলম্ব, যতকাল না [প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয়বশতঃ] দেহ হইতে বিমুক্ত হন, আর তখনই সতের (—ব্রহ্মের) সহিত একীভূত হন", এইপ্রকার] দেহপাত না হওয়া পর্য্যন্ত সংসারপ্রতিপাদিকা শ্রুতি থাকায়, [ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানবান্ বিদ্বানের] অনুভব থাকায় এবং বাণ ও চক্র প্রভৃতির দৃষ্টান্তরূপ যুক্তি থাকায় (—বেগক্ষয় না হইলে নিক্ষিপ্ত বাণ পতিত হয় না, দণ্ড অপসৃত হইলেও আহিতবেগ কুলালচক্র বেগের উপশান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ঘূর্ণিত হইতেই থাকে, এইপ্রকার যুক্তি থাকায়, উপরন্তু শরীরস্থিতির উপযোগি কর্ম্ম না থাকিলে জ্ঞানোদয় [ও উপাস্যসাক্ষাৎকারের] সমকালেই বিদ্বানের বিদেহমুক্তি হইয়া যাইবে, তাহার ফলে উপদেষ্টার অভাবে বিদ্যাসম্প্রদায়ের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে, এইপ্রকার যুক্তিও থাকায়] আরব্ধ (—ফলদানে প্রবৃত্ত, পুণ্য ও পাপ] নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয় না।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, জীবন্মুক্তি অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে—তাহা সিদ্ধ।

অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ ॥৪।১।১৫॥

সূত্রার্থ—[অনারব্ধকর্ম্মবৎ আরব্ধে পুণ্যপাপে জ্ঞানেন নশ্যতঃ, উত ন, ইতি বিশয়ে; "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" (মু: ২।২।৮), ইতি অবিশেষশ্রুতেঃ 'নশ্যতঃ' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্ত—] তুশব্দঃ—আরব্ধকার্য্যয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ ক্ষয়ং ব্যাবর্ত্তয়তি [তথাচ 'আরব্ধে পুণ্যপাপে ন নশ্যতঃ প্রবৃত্তফলত্বাৎ, মুক্তেষুবৎ' ইত্যর্থঃ। অপিতু] **অনারব্ধকার্য্যে**—অপ্রবৃত্তফলে, **পূর্ব্বে এব**—অনাদিভবপরম্পরায়াং জ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তং সঞ্চিতে পুণ্যপাপে এব [জ্ঞানাৎ নশ্যতঃ। কুতঃ?] **তদবধেঃ**—"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" (ছা: ৬।১৪।২), ইতি দেহপাতাবধিশ্রবণাৎ। [এবং চ বিশেষশ্রুত্যনুরোধাৎ অবিশেষশ্রুতিঃ নেতব্যা ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[ফলদানে অপ্রবৃত্ত কর্ম্মের ন্যায় ফলদানে প্রবৃত্ত পুণ্যপাপ [সগুণ ও নির্গুণ] ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; "ইঁহার কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়", এইপ্রকার অবিশেষভাবে যাবতীয় কর্ম্মক্ষয়প্রতিপাদিকা শ্রুতি থাকায় "বিনষ্ট হয়", ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] তুশব্দ—আরব্ধকার্য্য পুণ্যপাপের ক্ষয় নিরাকরণ করিতেছে। [তাহাতে অর্থ হয়—ফলদানে প্রবৃত্ত পুণ্যপাপ বিনষ্ট হয় না,

যেহেতু ফলদান প্রবৃত্ত হইয়াছে, যেমন নিক্ষিপ্ত তীর। পরন্তু] **অনারব্ধকার্য্যে**—অপ্রবৃত্ত ফল, **পূর্ব্বে এব**—অনাদিজন্মপরম্পরাতে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সঞ্চিত পুণ্যপাপই [ব্রহ্মজ্ঞানবলে বিনষ্ট হয়। তাহাতে প্রমাণ কি? উত্তর—] **তদবধেঃ**—যেহেতু "তাঁহার ততকালই বিলম্ব, যতকাল না [দেহ হইতে] বিমুক্ত হন, আর তখনই ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন", এইপ্রকার দেহপাতরূপ সীমাবোধক শ্রুতিবাক্য আছে। [এইপ্রকারে বিশেষ শ্রুতির অনুরোধে অবিশেষ শ্রুতিকে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

পূর্ব্বয়োঃ অধিকরণয়োঃ জ্ঞাননিমিত্তঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ বিনাশঃ অবধারিতঃ।১ সঃ কিম্ অবিশেষেণ আরব্ধকার্য্যয়োঃ অনারব্ধকার্য্যয়োশ্চ ভবতি, উত বিশেষেণ অনারব্ধকার্য্যয়োঃ এব ইতি বিচার্য্যতে।২ তত্র "উভে উ হ এব এষঃ এতে তরতি" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইতি এবমাদিশ্রুতিষু অবিশেষশ্রবণাৎ অবিশেষেণৈব ক্ষয়ঃ ইতি।৩ এবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ—"অনারব্ধকার্য্যে এব তু" ইতি।৪ অপ্রবৃত্তফলে এব পূর্ব্বে জন্মান্তরসঞ্চিতে, অস্মিন্ অপি চ জন্মনি প্রাগ্‌জ্ঞানোৎপত্তেঃ সঞ্চিতে সুকৃতদুষ্কৃতে জ্ঞানাধিগমাৎ ক্ষীয়েতে; ন তু আরব্ধকার্য্যে সামিভুক্তফলে যাভ্যাম্

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সঙ্গতি। পূঃ—ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চিত ও প্রারব্ধ, সকল কর্ম্মেরই নাশক।]

পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণদ্বয়ে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ নিমিত্তবশতঃ পুণ্য ও পাপের বিনাশ অবধারিত হইয়াছে।১ তাহা (—সেই বিনাশ) কি যাহাদের কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে এবং যাহাদের কার্য্য আরব্ধ হয় নাই, সেই উভয়েরই (—প্রারব্ধ ও সঞ্চিত উভয়প্রকার পুণ্যপাপেরই) অবিশেষভাবে হইয়া থাকে, অথবা যাহাদের কার্য্য আরব্ধ হয় নাই, বিশেষভাবে সেই উভয়েরই (—সঞ্চিত পুণ্য ও পাপেরই) হইয়া থাকে, ইহা বিচার করা হইতেছে।২ সেই বিষয়ে [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] "ইনি [পুণ্য ও পাপ] এই উভয়কেই অতিক্রম করেন", ইত্যাদি এই সকল শ্রুতিতে অবিশেষ শ্রবণ (—অবিশেষভাবে যাবতীয় পুণ্যপাপনাশের বর্ণনা) থাকায় অবিশেষভাবেই [আরব্ধ ও সঞ্চিত সকলপ্রকার পুণ্যপাপের] ক্ষয় হয়; [কারণ ব্রহ্মজ্ঞানবলে অবিদ্যা বাধিত হওয়ায় তাহার কার্য্যভূত পুণ্যপাপের স্থিতি সম্ভব নহে], ইত্যাদি।৩

[আপাতসিদ্ধান্ত—শরীরপাতাবধিকরণরূপ লিঙ্গবলে প্রারব্ধকর্ম্মের জ্ঞানানাশ্যতা প্রতিপাদন।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে [আচার্য্য] প্রত্যাখ্যান করিতেছেন—"অনারব্ধকার্য্যে এব তু" ইত্যাদি।৪ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] "পূর্ব্বে", অর্থাৎ জন্মান্তরে সঞ্চিত যাহাদের ফল প্রবৃত্ত হয় নাই এবং এই জন্মেও ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে যাহারা সঞ্চিত হইয়াছে, সেই পুণ্য ও পাপই ব্রহ্মজ্ঞান অধিগত হইলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যাহাদের কার্য্য (—ফলভোগ) আরব্ধ

শাঙ্করভাষ্যম্

এতৎ ব্রহ্মজ্ঞানায়তনং জন্ম নির্ম্মিতম্ ।৫ কুতঃ এতৎ ? ৬ "তস্য তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" (ছাঃ ৬।১৪।২) ইতি শরীরপাতাবধিকরণাৎ ক্ষেমপ্রাপ্তেঃ ।৭ ইতরথা হি জ্ঞানাৎ অশেষকর্ম্মক্ষয়ে সতি স্থিতিহেত্বভাবাৎ জ্ঞানপ্রাপ্ত্যনন্তরম্ এব ক্ষেমম্ অশ্নুবীত, তত্র শরীরপাতপ্রতীক্ষাং ন আচক্ষীত ।৮ নমু বস্তুবলেন এব অয়ম্ অকর্ত্রাত্মাববোধঃ কর্ম্মাণি ক্ষপয়ন্ কথং কানিচিৎ ক্ষপয়েৎ, কানিচিৎ চ উপেক্ষেত ?৯ নহি সমানে অগ্নিবীজসম্পর্কে কেষাঞ্চিৎ বীজশক্তিঃ ক্ষীয়তে, কেষাঞ্চিৎ ন ক্ষীয়তে ইতি শক্যম্ অঙ্গীকর্ত্তুম্ ইতি ।১০ উচ্যতে—ন তাবৎ

ভাষ্যানুবাদ

হইয়াছে, ফল অর্দ্ধ ভুক্ত হইয়াছে এবং যাহাদের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের আশ্রয়ভূত এই জন্ম (—শরীর) নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহারা (—সেই পুণ্যপাপ) ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না ।৫ কোন্ প্রমাণবলে ইহা বলিতেছ ?৬ [উত্তর—] যেহেতু ["সদাত্মভাবপ্রাপ্তিতে] তাঁহার ততকালই বিলম্ব, যতকাল না [শরীর হইতে] বিমুক্ত হন (১), আর তখনই ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন", এইপ্রকারে মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য শরীরপাতকে অবধি (—সীমা) করা হইয়াছে ।৭ দেখ, অন্যপ্রকার হইলে (—প্রারব্ধকর্ম্ম অবশিষ্ট না থাকিলে) ব্রহ্মজ্ঞানবলে [সঞ্চিত ও প্রারব্ধ] যাবতীয় কর্ম্মের ক্ষয় হইলে [শরীরের] স্থিতির প্রতি হেতু না থাকায় ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই ক্ষেম (—বিদেহ মুক্তি) প্রাপ্ত হইত, সেই স্থলে (—তাদৃশ বস্তুস্থিতিতে, শ্রুতি] শরীরনাশ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষার কথা বলিতেন না ।৮ [ইহা আপাতসিদ্ধান্ত]।

[পূঃ—স্বভাবগত সামর্থ্যবলে নিগুর্ণব্রহ্মজ্ঞান প্রারব্ধসহ যাবতীয় কর্ম্মের নাশক।]

[শঙ্কা—] কিন্তু অকর্তৃস্বরূপ আত্মবিষয়ক এই জ্ঞান বস্তুবলের (—নিজের স্বভাবগত সামর্থ্যের) দ্বারাই কর্ম্মসকলকে ক্ষয় করিতে উদ্যত হইয়া কিপ্রকারে কোন কর্ম্মকে (—সঞ্চিত কর্ম্মকে) ক্ষয় করিবে এবং কোন কর্ম্মকে, (—প্রারব্ধ কর্ম্মকে) উপেক্ষা করিবে ? ৯ দেখ, অগ্নির সহিত বীজের সম্পর্ক সমানভাবে হইলে কোনটীর বীজশক্তি (—কোন বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি) বিনষ্ট হয়, কোনটীর বিনষ্ট হয় না, ইহা নিশ্চয়ই অঙ্গীকার করিতে পারা যায় না ; [সুতরাং

ভাবদীপিকা

(১) এই স্থলে প্রারব্ধকর্ম্মের অস্তিত্বের প্রতি "শরীরপাতাবধিকরণরূপ" অর্থগতসামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। ইহা অজ্ঞানীকে বুঝাইবার জন্য শ্রুতির প্রয়াস। "অজ্ঞানিজন-বোধার্থং প্রারব্ধং বক্তি বৈ শ্রুতিঃ" (অপরোক্ষানুভূতি ৯৭), "সমাধাতুং বাহ্যদৃষ্ট্যা প্রারব্ধং বদতি শ্রুতিঃ। নতু দেহাদিসত্যত্ববোধনায় বিপশ্চিতাম্" (বিবেকচূড়ামণি ৪৬৩), ইত্যাদি আচার্য্যবাণী, ৪।১।১৩ সূঃ ৩৮ বাক্য, অত্রস্থ ১৬ বাক্যে ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যের স্বানুভব এবং ১।২৬৯ পৃষ্ঠাতে 'সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি' দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

অনাশ্রিত্য আরব্ধকার্য্যং কর্ম্মাশয়ং জ্ঞানোৎপত্তিঃ উপপদ্যতে।১১ আশ্রিতে চ তস্মিন্ কুলালচক্রবৎ প্রবৃত্তবেগস্য অন্তরালে প্রতিবন্ধাসম্ভবাৎ ভবতি বেগক্ষয়প্রতিপালনম্।১২ অকর্ত্রাত্মবোধঃ অপি হি মিথ্যাজ্ঞানবাধনেন কর্ম্মাণি উচ্ছিনত্তি।১৩ বাধিতম্ অপি তু মিথ্যাজ্ঞানং দ্বিচন্দ্রজ্ঞানবৎ সংস্কারবশাৎ কঞ্চিৎ কালম্ অনুবর্ত্তত এব।১৪ অপিচ নৈব অত্র বিবদিতব্যং ব্রহ্মবিদা কঞ্চিৎ [১০২ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

"গ্রাবাণঃ প্লবন্তি"—'প্রস্তরসকল ভাসিতেছে', ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ন্যায় "যাবন্ন বিমোক্ষ্যে" (ছাঃ ৬।১৪।২) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্য নাই], ইত্যাদি।১০

[চরম সিদ্ধান্ত—উপজীব্যবিরোধদোষবশতঃ নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান পরদৃষ্টিতে প্রারব্ধকর্ম্মের নাশক নহে।]

[সিদ্ধান্ত—তদুত্তরে] বলা হইতেছে—যাহার কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে, সেই কর্ম্মাশয়কে (—কর্ম্মজনিত অদৃষ্টকে) আশ্রয় না করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে (২)।১১ আর তাহা (—প্রারব্ধ কর্ম্ম) আশ্রিত (—জ্ঞানোৎপত্তির হেতুরূপে অঙ্গীকৃত) হইলে, কুলালচক্রের ন্যায় যাহার বেগ প্রবৃত্ত হইয়াছে, অন্তরালে (—মধ্যবর্ত্তিকালে) তাহার প্রতিবন্ধ (—গতিরোধ) সম্ভব না হওয়ায় বেগক্ষয়ের প্রতিপালন হয় (—ভোগদ্বারা ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত প্রারব্ধকর্ম্মের বেগ চলিতে থাকে (৩)।১২ আর অকর্ত্রাত্মবোধ (—'অকর্ত্তৃস্বরূপ ব্রহ্ম আমিই', এইপ্রকার অনুভব) মিথ্যা অজ্ঞানকে (—অনির্ব্বচনীয়া মূলাবিদ্যাকে) বাধের দ্বারাই [স্বদৃষ্টিতে সঞ্চিত ও প্রারব্ধ] কর্ম্মসকলকেও উচ্ছেদ করে।১৩ [পরদৃষ্টিতে] কিন্তু বাধিত হইলেও দ্বিচন্দ্রজ্ঞানের (৪) ন্যায় সংস্কারের বশে (৫) মিথ্যা অজ্ঞান কিছুকাল অবশ্যই থাকিয়া যায়; [ফলে পরদৃষ্টিতে প্রারব্ধকর্ম্ম বিনষ্ট না হওয়ায় ব্রহ্মবিৎকে ভোগপ্রদান করিতে থাকে, এবং অবিচ্ছিন্ন বিদ্যাসন্ততিযুক্ত নির্গুণব্রহ্মবিৎ জীবন্মুক্তি লাভ করেন]।১৪

ভাবদীপিকা

(২) ভাব এই—তজ্জন্মে ভোগপ্রদ প্রারব্ধ কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির অনুকূল হইলেই তদুৎপত্তি সম্ভব, অন্যথা নহে। সেইহেতু ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির প্রতি প্রারব্ধ কর্ম্মও অন্যতম হেতু।

(৩) রহস্য এই—যে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান আরব্ধবেগ অনুকূল প্রারব্ধকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান যে সেই কর্ম্মকে বাধিত করিবে, ইহা সঙ্গত নহে; কারণ তাহাতে উপজীব্য-বিরোধ দোষ হইয়া পড়িবে। পুত্র যেমন পিতাকে হনন করে না, তদ্রূপ প্রারব্ধের কার্য্যভূত ব্রহ্মজ্ঞানও প্রারব্ধকে বাধিত করে না। প্রজাপতি ইন্দ্র (ছাঃ ৮।৭), বসিষ্ঠ উদ্দালক ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি নির্গুণব্রহ্মবিৎ এবং অশ্বপতি (ছাঃ ৫।১১।৪) ও শাণ্ডিল্য (ছাঃ ৩।১৪।৪) প্রভৃতি সগুণব্রহ্মবিৎ পুরুষগণের দেহধারণ শ্রুতি ও স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ। জ্ঞানোদয়ের পরেও তাঁহাদের দেহধারণরূপ এই লিঙ্গপ্রমাণবলে ভোগদ্বারা ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত প্রারব্ধকর্ম্মের বেগ চলিতে থাকে, ইহা সিদ্ধ হয়। কিন্তু নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে অকর্ত্তৃস্বরূপ যে আত্মা, তদ্বিষয়ক জ্ঞান কর্ম্মের মূলকারণ (—উপাদান) অজ্ঞানকে বাধিত করে। সুতরাং উপাদানের অভাবে প্রারব্ধ

ভাবদীপিকা

কর্ম কিপ্রকারে অবস্থান করিবে? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**অকর্ত্রাত্মবোধঃ**—'আর অকর্ত্রাত্মবোধ' ইত্যাদি (১৩ বাক্য)।

(৪) ইহা লৌকিক দৃষ্টান্ত। বালক আকাশস্থ চন্দ্র ও জলপাত্রস্থ চন্দ্রকে দুইটি মনে করে। উপদেশ ও প্রমাণপ্রয়োগদ্বারা তাহার সেই ভ্রম নিরাকৃত হইলেও পূর্বসংস্কারবশে কিছুকাল পর্যন্ত সে চন্দ্রকে দুইটিই মনে করে। অথবা রজ্জুজ্ঞানদ্বারা সর্পাধ্যাস সমূলে নিরস্ত হইলেও সর্পাধ্যাসের সংস্কারবশে ভয় ও কম্প প্রভৃতি কিয়ৎকাল চলিতে থাকে। প্রস্তাবিত-স্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

[প্রারব্ধকর্মরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ নির্বিকল্পকজ্ঞান বিক্ষেপশক্তির অংশভূত লেশ অবিদ্যার নাশক নহে।

(৫) "সংস্কারের বশে", এই স্থলে সংস্কারশব্দে 'লেশ অবিদ্যা' পরিগৃহীত হইতেছে। ভাবনাখ্য সংস্কার স্মৃতির হেতু হইলেও যেমন দোষবশতঃ সময়বিশেষে পুরুষের ভ্রমজ্ঞানের হেতু হইয়া থাকে, এই 'লেশ অবিদ্যাও' তদ্রূপ জীবন্মুক্ত পুরুষের পূর্বসংস্কারানুযায়ী জগৎপ্রতিভাসের প্রতি কারণ হওয়ায় ভাষ্যমধ্যে সংস্কারশব্দে বর্ণিত হইয়াছে। "**মিথ্যা** অজ্ঞান বাধিত হইলেও কিছুকাল থাকিয়া যায়", এই বিষয়টী একটু বুঝিতে হইবে—**মূলাবিদ্যার** দুইপ্রকার শক্তি, **আবরণ**শক্তি ও **বিক্ষেপ**শক্তি। আবরণশক্তি ব্রহ্মবস্তুকে আবৃত করে বলিয়া অস্মদাদির তদ্বিষয়ক জ্ঞান হয় না। ফলে অজ্ঞাত রজ্জু যেমন সর্পাধ্যাসের কারণ, তদ্রূপ আবৃত, সুতরাং অজ্ঞাত ব্রহ্ম জগদধ্যাসের কারণ। বিক্ষেপশক্তি সেই আবৃত ও অজ্ঞাত ব্রহ্মে ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্ত জগৎকে বিক্ষিপ্ত (উৎপাদন) করে। মূলাবিদ্যার এই বিক্ষেপশক্তিই জগতের উপাদান হওয়ায় সঞ্চিত ও প্রারব্ধাদি কর্মসকলেরও উপাদান। "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকার বৃত্তির উদয়সমকালেই উক্ত শক্তিদ্বয়সমন্বিতা মূলা অবিদ্যা বাধিত হইয়া পড়ে। কিন্তু একটু বিশেষ আছে—বিক্ষেপশক্তির কার্যভূত প্রারব্ধকর্ম তৎকালে ফলপ্রদরূপে ক্রিয়াশীল থাকায় প্রসুপ্ত সঞ্চিত কর্মাপেক্ষা বলবান্ থাকে, সেইহেতু তাহা মাতৃহননে পুত্রের বাধাদানের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানবলে বিক্ষেপশক্তির সমূলে বাধিত হওয়াকে বাধাদান করে। ফলে বিক্ষেপশক্তির অংশবিশেষ ["পরাস্য শক্তিঃ বিবিধৈব শ্রূয়তে", শ্বেঃ ৬।৮] থাকিয়া যায়। বিক্ষেপশক্তির এই অংশবিশেষ শাস্ত্রে "**লেশ** অবিদ্যা" "**পরিশিষ্টাবিদ্যালেশ**" "**অবিদ্যা**-সংস্কার", "**অজ্ঞানলেশ**" "**অবিদ্যালেশ**", ইত্যাদি নানা নামে বর্ণিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত ভাষ্যে ইহাই **সংস্কার**শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। এই অবিদ্যালেশবলেই বেগবান্ কুলালচক্রের ঘূর্ণনের ন্যায় জীবন্মুক্ত বিদ্বানের প্রারব্ধকর্ম বিনষ্ট হয় না, ভোগদ্বারা বেগক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত কিছুকাল তাহা থাকিয়া যায়। **আশঙ্কা** হয়—কার্য প্রারব্ধকর্ম কারণ বিক্ষেপশক্তির স্থিতির প্রতি হেতু, এবং উপাদানব্যতিরেকে কার্যের স্থিতি সম্ভব না হওয়ায় কারণ বিক্ষেপশক্তি কার্য প্রারব্ধের স্থিতির প্রতি হেতু, এইপ্রকারে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে। তাহার **সমাধান**—উক্ত দোষ হয় না; যেহেতু উপাদান ও কার্য বস্তুতঃ অভিন্ন। কিন্তু অভিন্ন বস্তুতে পরিপাল্য-পরিপালকতা কিপ্রকারে সম্ভব? উত্তর—উপাধিভেদই তাহার হেতু। জলাত্মকরূপে অভিন্ন হইলেও উপাধির বিভিন্নতাবশতঃ যেমন বীচী ও তরঙ্গের বিভিন্নতা সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ 'কর্মবীজত্ব' ও 'কর্মত্ব'-রূপ উপাধির ভেদবশতঃ বিক্ষেপশক্তি ও প্রারব্ধকর্মের বিভি-

ভাবদীপিকা

রতা সিদ্ধ হওয়ায় উক্ত দোষ হয় না। বস্তুতঃ কোন দুইটী বস্তুর উৎপত্তিতে, অথবা স্থিতিতে, অথবা জ্ঞপ্তিতে (—জ্ঞানে) যদি পরস্পরের প্রতি অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলেই অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ হয়। প্রস্তাবিতস্থলে বিক্ষেপশক্তি প্রারব্ধকর্ম্মের উৎপত্তির প্রতি এবং প্রারব্ধকর্ম্ম বিক্ষেপশক্তির স্থিতির প্রতি হেতু হওয়ায় উক্ত দোষ হয় না। অতএব সিদ্ধ হইল—ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান স্বোদয়কালেই আবরণশক্তির, লেশঅবিদ্যা ব্যতিরিক্ত বিক্ষেপশক্তির এবং সঞ্চিত কর্ম্মের নাশক হইলেও 'লেশ অবিদ্যার' ও প্রারব্ধকর্ম্মের নাশক নহে; তাহারা "কিছুকাল অবশ্যই থাকিয়া যায়" (১৪ ভাষ্যবাক্য)। [এই ব্যাখ্যা "অজ্ঞানিজনবোধার্থম্", ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে]।

[নির্গুণব্রহ্মবিদের লেশ অবিদ্যার নাশ কখন ও কিপ্রকারে হয়।]

এক্ষণে আরও একটু প্রাসঙ্গিক বিচার আবশ্যক। এই বিচার ৪।১।১৪ ইতরক্ষপণা-ধিকরণে সঙ্গত হইলেও টীকাকারগণকে অনুসরণকরতঃ এখানেই করা হইতেছে। **সংশয়** হয়—এই যে 'লেশ অবিদ্যা', ব্রহ্মাত্মজ্ঞান যাহাকে তৎকালেই বিনাশ করিতে পারিল না, তাহার নাশ কিপ্রকারে হইবে? প্রারব্ধরূপ প্রতিবন্ধক্ষয়ে তাহা স্বয়ংই নিবৃত্ত হইয়া যায়, ইহা বলা যায় না; কারণ সিদ্ধান্তে নির্নিমিত্তক নিবৃত্তি অঙ্গীকৃত হয় না; যেহেতু নিমিত্ত ব্যতিরেকে যাহার নিবৃত্তি হয়, তাহা বৌদ্ধগণের ক্ষণিক বিজ্ঞানের ন্যায় ক্ষণিক হইয়া পড়ে; নির্গুণব্রহ্মবিদের অবশিষ্ট সারাজীবনব্যাপী বর্ত্তমান এই 'লেশ অবিদ্যা' ক্ষণিক পদার্থ নহে। আর 'লেশ অবিদ্যা' যদি নিমিত্তব্যতিরেকে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে মূলাবিদ্যার পক্ষেও তাহা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ উভয়েই অবিশেষভাবে অবিদ্যা। ফলে ব্রহ্মবিদ্যা ও তৎপ্রতিপাদন-কারিণী শ্রুতি ব্যর্থ হইয়া পড়িবেন। এই বিষয়ে **সিদ্ধান্ত** এই—**প্রকটার্থ**কার বলেন—"প্রারব্ধভোগক্ষয়কালে এব উদিতং তন্নিহন্তি", অর্থাৎ 'প্রারব্ধভোগক্ষয়ের সমকালেই পুনরায় উদিত "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকারা চরমবৃত্তিতে আরূঢ় যে অখণ্ডচৈতন্যপ্রকাশ (সিদ্ধান্তলেশ, চৌখাম্বা ৪৯৩ পৃঃ), তাহাই 'লেশ অবিদ্যাসহ' সেই ব্রহ্মাকারাবৃত্তিকেও ধ্বংস করিয়া ফেলে'। **সংক্ষেপ**শারীরককার (৪।৪০) বলেন—"বিদ্যাসন্ততিই লেশ অবিদ্যার নাশক"। "অহং ব্রহ্মাস্মি", ইত্যাকার বৃত্তিসাক্ষাৎকারদ্বারা যে স্বরূপচৈতন্য অভিব্যক্ত হন, তাহার যে অনুবর্ত্তমানতা, তাহাই বিদ্যাসন্ততি" (মধুসূদন)। ভাব এই—জীবন্মুক্ত নির্গুণব্রহ্মবিদের ব্রহ্মাকারা বৃত্তি কর্ম্মোপরমকালে বিনা আয়াসে মধ্যে মধ্যে হইতেই থাকে *। তদ্ব্যতিরিক্ত সময়ে তাঁহার "বিদ্যাস্মৃতি" (নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ১।৩৮) হইতে থাকে। এইভাবে যে বিদ্যাসন্ততি চলিতেই থাকে, তাহাই প্রারব্ধক্ষয়কালেও উদিত হইয়া 'লেশ অবিদ্যাকে' ধ্বংস করে। এইরূপে সিদ্ধ হইতেছে—উভয় আচার্য্যের মধ্যে বস্তুতঃ কোন মতভেদ নাই। সগুণপরব্রহ্মবিদের অবিদ্যা-নাশ ও মুক্তি ৪।৩।৫ এবং ৪।৪।৭ অধিকরণে আলোচিত হইবে। জীবন্মুক্ত ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্য 'লেশ অবিদ্যার' ও প্রারব্ধকর্ম্মের স্থিতিবিষয়ে বিরুদ্ধবাদীকে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে শিষ্যকে জীবন্মুক্তিবিষয়ে নিজের অনুভব বলিতেছেন—**অপিচ**—'আর দেখ' ইত্যাদি (১৫ বাক্য)।

---

* এই ব্রহ্মাকারাবৃত্তির স্থিতিকালানুযায়ী নির্গুণব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মবিদ্বর, ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্ ও ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ নামে অভিহিত হন। দ্বিতীয়োক্ত পুরুষপ্রবর স্বেচ্ছায় সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইতে পারেন। তৃতীয় জন অপরের চেষ্টায় ব্যুত্থিত হন, যেমন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের এক সাধুকর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া ব্যুত্থান; চতুর্থ পুরুষপ্রবর আর ব্যুত্থিতই হন না। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্ভবতঃ ইঁহাদের বিষয়েই বলিয়াছেন—"একুশ দিনে শরীরত্যাগ হয়"।

[১১ পৃ:]

শাঙ্করভাষ্যম্

কালং শরীরং ধ্রিয়তে, ন বা ধ্রিয়তে ইতি ।১৫ কথং হি একস্য স্বহৃদয়প্রত্যয়ং ব্রহ্মবেদনং দেহধারণং চ অপরেণ প্রতিক্ষেপ্তুং শক্যেত ?১৬ শ্রুতিস্মৃতিষু চ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণনির্দ্দেশেন এতদেব নিরুচ্যতে ।১৭ তস্মাৎ অনারব্ধকার্য্যয়োঃ এব সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ বিদ্যাসামর্থ্যাৎ ক্ষয়ঃ ইতি নির্ণয়ঃ ।১৮॥৪।১।১৫॥ ইতি একাদশম্ অনারব্ধাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সি:—ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যের স্বানুভবদ্বারা জীবন্মুক্তি প্রতিপাদন।]

আর দেখ, [নির্গুণ] ব্রহ্মবিৎকর্ত্তৃক কিছুকাল শরীর বিধৃত হয়, অথবা হয় না, এই বিষয়ে বিবাদ করা উচিত নহে।১৫ যেহেতু একজনের নিজের হৃদয়ে যাহার প্রতীতি হয়, সেই ব্রহ্মবিজ্ঞান ও শরীরধারণ অপরকর্ত্তৃক কিপ্রকারে প্রতিক্ষিপ্ত হইতে সমর্থ ? (—অপরে তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ নহে।১৬ এই বিষয়ে অজ্ঞানিবোধে প্রবৃত্ত শাস্ত্রের সম্মতি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর শ্রুতি এবং স্মৃতি-সকলে স্থিতপ্রজ্ঞগণের (—ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত পুরুষগণের) লক্ষণনির্দ্দেশের দ্বারা ইহাই (—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির পরেও প্রারব্ধবলে শরীরস্থিতি, ৬) নিরূপিত হইতেছে।১৭ অতএব যাহাদের কার্য্য (—ফলভোগ) আরব্ধ হয় নাই, সেই [সঞ্চিত] পুণ্য ও পাপেরই বিদ্যার সামর্থ্যবশতঃ ক্ষয় হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। [অতএব "যাবন্ন বিমোক্ষ্যে" ইত্যাদি শ্রুতির প্রামাণ্য সুস্থিত হইল। "গ্রাবপ্লবনশ্রুতিও" অপ্রামাণ নহে ; অর্থবাদ হওয়ায় তত্রস্থ বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতাপন্ন (জৈঃ সূঃ ১।২।৭) তাহার প্রামাণ্যও সিদ্ধ হয়] ।১৮॥৪।১।১৫॥ অনারব্ধাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

[ঈশ্বরেচ্ছায় নির্গুণব্রহ্মবিদের ভাবমুখেও ব্রাহ্মীস্থিতি সম্ভব।]

(৬) এক্ষণে আমরা কিঞ্চিৎ প্রাসঙ্গিক বিচার করিব। নির্গুণব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির অনন্তর পরদৃষ্টিতে প্রারব্ধকর্ম্মবলে ব্রহ্মবিদের শরীর ও ব্যবহারাদি থাকে, ইহা নির্ণীত হইল। তৎকালে মমাহংভাববর্জ্জিত বিস্মৃতপ্রায়প্রপঞ্চ (বিবেকচূড়ামণি ৪৩৬, ৪২৮) নির্গুণব্রহ্মবিদের স্বদৃষ্টিতে বাধিতের অনুবৃত্তিবশতঃ জগৎপ্রপঞ্চ যেভাবে ইন্দ্রজালের * ন্যায় প্রতিভাত হয়, তাহা সামান্যভাবে ১।২০৪ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই অবস্থাকে নিষেধমুখে †

---

* এই বিষয়ে কয়েকটী শাস্ত্রবাক্য এই—"মত্তোঽন্যদস্তি চেন্মিথ্যা যথা মরুমরীচিকা", "মৃগতৃষ্ণাজলং পীত্বা তৃপ্তশ্চেদস্তু ইদং জগৎ", "গন্ধর্ব্বনগরে সত্যো জগদ্ভবতি সর্ব্বদা", "গগনে নীলিমা সত্যো জগৎ সত্যং ভবিষ্যতি" (তেজোবিন্দু উপ: ৬।৭৩-৭৬)। মায়াকার্য্যাদিকং নাস্তি মায়া নাস্তি ভয়ং নহি" (ঐ ৫।৩৩)। "ইন্দ্রজালমিদং সর্ব্বম্ যথা মায়ামরীচিকা", "পঞ্চভূতাত্মকং বিশ্বং মরীচিজলসন্নিভম্" (অবধূতগীতা ৭।১৩, ১।৩)। "চিন্মাত্রমেবাহম্ ইন্দ্রজালোপমং জগৎ" (অষ্টাবক্রগীতা ৭।৫)। "স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশম্ অচিন্ত্যরচনাত্মকম্" (পঞ্চদশী ৭।১৭১) "পশ্যন্ অপি বাধিতত্বাৎ পরমার্থতঃ ন পশ্যতি, যথা ইন্দ্রজালম্" (বেদান্তসার ৩৫), ইত্যাদি।

† পরে ব্যবহৃত 'ভাবমুখ' শব্দের সহিত পার্থক্য প্রদর্শনের জন্য আমরা 'নিষেধমুখ' এই

ভাবদীপিকা [নির্গুণব্রহ্মবিদের ভাবমুখে স্থিতি]

ব্রাহ্মীস্থিতি, অথবা সংক্ষেপে **নিষেধমুখাবস্থা** বলা যাইতে পারে, কারণ তখন এক অদ্বয় স্বাভিন্ন ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন কিছুর পারমার্থিক সত্তা তাঁহার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় না। কিন্তু নির্গুণব্রহ্মবিদের আর এক ভাবে স্থিতিও শাস্ত্রে ও মহাপুরুষগণের জীবনে পরিদৃষ্ট হয়। সেই অবস্থাতে তাঁহাদের দৃষ্টিতে জগৎপ্রপঞ্চ ইন্দ্রজালের ন্যায় প্রতিভাত না হইয়া চিন্মাত্র-রূপে, অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়। তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্য এই—"সর্ব্বলোকং চ চিন্মাত্রং ত্বত্তা মত্তা চ চিন্ময়ম্" ॥ "আকাশো ভূর্জলং বায়ুরগ্নির্ব্রহ্মা হরিঃ শিবঃ। যৎ কিঞ্চিৎ যৎ নকিঞ্চিৎ চ সর্ব্বং চিন্মাত্রমেব হি" ॥ "**চিন্মাত্রাৎ নাস্তি মায়া** চ চিন্মাত্রাৎ নাস্তি পূজনম্"। "চিন্মাত্রাৎ নাস্তি কোশাদি চিন্মাত্রাৎ নাস্তি বৈ বসু" ॥ (তেজোবিঃ ২।২৬, ২৭, ৩৬, ৩৭)। "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং প্রোক্তং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" (ঐ ৬।৩৮) "যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণঃ তত্র দর্শনাৎ" (ঐ ১।৩৫) "ইদং সর্ব্বং যদয়ম্ আত্মা" (বৃঃ ২।৪।৬)। "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি" (শ্বেঃ ৪।৩), "প্রতিবোধ-বিদিতং মতম" (কেন ২।৪)।। "বাসুদেব সর্ব্বমিতি" (গীতা ৭।১৯) ইত্যাদি। ["যত্র যত্র নেত্র পড়ে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে", এই মহাজনবাণীও অনুধাবনীয়]। যে অবস্থাতে ব্রহ্মানুভূতি এই প্রকারে হয়, তাহাকে **ভাবমুখে** ব্রাহ্মীস্থিতি, অথবা সংক্ষেপে **ভাবমুখাবস্থা*** বলা হয়।

[সগুণব্রহ্মবিদবস্থা ও ভাবমুখাবস্থার প্রভেদ]

আশঙ্কা হইতে পারে—এই ভাবমুখাবস্থাতে উপলব্ধি বিষয়ে যে শ্রুতিবাক্যসকল উদ্ধৃত হইল, তাহা সগুণব্রহ্মবিদের উপলব্ধি, নির্গুণব্রহ্মবিদের নহে। **উত্তরে** বলা যায়—**১।** সত্য, শিব ও বিষ্ণু প্রভৃতির উপাসক সিদ্ধ সগুণব্রহ্মবিদ্‌গণ সর্ব্বত্র ইষ্টদেবতাদর্শনরূপ ব্রহ্মদর্শনে সমর্থ। কিন্তু তাহা হইলেও নির্গুণপরব্রহ্মবিৎশ্রেষ্ঠগণ যেভাবে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করেন, সগুণপরব্রহ্মবিদ্‌গণের পক্ষে সেইপ্রকার মোটেই সম্ভব নহে। যেহেতু সগুণপরব্রহ্মোপলব্ধি ভাবভেদে ও তত্তৎগুণযোগে তরতমভাবযুক্ত হওয়ায় তাদৃশ ব্রহ্মবিদের লভ্য মুক্তিও হয় সাযুজ্য ও সামীপ্যাদিভেদে তরতমভাবযুক্ত; সুতরাং তাঁহাদের উপলব্ধিও হইবে মুক্তিভেদে ও ভাবভেদে তরতমভাবযুক্ত। ভাবমুখে স্থিত নির্গুণব্রহ্মবিদ্‌গণের ব্রহ্মোপলব্ধিতে কিন্তু বিন্দুমাত্রও তরতমভাব নাই, তাঁহাদের উপলব্ধিতে "মোমের পুতুলে মোমের ন্যায়" সৈন্ধবঘনবৎ সর্ব্বত্র সমরস চিন্মাত্রই স্ফুরিত হইতে থাকেন। **২।** উপরন্তু উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসকলে এমন কতকগুলি

শব্দটি ব্যবহার করিতেছি। শাস্ত্রে 'বিধিমুখ' ও 'নিষেধমুখ', এই শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ যথাক্রমে কোন কিছুর অস্তিত্বজ্ঞাপকরূপে এবং নাস্তিত্বজ্ঞাপকরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, যথা—"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১।১), ইহা বিধিমুখের দৃষ্টান্ত; কারণ ইহা পরমাত্মাতে প্রধানভাবে সত্যত্বাদি ধর্ম্মের অস্তিভাব জ্ঞাপক। "স এষঃ নেতি নেতি আত্মা" (বৃঃ ৪।২।৪), ইহা নিষেধমুখের দৃষ্টান্ত; কারণ ইহা পরমাত্মাতে জগৎপ্রপঞ্চের পরমার্থতঃ নিষেধজ্ঞাপক। প্রস্তাবিত স্থলে নির্গুণব্রহ্মবিদের স্বদৃষ্টিতে স্বাভিন্নব্রহ্মভিন্ন বস্তুর নাস্তিতাই প্রতিভাত হওয়ায় নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদের এতাদৃশ স্থিতিকে 'নিষেধমুখে ব্রাহ্মীস্থিতি' বলা যাইতে পারে। এই অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ অন্যত্র আছে, কি না, এখনও বলিতে পারিতেছি না। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ এই অবস্থাকে 'অভাবমুখ' শব্দে বর্ণনা করিয়াছেন (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩।৯।৪।৯৬।)

* 'ভাবমুখ' এই শব্দটা আমরা এখনও শাস্ত্রমধ্যে প্রাপ্ত হই নাই। তবে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীকারগণ "ভাবমুখে থাক, এইপ্রকার ভগবদ্বাণীরূপে এই শব্দের ভূরিশঃ প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ, ১১১-১১৭ পৃঃ দ্রঃ। এই শব্দটি 'বিধিমুখ' শব্দের সদৃশ অর্থ জ্ঞাপন করিলেও তদতিরিক্ত 'সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ' অর্থও জ্ঞাপন করে, ইহা পরে বর্ণিত হইতেছে।

ভাবদীপিকা [নির্গুণব্রহ্মবিদের ভাবমুখে স্থিতি]

উপলব্ধি পঠিত হইতেছে, যাহা সগুণব্রহ্মবিদ্‌গণের পক্ষে কদাপি সম্ভব নহে। শ্রুতি নিষেধমুখে ব্রহ্মস্থিতের উপলব্ধিবর্ণনপ্রসঙ্গে বলিতেছেন—"মায়া নাস্তি" (তেজোবিঃ ৫।৩৩)। কিন্তু ভাবমুখে ব্রহ্মস্থিতের উপলব্ধি বিষয়ে বলিতেছেন—"চিন্মাত্রাৎ নাস্তি মায়া চ" (ঐ ২।৩৬)। ব্রহ্মলোকান্ত যাবতীয় জীবই মায়ার অধীন। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মভিন্নরূপে অবস্থিত ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্য্যভোগী মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মভিন্নতার হেতুভূত মায়া হইতে মুক্ত নহেন ; কারণ তাঁহারাও ভোগাসক্ত। নিদ্রোত্থিতের পক্ষেই যেমন নিদ্রাস্বরূপের জ্ঞান (—স্মৃতি) সম্ভব, তদ্রূপ বাধিতমায়া নির্গুণব্রহ্মবিদের পক্ষেই মায়ার স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া সম্ভব। সেইহেতু "চিন্মাত্রাৎ নাস্তি মায়া"—'চৈতন্যমাত্রস্বরূপ হইতে ভিন্ন মায়া নামক কিছুই নাই', এইপ্রকার অনুভূতি একমাত্র 'ভাবমুখে ব্রহ্মে স্থিত' মায়াতীত নির্গুণপরব্রহ্মবিদের পক্ষেই সম্ভব, মায়ার অধীন সগুণপরব্রহ্মবিদের পক্ষে নহে। অতএব নির্ণীত হইতেছে—প্রারব্ধকর্ম্মবলে [অস্মদাদির দৃষ্টিতে] ধৃতশরীর নির্গুণব্রহ্মবিদ্ জগৎকে ইন্দ্রজালের ন্যায় দর্শন না করিয়া ঈশ্বরেচ্ছায় সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনকরতঃও অবস্থান করিতে পারেন। এইভাবে যে নির্গুণব্রহ্মবিদের অবস্থিতি, তাহাই 'ভাবমুখে ব্রাহ্মীস্থিতি'। ৩। ভাবমুখে অবস্থিত এতাদৃশ নির্গুণব্রহ্মবিদ্ ঈশ্বরেচ্ছায় 'ভাবমুখ ও 'নিষেধমুখ' উভয়াবস্থাতেই অবস্থান করিতে পারেন, যাহা সর্ব্বত্র ইষ্টদর্শনকারী হইলেও ব্রহ্মভিন্নরূপে অবস্থিত জগৎসত্যতাবাদী মায়াধীন সগুণপরব্রহ্মবিদের পক্ষে সম্ভবই নহে। ৪। কিন্তু তাহা হইলেও "আত্মরতিঃ আত্মক্রীড়ঃ" (ছাঃ ৭।২৫।২) এই নির্গুণব্রহ্মবিদ্‌গণ অস্মদাদির দৃষ্টিতে ভক্তিভক্তভাবাবলম্বনে যেন সগুণব্রহ্মবিদ্‌রূপেও অবস্থান করেন, ইহা "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ"॥ (শ্রীমদ্ভাঃ ১।৭।১০)—'নিবৃত্তহৃদয়গ্রন্থি (মুঃ ২।২।৮) আত্মারাম মুনিগণ উরুক্রম (—সর্বব্যাপী) শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি অবলম্বনে অবস্থান করেন, শ্রীহরির এমনই মহিমা', ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য এবং ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য এবং ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ মহাপুরুষগণের জীবনবেদ হইতে অবগত হওয়া যায়।

[নির্গুণব্রহ্মবিদের ভাবমুখে অবস্থিতি বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ এবং মায়ার কার্য্যে ব্রহ্মের প্রকাশ বিষয়ে যুক্তি।]

কিন্তু নির্গুণব্রহ্মবিদ্ এইভাবে ভাবমুখে অবস্থান করিতে পারেন, এই বিষয়ে প্রমাণ কি? বলিতেছি—ভূমবিদ্যারূপ নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে শ্রুতি স্বয়ংই ইহা বর্ণনা করিতেছেন, যথা—"সঃ এব অধস্তাৎ সঃ উপরিষ্টাৎ....সঃ এব ইদং সর্ব্বম্ (ছাঃ ৭।২৫।১) ইত্যাদি। এইপ্রকার উপলব্ধিতে স্বভিন্নরূপে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত ব্রহ্মবস্তু বর্ণিত হওয়ায় ইহা ভাবমুখাবস্থের উপলব্ধিরূপে গ্রহণীয়। যদি কেহ মনে করেন—এই উপলব্ধি জীবভিন্ন ব্রহ্মের অস্তিত্ব অঙ্গীকারকারী দ্বৈতবাদীর, তাহা নিরাকরণের জন্য অব্যবহিত পরেই শ্রুতি বলিতেছেন—"অহমেব অধস্তাৎ অহম্ উপরিষ্টাৎ....অহমেব ইদং সর্ব্বম্" (ঐ)। অবিবেকিগণ যদি ইহাকে দেহাদি উপাধিতে 'অহম্'-অভিমানিগণের উপলব্ধিরূপে গ্রহণ করেন, তাহা নিরাকরণের জন্য অব্যবহিত পরেই শ্রুতি বলিতেছেন—"আত্মা এব অধস্তাৎ, আত্মা উপরিষ্টাৎ....আত্মা এব ইদং সর্ব্বম্" (ছাঃ ৭।২৫।২) ইত্যাদি। এইপ্রকারে 'তিনি', 'আমি' এবং 'আত্মা' (—ব্রহ্ম), এই ত্রয়ের একত্ব সম্পাদিত হওয়ায় ইহা নির্গুণপরব্রহ্মবিদের উপলব্ধি, ইহাই নির্ণীত হয়। অতএব নির্গুণব্রহ্মবিদের সর্ব্বত্রব্রহ্মদর্শনরূপা 'ভাবমুখে ব্রাহ্মীস্থিতিও' হইতে পারে, ইহা সিদ্ধ হইল।

আশঙ্কা হয়—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যোদয়ে মায়া বাধিত হওয়ায় মায়ার পরিণামভূত জাগতিক

ভাবদীপিকা [নির্গুণব্রহ্মবিদের ভাবমুখে স্থিতি]

বস্তুতে ব্রহ্মবস্তুর প্রকাশ হওয়া উচিত নহে; যেহেতু তাহা ব্রহ্মের পরিণাম নহে। তদুত্তরে বলা যায়—তপ্তলৌহপিণ্ডের কার্য্যসকল যেমন তপ্তাবস্থাতে লোহিতরূপেই প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ ভাবস্বরূপ (—সৎস্বরূপ) ব্রহ্মবস্তু মায়ারূপ উপাধিযুক্ত হওয়ায় মায়ার কার্য্যসকলও 'ভাবরূপে' (—ব্রহ্মরূপে) প্রতিভাত হয়। এই অবস্থাতে যে মায়া বাধিতা হইয়াছে, ঈশ্বরেচ্ছায় তাহাকে কথঞ্চিৎ অঙ্গীকার করিয়া নির্গুণব্রহ্মলীনা নির্বিকল্পাবস্থা হইতে ঈষৎ ব্যুত্থিত নির্গুণ-ব্রহ্মবিৎ সবিকল্পাবস্থাতে আগমন করেন বলিয়া তাঁহার দৃষ্টিতে মায়ার কার্য্যভূত জ্ঞেয়জ্ঞাতৃজ্ঞানাদি বিকল্পের প্রতিভাস হইতে থাকে। সেইহেতু সম্প্রজ্ঞাত সমাধি (—সবিকল্প সমাধি) অবস্থাতে* বা ব্যুত্থিত অবস্থাতে তাঁহার দৃষ্টিতে ব্রহ্মবস্তুর বিশেষ প্রকাশ সহ সূক্ষ্মতম ও সূক্ষ্মরূপে [অস্মদাদির ন্যায় স্থূলরূপে কদাপি নহে] জ্ঞেয়জ্ঞানজ্ঞাতৃত্বাদি বিকল্পের প্রতিভাস হইতে থাকে। ফলে মৃন্ময় ঘটাদিবিষয়কজ্ঞানে মৃদ্‌জ্ঞানের ন্যায় জাগতিক বস্তুবিষয়কজ্ঞানে ব্রহ্মবস্তুও প্রতিভাত হইতে থাকেন *। অতএব উক্তপ্রকার আশঙ্কার অবকাশ নাই।

[নির্গুণব্রহ্মবিদের ঈশ্বরেচ্ছায় ভাবমুখ ও নিষেধমুখে অবস্থিতি বিষয়ে দৃষ্টান্ত।]

কিন্তু দৃষ্টান্তের অভাবে কোন পক্ষই সিদ্ধ হয় না, ইহা ন্যায়বিদ্‌গণের উক্তি। তুমি যে-প্রকার প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করিতেছ, নির্গুণব্রহ্মবিদ্ হইয়াও এইপ্রকারে 'ভাবমুখে' ব্রাহ্মীস্থিতি হয় এবং নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদ 'ভাবমুখ' ও 'নিষেধমুখ', এই উভয় অবস্থাতে অবস্থান করিতে পারেন, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত কোথাও কোন মহাপুরুষের জীবনে পরিদৃষ্ট হয় না। তদুত্তরে তাঁহাদের দৃষ্টি ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের এবং ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কতিপয় বাণীর প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি। **ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করের** বাণী এই—**(ক) "তরঙ্গ-ফেন**ভ্রমবুদ্‌বুদাদি", ইত্যাদি (বিবেকচূড়ামণি ৩৯০)। অর্থ—"তরঙ্গ ফেন ও বুদ্‌বুদ প্রভৃতি সমস্তই যেমন স্বরূপতঃ জলই, তদ্রূপ দেহ ও অহঙ্কার পর্য্যন্ত এই সমস্তই একমাত্র একরস বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ"। **(খ) "সদেবেদং** সর্ব্বম্" (ঐ ৩৯১), ইত্যাদি। অর্থ—"বাক্য ও মনের দ্বারা যে জগৎ বিজ্ঞাত হয়, তাহা সৎস্বরূপই। প্রকৃতির পারে অবস্থিত সৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নাই। [এই পংক্তির অন্যপ্রকার অর্থও হইতে পারে, যথা—প্রকৃতির পরসীমাতে যিনি অবস্থিত তাঁহার দৃষ্টিতে 'সৎ' ভিন্ন অন্য কিছুই নাই]। ঘট কলশ ও কুম্ভাদিরূপে যাহা বিজ্ঞাত হয়, তাহা কি মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন? মায়ারূপা মদিরাদ্বারা অভিভূত ভ্রান্ত ব্যক্তিই 'তুমি' 'আমি' এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ করে, 'বস্তুতঃ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ"। মাত্র নিষেধমুখে ব্রহ্মে স্থিতের ন্যায় ইনি এই সমস্তকে "মিথ্যামায়াবিজৃম্ভিত মৃগতৃষ্ণিকাবৎ" বলিলেন না, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে। বলা বাহুল্য এই বাণী আচার্য্যপাদের '**ভাবমুখে** ব্রাহ্মী-স্থিতির' দ্যোতক। ইঁহার '**নিষেধমুখে** ব্রাহ্মীস্থিতির' দ্যোতক বাণী এই—**(ক) "নহি** অস্তি বিশ্বম্" (বিবেকচূঃ ৪০৪), ইত্যাদি। অর্থ—"পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বেও সর্ব্ববিকল্প-বিহীন সৎস্বরূপ ব্রহ্মে কালত্রয়েও জগতের অস্তিত্ব নাই। যেমন প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেও রজ্জুতে সর্প এবং মৃগতৃষ্ণিকাতে জলবিন্দু [কোন কালেই] বর্ত্তমান থাকে না"। **(খ) "মায়ামাত্রম্"** (ঐ ৪০৫), ইত্যাদি। অর্থ—"এই সমস্তই মায়ামাত্র (—মিথ্যা); অদ্বৈতই (—দ্বৈতপ্রপঞ্চ-

*"ব্রহ্ম এব ইদং অমৃতং পুরস্তাৎ" (মুঃ ২।২।১১)। 'সমাহিতা ব্যুত্থিতা বা বৃত্তিঃ সর্ব্বা চিদাকৃতিঃ" (বৃঃ বার্ত্তিকসার ২।৪।৪০)। "জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিবিকল্পলয়ানপেক্ষয়া অদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারকারিতায়াঃ চিত্তবৃত্তেঃ অবস্থানম্। তদা মৃন্ময়গজাদিভানেঽপি মৃদ্ভানবৎ দ্বৈতভানেঽপি অদ্বৈতং বস্তু ভাসতে" (বেদান্তসার), ইত্যাদি দ্রঃ।

ভাবদীপিকা [নিগু'ণব্রহ্মবিদের ভাবমুখে স্থিতি]

বর্জিত পরব্রহ্মই) পরমার্থতঃ সত্য, শ্রুতি ইহা বলেন। [ইহা যে অনুভূত হয় না, তাহা নহে, দ্বৈতপ্রপঞ্চের অভাব] সুষুপ্তিকালে অনুভূত হয় ; [তখন সাক্ষিরূপে একমাত্র আত্মাই বর্ত্তমান থাকেন"] ইত্যাদি। এই বিষয়ে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাণী এই—"(ক) একি ভাব লেগেছে, চারিদিকেই তোমাকে দেখ্‌ছি" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২।৩।৪।৩৯ পৃঃ) ; "জগৎ কি মিথ্যা ? মিথ্যা কেন ?···তিনিই জীব জগৎ সব হ'য়ে রয়েছেন" (ঐ ৪।৩।৩।৪১ পৃঃ) ; "ঈশ্বরই সব হ'য়ে রয়েছেন, মায়া জীব জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব" (ঐ ৫।১৫।৫।১৪৬ পৃঃ) ; "চৈতন্যতে সব জুরে রয়েছে"; (ঐ৩।৪।১।৩৯ পৃঃ); "কোশাকুশী বেদি সব চিন্ময়" (ঐ৩।৮।১।৭৫ পৃঃ); "ঈশ্বর অধো উর্দ্ধে পরিপূর্ণ" (ঐ ২।২৫।২।২৫৪ পৃঃ) ; 'ঈশ্বরই জীবজগৎ সৃষ্টি করেছেন, আবার তিনিই জীব জগৎ হয়ে রয়েছেন" (ঐ ৫।১৮।২।১৭৩), ইত্যাদি এই সকল বাণী ইঁহার 'ভাব-মুখে ব্রাহ্মীস্থিতির' ত্যোতক। (খ) আবার "অন্তরে বাহিরে দেখ্‌ছি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ" (ঐ ২।৬।৪।২৭৬ পৃঃ), "তিনি জীব নন, জগৎ নন চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নন, সব স্বপ্নবৎ" (ঐ ৪।৩।৩।৪১ পৃঃ), "এক চৈতন্য অভেদ" (ঐ ৩।৫।২।৫২ পৃঃ), "তুমিই আমি, আমিই তুমি" (ঐ ২।৩।৪।৩৯ পৃঃ)। "সমস্ত মায়া, স্বপ্নবৎ অবস্তু" (ঐ ২।১৩।১।১৩০ পৃঃ), ইত্যাদি এই সকল বাণী তাঁহার 'নিষেধমুখে ব্রাহ্মীস্থিতির' ত্যোতক। এইপ্রকার দৃষ্টান্তসকল থাকায় নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্ ঈশ্বরেচ্ছায় 'ভাবমুখ' ও 'নিষেধমুখ', এই উভয়প্রকার অবস্থাতে অবস্থান করিতে পারেন, ইহা সিদ্ধ হইল। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে—নির্গুণব্রহ্মবিদ্ হইলেই সকলের পক্ষে এইপ্রকারে 'ভাবমুখ' ও 'নিষেধমুখ', এই উভয়প্রকার অবস্থাতে অবস্থিতি সম্ভব নহে, একমাত্র ঈশ্বরেচ্ছাই তাহার হেতু। আধিকারিক পুরুষগণের জীবনেই এইপ্রকারে উভয়াবস্থাতে অবস্থিতি সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয়। ঈশ্বরকৃপালব্ধ নির্গুণব্রহ্মবিত্তোদয়ের পর বস্তুস্বভাববলে লব্ধ নিষেধমুখাবস্থা হইতে ভাবমুখাবস্থাতে আগমন ঈশ্বরেচ্ছা ব্যতিরেকে কাহারও পক্ষে সম্ভবই নহে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ এতাদৃশ অবস্থাপন্নকে বলিতেন 'বিজ্ঞানী'। তিনি বলিয়াছেন—"জ্ঞানের পর বিজ্ঞান" (কথামৃত ৩।৬।৪।৬১ পৃঃ), "বিজ্ঞানী * দেখেন—ঈশ্বরই সব হ'য়ে রয়েছেন" (ঐ ৩।১৫।৫।১৪৬ পৃঃ), ইত্যাদি। সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে—নির্গুণব্রহ্মবিত্তোদয়ের অনন্তর ঈশ্বরপ্রসাদে বিজ্ঞানাবস্থা, অর্থাৎ 'ভাবমুখে ব্রাহ্মীস্থিতি' সম্ভব।

['ভাবমুখ' এই শব্দটি হইতেও সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ অর্থ প্রাপ্তি।]

যাহাহউক্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজীবনীগ্রন্থে 'ভাবমুখ' এই শব্দটিকে ঈশ্বরাদিষ্ট শব্দরূপে আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। উক্ত শব্দটী হইতেও 'সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুভূতিরূপ' অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—বৃদ্ধগণ বলেন, "অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্। আত্মত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্"। ভাবার্থ—"জগতের প্রত্যেক বস্তুতে অস্তি ভাতি প্রিয় রূপ এবং নাম, এই পাঁচটী অংশ আছে। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটী ব্রহ্মের স্বরূপ এবং শেষোক্ত দুইটী জগতের"। উপরোক্ত এই যে 'অস্তিত্ব', অর্থাৎ 'সত্তা', ইহাই ভাবশব্দের অর্থ। ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক ভাববস্তু, সেই হেতু ভাবশব্দে সৎস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু গ্রহণীয়। তাহা হইয়াছে 'মুখ', অর্থাৎ মুখ্যতঃ জ্ঞাপক যে অবস্থার, তাহা ভাবমুখাবস্থা। অথবা ভাবের—সৎস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর, মুখ—মুখ্যতঃ জ্ঞাপক যে অবস্থা,

* বিজ্ঞানী ভক্তের আমি, বিদ্যার আমি রাখে" (কথামৃত ৩।১৩।৮৭ পৃঃ), "লোকশিক্ষার জন্য শঙ্করাচার্য্য বিদ্যার আমি রেখেছিলেন" (ঐ ২।১৩।১।১৩০ পৃঃ)। সুতরাং শারীরকভাষ্যকার ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য বিজ্ঞানী, অর্থাৎ 'ভাবমুখে ব্রহ্মস্থিত' ছিলেন, ইহা পূর্ব্বোদ্ধৃত তাঁহার স্ববাণী এবং ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাণী হইতে সিদ্ধ হয়।

১২। অগ্নিহোত্রাদ্যধিকরণম্। [১৬-১৭ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—চিত্তশুদ্ধি ও বিবিদিষোৎপত্তিদ্বারে ব্রহ্মবিদ্যোৎপাদক এবং প্রতিবন্ধের নিবর্ত্তক হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যাবলে নিত্যনৈমিত্তিক পুণ্যকর্ম্মের নাশ হয় না। [যাহা সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তির প্রতি এবং পাপাদি প্রতিবন্ধকের নিরাকরণদ্বারা সগুণবিদ্যাপরিপালনের প্রতি হেতু, তাহাকে বিনষ্ট বলা যায় না ; যেমন ভক্ষিত অন্নকে কেহ বিনষ্ট মনে করে না, ইহাই ভাব]।

অধিকরণসঙ্গতি—"উভে উ হ এব এষঃ এতে তরতি" (বৃঃ ৪।৪।২২), এই উৎসর্গতঃ (—সামান্যভাবে, অবিশেষভাবে) যাবতীয় অনারব্ধফল পুণ্যপাপের নাশবোধক বাক্যবলে ৪।১।১০ অধিকরণে যাবতীয় অনারব্ধফল (—সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ) পুণ্যের নাশ প্রতিপাদিত হওয়ায় নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মজনিত তাদৃশ পুণ্যেরও নাশ প্রাপ্ত হইয়া পড়ে বলিয়া প্রস্তাবিত অধিকরণে তাহার অপবাদ প্রদর্শিত হইতেছে। সেইহেতু উক্ত ৪।১।১০ অধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **উৎসর্গ-অপবাদসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—ব্রহ্মজ্ঞানের অবান্তর ফল পুণ্যপাপের নিবৃত্তিবিচারপ্রসঙ্গে পুনঃ তাহার সাধনবিষয়ক বিচার হইতেছে বলিয়া এই পাদের সহিত এই অধিকরণের **প্রসঙ্গসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়। **অথবা** ব্রহ্মবিদ্যার সামর্থ্যবলে অনারব্ধফল যাবতীয় কর্ম্মের নাশ হইলেও নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মস্থলে তাহার অপবাদ প্রদর্শিত হওয়ায় ইহার **আপবাদিকী সঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

নশ্যেন্নো বাগ্নিহোত্রাদি নিত্যং কর্ম্ম বিনশ্যতি।
যতোহয়ং বস্তুমহিমা ন ক্বচিৎ প্রতিহন্যতে ॥

ভাবদীপিকা [নির্গুণব্রহ্মবিদের ভাবমুখে স্থিতি]

তাহা ভাবমুখাবস্থা। তাহাতে পর্য্যবসিত অর্থ হইল—যে অবস্থাতে নিজেতে এবং যাবতীয় বস্তুতে ব্রহ্মবস্তুই মুখ্যভাবে জ্ঞাপিত, অর্থাৎ প্রকাশিত হন, তাহা 'ভাবমুখাবস্থা'। কিন্তু সর্ব্বতোভাবে স্বতঃপ্রকাশ ব্রহ্মবস্তুর প্রকাশে মুখ্যতা কি ? বলিতেছি—অস্মদাদির দৃষ্টিতে দ্রষ্টা স্বয়ং এবং ঘটপটাদি যাবতীয় বস্তুই ব্রহ্মভিন্নরূপে প্রতিভাত হয় ; ভাবমুখাবস্থের দৃষ্টিতে কিন্তু সেই সমস্ত বস্তুই গৌণভাবে তদ্রূপে [নতুবা ঘটকে ঘট বলা এবং তদ্রূপে ব্যবহার করা চলে না], এবং মুখ্যভাবে ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ তাঁহার দৃষ্টিতে জগৎ যে সদ্রূপে প্রতিভাত হয়, তাহা জগদ্রূপে সৎ নহে, পরন্তু ব্রহ্মরূপে সৎ, ইহাই এখানে ব্রহ্মবস্তুর প্রকাশে বিবক্ষিত মুখ্যতা।

[প্রসঙ্গের উপসংহার]

যাহাহউক্ এইরূপে নির্ণীত হইল—ঈশ্বরেচ্ছায় **নিষেধমুখে** ব্রহ্মস্থিত বিস্মৃতপ্রায়-প্রপঞ্চ মমাহংভাববর্জ্জিত নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদের দৃষ্টিতে জগৎপ্রপঞ্চ দগ্ধপটের ন্যায়, অথবা ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যারূপে প্রতিভাত হয়। আবার ঈশ্বরেচ্ছায় **ভাবমুখে** ব্রহ্মস্থিত সবিকল্পাবস্থাতে উপনীত, সুতরাং অবিলীনজ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়াদিবিকল্প, কথঞ্চিৎ বিকসিতাহংভাব নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদের দৃষ্টিতে জগৎপ্রপঞ্চ সদ্রূপে (—ব্রহ্মরূপে) প্রতিভাত হয় ; ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। (ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে এই বিচার আমাদের)। অনারব্ধাধিকরণ সমাপ্ত।

[ন্যায়মালা—] অনুষক্তফলাংশস্য নাশেঽপ্যন্যো ন নশ্যতি ।
বিদ্যায়ামুপযুক্তত্বাৎ ভা ব্য শ্লে ষ স্তু কাম্যবৎ ॥

অন্বয়—অগ্নিহোত্রাদি নিত্যং কর্ম নশ্যেৎ, নো বা ? বিনশ্যতি, যতঃ অয়ং বস্তুমহিমা ন কচিৎ প্রতিহন্যতে। অনুষক্তফলাংশস্য নাশে অপি বিদ্যায়াম্ উপযুক্তত্বাৎ অন্যঃ ন নশ্যতি। ভাষ্যশ্লেষস্তু কাম্যবৎ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[অগ্নিহোত্রাদিনিত্যনৈমিত্তিককর্মাণি বিষয়ঃ। "উভে উ হ এব এষঃ এতে তরতি" (বৃঃ ৪.৪.২২), ইতি সাধারণশ্রুতেঃ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" (ঐ), ইতি বিবিদিষাশ্রুতেশ্চ ভবতি সংশয়ঃ—জ্ঞানাৎ পূর্বম্ ইহ জন্মনি জন্মান্তরে বা অনুষ্ঠিতম্] অগ্নিহোত্রাদি নিত্যং কর্ম [ব্রহ্মজ্ঞানেন] নশ্যেৎ, নো বা ?

পূর্বপক্ষ—[কাম্যকর্মবৎ অগ্নিহোত্রাদিনিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম অপি] বিনশ্যতি, যতঃ [অকর্ত্রাত্মবস্তুবোধস্য সর্বকর্মনাশকত্বরূপঃ] অয়ং বস্তুমহিমা ন কচিৎ প্রতিহন্যতে।

সিদ্ধান্ত— [দ্বৌ অংশৌ নিত্যকর্মণঃ। একঃ অংশঃ প্রাধান্যেন চিত্তশুদ্ধিপ্রদঃ, অপরঃ অংশঃ অনুষঙ্গেণ স্বর্গাদিফলপ্রদঃ। তত্র বিদ্যোদয়ে] অনুষক্তফলাংশস্য নাশে অপি বিদ্যায়াম্ উপযুক্তত্বাৎ [চিত্তশুদ্ধিপ্রদঃ] অন্যঃ [অংশঃ] ন নশ্যতি। [নহি লোকে ভোগেন উপক্ষীণং ব্রীহ্যাদিকং নষ্টং মন্যন্তে জনাঃ]। ভাষ্যশ্লেষস্তু কাম্যবৎ [ভবতি। যত্তু জ্ঞানাৎ ঊর্ধ্বং নিত্যাদি কর্ম, তস্য কাম্যবৎ অশ্লেষঃ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[অগ্নিহোত্রাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্মসকল বিষয়। "ইনি এই [পুণ্যপাপ] উভয়কেই অতিক্রম করেন", এইপ্রকার সাধারণশ্রুতি (—অবিশেষভাবে যাবতীয় কর্মের ক্ষয়প্রতিপাদিকা শ্রুতি) থাকায় এবং "ব্রাহ্মণগণ সেই ইঁহাকে বেদপাঠ ও যজ্ঞের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন", এইপ্রকার বিবিদিষাপ্রতিপাদিকা শ্রুতি থাকায় সংশয় হয়—ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্বে ইহ জন্মে, বা জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত] অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম [ব্রহ্মজ্ঞানবলে] বিনষ্ট হয়, অথবা হয় না ?

পূর্বপক্ষ—[কাম্যকর্মের ন্যায় অগ্নিহোত্রাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্মও] নাশপ্রাপ্ত হয়, যেহেতু [অকর্তৃস্বরূপ আত্মবস্তুবিষয়ক বোধের সর্বকর্মনাশকত্বরূপ] এই বস্তুমহিমা (—বস্তুর স্বভাব) কোন স্থলে প্রতিহত হয় না।

সিদ্ধান্ত—[নিত্য কর্মের দুইটী অংশ। একটী অংশ প্রধানভাবে চিত্তশুদ্ধিপ্রদ, অপর অংশ অনুষঙ্গভাবে (—অপ্রধানভাবে) স্বর্গাদি ফলপ্রদ। তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হইলে] অনুষক্ত ফলাংশের (—স্বর্গাদিফলপ্রদ অপ্রধান অংশের) নাশ হইলেও ব্রহ্মবিদ্যাতে উপযোগী হওয়ায় [চিত্তশুদ্ধিপ্রদ] অপর অংশ বিনষ্ট হয় না। [যেহেতু লোকমধ্যে ভোগের (—ভক্ষণের) দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত ধান্য প্রভৃতিকে মনুষ্যগণ বিনষ্ট মনে করে না]। ভাবীসকলের অসংস্পর্শ কিন্তু কাম্যকর্মের ন্যায় হইয়া থাকে। [অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের পরবর্তিকালে অনুষ্ঠিত যে নিত্যাদি কর্ম, কাম্যকর্মের ন্যায় তাহার অশ্লেষ (—ব্রহ্মবিদের সহিত অসংস্পর্শ) হইয়া থাকে]।

ফলভেদ—পূর্বপক্ষে, "প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাৎ অস্পর্শনং বরম্", এই ন্যায়বলে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে—চিত্তশুদ্ধিদ্বারে ব্রহ্মবিদ্যোৎপাদক তাহাদের অনুষ্ঠান সিদ্ধ হয়।

অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ ॥৪।১।১৬॥

পদচ্ছেদ—অগ্নিহোত্রাদি, তু, তৎকার্য্যায়, এব, তদ্দর্শনাৎ।

সূত্রার্থ—[নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মজাতং অনারব্ধকার্য্যকর্ম্মবৎ জ্ঞানাৎ ক্ষীয়তে, ন বা ইতি সন্দেহে ; অনারব্ধফলকর্ম্মত্বাবিশেষাৎ ক্ষীয়তে ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তু**শব্দঃ—নিত্যনৈমিত্তিকস্য অগ্নিহোত্রাদেঃ ক্ষয়ং ব্যাবর্ত্তয়তি। **অগ্নিহোত্রাদি**—নিত্যনৈমিত্তিকম্ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মজাতম্, **তৎকার্য্যায় এব**—চিত্তশুদ্ধ্যাদিপরম্পরয়া 'তস্য'—জ্ঞানস্য যৎ কার্য্যম্—অজ্ঞানধ্বংসদ্বারা মুক্তিরূপং ফলং, তস্মৈ এব। [কস্মাৎ ?] **তদ্দর্শনাৎ**—"ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" (বৃঃ ৪।৪।২২), ইতি যজ্ঞাদিশ্রুতৌ নিত্যাদিকর্ম্মণাং 'তস্য'—জ্ঞানহেতুত্বস্য দর্শনাৎ ইত্যর্থঃ। [অতঃ ন তেষাং কাম্যকর্ম্মবৎ নাশঃ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[যাহাদের [ফলদানরূপ] কার্য্য আরব্ধ হয় নাই, সেই [সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ] কর্ম্মসকলের ন্যায় নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকল ব্রহ্মজ্ঞানবলে বিনষ্ট হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; অবিশেষভাবে অনারব্ধফল কর্ম্ম হওয়ায় বিনষ্ট হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তু**শব্দটী—অগ্নিহোত্র প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকলের নাশ নিরাকরণ করিতেছে। **অগ্নিহোত্রাদি**—অগ্নিহোত্র প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকল, **তৎকার্য্যায় এব**—চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি পরম্পরাতে 'তাহার'—ব্রহ্মজ্ঞানের যাহা কার্য্য, অর্থাৎ অজ্ঞানধ্বংসদ্বারা মুক্তিরূপ ফল, তাহার জন্যই। [তাহাতে প্রমাণ কি ? উত্তর—] **তদ্দর্শনাৎ**—যেহেতু, "যজ্ঞের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ জানিতে ইচ্ছা করেন", এই যজ্ঞাদিবোধক শ্রুতিতে নিত্যাদি কর্ম্মসকলের 'তাহা'—জ্ঞানহেতুতা পরিদৃষ্ট হয় [অতএব কাম্যকর্ম্মের ন্যায় তাহাদের নাশ হয় না, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

পুণ্যস্য অপি অশ্লেষবিনাশয়োঃ অঘন্যায়ঃ অতিদিষ্টঃ।১ সঃ অতিদেশঃ সর্ব্বপুণ্যবিষয়ঃ ইতি আশঙ্ক্য প্রতিবক্তি—"অগ্নিহোত্রাদি তু" ইতি।২ তুশব্দঃ আশঙ্কাম্ অপনুদতি।৩ যৎ নিত্যং

ভাষ্যানুবাদ

[পুঃ—নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মজনিত পুণ্যও ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্য। ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিতে তাহাদের উপযোগিতা নাই।]

[৪।১।১০ অধিকরণে] পুণ্যেরও অসংস্পর্শ ও বিনাশে পাপসম্বন্ধিনী যুক্তি [৪।১।৯ অধিকরণ হইতে] অতিদিষ্ট হইয়াছে।১ সেই অতিদেশ সকলপ্রকার পুণ্যকর্ম্মকে বিষয় করে (১), এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] আশঙ্কা করিয়া—

[একদেশী—মোক্ষরূপ একই প্রয়োজন সম্পাদক নিত্যাদিকর্ম্ম জ্ঞাননাশ্য নহে।]

[একদেশী—] প্রত্যাখ্যান করিতেছেন—"অগ্নিহোত্রাদি তু" ইত্যাদি।২ তুশব্দ আশঙ্কাকে অপনোদন করিতেছে।৩ বৈদিক নিত্য কর্ম্ম যে অগ্নিহোত্রাদি, তাহা

ভাষ্যদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা যখন অনারব্ধকার্য্য যাবতীয় পুণ্যপাপের অশ্লেষ ও বিনাশ হইয়া যায়, তখন অবিশেষভাবে পুণ্যকর্ম্ম হওয়ায় নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মজনিত অনারব্ধকার্য্য পুণ্যেরও অশ্লেষ ও বিনাশ অঙ্গীকার

শাঙ্করভাষ্যম্

কর্ম্ম বৈদিকম্ অগ্নিহোত্রাদি, তৎ তৎকার্য্যায় এব ভবতি, জ্ঞানস্য যৎ কার্য্যং তদেব অস্যাপি কার্য্যম্ ইত্যর্থঃ।৪ কুতঃ?৫ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদিদর্শনাৎ।৬ ননু জ্ঞানকর্ম্মণোঃ বিলক্ষণকার্য্যত্বাৎ কার্য্যৈক্যকত্বানুপপত্তিঃ।৭ নৈষঃ দোষঃ, জ্বরমরণকার্য্যয়োঃ অপি দধিবিষয়োঃ গুড়মন্ত্রসংযুক্তয়োঃ তৃপ্তিপুষ্টিকার্য্যদর্শনাৎ।৮ তদ্বৎ কর্ম্মণঃ অপি জ্ঞানসংযুক্তস্য মোক্ষকার্য্যোপপত্তেঃ।৯ ননু অনারভ্যঃ মোক্ষঃ কথম্ অস্য কর্ম্মকার্য্যত্বম্ উচ্যতে?১০ নৈষঃ দোষঃ, আরা-

ভাষ্যানুবাদ

সেই কার্য্যের জন্যই; অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের যাহা কার্য্য (—অবিদ্যাধ্বংসের দ্বারা মোক্ষ) তাহা ইহারও কার্য্য।৪ তাহাতে প্রমাণ কি?৫ [উত্তর—] যেহেতু "বেদাধ্যয়ন যজ্ঞ ও দানের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ সেই ইঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন", ইত্যাদি 'শ্রুতিবাক্যসকল' পরিদৃষ্ট হয়।৬ [শঙ্কা—] কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্মের কার্য্য (—ফল) বিভিন্ন হওয়ায় তাহাদের এককার্য্যতা (—মোক্ষরূপ একই ফলোৎপাদকতা) সঙ্গত নহে।৭ [সমাধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু জ্বর ও মৃত্যু যাহাদের ফল, সেই দধি ও বিষেরও [যথাক্রমে] গুড় ও মন্ত্রসংযুক্ত হইলে তৃপ্তি ও পুষ্টিরূপ ফল পরিদৃষ্ট হয়।৮ তাহার ন্যায় জ্ঞানসংযুক্ত কর্ম্মেরও মোক্ষরূপ ফল যেহেতু সঙ্গত, 'সেইহেতু এককার্য্যতা অসঙ্গত নহে'।৯ [ইহা জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদীর মত]।

[সিঃ—পরম্পরাসম্বন্ধে সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মবিজ্ঞানোৎপত্তির প্রতি হেতু নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্য নহে।]

[সিদ্ধান্তী স্বমত প্রদর্শনের জন্য শঙ্কা করিতেছেন—] কিন্তু [ব্রহ্মস্বরূপভূত] মোক্ষ উৎপাদ্য নহে, ইহা [নিত্যনৈমিত্তিক] কর্ম্মের ফলরূপে, কিপ্রকারে কথিত

ভাবদীপিকা

করিতে হইবে। আলোক এক অন্ধকারকে বিনষ্ট করে, অপর অন্ধকারকে নহে, ইহা অসম্ভব। আর অন্ধকারনিবর্ত্তক আলোকের যেমন অন্ধকার হইতে উৎপত্তি হয় না, তদ্রূপ পুণ্যনিবর্ত্তক ব্রহ্মবিদ্যা নিত্যাদিকর্ম্মজনিত পুণ্য হইতে উৎপন্ন হয়, ইহাও স্বীকার করা যায় না; কারণ বিরোধ এই স্থলে অভিনিষ্ট। জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পর বিরোধী, তাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণভাব হইতেই পারে না। সুতরাং ৩।৪।৬ সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণের সিদ্ধান্ত নিরাকৃত হইয়া পড়ে। "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" (বৃঃ ৪।৪।২২), ইত্যাদি বাক্যবলেও সেই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয় না; কারণ বিধিপ্রত্যয় শ্রুত না হওয়ায় মাত্র লট্‌প্রত্যয়ান্ত উক্ত বাক্যটীকে ব্রহ্মবিদ্যার, অথবা যজ্ঞাদির স্তুতিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে; মুক্তির সাধন যজ্ঞাদির বিধিরূপে নহে। আবার নিত্যাদি কর্ম্ম হইতে সগুণব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিও অঙ্গীকার করা যায় না, যেহেতু তদ্বোধক কোন স্পষ্ট শ্রুতিবাক্য উপলব্ধ হইতেছে না। অতএব "প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাৎ অস্পর্শনং বরম্"—'পঙ্ককে প্রক্ষালন করা অপেক্ষা দূরে থাকিয়া শরীরে পঙ্কস্পর্শ হইতে না দেওয়াই ভাল', এই ন্যায়বলে ব্রহ্মবিদ্যার্থীর নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করাই উচিত।

শাঙ্করভাষ্যম্

দুপকারকত্বাৎ কর্ম্মণঃ ।১১ জ্ঞানস্যৈব হি প্রাপকং সৎ কর্ম্ম প্রণাড্যা মোক্ষকারণম্ ইতি উপচর্য্যতে ।১২ অতএব চ অতিক্রা-

ভাষ্যানুবাদ

হইতেছে ?১০ [সমাধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু কর্ম্ম [পরম্পরাসম্বন্ধে] দূর হইতে উপকারক ।১১ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—চিত্তের শুদ্ধতা ও বিবিদিষা উৎপাদনদ্বারা সগুণ ও নির্গুণ-] ব্রহ্মজ্ঞানেরই প্রাপক হওয়ায় কর্ম্ম পরম্পরাভাবে মোক্ষের কারণ, ইহা গৌণভাবে বলা হইতেছে (২) ।১২

[সিঃ—নির্গুণব্রহ্মবিদের পঃবর্ত্তি কর্ম্ম সম্ভব নহে ।]

আর এইহেতুবশতঃ (—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির সমকালে, বা পরবর্ত্তিকালে না থাকিয়া তাহার পূর্ব্বকালেই কর্ম্ম বর্ত্তমান থাকায়) কার্য্যের (— মোক্ষরূপ ফলের)

ভাবদীপিকা

(২) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই— শাস্ত্রকারগণ নিত্যাদিকর্ম্মের এইপ্রকার ফলনির্দ্দেশ করিয়াছেন—"প্রাধান্যেন ফলং শুদ্ধিরার্থিকী কাম্যকর্ম্মণঃ । প্রাধান্যেন মনঃশুদ্ধির্নিত্যস্য ফল-মার্থিকম্ । কেবলং প্রত্যবায়স্য নিবৃত্তিরিতরস্য তু" ॥ (বেদান্তসার, বিদ্বন্মনোঃ ৪, উদ্ধৃত পুরাণ-বচন) । অর্থ—'কাম্যকর্ম্মের [দ্বারা প্রাপ্তব্য স্বর্গাদি] ফলই প্রধান, চিত্তশুদ্ধি তাহার গৌণফল। মনঃশুদ্ধিই নিত্যকর্ম্মের প্রধান ফল, [স্বর্গাদি] ফল গৌণ । প্রত্যবায়ের নিবৃত্তি (—পাপের পরিহার) কিন্তু অপরের (—নৈমিত্তিক কর্ম্মের) ফল । অতএব সহকারিসহযোগে দধি ও বিষের শুভকার্য্যান্তরোৎপাদকতার ন্যায় শমদমাদিসাধনসহযোগে (৩।৪।২৭সূঃ) নিত্যাদিকর্ম্মের পাপনাশ ও চিত্তশুদ্ধি পরম্পরাতে সগুণ ও নির্গুণ বিদ্যোৎপাদকতা অবশ্যই অঙ্গীকার্য্য । আর জ্ঞান ও কর্ম্ম বিরুদ্ধ জাতীয় হওয়ায় কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে আশঙ্কা করা উচিত নহে, কারণ বিরুদ্ধ জাতীয় হইলেও কাষ্ঠ হইতে অগ্নির উৎপত্তি সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ । আবার উদ্গত-অঙ্কুর বীজকে, অথবা ভক্ষিত অন্নকে যেমন বিনষ্ট বলা যায় না ; তদ্রূপ ব্রহ্মবিদ্যার অবশ্যম্ভাবি পূর্ব্ববর্ত্তি কারণ চিত্তশুদ্ধি ও বিবিদিষার উৎপাদক নিত্যাদি কর্ম্মজনিত পুণ্যকে জ্ঞাননাশ্য * বলা যায় না । বিবিদিষাবাক্যে (বৃঃ ৪।৪।২২) বিধি শ্রুত না হইলেও অপূর্ব্ব হওয়ায় বিধি অঙ্গীকরণীয়, ইহা ৩।৪।২৭ সূত্রভাষ্যে নির্ণীত হইয়াছে । অতএব ৩।৪।৬ সর্ব্বাপেক্ষাধি-করণের সিদ্ধান্ত নিরাকৃত হয় না এবং "পঙ্কপ্রক্ষালনন্যায়ের" প্রবৃত্তিও হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল ।

---

* নিত্যকর্ম্মের ফল দুইপ্রকার—১। চিত্তশুদ্ধি ও ২। স্বর্গাদি, ইহা এই অধিকরণের ন্যায়মালাতে এবং অত্রস্থ ভাবদীপিকাতে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চিত্তশুদ্ধিপ্রদ যে ফলাংশ, তাহা সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার উৎপাদক ও পাপনিরাকরণদ্বারা সগুণব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপালক হওয়ায় জ্ঞাননাশ্য নহে । কিন্তু স্বর্গাদিপ্রদ যে ফলাংশ, তাহা অবশ্যই সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম-জ্ঞাননাশ্য । সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যোদয়ের সমকালেই তাহা ব্রহ্মবিদ্ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে এবং তাঁহার শরীরত্যাগকালে সুহৃদ্‌গণে সংক্রমিত (৩।৩৭৪ পৃঃ) হয় । সগুণব্রহ্মবিদ্যোৎ-পত্তির পরভাবি যে সগুণব্রহ্মবিদের নিত্যাদি কর্ম্ম, তাহার বিনিয়োগও এইপ্রকার হইবে, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিপ্রদ অংশ বিদ্যার প্রতিপালন করিবে এবং স্বর্গাদিপ্রাপক অংশ মৃত্যুকালে সুহৃদ্‌গণে সংক্রামিত হইবে । অকর্ত্তৃস্বরূপতাপ্রাপ্ত নির্গুণব্রহ্মবিদের বিদ্যোৎপত্তির পরভাবি নিত্যাদি কর্ম্ম অধিকারবিধির বাধবশতঃ সম্ভবই নহে ? এই সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অবিষয়ম্ এতৎ কার্য্যৈকত্বাভিধানম্।১৩ নহি ব্রহ্মবিদঃ আগামি অগ্নিহোত্রাদি সম্ভবতি, অনিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বপ্রতিপত্তেঃ শাস্ত্রস্য অবিষয়ত্বাৎ।১৪ সগুণাসু তু বিদ্যাসু কর্তৃত্বানতিবৃত্তেঃ• সম্ভবতি আগামি অপি অগ্নিহোত্রাদি।১৫ তস্যাপি নিরভিসন্ধিনঃ কার্য্যান্তরাভাবাৎ বিদ্যাসঙ্গত্যুপপত্তিঃ।১৬॥৪।১।১৬॥

• 'কর্তৃত্বানিবৃত্তেঃ' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

একত্ববিষয়ক এই কথন অতিক্রান্তবিষয়ক (—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির পূর্ব্বভাবি নিত্যাদিকর্ম্মবিষয়ক।১৩ জ্ঞান ও কর্ম্মের সহভাব সম্ভব নহে, ইহা বলিতেছেন—নির্গুণ-] ব্রহ্মবিদের আগামি অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম নিশ্চয়ই সম্ভব নহে, কারণ বিধির অবিষয় ব্রহ্ম আত্মরূপে বিজ্ঞাত হওয়ায় [নির্গুণব্রহ্মবিৎ পুরুষ] শাস্ত্রের বিষয় নহেন (—শাস্ত্র নির্গুণব্রহ্মাত্মবিৎকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে পারেন না)।১৪

[সিঃ—সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে সাক্ষাৎ ও পরম্পরাভাবে নিত্যাদিকর্ম্মের উপযোগিতা।]

[সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিতে পরম্পরভাবে উপযোগ প্রদর্শন করিয়া সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে নিত্যাদিকর্ম্মের সাক্ষাৎ উপযোগিতা (—সমুচ্চয়) প্রদর্শন করিতেছেন—] সগুণব্রহ্মবিদ্যাসকলে কিন্তু কর্তৃত্বের অতিবৃত্তি (—অতিক্রমণ, নিবৃত্তি) না হওয়ায় আগামি (—ইষ্টসাক্ষাৎকারের পরভাবি) অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মও সম্ভব।১৫ [কিন্তু সগুণবিদ্যোৎপত্তির পরেও অনুষ্ঠিত হইলে স্বভাবতঃ পুণ্যলোকপ্রাপক নিত্যাদি কর্ম্ম সগুণব্রহ্মবিদের অল্প ফলের হেতু হইয়া পড়িবে; সুতরাং বিদ্যার সহিত তাহাদের সহাবস্থান কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে ? উত্তর—] ফলাকাঙ্ক্ষারহিত তাহারও (—নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মেরও) অন্য কার্য্যের (—ফলের) অভাববশতঃ ব্রহ্মবিদ্যার সহিত সঙ্গতি (—সহাবস্থিতি) যুক্তিসঙ্গত (৩)।১৬॥৪।১।১৬॥

ভাবদীপিকা

[সগুণব্রহ্মবিদের নিত্যাদি কর্ম্ম অবশ্যানুষ্ঠেয়]

(৩) ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলিয়াছেন—"আরব্ধায়াম্ উপাসনায়াম্ আপ্রায়ণম্ অনুবর্তনীয়ায়াং প্রতিবন্ধকপাপসম্ভবেন তন্নিরাকরণদ্বারা বিদ্যাস্বরূপোপযোগসম্ভবাৎ", ইত্যাদি। পরিমলকার বলিয়াছেন—"সগুণবিদ্যায়াঃ ফলভূয়স্ত্বার্থং কর্ম্মসাপেক্ষত্বেন বিদ্যাকর্ম্মণোঃ একস্মিন্ পুরুষে সাহিত্যোপপত্ত্যা" (৩।৪।১১ সূঃ), "উপাসনাসহকারিত্বেন নিত্যত্বেন চ উপাসনাকালেঽপি অনুষ্ঠেয়ানাম্" (৪।১।১৬-১৭ সূঃ), ইত্যাদি। অতএব সগুণব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির পরভাবি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকল অনিবৃত্তকর্তৃত্ব সগুণব্রহ্মবিদের পাপনিবৃত্তিকরতঃ বিদ্যার প্রতিপালন ও ফলাধিক্য সম্পাদনদ্বারা [ফলাধিক্য বিষয়ে অসঙ্গতি ৩।৫৮৩ পৃঃ দ্রঃ] চরিতার্থ হয়। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম পাপাদি প্রতিবন্ধক নিবৃত্তির হেতু, সেই বিষয়ে শ্রুতি এই—"ধর্ম্মেণ পাপম্ অপনুদতি" (ঐতঃ আঃ ১০।৬৩।৭), "বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"। (ঈশঃ ১১)। [এই স্থলে বিদ্যাশব্দের অর্থ—দেবতাজ্ঞান, অর্থাৎ সবিশেষবিদ্যা, উপাসনা; 'অবিদ্যা'—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, 'মৃত্যু'—স্বাভাবিক কর্ম্ম, অর্থাৎ

শাঙ্করভাষ্যম্—কিং বিষয়ং পুনঃ ইদম্ অশ্লেষবিনাশবচনম্?১ কিং বিষয়ং বা অদঃ বিনিয়োগবচনম্ একেষাং শাখিনাম্ "তস্য পুত্রাঃ দায়ম্ উপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্" (শাট্যায়নশ্রুতি) ইতি?২ অতঃ উত্তরং পঠতি—

ভাষ্যানুবাদ—[নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের বিবিদিষোৎপাদনদ্বারে ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তিতে উপযোগ হয়, কাম্যকর্ম্মজনিত অনারব্ধকার্য্য কর্ম্মসকল বিদ্যোদয়ে নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়, উপভুক্তফল সেই কর্ম্ম স্বতঃই বিনষ্ট হয়, প্রারব্ধকর্ম্ম একমাত্র ভোগদ্বারাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বিদ্যোৎপত্তির পরবর্ত্তিকালে অর্জ্জিত পুণ্যাপাপের সহিত ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধই হয় না। সুতরাং ব্রহ্মবিদের সহিত পুণ্যাপাপের] এই অসম্বন্ধ ও বিনাশবোধক বচন কাহাকে (—কোন্ পুণ্যাপাপকে) বিষয় করে?১ আর কোন কোন শাখাধ্যায়িগণের "তাঁহার পুত্রগণ ধন প্রাপ্ত হয়, সুহৃদগণ পুণ্যকর্ম্মকে এবং দ্বেষকারিগণ পাপকর্ম্মকে প্রাপ্ত হয়", ইত্যাদি ঐ বিনিয়োগবচন কাহাকে (—কোন্ পুণ্যাপাপকে) বিষয় করে?২ এইহেতু [—এইপ্রকার সংশয় হয় বলিয়া, সিদ্ধান্তী] উত্তর দিতেছেন—

অতোঽন্যাপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ॥৪।১।১৭॥

পদচ্ছেদ—অতঃ, অন্যা, অপি, হি, একেষাম্, উভয়োঃ।

সূত্রার্থ—অতঃ—অগ্নিহোত্রাদেঃ কর্ম্মণঃ, **অন্যা অপি**—পৃথগ্‌ভূতা কাম্যলক্ষণা সাধুকৃত্যা পাপকৃত্যা চ [অস্তি]। **একেষাম্**—একেষাং শাখিনাং [তয়োঃ বিনিয়োগঃ এবং উক্তঃ "সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্" ইতি; তয়োঃ জ্ঞানানুপকারকত্বাৎ। তচ্চ অনুপকারকত্বম্] **উভয়োঃ**—জৈমিনিবাদরায়ণয়োঃ আচার্য্যয়োঃ সম্মতম্ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—**অতঃ**—অগ্নিহোত্রাদি [নিত্যনৈমিত্তিক] কর্ম্ম হইতে, **অন্যা অপি**—পৃথগ্‌ভূত কাম্যাত্মক পুণ্যকর্ম্ম এবং পাপকর্ম্মও আছে। **একেষাম্**—কোন কোন শাখাধ্যায়িগণের [সেই কর্ম্মদ্বয়ের বিনিয়োগ এইপ্রকারে কথিত হইয়াছে—"সুহৃদ্গণ পুণ্যকর্ম্মকে, দ্বেষকারিগণ পাপকর্ম্মকে প্রাপ্ত হয়", ইত্যাদি; যেহেতু তাহারা জ্ঞানোৎপত্তিতে

ভাবদীপিকা

প্রতিবন্ধকীভূত পাপ; 'অমৃতত্ব'—দেবতাত্মভাব]। এই বিষয়ে স্মৃতি এই—"তপো বিদ্যাচ বিপ্রস্য নৈঃশ্রেয়সকরং পরম্। তপসা কল্মষং হন্তি বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" ॥ ইত্যাদি। কিন্তু সগুণব্রহ্মবিৎকে বিদ্যোৎপত্তির পরেও নিত্যাদিকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে, সেই বিষয়ে প্রমাণ কি? উত্তর—"স্বাধ্যায়ম্ অধীয়ানঃ...এবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষম্ ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্পদ্যতে" (ছাঃ ৮।১৫।১), ইত্যাদি এই শ্রুতিই সেই বিষয়ে প্রমাণ। অতএব সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির পূর্ব্বভাবী নিত্যাদি কর্ম্মের চিত্তশুদ্ধিপ্রদ অংশসকল তত্তৎ বিদ্যোৎপত্তিদ্বারা এবং আমৃত্যু উপাসনাভ্যাসকারী সগুণব্রহ্মবিৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বিদ্যোৎপত্তির পরভাবী তাহারা পাপাদিপ্রতিবন্ধক নিরাকরণদ্বারা বিদ্যাপ্রতিপালনে সহায়ক হয় বলিয়া কাম্যকর্ম্মজনিত পুণ্যের ন্যায় তাহাদের সম্পূর্ণরূপে অশ্লেষবিনাশ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল।

উপকারক (—সহায়ক হেতু) নহে। আর সেই অনুপকারকতা] উভয়োঃ—আচার্য্য জৈমিনি ও বাদরায়ণ উভয়ের সম্মত।

শাঙ্করভাষ্যম্

অতঃ অগ্নিহোত্রাদেঃ নিত্যাৎ কর্ম্মণঃ অন্যাপি হি অস্তি সাধুকৃত্যা যা ফলম্ অভিসন্ধায় ক্রিয়তে, তস্যাঃ এষঃ বিনিয়োগঃ উক্তঃ একেষাং শাখিনাম্ 'সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাম্ উপযন্তি' (শাট্যায়নশ্রুতি) ইতি।১ তস্যাঃ এব চ ইদম্ অঘবদ্ অশ্লেষবিনাশনিরূপণম্ "ইতরস্যাপি এবম্ অসংশ্লেষঃ" (৪।১।১৪) ইতি।২ তথাজাতীয়কস্য কাম্যস্য কর্ম্মণঃ বিদ্যাং প্রতি অনুপকারকত্বে সম্প্রতিপত্তিঃ উভয়োঃ অপি জৈমিনিবাদরায়ণয়োঃ আচার্য্যয়োঃ।৩।৪।১।১৭॥

ইতি দ্বাদশম্ অগ্নিহোত্রাদ্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—কাম্যকর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যোৎপাদক নহে। কাম্যকর্ম্মজনিত পুণ্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মজনিত পাপই অশ্লেষবিনাশবচনের এবং সুহৃদাদিকর্ত্তৃক গ্রহণের বিষয়।]

এই অগ্নিহোত্রাদি নিত্য [নৈমিত্তিক] কর্ম্ম হইতে ভিন্ন অন্য প্রসিদ্ধ পুণ্যকর্ম্মও আছে (৪), যাহা ফলকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া অনুষ্ঠিত হয়; কোন কোন শাখাধ্যায়িগণের পাঠে "সুহৃদ্‌গণ পুণ্যকর্ম্মকে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি এই বিনিয়োগ তাহারই (—সেই কাম্যকর্ম্মজনিত পুণ্যেরই) কথিত হইয়াছে (৫)।১ আর "ইতরস্যাপি এবম্ অসংশ্লেষঃ", এইপ্রকারে তাহারই (—সেই কাম্যকর্ম্মজনিত পুণ্যেরই) পাপের ন্যায় এই অসংস্পর্শ ও বিনাশ নিরূপিত হইয়াছে।২ সেই জাতীয় কাম্যকর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি উপকারক নহে, এই বিষয়ে আচার্য্য জৈমিনি ও বাদরায়ণ উভয়েরই সম্মতি আছে।৩।৪।১।১৭॥ অগ্নিহোত্রাদ্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৪) এই স্থলে উক্ত না হইলেও পাপের হেতুভূত নিষিদ্ধ কর্ম্মকেও গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও মূলতঃ সুখরূপ ফলকামনার বশেই মনুষ্যকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া পড়ে। এই সকল কর্ম্মই "দ্বিষঃ পাপকৃত্যাম্", ইত্যাদি শ্রুতির বিষয়।

[বিনাশশব্দের গৌণার্থ। পরিত্যক্ত পুণ্যপাপের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিদেই অবস্থিতি।]

(৫) সংশয় হয়—"উত্তরপূর্ব্বাঘয়োঃ অশ্লেষবিনাশৌ" (৪।১।১৩), "ইতরস্যাপি এবম্ অসংশ্লেষঃ" (৪।১।১৪), ইত্যাদি স্থলে বিনাশশব্দের যথাক্রমে প্রয়োগ ও অধ্যাহার হওয়ায় অনারব্ধকার্য্য পুণ্যপাপের 'নিঃশেষে ধ্বংসই' অবগত হওয়া যায়। সুতরাং যাহা বিনষ্ট হয়, তাহা অপরকর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারে না বলিয়া ৩।৩।১৫ হান্যধিকরণ, ১ম বর্ণকে প্রতিপাদিত সুহৃদ্ ও দ্বেষকারী কোন্ পুণ্যপাপকে গ্রহণ করে? তদুত্তরে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিলেন—"তস্যাঃ এষঃ বিনিয়োগঃ উক্তঃ" * ইত্যাদি। সুতরাং অবগত হওয়া যাইতেছে—উক্ত বিনাশ-

* ভগবান শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত "তত্ত্ববোধ" নামক গ্রন্থে "সঞ্চিতং কর্ম্ম ব্রহ্মৈবাহমস্মি ইতি নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানেন নশ্যতি" (৩৩ কণ্ডিকা), "যে জ্ঞানিনং স্তুবন্তি তান্ প্রতি জ্ঞানিকৃতম্ আগামি পুণ্যং গচ্ছতি; যে জ্ঞানিনং নিন্দন্তি...তান্ প্রতি জ্ঞানিকৃতং সর্ব্বম্ আগামিক্রিয়মাণং যদবাচ্যং কর্ম্ম পাপাত্মকং তদ্ গচ্ছতি" (৩৫ কঃ), ইত্যাদি এইপ্রকারে সঞ্চিত কর্ম্মের নাশ ও আগামি কর্ম্মের সুহৃদ্ এবং দ্বেষকারীতে গমন বর্ণিত হইয়াছে। ফলে অত্রস্থ এবং ৪।১।১৩ ও ১৪ সূত্র এবং তাহার ভাষ্যের বিরোধ প্রতিভাত হইতেছে, কারণ এই সকল স্থলে সঞ্চিত কর্ম্মের

১৩। বিদ্যাজ্ঞানসাধনত্বাধিকরণম্। [১৮ সূত্র]

[যদেবাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—অঙ্গাশ্রিতোপাসনাযুক্ত ও তদ্বিহীন নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম পাপনিরাকরণ ও চিত্তশুদ্ধিদ্বারে যথাক্রমে শীঘ্র ও বিলম্বে ব্রহ্মবিদ্যোৎপাদক।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে বিচারিত নিত্যাদিকর্ম্মরূপ বিষয়কে অবলম্বনকরতঃ এই বিচার আরব্ধ হওয়ায় এই অধিকরণের **একবিষয়ত্বসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—[ব্রহ্মবিদ্যোৎপাদক নিত্যাদিকর্ম্মকে বিদ্যাযুক্ত হইতেই হইবে, এইপ্রকার নিয়ম নাই; ইহা প্রতিপাদিত হওয়ায় প্রসঙ্গতঃ সাধনবিষয়ক বিচার হইতেছে বলিয়া এই পাদের সহিত এই অধিকরণের **প্রাসঙ্গিকী সঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

কিমঙ্গোপাস্তিসংযুক্তমেব বিদ্যোপযোগ্যুত।
কেবলং বা প্রশস্তত্বাৎ সোপাস্ত্যেবোপযুজ্যতে॥
কেবলং বীর্য্যবদ্বিদ্যাসংযুক্তং বীর্য্যবত্তরম্।
ইতি শ্রুতেস্তারতম্যাদুভয়ং জ্ঞানসাধনম্॥

অন্বয়—কিম্ অঙ্গোপাস্তিসংযুক্তম্ এব বিদ্যোপযোগী, উত কেবলং বা? প্রশস্তত্বাৎ সোপাস্তি এব উপযুজ্যতে। 'কেবলং বীর্য্যবৎ, বিদ্যাসংযুক্তং বীর্য্যবত্তরম্', ইতি শ্রুতেঃ উভয়ং তারতম্যাৎ জ্ঞানসাধনম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[অগ্নিহোত্রাদিনিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মাণি অত্রাপি বিষয়ঃ। বিদ্যাসাধনং নিত্যাদিকর্ম্ম দ্বিবিধং সম্ভাব্যতে, অঙ্গাববদ্ধোপাস্তিসহিতম্, তদ্রহিতং চ। "ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" (বৃঃ ৪।৪।২২), ইতি যজ্ঞাদীনাম্ অবিশেষেণ আত্মবেদনাঙ্গত্বেন শ্রবণাৎ, "যদেব

ভাবদীপিকা

শব্দের অর্থ 'নিঃশেষে ধ্বংস' নহে; তবে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মবিৎকর্ত্তৃক ত্যক্ত হওয়ায় (৩।৩।১৫ অধিঃ ২ বর্ণক) তাঁহাদিগকে ফলদান করিতে পারে না বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে ফলতঃ তাহারা বিনষ্টই হইয়া পড়ে, এইপ্রকার গৌণার্থে উক্ত শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। নির্গুণব্রহ্মবিদ্যোদয়ের এবং উপাস্যসাক্ষাৎকারের সমকালে, অথবা সগুণব্রহ্মবিদ্যা ফলাভিমুখী (৩।৩৭৪ পৃঃ) হইলে উভয়প্রকার ব্রহ্মবিৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সেই সকল পুণ্যপাপই তাঁহাদের শরীরত্যাগকালে সুহৃদ্ ও দ্বেষকারীতে গমন করে (৩।৩৫৯ পৃঃ), ইহাই অবগত হইতে হইবে। **ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার** ও **পরিমলকার** এইপ্রকারেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—"যয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ অশ্লেষবিনাশৌ তয়োঃ এব সুহৃদ্দ্বিষৎসংক্রমণম্" (ব্রঃ ভরণ)। "যয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ সাক্ষাৎকারে সতি অশ্লেষবিনাশৌ তয়োঃ এব দেহবিয়োগকালে সুহৃদ্দ্বিষৎসংক্রমণম্" (পরিঃ), ইত্যাদি। চন্দ্রকান্তমণিরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ বহ্নির দাহিকাশক্তি নিরোধের ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যারূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ মৃত্যুকালপর্য্যন্ত ব্রহ্মবিদে অবস্থানকারী সেই পরিত্যক্ত পুণ্যপাপ তাঁহাকে ফলদান করিতে না পারিলেও সুহৃদ্ ও দ্বেষকারীতে সংক্রমিত তাহারা প্রতিবন্ধকের অভাববশতঃ ফলাধায়ক হইবে, এই বিষয়ে সংশয় হওয়া উচিত নহে। অগ্নিহোত্রাদ্যধিকরণ সমাপ্ত।

বিনাশ এবং ক্রিয়মাণ কর্ম্মের অশ্লেষ প্রতিপাদনকরতঃ ৩।৩।২৬ এবং অন্যত্র সূত্রভাষ্যে সেই সকলপ্রকার কর্ম্মেরই সুহৃদ্ ও দ্বেষকারীতে সংক্রমণ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং 'তত্ত্ববোধ' গ্রন্থের রচয়িতা কে, তাহা চিন্তনীয়।

বিদ্যয়া করোতি...তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" (ছাঃ ১।১।১০), ইতি বিদ্যাসংযুক্তানাং তেষাং বিশিষ্টত্বাবগমাৎ চ ভবতি সংশয়ঃ—] কিম্ অঙ্গোপাস্তিসংযুক্তম্ এব [নিত্যাদিকর্ম্ম] বিদ্যোপযোগি, উত কেবলং বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—প্রশস্তত্বাৎ সোপাস্তি এব [কর্ম্ম বিদ্যোৎপত্তৌ] উপযুজ্যতে ; [ন তু উপাস্তিরহিতম্।

সিদ্ধান্ত—["যদেব বিদ্যয়া করোতি...তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" (ছাঃ ১।১।১০) ইত্যত্র] 'কেবলং [কর্ম্ম] বীর্য্যবৎ, বিদ্যাসংযুক্তং বীর্য্যবত্তরং' ইতি শ্রুতেঃ [সোপাসনস্য কর্ম্মণঃ অতিশয়েন বীর্য্যম্ অস্তি ইতি বদন্তী শ্রুতিঃ নিরুপাসনস্যাপি বীর্য্যমাত্রম্ অভ্যনুজানাতি। অন্যথা তরপ্প্রত্যয়ানুপপত্তিঃ। তস্মাৎ সোপাসনং নিরুপাসনং চ এতদ্] উভয়ং [নিত্যাদিকর্ম্ম] তারতম্যাৎ জ্ঞানসাধনম্।

অনুবাদ

সংশয়—[অগ্নিহোত্রাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম এখানেও বিষয়। ব্রহ্মবিদ্যার সাধন নিত্যাদি কর্ম্ম দুইপ্রকারে সম্ভব হইয়া থাকে, কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধ উপাসনার সহিত এবং তদ্-রহিত। "ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন", এইপ্রকারে যজ্ঞাদি আত্মজ্ঞানের অঙ্গরূপে অবিশেষভাবে শ্রুতিতে পঠিত হওয়ায় এবং "যাহাই বিদ্যাসংযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হয়,...তাহাই অধিকতর বীর্য্যবৎ (—ফলপ্রদ) হইয়া থাকে", এইপ্রকারে বিদ্যাসংযুক্ত তাহাদের বৈশিষ্ট্যের অবগতি হওয়ায় সংশয় হয়—] অঙ্গোপাসনাসংযুক্ত [নিত্যাদিকর্ম্মই] ব্রহ্মবিদ্যার [উৎপত্তিতে উপযোগি, অথবা কেবল (—উপাসনারহিত) 'তাহারা উপযোগি' ?

পূর্ব্বপক্ষ—প্রশস্ত হওয়ায় উপাসনাযুক্ত [কর্ম্মই ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তিতে] উপযোগি হইয়া থাকে ; [কিন্তু উপাসনারহিত নহে]।

সিদ্ধান্ত—["যাহাই বিদ্যাসংযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হয়....তাহাই অধিকতর ফলপ্রদ হইয়া থাকে", ইত্যাদি এই স্থলে] 'কেবল (—উপাসনাহীন, কর্ম্ম] বীর্য্যযুক্ত এবং উপাসনাযুক্ত [তাহা] অধিকতর বীর্য্যযুক্ত', এইপ্রকার শ্রুতি থাকায় [উপাসনাযুক্ত কর্ম্মের অতিশয় বীর্য্য (—ফলদানসামর্থ্য) আছে, এইপ্রকার বর্ণনাকারিণী শ্রুতি উপাসনাবিহীনেরও বীর্য্যমাত্র অঙ্গীকার করিতেছেন। ইহা স্বীকার না করিলে 'তরপ্' প্রত্যয়ের অসঙ্গতি হইবে। সেইহেতু উপাসনাযুক্ত এবং উপাসনাবিহীন, এই] উভয় প্রকার [নিত্যাদি কর্ম্ম] তরতমভাবে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন হইয়া থাকে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনারহিত নিত্যাদি কর্ম্ম পাপনাশ ও চিত্তশুদ্ধিদ্বারে ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু নহে। সিদ্ধান্তে—তাহাও তাহার হেতু।

যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥৪।১।১৮॥

পদচ্ছেদ—'যদেব বিদ্যয়া', ইতি, হি।

সূত্রার্থ—[কর্ম্মাশ্রিতোপাসনাসহিতম্ এব নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানার্থম্ অনুষ্ঠেয়ম্ ইতি নিয়মঃ, উত উপাস্তিসহিতং তদ্রহিতং বা তৎ অনুষ্ঠেয়ম্ ইতি অনিয়মঃ, ইতি সংশয়ে ; 'নিয়মঃ' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্ত—অনিয়মঃ এব যুক্তঃ। কুতঃ ?] হি—যস্মাৎ, 'যদেব বিদ্যয়া' ইতি—"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং

ভবতি" (ছাঃ ১।১।১০) ইতি শ্রুতিঃ [বিদ্যাসহিতস্য কর্ম্মণঃ বীর্য্যবত্তরত্বং ব্রুবতী বিদ্যাহীনস্য কর্ম্মণঃ বীর্য্যবত্ত্বং দর্শয়তি। তচ্চ কেবলস্য কর্ম্মণঃ জ্ঞানহেতুত্বে যুক্তং স্যাৎ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম অঙ্গাশ্রিত উপাসনার সহিতই অনুষ্ঠিত হইবে, এইপ্রকার নিয়ম হইবে; অথবা উপাসনাসহিত, বা উপাসনারহিত তাহা অনুষ্ঠিত হইবে, এইপ্রকার অনিয়ম হইবে; এইপ্রকার সংশয় হইলে; 'নিয়ম' হইবে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই —অনিয়মই (—সামর্থ্যানুসারে উপাসনাসহিত, বা তদ্রহিতভাবে অনুষ্ঠানই) যুক্তিসঙ্গত। তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] **হি**—যেহেতু **'যদেব বিদ্যয়া' ইতি**—"যাহাই বিজ্ঞানযুক্ত (—উদ্‌গীথাদি উপাসনাযুক্ত), শ্রদ্ধা ও উপনিষদ্‌যুক্তরূপে (—দেবতাবিষয়ক উপাসনারূপ যোগযুক্তরূপে) অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই বীর্য্যবত্তর (—অধিকতর ফলপ্রদ) হইয়া থাকে", এই শ্রুতি [বিদ্যাযুক্ত (—উপাসনাযুক্ত) কর্ম্মের অধিকতর বীর্য্যবত্তা বর্ণনাকরতঃ বিদ্যাহীন কর্ম্মের বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন করিতেছেন। আর তাহা (—বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন) কেবল (—উপাসনাবিহীন) কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু হইলে হয় সঙ্গত, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

সমধিগতম্ এতদ্ অনন্তরাধিকরণে নিত্যম্ অগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম মুমুক্ষুণা মোক্ষপ্রয়োজনোদ্দেশেন কৃতম্ উপাত্তদুরিতক্ষয়-হেতুত্বদ্বারেণ সত্ত্বশুদ্ধিকারণতাং প্রতিপদ্যমানং মোক্ষপ্রয়োজন-ব্রহ্মাধিগমনিমিত্তত্বেন ব্রহ্মবিদ্যয়া সহ এককার্য্যং ভবতি ইতি।১ তত্র অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মাঙ্গব্যপাশ্রয়বিদ্যাসংযুক্তং কেবলং চ অস্তি।২ "যঃ এবং বিদ্বান্ যজতি", "যঃ এবং বিদ্বান্ জুহোতি", "যঃ এবং বিদ্বান্ শংসতি", "যঃ এবং বিদ্বান্ গায়তি", "তস্মাৎ এবংবিদম্ এব ব্রহ্মাণং কুর্ব্বীত, ন অনেবংবিদম্" (ছাঃ ৪।১৭।১০), "তেন উভৌ কুরুতঃ যশ্চ এতৎ এবং বেদ যশ্চ ন বেদ" (ছাঃ ১।১।১০),

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি প্রদর্শন। বিষয় ও সংশয়। পূঃ—উপাসনাযুক্ত কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যার হেতু, উপাসনাবিহীন কর্ম্ম নহে।]

অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণে ইহা সম্যগ্‌রূপে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, মুমুক্ষুকর্ত্তৃক মোক্ষরূপ ফলের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্রাদি নিত্য [নৈমিত্তিক] কর্ম্ম অর্জ্জিতপাপক্ষয়ের হেতুতাকে দ্বারকরতঃ চিত্তশুদ্ধির কারণতাকে প্রাপ্ত (—চিত্ত-শুদ্ধির হেতু) হইয়া মোক্ষ যাহার ফল, সেই ব্রহ্মাবগতির নিমিত্তরূপে ব্রহ্মবিদ্যার সহিত [মোক্ষরূপ] একই কার্য্যসম্পাদক হইয়া থাকে, ইত্যাদি।১ সেই স্থলে (—সেই নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকলে) কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসংযুক্ত এবং কেবল (—তাদৃশ উপাসনাবিহীন) অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম আছে।২ [এই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] "যিনি এইপ্রকার জানিয়া যজ্ঞ করেন", "যিনি এইপ্রকার জানিয়া হোম করেন", "যিনি এইপ্রকার জানিয়া শস্ত্র পাঠ করেন", "যিনি এই-প্রকার জানিয়া সামগান করেন", "সেইহেতু [উপাসনাবিষয়ে] এইপ্রকার জ্ঞানবান-কেই ব্রহ্মা [নামক ঋত্বিক্ পদে বরণ] করিবে, কিন্তু এইপ্রকার জ্ঞানবান্ যিনি

শাঙ্করভাষ্যম্

ইত্যাদিবচনেভ্যঃ বিদ্যাসংযুক্তম্ অস্তি, কেবলম্ অপি অস্তি।৩ তত্র ইদং বিচার্য্যতে—কিং বিদ্যাসংযুক্তম্ এব অগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম মুমুক্ষোঃ বিদ্যাহেতুত্বেন তয়া সহ এককার্য্যত্বং প্রতিপদ্যতে, ন কেবলম্; উত বিদ্যাসংযুক্তং কেবলং চ ইতি অবিশেষেণ ইতি।৪ কুতঃ সংশয়ঃ?৫ 'তমেতম্ আত্মানং যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি', ইতি যজ্ঞাদীনাম্ অবিশেষেণ আত্মবেদনাঙ্গত্বেন শ্রবণাৎ।৬ বিদ্যাসংযুক্তস্য চ অগ্নিহোত্রাদেঃ বিশিষ্টত্বাবগমাৎ।৭ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৮ বিদ্যাসংযুক্তম্ এব কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদি আত্মবিদ্যাশেষত্বং প্রতিপদ্যতে, ন বিদ্যাহীনং; বিদ্যোপেতস্য বিশিষ্টত্বাবগমাৎ বিদ্যাবিহীনাৎ "যদহরেব জুহোতি তদহঃ পুনঃ মৃত্যুম্ অপজয়তি এবং বিদ্বান্" (বৃঃ ১।৫।২) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।৯ "বুদ্ধ্যা যুক্তঃ যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি" (গীতা ২।৩৯), "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয়" (ঐ ২।৪৯) ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ ইতি।১০ এবং

ভাষ্যানুবাদ

নহেন, তাঁহাকে নহে". "যিনি ইহাকে (— উদ্‌গীথাবয়বভূত এই ওঁকারকে) এইপ্রকারে জানেন এবং যিনি জানেন না, তাঁহারা উভয়েই তাহার (— সেই ওঁকারের) দ্বারা [কর্ম্মানুষ্ঠান] করিবেন". ইত্যাদি বচনসকল হইতে উপাসনাসংযুক্ত ও কেবল (—তদ্বিহীন) কর্ম্মও আছে, 'ইহা অবগত হওয়া যায়'।৩ সেই স্থলে ইহা বিচার করা হইতেছে—উপাসনাসংযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই কি মুমুক্ষুর ব্রহ্মবিদ্যার হেতুরূপে তাহার সহিত [মোক্ষরূপ] একই কার্য্যসম্পাদকতা প্রাপ্ত হয় (—মোক্ষাভিব্যক্তিরূপ একই কার্য্য সম্পাদন করে), কেবল (—উপাসনাহীন) কর্ম্ম তাহা করে না; অথবা উপাসনাসংযুক্ত ও তদ্বিহীন কর্ম্ম অবিশেষভাবে 'মোক্ষাভিব্যক্তিরূপ একই কার্য্য সম্পাদন করে'?৪ সংশয় হইতেছে কেন?৫ [উত্তর—] যেহেতু 'সেই এই আত্মাকে যজ্ঞের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন' (বৃঃ ৪।৪ ২২), এইপ্রকারে আত্মজ্ঞানের অঙ্গরূপে (—উপায়রূপে) যজ্ঞ প্রভৃতির অবিশেষভাবে শ্রবণ (— শ্রুতিতে পাঠ) আছে।৬ আর যেহেতু উপাসনাসংযুক্ত অগ্নিহোত্র প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য অবগত হওয়া যায়।৭ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?৮ [পূর্ব্বপক্ষ—] উপাসনাসংযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই আত্মজ্ঞানের অঙ্গতা প্রাপ্ত হয় (—তাহাই আত্মজ্ঞানের উপায়), কিন্তু উপাসনাবিহীন কর্ম্ম নহে; কারণ "যিনি এইপ্রকার জানেন, তিনি যে দিবসে হোম করেন, সেই দিবসেই পুনর্ম্মৃত্যুকে অপজয় করেন (—প্রজাপতিত্ব লাভ করিয়া পুনরায় মৃত্যুর জন্য পরিচ্ছিন্ন শরীর ধারণ করেন না"), ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতে উপাসনাবিহীন অপেক্ষা উপাসনাযুক্ত কর্ম্মের বিশিষ্টতা অবগত হওয়া যায়।৯ আর "হে পার্থ, যে বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইলে তুমি কর্ম্মবন্ধনকে পরিত্যাগ

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাপ্তে প্রতিপাদ্যতে—"যদেব বিদ্যয়া ইতি হি" ।১১ সত্যম্ এতৎ বিদ্যাসংযুক্তং কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদিকং বিদ্যাবিহীনাৎ কর্ম্মণঃ অগ্নিহোত্রাৎ বিশিষ্টং, বিদ্বান্ ইব ব্রাহ্মণঃ বিদ্যাহীনাৎ ব্রাহ্মণাৎ ।১২ তথাপি ন অত্যন্তম্ অনপেক্ষং বিদ্যাহীনং কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদিকম্ ।১৩ কস্মাৎ ?১৪ 'তম্ এতম্ আত্মানং যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি', ইতি অবিশেষেণ অগ্নিহোত্রাদেঃ বিদ্যাহেতুত্বেন শ্রুতত্বাৎ ।১৫ ননু বিদ্যাসংযুক্তস্য অগ্নিহোত্রাদেঃ বিদ্যাহীনাৎ বিশিষ্টত্বাবগমাৎ বিদ্যাহীনম্ অগ্নিহোত্রাদি আত্মবিদ্যাহেতুত্বেন অনপেক্ষ্যম্ এব ইতি যুক্তম্ ।১৬ ন এতৎ এবম্, বিদ্যাসহায়স্য অগ্নিহোত্রাদেঃ বিদ্যানিমিত্তেন সামর্থ্যাতিশয়েন যোগাৎ আত্মজ্ঞানং প্রতি কশ্চিৎ কারণত্বাতিশয়ঃ ভবিষ্যতি, ন তথা বিদ্যাহীনস্য ইতি

ভাষ্যানুবাদ

করিবে", "হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কর্ম্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট", ইত্যাদি স্মৃতিসকল হইতে 'ইহাই অবগত হওয়া যায়' ।১০

[সিঃ—অঙ্গাশ্রিতোপাসনাযুক্ত ও তদ্বিহীন শ্রবণাদিসাধনসাপেক্ষ নিত্যাদি কর্ম্ম পাপক্ষয়দ্বারা যথাক্রমে শীঘ্র বা বিলম্বে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারে মোক্ষরূপ ফলপ্রদ ।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে প্রতিপাদিত হইতেছে—"যদেব বিদ্যয়া ইতি হি" ।১১ [পূর্ব্ববাদীর অভিপ্রায় কি ? উপাসনাযুক্ত কর্ম্ম কি উপাসনাহীন তাহা হইতে অন্তরঙ্গ, অথবা উপাসনাহীন কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যার হেতুই নহে ? প্রথম পক্ষ অঙ্গীকার করিতেছেন—] ইহা সত্য, উপাসনাযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম উপাসনাহীন অগ্নিহোত্র কর্ম্ম হইতে বিশেষযুক্ত, যেমন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণাপেক্ষা বিশেষযুক্ত (—শ্রেষ্ঠ) ।১২ [দ্বিতীয় পক্ষে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] তাহা হইলেও উপাসনাহীন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম [ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তিতে] অত্যন্ত অনপেক্ষিত নহে ।১৩ তাহাতে হেতু কি ? ১৪ [উত্তর —] যেহেতু 'সেই এই আত্মাকে যজ্ঞের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন' (বৃঃ ৪।৪।২২), এইপ্রকারে অগ্নিহোত্রাদি ব্রহ্মবিদ্যার হেতুরূপে অবিশেষভাবে শ্রুত হইয়াছে ।১৫ [শঙ্কা —] কিন্তু উপাসনাহীন [অগ্নিহোত্রাদি] হইতে উপাসনাযুক্ত অগ্নিহোত্রাদির বিশিষ্টতা অবগত হওয়া যায় বলিয়া উপাসনাবিহীন অগ্নিহোত্রাদি আত্মবিদ্যার হেতুরূপে অবশ্যই অপেক্ষণীয় নহে, ইহা যুক্তিসঙ্গত ।১৬ [সিদ্ধান্ত—] ইহা এইপ্রকার নহে, বিদ্যারূপ (—উপাসনারূপ) সহায়যুক্ত যে অগ্নিহোত্রাদি, বিদ্যানিমিত্তক (—উপাসনা যাহার হেতু, সেই) উৎকৃষ্ট সামর্থ্যের সহিত যুক্ত হওয়ায় আত্মজ্ঞানের প্রতি তাহার কারণতার [পাপনাশ ও শীঘ্রতাদিরূপ] কোনপ্রকার অতিশয় হইবে ; কিন্তু উপাসনাহীনের (—তাদৃশ অগ্নিহোত্রাদির) সেইপ্রকার [শীঘ্রতাদি] হইবে না, ইহা কল্পনা করা যুক্তি-

শাঙ্করভাষ্যম্

যুক্তং কল্পয়িতুম্ ।১৭ নতু 'যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি', ইতি অত্র অবিশেষেণ আত্মজ্ঞানাঙ্গত্বেন শ্রুতস্য অগ্নিহোত্রাদেঃ অনঙ্গত্বং শক্যম্ অভ্যুপগন্তুম্ ।১৮ তথাহি শ্রুতিঃ—"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" (ছাঃ ১।১।১০), ইতি বিদ্যাসংযুক্তস্য কর্ম্মণঃ অগ্নিহোত্রাদেঃ বীর্য্যবত্তরত্বাভিধানেন স্বকার্য্যং প্রতি কঞ্চিৎ অতিশয়ং ব্রুবাণা বিদ্যাবিহীনস্য তস্যৈব তৎপ্রয়োজনং প্রতি বীর্য্যবত্ত্বং দর্শয়তি ।১৯ কর্ম্মণশ্চ বীর্য্যবত্ত্বং তৎ, যৎ স্বপ্রয়োজনসাধনপ্রসহত্বম্ ।২০ তস্মাৎ বিদ্যাসংযুক্তং নিত্যম্ অগ্নিহোত্রাদি বিদ্যাবিহীনং চ উভয়ম্ অপি মুমুক্ষুণা মোক্ষপ্রয়োজনোদ্দেশেন ইহ জন্মনি জন্মান্তরে চ প্রাগ্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ কৃতং যৎ, তৎ যথাসামর্থ্যং ব্রহ্মাধিগমপ্রতিবন্ধকারণোপাত্তদুরিতক্ষয়হেতুত্বদ্বারেণ ব্রহ্মাধিগমকারণত্বং প্রতিপদ্যমানং শ্রবণমননশ্রদ্ধাতাৎপর্য্যাদ্যন্তরঙ্গকারণাপেক্ষং ব্রহ্মবিদ্যয়া সহ এককার্য্যং ভবতি ইতি স্থিতম্ ।২।৪।১।১৮। ইতি ত্রয়োদশং বিদ্যাজ্ঞানসাধনত্বাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

সঙ্গত ।১৭ কিন্তু "যজ্ঞের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন", ইত্যাদি এই স্থলে অবিশেষভাবে আত্মজ্ঞানের অঙ্গরূপে শ্রুত অগ্নিহোত্রাদির অনঙ্গতা (—তাহা আত্মজ্ঞানোৎপত্তির কারণই নহে, ইহা) অঙ্গীকার করিতে পারা যায় না ।১৮ [কেন ? উত্তর—] যেমন দেখ, "যাহাই বিজ্ঞান (—উদ্গীথাদি উপাসনা) শ্রদ্ধা ও উপনিষদ্যুক্তরূপে (—দেবতাবিষয়ক উপাসনাত্মক যোগযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই বীর্য্যবত্তর (—অধিকতর ফলপ্রদ) হইয়া থাকে", এইপ্রকারে উপাসনাসংযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অধিকতর বীর্য্যবত্তা কথনের দ্বারা নিজের কার্য্যের প্রতি [শীঘ্রকারিতা প্রভৃতি] কোনপ্রকার উৎকৃষ্টতা বর্ণনাকারিণী শ্রুতি উপাসনাবিহীন তাহারই (—সেই অগ্নিহোত্রাদিরই) সেই [ব্রহ্মজ্ঞানরূপ] প্রয়োজনের প্রতি বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন করিতেছেন ।১৯ আর স্বপ্রয়োজনসাধনে যে প্রসহত্ব (—প্রতিবন্ধরহিত সামর্থ্য), তাহাই কর্ম্মের বীর্য্যবত্তা ।২০ অতএব উপাসনাযুক্ত এবং উপাসনাবিহীন অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্ম, যাহারা উভয়েই মুমুক্ষুকর্ত্তৃক মোক্ষরূপ ফলের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে ইহ জন্মে, অথবা জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারা স্বসামর্থ্যানুযায়ী ব্রহ্মাবগতির প্রতি প্রতিবন্ধের কারণভূত অর্জ্জিত পাপের ক্ষয়হেতুতাদ্বারে (—ক্ষয়ের হেতু হইয়া) ব্রহ্মজ্ঞানের কারণভাব প্রাপ্ত হইয়া শ্রবণ মনন শ্রদ্ধা তাৎপর্য্য (—তৎপরতা, নিদিধ্যাসন) প্রভৃতি অন্তরঙ্গ কারণকে (—সাধনকে) অপেক্ষাকরতঃ ব্রহ্মবিদ্যার সহিত [পরম্পরাসম্বন্ধে মোক্ষরূপ] একই কার্য্যসম্পাদক হইয়া থাকে, ইহা সিদ্ধ হইল ।২।৪।১।১৮। বিদ্যাজ্ঞানসাধনত্বাধিকরণ সমাপ্ত।

১৪। ইতরক্ষপণাধিকরণম্। [১৯ সূত্র]

[ভোগাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ভোগদ্বারা প্রারব্ধক্ষয় হইলে তজ্জন্মেই মোক্ষভাগী সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদের এবং বহুজন্মপ্রদপ্রারব্ধক্ষয়ে অন্তিম জন্মে মোক্ষভাগী আধিকারিক পুরুষের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

অধিকরণসঙ্গতি—৪।১।৯ এবং ১০ অধিকরণে অনারব্ধকার্য্য কর্ম্মসকলের ক্ষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু ৪।১।১১ অধিকরণে প্রতিপাদিত "ব্রহ্মবিদ্যাবলে অনিবৃত্ত যে আরব্ধকার্য্য কর্ম্মসকল, তাহাদের ক্ষয় কি প্রকারে হইবে" (ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকা) ; এই আশঙ্কার এবং "বহুজন্মব্যাপী প্রারব্ধভোগকারী অধিকারিকগণের পুনঃ পুনঃ জন্মান্তরবশতঃ ব্রহ্মবিদ্যা-সংস্কারের উচ্ছেদ হওয়ায় যথাকথঞ্চিৎ পুণ্যপাপাদির অনুষ্ঠানও সম্ভব হয় বলিয়া তাহার ভোগের জন্য পুনঃ জন্মান্তর হইবে ; ফলে বহুজন্মপ্রদ প্রারব্ধের ক্ষয় হইলেও তাঁহাদের মোক্ষ হইবে না" (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ) ; এইপ্রকার আশঙ্কার নিরাকরণের জন্য এই অধিকরণের উত্থান হওয়ায় ব্যবহিত সেই অধিকরণত্রয়ের সহিত ইহার **উত্থাপ্যোত্থাপকভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—ভোগদ্বারা প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হইলে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদের বিদেহ-কৈবল্য অবশ্যম্ভাবী, ইহা প্রতিপাদিত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সাক্ষাদ্ভাবেই সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

বহুজন্মপ্রদারব্ধযুক্তানাং নাস্ত্যুতাস্তি মুক্ ।
বিদ্যালোপে কৃতং কর্ম্ম ফলদং তেন নাস্তি মুক্॥
আরব্ধং ভোজয়েদেব ন তু বিদ্যাং বিলোপয়েৎ।
সুপ্তবুদ্ধবদশ্লেষতাদবস্থ্যাৎ কুতো ন মুক্ ॥

অন্বয়—বহুজন্মপ্রদারব্ধযুক্তানাং মুক্ নাস্তি, উত অস্তি ? বিদ্যালোপে কৃতং কর্ম্ম ফলদং, তেন মুক্ নাস্তি। আরব্ধং ভোজয়েৎ এব, বিদ্যাং তু ন বিলোপয়েৎ, সুপ্তবুদ্ধবৎ অশ্লেষতাদবস্থ্যাৎ মুক্ কুতঃ ন ?

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[সগুণনির্গুণব্রহ্মবিদ্ অধিকারী চ অত্র বিষয়ঃ। উত্তরপূর্ব্বয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ অশ্লেষবিনাশাভ্যাং ক্ষয়ে সতি প্রারব্ধক্ষয়ানন্তরং ব্রহ্মবিদ্ মুচ্যতে ইতি সামান্যনিয়মঃ। পরন্তু বহুজন্মপ্রদপ্রারব্ধযুক্তানাং আধিকারিকপুরুষাণাং জন্মান্তরে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারসংস্কারোচ্ছেদেন তত্র পাপাদিকর্ম্মণঃ যস্য কস্যচিৎ প্রসক্তস্য অশ্লেষাসম্ভবাৎ পুনরপি জন্মান্তরম্ ইতি ন মোক্ষঃ প্রারব্ধ-ক্ষয়ে অপি সম্ভবতি ইতি জন্মনিমিত্তভাবাভাবাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—] বহুজন্মপ্রদারব্ধযুক্তানাং [অধিকারিপুরুষাণাং] মুক্ নাস্তি, উত অস্তি ?

পূর্ব্বপক্ষ—[অধিকারিপুরুষেণ প্রারব্ধভোগায় বহুষু জন্মসু স্বীকৃতেষু, মরণস্য সংস্কার-বিচ্ছেদকতয়া জন্মান্তরে ব্রহ্মজ্ঞানজন্যসংস্কারোচ্ছেদাৎ] বিদ্যালোপে [সতি তত্তজ্জন্মনি] কৃতং কর্ম্ম ফলদং [ভবতি] ; তেন [উত্তরোত্তরজন্মপরম্পরায়াঃ অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ তেষাং] মুক্ নাস্তি।

সিদ্ধান্ত—আরব্ধং [কর্ম্ম স্বফলে সুখদুঃখে] ভোজয়েৎ এব, [তদর্থম্ এব প্রবৃত্ত-ত্বাৎ]। বিদ্যাং তু ন বিলোপয়েৎ, [নহি বিদ্যালোপার্থং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম পূর্ব্বম্ অনুষ্ঠিতম্, যেন কর্ম্মবশাৎ বিদ্যালোপঃ আশঙ্ক্যেত। নচ মরণব্যবধানমাত্রেণ বিদ্যালোপঃ], সুপ্তবুদ্ধবৎ [বিদ্যা-

লোপাসম্ভবাৎ। অতঃ বিদ্যায়াম্ অবস্থিতায়াং বহুভিঃ অপি ক্রিয়মাণৈঃ কর্মভিঃ আধিকারিকাণাম্] অশ্লেষতাদবস্থ্যাৎ মুক্তিঃ কুতঃ ন ? [যদ্যপি এতৎ গুণোপসংহারপাদে নির্ণীতম্, তথাপি তস্যৈব আক্ষেপসমাধানে ইতি অনবদ্যম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিৎ এবং আধিকারিক পুরুষ এখানে বিষয় (১)। পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী পুণ্যপাপের অশ্লেষ ও বিনাশবশতঃ ক্ষয় হইলে প্রারব্ধক্ষয়ের অনন্তর ব্রহ্মবিৎ পুরুষ মুক্তিলাভ করেন, ইহা সাধারণ নিয়ম। কিন্তু বহুজন্মপ্রদপ্রারব্ধযুক্ত আধিকারিক পুরুষগণের অন্য জন্মে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনিত সংস্কারের উচ্ছেদ হওয়ায় সেই জন্মে প্রসক্ত (—সম্ভাবিত) যে কোন পাপাদি কর্ম্মের অশ্লেষ সম্ভব না হওয়ায় পুনরায় [তাঁহাদের] অন্য জন্ম হইয়া পড়ে, এইহেতু প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেও মোক্ষ সম্ভব হয় না ; এইপ্রকারে জন্মের যাহা নিমিত্ত (—পুণ্যপাপ), তাহার সম্ভাব ও অসম্ভাববশতঃ সংশয় হয়—] বহুজন্মপ্রদ প্রারব্ধযুক্ত [অধিকারি পুরুষগণের] মুক্তি হয় না, অথবা হয় ?

পূর্ব্বপক্ষ—[অধিকারী পুরুষকর্ত্তৃক প্রারব্ধভোগের জন্য বহু জন্ম স্বীকৃত হইলে, মরণ সংস্কারের বিচ্ছেদক হওয়ায় জন্মান্তরে ব্রহ্মজ্ঞানজন্য সংস্কারের উচ্ছেদ হয় বলিয়া] ব্রহ্মবিদ্যার লোপ হইলে [সেই সেই জন্মে] অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ফলপ্রদ হইয়া থাকে ; সেইহেতু [পরবর্ত্তী জন্মপরম্পরা অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় তাঁহাদের] মুক্তি হয় না।

সিদ্ধান্ত—আরব্ধ [কর্ম্ম স্বফলভূত সুখদুঃখকে] ভোগমাত্র করায়, [যেহেতু তাহার জন্যই প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহা] কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যাকে বিলুপ্ত করে না, [কারণ বিদ্যার লোপের জন্য কোন কর্ম্ম পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয় নাই, যেহেতুবশতঃ বিদ্যার লোপ আশঙ্কা করা হইবে। আর মরণকৃত ব্যবধানমাত্রের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার লোপ হয় না, যেহেতু], সুপ্ত ও জাগ্রতের ন্যায় (—সুপ্ত ব্রহ্মবিৎ জাগরিত হইলে তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যার অবিলুপ্তির ন্যায়) ব্রহ্মবিদ্যার লোপ সম্ভব নহে। অতএব ব্রহ্মবিদ্যা বর্ত্তমান থাকায় ক্রিয়মাণ বহু কর্ম্মের সহিতও আধিকারিক পুরুষগণের] সম্বন্ধহীনতা সেই অবস্থাতেই থাকায় [তাঁহাদের] মুক্তি কেন হইবে না ? [যদিও গুণোপসংহারপাদে (—৩।৩ পাদে ১৯ অধিকরণে) ইহা নির্ণীত হইয়াছে, তথাপি তাহারই উপর আক্ষেপ ও সমাধান হইতেছে বলিয়া কোন দোষ হয় নাই]।

ভাবদীপিকা

(১) বৈয়াসিকন্যায়মালাকার, কল্পতরুকার ও পরিমলকার আধিকারিক পুরুষগণকে এই অধিকরণের বিচার্য্য বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মামৃতবর্ষিণীকার ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্‌কে, বেদান্তসূত্রমুক্তাবলীকার সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিৎ পুরুষকে ; ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্ এবং আধিকারিক পুরুষকে ; ন্যায়নির্ণয়কার ও প্রকটার্থকার নির্গুণব্রহ্মবিৎকে এবং তত্ত্বপ্রভাকার ও ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকাকার 'তত্ত্ববিৎকে' গ্রহণ করিয়াছেন। এই 'তত্ত্ববিৎ-শব্দে' সগুণ ও নির্গুণ উভয়প্রকার ব্রহ্মবিদ্‌ই গ্রহণীয়, কারণ ব্রহ্মসূত্রদীপিকাকার পূজ্যপাদ শঙ্করানন্দ "প্রথমপাদে সগুণনির্গুণবিদ্যাবিদঃ অনারব্ধকার্য্যয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ ক্ষয়ঃ" (৪।২।১ সূঃ), ইত্যাদিপ্রকারে প্রথম পাদের সর্ব্বত্র সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্ গৃহীত হইয়াছেন, ইহা বলিয়াছেন। আমরা ব্রহ্মবিদ্যাভরণকারকে অনুসরণ করিতেছি, ইহাতে কোন শব্দই ত্যক্ত হয় না।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, নির্গুণব্রহ্মবিদেরও বিদেহমুক্তি হয় না। সিদ্ধান্তে—নির্গুণ ব্রহ্মবিদের বিদেহমুক্তি এবং সগুণপরব্রহ্মবিদের ক্রমমুক্তি অবশ্যম্ভাবী (বেদান্তসূত্রমুক্তাবলী)।

ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে ॥৪।১।১৯॥

পদচ্ছেদ—ভোগেন, তু, ইতরে, ক্ষপয়িত্বা, সম্পদ্যতে।

সূত্রার্থ—[ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ প্রারব্ধক্ষয়ানন্তরং সংসরতি, উত ন ইতি সন্দেহে ; দেহপাতাৎ পূর্ব্বং যথা সাক্ষাৎকারেঽপি সংসারানুবৃত্তিঃ, এবং দেহপাতানন্তরম্ অপি ব্রহ্মবিৎ সংসরতি ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **ইতরে তু**—আরব্ধপুণ্যপাপে তু, **ভোগেন, ক্ষপয়িত্বা**—নাশয়িত্বা, [ব্রহ্মবিৎ] **সম্পদ্যতে**—স্বরূপানন্দাত্মনাবস্থানলক্ষণং কৈবল্যং লভতে। [দেহপাতাৎ পূর্ব্বং প্রারব্ধকর্ম্মণাং সত্বাৎ কুলালচক্রভ্রমণন্যায়েন মিথ্যাজ্ঞান-রূপনিমিত্তনাশেঽপি সংসারস্য অনুবৃত্তিঃ যুক্তা, তদ্ভোগানন্তরং কস্যচিদপি কর্ম্মণঃ অভাবাৎ ন সংসারানুবৃত্তিঃ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়ের পর জন্ম পরিগ্রহ করেন, অথবা করেন না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলেও দেহত্যাগের পূর্ব্বে যেমন সংসার চলিতেছিল, এইপ্রকারে দেহত্যাগের পরেও ব্রহ্মবিৎ সংসারকে প্রাপ্ত হন (—জন্মমৃত্যুপ্রবাহ চলিতে থাকে), ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **ইতরে তু**—আরব্ধ (—ভোগদানে প্রবৃত্ত) পুণ্যপাপকে কিন্তু, **ভোগেন**—ভোগদ্বারা, **ক্ষপয়িত্বা**—ক্ষয় করিয়া [ব্রহ্মবিৎ] **সম্পদ্যতে**—স্বরূপানন্দস্বরূপে অবস্থানরূপ মোক্ষকে লাভ করেন। [শরীর-ত্যাগের পূর্ব্বে প্রারব্ধকর্ম্মের অস্তিত্ববশতঃ কুলালচক্রভ্রমণঘটিত যুক্তিবলে মিথ্যা অজ্ঞানরূপ নিমিত্তের নাশ হইলেও সংসার চলিতে থাকা যুক্তিসঙ্গত ; তাহার ভোগের পর কোন কর্ম্মই না থাকায় সংসার অনুবৃত্ত হয় না (—জন্মমৃত্যুপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায়), ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অনারব্ধকার্য্যয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ বিদ্যাসামর্থ্যাৎ ক্ষয়ঃ উক্তঃ ।১ ইতরে তু আরব্ধকার্য্যে পুণ্যপাপে উপভোগেন ক্ষপয়িত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে, "তস্য তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" (ছাঃ ৬।১৪ ২) ইতি, "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃঃ ৪।৪।৬), ইতি চ এবমাদিশ্রুতিভ্যঃ ।২ ননু সত্যপি সম্যগ্দর্শনে যথা

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ব্রহ্মবিদ্যাবলে সঞ্চিত কর্ম্মের নাশ হওয়ায় ভোগদ্বারা প্রারব্ধের ক্ষয় হইলেই মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।]

[সিদ্ধান্ত—] যাহাদের কার্য্য (—ফলদান) আরব্ধ হয় নাই, ব্রহ্মবিদ্যার সামর্থ্য-বশতঃ সেই [সঞ্চিত] পুণ্যপাপের ক্ষয় [৪।১।৯-১০ অধিকরণে] বর্ণিত হইয়াছে।১ কিন্তু ইতর (—সঞ্চিত কর্ম্ম হইতে ভিন্ন) আরব্ধকার্য্য (—ফলদানে প্রবৃত্ত) পুণ্য-পাপকে ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিয়া ব্রহ্মকে সম্যগ্রূপে প্রাপ্ত হন (—মোক্ষলাভ করেন ; "সদাত্মভাবপ্রাপ্তিতে] তাঁহার ততকালই বিলম্ব, যতকাল না [প্রারব্ধ-কর্ম্মের ক্ষয়বশতঃ শরীর হইতে] বিমুক্ত হন, অনন্তর ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন",

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাগ্ দেহপাতাৎ ভেদদর্শনং দ্বিচন্দ্রদর্শনন্যায়েন অনুবৃত্তম্, এবং পশ্চাদপি অনুবর্ত্তেত ।৩ ন, নিমিত্তাভাবাৎ ।৪ উপভোগশেষ-ক্ষপণং হি তত্র অনুবৃত্তিনিমিত্তং, ন চ তাদৃশম্ অত্র কিঞ্চিৎ অস্তি ।৫

ভাষ্যানুবাদ

[১২৩ পৃঃ]

এবং ["পূর্বেও স্বরূপতঃ] ব্রহ্মই থাকিয়া ব্রহ্মে বিলীন হন", ইত্যাদি এই সকল শ্রুতি হইতে 'ইহা অবগত হওয়া যায়' ।২

[পূঃ—বিক্ষেপশক্তির নাশক না থাকায় মোক্ষ অসম্ভব।]

[পূর্বপক্ষ—] কিন্তু সম্যগ্ দর্শন (—ব্রহ্মজ্ঞান) বর্ত্তমান থাকিলেও দ্বিচন্দ্রদর্শন-বিষয়ক যুক্তিবলে (৯৯ পৃঃ) যেমন দেহপাতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভেদদর্শন (—সংসার) চলিতে থাকে, এইপ্রকারে [দেহপাতের] পরেও চলিতে থাকিবে (২) ।৩

[সিঃ—প্রারব্ধকর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধকনাশে বিক্ষেপশক্তির নাশ হওয়ায় মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী।]

[উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] না, [তাহা বলা যায় না], যেহেতু নিমিত্ত নাই ।৪ [ইহার ব্যাখ্যা—] উপভোগের শেষাংশের (—ভোগপ্রদ প্রারব্ধকর্ম্মের অবশিষ্টাংশের) ক্ষয় করাই সেখানে (—সকলপ্রকার ব্রহ্মবিৎস্থলে, দ্বিচন্দ্রদর্শনের ন্যায় ভেদদর্শন] বর্ত্তমান থাকার হেতু, এখানে (—প্রারব্ধক্ষয়ের অনন্তর দেহ-পাতের পরে) কিন্তু সেইপ্রকার কিছু নাই (৩) ।৫ [অতএব প্রারব্ধকর্ম্মরূপ প্রতি-বন্ধক বিনষ্ট হওয়ায় বিক্ষেপশক্তিরও নাশবশতঃ ব্রহ্মবিদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী]।

ভাবদীপিকা

(২) পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার উদয় হইলেও বিক্ষেপশক্তিরূপে অবিদ্যা বর্ত্তমান থাকে (১০০ পৃঃ ৫ ভাবদীঃ), সেইহেতু ব্রহ্মজ্ঞানাপেক্ষা তাহাকে বলবতী বলিতে হইবে। তাহার নিবারক আর কিছু উপলব্ধ হইতেছে না। সেইহেতু প্রারব্ধভোগ শেষ হইলেও নির্গুণব্রহ্মবিদের মোক্ষ হইবে না। অতএব নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষের হেতু নহে। সগুণপরব্রহ্মবিদেরও অবিদ্যা বিনষ্ট না হওয়ায় অবিনষ্টকর্ত্তৃত্ব তাঁহার তজ্জন্মে নানাবিধ শুভাশুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান চলিতেই থাকে। ফলে তাহার ফলভোগের জন্য জন্মান্তর অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় ক্রমমুক্তি হইবে না। অতএব সগুণপরব্রহ্মবিদ্যাও মোক্ষের হেতু নহে। আর মরণ সংস্কারের উচ্ছেদক হওয়ায় যাঁহাদের অনেকজন্মপ্রাপক প্রারব্ধ থাকে, সেই আধিকারিক পুরুষগণের [ইঁহারা সগুণব্রহ্মবিদ্, বা নির্গুণব্রহ্মবিৎ ৩।৩।১৯ অধিঃ দ্রঃ] জন্মান্তরে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজন্য সংস্কারের উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। ফলে তত্তৎ জন্মেও কোনপ্রকার পুণ্যপাপের অনুষ্ঠান সম্ভব হওয়ায় তাহার ফলভোগের জন্য জন্মপরম্পরা চলিতে থাকিবে। অতএব কোনপ্রকার ব্রহ্মবিদ্যাই মোক্ষের হেতু নহে। এইপ্রকার অভিপ্রায়জ্ঞাপক পূর্ব্বপ-ক্ষীয় অনুমান এই—"ব্রহ্মবিদ্বান্ আরব্ধকর্ম্মক্ষয়ানন্তরম্ অপি সংসারী, সংসারসম্বন্ধযোগ্যত্বাৎ, যথা পূর্ব্বকালীনব্রহ্মবিৎ"। "সংসারসম্বন্ধযোগ্যত্ব", ইহার অর্থ—'সংসারের সহিত আবদ্ধ হইবার উপযোগি কর্ম্মের বর্ত্তমানতাবশতঃ সংসারী হইবার যোগ্যতা'। অপর অর্থ স্পষ্ট।

ভাবদীপিকা

(৩) **সিদ্ধান্তী** এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানে (২ ভাবদীঃ) 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি' প্রদর্শন করিলেন। "ভোগনিমিত্তকর্ম্মবত্ত্ব" (—ভোগের হেতুভূত কর্ম্মের বর্ত্তমানতা) এখানে 'উপাধি'। যেখানে 'সংসারিত্ব' রূপ সাধ্য থাকে, সেখানেই 'ভোগনিমিত্তকর্ম্মবত্ত্ব' থাকে, এইপ্রকারে 'সাধ্যব্যাপকতা' এবং যেখানে 'সংসারসম্বন্ধযোগ্যতারূপ' হেতু থাকে, সেখানেই 'ভোগনিমিত্তকর্ম্মবত্তা' থাকিবে, এইপ্রকার নিয়ম নাই, কারণ আধিকারিক পুরুষের ভোগ-হেতুভূত কর্ম্ম নাই, মাত্র ঈশ্বরেচ্ছাই তাঁহার বহুজন্মপ্রদ প্রারব্ধের হেতু ; এইপ্রকারে 'সাধনা-ব্যাপকতা' সিদ্ধ হয়। লক্ষ্য করিতে হইবে—"প্রারব্ধক্ষয়ের অনন্তর দেহপাতের পরে", এই স্থলে আধিকারিক পুরুষও গৃহীত হইলেন ; কারণ তাঁহার ঈশ্বরেচ্ছাপ্রসূত বহুজন্মপ্রদ দীর্ঘ প্রারব্ধ থাকিলেও ভোগহেতুভূত 'স্বকৃত প্রারব্ধ' থাকে না। তাঁহার স্বকৃত যাবতীয় সঞ্চিত কর্ম্ম জ্ঞানোদয়সমকালে এবং স্বকৃত যাবতীয় প্রারব্ধ কর্ম্ম বিদ্যাযোনিশরীরের (—জ্ঞানোৎপত্তির অধিকরণভূত শরীরের) নাশসমকালেই বিনষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার ঈশ্বরনিয়োগাত্মক প্রারব্ধও অধিকারশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়, ফলে মুক্তি তাঁহারও অবশ্যম্ভাবী।

[আধিকারিক পুরুষের অবস্থিতি স্থল]

আশঙ্কা হয়—আধিকারিক পুরুষ সর্ব্বদা অস্মদাদির মধ্যে থাকেন না, কচিৎই তাঁহা-দের আগমন হয় ; মুক্তির পূর্ব্বে মধ্যবর্ত্তিকালে তাঁহারা কোথায় থাকেন? **তদুত্তরে** বলা যায়—লোকশিক্ষার্থে পুনঃ পুনঃ আগমন কোথাও স্থিতিব্যতিরেকে সম্ভব না হওয়ায় এবং নির্গুণব্রহ্মবিৎ, সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপ (মুঃ ৩।২।৯) তাঁহাদের উৎক্রমণ (বৃঃ ৪।৪।৬) ও পৃথক্ সত্তা সম্ভব না হইলেও ঈশ্বরনিয়োগবশতঃ যৎকিঞ্চিৎ উপাধি অবলম্বনে যে স্থিতি, তাহা ভোগ-ভূমিভূত নিম্নতর কোন দেবলোকে সঙ্গত না হওয়ায় অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে, "তস্মাৎসতে হরয়ঃ সপ্ততারে" (তৈঃ আঃ, পরিঃ ১০।৪০) ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণবলে, [সপ্ত হরয়ঃ—সপ্ত ঋষয়ঃ ইত্যর্থঃ। সায়ণাচার্য্য।] এবং "মুক্তাঃ যত্র বসন্তি হি" (স্কন্দপুঃ পুরুঃ ২২।৩৪), "তৃতীয়ে ব্রহ্মণঃ সত্যলোকে চত্বারো দেবনিকায়াঃ" (যোঃ সূঃ ৩।২৬ ব্যাসভাষ্য) ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণবলে **ব্রহ্মলোককেই** প্রাপ্ত হওয়া যায়। সগুণব্রহ্মবিদ্ আধিকারিক তো সগুণব্রহ্মবিদ্যাবলেই ব্রহ্মলোকে বাস করেন, ইহা ৪।৩।৫ কার্য্যাধিকরণে আলোচিত হইবে। **লক্ষ্য** করিতে হইবে—আধিকারিক পুরুষ নির্গুণব্রহ্মবিদ্ হইলে অধিকার যতকাল থাকে, ততকাল মধ্যবর্ত্তি-কালে ব্রহ্মলোকবাসী হওয়ায় সেখানে গমনাগমনের মার্গরূপে দেবযানের আবশ্যকতা হইলেও ৩।৩।১৭ এবং ১৮ অধিকরণদ্বয়ের বিরোধ আশঙ্কনীয় নহে ; কারণ সাধারণ সগুণব্রহ্ম-বিদের ন্যায় মার্গচিন্তনপ্রভাবে আতিবাহিকগণের সহায়তায় ইঁহারা সেখানে গমন করেন না, পরন্তু স্বাধীনভাবেই গমনাগমন করেন। ইহা "সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" (ছাঃ ৭।২৫।২, ৮।১।৬, ৮।৪।৩), ইত্যাদি শ্রুতি ; "স্বাতন্ত্র্যেনৈব গৃহাৎ ইব গৃহান্তরম্" (৩।৩।১৭ পৃঃ ১৯ বাক্য) ইত্যাদি ভাষ্যকারীয় বচন এবং ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের মনের দেবলোকাদি ও জ্যোতির্ম্ময় ব্যবধান ["তেজোরাশির্জ্ঞানীহি ব্রহ্মসদ্মনঃ", স্কন্দপুঃ, পুরুষোত্তমখণ্ড ২২।২৭, দ্রঃ] অতিক্রমকরতঃ স্বাধীনভাবে ব্রহ্মলোকে গতি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ১০৯-১০ পৃঃ) হইতে অবগত হওয়া যায়। ৪।৩।৫ অধিঃ ৩১ ভাবদীঃ দ্রঃ। (এই অংশ আমাদের)।

[১২৪ পৃঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

ননু অপরঃ কর্ম্মাশয়ঃ অভিনবম্ উপভোগম্ আরপ্স্যতে।৬ ন, তস্য দগ্ধবীজত্বাৎ।৭ মিথ্যাজ্ঞানাবষ্টম্ভং হি কর্ম্মান্তরং দেহপাতে উপভোগান্তরম্ আরভতে।৮ তচ্চ মিথ্যাজ্ঞানং সম্যগ্‌জ্ঞানেন দগ্ধম্ ইতি অতঃ সাধু এতৎ আরব্ধকার্য্যক্ষয়ে বিদুষঃ কৈবল্যম্ অবশ্যং ভবতি ইতি ।১৯॥৪।১।১৯॥ ইতি চতুর্দ্দশম্ ইতরক্ষপণাধিকরণম্ ।

ইতি শ্রীমদ্‌গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্কর-
ভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ শারীরকমীমাংসাভাষ্যে চতুর্থাধ্যায়স্য
"জীবন্মুক্তিনিরূপণাখ্যঃ" প্রথমঃ পাদঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—ব্রহ্মবিদের অনারব্ধ কর্ম্ম এবং আধিকারিকের নব নব কর্ম্মই মোক্ষের প্রতিবন্ধক।]

[শঙ্কা—] কিন্তু অপর কর্ম্মাশয় (—কর্ম্মজনিত অদৃষ্ট) অভিনব উপভোগকে আরম্ভ করিবে (৯)।৬ [সুতরাং দেহপাতের পরে ভেদদর্শনের হেতু নাই, ইহা নহে]।

(সিঃ—বিজ্ঞোদয়সমকালে সঞ্চিত কর্ম্মের নাশ ও ক্রিয়মাণ কর্ম্মের অসংশ্লেষ এবং অবলুপ্তব্রহ্মবিজ্ঞান আধিকারিকগণের নব নব কর্ম্মসংশ্লেষ সম্ভব না হওয়ায় প্রারব্ধক্ষয়ে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।)

[সিদ্ধান্ত—] না, 'তাহা বলা যায় না' ; যেহেতু তাহার (—ব্রহ্মবিদের অনারব্ধ ও ক্রিয়মাণ কর্ম্মের এবং আধিকারিকের নব নব কর্ম্মের) বীজ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।৭ [সেই বীজ কি এবং তাহার দাহকই বা কে, তাহা বলিতেছেন—] মিথ্যা অজ্ঞানেই আশ্রিত যে অন্যান্য কর্ম্ম, তাহা [এক] দেহপাত হইলে অন্য উপভোগকে (—উপভোগসাধন অন্য শরীরকে) আরম্ভ করে।৮ সেই মিথ্যা অজ্ঞান কিন্তু সম্যগ্‌জ্ঞানের (—ব্রহ্মজ্ঞানের) দ্বারা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, এইহেতু আরব্ধের কার্য্যের (—প্রারব্ধকর্ম্মের কার্য্যভূত শরীরের) নাশ হইলে ব্রহ্মবিদের মোক্ষ অবশ্যই হইয়া থাকে, ইহা সাধু (—সঙ্গত, ৫) ।১৯॥৪।১।১৯॥ ইতরক্ষপণাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৪) পূর্ব্ববর্ত্তী ৪।১।৯ এবং ১০ অধিকরণের সিদ্ধান্ত বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্বপক্ষী এই স্থলে 'অপর কর্ম্মাশয়শব্দে' সাধারণ সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদের অনারব্ধ (—সঞ্চিত) কর্ম্মকে (ন্যায়নির্ণয়) এবং ক্রিয়মাণ কর্ম্মকে গ্রহণ করিলেন। আধিকারিকগণের পক্ষে তদতিরিক্তভাবে নব নব অর্জ্জিত (—ক্রিয়মাণ) কর্ম্মকেও (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ) গ্রহণ করিতে হইবে। ন্যায়মালার পূর্ব্বপক্ষও দ্রঃ। তাহাতে পূর্ব্ববাদীর অনুমান (২ ভাবদীঃ) আর 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিদোষগ্রস্ত' হইল না ; কারণ সাধারণ ব্রহ্মবিদের ও আধিকারিকগণের উক্তপ্রকার "ভোগনিমিত্তকর্ম্মবত্তা" আছে। সুতরাং যেখানে "সংসারসম্বন্ধযোগ্যতারূপ" হেতু থাকে, সেখানেই 'ভোগনিমিত্তকর্ম্মবত্তা' থাকায় সাধনাব্যাপক না হওয়ায় "ভোগনিমিত্তকর্ম্মবত্ত্ব" 'উপাধি' হইতে পারিল না।

(৫) পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন—"বিক্ষেপশক্তিরূপে অবিদ্যা বিদ্যমান থাকায় নির্গুণব্রহ্মবিদের মোক্ষ হইবে না" (২. ভাবদীঃ)। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী—বলিলেন—জ্ঞানোদয়কালেই সঞ্চিতকর্ম্মের অশেষবিনাশ (৪।১।৯-১০ অধিঃ) হওয়ায় এবং প্রারব্ধকর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ

ভাবদীপিকা

বিক্ষেপশক্তির (—বিক্ষেপশক্তির অংশবিশেষ 'লেশ অবিদ্যার', ১০০ পৃঃ) নাশ না হইলেও, প্রারব্ধক্ষয়ে প্রতিবন্ধকের অভাব হইলে তাহারও নাশ অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় নির্গুণব্রহ্মবিদের মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী। **পূর্ব্ববাদী** বলিয়াছেন—"সগুণপরব্রহ্মবিৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নানা শুভাশুভ-কর্ম্মের ফলভোগের জন্য জন্ম অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় তাঁহার ক্রমমুক্তি হইবে না"। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিলেন—ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবেই তাদৃশ শুভাশুভকর্ম্মের সহিত সগুণপরব্রহ্মবিদের সংশ্লেষ হয় না, ইহা ৪।১।৯ ও ১০ অধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং প্রারব্ধকর্ম্মের কার্য্যভূত শরীরের নাশ হইলে কোনপ্রকার প্রতিবন্ধক আর না থাকায় সগুণপরব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবেই ক্রম-মুক্ত তাঁহার ব্রহ্মলোকে গতি, তত্রস্থ ঐশ্বর্য্যভোগ ও কল্পান্তে বিদেহমুক্তি শাস্ত্রপ্রামাণ্যবলেই সিদ্ধ হয়। আধিকারিক পুরুষ সগুণব্রহ্মবিৎ বা নির্গুণব্রহ্মবিৎ। তাঁহাদের বিষয়ে **ব্রহ্ম**বিদ্যা-ভরণকার বলিয়াছেন—"অধিকারিপুরুষাণাং সংস্কারাপ্রমোষস্য শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধত্বাৎ"। **ন্যায়**-নির্ণয়কার বলিয়াছেন—"অধিকারিণাং দেহান্তরে জ্ঞানাপ্রমোষস্য আগমিকত্বাৎ", ইত্যাদি। সুতরাং **নির্গুণ**ব্রহ্মবিদ্ আধিকারিকগণের অনেক জন্ম হইলেও ব্রহ্মজ্ঞানজন্য সংস্কারের এবং ব্রহ্মজ্ঞানের উচ্ছেদ না হওয়ায় ভোগাকাঙ্ক্ষাবশতঃ কোনপ্রকার পুণ্যের এবং কোনপ্রকার পাপেরই অনুষ্ঠান তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। যথাকথঞ্চিৎ পুণ্যপাপাদির অনুষ্ঠান হইয়া পড়িলেও ৪।১।৯-১০ অধিকরণন্যায়ানুসারে সেই সকলের সহিত তাঁহাদের সংশ্লেষই হয় না। "পুনর্জ্জন্মের বীজভূত কোনপ্রকার অপূর্ব্ব কর্ম্মের সহিতই তাঁহাদের সংশ্লেষ হয় না, ইহা বিদ্বান্‌গণের অনুভবসিদ্ধও বটে" (প্রকটার্থবিবরণ)। অতএব ঈশ্বরনিয়োগলব্ধ দীর্ঘপ্রারব্ধক্ষয়ে তাঁহাদেরও মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী, ইহা শাস্ত্রপ্রামাণ্যবলেই সিদ্ধ হয়। ইহা অঙ্গীকার না করিলে "অনেকজন্মপ্রাপকপ্রারব্ধসম্ভাবনয়া কস্যাপি প্রবৃত্তিঃ ন স্যাৎ" (ব্রঃ ভরণ), অর্থাৎ অনেক জন্ম-প্রাপ্তির ভয়ে আধিকারিক পদই গ্রহণ করিতে কেহ স্বীকৃত হইবেন না। ফলে বেদ ও ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ এবং ভগবান্ সবিতার তাপদানাদি কর্ম্মে বিরতি (৩।৩।৩২ সূঃ ১৫ বাক্য), ইত্যাদি নানা অনর্থ হইয়া পড়িবে। অধিকারী যদি **সগুণ**ব্রহ্মবিৎ হন, তাহা হইলেও "আপ্রায়ণকৃতোপাসনাসম্পন্নসংস্কারদার্ঢ্যাৎ সহকারিকর্ম্মসামর্থ্যাৎ চ জন্মান্তরে অপরিমুষিত-স্মৃতিত্বং দ্রষ্টব্যম্", "অন্যেষামপি বিদুষাং জ্ঞানস্য মুক্তিসাধনত্বাপ্রতিপাদকশাস্ত্রানুসারেণ সংস্কারা-প্রমোষস্য কল্পনীয়ত্বাৎ" (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ)। ভাব এই—সগুণব্রহ্মবিদ্ অধিকারী বহু জন্ম পরি-গ্রহ করিলেও আমৃত্যু অনুষ্ঠিত উপাসনাজনিত সংস্কার এবং সহকারি কর্ম্মের সামর্থ্যবশতঃ তাঁহাদের ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক স্মৃতির বিস্মৃতি হয় না এবং তজ্জনিত সংস্কারেরও উচ্ছেদ হয় না; শাস্ত্রের প্রামাণ্যবলে ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। অতএব সদা বর্ত্তমান ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে তত্তজ্জন্মে কৃত পুণ্যপাপাদির সহিত সংশ্লেষ না হওয়ায় দীর্ঘপ্রারব্ধক্ষয়ে তাঁহাদেরও মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী, ইহা সিদ্ধ হইল। "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে" (ছাঃ ৬।১৪।২), ইত্যাদি শ্রুতিও এই বিষয়ে প্রমাণ। সেই প্রারব্ধ যে একটীমাত্র শরীরনিষ্ঠ, এইপ্রকার অর্থ সঙ্কোচের পক্ষে কোন যুক্তি নাই। পরন্তু প্রারব্ধের কার্য্যভূত যাবতীয় শরীরকেই এই স্থলে গ্রহণ করিতে হইবে। এইপ্রকারে পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত অনুমানটীর (২ ভাবদীঃ) দুষ্টতাও প্রদর্শিত হইল। তাহা এইপ্রকার—সকলপ্রকার ব্রহ্মবিদের ও আধিকারিকগণের ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে

ভাবদীপিকা

বস্তুৎ শুভাশুভকর্ম্মের সহিত সংশ্লেষ না হওয়ায় তাঁহাদের "ভোগনিমিত্তকর্ম্মবত্তা" থাকে না, ইহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং "সংসারসম্বন্ধযোগ্যতারূপ" হেতুটা যেখানে থাকে, সেখানেই "ভোগনিমিত্তকর্ম্মবত্তা" থাকিবে, ইহা আর বলা চলে না। ফলে 'ভোগনিমিত্তকর্ম্মবত্ত', ইহা সাধনাব্যাপক হওয়ায় হইল 'উপাধি'। ফলে পূর্ব্ববাদীর অনুমানটী 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি'-হেত্বাভাসদুষ্ট হইয়া পড়িল। এইপ্রকারে পূর্ব্বপক্ষীর সমস্ত যুক্তিই নিরাকৃত হইল। **লক্ষ্য করিতে হইবে**—৩।৩।১৯ যাবদধিকারাধিকরণে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্ আধিকারিকগণের নিয়মিতভাবে মুক্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণে সেই বিষয়েই কিছু অভিনব আশঙ্কার (২ ভাবদী:) নিরাকরণদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির অধিকরণ যে শরীর, তাহার উৎপত্তির হেতুভূত এবং আধিকারিকগণের বহুশরীরোৎপত্তির হেতুভূত প্রারব্ধক্ষয়ে মুক্তির অবশ্যম্ভাবিতা প্রতিপাদিত হওয়ায় পুনরুক্তিদোষ হয় নাই। অনারব্ধকর্ম্মের জ্ঞাননাশ্যতা (৪।১।৯-১০ অধি:), আরব্ধকর্ম্মের জ্ঞানানাশ্যতা (ঐ ১১ অধি:), নিত্যাদিকর্ম্মের নাশাভাব (ঐ ১২ অধি:) ও বিদ্যাহেতুতা (ঐ ১৩ অধি:) প্রতিপাদনকরত: অবসরলাভান্তে আরব্ধকর্ম্মের ভোগনাশ্যতা এই অধিকরণে প্রদর্শিত হওয়ায় কোন অধিকরণই পুনরুক্ত হয় নাই।

ইতরক্ষপণাধিকরণ সমাপ্ত।

চতুর্থাধ্যায়ের "জীবন্মুক্তিনিরূপণনামক" প্রথম পাদ সমাপ্ত।

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্"॥ (গীতা ১২।৬-৭)

চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। [উৎক্রান্তিপাদঃ]

জীবন্মুক্তির্যৎকৃপাত উৎক্রান্তির্গতিরুত্তরা। ব্রহ্মাপ্তিশ্চ ভবেৎ পুংসাং নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে॥

"নমঃ সমস্তভূতানামাদিভূতায় ভূভৃতে। অনেকরূপরূপায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে"॥

পাদপ্রতিপাদ্য—সগুণপরব্রহ্মবিদ্যা ও অপরব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতির ব্রাহ্মলৌকিক ফলপ্রাপ্তি উৎক্রমণ ব্যতিরেকে সম্ভব নহে বলিয়া সগুণব্রহ্মবিদের এবং প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য অজ্ঞ জীবের উৎক্রমণপ্রকার এবং নির্গুণপরব্রহ্মবিদের উৎক্রমণাভাব ও লিঙ্গশরীরের লয় নিরূপণ।

অব্যবহিতপাদসঙ্গতি—পূর্ব্বপাদে সগুণ ও নির্গুণ পরব্রহ্মবিদের মুক্তির বিরোধী সঞ্চিত কর্ম্মের নিবৃত্তি হইলে জীবন্মুক্তিরূপ এবং ভোগদ্বারা প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হইলে বিদেহ-মুক্তিরূপ ফল সামান্যভাবে নিরূপিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত পাদে প্রারব্ধক্ষয়ের অনন্তর সগুণপর-ব্রহ্মবিদের ক্রমমুক্তিপ্রাপ্তিতে, অপরব্রহ্মবিদের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিতে এবং নির্গুণব্রহ্মবিদের বিদেহ-মুক্তিপ্রাপ্তিতে যাহা কিছু বিশেষ জ্ঞাতব্য আছে, তাহা প্রদর্শনের জন্য পরবর্ত্তী পাদত্রয় আরব্ধ হই-তেছে। এইপ্রকারে প্রথম পাদে সামান্যভাবে নিরূপণই পরবর্ত্তী পাদত্রয়ে বিশেষভাবে নিরূপণের হেতু হওয়ায় প্রথম পাদের সহিত পরবর্ত্তী পাদত্রয়ের **হেতুহেতুমদ্ভাব**সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

মুখ্যঅধ্যায়সঙ্গতি—প্রারব্ধক্ষয়ে নির্গুণব্রহ্মবিদের বিদেহমুক্তি ও সগুণব্রহ্মবিদের ক্রম-মুক্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে ক্রমমুক্তিরূপ ফললাভের জন্য ব্রহ্মলোকে গতি বর্ণনা করিতে হইবে। অর্চ্চিরাদিমার্গে ব্রহ্মলোকে গতি সম্ভব এবং সেই মার্গপ্রাপ্তি উৎক্রান্তিসাপেক্ষ। সগুণো-পাসনার ফল উৎক্রান্তিব্যতিরেকে অনুপপন্ন হওয়ায় অর্থাপত্তিপ্রমাণলব্ধ সেই উৎক্রান্তি ও তদা-নুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় বর্ণিত হওয়ায় এই ফলাধ্যায়ের সহিত এই পাদের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

১। বাগধিকরণম্। [১-২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—উৎক্রান্তিকালে মনে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিলয়।

অধিকরণসঙ্গতি—পাদের আদি অধিকরণ হওয়ায় ইহার অপেক্ষা নাই।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—উৎক্রমণব্যতিরেকে অর্চ্চিরাদিমার্গে ব্রহ্মলোকে গতি সম্ভব না হওয়ায় সেই উৎক্রান্তির প্রকার বর্ণিত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

বাগাদীনাং স্বরূপেণ বৃত্ত্যা বা মানসে লয়ঃ।
শ্রুতির্বাঙ্মনসীত্যাহ স্বরূপবিলয়স্ততঃ॥
ন লীয়তেঽনুপাদানে কার্য্যং বৃত্তিস্তু লীয়তে।
বহ্নিবৃত্তের্জলে শান্তের্বাক্শব্দো বৃত্তিলক্ষকঃ॥

অন্বয়—বাগাদীনাং মানসে লয়ঃ স্বরূপেণ বৃত্ত্যা বা? শ্রুতিঃ "বাক্ মনসী" ইতি আহ, ততঃ স্বরূপবিলয়ঃ। কার্য্যম্ অনুপাদানে ন লীয়তে, বৃত্তিঃ তু লীয়তে, বহ্নিবৃত্তেঃ জলে শান্তেঃ, বাক্শব্দঃ বৃত্তিলক্ষকঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[উৎক্রান্তিক্রমঃ ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে—"অস্য সোম্য পুরুষস্য প্রয়তঃ বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইত্যাদি। ইয়ং শ্রুতিঃ অত্র বিষয়ঃ। "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে"

ইত্যত্র বাচম্ অধিকৃত্য করণব্যুৎপত্ত্যা স্বরূপসম্পত্তিপ্রতীতেঃ ভাবব্যুৎপত্ত্যা চ স্ববৃত্তিসম্পত্তিপ্রতীতেঃ ভবতি সংশয়ঃ—ম্রিয়মাণস্য পুরুষস্য] বাগাদীনাং [দশেন্দ্রিয়াণাং] মানসে লয়ঃ স্বরূপেণ [স্যাৎ] বৃত্ত্যা বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—শ্রুতিঃ "বাক্ মনসী" ইতি আহ। [তত্র বৃত্তিশব্দঃ ন শ্রূয়তে]। ততঃ [বাগাদীনাং মনসি] স্বরূপবিলয়ঃ [স্বীকার্য্যঃ]।

সিদ্ধান্ত—['উপাদানে এব কার্য্যস্য স্বরূপলয়ঃ', ইতি মৃদ্ঘটাদৌ ব্যাপ্তিদর্শনাৎ] কার্য্যম্ অনুপাদানে ন লীয়তে। বৃত্তিঃ তু [অনুপাদানে অপি] লীয়তে, [অঙ্গারেষু জলমধ্যে প্রক্ষিপ্তেষু দাহপ্রকাশাত্মিকায়াঃ] বহ্নিবৃত্তেঃ [অনুপাদানে] জলে শান্তেঃ। [অতঃ মনসঃ বাগাদিকং প্রতি অনুপাদানত্বাৎ মনসি তেষাং বৃত্তিলয়ঃ এব স্বীকার্য্যঃ। ননু অস্মিন্ শ্রুতৌ বৃত্তিবাচকশব্দঃ নাস্তি, কথং সা বৃত্তিঃ লভ্যতে? অতঃ আহ—বৃত্তিবৃত্তিমতোঃ অভেদোপচারাৎ] বাক্শব্দঃ বৃত্তিলক্ষকঃ।

অনুবাদ

সংশয়—[ছান্দোগ্যে উৎক্রমণের ক্রম পঠিত হইতেছে—"হে সোম্য, পরলোকে প্রয়াণকারী এই পুরুষের বাগিন্দ্রিয় মনে উপসংহৃত (—বিলীন) হয়", ইত্যাদি। এই শ্রুতি এখানে বিষয়। "বাগিন্দ্রিয় মনে উপসংহৃত হয়", ইত্যাদি এই স্থলে বাক্‌কে অবলম্বন করিয়া ['বদতি অনয়া ইতি বাক্'—'ইহার দ্বারা বাগ্ব্যবহার করা হয়', এইপ্রকারে] করণবাচ্যে ব্যুৎপত্তিবশে বাগিন্দ্রিয়স্বরূপের প্রতীতি হওয়ায় এবং ['বচনম্ এব বাক্'—'বাগ্ব্যবহারক্রিয়াই বাক্', এইপ্রকারে] ভাববাচ্যে ব্যুৎপত্তিবশে নিজের (—বাগিন্দ্রিয়ের) বৃত্তির উপসংহারের প্রতীতি হওয়ায় সংশয় হয়—মুমূর্ষু পুরুষের] বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি দশটী ইন্দ্রিয়ের মনে লয় স্বরূপতঃ হয়, অথবা বৃত্তির দ্বারা (—বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতিরই বিলয় হয়, অথবা তাহাদের বৃত্তির) ?

পূর্ব্বপক্ষ—"বাগিন্দ্রিয় মনে উপসংহৃত হয়", ইহা শ্রুতি বলিতেছেন। [সেই স্থলে বৃত্তিশব্দ শ্রুত হইতেছে না]। সেইহেতু [বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতির মনে] স্বরূপবিলয় স্বীকার্য্য]।

সিদ্ধান্ত—[উপাদানেই কার্য্যের স্বরূপবিলয় হয়, মৃত্তিকা ও ঘটাদিতে এইপ্রকার ব্যাপ্তি পরিদৃষ্ট হওয়ায়] কার্য্য অনুপাদানে বিলীন হয় না। বৃত্তি কিন্তু [অনুপাদানেও] লয় প্রাপ্ত হয়, যেহেতু [অঙ্গার জলমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইলে দাহ ও প্রকাশাত্মিকা] বহ্নিবৃত্তির [অনুপাদান] জলে উপশম হয়। [এইহেতু মন বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতির উপাদান না হওয়ায় মনে তাহাদের বৃত্তিলয় স্বীকার্য্য। কিন্তু এই শ্রুতিতে বৃত্তিবাচক শব্দ নাই, সেই বৃত্তিকে কিপ্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—বৃত্তি ও বৃত্তিমানকে গৌণভাবে অভিন্ন বলা হয় বলিয়া] বাক্শব্দ বৃত্তির লক্ষক (—উক্ত শব্দের লাক্ষণিক অর্থ 'বাগ্বৃত্তি')।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, উপাদানে কার্য্যলয়নিয়ম সিদ্ধ না হওয়ায় ইন্দ্রিয়স্বরূপের লয়বশতঃ মৃত্যু হইলেই মোক্ষলাভ। সিদ্ধান্তে—উক্ত নিয়ম সিদ্ধ হওয়ায় বৃত্তিমাত্রের লয়-বশতঃ পুনঃ সংসারপ্রাপ্তি।

বাঙ্‌মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ ॥৪।২।১॥

পদচ্ছেদ—বাক্, মনসি, দর্শনাৎ, শব্দাৎ, চ।

সূত্রার্থ—["অস্য সোম্য পুরুষস্য প্রয়তঃ বাক্ মনসি সম্পদ্যতে" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি উৎক্রান্তিবোধিকা শ্রুতিঃ। তত্র কিং সবৃত্তিকায়াঃ বাচঃ এব মনসি লয়ঃ কিংবা বাগ্‌বৃত্তেঃ

এব ইতি সংশয়ে শ্রুতিবলাৎ 'বাচঃ এব' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **বাক্**—বাগ্‌বৃত্তিঃ, **মনসি** [লীয়তে। কুতঃ?] **দর্শনাৎ**—মনোবৃত্তৌ সত্যাম্ এব লোকে বাগ্‌বৃত্তিলয়স্য দর্শনাৎ, [নতু বাগিন্দ্রিয়স্য অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ। তর্হি বাক্‌শব্দস্য কা গতিঃ? অত আহ—] **শব্দাৎ চ**—বাক্‌শব্দাৎ অপি বাগ্‌বৃত্তিরূপঃ অর্থঃ জ্ঞেয়ঃ। [বৃত্তিবৃত্তিমতোঃ অভেদবিবক্ষয়া বাক্‌শব্দঃ অপি বৃত্তিলয়ম্ এব প্রতিপাদয়তি ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—["হে প্রিয়দর্শন, পরলোকে গমনোদ্যত এই পুরুষের বাগিন্দ্রিয় মনে বিলীন হয়", ইত্যাদি ইহা উৎক্রান্তিবোধক শ্রুতিবাক্য। সেই স্থলে কি বৃত্তিসহিত বাগিন্দ্রিয়েরই মনে লয় 'প্রতিপাদিত হইয়াছে', অথবা বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তিরই 'তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে', এইপ্রকার সংশয় হইলে; শ্রুতিবলে বাগিন্দ্রিয়েরই 'তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **বাক্**—বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি, **মনসি** —মনে [বিলীন হয়। প্রমাণ কি? উত্তর—] **দর্শনাৎ**—যেহেতু মনের বৃত্তি বর্ত্তমান থাকিলেও বাগিন্দ্রিয়বৃত্তির বিলয় পরিদৃষ্ট হয়, [কিন্তু বাগিন্দ্রিয়ের তাহা পরিদৃষ্ট হয় না, কারণ তাহা অতীন্দ্রিয়। আচ্ছা, তাহা হইলে [বাগিন্দ্রিয়বাচক] বাক্‌শব্দের গতি কি (—তাহার বৃত্তিরূপ অর্থ কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **শব্দাৎ চ**—আর বাক্‌শব্দ হইতে [লক্ষণাবৃত্তিবলে] বাগ্‌বৃত্তিরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। [বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভিন্নতাজ্ঞাপনের ইচ্ছাবশতঃ বাক্‌শব্দও বৃত্তিলয়ই প্রতিপাদন করিতেছে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অথ অপরাসু বিদ্যাসু ফলপ্রাপ্তয়ে দেবযানং পন্থানম্ অবতারয়িষ্যন্ প্রথমং তাবৎ যথাশাস্ত্রম্ উৎক্রান্তিক্রমম্ অন্বাচষ্টে।১ সমানা হি বিদ্বদবিদুষোঃ উৎক্রান্তিঃ ইতি বক্ষ্যতি।২ অস্তি প্রায়ণবিষয়া শ্রুতিঃ "অস্য সোম্য পুরুষস্য প্রয়তঃ বাঙ্ মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি, বিষয় ও সংশয়। পূঃ—শক্তিবৃত্তিবলে বাগিন্দ্রিয়েরই মনে লয় অঙ্গীকার্য্য।]

অনন্তর (—ব্রহ্মবিদ্যাবলে সগুণ ও নির্গুণ পরব্রহ্মবিদের সঞ্চিত কর্ম্মের নাশ ও ভোগদ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে যথাক্রমে ক্রমমুক্তি ও বিদেহমুক্তি লাভ কথনের অনন্তর) অপরা বিদ্যাসকলে (—নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যাভিন্ন বিদ্যাসকলে, যথা—সগুণপরব্রহ্মবিদ্যা, হিরণ্যগর্ভবিদ্যা, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রভৃতিতে) ফলপ্রাপ্তির জন্য [তৃতীয়পাদে] দেবযানমার্গের অবতারণা করিতে উদ্যত [ভগবান্ সূত্রকার] প্রথমে শাস্ত্রানুযায়িভাবে উৎক্রান্তির ক্রম বর্ণনা করিতেছেন।১ [কিন্তু "ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।৬) ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে নির্গুণব্রহ্মবিদের উৎক্রমণ হয় না, সুতরাং ব্রহ্মবিচারাত্মক এই শাস্ত্রে উৎক্রান্তি কেন বিচারিত হইতেছে? উত্তর—] দেখ, [নির্গুণব্রহ্মবিদের যদিও উৎক্রমণ হয় না, তথাপি] বিদ্বান্ (—উপাসক, সবিশেষ ব্রহ্মবিদ্) ও অবিদ্বানের উৎক্রমণ সমান (—একইভাবে হয়), ইহা বলিবেন (৪।২।৪ অধিঃ)।২ [বিচার্য্য বিষয় উত্থাপন করিতেছেন—] পরলোকে গমনবিষয়ক শ্রুতি আছে, যথা—"হে প্রিয়দর্শন, পরলোকে গমনোদ্যত পুরুষের বাক্ মনে

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি।৩ কিম্ ইহ বাচঃ এব বৃত্তিমত্যাঃ মনসি সম্পত্তিঃ উচ্যতে, উত বাগ্‌বৃত্তেঃ ইতি বিশয়ঃ।৪ তত্র বাগেব তাবৎ মনসি সম্পদ্যতে ইতি প্রাপ্তম্।৫ তথাহি শ্রুতিঃ অনুগৃহীতা ভবতি।৬ ইতরথা লক্ষণা স্যাৎ।৭ শ্রুতিলক্ষণাবিশয়ে চ শ্রুতিঃ ন্যাষ্যা, ন লক্ষণা।৮ তস্মাৎ বাচঃ এব অয়ং মনসি প্রলয়ঃ ইতি।৯ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—বাগ্‌বৃত্তিঃ মনসি সম্পদ্যতে ইতি।১০ কথং বাগ্‌বৃত্তিঃ ইতি ব্যাখ্যায়তে? যাবতা 'বাঙ্‌মনসি' ইতি এব আচার্য্যঃ পঠতি।১১ সত্যম্ এতৎ, পঠিষ্যতি তু পরস্তাৎ "অবিভাগো বচনাৎ" (৪।২।১৬) ইতি।১২ তস্মাৎ অত্র বৃত্ত্যুপশমমাত্রং বিবক্ষিতম্ ইতি গম্যতে।১৩

ভাষ্যানুবাদ

বিলীন হয়, মন [মুখ্য] প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজঃ পরম দেবতাতে বিলীন হয়", ইত্যাদি।৩ এই স্থলে কি বৃত্তির সহিত বাগিন্দ্রিয়ের মনে লয় কথিত হইতেছে, অথবা বাগিন্দ্রিয়বৃত্তির 'তাহা কথিত হইতেছে', ইহা সংশয়।৪ [পূর্ব্বপক্ষ—] সেই স্থলে বাগিন্দ্রিয়ই মনে বিলীন হয়, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল, [কারণ বাক্‌শব্দের শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থ 'বাগিন্দ্রিয়']।৫ তাহা হইলে (—শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থ গৃহীত হইলে) শ্রুতির অনুকূলতা করা হয়।৬ অন্যথা (—বাগিন্দ্রিয়কে গ্রহণ না করিয়া তাহার বৃত্তিকে গ্রহণ করিলে) লক্ষণা হইয়া পড়িবে।৭ [হউক, তাহাও তো শব্দেরই বৃত্তি। উত্তর—] আর শ্রুতি (শক্তিবৃত্তি) ও লক্ষণার মধ্যে সংশয় হইলে শ্রুতিই ন্যায্য (—গ্রহণীয়), লক্ষণা নহে।৮ সেইহেতু বাগিন্দ্রিয়েরই মনে এই লয় হয়, ইত্যাদি।৯

[সিঃ—অনুপাদানে কার্য্যের লয়াভাব। বাক্‌শব্দের লাক্ষণিকার্থ বাগ্‌বৃত্তির লয়ই অঙ্গীকরণীয়।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—[বাগিন্দ্রিয়ের যাহা উপাদান নহে, সেই মনে তাহার স্বরূপতঃ লয় সম্ভব না হওয়ায়] বাগিন্দ্রিয়বৃত্তি (— বাগ্‌ব্যাপার, কথা বলা) মনে বিলীন হয়।১০ [শঙ্কা—] 'বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি', এইপ্রকারে ব্যাখ্যাত হইতেছে কেন? যেহেতু আচার্য্য [বাদরায়ণ] 'বাক্ (—বাগিন্দ্রিয়) মনে বিলীন হয়', ইহাই বলিতেছেন, [বৃত্তিলয়ের কথা তো বলেন নাই]।১১ [সমাধান —] ইহা সত্য, কিন্তু পরে [আচার্য্য] 'অবিভাগো বচনাৎ", ইহা বলিবেন (১)।১২ সেইহেতু (—অজ্ঞেরও ইন্দ্রিয়লয় অঙ্গীকৃত হইলে উক্ত বিশেষ কথন সঙ্গত না হওয়ায়, এখানে বাগিন্দ্রিয়ের] বৃত্তির উপশম-

ভাবদীপিকা

(১) উক্ত সূত্রে ভগবান্ সূত্রকার নির্গুণব্রহ্মবিদের লিঙ্গশরীরের (—পঞ্চপ্রাণ মন বুদ্ধি ও দশটী ইন্দ্রিয়ের) ব্রহ্মে স্বরূপতঃ নিঃশেষে লয়ের কথা বলিবেন। এখানে সগুণব্রহ্মবিদ্ ও সাধারণ জীবের উৎক্রমণ বর্ণিত হইতেছে। অবিদ্যাধ্বংস না হওয়ায় ইঁহাদের লিঙ্গশরীরের স্বরূপতঃ লয় সম্ভব নহে; কারণ তদঙ্গীকারে 'মৃত্যুমাত্রেই সকল জীবের মুক্তি' এই চার্ব্বাক-

শাঙ্করভাষ্যম্

তত্ত্বপ্রলয়বিবক্ষায়াং তু সর্ব্বত্রৈব অবিভাগসাম্যাৎ কিং পরত্রৈব বিশিংষ্যাৎ "অবিভাগঃ" ইতি ।১৪ তস্মাৎ অত্র বৃত্ত্যুপসংহার-বিবক্ষা ।১৫ বাগ্‌বৃত্তিঃ পূর্ব্বম্ উপসংহ্রিয়তে মনোবৃত্তৌ অবস্থিতায়াম্ ইত্যর্থঃ ।১৬ কস্মাৎ ?১৭ 'দর্শনাৎ' ।১৮ দৃশ্যতে হি বাগ্‌-বৃত্তেঃ পূর্ব্বোপসংহারঃ মনোবৃত্তৌ বিদ্যমানায়াম্ ।১৯ ন তু বাচঃ এব বৃত্তিমত্যাঃ মনসি উপসংহারঃ কেনচিদপি দ্রষ্টুং শক্যতে ।২০ ননু শ্রুতিসামর্থ্যাৎ বাচঃ এব অয়ং মনসি অপ্যয়ঃ যুক্তঃ ইতি উক্তম্ ।২১ ন ইতি আহ, অতৎপ্রকৃতিত্বাৎ ।২২ যস্য হি যতঃ উৎ-পত্তিঃ তস্য তত্র প্রলয়ঃ ন্যায্যঃ মৃদি ইব শরাবস্য ।২৩ নচ মনসঃ

ভাষ্যানুবাদ

মাত্র বিবক্ষিত, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে ।১৩ [বিপক্ষে দোষ প্রদর্শন করি-তেছেন—] কিন্তু [এখানে] তত্ত্বের (—ইন্দ্রিয়স্বরূপের) প্রলয় (—আত্যন্তিক লয়) বিবক্ষিত হইলে [নির্গুণব্রহ্মবিদ্‌ ও তদ্ভিন্ন] সকল স্থলেই [ব্রহ্মের সহিত ইন্দ্রিয়স্বরূপের] অবিভাগ সমান হওয়ায় পরবর্ত্তিস্থলে "অবিভাগঃ", এইরূপে কি বিশেষিত করিবেন (—বিশেষভাবে কাহার অবিভাগের কথা বলিবেন) ? ১৪ সেইহেতু (—সেই বিশেষ কথনের সার্থকতার জন্য) এখানে [বাগিন্দ্রিয়ের] বৃত্তির উপসংহার বিবক্ষিত হইয়াছে ।১৫ [তখন মুমূর্ষুর অবস্থা কিপ্রকার হয়, তাহা বলিতেছেন—] মনের বৃত্তি (—চিন্তনসামর্থ্য) বিদ্যমান থাকিলেও বাগিন্দ্রিয়বৃত্তি (—বাগ্‌ব্যবহার সামর্থ্য) প্রথমে উপসংহৃত (—বিলীন) হয়, ইহাই ["বাঙ্মনসি" সূত্রাংশের] অর্থ ।১৬ তাহাতে প্রমাণ কি ? ১৭ [উত্তর—] যেহেতু পরিদৃষ্ট হয় ।১৮ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—মুমূর্ষু ব্যক্তির] মনোবৃত্তি (—চিন্তন-ক্রিয়া) বিদ্যমান থাকিলেও বাগ্‌বৃত্তির প্রথমে উপসংহার হয় (—মুমূর্ষু কথা বলিতে পারে না), ইহা [লোকমধ্যে] পরিদৃষ্টই হইয়া থাকে ।১৯ কিন্তু বৃত্তিযুক্ত বাগি-ন্দ্রিয়েরই মনে লয় কেহই দেখিতে সমর্থ নহে, [কারণ ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে] ।২০ [শঙ্কা—] কিন্তু শ্রুতির (—শক্তিবৃত্তির) সামর্থ্যবশতঃ বাগিন্দ্রি-য়েরই মনে এই বিলয় যুক্তিসঙ্গত, ইহা কথিত হইয়াছে (৯ বাক্য) ।২১ [সমা-ধান—সিদ্ধান্তী] না, ইহা বলিতেছেন, কারণ তাহার প্রকৃতি নহে (—মন বাগি-ন্দ্রিয়ের উপাদান নহে) ।২২ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু যাহার যাহা হইতে উৎপত্তি, তাহার তাহাতেই প্রলয় যুক্তিসঙ্গত ; যেমন মৃত্তিকাতে শরাবের

ভাবদীপিকা

মতবাদ অঙ্গীকার করিতে হইবে ; ইহা সর্ব্বথা অসঙ্গত । অতএব অজ্ঞ জীবের উৎক্রমণ-কালে লিঙ্গশরীরের লয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের লয় সম্ভব না হওয়ায়, ইন্দ্রিয়বৃত্তিকেই গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই ভাব । ইহাই বলিতেছেন—তস্মাৎ—'সেইহেতু' ইত্যাদি । (১৩ বাক্য) ।

শাঙ্করভাষ্যম্

বাক্ উৎপদ্যতে ইতি কিঞ্চন প্রমাণম্ অস্তি।২৪ বৃত্ত্যুদ্ভবাভিভবৌ তু অপ্রকৃতিসমাশ্রয়ৌ অপি দৃশ্যেতে।২৫ পার্থিবেভ্যঃ হি ইন্ধনেভ্যঃ তৈজসস্য অগ্নেঃ বৃত্তিঃ উদ্ভবতি, অপ্সু চ উপশাম্যতি।২৬ কথং তর্হি অস্মিন্ পক্ষে শব্দঃ "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" ইতি?২৭ অতঃ আহ –"শব্দাৎ চ" ইতি।২৮ শব্দঃ অপি অস্মিন্ পক্ষে অবকল্পতে বৃত্তিবৃত্তিমতোঃ অভেদোপচারাৎ ইত্যর্থঃ।২৯॥৪।২।১॥

ভাষ্যানুবাদ

প্রলয়।২৩ কিন্তু মন হইতে বাগিন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, এই বিষয়ে কোনপ্রকার প্রমাণ নাই; [সুতরাং শ্রুতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ কথা বলিতে পারেন না।২৪ কিন্তু মন তো বাগিন্দ্রিয়বৃত্তিরও উপাদান নহে, তাহাতে বাগ্‌বৃত্তিরই বা বিলয় কিপ্রকারে হইবে? উত্তর—] বৃত্তির উৎপত্তি ও লয় কিন্তু অনুপাদানকে আশ্রয় করিয়াও হইতে দেখা যায়।২৫ [যেমন] পার্থিব (—পৃথিবীর বিকারভূত) ইন্ধনসকল (—কাষ্ঠসকল) হইতে তৈজসপদার্থ অগ্নির [জ্বলনরূপ] বৃত্তির উদ্ভব হয় এবং জলে উপশান্ত হয়।২৬ [শঙ্কা—] আচ্ছা, তাহা হইলে [এই বৃত্তিলয়পক্ষে] "বাগিন্দ্রিয় মনে বিলীন হয়", এই শব্দ কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে? [কারণ বাক্‌শব্দের শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থ 'বাগিন্দ্রিয়', আর শক্তি ও লক্ষণাবৃত্তির মধ্যে শক্তিবৃত্তিই বলবতী।২৭ সমাধান—] সেইহেতু (—এইপ্রকার সংশয় হওয়ায়, ভগবান্ সূত্রকার] বলিতেছেন—"শব্দাৎ চ", ইত্যাদি।২৮ [ইহার অর্থ—] শব্দও এই পক্ষে অনুকূল হইতেছে, যেহেতু বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভেদোপচার হইয়া থাকে (—মুখ্যার্থ সঙ্গত না হইলে গৌণার্থে একই শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে (২) ইহাই ভাব।২৯॥৪।২।১॥

অতএব চ সর্ব্বাণ্যনু ॥৪।২।২॥

পদচ্ছেদ—অতএব, চ, সর্ব্বাণি, অনু।

সূত্রার্থ—[বাচি উক্তং ন্যায়ং চক্ষুরাদিষু অতিদিশতি—যতঃ প্রকৃতিবিকারভাবাভাবাৎ বাচঃ মনসি বৃত্তিলয়ঃ, ন স্বরূপলয়ঃ], **অতএব**—অস্মাদ্ধেতোঃ, **সর্ব্বাণি**—চক্ষুরাদীনি

ভাবদীপিকা

(২) যেমন বহ্নির জ্বলনদ্বারা হস্ত দগ্ধ হইলেও বহ্নি ও জ্বলনরূপ বহ্নির বৃত্তিকে অভিন্নভাবে গ্রহণকরতঃ বলা হয়—'বহ্নির দ্বারা হস্ত দগ্ধ হইয়াছে'। এই স্থলে বহ্নিশব্দের বহ্নিবৃত্তিরূপ লাক্ষণিকার্থ গৃহীত হইল। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ বাক্‌শব্দে বাগ্‌বৃত্তিরূপ লাক্ষণিকার্থ গৃহীত হইয়াছে। অথবা শক্তিবৃত্তির দ্বারাও এখানে নির্ব্বাহ হইতে পারে, কারণ বচ্ ধাতু+ভাবার্থে কিপ্ প্রত্যয় করিয়া বাক্‌শব্দের ব্যুৎপত্তি করিলে অর্থ হয়—'বাগ্‌বৃত্তি', যেহেতু ভাবব্যুৎপত্তিতে ধাতুর অর্থই প্রধান। আর 'বচ্'ধাতুর অর্থ—বাগ্‌ব্যাপার (—কথা বলা), তাহাই বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি (রত্নপ্রভা দ্রঃ)। ভগবান্ ভাষ্যকার কিন্তু এই শেষোক্তপ্রকার ব্যাখ্যা করেন নাই এবং সকলে শব্দের শক্তিবৃত্তিলভ্য নানা অর্থ স্বীকারও করেন না (১।৬৯ পৃঃ দ্রঃ)।

সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি. চ—অপি [স্বানুপাদানে সবৃত্তিকে মনসি স্ববৃত্তিলয়মাত্রেণ] অনু—অনুবর্ত্তন্তে, লীয়ন্তে ; [নতু স্বরূপেণ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[বাগিন্দ্রিয়ে বর্ণিত যুক্তিকে চক্ষু প্রভৃতিতে অতিদেশ করিতেছেন—যেহেতু উপাদান ও কার্য্যভাব না থাকায় মনে বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তিলয় হয়, স্বরূপলয় হয় না], অতএব—এইহেতু, সর্ব্বাণি চ—চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকলও [নিজের অনুপাদান বৃত্তিযুক্ত মনে নিজের বৃত্তিমাত্রলয়দ্বারা] অনু—অনুবর্ত্তন (—অনুসরণ) করে, লয়প্রাপ্ত হয় ; [কিন্তু স্বরূপতঃ লীন হয় না, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"তস্মাৎ উপশান্ততেজাঃ পুনর্ভবম্ ইন্দ্রিয়ৈঃ মনসি সম্পদ্যমানৈঃ" (প্রশ্ন ৩।৯), **ইতি অত্র অবিশেষেণ সর্ব্বেষাম্ এব ইন্দ্রিয়াণাং মনসি সম্পত্তিঃ শ্রূয়তে।১ তত্রাপি 'অতএব' বাচঃ ইব চক্ষুরাদীনাম্ অপি সবৃত্তিকে মনসি অবস্থিতে বৃত্তিলোপদর্শনাৎ তত্ত্বপ্রলয়াসম্ভবাৎ শব্দোপপত্তেশ্চ বৃত্তিদ্বারেণ এব সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি মনঃ অনুবর্ত্তন্তে।২ সর্ব্বেষাং করণানাং মনসি উপসংহারাবিশেষে সতি বাচঃ পৃথক্ গ্রহণং "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে"** (ছাঃ ৬।৮।৬) **ইতি উদাহরণানুরোধেন** ।৩।৪।২।২॥ ইতি প্রথমং বাগধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বাগিন্দ্রিয়ে নির্ণীত যুক্তির অন্যান্য ইন্দ্রিয়ে অতিদেশ।]

"সেইহেতু (—উৎক্রমণকারী তেজঃস্বভাব উদানবায়ু বাহ্যতেজঃকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া শরীরে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া, ভোগপ্রদ কর্ম্মোপরমে] যাঁহার স্বাভাবিক তেজঃ (—শরীরের উষ্ণতা) শান্ত হইয়াছে, তিনি (—মুমূর্ষু, বাহ্য তেজের সহায়তা প্রাপ্ত না হইয়া] মনে প্রবিষ্ট ইন্দ্রিয়গণের সহিত শরীরান্তর প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি এই স্থলে অবিশেষভাবে সকল ইন্দ্রিয়েরই মনে প্রবেশ শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে।১ সেই স্থলেও এই হেতুবশতঃই (—অনুপাদানে স্বরূপ লয় না হইয়া বৃত্তিলয় হয় বলিয়াই) বাগিন্দ্রিয়ের ন্যায় চক্ষু প্রভৃতিরও বৃত্তিযুক্তরূপে অবস্থিত মনে বৃত্তির লোপ পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া, তত্ত্বের (—ইন্দ্রিয়স্বরূপের, অনুপাদানে] প্রলয় সম্ভব হয় না বলিয়া এবং [লক্ষণাবৃত্তিবলে তত্তৎ ইন্দ্রিয়বাচক] শব্দও সঙ্গত হয় বলিয়া বৃত্তিদ্বারেই সকল ইন্দ্রিয় মনকে অনুবর্ত্তন (—অনুসরণ) করে (—অপরাপর ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসকলই মনে বিলীন হয় ।২ আচ্ছা সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিলয়ই প্রতিপাদ্য হইলে প্রথম সূত্রে পৃথগ্‌ভাবে বাগিন্দ্রিয়ই গৃহীত হইয়াছে কেন ? উত্তর—] অবিশেষভাবে সকল ইন্দ্রিয়ের (—ইন্দ্রিয়বৃত্তির) মনে উপসংহার (—লয়) হইলেও উদাহরণের অনুরোধে [শ্রুতিতে] "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে", এইপ্রকারে বাগিন্দ্রিয়ের পৃথগ্‌ভাবে গ্রহণ হইয়াছে ।৩।৪।২।২॥ বাগধিকরণ সমাপ্ত।

২। মনোঽধিকরণম্। [৩ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—উৎক্রান্তিকালে মুখ্যপ্রাণে মনোবৃত্তির লয়।

অধিকরণসঙ্গতি পূর্ব্বাধিকরণে মনে ইন্দ্রিয়সকলের বৃত্তিলয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। মুখ্যপ্রাণে কিন্তু মনের বৃত্তিলয় না হইয়া স্বরূপলয়ই হইবে ; কারণ "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ আপোময়ঃ প্রাণঃ" (ছাঃ ৬।৫।৪), ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণ ও মন যথাক্রমে জল ও অন্নের বিকাররূপে (—কার্য্যরূপে) বর্ণিত হওয়ায় এবং "আপশ্চ অন্নম্ অসৃজন্ত", (ছাঃ ৬।২।৪?) ইত্যাদি শ্রুতিবলে জলই অন্নের উপাদান হওয়ায় জলাত্মক প্রাণ অন্নাত্মক মনের উপাদান, ইহাই নির্ণীত হয়। আর উপাদানে কার্য্যের স্বরূপলয়ই যুক্তিসঙ্গত। এইরূপে **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়। অথবা পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায়ই অতিদিষ্ট হওয়ায় পৃথক্ সঙ্গতির অপেক্ষা নাই।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—উৎক্রান্তিপ্রকারই বর্ণিত হওয়ায় পূর্ব্ববৎ এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়। অস্পষ্ট স্থল ব্যতিরেকে এই সঙ্গতি আর প্রদর্শিত হইবে না।

ন্যায়মালা

মনঃ প্রাণে স্বয়ং বৃত্ত্যা বা লীয়তে স্বয়ং যতঃ।
কারণাম্বোদকদ্বারা প্রাণো হেতুর্মনঃ প্রতি ॥
সাক্ষাৎ স্বহেতৌ লীয়েত কার্য্যং প্রাণাদিকে নতু।
গৌণঃ প্রাণাদিকো হেতুস্তস্মো বৃত্তিলয়ো ধিয়ঃ ॥

অন্বয়—মনঃ প্রাণে স্বয়ং লীয়তে, বৃত্ত্যা বা ? স্বয়ং, যতঃ কারণাম্বোদকদ্বারা প্রাণঃ মনঃ প্রতি হেতু। কার্য্যং সাক্ষাৎ স্বহেতৌ লীয়েত, নতু প্রাণাদিকে, প্রাণাদিকঃ হেতুঃ গৌণঃ ; ততঃ ধিয়ঃ বৃত্তিলয়ঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["মনঃ প্রাণে" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি বাক্যম্ অত্র বিষয়ঃ। মনোঽধিকৃত্য পূর্ব্ববৎ ব্যুৎপত্তিদ্বৈবিধ্যসিদ্ধ্যা শ্রুতিদ্বয়াভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—] মনঃ প্রাণে স্বয়ং লীয়তে, বৃত্ত্যা বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—[বাগাদিষু মনসি বৃত্ত্যা প্রলীনেষু তৎ মনঃ] স্বয়ম্ [প্রাণে লীয়তে] ; যতঃ ["অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ" (ছাঃ ৬।৫।৪) ইতি শ্রুতেঃ মনসঃ অন্নং কারণম্, "আপোময়ঃ প্রাণঃ" (ঐ) ইতি শ্রুতেশ্চ প্রাণস্য আপঃ কারণম্। অবয়য়োশ্চ উপাদানোপাদেয়ভাবঃ "আপশ্চ অন্নম্ অসৃজন্ত", ইতি শ্রুতিসম্মতঃ। এবম্প্রকারেণ] কারণাম্বোদকদ্বারা প্রাণঃ মনঃপ্রতি হেতুঃ। [তথাচ কার্য্যস্য স্বোপাদানে লয়সিদ্ধেঃ মনসঃ স্বরূপেণ স্বকারণে প্রাণে লয়ঃ সিধ্যতি]।

সিদ্ধান্ত—[দ্বিবিধং উপাদানং—মুখ্যং প্রাণাদিকঞ্চ। তত্র] কার্য্যং সাক্ষাৎ স্বহেতৌ লীয়েত [ইতি বস্তুস্থিতিঃ], নতু প্রাণাদিকে। [যতঃ] প্রাণাদিকঃ হেতুঃ গৌণঃ। [প্রাণমনসোস্তু মৃদ্ঘটয়োরিব ন মুখ্যঃ উপাদানোপাদেয়ভাবঃ অস্তি, কিন্তু উক্তপ্রকারেণ সম্বন্ধপরম্পরয়া। নহি প্রাণাদিকে উপাদানে কার্য্যস্য লয়ং কচিৎ পশ্যামঃ। নহি অবয়য়োঃ উপাদানোপাদেয়ত্বমাত্রেণ তদ্বিকারয়োঃ অপি উপাদানোপাদেয়ভাবঃ যুক্তঃ, হিমঘটয়োঃ তদদর্শনাৎ ইতি ভাবঃ]। ততঃ [মুখ্যপ্রাণে] ধিয়ঃ বৃত্তিলয়ঃ [দ্রষ্টব্যঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—["মন প্রাণে বিলীন হয়", এই বাক্য এখানে বিষয়। মনকে অবলম্বনকরতঃ পূর্ব্বের ন্যায় দুইপ্রকার ব্যুৎপত্তি (—'ইহার দ্বারা মনন করা হয়', এই অর্থে করণবাচ্যে 'অস্

এবং 'মননক্রিয়াই মন', এই অর্থে ভাববাচ্যে 'অস্' প্রত্যয়) সিদ্ধ হওয়ায় শ্রুতি ও যুক্তিবশতঃ সংশয় হয়—] মন স্বয়ং মুখ্যপ্রাণে বিলীন হয়, অথবা বৃত্তির দ্বারা ?

পূর্ব্বপক্ষ—[মনে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি প্রলীন হইলে সেই মন] নিজেই [প্রাণে বিলীন হয়] ; যেহেতু ["হে সোম্য, মন অন্নের বিকার (—কার্য্য'), এইপ্রকার শ্রুতি থাকায় 'অন্ন মনের কারণ' ; আর "প্রাণ জলের বিকার", এইপ্রকার শ্রুতি থাকায় 'জল প্রাণের কারণ'। আবার জল ও অন্নের উপাদান-উপাদেয়ভাব "জল অন্নকে সৃষ্টি করিয়াছিল", এই শ্রুতিসম্মত। এইপ্রকারে] কারণভূত অন্ন ও জলকে দ্বার করিয়া প্রাণ হয় মনের কারণ (—মনের কারণ অন্ন, অন্নের কারণ জল এবং মুখ্যপ্রাণের কারণও জল। এইভাবে মনের কারণ অন্ন এবং অন্নের কারণ ও স্বীয় কারণ জলকে দ্বার করিয়া মুখ্যপ্রাণ হয় মনের কারণ)। [এই-প্রকারে কার্য্যের স্বোপাদানে লয় সিদ্ধ হওয়ায় মনের স্বকারণভূত প্রাণে স্বরূপতঃ লয় সিদ্ধ হয়।

সিদ্ধান্ত—[উপাদান দুইপ্রকার—মুখ্য ও পরম্পরাপ্রাপ্ত। তন্মধ্যে] কার্য্য সাক্ষাৎ নিজ হেতুতে (—মুখ্য উপাদানে) লয় প্রাপ্ত হয়, [ইহাই বস্তুস্থিতি] ; কিন্তু পরম্পরাপ্রাপ্ত হেতুতে নহে। [যেহেতু] পরম্পরাপ্রাপ্ত হেতু গৌণ। [মৃত্তিকা ও ঘটের ন্যায় প্রাণ ও মনের মধ্যে মুখ্য উপাদান-উপাদেয়ভাব নাই, কিন্তু ত্বৎকথিত প্রকারে পরম্পরাসম্বন্ধে তাহা আছে। কিন্তু পরম্পরাপ্রাপ্ত উপাদানে কার্য্যের লয় আমরা কোথাও দেখিতে পাই না। জল ও অন্নের উপাদান-উপাদেয়ভাবমাত্রের দ্বারা তাহাদের [প্রাণ ও মনোরূপ] কার্য্যদ্বয়েরও উপা-দান-উপাদেয়ভাব নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ [জলের কার্য্য] হিমশিলা ও [অন্নের (—মৃত্তিকার) কার্য্য] ঘটের মধ্যে তাহা পরিদৃষ্ট হয় না, ইহাই ভাব]। সেইহেতু [মুখ্যপ্রাণে] বুদ্ধির (—মনের) বৃত্তিলয় অঙ্গীকার করিতে হইবে।

ফলভেদ—পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায়।

তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥৪।২।৩॥

পদচ্ছেদ—তৎ, মনঃ, প্রাণে, উত্তরাৎ।

সূত্রার্থ—["মনঃ প্রাণে" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি উত্তরবাক্যে কিং মনসঃ মুখ্যপ্রাণে স্বরূপ-লয়ঃ, বৃত্তিলয়ঃ বা ইতি সংশয়ে ; স্বরূপলয়ঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি-লয়াধারং] **তৎ মনঃ**—তদ্ অন্তঃকরণম্, **প্রাণে**—মুখ্যপ্রাণে [স্ববৃত্তিলয়েন এব লীয়তে, ন স্বরূপেণ]। **উত্তরাৎ**—"মনঃ প্রাণে" ইতি উত্তরাৎ বাক্যাৎ [এতদ্ অবগন্তব্যম্। সুপ্তিমৃত্যবস্থয়োঃ সবৃত্তিকে প্রাণে সত্যেব মনোবৃত্তিলয়**দর্শনাৎ** ইতি হেত্বন্বয়ঃ]।

অনুবাদ—["মন প্রাণে বিলীন হয়", এই পরবর্ত্তি বাক্যে কি মুখ্যপ্রাণে মনের স্বরূপ-লয় হয়, অথবা বৃত্তিলয় ; এইপ্রকার সংশয় হইলে 'স্বরূপলয়', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—যাবতীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তির লয়াধার] **তৎ মনঃ**—সেই অন্তঃকরণ, **প্রাণে**—মুখ্যপ্রাণে [নিজের বৃত্তিলয়দ্বারাই লীন হয়, কিন্তু স্বরূপতঃ নহে]। **উত্তরাৎ**—"মনঃ প্রাণে", এই পরবর্ত্তি বাক্য হইতে [ইহা অবগত হইতে হইবে। সুষুপ্তি ও মরণাপন্ন অবস্থাতে বৃত্তিসহ মুখ্যপ্রাণ বিদ্যমান থাকিলেও মনোবৃত্তির (—চিন্তার) বিলোপ "যেহেতু পরিদৃষ্ট হয়", এই [৪।২।১ সূত্রোক্ত] হেতুটীর অন্বয় হইবে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

সমধিগতম্ এতৎ "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি অত্র বৃত্তিসম্পত্তিবিবক্ষা ইতি।১ অথ যৎ উত্তরবাক্যং "মনঃ প্রাণে" (ঐ) ইতি, কিম্ অত্রাপি বৃত্তিসম্পত্তিঃ এব বিবক্ষ্যতে, উত বৃত্তিমৎসম্পত্তিঃ ইতি বিচিকিৎসায়াং বৃত্তিমৎসম্পত্তিঃ এব অত্র ইতি প্রাপ্তম্, শ্রুত্যনুগ্রহাৎ তৎপ্রকৃতিকত্বোপপত্তেশ্চ।২ তথাহি "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ" (ছাঃ ৬।৫।৪), ইতি অন্নযোনি মনঃ আমনন্তি,অব্‌যোনিং চ প্রাণম্।৩ "আপশ্চ অন্নম্ অসৃজন্ত (ছাঃ ৬।২।৪?) ইতি শ্রুতিঃ।৪ অতশ্চ যৎ মনঃ প্রাণে প্রলীয়তে, অন্নম্ এব তৎ অপ্সু প্রলীয়তে, 'অন্নং হি মনঃ আপশ্চ প্রাণঃ' প্রকৃতিবিকারাভেদাৎ ইতি।৫ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—তদপি আগৃহীতবাহ্যেন্দ্রিয়বৃত্তি মনঃ বৃত্তিদ্বারেণ এব প্রাণে প্রলীয়তে ইতি উক্ত-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—মন পরম্পরাপ্রাপ্ত মুখ্যপ্রাণরূপ কারণে বিলীন হয়।]

ইহা সম্যগ্‌রূপে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে", এই স্থলে [বাগাদি ইন্দ্রিয়সকলের] বৃত্তিলয় বিবক্ষিত হইয়াছে।১ অনন্তর "মন প্রাণে লীন হয়", এই যে পরবর্তী বাক্য, এই স্থলেও কি [মনের] বৃত্তির লয়ই বিবক্ষিত হইতেছে, অথবা বৃত্তিমানের (—যাহার বৃত্তি সেই মনের, স্বরূপতঃ] লয়, এইপ্রকার সংশয় হইলে ; [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] এখানে বৃত্তিমানেরই (—মনেরই) লয় প্রাপ্ত হওয়া গেল, যেহেতু শ্রুতির (—শব্দের শক্তিবৃত্তির) অনুকূলতা হয় এবং যেহেতু তাহার (—মুখ্যপ্রাণের, মনের প্রতি] উপাদানকারণতা যুক্তিসঙ্গত।২ [উপাদানকারণতা বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, "হে সোম্য, মন অন্নময় (—অন্নের কার্য্য) এবং প্রাণ আপোময় (—জলের কার্য্য"), এইপ্রকারে শ্রুতি মনকে অন্ন হইতে উৎপন্ন এবং প্রাণকে জল হইতে উৎপন্ন বলিতেছেন।৩ "আর জল অন্নকে উৎপাদন করিয়াছিল", এইপ্রকার শ্রুতিও আছে।৪ আর এইহেতু মন যে প্রাণে প্রলীন হয়, তাহা অন্নই [স্ব-উপাদানভূত] জলে প্রলীন হয়, কারণ প্রকৃতি (—উপাদানকারণ) ও বিকার (—তাহার কার্য্য) অভিন্ন হওয়ায় 'অন্নই মন এবং জলই প্রাণ' (১)।৫

[সিঃ—পরম্পরাপ্রাপ্ত উপাদানে কার্য্যের লয় সম্ভব না হওয়ায় মুখ্যপ্রাণে মনের বৃত্তি লয়ই অঙ্গীকরণীয়।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—যৎকর্তৃক বাহ্যেন্দ্রিয়বৃত্তিসকল সম্যগ্‌রূপে গৃহীত হয়, সেই মনও বৃত্তিদ্বারেই মুখ্যপ্রাণে

ভাবদীপিকা

(১) ভাব এই—"মন যে প্রাণে প্রলীন হয়, তাহা অন্নই জলে প্রলীন হয়", এই ভাষ্যকারীয় বচনের তাৎপর্য্য এই—(ক) "মন স্বীয় উপাদানকারণভূত অন্নে প্রলীন হয় এবং অন্ন স্বীয় উপাদানকারণভূত জলে প্রলীন হয়। আর কার্য্য ও উপাদান বস্তুতঃ অভিন্ন হওয়ায়

শাঙ্করভাষ্যম্

স্মাৎ বাক্যাৎ অবগন্তব্যম্।৬ তথা হি সুষুপ্সোঃ মুমূর্ষোশ্চ প্রাণবৃত্তৌ পরিস্পন্দাত্মিকায়াম্ অবস্থিতায়াং মনোবৃত্তীনাম্ উপশমঃ দৃশ্যতে।৭ ন চ মনসঃ স্বরূপাপ্যয়ঃ প্রাণে সম্ভবতি, অতৎপ্রকৃতিত্বাৎ।৮ ননু দর্শিতং মনসঃ প্রাণপ্রকৃতিত্বম্।৯ ন এতৎ সারম্, নহি ঈদৃশেন প্রাণাডিকেন তৎপ্রকৃতিত্বেন মনঃ প্রাণে সম্পত্তুম্ অর্হতি।১০ এবম্ অপি হি অন্নে মনঃ সম্পদ্যেত, অপ্সু চ অন্নম্,

ভাষ্যানুবাদ

প্রলীন হয়, ইহা ["মনঃ প্রাণে", এই] পরবর্ত্তি বাক্য হইতে অবগত হইতে হইবে।৬ ["দর্শনাৎ" (৪।২।১ সূঃ), এই হেতুটীকে এখানেও গ্রহণ করিতেছেন—] যেমন দেখ, সুষুপ্ত হইতে ইচ্ছুক এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির পরিস্পন্দনাত্মক প্রাণবৃত্তি (—শ্বাস-প্রশ্বাস) বর্ত্তমান থাকিলেও [চিন্তনরূপ] মনোবৃত্তিসকলের উপশম পরিদৃষ্ট হয়।৭ [কিন্তু মনঃশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে মনের স্বরূপতঃ বিলয়ই তো অঙ্গীকার্য্য। উত্তর—] আর মুখ্যপ্রাণে মনের স্বরূপতঃ বিলয় সম্ভব নহে, কারণ [মুখ্যপ্রাণ] তাহার প্রকৃতি (—উপাদান) নহে।৮ [শঙ্কা—] কিন্তু মনের প্রাণপ্রকৃতিকতা (—মুখ্যপ্রাণরূপ উপাদান হইতে মনের উৎপত্তি) প্রদর্শিত হইয়াছে।৯ [সমাধান—] ইহা যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু এতাদৃশ পরম্পরাপ্রাপ্ত তৎপ্রকৃতিতার (—প্রাণোপাদানতার) দ্বারা মন মুখ্যপ্রাণে সম্যগ্‌ভাবে লীন হইবে, ইহা সঙ্গত নহে (২)।১০ এইপ্রকার হইলেও (—মুখ্যপ্রাণ মনের পরম্পরাপ্রাপ্ত উপাদান হইলেও) মন [সাক্ষাৎ উপাদান] অন্নে বিলীন হইবে, আর অন্ন [সাক্ষাদুপাদান] জলে এবং [সাক্ষাদু-

ভাবদীপিকা

উপাদানকারণভূত জলই বস্তুতঃ কার্য্যভূত মুখ্যপ্রাণ। সুতরাং স্বকারণভূত অন্ন ও অন্নের কারণ জলকে দ্বার করিয়া মন জলাভিন্ন মুখ্যপ্রাণে প্রলীন হয়", ইহাই ভাব। (খ) বিষয়টীকে এইভাবেও বুঝা যায়—ঘট ও মৃত্তিকার ন্যায় কার্য্য ও উপাদানকারণ অভিন্ন পদার্থ হওয়ায় "আপোময়ঃ প্রাণঃ" (ছাঃ ৬।৫।৪), এই শ্রুতি অনুসারে কার্য্য **মুখ্যপ্রাণ**=কারণ **জল**। "আপশ্চ অন্নম্ অসৃজন্ত", এই শ্রুতি অনুসারে কারণ **জল**=কার্য্য **অন্ন**। আবার "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ" (ছাঃ ৬।৫।৪), এই বাক্য অনুসারে কারণ **অন্ন**=কার্য্য **মন**। এইভাবে জল ও অন্নকে দ্বার করিয়া পরম্পরাসম্বন্ধে মুখ্যপ্রাণ হয় মনের কারণ। অতএব স্বকারণভূত মুখ্যপ্রাণে মনের স্বরূপতঃ লয় সিদ্ধ হয়, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

(২) তাৎপর্য্য এই—স্বীয় সাক্ষাৎ উপাদানেই কার্য্যের বিলয় হয়। কিন্তু স্ব স্ব উপাদানকারণকে দ্বার করিয়া কার্য্যবস্তুসকলের পরস্পরের মধ্যে উপাদান-উপাদেয়ভাবই হয় না। যেমন ঘট ও শরাব উভয়ই মৃত্তিকার কার্য্য হইলেও তাহাদের মধ্যে উপাদান-উপাদেয়ভাব নাই। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ জল ও অন্নের (—ক্ষিতির, ছাঃ ৬।২।৪ ভাষ্য) মধ্যে উপাদান-উপাদেয়ভাব থাকিলেও তাহাদের কার্য্য যে মুখ্যপ্রাণ ও মন, তাহাদের মধ্যে উপাদান-উপাদেয় ভাব নাই। ফলে মন মুখ্যপ্রাণে লীন হইতে পারে না। ইহা স্বীকার না করিলে জলের কার্য্য হিমপিণ্ডে

শাঙ্করভাষ্যম্

অপ্সু এব চ প্রাণঃ।১১ নহি এতস্মিন্ অপি পক্ষে প্রাণভাব-পরিণতাভ্যঃ অদ্ভ্যঃ মনঃ জায়তে ইতি কিঞ্চন প্রমাণম্ অস্তি।১২ তস্মাৎ ন মনসঃ প্রাণে স্বরূপাপ্যয়ঃ।১৩ বৃত্ত্যপ্যয়ে অপি তু শব্দঃ অবকল্পতে, বৃত্তিবৃত্তিমতোঃ অভেদোপচারাৎ ইতি দর্শিতম্।১৪॥৪।২।৩॥ ইতি দ্বিতীয়ং মনোঽধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

পাদান] জলেই মুখ্যপ্রাণ বিলীন হইবে। [মুখ্যপ্রাণে তো মন বিলীন হইবে না, কারণ তাহা মনের সাক্ষাৎ উপাদান নহে।১১ কিন্তু প্রাণাকারে পরিণামপ্রাপ্ত জলই মনোরূপে অবস্থিত অন্নাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হওয়ায় প্রাণ ও মনের মধ্যে সাক্ষাৎ উপাদান-উপাদেয়ভাব তো আছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] দেখ, এই পক্ষেও প্রাণরূপে পরিণত জল হইতে মন উৎপন্ন হয়, এই বিষয়ে কোনপ্রকার প্রমাণ নাই।১২ সেইহেতু (—মুখ্যপ্রাণ ও মনের মধ্যে সাক্ষাৎ উপাদান-উপাদেয়ভাব না থাকায়) মুখ্যপ্রাণে মনের স্বরূপতঃ লয় হয় না।১৩ [আচ্ছা, তাহা হইলে 'মন' এই শব্দটীর সঙ্গতি কিপ্রকারে হইবে ? কারণ উক্তশব্দের শক্তিবৃত্তিতে মনই স্বরূপতঃ গৃহীত হয়। উত্তর—] কিন্তু [মনের] বৃত্তির লয় হইলেও ['মন' এই]শব্দ সঙ্গত হইতেছে, কারণ বৃত্তি ও বৃত্তিমানের মধ্যে অভেদোপচার (—লাক্ষণিকার্থে একই শব্দের প্রয়োগ) হইয়া থাকে (১৩৪ পৃঃ ২ ভাবদীঃ), ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে।১৪॥৪।২।৩॥

মনোঽধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

৩। অধ্যক্ষাধিকরণম্। [৪-৬ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—উৎক্রান্তিকালে মুখ্যপ্রাণের জীবে লয়ানন্তর (—জীবোপাধি অন্তঃকরণে নিব্যাপার হইয়া অবস্থিতির পর) জীবসহ তেজে (—পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতসূক্ষ্মে, অর্থাৎ লিঙ্গশরীরের আশ্রয়ভূত সূক্ষ্মশরীরে, ১১৮৪০ পৃঃ এবং ৪।২।৫ অধিঃ ৪ ভাবদীঃ দ্রঃ) অবস্থান।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে মুখ্যপ্রাণে মনের বৃত্তিলয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। "প্রাণঃ তেজসি" (ছাঃ ৬।৮।৬), এইপ্রকার শ্রুতি থাকায় প্রস্তাবিত অধিকরণে তদ্রূপ তেজে মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিলয় স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ভাবদীপিকা

মৃত্তিকার কার্য্য ঘটের লয় স্বীকার করিতে হইবে; দৃষ্টবিরোধবশতঃ ইহা সর্ব্বথা অসঙ্গত। অতএব স্বীয় উপাদান অন্ন এবং অন্নের উপাদান জলকে দ্বার করিয়া মন জলের কার্য্য মুখ্যপ্রাণে লীন হইবে, যুক্তিবিরোধবশতঃ ইহা সঙ্গত নহে। এক্ষণে মন ও মুখ্যপ্রাণের মধ্যে পরম্পরাপ্রাপ্ত কার্য্যকারণভাব অঙ্গীকার করিয়াও মুখ্যপ্রাণে মনের স্বরূপতঃ লয় নিরাকরণ করিতেছেন—**এবম্**—'এইপ্রকার' ইত্যাদি (১১ বাক্য)। মনোঽধিকরণ সমাপ্ত।

ন্যায়মালা

অসোর্ভূতেষু জীবে বা লয়ো, ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ।
স প্রাণস্তেজসীত্যাহ ন তু জীব ইতি ক্বচিৎ॥
এবমেবেমমাত্মানং প্রাণা যন্তীতি চ শ্রুতেঃ।
জীবে লীত্বা সহৈতেন পুনর্ভূতেষু লীয়তে॥

অন্বয়—অসোঃ ভূতেষু জীবে বা লয়ঃ ? ভূতেষু তৎ-শ্রুতেঃ। সঃ "প্রাণঃ তেজসি", ইতি আহ, জীবে ইতি তু ন ক্বচিৎ। "এবম্ এব ইমম্ আত্মানং প্রাণাঃ যন্তি" ইতি চ শ্রুতেঃ জীবে লীত্বা এতেন সহ পুনঃ ভূতেষু লীয়তে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["প্রাণঃ তেজসি" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি শ্রুতিঃ অত্র বিষয়ঃ। "প্রাণঃ তেজসি", তথা "ইমম্ আত্মানম্ অন্তকালে সর্ব্বে প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি" (বৃঃ ৪।৩।৩৮), ইতি শ্রুতিদ্বয়দর্শনাৎ ভবতি সংশয়ঃ—] অসোঃ [তেজঃ আদিষু] ভূতেষু, জীবে বা লয়ঃ [স্যাৎ] ?

পূর্ব্বপক্ষ—[অন্তর্লীনৈকাদশেন্দ্রিয়বৃত্তিকস্য মুখ্যপ্রাণস্য তেজোবন্নেষু] ভূতেষু [বৃত্ত্যা প্রবিলয়ঃ ভবতি। কুতঃ ?] তৎ-শ্রুতেঃ। [ননু কা সা শ্রুতিঃ ? অতঃ আহ—] সঃ "প্রাণঃ তেজসি" ইতি আহ। জীবে [লয়ঃ] ইতি তু ন ক্বচিৎ [শ্রূয়তে]।

সিদ্ধান্ত—["যথা রাজানং প্রয়িয়াসন্তম্ উগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যঃ অভিসমায়ন্তি"] "এবম্ এব ইমম্ আত্মানং [অন্তকালে সর্ব্বে] প্রাণাঃ 'যন্তি' (বৃঃ ৪।৩।৩৮), ইতি চ শ্রুতেঃ [অন্তর্লীনৈকাদশেন্দ্রিয়বৃত্তিকস্য প্রাণস্য জীবে লয়ঃ ভবতি। নচ "প্রাণঃ তেজসি" ইতি শ্রুত্যা বিরোধঃ। প্রথমতঃ] জীবে লীত্বা [পশ্চাৎ] এতেন [জীবেন] সহ পুনঃ [তেজঃআদিষু] ভূতেষু লীয়তে [ইতি ব্যাখ্যাতুং শক্যত্বাৎ। তস্মাৎ মুখ্যপ্রাণঃ প্রথমতঃ জীবে লয়ং প্রাপ্য পশ্চাৎ তদ্দ্বারা ভূতেষু লীয়তে ইতি সর্ব্বম্ অবদাতম্]।

অনুবাদ

সংশয়—["মুখ্যপ্রাণ তেজে লয়প্রাপ্ত হয়", এই শ্রুতি এখানে বিষয়। "প্রাণ তেজে লয়প্রাপ্ত হয়" এবং "মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়সকল এই আত্মার অভিমুখে আগমন করে", এইপ্রকার শ্রুতিদ্বয় পরিদৃষ্ট হওয়ায় সংশয় হইতেছে—] মুখ্যপ্রাণের [তেজঃ প্রভৃতি] ভূতসকলে লয় হয়, অথবা জীবে ?

পূর্ব্বপক্ষ—[যাহার মধ্যে একাদশটী ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি লীন হইয়াছে, সেই মুখ্যপ্রাণের তেজঃ জল ও ক্ষিতিরূপ] ভূতসকলে [বৃত্তিদ্বারা প্রবিলয় হয়। তাহাতে প্রমাণ কি ? উত্তর—] যেহেতু শ্রুতিতে সেইপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে। আচ্ছা, সেই শ্রুতি কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] তিনি (—উদ্দালক আরুণি) "প্রাণ তেজে লীন হয়", ইহা বলিতেছেন। জীবে [লয়] হয়, ইহা কিন্তু কোন স্থলে শ্রুত হইতেছে না।

সিদ্ধান্ত—আর ["যেমন উগ্রগণ (—যোদ্ধৃগণ), প্রত্যেনসগণ (—তস্করাদিকে দণ্ডদানকারিগণ), সূতগণ ও গ্রামনেতৃগণ গমনোদ্যত রাজার চতুর্দ্দিকে সমবেত হয়"], "এইপ্রকারেই [অন্তকালে] এই আত্মার অভিমুখে সকল প্রাণ গমন করে", এইপ্রকার শ্রুতি থাকায় [যাহার মধ্যে একাদশটী ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বিলীন হইয়াছে, সেই মুখ্যপ্রাণের জীবে লয় হয়। তাহাতে "প্রাণ তেজে বিলীন হয়", এই শ্রুতির সহিত বিরোধও হয় না]। যেহেতু [প্রথমতঃ] জীবে লয় প্রাপ্ত হইয়া [পরে] এই জীবের সহিত পুনরায় [তেজঃ প্রভৃতি] ভূতসকলে

লয় প্রাপ্ত হয়, [এইপ্রকারে ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়। অতএব মুখ্যপ্রাণ প্রথমতঃ জীবে (—অঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যে) লয় প্রাপ্ত হইয়া পরে তদ্দ্বারা (—সেই জীবদ্বারা) ভূতসকলে লয় প্রাপ্ত হয় (—সূক্ষ্মশরীরকে আশ্রয় করে), এইপ্রকারে সর্ব্ব বিষয়ই হইল শুদ্ধ (—অবিরুদ্ধ)।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, তেজঃশব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণীয়। সিদ্ধান্তে—ভূতোপহিত জীবরূপ লাক্ষণিকার্থ গ্রহণীয়।

সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥৪।২।৪॥

পদচ্ছেদ—সঃ, অধ্যক্ষে, তদুপগমাদিভ্যঃ।

সূত্রার্থ—["প্রাণস্তেজসি" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি উত্তরবাক্যে কিং প্রাণস্য লয়ঃ তেজসি, উত "আত্মানম্ অন্তকালে···প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি" (বৃঃ ৪।৩।৩৮), ইতি শ্রুত্যনুসারেণ জীবে ইতি সংশয়ে ; 'তেজসি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **সঃ**—মুখ্যপ্রাণঃ, **অধ্যক্ষে**—কার্য্যকরণসংঘাতস্বামিনি জীবে [নিবৃত্তবৃত্তিঃ সন্ অবতিষ্ঠতে। কুতঃ ?] **তদুপগমাদিভ্যঃ**—তং জীবং প্রতি উপগমানুগমনাবস্থানশ্রুতিভ্যঃ। [তথাহি—"আত্মানম্ অন্তকালে···· প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি" (বৃঃ ৪।৩।৩৮) ইতি উপগমশ্রুতিঃ ; "তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি" (বৃঃ ৪।৪।২) ইতি অনুগমশ্রুতিঃ ; "সবিজ্ঞানঃ ভবতি" (বৃঃ ৪।৪।২) ইতি চ অবস্থান-শ্রুতিঃ ; তেভ্যঃ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—["মুখ্যপ্রাণ তেজে বিলীন হয়", এই পরবর্ত্তী বাক্যে কি প্রাণের তেজে লয় বর্ণিত হইয়াছে, অথবা "অন্তকালে প্রাণসকল আত্মার অভিমুখে আগমন করে", এই শ্রুত্যনুসারে জীবে তাহার লয় হয়, এইপ্রকার সংশয় হইলে ; 'তেজে বিলীন হয়', ইহা পূর্ব্ব-পক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **সঃ**—সেই মুখ্যপ্রাণঃ, **অধ্যক্ষে**—দেহেন্দ্রিয়সংঘাতের অধি-পতি জীবে [নিবৃত্তবৃত্তি হইয়া অবস্থান করে। তাহাতে প্রমাণ কি ? উত্তর—] **তদুপগমা-দিভ্যঃ**—যেহেতু সেই জীবের প্রতি উপগমন, অনুগমন ও [তাহাতে] অবস্থানবোধক শ্রুতিবাক্যসকল আছে। [তাহারা এই—"অন্তকালে প্রাণসকল আত্মার অভিমুখে আগমন করে", ইহা উপগমন (—অভিমুখে আগমনবোধক) শ্রুতিবাক্য ; তিনি (—জীব) উৎক্রমণ করিলে মুখ্যপ্রাণ তাঁহার অনুগমনকরতঃ উৎক্রমণ করে", ইহা অনুগমনবোধক শ্রুতিবাক্য এবং "বিশেষ বিজ্ঞানবান্ হন্", ইহা [প্রাণের জীবমধ্যে, অর্থাৎ লিঙ্গশরীরান্তঃপাতি জীবোপাধি অন্তঃকরণে] অবস্থানবোধক শ্রুতিবাক্য ; যেহেতু সেইসকল হেতু আছে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্থিতম্ এতৎ যস্য যতঃ ন উৎপত্তিঃ তস্য তস্মিন্ বৃত্তিপ্রলয়ঃ, ন স্বরূপপ্রলয়ঃ ইতি ।১ ইদম্ ইদানীং "প্রাণঃ তেজসি" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি অত্র চিন্ত্যতে—কিং যথাশ্রুতি প্রাণস্য তেজসি এব বৃত্ত্যুপ-সংহারঃ, কিংবা দেহেন্দ্রিয়পঞ্জরাধ্যক্ষে জীবে ইতি ? ২ তত্র

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—তেজেই মুখ্যপ্রাণবৃত্তির লয় অঙ্গীকরণীয়।]

ইহা স্থির হইল—যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি না হয়, তাহাতে তাহার বৃত্তির প্রলয় হয়, স্বরূপের প্রলয় নহে।১ এক্ষণে "প্রাণ তেজে লয়প্রাপ্ত হয়", এই স্থলে ইহা বিচার করা হইতেছে—শ্রুতিবর্ণিতপ্রকারে কি তেজেই মুখ্যপ্রাণের

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রুতেঃ অনতিশঙ্ক্যত্বাৎ প্রাণস্য তেজসি এব সম্পত্তিঃ স্যাৎ, অশ্রুতকল্পনায়াঃ অন্যায্যত্বাৎ ইতি ।৩ এবং প্রাপ্তে প্রতিপাদ্যতে 'সঃ অধ্যক্ষে' ইতি ।৪ সঃ প্রকৃতঃ প্রাণঃ অধ্যক্ষে অবিদ্যাকর্ম্মপূর্ব্ব-প্রজ্ঞোপাধিকে বিজ্ঞানাত্মনি অবতিষ্ঠতে ।৫ তৎপ্রধানা প্রাণ-

ভাষ্যানুবাদ

বৃত্তির উপসংহার (—লয়, সঙ্কোচ) হয়, অথবা শরীর ও ইন্দ্রিয়রূপ পিঞ্জরের অধ্যক্ষ জীবে ? ২ সেই বিষয়ে [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] শ্রুতি অতিশয় শঙ্কার যোগ্য না হওয়ায় [এবং] যাহা শ্রুতিতে বর্ণিত হয় নাই, তাহার কল্পনা অন্যায্য হওয়ায় তেজেই মুখ্যপ্রাণের [বৃত্তি-] লয় হইবে (১) ।৩

[সিঃ—উপগমনাদি শ্রুতির বলে জীবাত্মাতে মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিলয় (—জীবোপাধিভূত অন্তঃকরণে নির্ব্যাপার হইয়া অবস্থিতি) অঙ্গীকরণীয় ।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে প্রতিপাদন করা হইতেছে—"সঃ অধ্যক্ষে" ইত্যাদি।৪ [ইহার ব্যাখ্যা—] তাহা, অর্থাৎ প্রস্তাবিত মুখ্যপ্রাণ অবিদ্যা (—মূলাজ্ঞান, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ-] কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা (—জন্মান্তরীয় সংস্কার) যাহার উপাধি, সেই অধ্যক্ষ বিজ্ঞানাত্মাতে (—জীবে, অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যে) অবস্থান করে।৫ অর্থাৎ [প্রাণাপানাদি] মুখ্যপ্রাণবৃত্তি তৎপ্রধান হয় (—জীবাত্মপ্রধান হয়, জীবাধীন

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—পূর্ব্বাধিকরণদ্বয়ে প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে তেজ হইতে মুখ্যপ্রাণের উৎপত্তি না হওয়ায় তাহাতে তাহার স্বরূপলয় হয় না, পরন্তু তাহার প্রাণ ও অপানাদি বৃত্তিরই তেজে লয় হয়, ইহা স্বীকার্য্য ; অশ্রুত হওয়ায় জীবে নহে ; কারণ ১। "তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি" (বৃঃ ৪।৪।২) ইত্যাদি বাক্যে জীবের উৎক্রমণের অনন্তর মুখ্যপ্রাণের তাহা বর্ণিত হওয়ায় মৃত্যুকালে জীব ও মুখ্যপ্রাণের পৃথগ্ভাবে অবস্থিতিই অবগত হওয়া যায়। আর ২। "সর্ব্বে প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি" (বৃঃ ৪।৩।৩৮) ইত্যাদি বাক্যে ইন্দ্রিয়সকলেরই জীবাভিমুখে গমন বর্ণিত হইয়াছে, মুখ্যপ্রাণের নহে ; সুতরাং জীবে মুখ্যপ্রাণলয়ের প্রসঙ্গই উঠে না। আবার ভূতবিশেষবাচী তেজঃশব্দে জীবগ্রহণের সম্ভাবনাও নাই। ৩। "সবিজ্ঞানো ভবতি" (বৃঃ ৪।৪।২) ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে বিজ্ঞানশব্দের [বি+জ্ঞা+ভাববাচ্যে অনট্] ভাবব্যুৎপত্তিবলে মৃত্যুকালে জীব ভাবিজন্মবিষয়ক জ্ঞানবান্ হয়, ইহাই অবগত হওয়া যায়, জীব ও মুখ্যপ্রাণের সহাবস্থিতি নহে। আর ৪। "প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি" (বৃঃ ৪।৩।৩৮) ইত্যাদি উপগমনাদিবোধক বাক্যসকলকে যদি মুখ্যপ্রাণের জীবাত্মার প্রতি উপগমনাদির (সূত্রার্থ দ্রঃ) প্রতিপাদকরূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলেও মুখ্যপ্রাণবৃত্তি প্রথমতঃ তেজে লয় প্রাপ্ত হয়, অনন্তর তেজোদ্বারে জীবের নিকট গমন করে, অর্থাৎ জীবে বিলীন হয়, ইহাই স্বীকার করা উচিত ; কারণ মৃত্যুকালে প্রাণবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে তদনন্তর শরীরের তেজ (—উষ্ণতা) অপগত হয়, ইহা লোকানুভবসিদ্ধ। অতএব তেজেই মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিলয় অঙ্গীকার্য্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

বৃত্তিঃ ভবতি ইত্যর্থঃ।৬ কুতঃ? ৭ তদুপগমাদিভ্যঃ।৮ "এবম্ এব ইমম্ আত্মানম্ অন্তকালে সর্ব্বে প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি যত্র এতৎ উর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি", (বৃঃ ৪।৩।৩৮) ইতি হি শ্রুত্যন্তরম্ অধ্যক্ষোপগামিনঃ সর্ব্বান্ প্রাণান্ অবিশেষেণ দর্শয়তি।৯ বিশেষেণ চ "তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি", (বৃঃ ৪।৪।২) ইতি পঞ্চবৃত্তেঃ প্রাণস্য অধ্যক্ষানুগামিতাং দর্শয়তি।১০ তদনুবৃত্তিতাং চ ইতরেষাম্ "প্রাণম্ অনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি", (বৃ ৪।৪।২) ইতি।১১ "সবিজ্ঞানঃ ভবতি" (বৃঃ ৪।৪।২) ইতি চ অধ্যক্ষস্য অন্তর্বিজ্ঞানবত্ত্বপ্রদর্শনেন তস্মিন্ অপীতকরণগ্রামস্য প্রাণস্য

ভাষ্যানুবাদ

হয়, অর্থাৎ নির্ব্যাপার হইয়া জীবোপাধি অন্তঃকরণে অবস্থান করে), ইহাই ভাব।৬ তাহাতে প্রমাণ কি ? ৭ [উত্তর—] তাহার (—জীবের) উপগমন (—অভিমুখে আগমন) ইত্যাদি হেতুসকল হইতে 'ইহা অবগত হওয়া যায়'।৮ [সেই শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু "মৃত্যুকালে যখন এইপ্রকার উর্ধ্বশ্বাসযুক্ত হয়, তখন এইপ্রকারেই (—রাজভৃত্যগণের রাজার অভিমুখে আগমনের ন্যায়ই) প্রাণসকল (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকল) এই [জীব-] আত্মার অভিমুখে আগমন করে", ইত্যাদি অন্য শ্রুতি অধ্যক্ষের (—দেহেন্দ্রিয়াধিপতি জীবের) অভিমুখে আগমনকারী সকল প্রাণকে অবিশেষভাবে প্রদর্শন করিতেছেন।৯ [সূত্রস্থ আদিশব্দসূচিত অনুগমনাদিবোধক শ্রুতিবাক্য প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "তিনি (—জীব) উৎক্রান্ত (—উৎক্রমণোদ্যত) হইলে তাঁহাকে অনুগমনকরতঃ মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণ করে", এইরূপে [শ্রুতি] পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক মুখ্যপ্রাণের জীবানুগামিতাকে প্রদর্শন করিতেছেন।১০ আর "মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণ করিলে (—উৎক্রমণোদ্যত হইলে) তাহাকে অনুসরণকরতঃ সকল প্রাণ (—ইন্দ্রিয়) উৎক্রমণ করে", এইপ্রকারে [শ্রুতি] অপর [প্রাণ-] সকলের তাহার (—মুখ্যপ্রাণের) অনুবৃত্তিতাকে (—অনুগামিতাকে) প্রদর্শন করিতেছেন।১১ [সূত্রস্থ 'আদি' শব্দের দ্বারা গৃহীত মুখ্যপ্রাণের জীবে অবস্থানবোধক শ্রুতিবাক্য প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "বিশেষ বিজ্ঞানযুক্ত (—ভাবি জন্মে প্রাপ্তব্য ভোগ্যবিষয়ে উদ্ভূতসংস্কারযুক্ত) হন", ইহা (—এই শ্রুতি) অধ্যক্ষের (—জীবের) আভ্যন্তর জ্ঞানযুক্ততা প্রদর্শনদ্বারা, ইন্দ্রিয়সকল যাহাতে বিলীন হইয়াছে, সেই মুখ্যপ্রাণের তাহাতে (—অধ্যক্ষে) অবস্থান জ্ঞাপন করিতেছেন (২)।১২ [শঙ্কা—] কিন্তু "প্রাণ তেজে বিলীন হয়", ইহা

ভাবদীপিকা

(২) এই স্থলে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—"বিজ্ঞায়তে অনেন" (বি+জ্ঞা+করণবাচ্যে অনট্), এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিবলে যে বিজ্ঞানশব্দটী লব্ধ হয়, তাহার অর্থ—'করণসমূহ'।

শাঙ্করভাষ্যম্

অবস্থানং গময়তি। ১২ ননু "প্রাণঃ তেজসি" ইতি শ্রূয়তে কথং প্রাণঃ অধ্যক্ষে ইতি অধিকাবাপঃ ক্রিয়তে। ১৩ নৈষঃ দোষঃ, অধ্যক্ষপ্রধানত্বাৎ উৎক্রমণাদি ব্যবহারস্য, শ্রুত্যন্তরগতস্যাপি চ বিশেষস্য অপেক্ষণীয়ত্বাৎ ।১৪॥৪।২।৪॥

ভাষ্যানুবাদ

শ্রুত হইতেছে; [সুতরাং] প্রাণ অধ্যক্ষে (—শরীরেন্দ্রিয়াধিপতি জীবে) লীন হয়, এই [অশ্রুত] অধিক বিষয়ের গ্রহণ কেন করা হইতেছে ? ১৩ [সমাধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু উৎক্রমণাদিরূপ ব্যবহার অধ্যক্ষপ্রধান (—জীবাধীন, জীবেরই উৎক্রমণ হয়, প্রাণাদি তাহার ভোগসাধনভূত সহকারিমাত্র) এবং যেহেতু ["ইমম্ আত্মানম্ অন্তকালে সর্ব্বে প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি" (বৃঃ ৪।৩।৩৮), এই] অন্য শ্রুতিগত বিশেষও অপেক্ষণীয় (৩) ।১৪॥৪।২।৪॥

ভাবদীপিকা

যেহেতু করণসকলের (—ইন্দ্রিয়সকলের) দ্বারাই জীবের জ্ঞানোৎপত্তি হয়। ইন্দ্রিয়গণ কিন্তু মুখ্যপ্রাণের সাহচর্য্যাভাবে জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ নহে, এমন কি মুখ্যপ্রাণরূপ আশ্রয় ব্যতিরেকে তাহারা জীবশরীরে অবস্থানই করিতে পারে না (বৃঃ ৬।১।১৩)। সেইহেতু অর্থাপত্তিবলে উক্ত ৩। 'বিজ্ঞানশব্দ' হইতেই জীবের সহিত পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক মুখ্যপ্রাণের অবস্থিতিকে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। (ন্যায়নির্ণয় দ্রঃ)। **পূর্ব্বপক্ষীর** অন্যান্য যুক্তিগুলির (১ ভাবদীঃ) বিরুদ্ধে **সিদ্ধান্তী** বলেন—২। "সর্ব্বে প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি" (বৃঃ ৪।৩।৩৮) ইত্যাদি বাক্যে যদিও ইন্দ্রিয়সকলেরই জীবাভিমুখে গমন সাক্ষাদ্ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে; তাহা হইলেও উৎক্রান্তিকালে মনোদ্বারে মুখ্যপ্রাণে লীনবৃত্তি (৪।২।২ অধিঃ) ইন্দ্রিয়সকলের পক্ষে মুখ্য-প্রাণকে অবলম্বন না করিয়া জীবাভিমুখে গমন সম্ভব না হওয়ায় অর্থাপত্তিবলে মুখ্যপ্রাণের জীবাভিমুখে গমনকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব উক্ত শ্রুতিবলেই মুখ্যপ্রাণের জীবে (—তদুপাধি অন্তঃকরণে) লয় অঙ্গীকার্য্য। আর ১। "তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি" (বৃঃ ৪।৪।২) ইত্যাদি বাক্যে প্রথমতঃ জীবের পৃথগ্‌ভাবে উৎক্রমণ এবং তদনন্তর তাহাকে অনুগমনকরতঃ মুখ্যপ্রাণের উৎক্রমণ প্রতিভাত হইলেও মুখ্যপ্রাণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল জীবের উৎক্রমণ সম্ভব নহে; কারণ "তদ্‌গুণসারত্বাৎ" (২।৩।২৯) ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে উপাধিভূত বুদ্ধি ও প্রাণাদিসমন্বিত লিঙ্গশরীরের উৎক্রমণ ব্যতিরেকে ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং সর্ব্বগত জীবের উৎক্রমণ সম্ভব নহে। আবার "সহোৎক্রামতঃ" (কৌঃ ৩।৪)—'জীব ও মুখ্যপ্রাণ একসঙ্গে উৎক্রমণ করে' এবং "কস্মিন্ নু অহম্ উৎক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি" (প্রশ্নঃ ৬।৪), এইপ্রকার মুখ্যপ্রাণ ও জীবের সহোৎক্রমণবোধক স্পষ্ট শ্রুতিবাক্যসকলও আছে। অতএব মৃত্যুকালে জীব ও মুখ্যপ্রাণের পৃথগবস্থিতি উক্ত বৃঃ ৪।৪।২ শ্রুতিবাক্য হইতে সিদ্ধ হয় না। আর দেখ, "প্রাণম্ অনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি" (বৃঃ৪।৪।২), ইত্যাদি বাক্যে প্রথমে মুখ্যপ্রাণের ও তদনন্তর তাহাকে অনুগমনকরতঃ সর্ব্ব প্রাণের (—ইন্দ্রিয়ের) উৎক্রমণ প্রতিভাত হইলেও, তাদৃশ অর্থ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে; কারণ মুখ্যপ্রাণে লীনবৃত্তি

শাঙ্করভাষ্যম্—কথং তর্হি "প্রাণঃ তেজসি" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি শ্রুতিঃ ইতি? অত আহ—

ভাষ্যানুবাদ—[শঙ্কা—] আচ্ছা, তাহা হইলে "মুখ্যপ্রাণ তেজে বিলীন হয়", এই শ্রুতি কেন (৪)? এইপ্রকার সংশয় হওয়ায় [সিদ্ধান্তী] বলিতেছেন—

ভাবদীপিকা

মন ও ইন্দ্রিয়সকলের (৪।২।২ অধিঃ) মুখ্যপ্রাণকে পরিত্যাগ করতঃ পৃথগ্‌ভাবে উৎক্রমণ সম্ভব নহে। সেইহেতু এই স্থলে 'অনু'-শব্দে মন ও ইন্দ্রিয়গণের মুখ্যপ্রাণাধীনতামাত্র বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। এইপ্রকারে প্রস্তাবিত "তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি" (বৃঃ ৪।৪।২), ইত্যাদি বাক্যেও 'অনুশব্দে' মুখ্যপ্রাণের জীবাধীনতামাত্র বিবক্ষিত হওয়ায় তাহা সিদ্ধান্তীর প্রতিকূল নহে। অতএব জীব ও মুখ্যপ্রাণের পৃথগবস্থিতি সম্ভব না হওয়ায় উপগমন (—অভিমুখে আগমন), অনুগমন ও অবস্থানবোধক শ্রুতিবাক্যসকলের বলে উৎক্রমণকালে অন্তর্লীনেন্দ্রিয়বৃত্তি মুখ্যপ্রাণ অর্থাৎ পঞ্চপ্রাণ, মন বুদ্ধি ও দশটী ইন্দ্রিয়সমন্বিত লিঙ্গশরীর (২।৭৫১ পৃঃ। জীবকে —জীবোপাধি অন্তঃকরণকে) আশ্রয় করে, অর্থাৎ অন্তঃকরণে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে ইহাই সিদ্ধ হয়। (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ দ্রঃ)।

(৩) **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই যদিও "প্রাণঃ তেজসি" (ছাঃ ৬।৮।৬) এই শ্রুতিতে মুখ্যপ্রাণের তেজে লয় স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইলেও ৩।৩।১ সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণন্যায়বলে সকল শাখা হইতে অবিরুদ্ধ বিষয়সকল গ্রহণীয় হওয়ায় এবং অন্য শ্রুতির আলোচনাদ্বারা মুখ্যপ্রাণের জীবাশ্রয়তা নিশ্চিত হওয়ায় তাহার জীবে লয় অঙ্গীকৃত হইতেছে। **শঙ্কা**—কিন্তু "প্রাণঃ তেজসি" এই শ্রুতি অনুসারে মুখ্যপ্রাণ তেজে লয়প্রাপ্ত হইয়া তেজোদ্বারে জীবে বিলীন হয়, ইহা অঙ্গীকার করিলেও তো সর্ব্বশাখাস্থ শ্রুতির প্রামাণ্য রক্ষিত হয়। **সমাধান**—৪। তেজের যদি জীবে লয় সম্ভব হইত, তাহা হইলে উক্ত প্রক্রিয়া অঙ্গীকার করা চলিত। তেজের কিন্তু জীবে লয় সম্ভবই নহে; কারণ তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ পরমাত্মাতে বিলীন হয়, ইহাই তেজের শ্রুতিসম্মত লয়ক্রম। **শঙ্কা**—কিন্তু তোমাদের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা তো অভিন্ন; সুতরাং তেজের যে উক্তপ্রকারে পরমাত্মাতে লয়, তাহা বস্তুতঃ জীবাত্মাতেই লয়, ইহা গৌণভাবে অঙ্গীকারে কোন দোষ হয় না। **সমাধান**—দোষ অবশ্যই হয়। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—জীবাত্মাতে যে তেজের লয়, তাহা (১) সাক্ষাদ্ভাবে হয়, অথবা (২) ব্যবহিতভাবে? **প্রথম পক্ষ** অসঙ্গত; কারণ জীবে লয় কা কথা, পরমাত্মাতেও তেজের সাক্ষাদ্ভাবে লয় হয় না; পরন্তু বায়ু প্রভৃতিদ্বারেই তাহা হয়। **দ্বিতীয় পক্ষও** সঙ্গত নহে, কারণ তাহা হইলে তেজ ঘটে বিলীন হয়, ইহাও অঙ্গীকার্য্য হইয়া পড়ে; যেহেতু সোপাধিক দৃষ্টিতে জীবের ন্যায় ঘটও অভিন্ননিমিত্তোপাদানভূত পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। **শঙ্কা**—না, না, আমরা জীবে তেজের স্বরূপলয় অঙ্গীকার করিতেছি না; কিন্তু তেজের অনুপাদান জীবে তাহার বৃত্তিলয় অঙ্গীকার করিতেছি। **সমাধান**—তাহাও করা যায় না; কারণ "বাঙ্মনসি" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইত্যাদি শ্রুতিবলে বাগ্‌বৃত্তির মনে লয়াঙ্গীকারের ন্যায় জীবে তেজোবৃত্তির লয় অঙ্গীকারের প্রতি শ্রুত্যাদি কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং জীবে তেজের বৃত্তিলয়ও অঙ্গীকার করা যায় না (ভামতী ও পরিমল

ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ ॥৪।২।৫॥

সূত্রার্থ—[যদ্যপি মুখ্যপ্রাণস্য তেজসি অব্যবধানেন লয়ঃ শ্রুতঃ, তথাপি উভয়শ্রুত্যনুগ্রহায় মুখ্যপ্রাণঃ জীবে লীয়তে, জীবদ্বারা চ তদুপাধিভূতেষু] **ভূতেষু**—তেজঃসহিতেষু উত্তরদেহারম্ভকেষু সূক্ষ্মাত্মনা বিদ্যমানেষু পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতেষু [লীয়তে ইতি অবগন্তব্যম্। কুতঃ ?] **তৎ-শ্রুতেঃ**—"প্রাণঃ তেজসি" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি শ্রুতেঃ, [উপগমাদি-শ্রুত্যন্তরানুসারাৎ চ। এবং চ মুখ্যপ্রাণস্য উপহিতজীবপ্রাপ্তৌ তদুপাধিতেজআদিভূতপ্রাপ্তেঃ অর্থসিদ্ধত্বাৎ "প্রাণঃ তেজসি" ইতি শ্রুত্যুপপত্তিঃ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[যদিও মুখ্য প্রাণের অব্যবহিতভাবে তেজে লয় শ্রুত হইয়াছে, তথাপি [উপগমনাদি, বৃঃ ৪।৩।৩৮ এবং প্রস্তাবিত ছাঃ ৬।৮।৬, এই] উভয় শ্রুতির অনুকূলতার জন্য মুখ্যপ্রাণ জীবে লীন হয় এবং জীবদ্বারা তাহার উপাধিভূত **ভূতেষু**—পরবর্ত্তী দেহের উৎপাদক সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান তেজঃ সহিত পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতে (৩।১।১ অধিঃ এবং ১।৮৪০ পৃঃ ১৭ ভাবদীঃ দ্রঃ) লীন হয়, ইহা অবগত হইতে হইবে। তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **তৎ-শ্রুতেঃ**—যেহেতু "প্রাণ তেজে বিলীন হয়", এই প্রকার শ্রুতি আছে ; [এবং যেহেতু উপগমনাদিবোধক শ্রুত্যন্তরও আছে। আর এইপ্রকারে মুখ্যপ্রাণ [অন্তঃকরণরূপ] উপাধি-যুক্ত জীবকে প্রাপ্ত হইলে তাহার (—সোপাধিক জীবের, অন্য] উপাধিভূত তেজঃ প্রভৃতি ভূতপ্রাপ্তি অর্থতঃ সিদ্ধ হওয়ায় "প্রাণঃ তেজসি", এই শ্রুতির উপপত্তি হইল, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

সঃ প্রাণসম্পৃক্তঃ অধ্যক্ষঃ তেজঃসহচরিতেষু ভূতেষু দেহবীজভূতেষু সূক্ষ্মেষু অবতিষ্ঠতে ইতি অবগন্তব্যম্, "প্রাণঃ তেজসি" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি শ্রুতেঃ।১ ননু চ ইয়ং শ্রুতিঃ প্রাণস্য তেজসি স্থিতিং দর্শয়তি, ন প্রাণসম্পৃক্তস্য অধ্যক্ষস্য।২ নৈষঃ দোষঃ, "সঃ অধ্যক্ষে" (৪।২।৪) ইতি অধ্যক্ষস্যাপি অন্তরালে উপ-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—মুখ্যপ্রাণাশ্রয়ভূত অন্তঃকরণোপহিত জীবের দেহবীজভূত তেজঃসংকৃত পঞ্চীকৃতভূতসূক্ষ্মপঞ্চকে অবস্থিতি।]

সেই মুখ্যপ্রাণসংযুক্ত (—লিঙ্গশরীরযুক্ত) জীব [ভাবি-] দেহের বীজভূত তেজঃ-সংকৃত সূক্ষ্মভূতসকলে (—সূক্ষ্মশরীরে ১।৮৪০ পৃঃ) অবস্থান করে, ইহা অবগত হইতে হইবে; যেহেতু "প্রাণ তেজে বিলীন হয়", এইপ্রকার শ্রুতি আছে।১ [শঙ্কা—] কিন্তু এই শ্রুতি মুখ্যপ্রাণের তেজে অবস্থান প্রদর্শন করিতেছেন, মুখ্যপ্রাণসংযুক্ত অধ্যক্ষের (—জীবের) 'তাহা প্রদর্শন করিতেছেন না'।২ [সমাধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু

ভাবদীপিকা

দ্রঃ)। আর পূর্ব্বপক্ষবাদী যে প্রাণবৃত্তিনিরোধের অনন্তর উষ্ণতা অপগমের কথা বলিয়াছেন (১ ভাবদীঃ ৪), তাহাও অব্যভিচারী নহে ; কারণ হিমাঙ্গাবস্থাতেও অপগততেজঃ মুমূর্ষুর শ্বাসাদিক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয়। অতএব মুখ্য প্রাণের তেজে, অথবা তেজোদ্বারে জীবে লয় স্বীকার্য্য নহে।

(৪) পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিপ্রায় এই—উপগমনাদিবোধক শ্রুতি অনুসারে না হয় মুখ্যপ্রাণের জীবে (—জীবোপাধি অন্তঃকরণে) উপসংহার হইল। কিন্তু উৎক্রমণক্রমে জীবের নিবেশ

শাঙ্করভাষ্যম্

সংখ্যাতত্বাৎ।৩ যোঽপি হি স্রুঘ্নাৎ মথুরাং গত্বা মথুরায়াঃ পাটলিপুত্রং ব্রজতি; সোঽপি স্রুঘ্নাৎ পাটলিপুত্রং যাতি ইতি শক্যতে বদিতুম্।৪ তস্মাৎ "প্রাণঃ তেজসি" ইতি প্রাণসম্পৃক্তস্য অধ্যক্ষস্য এব এতৎ তেজঃসহচরিতেষু ভূতেষু অবস্থানম্।৫।৪।২।৫।

ভাষ্যানুবাদ

"সঃ অধ্যক্ষে", এই সূত্রে [উদাহৃত বৃঃ ৪।৩।৩৮ এবং ৪।৪।২ ইত্যাদি শ্রুতিসকলের বলে] অন্তরালে (—মুখ্যপ্রাণ ও তেজের মধ্যে জীবেরও পরিগণনা (—সংগ্রহ) হইয়াছে (৫)।৩ যিনি স্রুঘ্ন [নামক অধুনা লুপ্ত নগর] হইতে মথুরাতে গমন করিয়া মথুরা হইতে পাটলিপুত্রে গমন করেন, তিনিও স্রুঘ্ন হইতে পাটলিপুত্রে গমন করেন, ইহা বলিতে পারা যায় (—মুখ্য প্রাণ জীবকে অবলম্বনকরতঃ তেজে গমন করিলেও তাহার তেজে গমনই (—অবস্থিতিই) সিদ্ধ হয়)।৪ সেইহেতু (—এইভাবে উভয় শ্রুতির সার্থকতা সিদ্ধ হওয়ায়) "প্রাণঃ তেজসি", এই স্থলে প্রাণসংযুক্ত জীবেরই (—লিঙ্গশরীর সহ অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিতচৈতন্যরূপ জীবেরই) তেজঃসহকৃত ভূতসকলে (—সূক্ষ্মশরীরে) এই অবস্থান 'বর্ণিত' হইতেছে'।৫।৪।২।৫।

শাঙ্করভাষ্যম্—কথং তেজঃসহচরিতেষু ভূতেষু ইতি উচ্যতে?১ যাবতা একম্ এব তেজঃ শ্রূয়তে "প্রাণঃ তেজসি" ইতি।২ অতঃ আহ—

ভাষ্যানুবাদ—[শঙ্কা—আচ্ছা, জীবাশ্রিত মুখ্যপ্রাণ] তেজঃসহকৃত ভূতসকলে অবস্থান করে, ইহা কিপ্রকারে কথিত হইতেছে? যেহেতু "প্রাণ তেজে বিলীন হয়", এইপ্রকারে একমাত্র তেজই শ্রুত হইতেছে।২ এইহেতু (—এইপ্রকার সংশয় হওয়ায়, সিদ্ধান্তী—] বলিতেছেন—

ভাবদীপিকা

কোথায় হইবে? তেজের পূর্ব্বে তাহার নিবেশ হইলে "প্রাণঃ তেজসি", এই শ্রুতিবলে মুখ্যপ্রাণের যে অব্যবহিতভাবে তেজে লয় অবগত হওয়া যাইতেছে, তাহা বাধিত হইয়া পড়িবে।

(৫) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—সর্ব্বশাখাস্থ শ্রুতিবাক্যের সামঞ্জস্যের জন্য জীবকে অবশ্যই কোথাও নিবেশ করিতে হইবে। যদি তাহাকে তেজের পরে নিবেশ করা হয়, তাহা হইলে তেজ জীবে বিলীন হয়, ইহা স্বীকৃত হইয়া পড়িবে, ফলে "তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" (ছাঃ ৬৮.৬). এই স্পষ্ট শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়িবে। **শঙ্কা**—কিন্তু জীবকে তেজের পূর্ব্বে নিবেশ করিলেও তো মুখ্য প্রাণ জীবে বিলীন হয় (—অন্তঃকরণে নির্ব্যাপার হইয়া অবস্থান করে) ইহা স্বীকৃত হওয়ায় "প্রাণঃ তেজসি" এই স্পষ্ট শ্রুতির বিরোধ সমানই হইয়া পড়িবে। **সমাধান**—আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ প্রতিভাত হইলেও বস্তুতঃ এই পক্ষে বিরোধ নাই, কারণ জীবকে তেজের পূর্ব্বে নিবেশ করিলে মুখ্যপ্রাণ জীবে, অর্থাৎ জীবোপাধি অন্তঃকরণে; জীব তেজে, অর্থাৎ তদুপলক্ষিত পঞ্চীকৃত ভূতসূক্ষ্মপঞ্চকে, অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীরে এবং তাদৃশ তেজ

নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি ॥৪।২।৬॥

সূত্রার্থ—[উৎক্রান্তিসময়ে] **একস্মিন্**—একস্মিন্ এব তেজসি, [জীবঃ] **ন**—ন অবতিষ্ঠতে। [কুতঃ ?] **হি**—যস্মাৎ, [উত্তরদেহস্য পাঞ্চভৌতিকত্বেন পঞ্চসু ভূতেষু তস্য অবস্থিতিঃ "পৃথিবীময়ঃ আপোময়ঃ বায়ুময়ঃ আকাশময়ঃ তেজোময়ঃ" (বৃঃ ৪।৪।৫) ইতি শ্রুতিঃ, "অণ্ব্যো মাত্রাঃ অবিনাশিন্যো দশার্দ্ধানাং তু যা স্মৃতাঃ" (মনু সং ১।২৭) ইতি স্মৃতিশ্চ] **দর্শয়তঃ**—প্রতিপাদয়তঃ। [যদ্বা ৩।১।১ 'রংহত্যধিকরণে' ব্যাখ্যাতে প্রশ্নপ্রতিবচনে ইমম্ অর্থং দর্শয়তঃ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[উৎক্রান্তিকালে] **একস্মিন্**—একমাত্র তেজেই, [জীব] **ন**—অবস্থান করে না। [কোন্ হেতুবলে বলিতেছ ? উত্তর—] **হি**—যেহেতু [ভাবী দেহ পাঞ্চভৌতিক হওয়ায় পঞ্চভূতেই তাহার অবস্থান. "ইনি পৃথিবীময় জলময় বায়ুময় আকাশময় তেজোময়", এই শ্রুতি এবং "কিন্তু দশার্দ্ধের (—পাঁচটীর, অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতের) যে অবিনাশী (—মোক্ষকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী) সূক্ষ্ম অংশসকল স্মৃত হইয়াছে", এই স্মৃতি] **দর্শয়তঃ**—প্রতিপাদন করিতেছে। [অথবা ৩।১।১ রংহত্যধিকরণে ব্যাখ্যাত প্রশ্ন ও প্রতিবচন এই অর্থকে প্রদর্শন করিতেছে, ইহাই অর্থ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন একস্মিন্ এব তেজসি শরীরান্তরপ্রেপ্সাবেলায়াং জীবঃ অবতিষ্ঠতে কার্য্যস্য শরীরস্য অনেকাত্মকত্বদর্শনাৎ।১ দর্শয়তশ্চ এতম্ অর্থং প্রশ্নপ্রতিবচনে "আপঃ পুরুষবচসঃ" (ছাঃ ৫।৩।৩) ইতি।২ তদ্ব্যাখ্যাতং "ত্র্যাত্মকত্বাৎ তু ভূয়স্ত্বাৎ" (৩।১।২) ইত্যত্র।৩ শ্রুতি-স্মৃতী চ এতম্ অর্থং দর্শয়তঃ।৪ শ্রুতিঃ "পৃথিবীময়ঃ আপোময়ঃ বায়ুময়ঃ আকাশময়ঃ তেজোময়ঃ" (বৃঃ ৪।৪।৫) ইত্যাদ্যা।৫ স্মৃতি-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শ্রুতি স্মৃতি ও ৩।১।১ রংহত্যধিকরণন্যায়বলে তেজঃশব্দে পঞ্চীকৃতভূতসূক্ষ্মপঞ্চক গ্রহণীয়।]

শরীরান্তর প্রাপ্তির ইচ্ছাকালে (—মৃত্যুকালে) একমাত্র তেজেই জীব অবস্থান করে না, যেহেতু কার্য্য [স্থূল] শরীরের অনেকাত্মকতা (—পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতাত্মকতা) পরিদৃষ্ট হয়।১ "জল পুরুষপদবাচ্য হয়", এই স্থলে প্রশ্ন ও প্রতিবচন এই অর্থকেই প্রদর্শন করিতেছে। [অতএব জীবের সূক্ষ্মশরীর (১।৮৪০ পৃঃ) পঞ্চীকৃত ভূতসূক্ষ্মপঞ্চক হইতে উৎপন্ন, ইহাই নির্ণীত হয়।২ কিন্তু সেই স্থলে জলপরিবেষ্টিত জীবের গমনই প্রতিপাদিত হইয়াছে, পঞ্চীকৃত ভূতসূক্ষ্মপঞ্চক পরিবেষ্টিতের নহে। উত্তর—] "ত্র্যাত্মকত্বাৎ তু ভূয়স্ত্বাৎ", ইত্যাদি এই স্থলে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।৩ আর শ্রুতি ও স্মৃতি এই অর্থই প্রদর্শন করিতেছেন।৪ "পৃথিবীময় জলময় বায়ুময় আকাশময় তেজোময়", ইত্যাদিই সেই শ্রুতি।৫ স্মৃতিও এই—

ভাবদীপিকা

(—সূক্ষ্মশরীর) পরমদেবতাতে উপসংহৃত হয়, ইহা অঙ্গীকৃত হওয়ায় সকল শ্রুতির সামঞ্জস্যবশতঃ বিরোধ আর হয় না। কিন্তু "প্রাণঃ তেজসি" এই স্পষ্ট শ্রুতির বিরোধ তো হইয়াই পড়িতেছে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**যোঽপি**—'যিনি' ইত্যাদি (৪ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

রপি "অণ্ব্যো মাত্রাঽবিনাশিন্যো দশার্দ্ধানাং তু যাঃ স্মৃতাঃ। তাভিঃ সার্দ্ধমিদং সর্ব্বং সম্ভবত্যনুপূর্ব্বশঃ"॥ (মনু সং ১।২৭) ইত্যাদ্যা। ৬ ননু চ উপসংহৃতেষু বাগাদিষু করণেষু শরীরান্তরপ্রেপ্সাবেলায়াং "ক্বায়ং তদা পুরুষঃ ভবতি" (বৃঃ ৩।২।১৩) ইতি উপক্রম্য শ্রুত্যন্তরং কর্ম্মাশ্রয়তাং নিরূপয়তি—"তৌ হ যদ্ ঊচতুঃ কর্ম্ম হ এব তৎ ঊচতুঃ, অথ হ যৎ প্রশশংসতুঃ কর্ম্ম হ এব তৎ প্রশশংসতুঃ" (ঐ) ইতি। ৭ অত্র উচ্যতে—তত্র কর্ম্মপ্রযুক্তস্য গ্রহাতিগ্রহসংজ্ঞকস্য ইন্দ্রিয়বিষয়াত্মকস্য বন্ধনস্য প্রবৃত্তিঃ ইতি কর্ম্মাশ্রয়তা উক্তা। ৮ ইহ পুনঃ ভূতোপাদানাৎ দেহান্তরোৎপত্তিঃ ইতি ভূতাশ্রয়ত্বম্ উক্তম্। ৯ প্রশংসাশব্দাৎ অপি তত্র প্রাধান্যমাত্রং

ভাষ্যানুবাদ

"কিন্তু দশার্দ্ধের (—পাঁচের, পঞ্চমহাভূতের) যে অবিনাশী (—মোক্ষের পূর্বে নাশহীন) সূক্ষ্ম মাত্রা (—পরিচ্ছিন্ন অংশ) স্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকলের সহিত এই [স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত-] সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে (—সূক্ষ্ম, স্থূল, স্থূলতর, স্থূলতম, এই ক্রমে) উৎপন্ন হয়", ইত্যাদি।৬

[পূঃ—মৃত্যুকালে কর্ম্মই জীবাশ্রয়, ভূতসূক্ষ্ম নহে।]

[শঙ্কা—] কিন্তু শরীরান্তরপ্রাপ্তির ইচ্ছাকালে বাগাদি ইন্দ্রিয়সকল [মুখ্যপ্রাণ ও জীবোপাধি অন্তঃকরণে] উপসংহৃত (—সঙ্কুচিত) হইলে "এই পুরুষ তখন কোথায় (—কাহাকে আশ্রয় করিয়া) থাকে", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া অন্য শ্রুতি [জীবের] কর্ম্মাশ্রয়তাকে (—জীব কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে, ইহাকে) নিরূপণ করিতেছেন, যথা—"তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কর্ম্মবিষয়েই বলিয়াছিলেন; আর যাহাকে প্রশংসা করিয়াছিলেন, কর্ম্মকেই সেই প্রশংসা করিয়াছিলেন", ইত্যাদি। [সুতরাং মৃত্যুকালে জীব কর্ম্মকেই আশ্রয় করে, পঞ্চীকৃত ভূতসূক্ষ্মাত্মক সূক্ষ্মশরীরকে নহে, ইহাই অঙ্গীকার করা উচিত]।৭

[সিঃ—ভোগসাধন দেহেন্দ্রিয়সপটুতা ও ভোগাবিষয় প্রাপ্তির জন্য কর্ম্ম এবং স্থূলশরীরোৎপত্তির জন্য ভূতসূক্ষ্ম (—সূক্ষ্মশরীর), এই উভয়ের জীবাশ্রয়তা প্রতিপাদন।]

[সিদ্ধান্ত—] এই বিষয়ে বলা হইতেছে, সেই স্থলে (—যাজ্ঞবল্ক্য ও আর্ত্তভাগের প্রশ্নপ্রতিবচনে) কর্ম্মপ্রযুক্ত (—কর্ম্মরূপ নিমিত্তকারণকর্ত্তৃক প্রেরিত) গ্রহ ও অতিগ্রহ নামক যে ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপ বন্ধন, তাহার প্রবৃত্তি হয়, এইহেতু (—ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি ও ভোগ্য বিষয়প্রাপ্তি কর্ম্মরূপ নিমিত্তবশতঃ হওয়ায়, জীবের] কর্ম্মাশ্রয়তা বর্ণিত হইয়াছে।৮ এখানে কিন্তু [ক্ষিত্যাদি সূক্ষ্ম] ভূতরূপ উপাদান হইতে অন্য দেহের উৎপত্তি হয়, এইহেতু [জীবের] ভূতাশ্রয়তা বর্ণিত হইয়াছে (—ভোগাদিরূপ বন্ধনের হেতু হওয়ায় কর্ম্মকে এবং দেহান্তরের উপাদান হওয়ায় ভূতসূক্ষ্মকে আশ্রয় বলা হইতেছে, সুতরাং বিরোধ হয় না, ইহাই ভাব]।৯

শাঙ্করভাষ্যম্

কর্ম্মণঃ প্রদর্শিতং, ন তু আশ্রয়ান্তরং নিবারিতম্‌।১০ তস্মাৎ অবিরোধঃ।১০।৪।২।৬॥ ইতি তৃতীয়ম্ অধ্যক্ষাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[কিন্তু "কর্ম্ম হ এব", এই অবধারণশ্রুতিবলে জীবের অন্য আশ্রয় তো নিরাকৃত হইয়াছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] প্রশংসাশব্দ হইতেও (—উক্ত শব্দের প্রয়োগবশতঃও) সেই স্থলে কর্ম্মের প্রাধান্যমাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু অন্য আশ্রয় নিবারিত হয় নাই (—উক্ত অবধারণশ্রুতিবলে কর্ম্মের প্রকৃষ্ট আশ্রয়তামাত্র নিরূপিত হওয়ায় তদপেক্ষা নিকৃষ্ট আশ্রয়ের অস্তিত্ব সূচিত হইয়াছে)।১০ সেইহেতু (—প্রদর্শিতপ্রকারে কর্ম্ম ও ভূতসূক্ষ্মসকলের আশ্রয়তা সিদ্ধ হওয়ায়, কোনপ্রকার] বিরোধ হয় না।১১।৪।২।৬॥ অধ্যক্ষাধিকরণ সমাপ্ত।

৪। আস্থত্যুপক্রমাধিকরণম্। [৭ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—দেবযানমার্গ প্রারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সগুণব্রহ্মবিৎ (—সগুণ পরব্রহ্মবিৎ ও অপরব্রহ্মবিৎ (৩।৫৬২ পৃঃ ৯ ভাবদীঃ) এবং অজ্ঞানীর উৎক্রান্তির সমতা।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণত্রয়ে প্রতিপাদিত উৎক্রান্তি অবলম্বনে এই অধিকরণের বিচার উত্থিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণত্রয়ের সহিত ইহার **উপজীব্য-উপজীবকভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

জ্ঞান্যজ্ঞোৎক্রান্তিরসমা সমা বা, নহি সা সমা।
মোক্ষসংসাররূপস্য ফলস্য বিষমত্বতঃ॥
আস্থত্যুপক্রমং জন্ম বর্ত্তমানমতঃ সমা।
পশ্চাত্তু ফলবৈষম্যাদসমোৎক্রান্তিরেতয়োঃ॥

অন্বয়—জ্ঞান্যজ্ঞোৎক্রান্তিঃ অসমা, সমা বা? ন হি সা সমা, মোক্ষসংসাররূপস্য ফলস্য বিষমত্বতঃ। আস্থত্যুপক্রমং বর্ত্তমানং জন্ম, অতঃ এতয়োঃ উৎক্রান্তিঃ সমা; পশ্চাৎ তু ফলবৈষম্যাৎ অসমা।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[উৎক্রান্তিঃ অত্র বিষয়ঃ। "বিদ্যয়া অমৃতম্ অশ্নুতে" (ঈশঃ ১১), "ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।৬) ইত্যাদিশ্রুতেঃ বিদুষঃ উৎক্রান্তিরেব নাস্তি ইতি প্রতীয়তে। "অস্য সোম্য পুরুষস্য প্রয়তঃ বাক্ মনসি সম্পদ্যতে" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইত্যাদিশ্রুতেঃ তু বিদ্বদবিদ্বদবিশেষেণ সর্ব্বেষাম্ এব উৎক্রান্তিঃ প্রতীয়তে। অতঃ ভবতি সংশয়ঃ—] জ্ঞান্যজ্ঞোৎক্রান্তিঃ অসমা, সমা বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানিনঃ তাবৎ উৎক্রান্তিরেব নাস্তি, ইতি সত্যম্। যা তু সগুণব্রহ্মজ্ঞানিনঃ উৎক্রান্তিঃ] ন হি সা [অজ্ঞান্যুৎক্রান্ত্যা সহ] সমা, [কুতঃ? উচ্যতে—] মোক্ষসংসাররূপস্য ফলস্য বিষমত্বতঃ [তৎপ্রাপ্তিদ্বারভূতায়াঃ উৎক্রান্তেঃ বৈষম্যং ভবতি এব]।

সিদ্ধান্ত—[সগুণব্রহ্মজ্ঞানিনঃ মূর্দ্ধন্যনাড়ীপ্রবেশঃ উত্তরমার্গোপক্রমঃ, জ্ঞানরহিতস্য চ

নাড্যন্তরপ্রবেশঃ মার্গান্তরোপক্রমঃ, এবম্] আসৃত্যুপক্রমং বর্ত্তমানং জন্ম ; অতঃ [ঐহিকসুখদুঃখ-বৎ] এতয়োঃ উৎক্রান্তিঃ সমা। পশ্চাৎ [উপক্রান্তে] তু [মার্গে] ফলবৈষম্যাৎ অসমা [অস্তু]।

অনুবাদ

সংশয়—উৎক্রমণ এখানে বিচার্য্য বিষয়। "বিদ্যার বলে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়", "তাঁহার প্রাণ উৎক্রমণ করে না", ইত্যাদি শ্রুতি হইতে বিদ্বানের উৎক্রান্তিই হয় না, ইহা প্রতীত হইতেছে। কিন্তু "পরলোকে গমনোদ্যত এই পুরুষের বাগিন্দ্রিয় মনে উপসংহৃত হয়", ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবিশেষভাবে বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ সকলেরই উৎক্রমণ প্রতিভাত হইতেছে। এইহেতু সংশয় হয়—] জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর উৎক্রমণ অসমান, অথবা সমান (—কোন জ্ঞানীর উৎক্রমণ হয়, কোন জ্ঞানীর হয় না ; জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর উৎক্রান্তি কত-কাংশে সমান, কতকাংশে অসমান, বস্তুস্থিতি কিপ্রকার) ?

পূর্ব্বপক্ষ—[নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানীর উৎক্রমণ হয় না, ইহা সত্য। কিন্তু সগুণব্রহ্মজ্ঞানীর (—সগুণপরব্রহ্মবিৎ এবং অপরব্রহ্মবিৎ, ইঁহাদের) যে উৎক্রমণ], তাহা নিশ্চয়ই [অজ্ঞানীর উৎক্রমণের সহিত] সমান নহে। [কেন নহে ? তাহা কথিত হইতেছে—ব্রহ্মলোকলাভ-রূপ] মোক্ষ এবং সংসাররূপ ফল সমান না হওয়ায় [তৎপ্রাপ্তির প্রারম্ভতা উৎক্রান্তির বৈষম্য অবশ্যই হইয়া থাকে]।

সিদ্ধান্ত—[সগুণব্রহ্মজ্ঞানীর মূর্দ্ধন্য (—সুষুম্না) নাড়ীতে প্রবেশ এবং উত্তরমার্গের (—দেবযানমার্গের) প্রারম্ভ, আর জ্ঞানহীনের অন্য নাড়ীতে প্রবেশ এবং অন্য মার্গের প্রারম্ভ, এইপ্রকারে] সৃতির (—দেবযানাদি মার্গের) প্রারম্ভ পর্য্যন্ত (- মার্গে প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) বর্ত্তমান জন্ম চলিতে * থাকে। এইহেতু [ইহলৌকিক সুখদুঃখের ন্যায়] ইঁহাদের (—জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর) উৎক্রমণ সমানই। পরে [মার্গ আরব্ধ হইলে] কিন্তু [তোমার কথিত ব্রহ্ম-লোকাত্মক মোক্ষরূপ এবং সংসাররূপ] ফলের বৈষম্যবশতঃ উৎক্রমণ অসমান হউক্।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, দহরাদি সগুণপরব্রহ্মবিদ্যাবিদ্ ও হিরণ্যগর্ভবিদ্যাবিদের এখানেই মোক্ষ হওয়ায় উৎক্রান্তির অভাব। সিদ্ধান্তে—তাদৃশ ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি আবশ্যক হওয়ায় উৎক্রমণ অবশ্যম্ভাবী।

সমানাচাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বং চানুপোষ্য ॥৪।২।৭॥

পদচ্ছেদ—সমানা, চ, আসৃত্যুপক্রমাৎ অমৃতত্বম্, চ, অনুপোষ্য।

সূত্রার্থ—[এবং বাহ্যেন্দ্রিয়াণাং মনসি প্রথমং বৃত্তিলয়ঃ, ততঃ মনোবৃত্তেঃ মুখ্যপ্রাণে লয়ঃ, ততঃ প্রাণবৃত্তেঃ অন্তঃকরণোপহিতজীবে লয়ঃ, ততঃ জীবেন সহ তেষাং ভূতসূক্ষ্মাশ্রয়তা ইতি উৎক্রান্তিব্যবস্থা উক্তা। সা উৎক্রান্তিঃ কিম্ অবিদুষঃ এব, উত দহরাদিসগুণব্রহ্মোপাসকস্যাপি ইতি সংশয়ে "তয়া ঊর্দ্ধ্বম্ আয়ন্ অমৃতত্বম্ এতি" (ছাঃ ৮।৬।৮) ইতি উপাসকস্য মোক্ষ-শ্রবণাৎ অবিদুষঃ এব উৎক্রমণম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **আসৃত্যুপক্রমাৎ**—সৃতিঃ—সরণাত্মকঃ দেবযানমার্গঃ, আ-তদুপক্রমাৎ—দেবযানমার্গোপক্রমপর্য্যন্তং, দেবযানমার্গ-প্রবেশাৎ প্রাক্ পর্য্যন্তম্ ইত্যর্থঃ। [যা ইয়ম্ উৎক্রান্তিঃ, সা সগুণব্রহ্মবিদবিদুষোঃ] **সমানা**

* ৪।২।১ অধি ভাষ্যমালার ব্যাখ্যাতে এই বিষয়ে বিরোধ এবং ৪।২।১০ অধিকরণের ১ ভাবদীঃ পাদটীকাতে তাহার সমাধান দ্রষ্টব্য।

চ—তুল্যা এব। [কুতঃ ? "বাঙ্ মনসি সম্পদ্যতে" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইত্যাদ্যবিশেষশ্রবণাৎ। ননু কথং তর্হি সগুণবিদ্যায়াম্ অমৃতত্বশ্রবণম্ ? তত্রাহ—] অমৃতত্বং চ অনুপোষ্য—['উষ' দাহে ইতি ধাতোঃ ইদং রূপম্ 'উপোষ্য' ইতি। তথাচ] অনুপোষ্য—অদগ্ধ্বা অত্যন্তম্ অবিদ্যাদিক্লেশজালম্, এতদ্ অমৃতত্বম্ আপেক্ষিকম্ ইত্যর্থঃ। [তস্মাৎ সগুণ-ব্রহ্মবিদবিদুষোঃ সমানা এব উৎক্রান্তিঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[এইপ্রকারে বাহেন্দ্রিয়সকলের প্রথমতঃ মনে বৃত্তিলয়, তদনন্তর মনো-বৃত্তির মুখ্যপ্রাণে লয়, অনন্তর মুখ্যপ্রাণবৃত্তির অন্তঃকরণোপহিত জীবে লয়, তদনন্তর জীবসহ তাহাদের ভূতসূক্ষ্মাশ্রয়তা, এইপ্রকার উৎক্রান্তিব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। সেই উৎক্রান্তি কি অজ্ঞানীরই, অথবা দহরাদিসগুণব্রহ্মোপাসকেরও, এইপ্রকার সংশয় হইলে, "তদবলম্বনে ঊর্ধ্বে গমনকরতঃ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন", এইপ্রকারে উপাসকের [ব্রহ্মলোকে গতিরূপ] মোক্ষ শ্রুত হওয়ায় অজ্ঞানীরই উৎক্রমণ, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] আসৃত্যুপক্রমাৎ—সৃতিঃ—গমনানুকূল দেবযানমার্গ, আ-তদুপক্রমাৎ—দেবযানমার্গের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ তাহাতে প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত [এই যে উৎক্রান্তিঃ, তাহা সগুণব্রহ্মবিৎ ও অজ্ঞানীর] সমানা চ—তুল্যই। [তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—যেহেতু "বাগিন্দ্রিয় মনে বিলীন হয়", ইত্যাদি অবিশেষ-শ্রুতি আছে (—সগুণব্রহ্মজ্ঞানী ও অজ্ঞানী, উভয়ের পক্ষেই উৎক্রমণপ্রক্রিয়া সমানভাবে শ্রুত হইতেছে। কিন্তু তাহা হইলে সগুণবিদ্যাতে অমৃতত্ব (—মোক্ষ) শ্রুত হইয়াছে কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] অমৃতত্বং চ অনুপোষ্য—['উপোষ্য', ইহা দাহার্থক 'উষ' ধাতুর রূপ। তাহাতে অর্থ হয়—] অনুপোষ্য—অবিদ্যাদিক্লেশসকলকে নিঃশেষে দগ্ধ না করিয়া [লব্ধ হয় বলিয়া] এই অমৃতত্ব—মোক্ষ, আপেক্ষিক ইহাই ভাব। [সেইহেতু সগুণ-ব্রহ্মবিৎ ও অজ্ঞানীর উৎক্রমণ সমানই হইয়া থাকে, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

সা ইয়ম্ উৎক্রান্তিঃ কিং বিদ্বদবিদুষোঃ সমানা, কিং বা বিশে-ষবতী ইতি বিশয়ানানাং বিশেষবতী ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্।১ ভূতাশ্রয়বিশিষ্টা হি এষা, পুনর্ভবায় চ ভূতানি আশ্রীয়ন্তে।২ নচ বিদুষঃ পুনর্ভবঃ সম্ভবতি, 'অমৃতত্বং হি বিদ্বান্ অশ্নুতে' ইতি

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—অজ্ঞেরই উৎক্রমণ, মোক্ষভাগী সগুণব্রহ্মবিদের নহে।]

সেই এই উৎক্রান্তি কি বিদ্বান্ এবং অবিদ্বানের (—সগুণব্রহ্মবিৎ ও অজ্ঞানীর) সমান, অথবা বিশেষযুক্ত, এইপ্রকার সন্দেহ যাঁহারা করেন ; [তাঁহা-দিগকে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—সেই উৎক্রান্তি] বিশেষযুক্ত (—সগুণব্রহ্মবিদের উৎ-ক্রমণ হয় না, অজ্ঞের তাহা হয়), ইহাই প্রাপ্ত হওয়া গেল।১ যেহেতু ইহা (—উৎ-ক্রান্তি, ক্ষিত্যাদি ভূতসূক্ষ্মাত্মক সূক্ষ্মশরীররূপ] আশ্রয়যুক্ত, আর পুনরায় জন্মপরি-গ্রহের জন্য [উৎক্রান্ত জীবগণ] ভূতসকলকে আশ্রয় করে।২ [তাহাতে ব্রহ্মবিদের কি হইল ? তাঁহাদের উৎক্রমণ কেন হইবে না ? উত্তর—] বিদ্বানের কিন্তু পুনরায় জন্ম সম্ভব নহে, কারণ 'বিদ্বান্ অমৃতত্ব (—মোক্ষ) লাভ করেন', ইহাই বস্তুস্থিতি।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্থিতিঃ।৩ তস্মাৎ অবিদুষঃ এব এষা উৎক্রান্তিঃ।৪ ননু বিদ্যা-প্রকরণে সমাম্নানাৎ বিদুষঃ এব এষা ভবেৎ।৫ ন, স্বাপাদিবৎ যথাপ্রাপ্তানুকীর্ত্তনাৎ।৬ তথাহি "যত্র এতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম", "অশিশিষতি নাম", "পিপাসতি নাম" (ছাঃ ৬।৮।১,৩,৫), ইতি চ সর্ব্ব-প্রাণিসাধারণা এব স্বাপাদয়ঃ অনুকীর্ত্ত্যন্তে বিদ্যাপ্রকরণে অপি প্রতিপিপাদয়িষিতবস্তুপ্রতিপাদনানুগুণ্যেন, ন তু বিদুষঃ বিশেষ-বত্তঃ বিধিৎস্যন্তে।৭ এবম্ ইয়ম্ অপি উৎক্রান্তিঃ মহাজনগতা এব অনুকীর্ত্ত্যতে, 'যস্যাং পরস্যাং দেবতায়াং পুরুষস্য প্রয়তঃ তেজঃ সম্পদ্যতে, সঃ আত্মা তত্ত্বমসি', ইতি এতৎ প্রতিপাদয়িতুম্।৮ প্রতিষিদ্ধা চ এষা বিদুষঃ "ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।৬) ইতি।৯ তস্মাৎ অবিদুষঃ এব এষা ইতি।১০ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ সমানা চ এষা উৎক্রান্তিঃ "বাঙ্ মনসি" ইত্যাদ্যা বিদ্বদবিদুষোঃ আসৃত্যুপক্রমাৎ ভবিতুম্ অর্হতি, অবিশেষ-

ভাষ্যানুবাদ

[সুতরাং ভূতকে আশ্রয়করতঃ পুনর্জন্মের জন্য তাঁহার গমন অনাবশ্যক হওয়ায় উৎক্রমণ অঙ্গীকারও অনাবশ্যক]।৩ সেইহেতু (—অমৃতত্বভাগী না হওয়ায়) এই উৎক্রমণ অবিদ্বানেরই।৪ [শঙ্কা—] কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে পঠিত হওয়ায় [প্রকরণপ্রমাণবলে] ইহা (—উৎক্রান্তি) বিদ্বানেরই হইবে।৫ [পূঃ সমাধান—] না, যেহেতু [বস্তুতত্ত্ব প্রতিপাদনের জন্য লোকসিদ্ধ] সুষুপ্তি প্রভৃতির ন্যায় [লোক-মধ্যে] যেপ্রকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে।৬ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেমন দেখ, ব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণেও যাহাকে (—যে ব্রহ্মবস্তুকে) প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা করা হইয়াছে, তাহার অনুগতরূপে (—তৎপ্রতিপাদনের উপযোগিরূপে) "যখন এই পুরুষ 'সুষুপ্ত' নাম প্রাপ্ত হয়", "ক্ষুধার্ত্ত নাম প্রাপ্ত হয়" এবং "পিপাসার্ত্ত নাম প্রাপ্ত হয়", ইত্যাদিপ্রকারে সর্ব্বপ্রাণিসাধারণ সুষুপ্তি প্রভৃতিই বর্ণিত হইতেছে ; কিন্তু বিদ্বানের বিশেষযুক্ততাসকল (—বিদ্বানও সুষুপ্ত হন, ক্ষুধার্ত্ত হন ইত্যাদি, এই সকল) বিধান (—প্রতিপাদন) করিবার ইচ্ছা করা হইতেছে না।৭ এইপ্রকারে 'যে পরম দেবতাতে পরলোকে গমনোদ্যত পুরুষের তেজ একীভূত হয়, তিনি আত্মা', ইত্যাদি ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য মহাজনগত (—সর্ব্বপ্রাণিগত) এই উৎক্রান্তিই বর্ণিত হইতেছে ; [ব্রহ্মবিদের উৎক্রমণ বর্ণনার জন্য নহে। অতএব প্রকরণপ্রমাণবলে ব্রহ্মবিদের উৎক্রমণ নিরূপণ করা যায় না]।৮ আর "তাঁহার প্রাণ-সকল উৎক্রমণ করে না", এইপ্রকারে বিদ্বানের ইহা (—উৎক্রান্তি) প্রতিষিদ্ধ হই-য়াছে।৯ সেইহেতু (—বিদ্বানের উৎক্রমণ সম্ভব না হওয়ায়) ইহা অবিদ্বানেরই।১০

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রবণাৎ।১১ অবিদ্বান্ দেহবীজভূতানি ভূতসূক্ষ্মাণি আশ্রিত্য কর্ম্মপ্রযুক্তঃ দেহগ্রহণম্ অনুভবিতুং সংসরতি।১২ বিদ্বান্ তু জ্ঞানপ্রকাশিতং মোক্ষনাড়ীদ্বারম্ আশ্রয়তে।১৩ তদ্ এতৎ "আসৃত্যুপক্রমাৎ" ইতি উক্তম্।১৪ ননু অমৃতত্বং হি বিদুষা

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—মার্গপ্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সগুণব্রহ্মবিৎ ও অজ্ঞের উৎক্রমণ সমান]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—"বাগিন্দ্রিয় মনে লীন হয়", ইত্যাদিপ্রকারে বর্ণিত এই উৎক্রান্তি বিদ্বান্ এবং অবিদ্বানের (—সগুণব্রহ্মবিৎ, অর্থাৎ সগুণপরব্রহ্মবিৎ ও হিরণ্যগর্ভবিৎ এবং অজ্ঞের) মার্গের উপক্রম (—দেবযানমার্গপ্রারম্ভের পূর্ব্ব) পর্য্যন্ত সমানই হওয়া সঙ্গত, যেহেতু শ্রুতিতে [বাগিন্দ্রিয়াদির লয় হইতে ভূতসূক্ষ্মাশ্রয়ণরূপ উৎক্রমণক্রম উভয়ের জন্য] অবিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।১১ [কিন্তু ব্রহ্মবিদেরও উৎক্রমণ হইলে ব্রহ্মবিদ্যা ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] অবিদ্বান্ [ভাবী] দেহের বীজভূত ভূতসূক্ষ্মসকলকে আশ্রয়করতঃ [ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ] কর্ম্মের দ্বারা প্রেরিত হইয়া দেহগ্রহণকে অনুভব করিবার জন্য (—(১) শরীরান্তর গ্রহণ করিবার জন্য, সুষুম্নাভিন্ন নাড়ীসকলের অন্যতমের দ্বারা পিতৃলোকে বা লোকান্তরে] গমন করে।১২ বিদ্বান্ (—সগুণব্রহ্মবিৎ) কিন্তু [উক্ত প্রকারে ভূতসূক্ষ্মসকলকে আশ্রয়করতঃ] জ্ঞানের বলে প্রকাশিত মোক্ষনাড়ীর (—মস্তকাভিমুখে প্রসারিত মূর্দ্ধন্য নাড়ীর, অর্থাৎ সুষুম্নার) দ্বারকে আশ্রয় করে (—তদবলম্বনে দেবযানমার্গে প্রবেশকরতঃ ব্রহ্মলোকে গমন করে)।১৩ সেই ইহাই (—মার্গপ্রারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই) "আসৃত্যুপক্রমাৎ" এইপ্রকারে [ভগবান্ সূত্রকারকর্ত্তৃক] কথিত হইয়াছে (২)।১৪

[সিঃ—অবিদ্যাধ্বংস না হওয়ায় আপেক্ষিক অমৃতত্বলাভের জন্য সগুণব্রহ্মবিদের ভূতাশ্রয়ণ ও মার্গগতি।]

[শঙ্কা—] কিন্তু অমৃতত্বই (—মোক্ষই) বিদ্বান্‌কর্ত্তৃক প্রাপ্তব্য, তাহা কিন্তু

ভাবদীপিকা

(১) নির্গুণব্রহ্মবিদ্ ভগবান্ ভাষ্যকার স্বরূপের স্মৃতিবশতঃ (নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ১।৩৮) "দেহগ্রহণম্ অনুভবিতুম্" এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ করিলেন; "ব্রহ্মস্বরূপ জীবের পরমার্থতঃ শরীরগ্রহণই হয় না, অবিদ্যাপ্রভাবে জীব অনির্ব্বচনীয় তাহাকে অনুভব করে মাত্র", এই ভাবটাই এই স্থলে ধ্বনিত হইতেছে।

(২) লক্ষ্য করিতে হইবে—মার্গে প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই সগুণব্রহ্মবিৎ ও অজ্ঞের উৎক্রমণ সমান। মার্গে প্রবেশ হইলেই উভয়ের গতি বিভিন্ন হইয়া পড়ে। সগুণব্রহ্মবিদ্‌গণ মূর্দ্ধন্য (—সুষুম্না) নাড়ীদ্বারা উৎক্রমণকরতঃ দেবযানমার্গে প্রবেশ করেন, অজ্ঞ কর্ম্মিগণ অন্য নাড়ীদ্বারা উৎক্রমণকরতঃ পিতৃযাণমার্গে প্রবেশ করেন, অপর সাধারণ অজ্ঞগণ উক্ত মার্গদ্বয়ের কোনটীকেই প্রাপ্ত না হইয়া অধোনাড়ীদ্বারা উৎক্রমণকরতঃ এখানেই জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইতে থাকেন, এই সকল বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাপ্তব্যং, নচ তৎ দেশান্তরায়ত্তং ; তত্র কুতঃ ভূতাশ্রয়ত্বং সৃত্যুপক্রমঃ বা ইতি ? ১৫ অত্র উচ্যতে—অনুপোষ্য চ ইদম্।১৬ অদগ্ধ্বা অত্যন্তম্ অবিদ্যাদীন্ ক্লেশান্ অপরবিদ্যাসামর্থ্যাৎ আপেক্ষিকম্ অমৃতত্বং প্রেপ্সতে।১৭ সম্ভবতি তত্র সৃত্যুপক্রমঃ ভূতাশ্রয়ত্বং চ।১৮ নহি নিরাশ্রয়াণাং প্রাণানাং গতিঃ উপপদ্যতে।১৯ তস্মাৎ অদোষঃ।২০॥৪।২।৭॥ ইতি চতুর্থং আসৃত্যুপক্রমাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

দেশান্তরের অধীন নহে (—অন্য দেশে গমনকরতঃ তাহাকে প্রাপ্ত হইতে হয় না); তাহাতে (—সেই অমৃতত্বপ্রাপ্তিতে) ভূতসকলকে আশ্রয় করা, অথবা মার্গের প্রারম্ভ (—দেবযানমার্গে প্রবেশ) কিপ্রকারে সম্ভব ? ১৫ [সিঃ সমাধান—] এই বিষয়ে কথিত হইতেছে—"ইহা দগ্ধ না করিয়া"।১৬ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] অবিদ্যাদি ক্লেশসকলকে অত্যন্ত (—নিঃশেষে) দগ্ধ না করিয়া অপরবিদ্যার (—নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যা ব্যতিরিক্ত ব্রহ্মবিদ্যার) সামর্থ্যবশতঃ [তদ্বিদ্যাবিদ্‌গণ, ব্রহ্মলোকে গতি, ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্যভোগ ও ক্রমমুক্তিরূপ] আপেক্ষিক অমৃতত্বকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন।১৭ সেই স্থলে সৃতির উপক্রম (—দেবযানমার্গের প্রারম্ভ) এবং [পঞ্চীকৃত ক্ষিত্যাদি সূক্ষ্ম] ভূতসকলকে আশ্রয় করা সম্ভব।১৮ যেহেতু নিরাশ্রয় ইন্দ্রিয়গণের (—লিঙ্গশরীরের) গতি সম্ভব নহে।১৯ সেইহেতু (—সগুণব্রহ্মবিদ্যার ফলভূত অমৃতত্ব আপেক্ষিক হওয়ায়, দেবযানমার্গে গমন ব্যতিরেকে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি সম্ভব না হওয়ায়, তথায় সঙ্কল্পমাত্র প্রাপ্তব্য ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্যভোগ ইন্দ্রিয়াদির সহায়তাব্যতিরেকে ভোগযোগ্য না হওয়ায় এবং ভূতসূক্ষ্মাশ্রয়ণব্যতিরেকে লিঙ্গশরীরের গতি সম্ভব না হওয়ায়, সগুণব্রহ্মবিদের যে ভূতাশ্রয়ণ ও মার্গগমন বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে কোনপ্রকার] দোষ হয় না।২০॥৪।২।৭॥

আসৃত্যুপক্রমাধিকরণ সমাপ্ত।

৫। সংসারব্যপদেশাধিকরণম্। [৮-১১ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—উৎক্রমণকালে সগুণব্রহ্মবিৎ ও অজ্ঞের তেজঃশব্দোপলক্ষিত ভূতসূক্ষ্মপঞ্চক (—সূক্ষ্মশরীর) পরিবৃত লিঙ্গশরীরোপহিত জীবের পরমাত্মাতে বৃত্তিলয় (—নির্ব্যাপারভাবে অবস্থিতি)।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে দেবযানমার্গপ্রারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সগুণব্রহ্মবিৎ ও অজ্ঞের উৎক্রমণ সমান, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে ; কারণ "তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইত্যাদি শ্রুত্যনুসারে মৃতব্যক্তির সর্ব্বোপাদানভূত পরব্রহ্মে আত্যন্তিক বরূপলয় অবগত হওয়া যায়। এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানের জন্য এই অধিকরণ আরম্ভ হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

স্বরূপেণাথ বৃত্ত্যা বা ভূতানাং বিলয়ঃ পরে।
স্বরূপেণ লয়ো যুক্তঃ স্বোপাদানে পরাত্মনি॥
আত্মজ্ঞস্য তথাত্বেঽপি বৃত্ত্যৈবান্যস্য তল্লয়ঃ।
ন চেৎ কস্যাপি জীবস্য ন স্যাজ্জন্মান্তরং কচিৎ॥

অন্বয়—ভূতানাং পরে বিলয়ঃ স্বরূপেণ, অথবা বৃত্ত্যা? স্বোপাদানে পরাত্মনি স্বরূপেণ লয়ঃ যুক্তঃ। আত্মজ্ঞস্য তথাত্বে অপি অন্যস্য বৃত্ত্যা এব তল্লয়ঃ; ন চেৎ কস্যাপি জীবস্য কচিৎ জন্মান্তরং ন স্যাৎ

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি বাক্যম্ অত্র বিষয়ঃ। বৃত্ত্যা স্বরূপেণ চ লয়স্য উভয়থাদর্শনাৎ অত্র ভবতি সংশয়ঃ—তেজঃপ্রভৃতীনাং] ভূতানাং পরে বিলয়ঃ স্বরূপেণ [ভবতি], অথবা বৃত্ত্যা?

পূর্ব্বপক্ষ—[তেজঃপ্রভৃতীনাং ভূতানাং] স্বোপাদানে পরাত্মনি স্বরূপেণ লয়ঃ যুক্তঃ, [উপাদানে বস্তুনঃ স্বরূপলয়সিদ্ধেঃ]।

সিদ্ধান্ত—[নিগু‍র্ণব্রহ্মাত্মবিদঃ] আত্মজ্ঞস্য তথাত্বে অপি, অন্যস্য [উপাসকস্য কর্ম্মিণশ্চ জন্মান্তরসিদ্ধয়ে] বৃত্ত্যা এব তল্লয়ঃ [অভ্যুপগন্তব্যঃ]; ন চেৎ কস্যাপি জীবস্য কচিৎ জন্মান্তরং ন স্যাৎ।

অনুবাদ

সংশয়—["তেজ পরম দেবতাতে বিলীন হয়", এই বাক্য এখানে বিষয়। বৃত্তির দ্বারা এবং স্বরূপতঃ, এইপ্রকারে লয়ের দ্বৈবিধ্য পরিদৃষ্ট হওয়ায় এই স্থলে সংশয় হয়—তেজ প্রভৃতি] ভূতসকলের পরমাত্মাতে বিলয় স্বরূপতঃ হয়, অথবা বৃত্তির দ্বারা?

পূর্ব্বপক্ষ—[তেজ প্রভৃতি ভূতসকলের] নিজের উপাদান পরমাত্মাতে স্বরূপতঃ লয় যুক্তিসঙ্গত, [যেহেতু উপাদানে বস্তুর স্বরূপলয় সিদ্ধ হয়]।

সিদ্ধান্ত—[নিগু‍র্ণব্রহ্মাত্মবিদ্] আত্মজ্ঞের সেইপ্রকার (—পরমাত্মাতে স্বরূপলয়) হইলেও (১), অন্যের (—উপাসক ও কর্ম্মীর, অর্থাৎ সগুণব্রহ্মবিদ্ ও অজ্ঞের, জন্মান্তর সিদ্ধির জন্য] বৃত্তির দ্বারাই তাহাদের (—তেজ প্রভৃতির) লয় [স্বীকার করিতে হইবে]; অন্যথা কোন জীবেরই কখনও জন্মান্তর হইবে না।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, মরণমাত্রেই মুক্তি। সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মজ্ঞানহীনের পুনরাবৃত্তি।

ভাবদীপিকা

[নিগু‍র্ণব্রহ্মবিদের ব্রহ্মে বিলয়কাল।]

(১) উৎক্রমণকালে এই যে জীবের পরমাত্মাতে অবস্থিতি, নিগু‍র্ণব্রহ্মবিদের এই স্থলেই পরমাত্মাতে স্বরূপলয় হইয়া তাঁহার জন্মমৃত্যুপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায়। "ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃঃ ৪।৪।৬) ইত্যাদি শ্রুতিকথিত প্রকারে এই সময়েই তিনি ব্রহ্মরূপ স্বস্বরূপে বিলীন হইয়া যান। অতঃপর বর্ণিত উৎক্রমণক্রমের সহিত ইঁহার আর কোন সম্বন্ধ নাই; তাহা অজ্ঞ ও সগুণব্রহ্মবিদের জন্য। পরবর্ত্তী অধিকরণত্রয়ে নিগু‍র্ণব্রহ্মবিদের উৎক্রমণাদি হয় না এবং তাঁহার উপাধিসকল পরব্রহ্মে নিঃশেষে বিলীন হইয়া যায়, ইহা বিস্তৃতভাবে বিচারিত হইবে।

তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥৪।২।৮॥

পদচ্ছেদ—তৎ, আ-অপীতেঃ, সংসারব্যপদেশাৎ।

সূত্রার্থ—[উৎক্রান্তিকালে লিঙ্গাশ্রয়পঞ্চভূতানাং যা সংসম্পত্তিঃ তৎস্বরূপং নিরূপয়তি—"তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইত্যত্র সাধ্যক্ষং ভূতান্তরসহিতং তেজঃ পরমাত্মনি সম্পদ্যতে ইতি তেজসঃ লয়ঃ শ্রূয়তে। সঃ কিম্ আত্যন্তিকঃ, উত অনাত্যন্তিকঃ ইতি সংশয়ে; পরমাত্মনঃ সর্ব্বোপাদানত্বাৎ তত্র আত্যন্তিকঃ লয়ঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্ত—] **তৎ**—বাগাদিকরণাশ্রয়ভূতং তেজঃপ্রভৃতি যথোদীরিতং ভূতসূক্ষ্মম্, **আ-অপীতেঃ**—আসংসারমোক্ষাৎ [অবতিষ্ঠতে। কুতঃ? **সংসারব্যপদেশাৎ**—"যোনিম্ অন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ" (কঠ ২।২।৭), ইতি মরণানন্তরম্ অপি সংসারব্যপদেশাৎ। [অন্যথা সর্ব্বেষাং মরণানন্তরম্ এব মোক্ষঃ ইতি সংসারাভাবঃ বিধিনিষেধশাস্ত্রবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গশ্চ স্যাৎ। তস্মাৎ সুষুপ্তৌ ইব উৎক্রান্তৌ অপি ন আত্যন্তিকলয়ঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[উৎক্রমণকালে লিঙ্গশরীরের আশ্রয়ভূত পঞ্চভূতের (—সূক্ষ্মশরীরের) যে সংস্বরূপ ব্রহ্মে একীভূত হওয়া, তাহার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন—"তেজ পরমদেবতাতে বিলীন হয়", ইত্যাদি স্থলে অধ্যক্ষের (—জীবের) ও অন্য ভূতসকলের সহিত তেজ পরমাত্মাতে বিলীন হয়, এইপ্রকারে তেজের লয় শ্রুত হইতেছে। তাহা (—সেই লয়) কি আত্যন্তিক, অথবা অনাত্যন্তিক (—নিরবশেষ, অথবা সাবশেষ), এইপ্রকার সংশয় হইলে; পরমাত্মা সর্ব্ব বস্তুর উপাদান হওয়ায় তাঁহাতে লয় আত্যন্তিক, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তৎ**—বাগাদি ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ভূত যথাবর্ণিত তেজ প্রভৃতি ভূতসূক্ষ্ম, **আ-অপীতেঃ**—সংসার হইতে মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত [অবস্থান করে। তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] **সংসারব্যপদেশাৎ**—"অন্য দেহিগণ (—জীবগণ) শরীর ধারণের জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে", এইপ্রকারে মৃত্যুর পরেও যেহেতু সংসার বর্ণিত হইতেছে। [ইহা অঙ্গীকার না করিলে মৃত্যুর পরই সকলের মোক্ষ হওয়ায় সংসারের অভাব এবং বিধিনিষেধশাস্ত্রের ব্যর্থতা হইয়া পড়িবে। অতএব সুষুপ্তির ন্যায় উৎক্রান্তিতেও আত্যন্তিক লয় হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইত্যত্র প্রকরণসামর্থ্যাৎ তৎ যথাপ্রকৃতং তেজঃ সাধ্যক্ষং সপ্রাণং সকরণগ্রামং ভূতান্তরসহিতং প্রয়তঃ পুংসঃ পরস্যাং দেবতায়াং সম্পদ্যতে ইতি এতদ্ উক্তং ভবতি।১ কীদৃশী পুনঃ ইয়ং সম্পত্তিঃ স্যাৎ ইতি

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—জীবসহ তেজের (—লিঙ্গ ও সূক্ষ্মশরীরের) ব্রহ্মরূপ উপাদানে আত্যন্তিক স্বরূপলয়।]

"তেজ পরম দেবতাতে লীন হয়", ইত্যাদি এই স্থলে প্রকরণের সামর্থ্যবশতঃ পরলোকে গমনোদ্যত পুরুষের সেই যথাপ্রস্তাবিত তেজ অধ্যক্ষ (—জীব), মুখ্যপ্রাণ, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং অন্য [পঞ্চীকৃত] ভূতসকলের সহিত পরম দেবতাতে লীন হয়, ইত্যাদি ইহাই কথিত হইতেছে।১ কিন্তু এই সম্পত্তি (—লীন হওয়া) কিপ্রকার হইবে (—উপাদানকারণে যেপ্রকার হয়, সেইপ্রকার নিরবশেষ লয় হইবে;

শাঙ্করভাষ্যম্

চিন্ত্যতে।২ তত্র আত্যন্তিকঃ এব তাবৎ স্বরূপপ্রবিলয়ঃ ইতি প্রাপ্তম্, তৎপ্রকৃতিত্বোপপত্তেঃ।৩ সর্ব্বস্য হি জনিমতঃ বস্তুজাতস্য প্রকৃতিঃ পরা দেবতা ইতি প্রতিষ্ঠাপিতম্।৪ তস্মাৎ আত্যন্তিকী ইয়ম্ অবিভাগাপত্তিঃ ইতি।৫ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—তৎ তেজআদি ভূতসূক্ষ্মং শ্রোত্রাদিকরণাশ্রয়ভূতম্ আ-অপীতেঃ আসংসারমোক্ষাৎ সম্যগ্‌জ্ঞাননিমিত্তাৎ অবতিষ্ঠতে।৬ "যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্" (কঠ ২।২।৭) ইত্যাদিসংসারব্যপদেশাৎ।৭ অন্যথা হি সর্ব্বঃ প্রায়ণসময়ে এব উপাধিপ্রত্যস্তময়াৎ অত্যন্তং ব্রহ্ম সম্পদ্যেত।৮ তত্র বিধিশাস্ত্রম্ অনর্থকং স্যাৎ, বিদ্যাশাস্ত্রং চ।৯ মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তশ্চ বন্ধঃ ন সম্যগ্‌জ্ঞানাৎ ঋতে বিস্রংসিতুম্ অর্হতি।১০

ভাষ্যানুবাদ

অথবা অনুপাদানে যেপ্রকার হয়, সেইপ্রকার সাবশেষ লয়, অর্থাৎ বৃত্তিমাত্রের লয় হইয়া বীজভাব অবশিষ্ট থাকিবে), ইহা চিন্ত্য (—বিচার) করা হইতেছে।২ সেই স্থলে [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—তেজঃ-] স্বরূপের প্রবিলয় আত্যন্তিক (—নিরবশেষ), ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল; যেহেতু তাঁহার প্রকৃতিতা (—সেই পরম দেবতা তেজঃপ্রভৃতির উপাদান, ইহা) সঙ্গত।৩ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] পরা দেবতা (—ব্রহ্ম) উৎপত্তিশীল যাবতীয় বস্তুর প্রকৃতি (—উপাদান), ইহা [১।৪।৭ প্রকৃত্যধিকরণে] প্রতিপাদিত হইয়াছে।৪ সেইহেতু [ব্রহ্মে তেজের] এই অবিভাগপ্রাপ্তি (—বিলয়) আত্যন্তিক।৫

[সিঃ—উপাদান হইলেও শ্রুতি ও যুক্তিবিরোধবশতঃ ব্রহ্মে জীবসহ লিঙ্গশরীর ও সূক্ষ্মশরীরের বৃত্তিলয় স্বীকার্য্য।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের (—লিঙ্গশরীরের) আশ্রয়ভূত সেই তেজঃ প্রভৃতি ভূতসূক্ষ্ম (—সূক্ষ্মশরীর) সম্যগ্ লয় হওয়া পর্য্যন্ত, অর্থাৎ সম্যগ্ জ্ঞানরূপনিমিত্তবশতঃ সংসার হইতে মোক্ষ হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থান করে।৬ যেহেতু "কর্ম্মানুযায়ী ও জ্ঞানানুযায়ী শরীর গ্রহণের জন্য অন্য দেহিগণ মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, অপরে স্থাণুভাব (—স্থাবর জন্ম) প্রাপ্ত হয়", ইত্যাদিপ্রকারে সংসার বর্ণিত হইয়াছে।৭ অন্যথা (—উৎক্রান্তিকালে ব্রহ্মে আত্যন্তিক বিলয় হইলে) উপাধির সম্যগ্ বিলয়বশতঃ মৃত্যুকালেই সকলে ব্রহ্মে অত্যন্ত সম্পন্ন (—আত্যন্তিকভাবে একীভূত) হইয়া পড়িবে (—মৃত্যুকালেই সকলের মুক্তি হইয়া যাইবে)।৮ [হউক্ ক্ষতি কি? উত্তর—দেহান্তরে উপভোগ্যফল জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের বোধক] বিধিশাস্ত্র এবং [দহরাদি ব্রহ্মবিদ্যার বোধক] বিদ্যাশাস্ত্র অনর্থক হইয়া পড়িবে।৯ [শাস্ত্র অস্বীকারকারীকে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর মিথ্যা অজ্ঞানরূপনিমিত্তবশতঃ বন্ধন সম্যগ্ জ্ঞানব্যতিরেকে বিধ্বস্ত হইবে, ইহা সঙ্গত নহে (—কার-

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্মাৎ তৎপ্রকৃতিত্বে অপি সুষুপ্তপ্রলয়বৎ বীজভাবাবশেষা এব এষা সৎসম্পত্তিঃ ইতি ।১১।৪।২।৮।

ভাষ্যানুবাদ

ণের আত্যন্তিক নাশব্যতিরেকে কার্যের আত্যন্তিক নাশ সম্ভব নহে) ।১০ সেইহেতু (—জন্মান্তরবোধক শ্রুতিবাক্য, বিধিশাস্ত্রাদির ব্যর্থতারূপ শ্রুতার্থাপত্তি এবং যুক্তির বিরোধ হওয়ায়) তিনি (—ব্রহ্ম, যাবতীয় বস্তুর] উপাদান হইলেও সুষুপ্তি এবং প্রলয়ের ন্যায় [তেজের] এই সৎসম্পত্তি (—ব্রহ্মে একীভূত হওয়া) অবশ্যই বীজ-ভাবাবশেষ (—পুনরুৎপত্তির অনুকূল শক্তিযুক্ত । লিঙ্গশরীরের আশ্রয়ভূত সেই তেজঃপ্রভৃতি ভূতসূক্ষ্মরূপ জীবোপাধি (—সূক্ষ্মশরীর) জীবসহ ব্রহ্মে নির্ব্যাপার হইয়া অবস্থান করে, তাহাদের আত্যন্তিক বিলয় হয় না (২), ইহাই ভাব)।১১।৪।২।৮॥

সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥৪।২।৯॥

সূত্রার্থ—[নম্ব আসংসারবিমোক্ষাৎ তেজআদিভূতসূক্ষ্মং যদি স্যাৎ, তর্হি পার্শ্বস্থৈঃ উৎক্রমণকালে উপলভ্যেত ইতি । অতঃ আহ—যথোক্তং তেজঃ] **প্রমাণতঃ**—উৎক্রান্ত্যাদি-শ্রুত্যন্যথাঽনুপপত্ত্যাদিরূপাৎ শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণাৎ, **চ**—অনুদ্ভূতস্পর্শরূপবত্ত্বাৎ স্বরূপতশ্চ, **সূক্ষ্মম্**, সূক্ষ্মত্বাৎ অতীন্দ্রিয়ম্ ইত্যর্থঃ, [ইতি অবগম্যতে]। **তথোপলব্ধেঃ**—তস্য নাড়ীদ্বারা নিষ্ক্রমণশ্রুত্যা তথা— সূক্ষ্মত্বস্য উপলব্ধেঃ ইতি ।

অনুবাদ—[কিন্তু সংসার হইতে মোক্ষ হওয়া পর্যন্ত যদি তেজ প্রভৃতি ভূতসূক্ষ্ম (—সূক্ষ্মশরীর) থাকিত, তাহা হইলে পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণকর্তৃক উৎক্রমণকালে উপলব্ধ হইত । তদুত্তরে বলিতেছেন- যথাবর্ণিত তেজ] **প্রমাণতঃ**— উৎক্রান্ত্যাদি শ্রুতি অন্যথা অসঙ্গত হইয়া পড়ে, ইত্যাদিপ্রকার শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণবলে, **চ**—এবং অনুদ্ভূতস্পর্শ ও অনুদ্ভূত রূপযুক্ত হওয়ায় স্বরূপতঃও **সূক্ষ্মম্**—সূক্ষ্ম, অর্থাৎ সূক্ষ্ম হওয়ায় অতীন্দ্রিয়, [ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে]। **তথোপলব্ধেঃ**—যেহেতু নাড়ীদ্বারে নিষ্ক্রমণশ্রুতিবলে 'সেই প্রকার' সূক্ষ্মতার উপলব্ধি হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

তচ্চ ইতরভূতসহিতং তেজঃ জীবস্য অস্মাৎ শরীরাৎ প্রবসতঃ আশ্রয়ভূতং স্বরূপতঃ প্রমাণতশ্চ সূক্ষ্মং ভবিতুম্ অর্হতি ।১ তথাহি- নাড়ীনিষ্ক্রমণশ্রবণাদিভ্যঃ অস্য সৌক্ষ্ম্যম্ উপলভ্যতে ।২

ভাবদীপিকা [উৎক্রমণকালে সুষুপ্তির আবশ্যকতা]

(২) আত্মীয়স্বজন ও স্থূল শরীর হইতে বিচ্ছেদকালে জীব যে শারীরিক ও মানসিক বেদনা অনুভব করে, তাহার অপনোদন ও বিশ্রামের জন্য জীবোপাধিভূত সূক্ষ্মশরীরের জীবসহপরমাত্মাতে এইপ্রকার নির্ব্যাপার হইয়া অবস্থিতি (—সুষুপ্তি) আবশ্যক । হৃদয়াগ্রের প্রজ্বলনাদি বিশ্রামের অপর প্রয়োজন ৪।২।১৭ তদোকোঽধিকরণে বর্ণিত হইবে । ব্রহ্মব্যতিরেকে জীবের অন্য বিশ্রান্তিস্থান নাই, ইহা "এতমেব অস্তায় ধাবতি" (বৃঃ ৪।৩।১৯), "প্রাণম্ এব উপশ্রয়তে" (ছাঃ ৬।৮।২), "সতা...সম্পন্নো ভবতি (ঐ ৬।৮।১), "অকামং রূপং শোকান্তরম্" (বৃঃ ৪।৩।২১), ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায় । (ব্রহ্মবিদ্যাভরণাবলম্বনে)।

শাঙ্করভাষ্যম্

তত্র তনুত্বাৎ সঞ্চারোপপত্তিঃ।৩ স্বচ্ছত্বাৎ চ অপ্রতিঘাতোপপত্তিঃ।৪ অতএব চ দেহাৎ নির্গচ্ছন্ পার্শ্বস্থৈঃ ন উপলভ্যতে।৫॥৪।২।৯॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শ্রুতি ও যুক্তিবলে উৎক্রান্ত সূক্ষ্ম শরীরের সূক্ষ্মতা ও স্বচ্ছতা প্রদর্শন।]

আর এই শরীর হইতে পরলোকে গমনকারী জীবের আশ্রয়ভূত অন্যান্য ভূতসহকৃত সেই তেজ (৪।২।৬ সূঃ) স্বরূপতঃ এবং প্রমাণতঃ সূক্ষ্ম হওয়াই সঙ্গত।১ [সেই প্রমাণ কি? উত্তর—] দেখ [নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ], নাড়ী দ্বারা নিষ্ক্রমণ প্রভৃতি প্রতিপাদিকা শ্রুতিসকল (ছাঃ ৮।৬।৩-৬, বৃঃ ৪।৪।২) হইতে ইহার (—সূক্ষ্মশরীরের) সূক্ষ্মতা অবগত হওয়া যায়।২ [তেজঃসহকৃত উক্ত ভূতসূক্ষ্ম] তনু (—পরিমাণতঃ সূক্ষ্ম) হওয়ায় সেই স্থলে (—নাড়ীর মধ্যে) সঞ্চরণ সঙ্গত।৩ আর [ভূতসূক্ষ্মাত্মক উক্ত সূক্ষ্মশরীর স্বরূপতঃ] স্বচ্ছ (—অনুদ্ভূতরূপস্পর্শযুক্ত) হওয়ায় অপ্রতিঘাত (—স্থূল দ্রব্যের দ্বারা অনিরুদ্ধগতি হওয়া) সঙ্গত।৪ আর সেইহেতু (—স্বচ্ছ ও তনু হওয়ায়) দেহ হইতে যাহা (—যে সূক্ষ্মশরীর) নির্গত হয়, তাহা পার্শ্বস্থগণকর্তৃক উপলব্ধ হয় না।৫॥৪।২।৯॥

নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥৪।২।১০॥

পদচ্ছেদ—ন, উপমর্দ্দেন, অতঃ।

সূত্রার্থ—[প্রসঙ্গতঃ জীবশরীরস্য সৌক্ষ্ম্যকৃতং লাভান্তরম্ আহ—] অতঃ—সূক্ষ্মত্বাৎ এব, [স্থূলশরীরস্য] **উপমর্দ্দেন**—নাশেন, [সূক্ষ্মশরীরস্য] **ন**—ন উপমর্দ্দঃ।

অনুবাদ—[পরলোকে গমনকারী জীবশরীরের সূক্ষ্মতাকৃত অন্য লাভের কথা বলিতেছেন—] অতঃ—সূক্ষ্ম] হয় বলিয়াই, [স্থূল শরীরের] **উপমর্দ্দেন**—নাশদ্বারা, [সূক্ষ্মশরীরের] **ন**—নাশ হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্

অতএব সূক্ষ্মত্বাৎ ন অস্য স্থূলস্য শরীরস্য উপমর্দ্দেন দাহাদিনিমিত্তেন ইতরৎ সূক্ষ্মং শরীরম্ উপমৃদ্যতে ॥৪।২।১০॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—দাহাদিদ্বারা সূক্ষ্মশরীরের নাশ হয় না; তাহা আমোক্ষ স্থায়ী।]

এই হেতুবশতঃ, অর্থাৎ [পরলোকগামী জীবশরীর] সূক্ষ্ম হওয়ায় দাহাদিরূপ নিমিত্তবশতঃ এই স্থূলশরীরের বিনাশ দ্বারা তাহা হইতে ভিন্ন সূক্ষ্মশরীর বিনষ্ট হয় না। [মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা বর্ত্তমান থাকে] ॥৪।২।১০॥

অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা ॥৪।২।১১॥

পদচ্ছেদ—অস্য, এব, চ, উপপত্তেঃ, এষঃ, উষ্মা।

সূত্রার্থ—[সূক্ষ্মদেহসদ্ভাবে মানম্ আহ—স্থূলদেহে] **এষঃ**—উপলভ্যমানঃ, **উষ্মা**—তাপঃ, **অস্য এব**—সূক্ষ্মদেহস্য এব [ধর্ম্মঃ], **উপপত্তেঃ**—সত্যেব সূক্ষ্মদেহে তদুপলব্ধেঃ,

তদভাবে মৃতদেহে তদনুপলব্ধেঃ ইতি অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং তদ্ধর্মত্বস্যৈব উপপত্তেঃ ইত্যর্থঃ। চকারঃ—"উষ্ণঃ এব জীবিষ্যন্" ইত্যাদিশ্রুতিঃ সমুচ্চিনোতি।

অনুবাদ—[সূক্ষ্মশরীরের অস্তিত্ববিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—স্থূলদেহে] এষঃ—এই স্পর্শগোচর, উষ্মা—তাপ, অস্য এব—এই সূক্ষ্মদেহেরই [ধর্ম], উপপত্তেঃ—যেহেতু [স্থূল দেহের মধ্যে] সূক্ষ্মদেহ থাকিলেই তাহা (—তাপ) উপলব্ধ হয়, তাহার অভাবে মৃতদেহে তাহা উপলব্ধ হয় না, এইপ্রকার অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা তদ্ধর্মতাই (—তাপ সূক্ষ্মশরীরের ধর্ম, ইহাই) যুক্তিযুক্ত হইতেছে। চকারটী—"যে শরীর জীবিত, তাহা উষ্ণ", ইত্যাদি শ্রুতিকে সমুচ্চয় করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অস্যৈব চ সূক্ষ্মস্য শরীরস্য এষঃ উষ্মা যম্ এতস্মিন্ শরীরে সংস্পর্শেন উষ্মাণং বিজানন্তি।১ তথা হি মৃতাবস্থায়াম্ অবস্থিতে অপি দেহে বিদ্যমানেষু অপি চ রূপাদিষু দেহগুণেষু ন উষ্মা উপলভ্যতে।২ জীবদবস্থায়াম্ এব তু উপলভ্যতে ইতি অতঃ উপপদ্যতে প্রসিদ্ধশরীরব্যতিরিক্তব্যপাশ্রয়ঃ এব এষঃ উষ্মা ইতি।৩ তথাচ শ্রুতিঃ—"উষ্ণঃ এব জীবিষ্যন্, শীতঃ মরিষ্যন্", ইতি।৪॥৪।২।১১॥

ইতি পঞ্চমং সংসারব্যপদেশাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—উষ্ণতা সূক্ষ্মশরীরের ধর্ম, ইহা প্রতিপাদনদ্বারা সূক্ষ্মশরীরের অস্তিত্বে প্রমাণ প্রদর্শন।]

আর এই সূক্ষ্ম শরীরেরই এই উষ্ণতা, যে উষ্ণতাকে এই শরীরে সংস্পর্শের দ্বারা [জনগণ] জানিতে পারে।১ যেমন দেখ, মৃতাবস্থাতে [স্থূল] দেহ বিদ্যমান থাকিলেও এবং [স্থূল] দেহের গুণ রূপাদি বিদ্যমান থাকিলেও উষ্ণতা উপলব্ধ হয় না।২ জীবদবস্থাতেই কিন্তু [উষ্ণতা] উপলব্ধ হইয়া থাকে, এইহেতু এই উষ্ণতা প্রসিদ্ধ [স্থূল] শরীর হইতে ভিন্ন কিছুতেই আশ্রিত, ইহা যুক্তিসঙ্গত (৩)।৩ এই বিষয়ে শ্রুতিও আছে—"যে শরীর জীবিত, তাহা উষ্ণ; যাহা মৃত, তাহা শীতল"; ইত্যাদি (৪)।৪॥৪।২।১১॥

সংসারব্যপদেশাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৩) এই স্থলে লিঙ্গশরীর হইতে ভিন্ন সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্ববিষয়ে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—(ক) "উষ্ণতা কচিদাশ্রিতা ধর্মত্বাৎ, রূপবৎ"। (খ) "উষ্ণতা স্থূলদেহাতিরিক্তসূক্ষ্মদেহাশ্রিতা সূক্ষ্মশরীরবিযুক্তে তত্র অনুপলব্ধত্বাৎ, যঃ ন সূক্ষ্মশরীরবান্ ন সঃ উষ্মাবান্, যথা চিরপক্বঘটঃ"। সন্তাপক ঘটে দৃষ্টান্তাসিদ্ধি নিবারণের জন্য 'চির', এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে—এই উষ্ণতা লিঙ্গশরীরেরও ধর্ম নহে; কারণ তাহা অপঞ্চীকৃত ভূতাংশময়, সেইহেতু অতীন্দ্রিয় হওয়ায় উষ্ণতা তদাশ্রিত হইলে অস্মদাদির উপলব্ধির বিষয় হইত না। ফলে উষ্ণতাকে পঞ্চীকৃতভূতসূক্ষ্মাত্মক সূক্ষ্মশরীরের ধর্মরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে। এতদ্দ্বারা লিঙ্গশরীর হইতে সূক্ষ্মশরীর ভিন্ন পদার্থ, ইহা নিরূপিত হওয়ায় সূক্ষ্ম-

ভাবদীপিকা [সূক্ষ্মশরীরবিষয়ক বিচার]

শরীরের অস্তিত্ব বিষয়ে অন্য যুক্তি প্রদর্শিত হইল। আরও **লক্ষ্য** করিতে হইবে—১।১।২৪ সূত্রে "অন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ....অস্মিন্ শরীরে সংস্পর্শেন উষ্ণিমাণং বিজানাতি" (ছাঃ ৩।১৩।৭) ইত্যাদি শ্রুতির বিচারপ্রসঙ্গে বদ্ধকর্ণে অনুভূত আভ্যন্তর শব্দ ও উষ্ণতাকে যে জাঠরাগ্নির ধর্মরূপে নিরূপণ করা হইয়াছে (১৩৬০ পৃঃ), তাহারও কোন বিরোধ হয় না। কারণ ৩।১।১ রং হত্যধিকরণন্যায়ানুসারে যে পঞ্চীকৃতভূতসূক্ষ্মপঞ্চকপরিবৃত লিঙ্গশরীরের গত্যাগতি সম্ভব হয়, তাহাই সূক্ষ্মশরীরপদবাচ্য (১৮৮০ পৃঃ) হওয়ায় এবং জাঠরাগ্নিসংজ্ঞক তেজ উক্ত ভূতসূক্ষ্মেরই অন্তর্গত হওয়ায় তেজের গুণ যে উষ্ণতা, তাহা হইল বস্তুতঃ সূক্ষ্মশরীরেরই ধর্ম। এই-প্রকারে জাঠরাগ্নিকে সূক্ষ্মশরীরের অন্তর্গতরূপে নিরূপণদ্বারা প্রসঙ্গবশতঃ সূক্ষ্মশরীরের * অস্তিত্ববিষয়ে আরও যুক্তি প্রদর্শিত হইল। (পরিমল ও ব্রহ্মবিদ্যাভরণ দ্রঃ)।

[কারণশরীর, লিঙ্গশরীর ও সূক্ষ্মশরীর বিষয়ক শাস্ত্রার্থ নিরূপণ।]

(৪) **লক্ষ্য** করিতে হইবে—৪।২।৬ এবং ৪।২।৮ হইতে ৪।২।১১ পর্য্যন্ত সূত্রসকলে ভগবান্ সূত্রকার এবং ভগবান্ ভাষ্যকারকর্তৃক লিঙ্গশরীর হইতে ভিন্ন, তাহার আশ্রয়ভূত (৭ সূঃ ১৯ বাক্য) আমোক্ষস্থায়ী (৮ সূঃ ৬ বাক্য) পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতসূক্ষ্মাত্মক (৬ সূঃ) সূক্ষ্মশরীরের (১০ সূঃ) অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হইল। এই সিদ্ধান্তের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই রত্নপ্রভাকার বলিয়াছেন —"পঞ্চীকৃতভূতানাং সূক্ষ্মাঃ অবয়বাঃ স্থূলদেহারম্ভকাঃ সূক্ষ্মশরীরং প্রতিজীবং লিঙ্গস্য আশ্রয়ত্বেন **নিয়তম্ অস্তি** ইতি বক্ষ্যতে। দেহান্তরপ্রাপ্তৌ তেন যুক্তঃ গচ্ছতি পরলোকম্" (১।৪।৩ সূঃ), ইত্যাদি। কিন্তু কোন কোন প্রকরণগ্রন্থে "পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্ অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্" ॥ (বেদান্তপরিভাষা, বিষয়পঃ ; পঞ্চদশী ১।২৩ দ্রঃ), এই-প্রকারে লিঙ্গশরীরে সূক্ষ্মশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ; পঞ্চীকৃতভূতসূক্ষ্মাত্মক সূক্ষ্মশরীরের কোন প্রসঙ্গই সেই স্থলে নাই। আবার বেদান্তসারগ্রন্থে "সূক্ষ্মশরীরাণি সপ্তদশাবয়বানি লিঙ্গশরীরাণি", এইপ্রকারে লিঙ্গশরীরকেই সূক্ষ্মশরীর বলা হইয়াছে। আবার পঞ্চীকরণবার্ত্তিকে "জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং চেতি চতুষ্টয়ম্ ॥ প্রাণোঽপানস্তথা ব্যান উদানাখ্যস্তথৈব চ। সমানশ্চেতি পঞ্চৈতাঃ কীর্ত্তিতাঃ প্রাণবৃত্তয়ঃ ॥ খং বায়্বগ্ন্যম্বুক্ষিতয়ো ভূতসূক্ষ্মাণি পঞ্চ চ। অবিদ্যাকামকর্ম্মাণি লিঙ্গং পুর্য্যষ্টকং বিদুঃ ॥ এতৎ সূক্ষ্মং শরীরং স্যান্মায়িকং প্রত্যগাত্মনঃ"। (৩১-৩৭), এই প্রকারে **পুর্য্যষ্টককে** সূক্ষ্মশরীররূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বার্ত্তিকগ্রন্থ এবং তাহার টীকা অবলম্বনেই আমরা ২।১৫১ পৃষ্ঠাতে পুর্য্যষ্টকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তাহাকে সূক্ষ্মশরীররূপে বর্ণনা করিয়াছি। তাহাতে কিন্তু প্রস্তাবিত সূত্র ও ভাষ্যের সহিত **বিরোধ** হইয়া পড়িতেছে। কারণ এখানে প্রতিপাদ্য 'যে সূক্ষ্মশরীর', পঞ্চপ্রাণ মন বুদ্ধি প্রভৃতি তাহার অন্তর্গত নহে ; তাহা 'পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতসূক্ষ্মমাত্র'। এই বিরোধের

[আতিবাহিক সূক্ষ্মশরীর]

* লক্ষ্য করিতে হইবে—এই যে পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতসূক্ষ্মাত্মক সূক্ষ্মশরীর, "ভূতেষু তৎ-শ্রুতেঃ" (৪।২।৫) এই সূত্রে যাহাতে মুখ্যপ্রাণসহ জীবের লয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা উপচয়-অপচয়যুক্ত। জীবদ্দশাতে যখন স্থূলশরীরের মধ্যে নিয়মিতভাবে লিঙ্গশরীরের আশ্রয়রূপে (৮ সূঃ ৬ বাক্য) তাহা অবস্থান করে, তখন নাড়ীমধ্যে সঞ্চরণশীল তাহার যাদৃশ অবয়ব, উৎক্রমণের পর ৩।১।১ রংহত্যধিকরণে প্রতিপাদিত তাহার অবয়ব তদপেক্ষা উপচিত হওয়া সঙ্গত, কারণ শ্রদ্ধা ও অপ্‌শব্দবাচ্য (৩৩ পৃঃ পাদটীকা) আরও পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতসূক্ষ্ম তাহার সহিত যোজিত হয়। ইহাই আতিবাহিক দেবগণকর্তৃক বাহিত জীবের বিভিন্ন লোকগামি আতিবাহিক সূক্ষ্মশরীর। (পরিকৃতি আমাদের)।

ভাষ্যদীপিকা [সূক্ষ্মশরীরবিষয়ক বিচার]

সমাধান কি? পাঠক এক্ষণে সূত্র ও ভাষ্যের সিদ্ধান্তের সহিত পরিচিত হওয়ায় সেই বিরোধের সমাধানবিষয়ে আমরা যত্ন করিতেছি। প্রথমে লক্ষ্য করিতে হইবে — পুর্যষ্টকবিষয়ক পঞ্চীকরণবার্ত্তিকোক্ত উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাতে কেহ কেহ "ভূতসূক্ষ্মাণি পঞ্চ চ" অত্রস্থ "ভূতপঞ্চক-শব্দে "অপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতকে" গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা স্বীকার করিলে এই বার্ত্তিকগ্রন্থে পঞ্চীকৃতভূতসূক্ষ্মাত্মক পারিভাষিক "সূক্ষ্মশরীর" গৃহীতই হয় নাই, এইপ্রকার পরিস্থিতি হইয়া পড়িবে। কিন্তু তাহা হইলে পঞ্চীকৃতভূতসূক্ষ্মাত্মক সূক্ষ্মশরীর, যাহা অত্রস্থ সূত্র ও ভাষ্যে প্রতিপাদিত হইল, তাহা বাদ পড়িয়া যাইবে; ফলে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের সাধনরূপে সর্ব্বপ্রপঞ্চের অপলাপ সিদ্ধ হইবে না। [এই মতবাদে অন্যপ্রকার অসঙ্গতি ২।১৫২ পৃঃ পাদটীকা দ্রঃ]। সুতরাং পঞ্চীকরণবার্ত্তিকোক্ত 'ভূতসূক্ষ্মশব্দে' অত্রস্থ সূত্র ও ভাষ্যানুসারে 'পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতসূক্ষ্মকে' অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীরকে গ্রহণ করাই সমীচীনরূপে প্রতিভাত হইতেছে। তাহাতে কিন্তু পুর্যষ্টককে সূক্ষ্মশরীররূপে গ্রহণকরারূপ উক্তপ্রকার বিরোধ হইয়া পড়িতেছে। টীকা ও প্রকরণগ্রন্থসকল যতটা আমরা দেখিতেছি, এই বিরোধের সমাধানবিষয়ে নির্বাক্। এই বিষয়ে এইপ্রকার **সমাধান** প্রতিভাত হইতেছে, যথা—এই পুর্যষ্টকের মধ্যে অবিদ্যা * গৃহীত হওয়ায় '**কারণশরীর**'; পঞ্চপ্রাণ মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সকল গৃহীত হওয়ায় **লিঙ্গশরীর** এবং পঞ্চীকৃত ভূতসূক্ষ্মসকল গৃহীত হওয়ায় **সূক্ষ্মশরীর** গৃহীত হইয়াছে। কাম ও কর্ম্ম প্রভৃতি কাহার

---

* পঞ্চীকরণের 'বার্ত্তিকাভরণ' প্রভৃতি কোন কোন টীকাগ্রন্থে এই অবিদ্যাশব্দে "পূর্ব্বপূর্ব্ব-ভ্রমজন্যবাসনারূপা অবিদ্যা", এইপ্রকারে 'ভ্রমজন্যসংস্কার' গৃহীত হওয়ায় বস্তুতঃ ক্লেশরূপা অবিদ্যা (২।২০৪ পৃঃ, ৩।৩৮০ পৃঃ) গৃহীত হইয়াছে। তাহা সঙ্গত নহে। কারণ মূলাবিদ্যা, বা তাহার কার্যভূত অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব হওয়ায়, জীবের ইহপরলোকে গত্যাগতি ও ভোগের জন্য পুর্যষ্টক সাধন হওয়ায় এবং একত্র অবস্থিত জীবের অন্যত্র ভোগ সম্ভব না হওয়ায় এই স্থলে অবিদ্যাশব্দে মূলাবিদ্যাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। মূলাবিদ্যাসংযোগেই জীবের গত্যাগতি হয়, ইহা ভগবান্ ভাষ্যকার "**অবিদ্যা-কর্ম্মপূর্ব্বপ্রজ্ঞাপরিগ্রহঃ** পূর্ব্বদেহং বিহায়" (৩।১।১ সূঃ ৭ বাক্য), "অবিদ্যাকর্ম্মপূর্ব্ব-প্রজ্ঞোপাধিকে বিজ্ঞানাত্মনি" (৪।২।৪ সূঃ ৫ বাক্য), ইত্যাদি স্থলে স্পষ্টই বলিয়াছেন। ন্যায়-নির্ণয়কারও ৩।১।১ সূত্রভাষ্যের ব্যাখ্যাতে "অনাদ্যনির্ব্বাচ্য চিৎপ্রতিবিম্বনিমিত্ততয়া জীবত্বহেতুঃ অবিদ্যা", এইপ্রকারে অত্রস্থ অবিদ্যাশব্দে মূলাবিদ্যাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্তসারের ১৩ খণ্ডে পুর্যষ্টকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বিদ্বন্মনোরঞ্জনীকার "ভূতসূক্ষ্মাণি উপাদানানি, তদুপাদানং চ অবিদ্যা", এইপ্রকারে মূলাবিদ্যাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল যুক্তি ও উক্তিকে উপেক্ষা করা যায় না। আর 'ক্লেশরূপা অবিদ্যাকে' গ্রহণ করিলে বার্ত্তিকাভরণকারের লাভই বা কি হইবে? পুর্যষ্টকের মধ্যে মন, অর্থাৎ অন্তঃকরণ গৃহীত হওয়ায় তদাশ্রিত 'পূর্ব্বপ্রজ্ঞা' (—জন্মান্তরীয় সংস্কার) সহ ভ্রমজন্য সংস্কারও তো গৃহীতই হইয়াছে। অতএব উদ্ধৃত ভাষ্যাদির বিরোধ বশতঃ বার্ত্তিকাভরণকারের ব্যাখ্যা অসঙ্গত, ইহাই আমাদের নিকট প্রতিভাত হইতেছে। এই অবিদ্যাশব্দে কারণশরীররূপা মূলাবিদ্যা গৃহীত হইলে পরে "আত্মাহজ্ঞানং তদব্যক্তম্", (পঞ্চীকরণবার্ত্তিক ৩৯) ইত্যাদিপ্রকারে কারণশরীরের বর্ণনা পুনরুক্ত হইয়া পড়িবে, এইপ্রকার আশঙ্কাও সঙ্গত নহে; কারণ পুর্যষ্টকের বর্ণনাপ্রসঙ্গে পূজ্যপাদ বার্ত্তিককার পূর্ব্বে অবিদ্যারূপা কারণশরীর বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, ইহা তাহারই বিস্তৃতিমাত্র। বার্ত্তিকে এই স্থলে এইপ্রকার রচনাশৈলীই তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আকরে দ্রষ্টব্য।

৬। প্রতিষেধাধিকরণম্। [১২-১৪ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদের উৎক্রমণ ও গতি নিরাকরণ।

অধিকরণসঙ্গতি—যাঁহাদের অবিদ্যাদি ক্লেশ নিঃশেষে ধ্বংস হইয়াছে, "অমৃতত্বং চ অনুপোষ্য" (৪।২।৭), এই সূত্রাংশে সেই নির্গুণব্রহ্মবিদ্‌গণের উৎক্রমণ হয় না, ইহা ফলতঃ সূচিত হইয়াছে। তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে, যেহেতু "ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।৬), ইত্যাদি শ্রুতিতে জীব হইতেই প্রাণসকলের উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার দেহ হইতে নহে। এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানের জন্য আরব্ধ হইতেছে বলিয়া দূরবর্তী ৪।২।৪ আস্বত্ত্য-পক্রমাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়। অথবা সগুণব্রহ্মবিৎ ও অজ্ঞের উৎক্রমণপ্রসঙ্গে নির্গুণব্রহ্মবিদেরও উৎক্রমণ প্রসক্ত হওয়ায় প্রসঙ্গতঃ তাহা নিরাকৃত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **প্রসঙ্গসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

কিং জীবাদথবা দেহাৎ প্রাণোৎক্রান্তির্নিবার্য্যতে।
জীবান্নিবারণং যুক্তং জীবেদ্দেহোঽন্যথা সদা॥
তপ্তাশ্মজলবদ্দেহে প্রাণানাং বিলয়ঃ স্মৃতঃ।
উচ্ছ্বয়ত্যেব দেহোঽন্তে দেহাৎ সা বিনিবার্য্যতে॥

অন্বয়—প্রাণোৎক্রান্তিঃ কিং জীবাৎ, অথবা দেহাৎ নিবার্য্যতে? জীবাৎ নিবারণং যুক্তম্, অন্যথা দেহঃ সদা জীবেৎ। তপ্তাশ্মজলবৎ প্রাণানাং দেহে বিলয়ঃ স্মৃতঃ, অন্তে দেহঃ উচ্ছ্বয়তি এব, অতঃ সা দেহাৎ বিনিবার্য্যতে।

ভাবদীপিকা [সূক্ষ্মশরীরবিষয়ক বিচার]

মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে, তাহা আমরা ২।৭৫১ পৃষ্ঠাতে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং পুর্য্যষ্টক হইতেছে **উক্ত শরীরত্রয়ের সমষ্টি।** ইহা জীবের নরকাদি ব্রহ্মলোকান্ত উচ্চাবচ ভোগসাধন আমোক্ষস্থায়ী জীবোপাধি। বিচারদৃষ্টিতে শরীরত্রয়রূপে বর্ণিত হইলেও বস্তুতঃ ইহা মোক্ষকালান্তস্থায়ী অবিভাজ্য একটীই। অনুদ্ভূতরূপ ও অনুদ্ভূতস্পর্শ হওয়ায় ইহা অস্মদাদির প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, সেইহেতু উক্ত **বার্ত্তিকগ্রন্থে** ইহাকে বলা হইয়াছে **সূক্ষ্ম।** সেই স্থলে পারিভাষিক পঞ্চীকৃতভূতসূক্ষ্মাত্মক 'সূক্ষ্মশরীরমাত্র' অথবা 'লিঙ্গশরীরমাত্র' বিবক্ষিত নহে। বেদান্তসারাদিতে যে লিঙ্গশরীরে সূক্ষ্মশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও এই অনুদ্ভূত রূপ ও অনুদ্ভূত স্পর্শবত্তাকে অপেক্ষা করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ উক্ত স্থলসকলে 'সূক্ষ্ম শরীর' শব্দের অর্থ—"অনুদ্ভূতরূপস্পর্শবৎ শরীর"। উদ্ভূতরূপস্পর্শবৎ হওয়ায় স্থূল শরীর ব্যাবৃত্ত হইয়া পড়ে। অতএব বিবক্ষা বিভিন্নপ্রকার হওয়ায় অত্রস্থ সূত্র ও ভাষ্যের সহিত উক্ত গ্রন্থসকলের বিরোধ নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু প্রকরণগ্রন্থকারগণ এবং টীকাকারগণ স্পষ্টভাবে না বলিলেও পুর্য্যষ্টককে অস্মৎপ্রদর্শিত উক্তপ্রকারে শরীরত্রয়ের সমষ্টিরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে, মাত্র সূক্ষ্মশরীররূপে নহে। সুতরাং ২।৭৫১ পৃষ্ঠাতে প্রদত্ত পুর্য্যষ্টককে সূক্ষ্ম-শরীররূপে ব্যাখ্যাকে আপাতব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করিতে হইবে। অত্রস্থ সূত্র ও ভাষ্যের সহিত পাঠকের পরিচয় না থাকায় সেই স্থলে এইপ্রকার ব্যাখ্যা, যাহা আমাদের দৃষ্ট কোন গ্রন্থেই প্রাপ্ত হওয়া গেল না, তাহা দুঃসাহস হইয়া পড়িত। (বিচার আমাদের)।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[নির্গুণব্রহ্মবিদ্ অত্র বিষয়ঃ। "ন তস্মাৎ প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি" (বৃঃ মাধ্যঃ ৪।২।৮) ইতি, "ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি" (বৃঃ কাণ্বঃ ৪।৪।৬) ইতি চ পঞ্চমী-ষষ্ঠীশ্রুতিভ্যাং ভবতি সন্দেহঃ নির্গুণব্রহ্মবিদঃ] প্রাণোৎক্রান্তিঃ কিং জীবাৎ, অথবা দেহাৎ নিবার্য্যতে ?

পূর্ব্বপক্ষ—["ন তস্মাৎ প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি" ইতি শ্রুতেঃ] জীবাৎ [প্রাণোৎক্রান্তেঃ] নিবারণং যুক্তম্, [ন তু দেহাৎ]; অন্যথা [দেহাৎ প্রাণানাম্ অনুৎক্রান্তৌ] দেহঃ সদা জীবেৎ। [ততঃ মরণাভাবঃ প্রসজ্যেত। অতঃ নির্গুণব্রহ্মবিদঃ দেহাৎ প্রাণোৎক্রমণম্ অঙ্গীকার্য্যম্ ইত্যর্থঃ]।

সিদ্ধান্ত—তপ্তাশ্মজলবৎ, [তপ্তাশ্মনি প্রক্ষিপ্তং জলং যথা ন অন্যত্র গচ্ছতি, নাপি তত্র দৃশ্যতে, কিন্তু স্বরূপেণ লীয়তে ইত্যর্থঃ, তদ্বৎ নির্গুণব্রহ্মবিদঃ] প্রাণানাং দেহে বিলয়ঃ ["নোৎক্রামন্তি মুনেঃ প্রাণাঃ...কুতঃ উৎক্রমা যাস্যতি", "সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য...দেবা অপি মার্গে মুহ্যন্তি (মঃ ভাঃ শাঃ ২৬১।৩২) ইত্যাদিপ্রকারেণ] স্মৃতঃ। [দেহাৎ অনুৎক্রান্তাঃ অপি প্রাণাঃ ন দেহে অবতিষ্ঠন্তে, কিন্তু রজ্জৌ ইব রজ্জুসর্পঃ স্বাত্মনি বিলীয়ন্তে ইত্যর্থঃ। অতঃ জীবনাসম্ভবাৎ 'মৃতঃ দেহঃ' ইতি ব্যবহারঃ। অনুৎক্রান্তানাং প্রাণানাং দেহে অবস্থানাভাবে লিঙ্গম্ আহ —] দেহঃ উচ্ছূয়তি এব। [ননু ইয়তঃ কল্পনাগৌরবপ্রয়াসাৎ বরং দেহাদুৎক্রান্তিঃ অস্তু, উৎক্রমণপ্রতিষেধস্য কোবাপাদানকঃ ভবিষ্যতি। নৈবম্, যতঃ জীবেন সহ অবস্থিতেষু প্রাণেষু দেহাদুৎক্রান্তস্য দেহান্তরগ্রহণস্য আবশ্যকত্বাৎ মুক্তিঃ এব ন স্যাৎ]। অতঃ সা [উৎক্রান্তিঃ] দেহাৎ বিনিবার্য্যতে, [ন জীবাৎ]।

অনুবাদ

সংশয়—[নির্গুণব্রহ্মবিদ্ এখানে বিষয়। "তাঁহা হইতে প্রাণসকল উৎক্রমণ করে না" এবং "তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রমণ করে না", এইপ্রকারে পঞ্চমী ও ষষ্ঠী বিভক্তিবশতঃ (—তাদৃশ শ্রুতিপ্রমাণদ্বয়বশতঃ) সন্দেহ হয়—নির্গুণব্রহ্মবিদের] প্রাণসকলের উৎক্রমণ কি জীব হইতে নিবারিত হইতেছে, অথবা দেহ হইতে ?

পূর্ব্বপক্ষ—["তাঁহা হইতে প্রাণসকল উৎক্রমণ করে না", এইপ্রকার শ্রুতি থাকায়] জীব হইতে [প্রাণোৎক্রান্তির] নিষেধই যুক্তিসঙ্গত, [কিন্তু দেহ হইতে নহে]; অন্যথা (—জীব হইতে প্রাণোৎক্রমণ নিষিদ্ধ না হইয়া), [দেহ হইতে প্রাণসকলের উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হইলে] দেহ সদাই জীবিত থাকিবে। [তাহার ফলে মরণের অভাব হইয়া পড়িবে। এইহেতু নির্গুণব্রহ্মবিদের দেহ হইতে প্রাণোৎক্রমণ অঙ্গীকার্য্য, ইহাই ভাব]।

সিদ্ধান্ত—তপ্ত প্রস্তরে জলের ন্যায়, [অর্থাৎ তপ্ত প্রস্তরে প্রক্ষিপ্ত জল যেমন অন্যত্র গমন করে না, আবার সেই স্থলেও পরিদৃষ্ট হয় না, কিন্তু স্বরূপতঃ বিলীন হইয়া যায়, তাহার ন্যায় নির্গুণব্রহ্মবিদের] প্রাণসকলের দেহে বিলয় ["মুনির প্রাণ উৎক্রমণ করে না....উৎক্রমণ করিয়া কোথায় যাইবে", "সর্ব্ব ভূত যাঁহার আত্মস্বরূপ...দেবগণও তাঁহার মার্গবিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হন", ইত্যাদিপ্রকারে] স্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে। [প্রাণসকল দেহ হইতে উৎক্রমণ না করিলেও দেহে অবস্থান করে না, কিন্তু রজ্জুতে রজ্জুসর্পের ন্যায় নিজের আত্মাতেই বিলীন হইয়া যায়, ইহাই ভাব। এইহেতু জীবিত থাকা সম্ভব না হওয়ায় 'মৃত দেহ', এইপ্রকার ব্য

হার হইয়া থাকে। অনুৎক্রান্ত প্রাণসকলের দেহে অবস্থানে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] দেহ অতএই স্ফীত হইয়া উঠে। [কিন্তু কল্পনাগৌরবাত্মক এইটা প্রয়াসাপেক্ষা বরং দেহ হইতে উৎক্রমণ হউক্। উৎক্রমণের প্রতিষেধ জীব হইতে হইবে। [উত্তর—] এইপ্রকার হইবে না, যেহেতু প্রাণসকল জীবের সহিত অবস্থান করিলে যিনি দেহ হইতে উৎক্রমণ করেন, তাঁহার দেহান্তর গ্রহণ আবশ্যক হওয়ায় মুক্তিই হইবে না]। এইহেতু তাহা (—উৎক্রমণ) দেহ হইতে নিবারিত হইতেছে, [জীব হইতে নহে]।

ফলভেদ- পূর্ব্বপক্ষে, উৎক্রমণ এবং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিদ্বারা ক্রমমুক্তি হওয়ায় নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা ব্যর্থ। সিদ্ধান্তে—উৎক্রমণ না হইয়া সদ্যোমুক্তি লব্ধ হওয়ায় তাহা সার্থক।

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] **প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ ॥৪।২।১২॥**

পদচ্ছেদ - প্রতিষেধাৎ, ইতি, চেৎ, ন, শারীরাৎ।

সূত্রার্থ—[নির্গুণব্রহ্মবিদ্ অত্র বিষয়ঃ। তস্য উৎক্রান্তিঃ অস্তি, নাস্তি বা ইতি সন্দেহে; 'অস্তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তত্র সিদ্ধান্তী ব্রূতে—তস্য উৎক্রান্তিঃ নাস্তি। কুতঃ?] **প্রতিষেধাৎ**—"ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি", ইতি প্রাণোৎক্রান্তিপ্রতিষেধাৎ। **ইতি চেৎ।** [তত্র পূর্ব্ববাদী আহ—] **ন**, [যতঃ] **শারীরাৎ**—জীবাৎ [অয়ম্ উৎক্রান্তিপ্রতিষেধঃ, ন শরীরাৎ; "ন তস্মাৎ প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি", ইতি মাধ্যন্দিনশাখায়াং জীবাদেব প্রাণোৎক্রান্তিপ্রতিষেধস্য শ্রুতত্বাৎ। অতঃ প্রাণাদিসহিতস্য নির্বিশেষব্রহ্মবিদঃ অস্তি দেহাৎ উৎক্রান্তিঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

অনুবাদ—[নির্গুণব্রহ্মবিদ্ এখানে বিষয়। তাঁহার উৎক্রমণ হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; 'উৎক্রমণ হয়', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। তাহাতে সিদ্ধান্তী বলেন—তাঁহার উৎক্রমণ হয় না। তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] **প্রতিষেধাৎ**—যেহেতু "তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রমণ করে না", এইপ্রকারে প্রাণোৎক্রান্তির প্রতিষেধ আছে। **ইতি চেৎ**-এইপ্রকার যদি বলা হয়। [তাহাতে পূর্ব্ববাদী বলেন—] **ন**—তাহা নহে, [যেহেতু] **শারীরাৎ**—জীব হইতে [এই উৎক্রান্তির প্রতিষেধ, শরীর হইতে নহে; কারণ "তাঁহা হইতে প্রাণসকল উৎক্রমণ করে না", এইপ্রকারে মাধ্যন্দিনশাখাতে জীব হইতেই প্রাণোৎক্রান্তির প্রতিষেধ শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব প্রাণাদি সহ নির্বিশেষ ব্রহ্মবিদের দেহ হইতে উৎক্রমণ হয়, **ইহা পূর্ব্বপক্ষ**]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"অমৃতত্বং চ অনুপোষ্য" (৪।২।৭) ইতি অতঃ বিশেষণাৎ আত্যন্তিকে অমৃতত্বে গত্যুৎক্রান্ত্যোঃ অভাবঃ অভ্যুপগতঃ। তত্রাপি কেনচিৎ কারণেন উৎক্রান্তিম্ আশঙ্ক্য প্রতিষেধতি—

ভাষ্যানুবাদ

সঙ্গতি, বিষয় ও সংশয়। পূঃ—নির্গুণব্রহ্মবিদের প্রাণসকলের উৎক্রমণ হয়।]

"অবিদ্যাদি ক্লেশসকলকে নিঃশেষে দগ্ধ না করিয়া লব্ধ হওয়ায় এই অমৃতত্ব আপেক্ষিক", ইত্যাদি এই বিশেষণ থাকায় [সদ্যোমুক্তিরূপ] আত্যন্তিক অমৃতত্বে গতি এবং উৎক্রান্তির অভাব [ফলতঃ] অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তাহাতেও (—সেই আত্যন্তিক অমৃতত্বেও, বিভিন্নপ্রকার শ্রুতিবাক্য ইত্যাদি] কোন কারণবশতঃ [নির্বিশেষব্রহ্মবিদের] উৎক্রান্তিকে আশঙ্কা করিয়া [শ্রুতি তাহার] প্রতিষেধ

শাঙ্করভাষ্যম্

"অথ অকাময়মানঃ, যঃ অকামঃ নিষ্কামঃ আপ্তকামঃ আত্মকামঃ [ভবতি], ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি" (বৃঃ ৪।৪।৬) ইতি ।২ অতঃ পরবিদ্যাবিষয়াৎ প্রতিষেধাৎ ন পরব্রহ্মবিদঃ দেহাৎ প্রাণানাম্ উৎক্রান্তিঃ অস্তি ইতি চেৎ ।৩ ন ইতি উচ্যতে, যতঃ শারীরাৎ আত্মনঃ এষঃ উৎক্রান্তিপ্রতিষেধঃ প্রাণানাং, ন শরীরাৎ ।৪ কথম্ অবগম্যতে ? ৫ "ন তস্মাৎ প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি" (বৃঃ মাধ্যঃ ৪।২।৮) ইতি শাখান্তরে পঞ্চমীপ্রয়োগাৎ ।৬ সম্বন্ধসামান্যবিষয়া হি ষষ্ঠী শাখান্তরগতয়া পঞ্চম্যা সম্বন্ধবিশেষে ব্যবস্থাপ্যতে ।৭ 'তস্মাৎ' ইতি চ প্রাধান্যাৎ অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সাধিকৃতঃ

ভাষ্যানুবাদ

করিতেছেন—"অনন্তর [মুক্তিপ্রকরণ আরব্ধ হইতেছে—] যিনি কামনাপরতন্ত্র নহেন, [অর্থাৎ] যিনি অকাম (—বাহ্যবিষয়ে বিতৃষ্ণায়ুক্ত), নিষ্কাম (—আন্তর কামনারহিত), আপ্তকাম (—প্রাপ্তপরমানন্দ) এবং আত্মকাম (—সর্ববস্তুতে এক আত্মাকে দর্শন করেন), তাঁহার (—তাদৃশ ব্রহ্মবিদের) প্রাণসকল উৎক্রমণ করে না, [পূর্বেও স্বরূপতঃ] ব্রহ্ম থাকিয়াই [এখানেই তিনি] ব্রহ্মে বিলীন হন", ইত্যাদি ।২ পরবিদ্যাবিষয়ক (—নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক, উৎক্রমণের] এই প্রতিষেধ থাকায় [নির্গুণ] পরব্রহ্মবিদের দেহ হইতে প্রাণসকলের উৎক্রমণ হয় না, [সিদ্ধান্তী] যদি এইপ্রকার বলেন ।৩ [তদুত্তরে পূর্বপক্ষিকর্তৃক] না, ইহা কথিত হইতেছে ; যেহেতু শরীরস্থিত আত্মা (—জীব) হইতে প্রাণসকলের উৎক্রান্তির এই প্রতিষেধ হইতেছে, কিন্তু শরীর হইতে নহে ।৪ কিপ্রকারে ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে ?৫ [উত্তরে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন—] যেহেতু "তাঁহা হইতে প্রাণসকল উৎক্রমণ করে না", এইপ্রকারে শাখান্তরে (—মাধ্যন্দিনে) পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে ।৬ [কিন্তু শরীর হইতে উৎক্রমণের নিষেধ অঙ্গীকার করিলে "ন তস্য প্রাণাঃ" অত্রস্থ ষষ্ঠীশ্রুতির গতি কি হইবে ? উত্তর—] দেখ, সম্বন্ধসামান্যকে বিষয় করে যে ষষ্ঠী, [তাহার সম্বন্ধবিশেষের প্রতি আকাঙ্ক্ষা হইলে] শাখান্তরে পঠিত পঞ্চমীর দ্বারা তাহা সম্বন্ধবিশেষে ব্যবস্থাপিত হয় (১) ।৭ আর প্রধান হওয়ায়

ভাবদীপিকা

(১) তাৎপর্য এই—সামান্য সদাই বিশেষকে আকাঙ্ক্ষা করে ; যেমন 'ব্রাহ্মণভোজন করাও' বলিলে সংসারের যাবতীয় ব্রাহ্মণকে ভোজন করান অসম্ভব হওয়ায় 'কয়টী কিপ্রকার ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হইবে', ব্রাহ্মণবিষয়ে এইপ্রকারে বিশেষের আকাঙ্ক্ষা হয়। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ কাণ্বশাখায় বৃহদারণ্যকে পঠিত যে 'তস্য' এইপ্রকার ষষ্ঠীবিভক্তি, তাহার অর্থ সম্বন্ধসামান্যমাত্র। সেই সামান্য সম্বন্ধ বিশেষের আকাঙ্ক্ষা করিলে মাধ্যন্দিন শাখায় বৃহদারণ্যকে পঠিত 'তস্মাৎ' এই পঞ্চমীবিভক্তির দ্বারা সমর্পিত দেহীর গ্রহণদ্বারা তাহা উপশান্ত হয়। পঞ্চমীর অর্থ 'অপাদান'। উক্ত অপাদানস্বরূপ বিশেষ সম্বন্ধের বলে "তাঁহা

শাঙ্করভাষ্যম্

দেহী সম্বধ্যতে, ন দেহঃ ।৮ ন তস্মাৎ উচ্চিক্রমিষোঃ জীবাৎ প্রাণাঃ অপক্রামন্তি, সহৈব তেন ভবন্তি ইত্যর্থঃ ।৩।৪।২।১২

ভাষ্যানুবাদ

[স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকাদি লাভরূপ] অভ্যুদয় ও মোক্ষে অধিকারী দেহী (—জীব) 'তস্মাৎ' এইপ্রকারে সম্বন্ধ হয়, দেহ নহে (—উক্ত সর্ব্বনামপদের দ্বারা দেহীকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, দেহকে নহে (২) ।৮ [আচ্ছা, তাহাতে বাক্যার্থ কিপ্রকার হইবে ? উত্তর—] উৎক্রমণাভিলাষী সেই [নির্গুণব্রহ্মবিদ্] জীব হইতে প্রাণসকল (—লিঙ্গ-শরীর) প্রস্থান করে না, [কিন্তু] তাঁহার সহিতই বর্ত্তমান থাকে, [এবং শরীর-ত্যাগকালে একই সঙ্গে উৎক্রমণ করে], ইহাই অর্থ (৩) ।৩।৪।২।১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্—সপ্রাণস্য চ প্রবসতঃ ভবতি উৎক্রান্তিঃ দেহাৎ ইতি এবং প্রাপ্তে প্রত্যুচ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ—প্রাণের (—লিঙ্গশরীরের) সহিত যিনি (—যে নির্গুণব্রহ্মবিৎ) পরলোকে গমন করেন, তাঁহার দেহ হইতে উৎক্রমণ হয় ; ইত্যাদি এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে [সিদ্ধান্তী] প্রত্যুত্তর দিতেছেন—

ভাবদীপিকা

(—দেহী) হইতে প্রাণসকল উৎক্রমণ করে না", ইহাই হইবে উক্ত কাণ্বশ্রুতিটীর অর্থ। ষষ্ঠী শ্রুতির এইপ্রকার পঞ্চম্যন্ত অর্থ অপ্রসিদ্ধও নহে ; যেমন 'নটস্য সঙ্গীতং শৃণোতি' ইহার অর্থ—'নটাৎ সঙ্গীতং শৃণোতি'। অতএব এখানে তাঁহা হইতে, অর্থাৎ নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্ হইতে প্রাণোৎক্রমণ নিষিদ্ধ হইতেছে, ইহাই নির্ণীত হয়। কিন্তু মাধ্যন্দিনশ্রুতিস্থ 'তস্মাৎ' শব্দে শরীর-কেই গ্রহণ করিতেছ না কেন ? উত্তর—**তস্মাৎ**—'আর প্রধান', ইত্যাদি (৮ বাক্য)।

(২) অভিপ্রায় এই—লোকমধ্যে সকলে প্রধানের সহিত সম্বন্ধ হইতে ইচ্ছা করে এবং তাহারই অনুগমন করে। সম্ভব হইলে অপ্রধানের সহিত কেহ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে না। ইহাই দৃষ্টসিদ্ধ লৌকিক ন্যায়। এখানে জীব ও শরীরের মধ্যে জীবই প্রধান, কারণ তাহারই অভ্যুদয় ও মোক্ষরূপ ফল হইয়া থাকে ; শরীরের নহে। সেইহেতু এখানে 'তস্মাৎ' শব্দে প্রধান জীবই গ্রহণীয়, অপ্রধান শরীর নহে।

(৩) অতএব নিশ্চিত হইতেছে যে, নির্গুণব্রহ্মবিদ্ জীবও লিঙ্গশরীরের সহিত ব্রহ্মনাড়ী (—সুষুম্না) দ্বারে উৎক্রমণকরতঃ দেবযানমার্গে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সংসারমণ্ডলকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন ও পরব্রহ্মে বিলীন হন। স্মৃতিও তাহাই বলেন যথা—"শুকস্তু মারুতাদূর্ধ্বং গতিং কৃত্বান্তরিক্ষগাম্। দর্শয়িত্বা প্রভাবং স্বং ব্রহ্মভূতোঽভবত্তদা ॥…প্রত্যভাষত ধর্ম্মাত্মা ভোঃ শব্দেনানুনাদয়ন্ ॥" (মহাভাঃ শাঃ ৩৩৩।১৯-২৪, বঙ্গবাসী,) ইত্যাদি। অর্থ—'শুকদেব অন্তরিক্ষগামিনী গতিকে বায়ু হইতেও অধিককরতঃ স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।…[পশ্চাৎ হইতে পিতা ব্যাসদেব আহ্বান করিলে সেই] ধর্ম্মাত্মা 'ভো' এই শব্দের উচ্চারণদ্বারা প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন', ইত্যাদি। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] স্পষ্টোহ্যেকেষাম্ ॥৪।২।১৩॥

পদচ্ছেদ—স্পষ্টঃ, হি, একেষাম্।

সূত্রার্থ—একেষাম্—কাণ্বানাং [শাখায়াং পরব্রহ্মবিদঃ প্রাণানাং দেহাদুৎক্রান্তি-প্রতিষেধঃ] **স্পষ্টঃ, হি**—যতঃ [উপলভ্যতে, অতঃ ন তস্য উৎক্রান্তিঃ, অপি তু অত্রৈব লয়ঃ। তস্মাৎ বিদ্বদ্দেহাৎ এব প্রাণোৎক্রান্তিপ্রতিষেধঃ ইতি]।

অনুবাদ—একেষাম্—কাণ্বগণের [শাখাতে নির্গুণব্রহ্মবিদের দেহ হইতে প্রাণসকলের উৎক্রমণের প্রতিষেধ] **স্পষ্টঃ**—স্পষ্টভাবে, **হি**—যেহেতু [উপলব্ধ হইতেছে, সেইহেতু তাঁহার উৎক্রমণ হয় না, কিন্তু এখানেই বিলয় হয়। অতএব বিদ্বানের (—নির্গুণ-ব্রহ্মবিদের) দেহ হইতেই প্রাণোৎক্রমণের প্রতিষেধ হইতেছে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন (এ)তদস্তি 'যদুক্তং পরব্রহ্মবিদঃ অপি দেহাৎ অস্তি উৎ-ক্রান্তিঃ, উৎক্রান্তিপ্রতিষেধস্য দেহ্যপাদানত্বাৎ' ইতি।১ যতঃ দেহাপাদানঃ এব উৎক্রান্তিপ্রতিষেধঃ একেষাং সমাম্নাতৃণাং স্পষ্টঃ উপলভ্যতে।২ তথাহি—আর্ত্তভাগপ্রশ্নে "যত্র অয়ং পুরুষঃ ম্রিয়তে উৎ অস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্তি আহো ন ইতি" (বৃঃ কাঃ ৩।২।১১), ইত্যত্র "নেতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ", (ঐ) ইতি অনুৎক্রান্তি-পক্ষং পরিগৃহ্য 'ন তর্হি অয়ম্ অনুৎক্রান্তেষু প্রাণেষু ম্রিয়তে', ইতি অস্যাম্ আশঙ্কায়াম্ "অত্রৈব সমবনীয়ন্তে" (ঐ) ইতি প্রবিলয়ং প্রাণানাং প্রতিজ্ঞায় তৎসিদ্ধয়ে "সঃ উচ্ছ্বয়তি আধ্মায়তি

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শ্রুতিবাক্যের বিচারদ্বারা নির্গুণব্রহ্মবিদের উৎক্রান্তি নিরাকরণ।]

[সিদ্ধান্ত—] 'যাহা বলা হইয়াছে, [নির্গুণ-] পরব্রহ্মবিদেরও দেহ হইতে উৎক্রমণ হয়, যেহেতু দেহী উৎক্রান্তি প্রতিষেধের অপাদান (—জীব হইতে উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হইয়াছে') ইত্যাদি ; ইহা নাই (—ইহা শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে)।১ যেহেতু দেহ যাহার অপাদান, এইপ্রকার উৎক্রান্তির (—দেহ হইতে উৎক্রান্তির) প্রতিষেধ কোন কোন বেদাধ্যায়িগণের [শাখাতে] স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে।২ যেমন দেখ, আর্ত্তভাগের প্রশ্নে "এই [নির্গুণব্রহ্মবিৎ] পুরুষ যখন মৃত হন, তখন ইঁহা হইতে প্রাণসকল (—লিঙ্গশরীর) উৎক্রমণ করে, অথবা করে না" ? ইত্যাদি এই স্থলে "যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—না", এইপ্রকারে [লিঙ্গশরীরের] অনুৎক্রান্তি পক্ষকে গ্রহণ করিয়া 'প্রাণসকল উৎক্রমণ না করিলে ইহা (—শরীর) মরিবে না', ইত্যাদি এইপ্রকার আশঙ্কা হইলে "এখানেই (—এই শরীরের মধ্যেই, নির্গুণ-ব্রহ্মবিদ্ হইতে অভিন্ন যে পরমাত্মা, তাঁহাতেই] সম্যগ্‌রূপে বিলীন হয়", এইপ্রকারে প্রাণসকলের প্রবিলয়কে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার সিদ্ধির জন্য "তাহা (—সেই শরীর) স্ফীত হয়, [মশকের ন্যায়] বায়ুর দ্বারা পূর্ণ হয়, বায়ুপূর্ণ হইয়া মৃত (—নিশ্চেষ্ট) হইয়া শয়ন করে (—পড়িয়া থাকে"), এইপ্রকারে ["সঃ উচ্ছ্বয়তি",

শাঙ্করভাষ্যম্

আধ্মাতঃ মৃতঃ শেতে" (ঐ) ইতি সশব্দপরামৃষ্টস্য প্রকৃতস্য উৎক্রান্ত্যবধেঃ উচ্ছ্বয়নাদীনি সমামনন্তি।৩ দেহস্য চ এতানি স্যুঃ, ন দেহিনঃ।৪ তৎসামান্যাৎ "ন তস্মাৎ প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি, অত্রৈব সমবনীয়ন্তে" * (বৃঃ মাধ্যঃ ৪।২।৮) ইতি অত্রাপি অভেদোপচারেণ দেহাপাদানস্য এব উৎক্রমণস্য প্রতিষেধঃ।৫ যদ্যপি প্রাধান্যং দেহিনঃ ইতি ব্যাখ্যেয়ং যেষাং পঞ্চমীপাঠঃ।৬ যেষাং তু

* "সমবলীয়ন্তে", ইতি পাঠঃ ব্রহ্মবিদ্যাভরণে

ভাষ্যানুবাদ

অত্রস্থ] 'সঃ' এই শব্দের দ্বারা উল্লিখিত যে প্রস্তাবিত উৎক্রান্তির অবধি (—অপাদান), তাহারই (—সেই দেহেরই) স্ফীত হওয়া প্রভৃতি [বেদাধ্যায়িগণ] পাঠ করেন।৩ [আচ্ছা, এই স্ফীত হওয়া প্রভৃতি দেহীরই হউক্, যেহেতু তাহাই উৎক্রান্তির অপাদান। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এই সকল (—স্ফীত হওয়া প্রভৃতি) দেহেরই হইয়া থাকে, [ইহা দৃষ্টসিদ্ধ, অস্মদাদির অপ্রত্যক্ষ] দেহীর নহে। [সুতরাং দেহই উৎক্রান্তির অপাদান, ইহাই সঙ্গত।৪ কিন্তু দেহ ও দেহীর মধ্যে দেহীই প্রধান হওয়ায় তাহাই "তস্মাৎ" এই স্থলে তৎশব্দের দ্বারা গ্রহণীয়। সেইহেতু মাধ্যন্দিনপাঠানুসারে দেহীকেই উৎক্রমণের অপাদানরূপে গ্রহণ করা উচিত। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—ইহা ব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণ হওয়ায় এবং উভয় শাখাতেই অবিশেষভাবে তাহাই প্রতিপাদ্য হওয়ায়] তাহার (—প্রকরণের) সাদৃশ্যবশতঃ "তাহা হইতে প্রাণসকল উৎক্রমণ করে না, এখানেই (—এই শরীরমধ্যেই, পরব্রহ্মে] প্রকৃষ্টরূপে বিলীন হয়", ইত্যাদি এই স্থলেও অভেদোপচারের দ্বারা (—দেহ ও দেহীকে অভিন্নভাবে গ্রহণ (৪) করিয়া), দেহ যাহার অপাদান, এইপ্রকার উৎক্রমণেরই প্রতিষেধ 'অঙ্গীকার করিতে হইবে'।৫ [কিন্তু দেহী প্রধান হওয়ায় এই ব্যাখ্যা গ্রহণীয় নহে । তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—স্বর্গ ও মোক্ষভাগী হওয়ায়] যদিও দেহীর প্রাধান্য 'স্বীকৃত', [তাহা হইলেও কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন, উভয় পাঠের একার্থতা সিদ্ধির জন্য] যাঁহাদের (—যে মাধ্যন্দিনগণের, 'তস্মাৎ' এই] পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত পাঠ আছে, তাঁহাদিগকে এইপ্রকারে (—দেহিস্থলে দেহকে গ্রহণকরতঃ) ব্যাখ্যা করিতে হইবে ; [অন্যথা "মৃতঃ শেতে" (বৃঃ কাণ্ব ৩।২।১১) ইত্যাদি বাক্যের সামঞ্জস্য হইবে না।৬ এক্ষণে কাণ্বপাঠের অনুকূলতা প্রদর্শন করিতেছেন—] কিন্তু যাঁহাদের (—যে কাণ্বশাখাধ্যায়িগণের, "ন তস্য প্রাণাঃ

ভাবদীপিকা

(৪) অভিপ্রায় এই—মাধ্যন্দিনশ্রুত্যুক্ত "তস্মাৎ" এই পদকে দেহীর সমর্পকরূপে গ্রহণ করিলেও 'দেহী হইতে প্রাণোৎক্রমণ না হইলে তাঁহার অন্য দেহগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় মোক্ষাভাব হইয়া পড়িবে', এইপ্রকার অনুপপত্তিবশতঃ উক্ত পদে লক্ষণা অঙ্গীকার করিতে

শাঙ্কর ভাষ্যম্

ষষ্ঠীপাঠঃ, তেষাং বিদ্বৎসম্বন্ধিনী উৎক্রান্তিঃ প্রতিষিধ্যতে ইতি প্রাপ্তোৎক্রান্তিপ্রতিষেধার্থত্বাৎ অস্য বাক্যস্য দেহাপাদানা এব সা প্রতিষিদ্ধা ভবতি; দেহাৎ উৎক্রান্তিঃ প্রাপ্তা, ন দেহিনঃ।৭ অপিচ "চক্ষুষ্টঃ বা মূর্দ্ধ্নঃ বা অন্যেভ্যঃ বা শরীরদেশেভ্যঃ তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি, প্রাণম্ অনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২), ইতি এবম্ অবিদ্বদ্বিষয়ং সপ্রপঞ্চম্ উৎক্রমণং সংসারগমনং চ দর্শয়িত্বা "ইতি নু কাময়মানঃ" (বৃঃ

ভাষ্যানুবাদ

উৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।৬), এইপ্রকার] ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত পাঠ আছে, তাঁহাদের [সম্বন্ধসামান্যের বিশেষাকাঙ্ক্ষা একই শাখাতে পঠিত "প্রাণেন রক্ষন্" (বৃঃ৪।৩।১২), "মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ" (বৃঃ ৪।৪।৫) ইত্যাদি বিশেষ শ্রুতিবলে (৫) ভোক্তা দেহীর ভোগোপকরণভূত প্রাণরূপ (—লিঙ্গশরীররূপ) বিশেষের গ্রহণদ্বারা উপশান্ত হওয়ায় শাখান্তরপঠিত মধ্যন্দিমত অপাদানভূত দেহী অপ্রাপ্ত হইয়া পড়ে বলিয়া] বিদ্বান্‌সম্বন্ধিনী উৎক্রান্তি (—নির্গুণব্রহ্মবিদের লিঙ্গশরীরের উৎক্রমণ) প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, এইপ্রকারে এই বাক্যটী [অজ্ঞ জীবে মৃত্যুকালে পরিদৃষ্ট, সুতরাং নির্গুণব্রহ্মবিদেও] প্রাপ্ত উৎক্রান্তির প্রতিষেধের জন্য হওয়ায় দেহ হইতেই তাহা (—উৎক্রান্তি) প্রতিষিদ্ধ হইতেছে; [যেহেতু ইতিপূর্ব্বে বৃঃ ৩।২।১১ বাক্যের বিচার দ্বারা] দেহ হইতে উৎক্রান্তিকে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, দেহী হইতে নহে।৭

[সিঃ—শ্রুত্যনুকূল যুক্তিবলে নির্গুণব্রহ্মবিদের উৎক্রান্তি ও গতি নিরাকরণ।]

আর দেখ, "চক্ষু হইতে, অথবা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে, অথবা শরীরের অন্য অংশ হইতে উৎক্রমণকারী তাহাকে (—জীবকে) অনুগমনপূর্ব্বক মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণ করে, অনুগমনকারী মুখ্যপ্রাণকে অনুসরণকরতঃ সকল ইন্দ্রিয় উৎক্রমণ করে", (১৪৪ পৃঃ ২ ভাবদীঃ দ্রঃ) ইত্যাদি এইপ্রকারে অবিদ্বান্ পুরুষবিষয়ক উৎক্রমণ ও সংসার প্রাপ্তিকে বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়া "যিনি ফলাকাঙ্ক্ষী, তিনি এইপ্রকারে সংসারকে

ভাবদীপিকা

হইবে। কিন্তু অসম্বদ্ধ পদার্থ লক্ষ্যার্থ না হওয়ায় দেহের সহিত দেহীর আধ্যাসিক অভিন্নতাকে (দ্রঃ ভরণ) গ্রহণ করিয়া লক্ষণাবৃত্তিবলে 'তস্মাৎ' অত্রস্থ 'তৎ'-পদে দেহকেই গ্রহণ করিতে হইবে। ফলে 'দেহ হইতেই উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হইতেছে', ইহাই অঙ্গীকার্য্য।

(৫) তাৎপর্য্য এই— যে উপাধিরূপ করণাবলম্বনে জীবাত্মার যেপ্রকার ব্যবহার হয়, সেই ব্যবহারকালে সেই আত্মা যেন তন্ময়ই হইয়া পড়েন, এই ভাবটীই "মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ" (বৃঃ ৪।৪।৫) ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেমন চলনক্রিয়া মুখ্যপ্রাণের ধর্ম্ম হইলেও স্থূলশরীররূপ জীবোপাধি যখন চলনক্রিয়াযুক্ত হয়, তখন মনে হয়, সেই শরীরের অধিষ্ঠাতা চেতন জীবাত্মাই যেন চলিতেছেন। কোন বিষয়ের চিন্তাকালে তিনি যেন মনোময়ই হইয়া পড়েন, ইত্যাদি। বিস্তৃত অত্রস্থ উপনিষদ্ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

৪।৪।৬) ইতি উপসংহৃত্য অবিদ্বৎকথাম্, "অথ অকাময়মানঃ" (ঐ) ইতি ব্যপদিশ্য বিদ্বাংসং যদি তদ্বিষয়ে অপি উৎক্রান্তিম্ এব প্রাপয়েৎ অসমঞ্জসঃ এব ব্যপদেশঃ স্যাৎ।৮ তস্মাৎ অবিদ্বদ্বিষয়ে প্রাপ্তয়োঃ গত্যুৎক্রান্ত্যোঃ বিদ্বদ্বিষয়ে প্রতিষেধঃ ইতি এবম্ এব ব্যাখ্যেয়ং ব্যপদেশার্থবত্ত্বায়।৯ ন চ ব্রহ্মবিদঃ সর্ব্বগতব্রহ্মাত্মভূতস্য প্রক্ষীণকামকর্ম্মণঃ উৎক্রান্তিঃ গতিঃ বা উপপদ্যতে নিমিত্তাভাবাৎ।১০ "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" (বৃঃ ৪।৪।৭, কঠ ২।৩।১৪) ইতি এবংজাতীয়কাঃ শ্রুতয়ঃ গত্যুৎক্রান্ত্যোঃ অভাবং সূচয়ন্তি।১১॥৪।২।১৩॥

ভাষ্যানুবাদ

প্রাপ্ত হন", এইপ্রকারে অবিদ্বানের কথাকে (—প্রসঙ্গকে) উপসংহারকরতঃ; "অনন্তর যিনি ফলাকাঙ্ক্ষী নহেন", এইপ্রকারে বিদ্বান্‌কে (—নির্গুণব্রহ্মবিৎকে) উল্লেখ করিয়া যদি তাঁহার বিষয়ে উৎক্রান্তিকেই প্রাপ্ত করান হয় (—তাঁহারও উৎক্রমণের কথাই বলা হয়), তাহা হইলে [তাদৃশ] কথন অবশ্যই অসমঞ্জস হইয়া পড়িবে।৮ সেইহেতু (—নির্গুণব্রহ্মবিদের উৎক্রমণাঙ্গীকারে শ্রুতির সামঞ্জস্য না হওয়ায়) ব্যপদেশের (—শ্রুত্যুক্ত বর্ণনার) সার্থকতার জন্য অবিদ্বানের পক্ষে প্রাপ্ত যে গতি ও উৎক্রান্তি, বিদ্বানের পক্ষে [অর্থাপত্তিবলে] তাহাদের প্রতিষেধ হইতেছে, এইপ্রকারেই [উক্ত শ্রুতিবাক্যকে] ব্যাখ্যা করিতে হইবে।৯ [নির্গুণব্রহ্মবিদের উৎক্রান্তি ও গতিবোধক আগমাদি প্রমাণের অভাবমাত্রবলেই যে নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদের গতি ও উৎক্রান্তির অভাব অঙ্গীকার্য্য, তাহা নহে; কিন্তু সেই বিষয়ে যুক্তির অভাববশতঃও তাহা অঙ্গীকার্য্য, ইহাই বলিতেছেন—] আর সর্ব্বগত ব্রহ্ম যাঁহার আত্মস্বরূপ, যাঁহার কাম ও কর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে (—নিঃশেষে) ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই [নির্গুণ-] ব্রহ্মবিদের উৎক্রমণ, অথবা [ব্রহ্মলোকাদিতে] গতি যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু [তাহার প্রতি অবিদ্যা কাম কর্ম্ম ও করণাদি কোনপ্রকার] নিমিত্ত নাই।১০ নির্গুণব্রহ্মবিদের গতি ও উৎক্রান্তি বিষয়ে আগমাদি প্রমাণ নাই, ইহা বলিয়া তাহাদের অভাববিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "এখানেই (—এই শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াই) সম্যগ্ ব্রহ্মভাব (—সদ্যোমুক্তি) প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি এই জাতীয় শ্রুতিসকল [নির্গুণব্রহ্মবিদের] গতি ও উৎক্রান্তির অভাবকে সূচিত করিতেছে।১১॥৪।২।১৩॥

স্মর্য্যতে চ ॥৪।২।১৪॥

সূত্রার্থ—চ—কিঞ্চ, ["নোৎক্রামন্তি মুনেঃ প্রাণাঃ ব্যাপী সর্ব্বগতো হি সঃ। তেন ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং কুত উৎক্রম্য যাস্যতি"॥ (বেদান্তসূত্রমুক্তাবলী ও প্রকটার্থে উদ্ধৃত) ইতি নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদঃ উৎক্রান্ত্যভাবঃ] স্মর্য্যতে।

অনুবাদ—চ—আর, ["মুনির প্রাণসকল উৎক্রমণ করে না, যেহেতু তিনি ব্যাপী ও সর্ব্বগত। এই সমস্ত [জগৎ] তৎকর্তৃক ব্যাপ্ত, [সুতরাং] উৎক্রমণ করিয়া কোথায় গমন করিবেন"? এইপ্রকারে নির্গুণব্রহ্মবিদের উৎক্রমণাভাব] স্মর্য্যতে—স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্মর্য্যতে অপি চ মহাভারতে গত্যুৎক্রান্ত্যোঃ অভাবঃ—"সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য সম্যগ্‌ভূতানি * পশ্যতঃ। দেবা অপি মার্গে মুহ্যন্ত্যপদস্য পদৈষিণঃ" (মহাভাঃ শাঃ ২৬১।৩২) ইতি।১ ননু গতিরপি ব্রহ্মবিদঃ সর্ব্বগতব্রহ্মাত্মভূতস্য স্মর্য্যতে—'শুকঃ কিল বৈয়াসকিঃ মুমুক্ষুঃ আদিত্যমণ্ডলম্ অভিপ্রতস্থে, পিত্রা চ অনুগম্য আহূতঃ ভো ইতি প্রতিশুশ্রাব' ইতি।২ ন, সশরীরস্য এব অয়ং যোগবলেন বিশিষ্টদেশপ্রাপ্তিপূর্ব্বকঃ শরীরোৎসর্গঃ ইতি দ্রষ্টব্যম্, সর্ব্বভূতদৃশ্যত্বাদ্যুপন্যাসাৎ।৩ ন হি অশরীরং গচ্ছন্তং সর্ব্বভূতানি দ্রষ্টুং শক্নুয়ুঃ।৪ তথা চ তত্রৈব উপসংহৃতম্—"শুকস্তু মারুতাচ্ছীঘ্রাং † গতিং কৃত্বান্তরিক্ষগাম্ ††। দর্শয়িত্বা প্রভাবং স্বং ব্রহ্মভূতোঽভবত্তদা" §॥ (মহাভাঃ শাঃ ৩৩৩।১৯-২০) ইতি।৫ তস্মাৎ অভাবঃ পরব্রহ্ম-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—স্মৃতিপ্রমাণবলে নির্গুণব্রহ্মবিদের উৎক্রান্তি ও গতি নিরাকরণ।]

আর মহাভারতে [নির্গুণব্রহ্মবিদের] গতি ও 'উৎক্রান্তির অভাব স্মৃতও হইতেছে, যথা—"সর্ব্বভূত যাঁহার আত্মস্বরূপ, যিনি ভূতসকলকে সম্যগ্‌ভাবে (—আত্মভাবে) দর্শন করেন, সেই অপদের (—প্রাপ্তব্য পদরহিত, অর্থাৎ ব্রহ্মলোকাদি ফলরহিত বিদ্বানের) মার্গবিষয়ে পদাভিলাষী দেবগণও মোহপ্রাপ্ত হন (—অবগত নহেন, যেহেতু তাহা বিদ্যমান নাই"] ইত্যাদি।১ [শঙ্কা—] কিন্তু সর্ব্বগত ব্রহ্ম, যাঁহার আত্মস্বরূপ, সেই ব্রহ্মবিদের গতিও স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে, যথা—'ব্যাসদেবের পুত্র মোক্ষাকাঙ্ক্ষী শুকদেব আদিত্যমণ্ডলের অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন, আর পিতা কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া আহূত হইলে [তিনি] 'ভো' এইরূপে প্রতিশ্রবণ করাইয়াছিলেন (—প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন'), ইত্যাদি।২ [সমাধান—] না, তাহা নহে, ইহা শরীরযুক্ত পুরুষের' যোগবলে (—সগুণবিদ্যাবলে) বিশিষ্টদেশ প্রাপ্তিপূর্ব্বক শরীরত্যাগ, এইপ্রকার অবগত হইতে হইবে; যেহেতু সর্ব্বপ্রাণীর দৃশ্যত্ব (—সকল জীব তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিল, পিতা অনুগমন করিয়াছিলেন] প্রভৃতির উল্লেখ আছে।৩ [কিন্তু তিনি সশরীরে গমন করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে নিশ্চয়তা কি? উত্তর—] শরীরবিহীন হইয়া যিনি গমন করেন, তাঁহাকে সকল প্রাণী নিশ্চয়ই দর্শন করিতে সমর্থ নহে।৪ আর দেখ, সেই স্থলেই [এইপ্রকারে] উপসংহৃত হইয়াছে, যথা—"শুকদেব অন্তরিক্ষগামিনী

* 'সর্ব্বভূতানি' ইতি, † মারুতাদূর্দ্ধাং ইতি, †† "অন্তরিক্ষগঃ" ইতি, § 'সর্ব্বভূতগতোঽভবৎ', ইতি চ পাঠঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিদঃ গত্যুৎক্রান্ত্যোঃ।৬ গতিশ্রুতীনাং তু বিষয়ম্ উপরিষ্টাৎ ব্যাখ্যাস্যামঃ।৭॥৪।২।১৪॥ ইতি ষষ্ঠং প্রতিষেধাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

গতিকে বায়ু হইতেও শীঘ্র (—দ্রুততর) করিয়া নিজের [যোগজনিত] প্রভাব (—ঐশ্বর্য্য) প্রদর্শনকরতঃ তখন ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন", ইত্যাদি। [অতএব এই বাক্যশেষই সশরীরে গতি বিষয়ে নিশ্চায়ক]।৫ সেইহেতু (—শ্রুতি ও যুক্তিলব্ধ অর্থ স্মৃতির দ্বারাও সমর্থিত হওয়ায়, নির্গুণ-] পরব্রহ্মবিদের গতি ও উৎক্রান্তির অভাব 'নির্ণীত হইল'।৬ [কিন্তু শাস্ত্রার্থ এইপ্রকার হইলে "তদবলম্বনে ঊর্ধ্বে গমনকরতঃ অমৃতত্ব লাভ করেন" (ছাঃ ৮।৬।৬), "তিনি ইঁহাদিগকে ব্রহ্ম প্রাপ্ত করান" (ছাঃ ৪।১৫।৫) ইত্যাদি শ্রুতির গতি কি? উত্তর—] গমনবোধক শ্রুতিবাক্যসকলের বিষয় আমরা পরে (—তৃতীয় পাদে) ব্যাখ্যা করিব।৭॥৪।২।১৪॥ প্রতিষেধাধিকরণ সমাপ্ত।

৭। বাগাদিলয়াধিকরণম্। [১৫ সূত্র]

[পরসম্পত্ত্যধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—অজ্ঞের দৃষ্টিতে স্ব স্ব উপাদানে বিলীন হইলেও বিদ্বানের দৃষ্টিতে নির্গুণব্রহ্মবিদের স্থূল সূক্ষ্ম ও লিঙ্গশরীরের পরব্রহ্মে লয়।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে নির্গুণব্রহ্মবিদের উৎক্রান্তি ও গতি নিষেধদ্বারা "অত্রৈব সমবনীয়ন্তে" (বৃঃ ৩।২।১১), "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" (বৃঃ ৪।৪।৭) ইত্যাদি শ্রুতিবলে তাঁহার প্রাণসকলের (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলের) বস্তুতঃ ব্রহ্মে বিলয়ের কথা বলা হইয়াছে। তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে; যেহেতু "গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ" (মুঃ ৩।২।৭)—"পঞ্চদশকলা (—স্থূল সূক্ষ্ম ও লিঙ্গশরীর) স্ব স্ব কারণে বিলীন হয়", এই শ্রুতিতে পৃথিব্যাদি স্ব স্ব কারণেই তাহাদের বিলয়ের কথা বলা হইয়াছে। ফলে প্রাণাদির আত্যন্তিক বিলয় না হওয়ায় ব্রহ্মবিদের পুনরায় সংসারপ্রাপ্তি হইয়া পড়ে বলিয়া তাঁহার অনুৎক্রান্তি কখন সঙ্গত নহে। এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানের জন্য আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত ইহার আক্ষেপসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

জ্ঞস্য বাগাদয়ঃ স্বস্বহেতৌ লীনাঃ পরেঽথবা।
"গতাঃ কলা" ইতি শ্রুত্যা স্বস্বহেতুষু তল্লয়ঃ॥
নত্বদ্ভিলয়সাম্যোক্তের্বিদ্বদ্দৃষ্ট্যা লয়ঃ পরে।
অন্যদৃষ্টিপরং শাস্ত্রং "গতা" ইত্যাদ্যুদাহৃতম্॥

অন্বয়—জ্ঞস্য বাগাদয়ঃ স্বস্বহেতৌ লীনাঃ, অথবা পরে? "গতাঃ কলাঃ" ইতি শ্রুত্যা স্বস্বহেতুষু তল্লয়ঃ। নত্বদ্ভিলয়সাম্যোক্তেঃ বিদ্বদ্দৃষ্ট্যা পরে লয়ঃ; "গতা" ইত্যাদ্যুদাহৃতং শাস্ত্রং অন্যদৃষ্টিপরম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[বিদ্বৎকলাপ্রবিলয়ঃ অত্র বিষয়ঃ। "গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ (মুঃ ৩।২।৭), ইতি ক্ষিত্যাদিষু ভূতেষু লয়ঃ প্রতীয়তে। "পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি" (প্রশ্ন ৬।৫) ইত্যত্র চ পরমাত্মনি সঃ প্রতীয়তে। অতঃ সংশয়ঃ ভবতি—] জ্ঞস্য বাগাদয়ঃ [প্রাণাঃ অগ্ন্যাদৌ] স্বস্বহেতৌ লীনাঃ [ভবন্তি], অথবা পরে [ব্রহ্মণি] ?

পূর্ব্বপক্ষ—"গতাঃ কলাঃ" (মুঃ ৩।২।৭) ইতি শ্রুত্যা [প্রতিষ্ঠাশব্দবাচ্যেষু] স্বস্বহেতুষু [কলাশব্দবাচ্যানাং] তল্লয়ঃ [ভবতি। "যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্য অগ্নিং বাগ্ অপ্যেতি, বাতং প্রাণঃ, চক্ষুঃ আদিত্যম্" (বৃঃ ৩।২।১৩) ইত্যাদিশ্রুতিরপি ইমম্ এব পক্ষং সমর্থয়তি]।

সিদ্ধান্ত—["যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়, তথা বিদ্বান্ নামরূপাৎ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষম্ উপৈতি" (মুঃ ৩।২।৮), "যথা ইমাঃ নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি,...এবম্ এব অস্য পরিদ্রষ্টুঃ ইমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি" (প্রশ্ন ৬।৫) ইত্যাদিষু চ শ্রুতিষু] নদ্যব্ধিলয়সাম্যোক্তেঃ বিদ্বদ্দৃষ্ট্যা [প্রাণাদিকলানাং] পরে [ব্রহ্মণি] লয়ঃ [ভবতি]। "গতাঃ" (মুঃ ৩।২।৭) ইত্যাদি উদাহৃতং শাস্ত্রং [তু] অজ্ঞদৃষ্টিপরং [ব্যাখ্যেয়ম্ ; যতঃ ম্রিয়মাণে তত্ত্ববিদি সমীপবর্ত্তিনঃ পুরুষাঃ স্বস্বদৃষ্ট্যান্যেন তদীয়বাগাদীনাম্ অপি অগ্ন্যাদিষু লয়ং মন্যন্তে। অতঃ শ্রুত্যোঃ ন বিরোধঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[নির্গুণব্রহ্মবিদের কলার (—স্থূল সূক্ষ্ম ও লিঙ্গশরীরের) প্রবিলয় এখানে বিষয়। "পঞ্চদশ কলা (১) স্বস্বকারণে গমন করে", এইপ্রকারে ক্ষিত্যাদি ভূতসকলে লয় প্রতীত হইতেছে। আর "পুরুষই যাহাদের আশ্রয় (—পুরুষেই যাহারা কল্পিত), তাহারা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া বিলীন হয়", ইত্যাদি এই স্থলে পরমাত্মাতে তাহা প্রতীত হইতেছে। সেইহেতু সংশয় হয়—] জ্ঞানীর বাগাদি ইন্দ্রিয়সকল [অগ্নি প্রভৃতি] স্বস্বকারণে লীন হয়, অথবা পরব্রহ্মে ?

পূর্ব্বপক্ষ—"গতাঃ কলাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবলে [প্রতিষ্ঠাশব্দবাচ্য] নিজ নিজ কারণসকলে [কলাশব্দবাচ্য] তাহাদের লয় হয়। ["যখন এই মৃত ব্যক্তির বাগিন্দ্রিয় অগ্নিতে, মুখ্যপ্রাণ বায়ুতে, চক্ষু আদিত্যে বিলীন হয়", ইত্যাদি শ্রুতিও এই পক্ষকেই সমর্থন করিতেছেন।

সিদ্ধান্ত—["যেমন প্রবহমাণ নদীসকল নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অস্ত গমন করে, এইপ্রকারে নির্গুণব্রহ্মবিৎ নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর (—অব্যাকৃত হইতেও শ্রেষ্ঠ) পুরুষকে প্রাপ্ত হন", এবং "যেমন সমুদ্রৈকগতি এই প্রবহমাণ নদীসকল সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া অস্ত গমন করে,...এইপ্রকারেই এই সম্যগ্ দ্রষ্টার পুরুষৈকগতি এই ষোড়শ কলা (১) পুরুষকে (—পরব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া অস্তগমন করে (—বিলীন হয়"), ইত্যাদি শ্রুতিসকলে নদীর সমুদ্রে বিলয়ের সাদৃশ্য বর্ণিত হওয়ায় বিদ্বানের (—নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদের) দৃষ্টিতে [প্রাণাদিকলাসকলের] পরব্রহ্মে বিলয় হয়। "গতাঃ [কলাঃ"], ইত্যাদি উদাহৃত শাস্ত্রকে [কিন্তু] অজ্ঞদৃষ্টিপররূপে (—অজ্ঞ পুরুষ যেপ্রকারে দর্শন করে, সেইপ্রকারে) [ব্যাখ্যা করিতে হইবে ; যেহেতু ব্রহ্মবিদের মৃত্যু হইলে নিকটবর্ত্তী [অজ্ঞ] পুরুষগণ নিজ নিজ দৃষ্টান্তানুসারে (—বৃঃ ৩।২।১৩ শ্রুতিতে প্রতিপাদিত ইন্দ্রিয়সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্ব স্ব কর্ম্ম হইতে

বিবক্ষিতে ইন্দ্রিয়সকলের স্বস্বকারণে বিলয়রূপে গ্রহণকরতঃ স্বস্ব দৃষ্টি অনুসারে) তাঁহার বাগাদি ইন্দ্রিয়সকলের অগ্নি প্রভৃতিতে বিলয় মনে করেন। অতএব শ্রুতিদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ নাই]।

ফলভেদ—পূর্ব্বাধিকরণবৎ। অথবা পূর্ব্বপক্ষে—স্বস্ব উপাদানেই কার্য্যলয় সিদ্ধি। সিদ্ধান্তে—লোকব্যবহারে সেইপ্রকার হইলেও সর্ব্বোপাদানভূত ব্রহ্মেই তাহা যুক্তিসঙ্গত।

ভাবদীপিকা

[ষোড়শকলার পরিচয়, এই বিষয়ে বিভিন্ন মত।]

(১) মুণ্ডক ৩।২।৭ শ্লোকে বর্ণিত এই কলাসকল প্রশ্নোপনিষদে (৬।৪) এইপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—১। প্রাণ, ২। শ্রদ্ধা, ৩। আকাশ, ৪। বায়ু, ৫। জ্যোতিঃ, ৬। অপ্ (—জল), ৭। পৃথিবী, ৮। ইন্দ্রিয়, ৯। মন, ১০। অন্ন, ১১। বীর্য্য, ১২। তপস্যা, ১৩। মন্ত্র, ১৪। কর্ম্ম, ১৫। লোক এবং ১৬। নাম। এইপ্রকারে কলাসকলের সংখ্যা ষোল হওয়ায় এইগুলিকে **ষোড়শ কলা** বলা হয়। ১। মন এবং ১। প্রাণকে একরূপে অঙ্গীকার করিয়া মুণ্ডকোক্ত **পঞ্চদশ কলা** সিদ্ধ হয় (প্রকটার্থ, বেদান্তসূত্রমুক্তাবলী, রত্নপ্রভা ও ন্যায়নির্ণয়)। **কল্পতরুকার** দশটী ইন্দ্রিয় (৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়+৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়), ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূত এবং মন, এই ষোলটীকে 'ষোড়শকলা' বলিয়াছেন। কোন্ মূলাবলম্বনে ইহা বলিলেন, তাহা বলেন নাই। এই মত গৃহীত হইলে এক পৃথিবীরই বিকার হওয়ায় ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও মন, এই উভয়কে অভিন্নদৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়া কলার 'পঞ্চদশ' সংখ্যা অবগত হইতে হইবে (ভামতী)। **অস্মামৃতবর্ষিণীকার** দশটী ইন্দ্রিয়+মন+পঞ্চভূতসূক্ষ্ম, অথবা পঞ্চপ্রাণ, ইহাদিগকে ষোড়শকলারূপে গ্রহণ করিয়াছেন; কোন্ মূলাবলম্বনে, তাহা বলেন নাই। কিন্তু মুঃ ৩।২।৭ **ভাষ্যোক্ত** "অস্যাপ্রশ্নপরিপঠিতাঃ প্রসিদ্ধাঃ" ইত্যাদি বাক্যে উপরে বর্ণিত প্রশ্নোপনিষদুক্ত কলাসকলই গৃহীত হইয়াছে। **প্রকটার্থকার, ন্যায়নির্ণয়কার ও রত্নপ্রভাকারের** "প্রাণাদ্যাঃ ষোড়শকলাঃ", "প্রাণশ্রদ্ধাদ্যাঃ ষোড়শসংখ্যকাঃ", ইত্যাদি বচনও এই পক্ষকেই গ্রহণীয়রূপে উপন্যস্ত করিতেছে। আমরা ইহাকেই অনুসরণ করিতেছি। প্রশ্নোপনিষদুক্ত কলাসকলের ব্যাখ্যা এই—১। প্রাণ—প্রাণাপানাদি সমষ্টি প্রাণ। [যদিও অত্রস্থ উপনিষদ্ভাষ্যে এই প্রাণশব্দে হিরণ্যগর্ভ গৃহীত হইয়াছেন, তথাপি যে উপাধিবশতঃ আত্মা হিরণ্যগর্ভরূপে অভিহিত হন, সেই বুদ্ধি হইতে অভিন্ন সমষ্টি প্রাণই এখানে বিবক্ষিত। তত্রস্থ আনন্দগিরি টীকা দ্রঃ]। ২। শ্রদ্ধা—সর্ব্ব শুভকর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতুভূত আস্তিক্য বুদ্ধি, ইহা অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ। ৩। আকাশ হইতে ৭। পৃথিবী—প্রসিদ্ধ পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত। ৮। ইন্দ্রিয়—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দশটী। [পঞ্চীকৃত ভূতারব্ধ দেহরূপ অধিষ্ঠানাবলম্বনে কার্য্যাক্ষম হয় বলিয়া অপঞ্চীকৃত ভূতোত্থ ইহারা আকাশাদি ভূতের পরে বর্ণিত হইয়াছে]। ৯। মন—সংশয় ও সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক প্রসিদ্ধ মন। ১০। অন্ন—ব্রীহিযবাদি। ১১। বীর্য্য—সর্ব্বকর্ম্মপ্রবৃত্তির সাধন শারীরিক সামর্থ্য। ১২। তপস্যা—চিত্তশুদ্ধির সাধন শরীরশোষণাদিরূপ ব্রতোপবাসাদি। ১৩। মন্ত্র—বেদমন্ত্র, অর্থাৎ ঋগাদি বেদচতুষ্টয়। ১৪। কর্ম্ম—অগ্নিহোত্রাদি। ১৫। লোক—'লোক্যন্তে ভুজ্যন্তে ইতি লোকাঃ'—যাহাকে ভোগকরা হয়, তাহা লোক, অর্থাৎ কর্ম্মফল। ১৬। নাম—দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত ইত্যাদি। **লক্ষ্য করিতে** হইবে—এই কলাসকলের মধ্যে পঞ্চপ্রাণ, মন এবং ইন্দ্রিয়দশক গৃহীত হওয়ায় জীবের লিঙ্গশরীর

তানি পরে তথাহ্যাহ ॥৪।২।১৫॥

পদচ্ছেদ—তানি, পরে, তথা, হি, আহ।

সূত্রার্থ—[নির্গুণব্রহ্মবিদঃ প্রাণানাং লয়ঃ কিং পৃথিব্যাদিষু, উত পরব্রহ্মণি ইতি বিশয়ে, পৃথিব্যাদিষু,ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তানি**—যথোক্তানি প্রাণশব্দোদিতানি ইন্দ্রিয়াণি সূক্ষ্মভূতানি চ, **পরে**—পরব্রহ্মণি [লীয়ন্তে], **হি**—যতঃ, ["এবম্ এব অস্য পরিদ্রষ্টুঃ ইমাঃ ষোড়শ কলাঃ...পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি" (প্রশ্নঃ ৬।৫) ইত্যাদিশ্রুতিঃ] **তথা, আহ**—কথয়তি।

অনুবাদ—[নির্গুণব্রহ্মবিদের প্রাণসকলের লয় কি পৃথিবী প্রভৃতিতেই হইয়া থাকে, অথবা পরব্রহ্মে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'পৃথিবী প্রভৃতিতে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তানি**—যথোক্ত (—পূর্ব্বে বর্ণিত) প্রাণশব্দের দ্বারা কথিত ইন্দ্রিয়সকল এবং সূক্ষ্ম ভূতসকল, **পরে**—পরব্রহ্মে [বিলীন হয়], **হি**—যেহেতু ["এইপ্রকারেই এই সম্যগ্ দ্রষ্টার এই ষোড়শ কলা....পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া বিলীন হয়", ইত্যাদি শ্রুতি] **তথা**—সেইপ্রকার, **আহ**—বলিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

তানি পুনঃ প্রাণশব্দোদিতানি ইন্দ্রিয়াণি ভূতানি চ পরব্রহ্মবিদঃ তস্মিন্ এব পরস্মিন্ আত্মনি প্রলীয়ন্তে।১ কস্মাৎ?২ তথা হি আহ শ্রুতিঃ—"এবম্ এব অস্য পরিদ্রষ্টুঃ ইমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি" (প্রশ্ন ৬।৫) ইতি।৩

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—নির্গুণব্রহ্মবিদের ষোড়শকলাত্মক শরীরত্রয়ের পরব্রহ্মে লয়।]

আর [নির্গুণ-] পরব্রহ্মবিদের প্রাণশব্দের দ্বারা বর্ণিত সেই ইন্দ্রিয়সকল এবং [ক্ষিত্যাদি] ভূতসকল সেই পরমাত্মাতেই প্রকৃষ্টরূপে লয় প্রাপ্ত হয়।১ তাহাতে হেতু (—প্রমাণ) কি?২ [উত্তর—] যেহেতু শ্রুতি সেইপ্রকারই বলি-

ভাবদীপিকা [ষোড়শকলার পরিচয়]

(২।৭৫১-৫২ পৃঃ), পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চক গৃহীত হওয়ায় **সূক্ষ্মশরীর**—(১।৮৪০ এবং ৪।১৬৩ পৃঃ) এবং উক্ত ভূতপঞ্চকের সহিত ১০। অন্ন, ১১। বীর্য্য, এবং ১৬। নাম গৃহীত হওয়ায় ভোগায়তন **স্থূল শরীর** পরিগৃহীত হইতেছে। অবশিষ্ট ২। 'শ্রদ্ধা' অন্তঃকরণের ধর্ম্ম হওয়ায় লিঙ্গশরীরের এবং ১২। তপস্যা, ১৩। মন্ত্র, ১৪। কর্ম্ম ও ১৫। লোক, ইহারা স্থূল শরীরের অন্তর্গত হইবে, কারণ তপস্যা মন্ত্র ও তৎসাধ্য কর্ম্ম স্থূলশরীরাবলম্বনেই অনুষ্ঠেয় এবং তাহাদের বলেই জন্মান্তরে লোকের অর্থাৎ উচ্চাবচ কর্ম্মফলের ভোগের জন্য স্থূল শরীর লব্ধ হয়। এই শরীরত্রয়ের মধ্যে নির্গুণব্রহ্মবিদের স্থূলশরীর মৃত হইয়া পড়িয়া থাকে (বৃঃ ৩।২।১১), ইহা অজ্ঞ অস্মদাদির প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও ব্রহ্মবিদের দৃষ্টিতে শরীরত্রয়ের কি গতি হয়, তাহা এই অধিকরণে বিচারিত হইতেছে। ["ষোড়শকলবিদ্যাতে (ছাঃ ৪।৪) ষোড়শকলার বর্ণনা আছে, তাহারা ত্রয়াত্মক সগুণব্রহ্মোপাসনার অঙ্গ। নামমাত্রের সাদৃশ্যবশতঃ এখানে বর্ণিত ষোড়শকলার সহিত তাহার ভ্রম হওয়া উচিত নহে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ননু "গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ" (মুঃ ৩।২।৭) ইতি বিদ্বদ্বিষয়া এব অপরা শ্রুতিঃ পরস্মাৎ আত্মনঃ অন্যত্রাপি কলানাং প্রলয়ম্ আহ স্ম।৪ ন, সা খলু ব্যবহারাপেক্ষা, পার্থিবাদ্যাঃ কলাঃ পৃথিব্যাদীঃ এব স্বপ্রকৃতীঃ অপিযন্তি ইতি।৫ ইতরা তু বিদ্বৎ-প্রতিপত্ত্যপেক্ষা, কৃৎস্নং কলাজাতং পরব্রহ্মবিদঃ ব্রহ্মৈব সম্পদ্যতে ইতি।৬ তস্মাৎ অবিরোধঃ ।৭।৪।২।১৫॥ ইতি সপ্তমং বাগাদিলয়াধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

তেছেন, যথা—"এইপ্রকারেই এই সম্যগ্ দ্রষ্টার এই পুরুষায়ণভূত (—চরমে পুরুষশব্দবোধ্য ব্রহ্মেই যাহা আত্মভাবপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিলীন হয়, এইপ্রকার ; অথবা পুরুষে কল্পিত) ষোড়শ কলা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অস্ত গমন করে", ইত্যাদি [এই শ্রুতিই সেই বিষয়ে প্রমাণ]।৩

[পূঃ—স্ব স্ব উপাদানেই কলাসকলের বিলয় শ্রুতিসিদ্ধ।]

[শঙ্কা—] কিন্তু "পঞ্চদশ কলা প্রতিষ্ঠাসকলকে (—স্ব স্ব উপাদানকে) প্রাপ্ত হয়", নিশ্চিতরূপে ব্রহ্মবিদ্বিষয়া (—ব্রহ্মবিৎকেই বিষয় করে, এইপ্রকার) এই অপর শ্রুতি পরমাত্মা হইতে অন্য স্থলেও কলাসকলের প্রলয়ের কথা বলিয়াছেন।৪

[সিঃ—অজ্ঞের দৃষ্টিতে স্বোপাদানে কলাবিলয় হইলেও জ্ঞানীর দৃষ্টিতে পরব্রহ্মে তাহার বিলয়।]

[সিদ্ধান্ত—] না, তাহা নহে : তাহা (—সেই মুণ্ডক শ্রুতি) কিন্তু ব্যবহার-সাপেক্ষ (—অবিদ্বানের ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে তাহার প্রবৃত্তি হইয়াছে), পার্থিবাদি (—পৃথিবী প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন) কলাসকল পৃথিবী প্রভৃতি নিজ প্রকৃতি-সকলকেই প্রাপ্ত হয় (—সেই উপাদানসকলেই বিলীন হয়), ইহাই 'উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য'।৫ অপরা শ্রুতি (—প্রশ্নঃ ৬।৫ শ্রুতি) কিন্তু বিদ্বানের দৃষ্টিতে যেপ্রকার প্রতিভাত হয়, সেইপ্রকার জ্ঞানসাপেক্ষ ; [নির্গুণ-]পরব্রহ্মবিদের যাবতীয় কলা ব্রহ্মেই একীভূত হয়, ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য।৬ সেইহেতু (—অবিদ্বান্ ও বিদ্বানের দৃষ্টিতে এইপ্রকারে শ্রুতিদ্বয়ের সামঞ্জস্য হয় বলিয়া, ইহাদের মধ্যে] বিরোধ নাই (২)।৭।৪।২।১৫॥ বাগাদিলয়াধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

[কলাবিলয়বিষয়ে টীকাকারগণের মতভেদ।]

(২) ১। রত্নপ্রভাকার বলিয়াছেন—"তথা চ কলাঃ স্বপ্রকৃতিষু বিলাপ্য তাভিঃ সহ পুরুষে লীয়ন্তে, ইতি শ্রুতিদ্বয়তাৎপর্য্যম্"; ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকাকার, বেদান্তসূত্রমুক্তাবলীকার এবং ন্যায়নির্ণয়কারের অভিপ্রায়ও এইপ্রকার। সুতরাং ইঁহাদের মতে কলাসকল স্ব স্ব উপাদানে বিলীন হইয়া সেই ভূতসূক্ষ্মাত্মক উপাদানসকলের সহিত পরমাত্মাতে বিলীন হয়, এইপ্রকার বস্তুস্থিতি প্রতিভাত হইতেছে। ইহার তাৎপর্য্য চিন্তনীয়। আমাদিগের দৃষ্টিতে কিন্তু ইহা সঙ্গত মনে হইতেছে না ; কারণ পটদাহকালে পট তন্তুতে, তন্তু অংশুতে এবং অংশু তাহার উপাদানে বিলীন হয়, এইপ্রকার প্রত্যক্ষ হয় না। তাহা যুক্তিসঙ্গতও নহে।

৮। অবিভাগাধিকরণম্। [১৬ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—নির্গুণব্রহ্মবিদের শরীরত্রয়ের পরব্রহ্মে নিঃশেষে বিলয়।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে নির্গুণব্রহ্মবিদের ষোড়শকলাত্মক শরীরত্রয়ের ব্রহ্মে বিলয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহাকে অবলম্বন করিয়া এই অধিকরণস্থ বিচার আরব্ধ হইতেছে বলিয়া তাহার সহিত এই অধিকরণের **একবিষয়ত্বসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ভাবদীপিকা [কলাবিলয়ে মতভেদ]

যেহেতু রজ্জুবিষয়ক জ্ঞানোদয়ে অনির্ব্বচনীয় রজ্জুসর্প প্রথমে সর্পের অবিদ্যারূপ উপাদানে বিলীন হইয়া পরে অধিষ্ঠানভূত রজ্জুতে বিলীন হয়, ইহা যেমন অঙ্গীকৃত হয় না। নির্গুণ-ব্রহ্মবিদ্যার উদয়ে নির্গুণব্রহ্মবিদের অনির্ব্বচনীয় শরীরত্রয় প্রথমে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া পরে ব্রহ্মে বিলীন হয়, ইহাও তদ্রূপ অঙ্গীকার করা যায় না। ২। **প্রকটার্থকার** বলিয়াছেন—"সা কলানাম্" ইত্যাদি (১০১২ পৃঃ)। তাঁহার ভাব এই—"কলাসকলের ভূতসকলে লয় প্রতিপাদিকা সেই শ্রুতি (মুঃ ৩।২।৭) সর্ব্বজীবসাধারণ ব্যবহারের বিষয়ীভূত [পঞ্চীকৃত] মহাভূতকে বিষয় করে। জীবের অবিদ্যাকৃত সূক্ষ্ম (—অপঞ্চীকৃত) ভূতসকল লিঙ্গদেহরূপে বিবর্ত্তিত হয়। তাহা মায়াময় উক্ত মহাভূতের (—পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের) দ্বারা বিধৃত থাকে, তাহাদের মধ্যে বিধারক ভূতাংশের (—পঞ্চীকৃতভূতোত্থ স্থূল শরীরের) মহাভূতসকলেই বিলয় হয়। [ইহা অবিদ্বানের দৃষ্টিতে বুঝিতে হইবে, কারণ পরে "বিদ্বানের দৃষ্টিতে" এইপ্রকার বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।] "পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি" (প্রশ্ন ৬।৫) এই অপর শ্রুতি কিন্তু বিদ্বানের দৃষ্টিতে অবিদ্যার কার্য্যভূত ভূতসূক্ষ্মরচিত করণসকলের (—লিঙ্গশরীরের) দাহকে বিষয় করে", ইত্যাদি। ফলে ইঁহার মতে ব্রহ্মবিদের স্থূলশরীর অবিদ্বানের দৃষ্টিতে পঞ্চভূতে এবং ব্রহ্মবিদের লিঙ্গশরীর বিদ্বানের দৃষ্টিতে ব্রহ্মে বিলীন হয়, এইপ্রকার শ্রুত্যর্থ প্রতিভাত হইতেছে। ৩। **ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার** বলিয়াছেন—"তত্ত্বজ্ঞানেন তু" ইত্যাদি (৭৯৯ পৃঃ)। ইঁহার ভাব এই—"কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের (—ব্রহ্মজ্ঞানের) দ্বারা অবিদ্যামূলক যাবতীয় কলা অবিদ্যাসহ নিরস্ত হওয়ায় পৃথিব্যাদি অবশিষ্ট থাকে না বলিয়া পুরুষই (—ব্রহ্মই) যাহার সীমা, এইপ্রকার কলাবিলয় অঙ্গীকার করিতে হইবে। লোকমধ্যেও দেখা যায়—অগ্নির দ্বারা পট দগ্ধ হইলে উপাদানভূত তন্তু প্রভৃতি অবস্থাসকলের সহিতই পটের দাহ হয়। "গতাঃ কলাঃ" (মুঃ ৩।২।৭) এই শ্রুতি কিন্তু লৌকিক ভ্রান্তিমূলক বিষয়ের অনুবাদকারিণী", ইত্যাদি। **ভামতীকারের** অভিপ্রায়ও এইপ্রকার। এই তৃতীয় পক্ষই আমাদিগের নিকট সমীচীনরূপে প্রতিভাত হইতেছে; কারণ অবিদ্যা ধ্বস্ত হওয়ায় নির্গুণব্রহ্মবিদের দৃষ্টিতে স্বাভিন্ন যে ব্রহ্ম, তদ্ভিন্ন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, যাহাতে কলাসকলের বিলয় হইবে। অতএব নির্গুণব্রহ্মবিদের দৃষ্টিতে যাবতীয় কলা, অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও লিঙ্গশরীররূপ শরীরত্রয় [এবং আমরা বলি—অবিদ্যাও বাধিত হওয়ায় স্বাভিন্ন ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানই অবশিষ্ট থাকেন বলিয়া **কারণশরীর সহ শরীরচতুষ্টয়**] পরব্রহ্মে বিলীন হয়, ইহাই শ্রুতি, যুক্তি এবং "কৃৎস্নং কলাজাতম্" (৩ বাক্য) ইত্যাদি ভাষ্য-সন্দর্ভরূপে প্রতিভাত হইতেছে। যাহাহউক "গতাঃ কলাঃ" (মুঃ ৩।২।৭) ইত্যাদি শ্রুতিকে অব্রহ্মবিদের দৃষ্টিতেযেপ্রকার প্রতিভাত হয়, সেইপ্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ইহাই ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতেছেন—**তস্মাৎ** ইত্যাদি (৭ বাক্য)। বাগাদিলয়াধিকরণ সমাপ্ত।

ন্যায়মালা

তল্লয়ঃ শক্তিশেষেণ নিঃশেষেণাথবাত্মনি।
শক্তিশেষেণ যুক্তোঽসাবজ্ঞানিষ্বেতদীক্ষণাৎ ॥
নামরূপবিভেদোক্তের্নিঃশেষেণৈব তল্লয়ঃ।
অজ্ঞে জন্মান্তরার্থং তু শক্তিশেষত্বমিষ্যতে ॥

অন্বয়—আত্মনি তল্লয়ঃ শক্তিশেষেণ, অথবা নিঃশেষেণ? অজ্ঞানিষু এতদ্ ঈক্ষণাৎ অসৌ শক্তিশেষেণ যুক্তঃ। নামরূপবিভেদোক্তেঃ তল্লয়ঃ নিঃশেষেণ এব, অজ্ঞে তু জন্মান্তরার্থং শক্তিশেষত্বম্ ইষ্যতে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[বিদ্বৎকলাপ্রবিলয়ঃ এব অত্রাপি বিষয়ঃ। "পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি" (প্রশ্নঃ ৬।৫), ইত্যত্র কলাবিলয়স্য সাবশেষতা প্রতীয়তে, অস্তগতস্য সূর্য্যস্য পুনরাবির্ভাবদর্শনাৎ। "ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে, পুরুষঃ ইতি এবং প্রোচ্যতে" (ঐ), ইত্যত্র তু ব্রহ্মমাত্রপরিশেষতা প্রতীয়তে। এবং লয়স্য উভয়থাদর্শনাৎ ভবতি সংশয়ঃ—] আত্মনি তল্লয়ঃ শক্তিশেষেণ [ভবতি], অথবা নিঃশেষেণ ?

পূর্ব্বপক্ষ—অজ্ঞানিষু এতদ্ ঈক্ষণাৎ [উক্তঃ লয়ঃ ন নিঃশেষঃ, কিন্তু সাবশেষঃ ভবিতুম্ অর্হতি, বাগাদিলয়ত্বাৎ অজ্ঞানিবাগাদিলয়বৎ, ইতি এবম্প্রকারেণ] অসৌ [বিদ্বৎকলাপ্রবিলয়ঃ] শক্তিশেষেণ [ভবিতুম্] যুক্তঃ।

সিদ্ধান্ত—["ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে" (প্রশ্নঃ ৬।৫) ইত্যত্র]। নামরূপবিভেদোক্তেঃ [নিগুর্ণব্রহ্মাত্মবিদঃ] তল্লয়ঃ নিঃশেষেণ এব [ভবতি। যদি প্রাণাদীনাং নামান্তানাং কলানাং নামরূপে শক্ত্যবশেষেণ লীয়েতে, তদা নামরূপবিভেদশ্রুতিঃ উপরুধ্যেত ; পুনর্জ্জন্মানুকূলেন শক্ত্যাত্মনা নামরূপয়োঃ সূক্ষ্ময়োঃ অবস্থানাৎ]। অজ্ঞে তু জন্মান্তরার্থং শক্তিশেষত্বম্ ইষ্যতে।

অনুবাদ

সংশয়—[নিগুর্ণব্রহ্মবিদের কলার (—শরীরত্রয়ের) বিলয় এখানেও বিষয়। "পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অস্তগমন করে", ইত্যাদি এই স্থলে কলাসকলের বিলয়ের সাবশেষতা প্রতিভাত হইতেছে, কারণ অস্তগত সূর্য্যের পুনরাবির্ভাব পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু "ইহাদের নামরূপ বিনষ্ট হয়, 'পুরুষ', এইপ্রকারে কথিত হয়", ইত্যাদি এই স্থলে ব্রহ্মমাত্রপরিশেষতা প্রতিভাত হইতেছে। এইপ্রকারে লয়ের উভয়বিধতা পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া সংশয় হয়—] পরমাত্মাতে তাহাদের (—কলাসকলের) লয় কি শক্ত্যবশেষরূপে হয় (—পুনরাবির্ভাবের বীজরূপে তাহারা অবস্থান করে), অথবা নিঃশেষে ?

পূর্ব্বপক্ষ—[অজ্ঞানিগণে ইহা পরিদৃষ্ট হওয়ায় [বর্ণিত লয় নিঃশেষে লয় নহে, কিন্তু সাবশেষ হওয়াই সঙ্গত ; যেহেতু তাহা বাগাদির লয়, যেমন অজ্ঞানীর বাগাদির লয়, ইত্যাদি এইপ্রকারে] উহা, [অর্থাৎ ব্রহ্মবিদের কলাসকলের প্রবিলয়] শক্ত্যবশেষরূপেই হওয়া সঙ্গত (—পুনরুৎপত্তির বীজরূপে তাহারা অবশিষ্ট থাকে)।

সিদ্ধান্ত—["ইহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হইয়া যায়", ইত্যাদি এই স্থলে] নাম ও রূপের বিনাশ বর্ণিত হওয়ায় [নিগুর্ণব্রহ্মাত্মবিদের] তাহাদের (—কলাসকলের) লয় নিঃশেষেই হইয়া থাকে। [যদি প্রাণ প্রভৃতি হইতে নাম পর্য্যন্ত কলাসকলের নাম ও রূপ শক্ত্য-

বশেষরূপে বিলীন হয়, তাহা হইলে নামরূপের নাশবোধক শ্রুতিবাক্য বাধিত হইয়া পড়িবে; যেহেতু পুনর্জন্মের অনুকূল শক্তিরূপে সূক্ষ্ম নামরূপের অবস্থিতি হয়]। অজ্ঞে কিন্তু জন্মান্তরের জন্য শক্তিশেষতা (—সূক্ষ্ম বীজরূপে কলাসকলের অবস্থিতি) অঙ্গীকৃত হয়।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, নির্গুণব্রহ্মবিদের মোক্ষ সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—তৎসিদ্ধি।

অবিভাগো বচনাৎ ॥৪।২।১৬॥

সূত্রার্থ—[বিদ্বৎকলালয়ঃ কিম্ অবিদুষঃ ইব অনাত্যন্তিকঃ, উত আত্যন্তিকঃ, ইতি সন্দেহে; অনাত্যন্তিকঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **অবিভাগঃ**—বিদ্বৎকলানাং ব্রহ্মণা সহ অত্যন্তম্ অবিভাগঃ এব, [ন সাবশেষঃ লয়ঃ। কুতঃ?] **বচনাৎ**—প্রশ্নোপনিষদি কলানাং লয়োক্ত্যনন্তরং "ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে" (প্রশ্নঃ ৬।৫) ইতি কলানাং পুরুষে লয়ম্ উক্ত্বা "সঃ এষঃ অকলঃ অমৃতঃ ভবতি" (ঐ) ইতি বচনাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[নির্গুণব্রহ্মবিদের কলাসকলের (—শরীরত্রয়ের) বিলয় কি অজ্ঞানীর ন্যায় অনাত্যন্তিক (—সাবশেষ), অথবা আত্যন্তিক (—নিরবশেষ), এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'সাবশেষ', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **অবিভাগঃ**—ব্রহ্মের সহিত নির্গুণব্রহ্মবিদের কলাসকলের অবশ্যই অত্যন্ত অবিভাগ হইয়া থাকে, [সাবশেষ লয় নহে (—কিছুই অবশিষ্ট থাকে না)। তাহাতে প্রমাণ কি? উত্তর—] **বচনাৎ**—যেহেতু প্রশ্নোপনিষদে কলাসকলের লয় বর্ণনার অনন্তর "ইহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয়", এইপ্রকারে কলাসকলের পুরুষে লয় বর্ণনার অনন্তর "সেই ইনি কলাবিহীন ও অমৃতস্বরূপ হন", এইপ্রকার শ্রুতিবচন আছে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

সঃ পুনঃ বিদুষঃ কলাপ্রলয়ঃ কিম্ ইতরেষাম্ ইব সাবশেষঃ ভবতি, আহোস্বিৎ নিরবশেষঃ ইতি।১ তত্র প্র(বি)লয়সামান্যাৎ শক্ত্যবশেষতাপ্রসক্তৌ ব্রবীতি—অবিভাগাপত্তিঃ এব ইতি।২ কুত?৩ বচনাৎ।৪ তথাহি—কলাপ্রলয়ম্ উক্ত্বা বক্তি—"ভিদ্যেতে

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—যুক্তি ও শ্রুতার্থাপত্তিপুষ্ট শ্রুতিপ্রমাণবলে নির্গুণব্রহ্মবিদের কলাসকলের নিঃশেষে বিলয়।]

আর বিদ্বানের (—নির্গুণব্রহ্মবিদের সেই কলাসকলের প্রলয় (—শরীরত্রয়ের নাশ) কি অপরের (—অজ্ঞের) ন্যায় সাবশেষ হয়, অথবা নিরবশেষ?১ সেই বিষয়ে [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—জীবের উৎক্রান্তি ও সুষুপ্তির ন্যায়, অথবা কল্পান্তে পৃথিব্যাদির প্রলয়ের ন্যায়] অবিশেষভাবে প্রলয় হওয়ায় [পুনরুৎপত্তির অনুকূল] শক্তি অবশিষ্ট থাকে, এইপ্রকার প্রাপ্ত হইয়া পড়িলে (১), [সিদ্ধান্তী] বলিতেছেন—অবশ্যই অবিভাগের প্রাপ্তি হইয়া পড়ে (—পরব্রহ্মে নিঃশেষে বিলীন হইয়া

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষী এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন—"নির্গুণব্রহ্মবিদঃ ব্রহ্মণি কলাবিলয়ঃ সাবশেষঃ, কলাবিলয়ত্বাৎ উৎক্রান্তিকালীনকলাবিলয়বৎ, সুষুপ্তিবৎ বা"। অভিপ্রায়

শাঙ্করভাষ্যম্

চাষাং * নামরূপে, পুরুষঃ ইতি এবং প্রোচ্যতে, সঃ এষঃ অকলঃ অমৃতঃ ভবতি" (প্রশ্ন ৬।৫) ইতি ।৫ অবিদ্যানিমিত্তানাং চ কলানাং ন বিদ্যানিমিত্তে প্রলয়ে সাবশেষত্বোপপত্তিঃ ।৬ তস্মাৎ অবিভাগঃ এব ইতি ।৭॥৪।২।১৬॥ ইতি অষ্টমম্ অবিভাগাধিকরণম্ ।

* 'তাসাং' ইতি পাঠঃ ।

ভাষ্যানুবাদ

যায়) ইত্যাদি ।২ তাহাতে প্রমাণ কি ?৩ [উত্তরে পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানে শ্রুতি-বিরোধ প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু শ্রুতিবচন আছে ।৪ [ইহা বিবৃত করিতে-ছেন—] যেমন দেখ, কলাসকলের প্রলয়ের কথা বলিয়া [শ্রুতি] বলিতেছেন—"আর ইহাদের (—কলাসকলের) নাম ও রূপ বিলীন হইয়া যায় ; [পুনরুৎপত্তির অনুকূল শক্ত্যাত্মকরূপেও তাহারা অবস্থান করে না, যেহেতু যাঁহাতে তাহারা বিলীন হয়, অধিষ্ঠানভূত সেই অবিনাশী বস্তুটী ব্রহ্মবিদ্‌গণকর্ত্তৃক] 'পুরুষ', এইরূপে কথিত হন, [যাঁহার কলাসকলের এইপ্রকারে বিলয় হয়], তিনি কলাতীত (—শরীরত্রয়-রহিত) ও অমৃতস্বরূপ হন", ইত্যাদি ৫ [পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানে যুক্তিবিরোধ প্রদর্শন করিতেছেন—] অবিদ্যা যাহাদের কারণ, সেই কলাসকলের [ব্রহ্ম-] বিদ্যানিমিত্ত প্রলয় হইলে [রজ্জুজ্ঞানে রজ্জুসর্পের ন্যায়, তাহাদের] সাবশেষতা (—শক্তিরূপেও অবস্থিতি) যুক্তিযুক্ত নহে (২) ।৬ সেইহেতু (—পূর্ব্ববাদীর অনুমান শ্রুতার্থাপত্তি-পুষ্ট শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা বাধিত হওয়ায়, কলাসকলের] অবশ্যই [ব্রহ্মের সহিত] অবিভাগ হইয়া থাকে, [কারণ "কল্পিত বস্তুর নাশ হইলে অধিষ্ঠানই অবশিষ্ট থাকে"] ।৭॥৪।২।১৬॥ অবিভাগাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

ভাবদীপিকা

এই—প্রলয়ের পর যেমন পৃথিবী প্রভৃতি পুনরায় প্রাদুর্ভূত হয়, সুষুপ্তির পর জীবের ইন্দ্রিয়াদি যেমন পুনরায় প্রাদুর্ভূত হয়, উৎক্রমণকালে লিঙ্গশরীর এবং তেজঃশব্দোপলক্ষিত সূক্ষ্মশরীর পরমাত্মাতে বিলীন হইলেও যথাক্রমে মার্গে গতিকালে ও জন্মান্তর গ্রহণকালে যেমন সেই সূক্ষ্মশরীর ও লিঙ্গশরীরের পুনরায় প্রাদুর্ভাব হয় ; নির্গুণব্রহ্মবিদের কলাসকলও তদ্রূপ পুনরায় ব্রহ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত হইবে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় ।

(২) সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক প্রদর্শিত শ্রুতিবাক্যের সমর্থকরূপে এখানে শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণও আছে, যথা—নির্গুণব্রহ্মবিদের কলাসকল শক্ত্যবশেষরূপে বিলীন হইলে তাঁহার পুনরায় জন্ম হইয়া পড়িবে, ফলে "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" (ছাঃ ৭।১।৩), "অকলঃ অমৃতঃ ভবতি" (প্রশ্ন ৬।৫), ইত্যাদি মোক্ষ প্রতিপাদিকা শ্রুতিসকল ব্যর্থ হইয়া পড়িবেন । সেইহেতু উক্ত শ্রুতিবাক্য-সকল অন্যথা অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া কলাসকলের নিঃশেষে বিলয়ই অঙ্গীকার করিতে হইবে । রাত্রিভোজন ব্যতিরেকে দিবসে অভোজী দেবদত্তের স্থূলত্ব যেমন উপপন্ন হয় না, তদ্রূপ নির্গুণব্রহ্মবিদের কলাসকলের নিঃশেষে বিলয় ব্যতিরেকে তাঁহার মোক্ষও উপপন্ন হয় না ইহাই ভাব । অবিভাগাধিকরণ সমাপ্ত ।

৯। তদোকোঽধিকরণম্। [১৭ সূত্র]

[তদোকোঽগ্রাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—সগুণব্রহ্মবিদের সুষুম্নানাড়ীদ্বারে উৎক্রমণ।

অধিকরণসঙ্গতি—অসৃত্যুপক্রমাধিকরণে (৪।২।৪ অধিঃ) সগুণব্রহ্মবিদ্গণের (—সগুণপরব্রহ্মবিদ্ ও অপরব্রহ্মবিদ্গণের) উৎক্রমণ দেবযানমার্গারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অজ্ঞের উৎক্রমণের ন্যায় সমান, ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তাহার ন্যায় দেবযানমার্গের প্রারম্ভেও তাহা সমানই হইবে; কারণ "হৃদয়স্য অগ্রং প্রদ্যোততে" (বৃ: ৪।৪।২) ইত্যাদি শ্রুতিতে হৃদয়াগ্রের প্রদ্যোতন প্রভৃতি ব্যাপারসকল সগুণব্রহ্মবিৎ ও অব্রহ্মবিৎ, এই উভয়ের পক্ষেই সমানভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এইপ্রকারে অসৃত্যুপক্রমাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

অবিশেষো বিশেষো বা স্যাদুৎক্রান্তেরুপাসিতুঃ।
হৃৎপ্রদ্যোতনসাম্যোক্তেরবিশেষোঽন্যনির্গমাৎ ॥
মূর্ধন্যয়ৈব নাড্যাঽসৌ ব্রজেন্নাড়ীবিচিন্তনাৎ।
বিদ্যাসামর্থ্যতশ্চাপি বিশেষোঽস্ত্যন্যনির্গমাৎ ॥

অন্বয়—উপাসিতুঃ উৎক্রান্তেঃ অবিশেষঃ স্যাৎ, বিশেষঃ বা ? হৃৎপ্রদ্যোতনসাম্যোক্তেঃ অন্যনির্গমাৎ অবিশেষঃ নাড়ীবিচিন্তনাৎ বিদ্যাসামর্থ্যতশ্চ অপি অসৌ মূর্ধন্যয়া এব নাড্যা ব্রজেৎ। অন্যনির্গমাৎ বিশেষঃ অস্তি।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[সগুণব্রহ্মবিদঃ উৎক্রান্তিঃ অত্র বিষয়ঃ। উপাসকস্য যা ইয়ম্ উৎক্রান্তিঃ, সা ইতরোৎক্রান্ত্যা মার্গোপক্রমপর্য্যন্তং সমা ইতি উক্তম্। পরন্তু মার্গোপক্রমে "চক্ষুষ্টঃ বা…অন্যেভ্যঃ বা শরীরদেশেভ্যঃ" (বৃ: ৪।৪।২), ইতি দ্বারানিয়মশ্রুতেঃ, "তয়া উর্ধ্বম্ আয়ন্ অমৃতত্বম্ এতি" (ছাঃ ৮।৬।৬) ইতি বিশেষশ্রুতেশ্চ ভবতি সংশয়ঃ—] উপাসিতুঃ উৎক্রান্তেঃ [ইতরোৎক্রান্ত্যা] অবিশেষঃ স্যাৎ, বিশেষঃ বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—["বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি ক্রমেণ সজীবং লিঙ্গশরীরং শক্ত্যবশেষং পরমাত্মনি যদা লীয়তে, তদা পূর্ব্বজন্ম সমাপ্তং ভবতি। অথ জন্মান্তরায় তল্লিঙ্গং পুনঃ হৃদয়ে প্রাদুর্ভবতি। তস্মিন্ অবসরে হৃদয়াগ্রে অবস্থিতস্য লিঙ্গস্য গন্তব্যভাবিজন্মালোচকাত্মকঃ অন্তঃপ্রত্যয়ত্বেন লোকে প্রসিদ্ধঃ কশ্চিৎ প্রদ্যোতঃ ভবতি। তেন যুক্তঃ সন্ নাড়ীভ্যঃ নির্গচ্ছতি ইতি এতানি "তস্য হ এতস্য হৃদয়স্য অগ্রং প্রদ্যোততে" (বৃ: ৪।৪।২) ইত্যাদিশ্রুতৌ অবগম্যন্তে। এতচ্চ সর্ব্বেষাং সমানম্। অতঃ] হৃৎপ্রদ্যোতনসাম্যোক্তেঃ [সগুণব্রহ্মবিদুষঃ নির্গমনস্য] অন্যনির্গমাৎ অবিশেষঃ [ভবতি]।

সিদ্ধান্ত—নাড়ীবিচিন্তনাৎ [সগুণব্রহ্ম-] বিদ্যাসামর্থ্যতঃ [ঈশ্বরানুগ্রহাৎ] চ অপি অসৌ [সগুণব্রহ্মবিদ্] মূর্ধন্যয়া এব নাড্যা ব্রজেৎ; [ইতরাভ্যঃ এব নাড়ীভ্যঃ ইতরে। "তয়োর্দ্ধমায়ন্ অমৃতত্বম্ এতি, বিষঙ্ঙন্যাঃ উৎক্রমণে ভবন্তি" (ছাঃ ৮।৬।৬) ইতি শ্রুত্যন্তরে চ অয়ম্ অর্থঃ স্পষ্টম্ এব গম্যতে। তস্মাৎ] অন্যনির্গমাৎ [সগুণব্রহ্মবিদঃ নির্গমনস্য] বিশেষঃ অস্তি।

অনুবাদ

সংশয়—[সগুণব্রহ্মবিদের (—সগুণপরব্রহ্মবিৎ ও অপরব্রহ্মবিদের) উৎক্রান্তি এখানে বিষয়। উপাসকের এই যে উৎক্রান্তি, তাহা দেবযানমার্গারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অপরের

(—অজ্ঞের) উৎক্রান্তির সহিত সমান, ইহা [৪।২।৪ অধিকরণে] বর্ণিত হইয়াছে। পরন্তু মার্গারম্ভের প্রারম্ভে "চক্ষু হইতে, অথবা অন্য শরীরাংশ হইতে", এইপ্রকারে [নির্গমন-] দ্বারের অনিয়ম শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় এবং "তদবলম্বনে উর্ধ্বে গমনকরতঃ অমৃতত্ব লাভ করেন", এইপ্রকার বিশেষ শ্রুতি থাকায় সংশয় হইতেছে—] উপাসকের উৎক্রান্তির [অপরের উৎক্রান্তির সহিত] বিশেষ (—প্রভেদ) নাই, অথবা বিশেষ আছে ? (—অজ্ঞের ন্যায় সুষুম্না-ব্যতিরিক্ত যে কোন নাড়ীদ্বারাবলম্বনে তাঁহার উৎক্রমণ হয়, অথবা সুষুম্না নাড়ীদ্বারেই হয়)?

পূর্ব্বপক্ষ—["বাগিন্দ্রিয় মনে বিলীন হয়", এই ক্রমানুসারে [পুনর্জ্জন্মের অনুকূল] শক্তির অবশেষযুক্ত লিঙ্গশরীর যখন জীবসহ পরমাত্মাতে বিলীন হয়, তখন [জীবের] পূর্ব্ব জন্ম সমাপ্ত হয় *। অনন্তর জন্মান্তরের জন্য সেই লিঙ্গশরীর পুনরায় হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হয়। সেই অবসরে হৃদয়ের অগ্রভাগে (—নির্গমনদ্বারভূত নাড়ীমুখে) অবস্থিত লিঙ্গশরীরের প্রাপ্তব্য ভাবি-জন্মবিষয়ক আলোচনজ্ঞানাত্মক (২।২১৯ পৃঃ) লোকমধ্যে অন্ত্যপ্রত্যয়রূপে প্রসিদ্ধ একপ্রকার প্রদ্যোত হইয়া থাকে। তাহার সহিত যুক্ত হইয়া [সেই সজীব লিঙ্গশরীর] নাড়ীসকলের দ্বারা নির্গত হয়, ইত্যাদি এই সকল "সেই ইঁহার হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রদ্যোতিত হয়", ইত্যাদি শ্রুতিতে অবগত হওয়া যায়। আর ইহা সকলের পক্ষে সমান। অতএব] হৃদয়ের প্রদ্যোতনের সমতা বর্ণিত হওয়ায় [সগুণব্রহ্মবিদের নির্গমন] অপরের নির্গমন হইতে অভিন্ন হইয়া থাকে।

সিদ্ধান্ত—[উপাসনাভ্যাসকালে সুষুম্না] নাড়ীর চিন্তা এবং [সগুণব্রহ্ম-] বিদ্যার সামর্থ্য [ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ] বশতঃও সেই [সগুণব্রহ্মবিদ্] মূর্ধন্য (—সুষুম্না) নাড়ীদ্বারাই গমন করে ; [অপরে অন্যান্য নাড়ীসকলদ্বারেই গমন করে। আর "তদবলম্বনে উর্ধ্বে গমনকরতঃ অমৃতত্ব লাভ করেন, বিভিন্নদিগ্‌গামী অন্য নাড়ীসকল উৎক্রমণের জন্য [পরিগৃহীত] হইয়া থাকে", এই অন্য শ্রুতিতে এই অর্থ স্পষ্টই অবগত হওয়া যাইতেছে। সেইহেতু] অন্যের (—অজ্ঞ জীবের) নির্গমন হইতে [সগুণব্রহ্মবিদের নির্গমনের] প্রভেদ আছে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, সগুণব্রহ্মবিদের উৎকৃষ্টতা অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে—তাহা সিদ্ধ হয়।

তদোকোগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাত্তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ॥৪।২।১৭॥

পদচ্ছেদ—তদোকোগ্রজ্বলনম্, তৎপ্রকাশিতদ্বারঃ, বিদ্যাসামর্থ্যাৎ, তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাৎ, চ, হার্দ্দানুগৃহীতঃ, শতাধিকয়া।

সূত্রার্থ—[আসৃত্যুপক্রমাধিকরণে (৪।২।৪) সগুণব্রহ্মবিদাম্ অবিদুষাং চ মার্গাৎ প্রাক্ সমানা উৎক্রান্তিঃ ইতি উক্তম্। তত্র সগুণব্রহ্মবিৎ কিম্ অবিদুষঃ ইব যেন কেনচিৎ দ্বারেণ নিষ্ক্রামতি, উত মূর্ধন্যয়া ইতি বিশয়ে, যেন কেনচিৎ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তদোকোগ্রজ্বলনম্**—'তস্য'—লীনবৃত্তিকবাগাদিসমুদায়স্য উৎক্রমিষ্যতঃ জীবস্য, 'ওকঃ'—আয়তনং হৃদয়ম্, তস্য যদ্ 'অগ্রম্'—নাড়ীমুখম্ নির্গমনদ্বারম্, তস্য জ্বলনম্'—তত্র আগতস্য জীবস্য প্রাপ্তব্যজ্ঞানরূপং প্রদ্যোতনম্ [স্বপ্নকালে ইব আদৌ ভবতি]। তৎ-

* এই বিষয়ে ৪।২।৪ অধিকরণোক্ত বিরোধ এবং তাহার সমাধান ৪।২।১০ অধিঃ ১ ভাবদীঃ পাদটীকাতে দ্রষ্টব্য।

প্রকাশিতদ্বারঃ—'তেন' প্রদ্যোতেন, 'প্রকাশিতদ্বারঃ'—প্রকাশিতনির্গমনমার্গঃ [বিদ্বান-বিদ্বাংশ্চ ভবতি। তত্র অবিদ্বান্ স্থানান্তরেভ্যঃ নিষ্ক্রামতি, বিদ্বান্ তু মূর্দ্ধস্থানাৎ এব। কুতঃ ?] **বিদ্যাসামর্থ্যাৎ**—সগুণব্রহ্মবিদ্যাসামর্থ্যাৎ। [যদি বিদ্বান্ অপি ইতরবৎ স্থানান্তরেভ্যঃ নিষ্ক্রামেৎ, নৈব উৎকৃষ্টং ফলং লভেত। নম্নু স্থানান্তরেভ্যঃ অপি উৎক্রামন্ উৎকৃষ্টং ফলম্ আপ্নুয়াৎ ইতি চেৎ ? ন ইতি আহ], **তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতি-যোগাৎ**—'তস্যাঃ' সগুণব্রহ্মবিদ্যায়াঃ, 'শেষভূতা'—অঙ্গভূতা যা 'গতিঃ'—মূর্দ্ধন্যনাড়ীস্থিতিঃ, তস্যাঃ 'অনুস্মৃতিঃ'—ধ্যানং, 'তদ্‌যোগাৎ'—শ্রুতৌ তদ্বিধানাৎ। **চকারঃ**—সগুণব্রহ্মবিদঃ এবংবিধং সামর্থ্যম্ অনাক্ষেপ্যম আহ। [যদি স্থানান্তরেভ্যঃ নিষ্ক্রামতঃ অপি বিশিষ্টফল-প্রাপ্তিঃ স্যাৎ, তর্হি বিশিষ্টগতিচিন্তাবিধানং ব্যর্থম্ এব স্যাৎ। অতঃ] **হার্দ্দানুগৃহীতঃ**—[দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারৈঃ দৃঢ়ম্ আসেবিতেন] 'হার্দ্দেন'—হৃদয়স্থিতেন ব্রহ্মণা 'অনু-গৃহীতঃ'—লব্ধেশ্বরানুগ্রহঃ বিদ্বান্ তদ্ভাবাপন্নঃ, **শতাধিকয়া**—একাধিকশততময়া মূর্দ্ধন্যয়া এব নাড্যা [নিষ্ক্রামতি ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—"শতং চ একা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ, তাসাং মূর্দ্ধানম্ অভিনিঃসৃতা একা, তয়া ঊর্দ্ধ্বম্ আয়ন্ অমৃতত্বম্ এতি" (ছাঃ ৮।৬।৬), ইতি]।

অনুবাদ—[আসৃত্যুপক্রমাধিকরণে সগুণব্রহ্মবিদের (—সগুণপরব্রহ্মবিদ্ ও অপর-ব্রহ্মবিদের) এবং অবিদ্বানের দেবযানমার্গারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উৎক্রান্তি সমান, ইহা কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সগুণব্রহ্মবিৎ কি অবিদ্বানের ন্যায় যে কোন দ্বারাবলম্বনে নিষ্ক্রান্ত হন, অথবা মূর্দ্ধন্য (—সুষুম্না) নাড়ী দ্বারে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; 'যে কোন দ্বারাবলম্বনে', ইহা পূর্ব্ব-পক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তদোকোগ্রজ্বলনম্**—'তস্য'—যাঁহার বাগাদি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বিলীন হইয়াছে, সেই উৎক্রমণাভিলাষী জীবের, 'ওকঃ'—যে হৃদয়রূপ আশ্রয়, তাহার যাহা 'অগ্রম্'—নির্গমনের দ্বারভূত নাড়ীমুখ (বৃঃ ৪।৪।২ ভাষ্য), তাহার 'জ্বলনম্'—সেই স্থলে আগত জীবের [ভাবিজন্মে] প্রাপ্তব্যবিষয়ক জ্ঞানরূপ প্রদ্যোতন, [স্বপ্নকালীন বিষয়ানুভবের ন্যায় প্রথমে হয়]। 'সেই' প্রদ্যোতের দ্বারা **প্রকাশিতদ্বারঃ**—[বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের] নির্গমনমার্গ প্রকাশিত হয়। [তন্মধ্যে অবিদ্বান্ অন্য স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, বিদ্বান্ (—সগুণ ব্রহ্মবিৎ) কিন্তু মূর্দ্ধস্থান (—ব্রহ্মরন্ধ্র) হইতেই নির্গত হন। তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **বিদ্যাসামর্থ্যাৎ**—যেহেতু সগুণব্রহ্মবিদ্যার তাদৃশ সামর্থ্য আছে। [যদি ব্রহ্মবিদও অপরের ন্যায় [শরীরের] অন্য স্থান হইতে নিষ্ক্রমণ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে পারিবেন না। কিন্তু অন্য স্থান হইতেও যিনি উৎক্রমণ করেন, তাঁহারও উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্তি হইবে, এইপ্রকার যদি বলা হয় ? তদুত্তরে [সিদ্ধান্তী ইহা বলিতেছেন—না], **তচ্ছেষ-গত্যনুস্মৃতিযোগাৎ**—যেহেতু 'তস্যাঃ'—সেই সগুণব্রহ্মবিদ্যার 'শেষভূতা'—অঙ্গভূতা যে 'গতিঃ'—সুষুম্নানাড়ীদ্বারে গমন, তাহার যে 'অনুস্মৃতিঃ'—ধ্যান, **যোগাৎ**—শ্রুতিতে তাহার বিধান আছে। **চকারটী**—সগুণব্রহ্মবিদের এতাদৃশ সামর্থ্য আক্ষেপের যোগ্য নহে, ইহা বলি-তেছে। [অন্য স্থান হইতে যিনি নিষ্ক্রমণ করেন, তাঁহারও যদি [ব্রহ্মলোকরূপ] বিশিষ্ট ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে [শ্রুতিতে] বিশিষ্ট গতিবিষয়ক চিন্তার (—দেবযানমার্গে গতিবিষয়ক ধ্যানের) বিধান ব্যর্থই হইয়া পড়িবে। সেইহেতু] **হার্দ্দানুগৃহীতঃ**—[দীর্ঘকাল অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রদ্ধাসহকারে দৃঢ়ভাবে উপাসিত] 'হার্দ্দেন'—হৃদয়স্থিত ব্রহ্মকর্ত্তৃক, 'অনুগৃহীত'—লব্ধ-ঈশ্বরানুগ্রহ বিদ্বান্ তদ্ভাবাপন্ন হইয়া, **শতাধিকয়া**—একাধিক শততম সুষুম্নানাড়ীদ্বারেই

[নিক্রমণ করেন, ইহাই ভাব। শ্রুতিও তাহাই বলেন—"হৃদয়ের একশত একটী নাড়ী আছে, তাহাদের মধ্যে একটী ব্রহ্মরন্ধ্রকে ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে, তাহার দ্বারা ঊর্দ্ধে গমনকরতঃ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি]।

শাঙ্করভাষ্যম্

সমাপ্তা প্রাসঙ্গিকী পরবিদ্যাগতা চিন্তা।১ সম্প্রতি তু অপরবিদ্যাবিষয়াম্ এব চিন্তাম্ অনুবর্ত্তয়তি।২ 'সমানা চ আসৃত্যুপক্রমাৎ' বিদ্বদবিদুষোঃ উৎক্রান্তিঃ ইতি উক্তম্।৩ তম্ ইদানীং সৃত্যুপক্রমং দর্শয়তি।৪ তস্য উপসংহৃতবাগাদিকলাপস্য উচ্চিক্রমিষতঃ বিজ্ঞানাত্মনঃ ওকঃ আয়তনং হৃদয়ম্, "সঃ এতাঃ তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানঃ হৃদয়ম্ এব অন্ববক্রামতি" (বৃঃ ৪।৪।১) ইতি শ্রুতেঃ।৫ তদগ্রপ্রজ্বলনপূর্ব্বিকা চক্ষুরাদিস্থানাপাদানা চ

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়—জীবের উৎক্রমণক্রম। সেই বিষয়ে সংশয়।]

পরবিদ্যাবিষয়ক (—নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক) প্রাসঙ্গিক চিন্তা (—বিচার) সমাপ্ত হইল।১ এক্ষণে কিন্তু অপরবিদ্যাবিষয়ক (—নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যাভিন্ন সগুণপরব্রহ্মবিদ্যা ও অপরব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি দেবযানপ্রাপক বিদ্যাবিষয়ক) চিন্তাকেই [ভগবান্ সূত্রকার] অনুসরণ করিতেছেন।২ 'সৃতির' (—দেবযানমার্গের) আরম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের উৎক্রান্তি সমান, ইহা [৪।২।৪ অধিকরণে] বলা হইয়াছে।৩ এক্ষণে সেই সৃতির (—দেবযানমার্গের) উপক্রম (—প্রারম্ভ) প্রদর্শন করিতেছেন।৪ যাঁহার বাগাদি ইন্দ্রিয়সকল উপসংহৃত হইয়াছে, সেই উৎক্রমণাভিলাষী বিজ্ঞানাত্মার (—বুদ্ধ্যুপাধিক, অর্থাৎ লিঙ্গশরীরোপাধিক জীবাত্মার) 'ওক' অর্থাৎ আয়তন (—আশ্রয়স্থান) হয় 'হৃদয়', যেহেতু "তিনি (—জীব) এই তেজোমাত্রাসকলকে (—রূপাদির প্রকাশক তেজঃ প্রভৃতির অংশভূত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলকে) সম্যগ্‌রূপে গ্রহণকরতঃ হৃদয়েই (১) আগমন করেন", এইপ্রকার শ্রুতি আছে।৫ [আচ্ছা, হৃদয়' না হয় উৎক্রমণকারী জীবের আশ্রয় হইল, তাহাতে উৎক্রমণের কি হইল? উত্তর—] তাহার (—হৃদয়ের) অগ্রজ্বলন-

ভাবদীপিকা [হৃদয় পদার্থের পরিচয়]

(১) এই হৃদয় কি পদার্থ, তাহা চিন্তনীয়। ইহা কি প্রসিদ্ধ হৃৎপিণ্ড (Heart), অথবা মেরুদণ্ডমধ্যস্থ অনাহত, বা অন্য কোন নাড়ীচক্র? শাস্ত্রে ইহা 'হৃদয়পুণ্ডরীক', 'হৃদয়পদ্ম' ইত্যাদি নামে এবং তন্মধ্যস্থ আকাশ 'হৃদয়াকাশ', 'দহরাকাশ' ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে (ছাঃ ৮।১)। ছাঃ ৮।৬।৬ ভাষ্যে "হৃদয়স্য মাংসপিণ্ডভূতস্য", এইপ্রকার শব্দপ্রয়োগ দৃষ্টে মনে হয়—ইহা প্রসিদ্ধ 'হৃৎপিণ্ড'। কিন্তু এই অধিকরণের ব্রহ্মবিদ্যাভরণে "হৃদয়পুণ্ডরীকং চ অধোমুখনাড়ীচক্রপর্য্যন্তমূর্দ্ধাভিমুখায়াশ্চ ব্রহ্মনাড্যা", "নাভিচক্রলগ্নাং মূর্দ্ধন্যনাড়ীম্", "মূর্দ্ধদেশপর্য্যন্তং হি ব্রহ্মনাড়ী" ইত্যাদিপ্রকার আলোচনা দৃষ্টে মনে হয়—হৃৎপিণ্ডরূপ মাংসখণ্ডোপলক্ষিত যে তৎ সমীপবর্ত্তী মেরুদণ্ডমধ্যবর্ত্তী অনাহত, বা তৎসন্নিহিত অষ্টদলাদি অন্য

শাঙ্করভাষ্যম্

উৎক্রান্তিঃ শ্রূয়তে—"তস্য হ এতস্য হৃদয়স্য অগ্রং প্রদ্যোততে, তেন প্রদ্যোতেন এষঃ আত্মা নিষ্ক্রামতি, চক্ষুষ্টঃ বা মূর্ধ্নঃ বা অন্যেভ্যঃ বা শরীরদেশেভ্যঃ" (বৃঃ ৪।৪।২) ইতি ।৬ সা কিম্ অনিয়মেন এব বিদ্বদবিদুষোঃ ভবতি, অথ অস্তি কশ্চিৎ বিদুষঃ বিশেষনিয়মঃ ইতি বিচিকিৎসায়াং শ্রুত্যবিশেষাৎ অনিয়মপ্রাপ্তৌ

ভাষ্যানুবাদ

[১৯০ পৃঃ]

পূর্ব্বিকা (—পূর্বে হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রজ্বলিত হইলে) চক্ষুরাদি স্থানরূপ অপাদানা (—চক্ষুরাদি স্থানরূপ অপাদান হইতে) উৎক্রান্তি শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে, যথা—"সেই এই হৃদয়ের অগ্রভাগ (— নির্গমনের দ্বারভূত নাড়ীমুখ) প্রদ্যোতিত (২) হয়, সেই প্রদ্যোতের দ্বারা [কারণ, লিঙ্গ ও সূক্ষ্মশরীরোপাধি] এই [জীব-] আত্মা চক্ষু হইতে, অথবা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে, অথবা শরীরের অন্য কোন অংশ হইতে নির্গত হন", ইত্যাদি ।৬ তাহা (—সেই উৎক্রমণ) কি বিদ্বান্ (—সগুণব্রহ্মবিৎ) ও অবিদ্বানের অনিয়তভাবেই [যে কোন নাড়ীদ্বারাবলম্বনে] হয়, অথবা বিদ্বানের কোন বিশেষ নিয়ম আছে (—কোন বিশেষ নাড়ীদ্বারাবলম্বনে হয়) এইপ্রকার সন্দেহ হইলে—

ভাবদীপিকা

নাড়ীচক্র, তাহাই শাস্ত্রোক্ত 'হৃদয়' পদার্থ। শিষ্যের নিকট তাহার অবস্থান নির্দ্দেশের জন্য ছান্দোগ্যভাষ্যে 'মাংসপিণ্ডাত্মক হৃদয়শব্দ' ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনাদ্বারা এই পক্ষই সমর্থিত হয়। সাধকগণের সম্প্রদায়পরম্পরাগত শিক্ষাও এইপ্রকারই।

[হৃদয়াগ্রের প্রদ্যোত ও সবিজ্ঞান শব্দের অর্থ। তৎপূর্ব্বক উৎক্রমণ প্রক্রিয়া]

(২) **হৃদয়ের প্রদ্যোতন** বলিতে কি বুঝায়, তাহা অনুধাবনযোগ্য। ৪।৪।২ বৃহদারণ্যকভাষ্যে ভগবান্ **ভাষ্যকার** বলিয়াছেন—"অয়ং নাড়ীমুখং নির্গমনদ্বারং প্রদ্যোততে স্বপ্নকালে ইব স্বেন ভাসা", "তেন প্রদ্যোতেন হৃদয়াগ্রপ্রকাশেন", ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা প্রদ্যোত ও হৃদয়াগ্রপ্রকাশন কি পদার্থ, তাহা ঠিক পরিষ্কৃত হইতেছে না। ইহার পরিষ্কৃতিপ্রসঙ্গে পূজ্যপাদ **বার্ত্তিককার** বলিয়াছেন—"ভাবিলোকাত্মকা যা হস্ত প্রত্যক্‌চৈতন্যবিম্বিতা বাসনৈবাত্মনঃ প্রোক্তা প্রদ্যোতবচসা স্ফুটম্" ॥ (বৃঃ ভাষ্যবার্ত্তিক ৪।৪।১৮)। ইহা হইতে প্রতিভাত হয়—মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রাপ্তব্য ভাবি জন্ম ও তজ্জন্মে প্রাপ্তব্য ভোগবিষয়ক সংস্কারাত্মক সামান্য জ্ঞানই **প্রদ্যোত**। স্বপ্নকালিক সংস্কারাদিজন্য জ্ঞানের ন্যায় সেই জ্ঞান সাক্ষিভাস্য। বৃহদারণ্যক বার্ত্তিকসারে (৪।৪।২।২৫) পূজ্যপাদ **বিদ্যারণ্যস্বামী** এইপ্রকার অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—"ভাবিদেহাত্মনা যা হস্ত প্রত্যক্‌চৈতন্যবিম্বিতা। বাসনৈবাত্মনঃ সৈষা প্রদ্যোতবচসোচ্যতে ॥ এই সকল বার্ত্তিকগ্রন্থানুসরণকরতঃ **ঋজুপ্রভাকার** বলিয়াছেন—"ভাবিফলস্ফুরণং প্রদ্যোতাখ্যম্"। **ন্যায়নির্ণয়কার** বলিয়াছেন—"অদৃষ্টাক্ষিপ্তং প্রতিপত্তব্যং জ্ঞানং প্রদ্যোতঃ"। **কল্পতরুকার** বলিয়াছেন—"প্রজ্বলনং কর্ম্মবশাৎ ভবিষ্যৎফলপ্রকাশঃ", ইত্যাদি। **বেদান্তসূত্রমুক্তাবলীকার** কিন্তু বলিয়াছেন—"প্রদ্যোতনং চ অগ্রাবচ্ছেদেন তত্তদ্দ্বারকরণকোৎক্রান্ত্যনুকূলপ্রাণাদিবৃত্তিঃ", অর্থাৎ 'অগ্রাবচ্ছেদে—নির্গমনের দ্বারভূত নাড়ীমুখে, আগত জীবের যে স্বকর্ম্মবশে তত্তদ্দ্বারে

ভাবদীপিকা [প্রদ্যোত ও বিজ্ঞানপূর্ব্বক উৎক্রমণ]

উৎক্রান্তির অনুকূল প্রাণাদির ক্রিয়া, ইহাই প্রদ্যোত'। বার্ত্তিকবিরুদ্ধ হওয়ায় এবং প্রাণ পূর্ব্বেই অধ্যক্ষে বিলীন (৪।২।৪ সূঃ) হওয়ায় এই ব্যাখ্যা কতটা সমীচীন, তাহা চিন্তনীয়। যাহাহউক্ উপসংহৃতকরণগ্রাম জীব যখন হৃদয়ে আগমন করেন, তখন স্বীয় কর্ম্মবশে তাঁহার যে ভাবী দেহ ও ভাবী ভোগাদিবিষয়ক স্বপ্নবৎ প্রদ্যোতাখ্য **সামান্য** জ্ঞান হয়, তাহার বলেই তদনুকূল উৎক্রমণনাড়ীদ্বার তাঁহার নিকট প্রকাশিত হয়। সেই নাড়ীমুখরূপদ্বারাবলম্বনে জীব হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া স্ব বিদ্যা ও কর্ম্মোচিত সুষুম্না বা অন্যান্য নাড়ীর মধ্যে আগমন করেন। এই বিষয়ে **বার্ত্তিক**বচন এই—"প্রদ্যোতেন যথোক্তেন প্রদ্যোতিতপথা কৃত-। কর্ম্মকার্য্যোঽথ **হৃদয়ান্নি**ষ্ক্রামতি যথাসুখম্" ॥ "আত্মা স্বকর্ম্মণোপাত্তং প্রদ্যোতেন যথোচিতম্। লোকং পশ্যন্ **স্বহৃদয়ান্নি**ষ্ক্রামতি যথাযথম্" ॥ (বৃঃ বার্ত্তিক ৪।৪।৮০, ৮২)। যাঁহার সূর্য্যলোকে গমনযোগ্য কর্ম্ম ও উপাসনা থাকে, তিনি চক্ষুর্গামী নাড়ীদ্বারাবলম্বনে, যাঁহার ব্রহ্মলোকে গমনযোগ্য কর্ম্ম ও উপাসনা থাকে, তিনি ব্রহ্মরন্ধ্রগামী সুষুম্নানাড়ীদ্বারাবলম্বনে, "যাঁহারা অন্যান্য লোকে যাইবেন, তাঁহারা শরীরের অন্যান্য দ্বারগামী অন্যান্য নাড়ীদ্বারাবলম্বনে **হৃদয় হইতে** সেই নাড়ীর মধ্যে নির্গত হন"। (ঐ ৮৩-৮৫)। অতঃপর **শরীর হইতে** নিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে তত্তৎ নাড়ীমধ্যস্থিত জীব **সবিজ্ঞান** হন। ভগবতী শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন—"সবিজ্ঞানো ভবতি, সবিজ্ঞানম্ এব অন্ববক্রামতি" (বৃঃ ৪।৪।২)। ভগবান্ ভাষ্যকার ইহার অর্থ করিয়াছেন—"স্বপ্নে ইব বিশেষবিজ্ঞানবান্ ভবতি কর্ম্মবশাৎ"। পূজ্যপাদ **বার্ত্তিক**কার এই স্থলে বলিয়াছেন—"প্রত্যভিজ্ঞাত্মকং জ্ঞানং সংজ্ঞানমিতি ভণ্যতে।···স ভবোদ্ভূতবিজ্ঞান আত্মা **দেহান্নি**গচ্ছতি" ॥ (বৃঃ বার্ত্তিক ৪।৪।৯৫-৯৬)। এই স্থলে **শাস্ত্রপ্রকা**শিকাকার বলিয়াছেন—"মরণাবস্থায়াম্ অপি প্রত্যুপস্থাপিতং 'দেবোঽস্মি' ইত্যাদ্যভিমানাত্মকং প্রত্যভিজ্ঞানম্ অত্র ইষ্টম্ ইত্যর্থঃ"। এতদ্দ্বারা ভাবি জন্মে জীবের প্রাপ্তব্য যে শরীর ও ভোগ, যথা "আমি দেবতা", "ইহা আমার ভোগ", ইত্যাদি এইপ্রকার যে **বিশেষ**জ্ঞান নাড়ী মধ্যস্থ জীবের হইয়া থাকে, তাহাই **সবিজ্ঞান** হওয়া, এইপ্রকার অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। পূজ্যপাদ **বার্ত্তিক**কারও তাহাই স্পষ্ট বলিয়াছেন, যথা—"বিশেষজ্ঞানসম্বন্ধঃ কর্ম্মণৈবাস্য হেতুনা।...ভদাত্মভাবিবিজ্ঞানস্তদেবাতঃ নিগচ্ছতি"। (বৃঃ বার্ত্তিক ৪।৪।১০০-৪)। "তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা····অন্যং আক্রমম্ আক্রম্য" (বৃঃ ৪।৪।৩), ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও ইহা সমর্থিত হয়। অতএব হৃদয় হইতে নির্গত, কিন্তু নাড়ীমধ্যস্থিত জীব প্রাপ্তব্য ভাবী দেহাদিবিষয়ক এইপ্রকার সবিজ্ঞান হইয়া (—বিশেষজ্ঞানযুক্ত হইয়া) দেহ হইতে নির্গত হন, ইহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু দেহ হইতে নির্গত হইলেই যে তাঁহার এইপ্রকার বিশেষজ্ঞান শেষ হইয়া যায়, তাহা নহে ; এইপ্রকার বিশেষজ্ঞানযুক্ত হইয়াই তিনি গন্তব্য স্থানে গমন করিতে থাকেন। ইহা "সঃ চ উৎক্রান্ত্যনন্তরং বিশেষজ্ঞানোদ্ভাসিতং গন্তব্যম্ অনুগচ্ছতি", ইত্যাদি **শাস্ত্র**প্রকাশিকাবচন (বৃঃ বার্ত্তিক ৪।৪।৯৩) হইতে অবগত হওয়া যায়। বৃঃ বার্ত্তিকসারে পূজ্যপাদ **বিদ্যারণ্য** স্বামী বিষয়টী এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—"পুরা নাড়ীবিশেষেণ নির্গন্তুং জ্ঞানমীরিতম্। গন্তুং লোকবিশেষোঽথ পুনর্বিজ্ঞানমীর্য্যতে। নির্গত্য নগরদ্বারবিশেষাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বকম্। ততো গন্তব্যদেশস্য বিশেষশ্চিন্ত্যতে যথা" ॥ (৪।৪।২।৩৪-৩৫)।

[১৮৮ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

আচষ্টে—সমানে অপি হি বিদ্বদবিদুষোঃ হৃদয়াগ্রপ্রদ্যোতনে তৎপ্রকাশিতদ্বারত্বে চ মূর্ধস্থানাৎ এব বিদ্বান্ নিষ্ক্রামতি, স্থানান্তরেভ্যঃ তু ইতরে ।৭ কুতঃ ?৮ বিদ্যাসামর্থ্যাৎ ।৯ যদি বিদ্বান্ অপি

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—যে কোন শরীরদ্বারাবলম্বনে সগুণব্রহ্মবিদের উৎক্রমণ।]

[পূর্বপক্ষীর মতে—] শ্রুতির অবিশেষবশতঃ (—বিদ্বান্ ও অজ্ঞের উৎক্রমণ-দ্বারবোধক বিশেষ শ্রুতিবাক্য না থাকায়) অনিয়মের প্রাপ্তি হইলে (৩),

[সিঃ—সগুণব্রহ্মবিৎ সুষুম্নানাড়ীদ্বারেই এবং অজ্ঞগণ অন্যান্য নাড়ীদ্বারে নিষ্ক্রান্ত হন।]

[সিদ্ধান্তী] বলিতেছেন - বিদ্বান্ (—সগুণব্রহ্মবিৎ) ও অবিদ্বানের হৃদয়াগ্রের প্রদ্যোতন এবং তাহার বলে [নির্গমনের] নাড়ীদ্বার প্রকাশিত হইলে বিদ্বান্ মূর্ধস্থান (—ব্রহ্মরন্ধ্র) হইতেই নিষ্ক্রান্ত হন, অপরে (—অজ্ঞ জন) কিন্তু অন্য স্থান হইতে 'নিষ্ক্রমণ করেন'।৭ [এইপ্রকার বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রতি] হেতু কি ?৮ [উত্তর—] যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যার সামর্থ্য আছে ৯ [ব্যতিরেকমুখে ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—]

ভাবদীপিকা

ভাব এই—'পূর্বে "প্রদ্যোতশব্দে" ভাবিশরীর ও ভোগাদিবিষয়ক সামান্যজ্ঞানযুক্তের নাড়ীবিশেষদ্বারা হৃদয় হইতে নির্গমনবিষয়ক জ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে। সেই প্রদ্যোতের দ্বারা দর্শিতমার্গ জীব হৃদয় হইতে তত্তন্নাড়ীদ্বারাবলম্বনে নাড়ী মধ্যে নির্গত হন। অনন্তর নাড়ীমধ্যস্থ সেই জীবের গন্তব্য লোকাদিবিষয়ক বিশেষজ্ঞান * হইয়া থাকে, ইহাই 'বিজ্ঞান' শব্দে বর্ণিত হইতেছে। যেমন নগরের দ্বারবিশেষ হইতে পুরুষ 'অমুক প্রয়োজনে অমুক স্থানে যাইতে হইলে অমুকদ্বার হইতে নির্গত হইতে হইবে', এইপ্রকার সামান্য বুদ্ধিপূর্বক নির্গত হইয়া পরে গন্তব্য দেশবিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে করিতে গমন করে, যথা—অমুক অমুক গ্রাম পার হইয়া অমুকগ্রামে গিয়া অমুকের সহিত অমুক প্রয়োজনে দেখা করিতে হইবে, তাহার পর অমুক স্থানে যাইতে হইবে' ইত্যাদি, তদ্রূপ। এইপ্রকারে প্রদ্যোতযুক্ত ও সবিজ্ঞান হইয়া জীব তত্তৎ শরীরদ্বার হইতে নির্গত হন, ইহাই তত্রস্থ ৬ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যের তাৎপর্য্য।

(৩) পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—"তয়োর্ধ্বমায়ন্ অমৃতত্বম্ এতি" (ছাঃ ৮।৬।৬), এই শ্রুতি সগুণব্রহ্মবিদের মূর্ধন্যনাড়ীদ্বারেই নিষ্ক্রমণ হয়, এই বিষয়ের নিয়ামিকা নহে; কারণ এই শ্রুতিবলে ইহাই নির্ণীত হয় যে, যিনি মূর্ধন্যনাড়ীদ্বারে নির্গত হন, তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।

[অদৃষ্টপূর্বস্থ বিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞার হেতু।]

* লক্ষ্য করিতে হইবে—উৎক্রমণকালে স্বহৃদয়স্থ দহরাকাশসংজ্ঞক (ছাঃ ৮।১।১) পরমাত্মাতে অবস্থিতিরূপ সুষুপ্তি (৩।২।২, ৮।২।৫ অধিঃ) হইতে ঈষৎ ব্যুত্থানোন্মুখ হৃদয়গত নাড়ীমুখে আগত জীবের হয়—'প্রদ্যোত'। আর নাড়ীমধ্যগত, সুতরাং স্বপ্নাবস্থাগত (বৃঃ ৪।৩।২০) জীবের হয়—'বিজ্ঞান' জাগ্রদবস্থাতে স্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় এই বিজ্ঞানের, অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানের স্মৃতি আমাদের জীবদ্দশাতে কখনও কখনও উদিত হয়, যথা—"পূর্বে কখনও না দেখিলেও মনে হয়, এই স্থান, বা ব্যক্তি তো আমার পূর্ব্ব পরিচিত", "এইপ্রকার ঘটনা ঘটিবে ইহা আমার মন বলিতেছিল", ইত্যাদি। পূর্বশরীরত্যাগকালে যে বিজ্ঞানের অনুভব হইয়াছিল, সেই বিশেষজ্ঞানজন্য সংস্কার থাকিয়া যায় বলিয়াই অভিনব বস্তুবিষয়ক এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞাত্মক (১৩৮ পৃঃ) জ্ঞানোদয় সম্ভব। (যোজনা আমাদের)।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতরবৎ যতঃ কুতশ্চিৎ দেহদেশাৎ উৎক্রামেৎ নৈব উৎকৃষ্টং লোকং লভেত।১০ তত্র অনর্থিকা এব বিদ্যা স্যাৎ।১১ "তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাৎ চ"।১২ বিদ্যাশেষভূতা চ মূর্ধন্যনাড়ীসম্বন্ধা গতিঃ অনুশীলয়িতব্যা বিদ্যাবিশেষেষু বিহিতা, তাম্ অভ্যস্যন্ তয়া এব প্রতিষ্ঠতে ইতি যুক্তম্।১৩ তস্মাৎ হৃদয়ালয়েন ব্রহ্মণা সুপাসিতেন অনুগৃহীতঃ তদ্ভাবং সমাপন্নঃ বিদ্বান্ মূর্ধন্যয়া এব 'শতাধিকয়া' শতাৎ অতিরিক্তয়া একশততম্যা নাড্যা নিষ্ক্রামতি, ইতরাভিঃ ইতরে।১৪ তথাহি হার্দ্দবিদ্যাং প্রকৃত্য সমাম-

ভাষ্যানুবাদ

যদি বিদ্বানও অপরের ন্যায় যে কোন শরীরদেশ হইতে উৎক্রমণ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিতে পারিবেন না।১০ তাহাতে [সগুণ-ব্রহ্ম-]বিদ্যা অনর্থকই হইয়া পড়িবে।১১ [কেন অনর্থক হইবে? শরীরের অন্য অবয়ব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেও উৎকৃষ্ট লোকলাভ হইবে। উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রাবয়বের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] "যেহেতু তাহার (—সগুণব্রহ্মবিদ্যার) অঙ্গভূত যে [সুষুম্নানাড়ীদ্বারে] গমন, তাহার অনুস্মৃতি (—ধ্যান) বিহিত হইয়াছে।১২ [এই বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর [সগুণব্রহ্ম-]বিদ্যার যে মূর্ধন্যনাড়ীসম্বন্ধ গতি, তাহার অনুশীলন (—ধ্যান) করিতে হইবে, ইহা [দহরাদি] বিশেষ বিদ্যাসকলে বিহিত হইয়াছে, তাহাকে অভ্যাসকরতঃ তাহার দ্বারাই প্রস্থান করেন (—শরীর হইতে নির্গত হন), ইহা যুক্তিসঙ্গত। [অন্যথা যে কোন নাড়ীদ্বারে নিষ্ক্রান্তের উৎকৃষ্ট লোক লব্ধ হইলে সুষুম্নাদ্বারে গতিবিষয়ক ধ্যানের বিধান ব্যর্থ হইয়া পড়িবে]।১৩ সেইহেতু (—বস্তুস্থিতি এইপ্রকার হওয়ায়) হৃদয়রূপ আলয়ে অবস্থিত সম্যগ্‌রূপে উপাসিত ব্রহ্মকর্তৃক অনুগৃহীত হইয়া অর্থাৎ সম্যগ্‌রূপে তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া (—অহংগ্রহোপাসনাবলে 'আমি তাদৃশ গুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম', ঈশ্বরানুগ্রহে এইপ্রকার অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ করিয়া) বিদ্বান্ (—সগুণব্রহ্মবিদ্) 'একশতের অধিকের দ্বারা', অর্থাৎ 'একশতের অধিক একাধিক শততম (১০১তম) মূর্ধন্যনাড়ী (—(৪) সুষুম্নানাড়ী) দ্বারা নিষ্ক্রমণ করেন, অন্যান্য সকলে (—অজ্ঞ

ভাবদীপিকা

কিন্তু জীবদ্দশাতে সুস্থাবস্থাতেও যিনি মূর্ধন্যনাড়ীদ্বার অবগত হইতে পারেন না, মরণকালে ইন্দ্রিয়াদির উপসংহার জনিত **মৃত্যুযাতনাগ্রস্ত** তিনি যে তাহা পারিবেন, ইহা সম্ভব না হওয়ায় সগুণব্রহ্মবিৎ স্বপ্রযত্নবলে সেই নাড়ীদ্বারে নির্গত হইবেন, ইহা সম্ভব নহে। সুতরাং দৈবক্রমে যদি কাহারও মূর্ধন্যনাড়ীদ্বারে নিষ্ক্রমণ হয়, তাঁহার অমৃতত্ব লাভ হয়; সগুণব্রহ্মবিদেরই যে তাহা হইবে, এইপ্রকার কোন নিয়ম নাই।

[মূর্ধন্যনাড়ী, ব্রহ্মনাড়ী ও সুষুম্নানাড়ী, ইহারা সমানার্থক, ইহার পরিচয়]

(৪) টীকাগ্রন্থাদিতে মূর্ধন্য বা সুষুম্নানাড়ীর বিভিন্নপ্রকার বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। **রত্নপ্রভাকার**

শাঙ্করভাষ্যম্

অস্তি—“শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি” ॥ (ছাঃ ৮।৬।৬, কঠ ২।৩।১৬) ইতি ।১৫ ইতি নবমং তদোকোঽধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

জীবগণ) অন্যান্য ‘নাড়ীদ্বারে নিষ্ক্রমণ করেন’।১৪ যেমন দেখ, হার্দ্দবিদ্যার (—সগুণদহরবিদ্যার, ছাঃ ৮।১) প্রস্তাব করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—“হৃদয়ের [প্রধানতঃ, ৫] একশত একটী নাড়ী আছে, তাহাদের মধ্যে একটী মূর্ধাকে (—ব্রহ্মরন্ধ্রকে) ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে, তদবলম্বনে উর্ধ্বে গমনকরতঃ অমৃতত্ব লাভ করেন, নানাদিগ্‌গামী অন্য নাড়ীসকল উৎক্রমণের জন্য (—তদ্দ্বারা উৎক্রমণ হইলে সংসারগতি প্রাপ্ত হয়”) ইত্যাদি (৬)।১৫॥৪।২।১৭॥ তদোকোঽধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

বলেন—‘সুষুম্নানামক নাড়ী হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ চক্ষু তালু কণ্ঠাস্তুন (—আলজিহ্বা) এবং নাসিকামধ্য (—ভ্রূমধ্য) হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত প্রসারিত’। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—‘ব্রহ্মনাড়ী নাভিচক্র হইতে মূর্ধদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত। নাভিচক্রই তাহাতে প্রবেশদ্বার। হৃদয়পুণ্ডরীক তাহার অন্তর্গত’। ষটচক্রনিরূপণ ও ষটচক্রবিবৃতি প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রান্তর্গত গ্রন্থসকলে এইপ্রকার বর্ণনা আছে—সুষুম্নানাড়ী মূলাধারচক্রস্থ স্বয়ম্ভুলিঙ্গের মস্তকস্থ ছিদ্র হইতে মস্তকে সহস্রদলচক্র মধ্যগত পরবিন্দু পর্য্যন্ত প্রসারিত। মেরুদণ্ডমধ্যে বাম পার্শ্বে ইড়া এবং দক্ষিণ পার্শ্বে পিঙ্গলা নামক নাড়ী। ইহারা প্রত্যেক চক্রকে বেষ্টনকরতঃ উর্ধ্বে নাসারন্ধ্র পর্য্যন্ত প্রসারিত। ইহাদের মধ্যস্থলে চিত্রিণী নাড়ী, ইহার মধ্যবর্ত্তী যে ছিদ্র পথ, তাহাই সুষুম্না, বা ব্রহ্মনাড়ী। গুহ্যদেশে ‘মূলাধার’ হইতে মস্তকাভিমুখে গতিপথে ইহার মধ্যে লিঙ্গমূলে—স্বাধিষ্ঠান, নাভিতে—মণিপুর, হৃদয়ে—অনাহত, কণ্ঠে—বিশুদ্ধ, ভ্রূযুগলের মধ্যে—আজ্ঞা এবং মস্তকে—সহস্রার নামক নাড়ীচক্র বিদ্যমান। হৃদয় ও নাভি ইত্যাদি বলিতে সেই সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তী নাড়ীচক্রকে বুঝিতে হইবে। বিস্তৃত আকরে দ্রষ্টব্য।

(৫) ক্ষুরিকোপনিষদে ৭২০০০ হাজার, প্রপঞ্চসার তন্ত্রে ৩০,০০০০০ লক্ষ এবং শিবসংহিতাতে ৩৫০০০০ লক্ষ নাড়ীর কথা বর্ণিত হইয়াছে। সেইহেতু ৮।৬।৬ ছান্দোগ্যভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার ‘প্রধানতঃ’ এই পদপ্রয়োগকরতঃ বলিয়াছেন—“আনন্ত্যাৎ দেহনাড়ীনাম্”, ইত্যাদি।

(৬) পূর্ব্বপক্ষবাদীর আক্ষেপের (৩ ভাবদীঃ) উত্তরে সিদ্ধান্তী যাহা বলিলেন, তাহার সার মর্ম এই—সগুণব্রহ্মবিদের অমৃতত্বলাভের প্রতিবন্ধক পুণ্যপাপের অশ্লেষবিনাশ (৪।১।১৩-১০ অধিঃ) হওয়ায় তাঁহার অমৃতত্বলাভ অবশ্যম্ভাবী। শ্রুতিও বলিয়াছেন—“তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বম্ এতি” (ছাঃ ৮।৬।৬)। সুতরাং মূর্ধন্যনাড়ীদ্বারে গমনব্যতিরেকে অমৃতত্বপ্রাপ্তিবোধিকা শ্রুতির অনুপপত্তি হইয়া পড়ে বলিয়া শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণবলে সগুণব্রহ্মবিদের সুষুম্নানাড়ীদ্বারেই উৎক্রমণ সিদ্ধ হয়, ইহা তাঁহার পক্ষে নিয়ত। আর যে বলা হইয়াছে—মৃত্যুযাতনাগ্রস্ত জীব মূর্ধন্যনাড়ীদ্বারকে অবগত হইতে পারেন না, ইত্যাদি (৩ ভাবদীঃ)। তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ ৪।২।৫ অধিকরণে “তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্” (ছাঃ ৬।৮।৬) ইত্যাদি

১০। রশ্ম্যধিকরণম্। [১৮-১৯ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—রাত্রিকালেও মৃতের নাড়ীমধ্যস্থ সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে উৎক্রমণ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে নাড়ীসকল বর্ণিত হইয়াছে। সেই নাড়ীসম্বদ্ধ সূর্য্যরশ্মিকে অবলম্বনকরতঃ এই অধিকরণে কিছু বিচার করা হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত ইহার **উপজীব্য-উপজীবকভাব সঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

অহন্যেব মৃতো রশ্মীন্ যাতি নিশ্যপি বা নিশি।
সূর্য্যরশ্মেরভাবেন মৃতোঽহন্যেব যাতি তান্ (তম্)॥
যাবদ্দেহং রশ্মিনাড্যোর্যোগো গ্রীষ্মক্ষপাস্বপি।
দেহদাহাচ্ছ্রুতত্বাচ্চ রশ্মিন্নিশ্যপি যাত্যসৌ॥

অন্বয়—অহনি এব মৃতঃ রশ্মীন্ যাতি, নিশি অপি বা? নিশি সূর্য্যরশ্মেঃ অভাবেন অহনি এব মৃতঃ তান্ যাতি। গ্রীষ্মক্ষপাসু অপি দেহদাহাৎ, শ্রুতত্বাৎ চ রশ্মিনাড্যোঃ যোগঃ যাবদ্দেহম্। নিশি অপি অসৌ রশ্মীন্ যাতি।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[সগুণব্রহ্মবিদঃ অজ্ঞস্য চ রশ্ম্যনুসারিত্বম্ অত্র বিষয়ঃ। "অথ এতৈঃ এব রশ্মিভিঃ ঊর্ধ্বম্ আক্রমতে" (ছাঃ ৮।৬।৫), ইতি মূর্দ্ধন্যনাড্যা নির্গতস্য সগুণব্রহ্মবিদঃ, অন্যয়া নাড্যা নির্গতস্য অজ্ঞস্য চ রশ্মিসম্বন্ধঃ শ্রূয়তে। রশ্মিনাড়ীসম্বন্ধস্য কালবিশেষাশ্রবণাৎ রাত্রৌ রশ্ম্যভাবাবগমাৎ চ ভবতি সংশয়ঃ—] অহনি মৃতঃ [বিদ্বান্] রশ্মীন্ যাতি, নিশি অপি বা?

পূর্ব্বপক্ষ—নিশি সূর্য্যরশ্মেঃ অভাবেন অহনি এব মৃতঃ [বিদ্বান্] তান্ [রশ্মীন্] যাতি ; [নতু রাত্রৌ রশ্ম্যভাবাৎ]।

সিদ্ধান্ত—গ্রীষ্মক্ষপাসু অপি দেহদাহাৎ, ["তাঃ আসু নাড়ীষু সৃপ্তাঃ, আভ্যঃ নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে, তে অমুষ্মিন্ আদিত্যে সৃপ্তাঃ" (ছাঃ ৮।৬।২), ইতি] শ্রুতত্বাৎ চ রশ্মিনাড্যোঃ যোগঃ যাবদ্দেহং [তিষ্ঠতি। অতঃ] নিশি অপি মৃতঃ অসৌ [বিদ্বান্] রশ্মীন্ যাতি। [অবিদ্বাংসং প্রত্যপি এবং ন্যায়ঃ তুল্যঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[সগুণব্রহ্মবিদের এবং অজ্ঞের রশ্ম্যনুসারিত্ব (—সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে উৎক্রমণ) এখানে বিষয়। "অনন্তর [বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্, ছাঃ ভাষ্য দ্রঃ] এই রশ্মিসকলদ্বারাই ঊর্দ্ধে গমন করেন", এইপ্রকারে সুষুম্নানাড়ীদ্বারা নির্গত সগুণব্রহ্মবিদের এবং অন্য নাড়ীদ্বারা নির্গত

ভাবদীপিকা

প্রতিজ্ঞ বিচারপ্রসঙ্গে তেজঃপ্রাণপরিবেষ্টিত সূক্ষ্মশরীর ও লিঙ্গশরীর সহ জীব পরমাত্মাতে নির্ব্যাপার হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থান করে, ইহা বর্ণিত হইয়াছে (১৬০ পৃঃ)। সেই সময়ে সুষুপ্তির ন্যায় সংসম্পত্তিবশতঃ (—পরমাত্মাতে বিলীনভাববশতঃ) জীব বিশ্রামলাভ করেন, ফলে তাঁহার **মৃত্যুযাতনা** অপগত হইয়া যায়। পাপাদি প্রতিবন্ধক নিরাকরণের জন্য যাবজ্জীবন নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান, অহরহঃ ব্রহ্মচিন্তনজন্য সংস্কার ও পরমেশ্বরের অনুগ্রহ, এই সকলের বলেই তখন বিগতযাতনা স্বস্থ সগুণব্রহ্মবিদের হৃদয়াগ্রের অনুকূল প্রদ্যোতন এবং সুষুম্নানাড়ীদ্বারেই অনায়াসে নির্গমন হয়, ইহাই সিদ্ধ হয়। (দ্রঃ ভরণ দ্রঃ) তদোকোঽধিকরণ সমাপ্ত।

অন্যের সূর্য্যরশ্মির সহিত সম্বন্ধ শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে।সূর্য্যরশ্মি ও নাড়ীর সম্বন্ধবিষয়ে বিশেষ কাল শ্রুতিতে বর্ণিত না হওয়ায় এবং রাত্রিতে সূর্য্যরশ্মির অভাব বিজ্ঞাত হওয়ায় সংশয় হয়—] দিবসে মৃত [বিদ্বান্] সূর্য্যরশ্মিসকলকে প্রাপ্ত হন, অথবা রাত্রিতে মৃত হইলেও প্রাপ্ত হন ?

পূর্ব্বপক্ষ—রাত্রিকালে সূর্য্যরশ্মির অভাববশতঃ দিবসেই মৃত [বিদ্বান্] সেই [রশ্মি-] সকলকে প্রাপ্ত হন ; [কিন্তু রশ্মি না থাকায় রাত্রিতে মৃত তাহা প্রাপ্ত হন না]।

সিদ্ধান্ত—গ্রীষ্মকালীন রাত্রিসকলেও দেহের দাহ (—জ্বালা) হওয়ায় এবং শ্রুতিতে ["তাহারা (—রশ্মিসকল) এই নাড়ীসকলের মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছে, এই নাড়ীসকল হইতে প্রসারিত হইতেছে, তাহারা ঐ আদিত্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছে", এইপ্রকার] বর্ণিত হওয়ায় সূর্য্যরশ্মি ও নাড়ীর সম্বন্ধ দেহ যতকাল থাকে, ততকালই থাকে। [সেইহেতু] রাত্রিকালেও মৃত তিনি (—বিদ্বান্) রশ্মিসকলকে প্রাপ্ত হন। [অবিদ্বানের প্রতিও এই যুক্তি সমান]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, রশ্মিনাড়ীসম্বন্ধ অনিয়ত হওয়ায় মৃতব্যক্তির সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত প্রতীক্ষাবশতঃ ফলপ্রাপ্তি, সুতরাং নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধের ধ্যান অনাবশ্যক। সিদ্ধান্তে—নাড়ী-রশ্মিসম্বন্ধ নিয়ত হওয়ায় ফলপ্রাপ্তির জন্য সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা অনাবশ্যক। নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধের ধ্যান কিন্তু আবশ্যক (১৭ সূঃ ভামতী শেষাংশ দ্রঃ)।

রশ্ম্যনুসারী ॥৪।২।১৮॥

সূত্রার্থ—["অথ এতৈঃ এব রশ্মিভিঃ ঊর্দ্ধম্ আক্রমতে" (ছাঃ ৮।৬।৫), ইতি মূর্দ্ধন্য-নাড্যা নির্গতস্য সগুণব্রহ্মবিদঃ নাড্যান্তরেণ নির্গতস্য অজ্ঞস্য চ রশ্মিসম্বন্ধঃ শ্রূয়তে। তত্র কিং রশ্ম্যনুসারিত্বম্ অহনি মৃতস্য এব, উত রাত্রৌ অপি ইতি সন্দেহে,"অহনি এব", ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্ত—অহনি রাত্রৌ বা মৃতঃ বিদ্বান্ অবিদ্বাংশ্চ] **রশ্ম্যনুসারী**—নাড়ীসম্বদ্ধসূর্য্য-কিরণাবলম্বী [সন্ ব্রহ্মলোকং লোকান্তরং বা গচ্ছতি]।

অনুবাদ—["অনন্তর এই রশ্মিসকলদ্বারাই ঊর্ধ্বে গমন করেন", এইপ্রকারে সুষুম্না নাড়ীদ্বারে নির্গত সগুণব্রহ্মবিদের এবং অন্য নাড়ীদ্বারে নির্গত অজ্ঞের সূর্য্যরশ্মির সহিত সম্বন্ধ শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে। সেই স্থলে কি দিবসে মৃতেরই রশ্মি অবলম্বনে গমন হয়, অথবা রাত্রিতে মৃতেরও তাহা হয়, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; "দিবসেই তাহা হয়", ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—দিবসে, অথবা রাত্রিতে মৃত বিদ্বান্ এবং অবিদ্বান্] **রশ্ম্যনুসারী**—নাড়ীর সহিত সম্বদ্ধ সূর্য্যকিরণাবলম্বী হইয়া [ব্রহ্মলোকে, অথবা লোকান্তরে গমন করেন]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অস্তি হার্দ্দবিদ্যা—"অথ যদ্ ইদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম" (ছাঃ ৮।১।১), ইতি উপক্রম্য বিহিতা।১ তৎ-প্রক্রিয়ায়াম্ "অথ যা এতাঃ হৃদয়স্য নাড্যঃ" (ছাঃ ৮।৬।১), ইতি উপ-ক্রম্য সপ্রপঞ্চং নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধম্ উক্ত্বা উক্তম্—"অথ যত্র এত-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। সিঃ—নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধ যাবদ্দেহভাবী হওয়ায় দিবসে বা রাত্রিতে মৃতের সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে উৎক্রমণ।

"অনন্তর এই [শরীরস্বরূপ] ব্রহ্মপুরে পদ্মসদৃশ যে 'ক্ষুদ্র গৃহ", ইত্যাদি প্রকারে আরম্ভ করিয়া হার্দ্দবিদ্যা বিহিত হইয়াছে।১ তাহার প্রকরণে "আর হৃদয়ের এই

শাঙ্করভাষ্যম্

স্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি অথ এতৈঃ এব রশ্মিভিঃ ঊর্দ্ধ্বম্ আক্রমতে" (ছাঃ ৮।৬।৫) ইতি।২ পুনশ্চ উক্তম্—"তয়া ঊর্দ্ধ্বম্ আয়ন্ অমৃতত্বম্ এতি" (ছাঃ ৮।৬।৬) ইতি।৩ তস্মাৎ শতাধিকয়া নাড্যা নিষ্ক্রামন্ রশ্ম্যনুসারী নিষ্ক্রামতি ইতি গম্যতে।৪ তৎ কিম্ অবিশেষেণ এব অহনি রাত্রৌ বা ম্রিয়মাণস্য রশ্ম্যনুসারিত্বম্, আহোস্বিৎ অহনি এব, ইতি সংশয়ে সতি অবিশেষশ্রবণাৎ অবিশেষেণৈব তাবৎ রশ্ম্যনুসারী ইতি প্রতিজ্ঞায়তে।৫॥৪।২।১৮॥

ভাষ্যানুবাদ

যে নাড়ীসকল", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া নাড়ী ও সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনাকরতঃ কথিত হইয়াছে—"অনন্তর যখন [বিদ্বান্ ও অজ্ঞ] এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করেন, তখন এই [নাড়ীসম্বদ্ধ] রশ্মিসকলের দ্বারাই ঊর্দ্ধ্বে গমন করেন", ইত্যাদি।২ [শ্রুতিতে] পুনরায় বর্ণিত হইয়াছে—"তাহার (—সুষুম্না নাড়ীর) দ্বারা ঊর্দ্ধ্বে গমনকরতঃ [সগুণব্রহ্মবিদ্] অমৃতত্ব লাভ করেন", ইত্যাদি।৩ সেইহেতু (—সূর্য্যরশ্মি ও নাড়ীসকলের এইপ্রকার সম্বন্ধ অবগত হওয়া যায় বলিয়া) এক শতের অধিক (—একাধিক শততম, সুষুম্না] নাড়ীর দ্বারা যিনি (—যে সগুণব্রহ্মবিৎ) নিষ্ক্রমণ করেন, তিনি সূর্য্যরশ্মিকে অনুসরণ (—অবলম্বন) করতঃ নিষ্ক্রমণ করেন (—শরীর হইতে নির্গত হন), ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।৪ সেইহেতু (—রশ্মি ও নাড়ীর সম্বন্ধবিষয়ে কোন কাল শ্রুতিতে বর্ণিত না হওয়ায় এবং রাত্রিকালে সূর্য্যরশ্মি না থাকায়) অবিশেষভাবে দিবসে, অথবা রাত্রিতে যিনি মৃত হন, তাঁহারই কি রশ্মি অবলম্বনে গতি হয়, অথবা দিবসেই যিনি মৃত হন, 'তাঁহার তাহা হয়' ; এইপ্রকার সংশয় হইলে, শ্রুতিতে [রশ্মি ও নাড়ীর সম্বন্ধ] অবিশেষভাবে পঠিত হওয়ায় (—অজ্ঞ ও বিদ্বান্, সকলেরই রশ্মিনাড়ীসম্বন্ধ যাবদ্দেহভাবী হওয়ায়, জীব দিবসে অথবা রাত্রিতে যখনই মৃত হউন্ না কেন] অবিশেষভাবেই রশ্মিকে অনুসরণ করেন (—সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে নির্গত হন), ইহা [সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক] প্রতিজ্ঞাত হইতেছে।৫॥৪।২।১৮॥

নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাদ্দর্শয়তি চ॥৪।২।১৯॥

পদচ্ছেদ—নিশি, ন, ইতি, চেৎ, ন, সম্বন্ধস্য, যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ, দর্শয়তি, চ।

সূত্রার্থ—[অহনি সূর্য্যরশ্মিনাড়ীসম্বন্ধস্য সত্ত্বাৎ তত্রৈব মৃতঃ রশ্ম্যনুসারী ভবতি। পরন্তু] **নিশি**—রাত্রৌ [মৃতস্য তথা] **ন**—ন ভবতি [রশ্ম্যভাবাৎ]; **ইতি চেৎ?** **ন, সম্বন্ধস্য**—নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধস্য, **যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ**—যাবন্তং কালং দেহঃ তিষ্ঠতি, তাবন্তং কালং বর্ত্তমানত্বাৎ। **দর্শয়তি**—"অমুষ্মাৎ আদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে, তাঃ আসু নাড়ীষু সৃপ্তাঃ" (ছাঃ ৮।৬।২) ইত্যাদিশ্রুতিঃ তৎ প্রতিপাদয়তি। **চকারঃ**—নিদাঘনিশাসু রশ্মীনাং স্পর্শোপলম্ভম্ আহ। [তস্মাৎ নিশ্যপি মৃতঃ রশ্ম্যনুসারী ইতি সিদ্ধম্।]

অনুবাদ—[দিবসে সূর্য্যরশ্মি ও নাড়ীর সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায় সেই সময়েই মৃত ব্যক্তি সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে গমন করেন। কিন্তু] নিশি—রাত্রিকালে [মৃতের সেইপ্রকার] ন—হয় না, [যেহেতু তখন সূর্য্যরশ্মি থাকে না] ইতি চেৎ—এইপ্রকার যদি বলা হয়? [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] ন—না, তাহা নহে, সম্বন্ধস্য—নাড়ী ও রশ্মির সম্বন্ধ, যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ—যেহেতু শরীর যতকাল থাকে, ততকাল বর্ত্তমান থাকে। দর্শয়তি—"ঐ আদিত্যমণ্ডল হইতে বিকীর্ণ হইতেছে, তাহারা (—রশ্মিসকল) এই নাড়ীসকলের মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছে", ইত্যাদি শ্রুতি তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন। চকারটী—গ্রীষ্মকালীন রাত্রিসকলে স্পর্শের দ্বারা রশ্মিসকলের উপলব্ধির কথা বলিতেছে। [সেইহেতু রাত্রিকালেও মৃত ব্যক্তি সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে গমন করেন, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অস্তি অহনি নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধঃ ইতি অহনি মৃতস্য স্যাৎ রশ্ম্যনুসারিত্বম্, রাত্রৌ তু প্রেতস্য ন স্যাৎ, নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধবিচ্ছেদাৎ ইতি চেৎ?১ ন, নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধস্য "যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ"।২ যাবদ্দেহভাবী হি শিরাকিরণসম্পর্কঃ।৩ "দর্শয়তি চ" এতম্ অর্থং শ্রুতিঃ—"অমুষ্মাৎ আদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে, তাঃ আসু নাড়ীষু সৃপ্তাঃ, আভ্যঃ নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে, তে অমুষ্মিন্ আদিত্যে সৃপ্তাঃ" (ছাঃ ৮।৬।২), ইতি।৪ নিদাঘসময়ে চ নিশাসু অপি কিরণানুবৃত্তিঃ উপলভ্যতে, প্রতাপাদিকার্য্যদর্শনাৎ।৫ স্তোকানুবৃত্তেঃ

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—সূর্য্যরশ্মি না থাকায় রাত্রিতে মৃত ব্যক্তির তদবলম্বনে গতি হয় না।]

[পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] দিবসে নাড়ীর সহিত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ থাকে, এইহেতু দিবসে মৃত ব্যক্তির সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে গতি হইতে পারে; কিন্তু রাত্রিকালে পরলোকে প্রস্থানকারীর [তাহা] হইতে পারে না, যেহেতু [রাত্রিকালে] নাড়ীর সহিত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হইয়া পড়ে, এইপ্রকার যদি বলা হয়?১

[সিঃ—রাত্রিতেও নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধ থাকায় রাত্রিতে মৃতেরও সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে উৎক্রমণ।]

[উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] না, তাহা নহে; যেহেতু নাড়ীর সহিত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ 'যাবদ্দেহভাবী'।২ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু শিরার (—নাড়ীর) সহিত সূর্য্যকিরণের সম্বন্ধ দেহ যতকাল থাকে, ততকাল থাকে।৩ আর শ্রুতি এই বিষয়কেই প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—["সূর্য্যরশ্মিসকল] ঐ আদিত্য হইতে প্রসারিত হইতেছে, তাহারা এই নাড়ীসকলে প্রবিষ্ট রহিয়াছে, এই [নাড়ী-] সকল হইতে [রশ্মিসকল] প্রসারিত হইতেছে, তাহারা ঐ আদিত্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছে", ইত্যাদি।৪ [রশ্মিনাড়ীসম্বন্ধ যাবদ্দেহভাবী, সুতরাং রাত্রিতেও থাকে, এই বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন করিয়া যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর গ্রীষ্মকালে রাত্রিসকলেও সূর্য্যকিরণের বর্ত্তমানতা উপলব্ধ হয়, যেহেতু [শরীরের] দাহ [স্বকীয় রশ্মিবিহীন চন্দ্রমার রশ্মি বিকিরণ] প্রভৃতি কার্য্য পরিদৃষ্ট হয়।৫

শাঙ্করভাষ্যম্

তু দুর্লক্ষ্যত্বম্ ঋত্বন্তররজনীষু শৈশিরেষু ইব দুর্দ্দিনেষু।৬ "অহঃ-রেব এতৎ রাত্রৌ দধাতি", ইতি চ এতদ্ এব দর্শয়তি।৭ যদি চ রাত্রৌ প্রেতঃ বিনা এব রশ্ম্যনুসারেণ ঊর্ধ্বম্ আক্রমেত, রশ্ম্যনুসারানর্থক্যং ভবেৎ।৮ নহি এতৎ বিশিষ্য অধীয়তে* যঃ দিবা প্রৈতি সঃ রশ্মীন্ অপেক্ষ্য ঊর্ধ্বম্ আক্রমতে, যস্তু রাত্রৌ সঃ অনপেক্ষ্য এব ইতি।৯ অথ তু বিদ্বান্ অপি রাত্রিপ্রায়ণাপরাধ-মাত্রেণ ন ঊর্ধ্বম্ আক্রমেত পাক্ষিকফলা বিদ্যা ইতি অপ্রবৃত্তিঃ এব তস্যাং স্যাৎ, মৃত্যুকালানিয়মাৎ।১০ অথাপি রাত্রৌ উপরতঃ

* 'অভিধীয়তে', ইতি পাঠঃ

ভাষ্যানুবাদ

[আচ্ছা, রাত্রিতেও নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধ থাকিলে মেঘাচ্ছন্ন দিবসে এবং শীত ঋতুর রাত্রিতে শরীরের দাহ কেন উপলব্ধ হয় না ? উত্তর—] কিন্তু শীতকালীন রাত্রিসকলের ন্যায় অন্যান্য ঋতুর রজনীসকলে এবং দুর্দ্দিনসকলে (—মেঘাচ্ছন্ন দিবসসকলে, সূর্য্যরশ্মি] অল্পমাত্র বর্ত্তমান থাকায় দুর্লক্ষ্য হইয়া পড়ে (—শরীরের দাহ উপলব্ধ হয় না)।৬ [রাত্রিতেও সূর্য্যরশ্মি থাকে, এই বিষয়ে সাক্ষাৎ শ্রুতিবাক্য প্রদর্শন করিতেছেন—] আর ইনি (—সবিতা) রাত্রিকালেও দিবসকে ধারণ করেন", ইত্যাদি এই শ্রুতি ইহাই (—রাত্রিতে সূর্য্যরশ্মির বর্ত্তমানতাই) প্রদর্শন করিতেছেন।৭ [কিন্তু "সঃ যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ মনঃ তাবৎ আদিত্যং গচ্ছতি" (ছাঃ ৮।৬।৫), ইত্যাদি শ্রুতিতে রশ্মিনিরপেক্ষভাবে ঝটিতি গতি বর্ণিত হওয়ায় রাত্রিতে মৃতের রশ্মিসম্বন্ধ স্বীকারের আবশ্যকতা কি ? উত্তর—] আর রাত্রিতে মৃত যদি রশ্মিকে অবলম্বন না করিয়াই ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন, তাহা হইলে ["রশ্মিভিঃ ঊর্ধ্বম্ আক্রমতে" (ঐ) এই] রশ্মির অনুসরণ (—তদবলম্বনে গতি প্রতিপাদিকা এই শ্রুতিবাক্য) অনর্থক হইয়া পড়িবে।৮ [যদি বলা হয়—"রশ্মিভিঃ ঊর্ধ্বম্ আক্রমতে" (ছাঃ ৮।৬।৫), এই শ্রুতি দিবসে মৃতকে বিষয় করে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] ইহা নিশ্চয়ই বিশেষভাবে [শ্রুতিতে] পঠিত হইতেছে না যে, যিনি দিবসে পরলোকে গমন করেন, তিনি রশ্মিসকলকে অপেক্ষা করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করেন, কিন্তু যিনি রাত্রিতে মৃত হন, তিনি [রশ্মিকে] অপেক্ষা না করিয়াই 'গমন করেন', ইত্যাদি।৯ [আচ্ছা, উক্ত শ্রুতির সার্থকতার জন্য সগুণব্রহ্মবিদ্ রাত্রিতে মৃত হইলে ব্রহ্মলোকাত্মক ফল প্রাপ্ত হন না, এইপ্রকার অঙ্গীকার করা হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর যদি বিদ্বানও কেবলমাত্র রাত্রিমৃত্যুরূপ অপরাধবশতঃ ঊর্দ্ধলোকে গমন না করেন, [তাহা হইলে] ব্রহ্মবিদ্যা পাক্ষিক ফলপ্রদা হইবে (—কখনও ফলপ্রদা হইবে, কখনও হইবে না), এইহেতু তাহাতে [কাহারও] প্রবৃত্তিই হইবে না; কারণ মৃত্যুকালের নিয়ম নাই।১০



স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দী-জয়ন্তী প্রকাশন

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নবাদরায়ণভগবদ্‌বেদব্যাসপ্রণীতম্

বেদান্তদর্শনম্

সূত্রার্থ-তদ্বঙ্গানুবাদ-শাঙ্করভাষ্য-তদ্বঙ্গানুবাদ-বৈয়াসিক-

ন্যায়মালা-তদ্বঙ্গানুবাদ-ভাবদীপিকাব্যাখ্যা-

সমলঙ্কৃতম্ ।

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

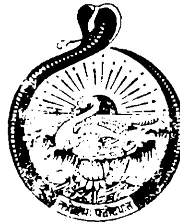
অনুবাদকঃ ব্যাখ্যাতা চ

স্বামী বিশ্বরূপানন্দঃ

সংশোধকসম্পাদকৌ

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

বেদান্তবাগীশঃ শ্রীআনন্দ ঝা ন্যায়াচার্য্যশ্চ



অদ্বৈতাশ্রম

৫, ডিহি এণ্টালি রোড্

কলিকাতা—১৪

সাঙ্কেতিক শব্দের সূচী

আপঃ ধর্ম্মঃ—আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র।
আপঃ শ্রৌঃ—আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র।
ঈশঃ—ঈশোপনিষৎ।
উঃ, উপঃ—উপনিষৎ।
ঋক্ সং—ঋগ্বেদ সংহিতা।
ঐতঃ—ঐতরেয়োপনিষৎ।
ঐতঃ আঃ—ঐতরেয় আরণ্যক।
ঐতঃ ব্রাঃ—ঐতরেয় (বহ্বৃচ্) ব্রাহ্মণ।
কঠ—কঠোপনিষৎ।
কাণ্ব—কাণ্ব শাখা।
কাঃ শ্রৌঃ—কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র।
কূর্ম্ম পুঃ—কূর্ম্মপুরাণ।
কেন—কেনোপনিষৎ।
কৌঃ—কৌষীতকী উপনিষৎ।
গীতা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।
গৌঃ ধর্ম্মঃ—গৌতম ধর্ম্মসূত্র।
ছাঃ—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।
জাবালঃ—জাবালোপনিষৎ।
জৈঃ সূঃ—জৈমিনিসূত্র।
তাঃ ব্রাঃ—তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ।
তেজোবিঃ—তেজোবিন্দু উপনিষৎ
তৈঃ—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।
তৈঃ আঃ—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।
তৈঃ ব্রাঃ—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।
তৈঃ সং—তৈত্তিরীয় সংহিতা।
নৃঃ উঃ তাঃ—নৃসিংহ উত্তরতাপিনী উঃ
নৃঃ পূঃ তাঃ—নৃসিংহ পূর্ব্বতাপিনী উঃ
নৈঃ সিঃ—নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি
ন্যাঃ সূঃ (দঃ)—ন্যায়সূত্র (দর্শন)।
পাঃ সূঃ—পাণিনি সূত্র।
পূঃ—পূর্ব্বপক্ষ।
পূঃ মীঃ—পূর্ব্বমীমাংসা।
পৃঃ—পৃষ্ঠা।
প্রঃ, প্রশ্নঃ—প্রশ্নোপনিষৎ।
মনু সং—মনুসংহিতা।
মহানাঃ—মহানারায়ণোপনিষৎ।
মহাভাঃ—মহাভারত।
মাঃ কাঃ—মাণ্ডূক্যকারিকা।
মাণ্ডূঃ—মাণ্ডূক্যোপনিষৎ।
মাধ্যঃ—মাধ্যন্দিন শাখা।
মাধ্যঃ কাঃ—মাধ্যমক কারিকা(নাগার্জ্জুন)
মুঃ, মুণ্ডঃ—মুণ্ডকোপনিষৎ।
মুক্তিকোপঃ—মুক্তিকোপনিষৎ
মৈঃ সং—মৈত্রায়ণী সংহিতা
যোঃ সূঃ—পাতঞ্জল যোগসূত্র।
বায়ু পুঃ—বায়ুপুরাণ
বাল্মী রা—বাল্মীকি রামায়ণ
বিষ্ণু পুঃ—বিষ্ণুপুরাণ।
বৃঃ—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।
বৃঃ বাঃ—বৃহদারণ্যক ভাষ্যবার্ত্তিক।
বৈঃ সূঃ (দঃ)—বৈশেষিক সূত্র (দর্শন)।
ব্রঃ উঃ—ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ।
শতঃ ব্রাঃ—শতপথ ব্রাহ্মণ।
শ্বেঃ, শ্বেতাঃ—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।
শ্রীমদ্ভাঃ—শ্রীমদ্ভাগবত।
শুক্ল যজুঃ—শুক্ল যজুর্ব্বেদ।
শ্লোক বাঃ—শ্লোকবার্ত্তিক।
সাং কাঃ—সাংখ্য কারিকা।
সিঃ—সিদ্ধান্ত। সূঃ—সূত্র। সং—সংহিতা

(ক) অন্যান্য অধ্যায়ের এই সূচীও দ্রষ্টব্য। কোন গ্রন্থের নাম ইহাতে উল্লিখিত না থাকিলে, তাহার বোধযোগ্য নামই যথাস্থলে উল্লিখিত হইবে।

(খ) গ্রন্থের নামবিহীন কেবল ২।৩।১০ এবং ২।৫৫ এইপ্রকার সংখ্যা মাত্র থাকিলে, আরব্ধ এই গ্রন্থের যথাক্রমে অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যাকে এবং অধ্যায় ও পৃষ্ঠাসংখ্যাকে বুঝাইবে।

(গ) যেখানে "?" চিহ্ন থাকিবে, সেখানে আমরা অনুসন্ধান করিয়াও সেই উল্লিখিত বিষয় প্রাপ্ত হই নাই, বা অংশতঃ প্রাপ্ত হইয়াছি বুঝিতে হইবে।

(ঘ) মহাভারতের পার্শ্বে শাঃ, ভাঃ ইত্যাদি শব্দ থাকিলে, তাহা শান্তিপর্ব্ব, ভীষ্মপর্ব্ব, ইত্যাদিকে বুঝাইবে (ঙ) গ্রন্থের নামবিহীন পৃষ্ঠাসংখ্যা সেই অধ্যায়ের পৃষ্ঠাসংখ্যাকে বুঝাইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দী - জয়ন্তী প্রকাশন

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নবাদরায়ণভগবদ্‌বেদব্যাসপ্রণীতম্

বেদান্তদর্শনম্

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীভারতীতীর্থকৃতা

বৈয়াসিকন্যায়মালা।

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-ভগবৎপাদ-শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতম্

শারীরকভাষ্যম্।

স্বামী বিশ্বরূপানন্দকৃত

বঙ্গানুবাদ

এবং

ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা।

সংশোধক ও সম্পাদক—

স্বামী শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

এবং

বেদান্তবাগীশ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীআনন্দ ঝা, ন্যায়াচার্য্য।

গ্রন্থানুবাদ ও সম্পাদন শৈলী

১। ইহাতে প্রথমে অধিকরণের নাম ও সূত্রসংখ্যা স্থূলতমাক্ষরে (গ্রেট অক্ষরে), অতঃপর স্থূলাক্ষরে (পাইকা অক্ষরে) ন্যায়মালার শ্লোকদ্বয়, ক্ষুদ্রতমাক্ষরে (বর্জ্জাইস্ অক্ষরে) অন্বয়, ক্ষুদ্রাক্ষরে (স্মলপাইকা অক্ষরে) অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা, তাহার বঙ্গানুবাদ ও ভাবদীপিকা নামে বিষমস্থলের ব্যাখ্যা থাকিবে।

২। তৎপরে স্থূলতমাক্ষরে (গ্রেট অক্ষরে) সূত্র, ক্ষুদ্রাক্ষরে (স্মলপাইকা অক্ষরে) সূত্রার্থ ও তাহার অনুবাদ, স্থূলতরাক্ষরে (স্মলপাইকা এ্যানটিক্ অক্ষরে) ভাষ্য, স্থূলাক্ষরে (পাইকা অক্ষরে) ভাষ্যানুবাদ এবং ক্ষুদ্রাক্ষরে (স্মলপাইকা অক্ষরে) বিষমস্থলের ব্যাখ্যার জন্য ভাবদীপিকা নামে ভাষ্যানুবাদের ব্যাখ্যা থাকিবে।

৩। মূল ভাষ্য ও তাহার অনুবাদ নির্ণয় করিবার জন্য মূলভাষ্যবাক্যে ও তাহার বঙ্গানুবাদে সমসংখ্যা প্রদত্ত হইবে।

৪। অনুবাদে ও ন্যায়মালার ব্যাখ্যাতে অতিরিক্ত বিষয় [ ] এইপ্রকার বন্ধনীর মধ্যে থাকিবে। উদ্ধৃতির আকর নির্দ্দেশ ( ) এইপ্রকার বন্ধনীর মধ্যে থাকিবে। ( ) এইপ্রকার বন্ধনীমধ্যস্থ "—" এই চিহ্নটীর দ্বারা "অর্থাৎ" এই পদটী সূচিত হইবে। (—) এইপ্রকার বন্ধনীমধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দের প্রতিশব্দ, বা পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যাংশের, অথবা বাক্যের ভাবার্থ এবং পরবর্ত্তী বাক্যের পূর্ব্বাংশ, যাহা ভাষ্যের অক্ষরানুগত অনুবাদ নহে, তাহা সন্নিবিষ্ট হইবে। এই পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দের প্রতিশব্দ, বা পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যাংশের, অথবা বাক্যের ভাবার্থ এবং পরবর্ত্তী বাক্যের পূর্ব্বাংশটী, যাহা ভাষ্যের অক্ষরানুগত অনুবাদ নহে, তাহাদের সংযোগস্থলটী, পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যটী শেষ হইলে তাহার সংখ্যাদ্বারা এবং শেষ না হইলে বিরামবোধক কোনপ্রকার চিহ্নদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে। বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ বাদ দিয়া পাঠ করিলে মূল ভাষ্য এবং ন্যায়মালার যথাসম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, আর উক্ত বন্ধনীসকলের মধ্যবর্ত্তী শব্দ, বা বাক্যের সহিত পাঠ করিলে ভাবার্থ সমেত একটী প্রাঞ্জল অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। বাক্যশেষে ' ' এইপ্রকার চিহ্নমধ্যে যাহা পঠিত, তাহা বাক্যের পরিপূরক।

৫। অনুবাদের বিষয়বিশেষের পরিস্ফুর্তির জন্য সেই বিষয়বিশেষ ও 'ভাবদীপিকার' মধ্যে সমসংখ্যার নির্দ্দেশ থাকিবে। **৬।** ব্যবহিত স্থলে পরবর্ত্তী ভাষ্যের প্রারম্ভে পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যের পত্রাঙ্ক প্রদত্ত হইবে এবং সম্ভব হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যশেষে পরবর্ত্তী ভাষ্যের পত্রাঙ্কও প্রদত্ত হইবে। **৭।** বিষয়ের বিশ্লেষণের জন্য শিরোনামা (Analytical heading) ব্যবহৃত হইবে।

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

"বিশ্বানুভূতিসম্ভূতিস্থিতিসংহৃতিমুক্তয়ঃ। প্রভবন্তি যতস্তস্মৈ পরস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ" ॥
"অপুণ্যপুণ্যোপরমে যং পুনর্ভবনির্ভয়াঃ। শান্তাঃ সন্ন্যাসিনো যান্তি তস্মৈ মোক্ষাত্মনে নমঃ ॥

অধ্যায়প্রতিপাদ্য—"চতুর্থে জীবতো মুক্তিরুৎক্রান্তির্গতিরুত্তরা। ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্রহ্মলোকাবিতি পাদার্থসংগ্রহঃ" ॥ অর্থ—[১ম পাদে] সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মসাক্ষাৎকারসম্পন্ন ব্যক্তির পুণ্যপাপনিবৃত্তিরূপ জীবন্মুক্তি ; [২য় পাদে] ম্রিয়মাণ ব্যক্তির উৎক্রমণক্রম ; [৩য় পাদে] সগুণব্রহ্মবিদের দেবযানমার্গদ্বারা ব্রহ্মলোকে গতি ; [৪র্থ পাদে] নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদের নির্বিশেষব্রহ্মভাবের আবির্ভাব ও সদ্যোমুক্তি এবং সগুণপরব্রহ্মবিদের পরমেশ্বরতুল্য ভোগপ্রাপ্তি এবং সদ্যোমুক্তি (১।২৬৯ পৃঃ) লব্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত সবিশেষব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্তরূপে ব্রহ্মলোকে স্থিতি।

অবান্তর অধ্যায়সঙ্গতি—পূর্ব্বাধ্যায়ে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার সাধন নিরূপণ করিয়া এক্ষণে ফল নিরূপিত হইতেছে। সেইহেতু পূর্ব্বাধ্যায়ের সহিত **হেতুফলভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

প্রথমঃ পাদঃ

পাদপ্রতিপাদ্য—শ্রবণাদির আবৃত্তিদ্বারা যাঁহাদের নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হইয়াছে ও সগুণপরব্রহ্মোপাসনাদ্বারা যাঁহাদের পরমেশ্বরসাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই প্রারব্ধকর্ম্মাতিরিক্ত পুণ্যপাপাত্মকবন্ধননিবৃত্তিরূপ জীবন্মুক্তি, প্রারব্ধক্ষয়ে বিদেহমুক্তি (১।২৬৯ পৃঃ) এবং সাধনবিষয়ে কিছু আনুষঙ্গিক বিচার।

অবান্তর পাদসঙ্গতি - অধ্যায়ের আদি পাদ হওয়ায় এই সঙ্গতির অপেক্ষা নাই।

মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতি - এই পাদের সর্ব্বত্রই সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার ফলভূতা জীবন্মুক্তি ও তৎসাধনবিষয়ক আনুষঙ্গিক বিষয় বিচারিত হওয়ায় এই পাদের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

১। আবৃত্ত্যধিকরণম্। [১-২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—উপাসনা এবং শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের আবৃত্তি।

অধিকরণসঙ্গতি—পাদের আদি অধিকরণ হওয়ায় এই সঙ্গতি না থাকিলেও ক্ষতি নাই। অথবা পূর্ব্বাধ্যায়ের অন্তিম অধিকরণে সদ্যোমুক্তিতে যেপ্রকার তারতম্যরূপ বিশেষের অভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণেও তদ্রূপ [পূর্ব্বপক্ষীর মতে—] উপাসনা ও শ্রবণাদি সাধনসকলে আবৃত্তিরূপ বিশেষের অভাব প্রতিপাদিত হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণের সহিত ইহার **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্য অধ্যায় ও মুখ্য পাদসঙ্গতি—পূর্ব্বাধ্যায়ে শ্রুতিবর্ণিত সাক্ষাৎ সাধনসকল বিচারিত হইয়াছে। এক্ষণে 'সাধনের আবৃত্তি ব্যতিরেকে জীবন্মুক্তিরূপ ফলের অনুপপত্তি' হয় বলিয়া অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে [এখানে প্রত্যক্ষসিদ্ধ জীবন্মুক্তি 'উপপাদ্য' এবং সাধনের আবৃত্তি 'উপপাদক'] সাধনের আবৃত্তিকে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এইরূপে সাধন ও ফলের

মধ্যবর্ত্তী ব্যাপাররূপ সাধনাবৃত্তিবিষয়ক এই বিচার ফলাধ্যায়ের প্রারম্ভে সঙ্গত হওয়ায় এই অধিকরণের মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতি ও মুখ্যপাদসঙ্গতি উভয়ই সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

শ্রবণাদ্যাঃ সকৃৎ কার্য্যা আবর্ত্ত্যা বা সকৃৎ যতঃ।
শাস্ত্রার্থস্তাবতা সিধ্যেৎ প্রযাজাদৌ সকৃৎকৃতেঃ॥
আবর্ত্ত্যা দর্শনান্তাস্তে তণ্ডুলান্তাবঘাতবৎ।
দৃষ্টেঽত্র সম্ভবত্যর্থে নাদৃষ্টং কল্প্যতে বুধৈঃ॥

অন্বয় - শ্রবণাদ্যাঃ সকৃৎ কার্য্যাঃ, আবর্ত্ত্যাঃ বা ? সকৃৎ, যতঃ তাবতা শাস্ত্রার্থঃ সিধ্যেৎ, সকৃৎকৃতেঃ প্রযাজাদৌ (ইব)। দর্শনান্তাঃ তে আবর্ত্ত্যাঃ, তণ্ডুলান্তাবঘাতবৎ। অত্র দৃষ্টে অর্থে সম্ভবতি বুধৈঃ অদৃষ্টং ন কল্প্যতে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[শ্রবণাদিসাধনম্ অত্র বিষয়ঃ। প্রযাজাদৌ সকৃৎকৃতত্বম্ অবঘাতাদৌ চ তণ্ডুলনিষ্পত্তিপর্য্যন্তম্ আবৃত্ত্যা কৃতত্বম্ ইতি উভয়থাভাবদর্শনাৎ ভবতি অত্র সংশয়ঃ—] শ্রবণাদ্যাঃ সকৃৎ কার্য্যাঃ, আবর্ত্ত্যাঃ বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—[শ্রবণাদীনাং] সকৃৎ [এব অনুষ্ঠানম্]। যতঃ ["সকৃৎকৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ" ইতি ন্যায়েন] তাবতা শাস্ত্রার্থঃ সিধ্যেৎ। সকৃৎকৃতেঃ প্রযাজাদৌ [ইব, অত্রাপি তথৈব ভবিষ্যতি ইতি ভাবঃ]।

সিদ্ধান্ত—["সকৃৎকৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ", ইতি উক্তন্যায়স্য অদৃষ্টফলবিষয়ত্বাৎ, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলক্ষণস্য তু দৃষ্টফলস্য সম্ভবাৎ] দর্শনান্তাঃ তে [শ্রবণাদ্যাঃ] আবর্ত্ত্যাঃ, তণ্ডুলান্তাবঘাতবৎ। অত্র [শ্রবণাদৌ] দৃষ্টে অর্থে সম্ভবতি বুধৈঃ অদৃষ্টং ন কল্প্যতে। [অতঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপফলসিদ্ধিপর্য্যন্তং শ্রবণাদ্যাবর্ত্তনীয়ম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[শ্রবণাদি সাধন এখানে বিষয়। প্রযাজাদিতে একবারমাত্র অনুষ্ঠান এবং অবঘাত প্রভৃতিতে তণ্ডুল নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত আবৃত্তিসহকারে অনুষ্ঠান, এইপ্রকারে উভয়প্রকারতা পরিদৃষ্ট হওয়ায় এখানে সংশয় হয়—] শ্রবণাদি (—শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন এবং উপাসনা) একবারমাত্র অনুষ্ঠেয়, অথবা পুনঃ পুনঃ ?

পূর্ব্বপক্ষ—[শ্রবণাদির] একবারমাত্র অনুষ্ঠান হইবে। যেহেতু ["একবার অনুষ্ঠিত হইলে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় অনুষ্ঠিত হয়", এই ন্যায়বলে] তাহার দ্বারাই শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় সিদ্ধ হইবে। একবারমাত্র কৃত (—অনুষ্ঠিত) হওয়ারূপ হেতুবশতঃ প্রযাজ প্রভৃতিতে যেপ্রকার হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় [এখানেও সেইপ্রকারই হইবে, ইহাই ভাব (—প্রযাজের ন্যায় একবারমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি সার্থক হইবে]।

সিদ্ধান্ত—["সকৃৎকৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ", এই বর্ণিত যুক্তি অদৃষ্ট ফলকে বিষয় করে বলিয়া, কিন্তু ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাত্মক দৃষ্টফল সম্ভব বলিয়া] ব্রহ্মদর্শন যাহার শেষ ফল, সেই শ্রবণাদিকে আবৃত্তি করিতে হইবে, যেমন তণ্ডুলনিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অবঘাতের আবৃত্তি করিতে হয়। এই স্থলে (—শ্রবণাদিতে) দৃষ্ট ফল সম্ভব হইলে পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক অদৃষ্ট ফল কল্পিত হয় না। [অতএব ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফলসিদ্ধি পর্য্যন্ত (—ফলসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত) শ্রবণাদির আবৃত্তি (—পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান) করিতে হইবে]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, অদৃষ্টফলোৎপাদক প্রযাজাদির ন্যায় শ্রবণাদির একবারমাত্র অনুষ্ঠান। সিদ্ধান্তে—তণ্ডুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অবঘাতের ন্যায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রবণাদির পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান।

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥৪।১।১॥

পদচ্ছেদ—আবৃত্তিঃ, অসকৃৎ, উপদেশাৎ।

সূত্রার্থ—[শ্রবণাদিসাধনম্ অত্র বিষয়ঃ। তৎ কিং সকৃদেব কর্ত্তব্যম্, উত তস্য আবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যা ইতি বিশয়ে, সকৃদেব ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—ষড়্জাদিস্বরসাক্ষাৎকারবৎ দুর্বিজ্ঞেয়াত্মসাক্ষাৎকারস্য আবৃত্তিবিশিষ্টশ্রবণাদিসাধ্যতয়া শ্রবণাদেঃ] **আবৃত্তিঃ**—পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানম্ [কর্ত্তব্যম্। কুতঃ ?] **অসকৃৎ উপদেশাৎ**—"শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইত্যাদ্যেবংজাতীয়কেষু বাক্যেষু পুনঃ পুনঃ উপদিষ্টত্বাৎ। [নিদিধ্যাসনস্য চ আবৃত্তিগুণকত্বাৎ। এবম্ 'বেদ', 'উপাসীত' ইতি আবৃত্তিশ্রবণাৎ উপাস্যসাক্ষাৎকারদ্বারা ফলহেতুষু উপাসনেষু অপি আবৃত্তিঃ বোধ্যা]।

অনুবাদ—[শ্রবণাদি সাধন এখানে বিষয়। তাহাকে কি একবারমাত্র অনুষ্ঠান করিতে হইবে, অথবা তাহার আবৃত্তি করিতে হইবে, এইপ্রকার সংশয় হইলে; একবারমাত্রই অনুষ্ঠেয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—ষড়্জাদিস্বরের সাক্ষাৎকারের (—স্বীয় কণ্ঠে তাহাদের অভিব্যক্তির) ন্যায় দুর্বিজ্ঞেয় আত্মসাক্ষাৎকার আবৃত্তিযুক্ত শ্রবণাদির সাধ্য হওয়ায় শ্রবণাদির] **আবৃত্তিঃ**—পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান [করিতে হইবে। তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **অসকৃৎ উপদেশাৎ**—যেহেতু "শ্রবণ করিবে, মনন করিবে", ইত্যাদি এই জাতীয় বাক্যসকলে পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। [আর যেহেতু নিদিধ্যাসন আবৃত্তিগুণযুক্ত (—মনোবৃত্তির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইলেই তাহাকে নিদিধ্যাসন বলা হয়)। এইপ্রকারে 'বেদ' 'উপাসীত', এইরূপে [বহু স্থলে এই শব্দসকলের] আবৃত্তি শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় উপাস্য-সাক্ষাৎকারের দ্বারা যাহারা ফলপ্রসূ, সেই উপাসনাসকলেও আবৃত্তি বুঝিতে হইবে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তৃতীয়ে অধ্যায়ে পরাপরাসু বিদ্যাসু সাধনাশ্রয়ঃ বিচারঃ প্রায়েণ অত্যগাৎ।১ অথ ইহ চতুর্থে ফলাশ্রয়ঃ আগমিষ্যতি।২ প্রসঙ্গাগতং চ অন্যদপি কিঞ্চিৎ চিন্তয়িষ্যতে।৩ প্রথমং তাবৎ

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি, বিষয় ও সংশয়।]

তৃতীয় অধ্যায়ে পর ও অপর বিদ্যাসকলে (—পরব্রহ্মবিদ্যা অপরব্রহ্মবিদ্যা ও অব্রহ্মবিদ্যাসকলে) সাধনাশ্রিত বিচার প্রায় (১) সমাপ্ত হইয়াছে।১ অনন্তর এই চতুর্থ অধ্যায়ে ফলাশ্রিত বিচার আগমন করিবে (—তাহা করা হইবে)।২ আর প্রসঙ্গবশতঃ আগত [পাপক্ষয়, অর্চিরাদিমার্গ প্রভৃতি] অন্য কিছুও বিচারিত হইবে।৩

ভাবদীপিকা

(১) সাধনবিষয়ক বিচারের অবশিষ্টাংশ এই ফলাধ্যায়েও প্রদর্শিত হইতেছে বলিয়া "প্রায়" এই শব্দের প্রয়োগ করিলেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

কতিভিশ্চিৎ অধিকরণৈঃ সাধনাশ্রয়বিচারশেষম্ এব অনু-সরামঃ।৪ "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসি-তব্যঃ (বৃঃ ২।৪।৫), "তমেব ধীরঃ বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" (বৃঃ ৪।৪।২১), "সঃ অন্বেষ্টব্যঃ সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (ছাঃ ৮।৭।১) ইতি চ এবমাদি-শ্রবণেষু সংশয়ঃ—কিং সকৃৎ প্রত্যয়ঃ কর্ত্তব্যঃ, আহোস্বিৎ আবৃত্ত্যা ইতি?৫ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৬ সকৃৎ প্রত্যয়ঃ স্যাৎ প্রযাজাদিবৎ, তাবতা শাস্ত্রস্য কৃতার্থত্বাৎ।৭ অশ্রূয়মাণায়াং হি আবৃত্তৌ ক্রিয়মাণা-য়াম্ অশাস্ত্রার্থঃ কৃতঃ ভবেৎ।৮ ননু অসকৃৎ উপদেশাঃ উদাহৃতাঃ "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইতি এবমাদয়ঃ।৯ এবমপি

ভাষ্যানুবাদ

প্রথমে সাধনানুষ্ঠানে যত্নাধিক্য বিধানের জন্য [৪।১৮ অধিকরণ পর্য্যন্ত] কয়েকটী অধিকরণের দ্বারা আমরা সাধনাশ্রিত অবশিষ্ট বিচারই অনুসরণ করিতেছি।৪ [বিষয়বাক্য প্রদর্শন করিতেছেন—] "হে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য, [তাঁহার বিষয়ে আগম ও আচার্য্যের নিকট] শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, নিদিধ্যাসন (—নির্বি-চিকিৎসবুদ্ধিবিষয়তা, (৩।৭০৬ পৃঃ) সম্পাদন) করিবে", "ধীমান্ ব্যক্তি [শাস্ত্র-ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে] তাঁহাকেই বিশেষরূপে অবগত হইয়া প্রজ্ঞা (—ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়িণী বুদ্ধি, নিদিধ্যাসন) অবলম্বন করিবেন" এবং "তিনিই অন্বে-ষণীয়, তাঁহাকেই বিশেষরূপে বিচার করিতে হইবে", ইত্যাদি এই সকল শ্রুতিতে সংশয় হয়—[প্রযাজাদির একবারমাত্র অনুষ্ঠানের ন্যায়] প্রত্যয় (—উপাসনা এবং শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ মানসব্যাপার) কি একবারমাত্র করিতে হইবে, অথবা [তুষবিমোচন না হওয়াপর্য্যন্ত ব্রীহিতে অবঘাতের ন্যায়] পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে?৫

(পূঃ—শ্রবণাদি ও উপাসনা অদৃষ্টোৎপাদনদ্বারা ফলাধায়ক। তাহারা প্রযাজাদির ন্যায় একবারমাত্র অনুষ্ঠেয়।)

তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?৬ [পূর্ব্বপক্ষ—] প্রযাজাদির ন্যায় প্রত্যয় (—উপাসনা ও শ্রবণাদি মানসব্যাপার) একবারমাত্র করিতে হইবে, যেহেতু তাহার দ্বারাই শাস্ত্রের কৃতার্থতা (—প্রযাজের ন্যায় অদৃষ্টোৎপাদনদ্বারা প্রয়োজনসম্পাদ-কতা) সিদ্ধ হয়।৭ [যদি বলা হয়—তণ্ডুলনিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অবঘাতের ন্যায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যয়ের অভ্যাস করিতে হইবে; তদুত্তরে পূঃ বলিতেছেন—] যে আবৃত্তি শ্রুতিতে বর্ণিত হয় নাই, তাহা অনুষ্ঠিত হইলে যাহা শাস্ত্রের অর্থ (—অভিপ্রায়) নহে, তাহা করা হইয়া পড়িবে ৮ [শঙ্কা—] কিন্তু "শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, নিদিধ্যাসন করিবে", ইত্যাদি এই উপদেশসকল পুনঃ পুনঃ উদাহৃত হইয়াছে (—পুনঃ পুনঃ উপদেশ অন্যথা অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া সাধনসকলের আবৃত্তিতেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।৯ পূঃ সমা-

শাঙ্করভাষ্যম্

যাবচ্ছব্দম্ আবর্ত্তয়েৎ, সকৃৎ শ্রবণং, সকৃৎ মননং, সকৃৎ নিদিধ্যাসনং চ ইতি, ন অতিরিক্তম্।১০ সকৃৎ উপদেশেষু তু বেদ উপাসীত ইতি এবমাদিষু অনাবৃত্তিঃ ইতি।১১ এবং প্রাপ্তে ব্রুমঃ—প্রত্যয়াবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যা।১২ কুতঃ? ১৩ অসকৃৎ উপদেশাৎ।১৪ "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ ২।২।৫) ইতি এবংজাতীয়কঃ হি অসকৃদুপদেশঃ প্রত্যয়াবৃত্তিং সূচয়তি।১৫ ননু উক্তং যাব-

ভাষ্যানুবাদ

ধান—] এইপ্রকার হইলেও (—সাধনাবৃত্তি প্রতিভাত হইলেও) যেপ্রকার শব্দ আছে, সেইপ্রকার আবৃত্তি করিতে হইবে, যথা—একবার শ্রবণ, একবার মনন এবং একবার নিদিধ্যাসন করিতে হইবে, তাহার অতিরিক্ত নহে(—শ্রবণাদি সাধনসকলকে একের পর অন্যটী ক্রমশঃ সমুচ্চিতভাবে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহা দ্যোতনের জন্যই শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ তাহাদের উপদেশ হইয়াছে; এইভাবে অন্যপ্রকারে উপপত্তি হয় বলিয়া তাহাদের প্রত্যেকটীর আবৃত্তিতে তাৎপর্য্য নাই।১০ নির্বিশেষব্রহ্মসাক্ষাৎকার যাহাদের ফল, সেই শ্রবণাদি সাধনের আবৃত্তি নিরাকরণ করিয়া সবিশেষব্রহ্মসাক্ষাৎকার যাহাদের ফল, সেই অহংগ্রহোপাসনাসকলে আবৃত্তি নিরাকরণ করিতেছেন—] কিন্তু 'বেদ' 'উপাসীত', ইত্যাদি এই সকল যে [এক একটি সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে] একবার মাত্র উপদেশ, সেই সকলেও [উপাসনার] আবৃত্তি হইবে না (২)।১১

[সিঃ—যথাক্রমে অসম্ভাবনাদির নিবৃত্তি এবং উপাস্যসাক্ষাৎকাররূপ দৃষ্টপ্রয়োজন সম্পাদক শ্রবণাদির ও উপাসনার অবঘাতের ন্যায় পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—প্রত্যয়ের (—শ্রবণাদি ও উপাসনারূপ মানসবৃত্তির) আবৃত্তি (—পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান) করিতে হইবে।১২ তাহাতে হেতু কি? ১৩ [উত্তর—] যেহেতু [শ্রুতির বিভিন্ন স্থলে বিভিন্নপ্রকারে] বহুবার উপদেশ আছে।১৪ [ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—] যেহেতু "শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, নিদিধ্যাসন করিবে", ইত্যাদি এই জাতীয় পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রত্যয়ের আবৃত্তি সূচনা করিতেছে (—আবৃত্তিবিষয়ে তাহারা লিঙ্গ-

ভাবদীপিকা

(২) পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—"ব্রীহীন্ অবহন্তি", ইত্যাদি স্থলে ধান্যের বিতুষীভাবরূপ ফল দৃষ্ট হওয়ায় সেই সকল স্থলে অগত্যা অবঘাতের আবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য বিহিত শ্রবণাদি কিন্তু দৃষ্টফল নহে; কারণ সাক্ষাৎকার প্রমাণের ফল তাৎপর্য্যাবধারণরূপ শ্রবণ এবং বিরোধাশঙ্কানিরাকরণরূপ মনন, ইহারা উভয়েই তর্কাত্মক মানসব্যাপারমাত্র. প্রমাণ নহে। আর মানসবৃত্তির আবৃত্তিরূপ নিদিধ্যাসনও প্রমাণ নহে। সেইহেতু সাক্ষাৎকার ইহাদের ফল নহে। অতএব অদৃষ্টোৎপাদনদ্বারেই ইহারা ফলাধায়ক হইয়া থাকে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। আর বৈধ শ্রবণাদির ফলে উৎপন্ন শ্রবণনিয়মাদৃষ্টবলে পাপক্ষয়রূপ অদৃষ্ট ফল তুমিও অঙ্গীকার করিয়াছ (৩।১১৩ পৃঃ)। আর দেখ, অহংগ্রহোপাসনাতেও

শাঙ্করভাষ্যম্

ভ্রুবদম্ এব আবর্ত্তয়েৎ, ন অধিকম্ ইতি ।১৬ ন, দর্শনপর্য্যবসানত্বাৎ * এষাম্ ।১৭ দর্শনপর্য্যবসানানি হি শ্রবণাদীনি আবর্ত্ত্যমানানি দৃষ্টার্থানি ভবন্তি ।১৮ যথা অবঘাতাদীনি তণ্ডুলাদিনিষ্পত্তিপর্য্য-

* 'পর্য্যবসানত্বাৎ' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

প্রমাণ)।১৫ [শঙ্কা—] কিন্তু বলা হইয়াছে—যেপ্রকার শব্দ আছে, সেইপ্রকারেই আবৃত্তি করিতে হইবে (—শ্রুতিতে তত্তৎ স্থলে প্রযুক্ত শব্দানুসারে একবার শ্রবণ, একবার মনন, ইত্যাদি এইপ্রকারে একবারই তাহাদের অনুষ্ঠান করিতে হইবে), অধিক নহে (১০ বাক্য) ইত্যাদি ।১৬ [সমাধান—] না, তাহা নহে, যেহেতু [স্বাভিন্ন ব্রহ্মের, অথবা উপাস্য পরমেশ্বরের] দর্শনেই ইহাদের (—শ্রবণাদির, অথবা উপাসনার) পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে ।১৭ [ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—] যেহেতু দর্শনেই যাহাদের পর্য্যবসান (—পরিসমাপ্তি), সেই শ্রবণ প্রভৃতি আবৃত্ত হইলে [স্বস্বরূপের অভিব্যক্তি, অথবা উপাস্যসাক্ষাৎকাররূপ] দৃষ্টপ্রয়োজনসম্পাদক হইয়া থাকে ।১৮ যেমন অবঘাত প্রভৃতি [ধান্যাদি হইতে তুষনিষ্কাশনদ্বারা] তণ্ডুলাদির নিষ্পত্তিতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় (৩)।১৯

ভাবদীপিকা

মৃত্যুর পর অদৃষ্টদ্বারেই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিরূপ ফল অঙ্গীকার করিতে হয়, কারণ জীবদবস্থাতে কেহ ব্রহ্মলোকে গমন করে না। অতএব উভয়ত্রই বস্তুস্থিতি একইপ্রকার হওয়ায় দৃষ্টফল অবঘাতের আবৃত্তির ন্যায় শ্রবণাদির ও উপাসনার আবৃত্তি অঙ্গীকার করা যায় না, পরন্তু প্রযাজাদির ন্যায় একবারমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেই (পূঃ মীঃ ১১।১।৬ অধিঃ) বিধির চরিতার্থতা হইতে উৎপন্ন অদৃষ্টবলেই তাহারা ফলাধায়ক হইয়া থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, ইত্যাদি।

[শ্রবণাদির ও উপাসনার আবৃত্তিবিষয়ে যুক্তি।]

(৩) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—যদিও শ্রবণাদি প্রমাণ নহে, তাহা হইলেও প্রমাণগত ও প্রমেয়গত অসম্ভাবনা এবং বিপরীতভাবনা (৩।১০৩ পৃঃ) নিরাকরণকরতঃ পরম্পরাভাবে তাহারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যেমন তণ্ডুলের বিতুষীভাব, অথবা ষড়্জাদিস্বরের সাক্ষাৎকার (—স্বীয় কণ্ঠে অভিব্যক্তি), যথাক্রমে পুনঃ পুনঃ অবঘাতের ও পুনঃ পুনঃ স্বরশ্রবণের দৃষ্টফল, তদ্রূপ। অতএব অসম্ভাবনা প্রভৃতির যতকাল না নিবৃত্তি হয়, ততকাল পর্য্যন্ত শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের আবৃত্তি অপেক্ষিত, অদৃষ্টদ্বারে ফলপ্রদ প্রযাজাদির ন্যায় সকৃৎ অনুষ্ঠান নহে; ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। আর যে শ্রবণাদিতে নিয়মাদৃষ্ট অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তাহাতেও কোন বিরোধ হয় না, কারণ অন্যত্র "দৃষ্টে সম্ভবতি অদৃষ্টকল্পনাযোগাৎ", এই ন্যায়ের প্রবৃত্তি হইলেও প্রস্তাবিত স্থলে একই শ্রবণাদি কর্ম্মের দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়প্রকার ফলকল্পনা অন্যায্য নহে। যেমন নখবিদলন ও অশ্মকুট্টনের (—নখ ও প্রস্তরদ্বারা ঘর্ষণের) দ্বারা তুষবিমোক সম্ভব হইলেও মাত্র অবঘাতের দ্বারা বিতুষীকরণনিয়মবলে (পূঃ মীঃ ৪।২।১১ অধিঃ) দৃষ্টফল তুষবিমোক ব্যতিরেকে নিয়মাদৃষ্টরূপ অদৃষ্ট ফল (পূঃ মীঃ ৯।১।৫ অধিঃ) অঙ্গীকৃত হয়; অথবা যেমন পূঃ মীঃ ৪।১।৭ আশ্রয়িণামদৃষ্টার্থতাধিকরণন্যায়বলে 'স্বিষ্টকৃৎ যজ্ঞ'

শাঙ্করভাষ্যম্

বসামাসি, তদ্বৎ ।১১ অপিচ উপাসনং নিদিধ্যাসনং চ ইতি অন্তর্ণীতাবৃত্তিগুণা এব ক্রিয়া অভিধীয়তে ।২০ তথাহি লোকে 'গুরুম্ উপাস্তে' 'রাজানম্ উপাস্তে' ইতি চ যঃ তাৎপর্য্যেণ গুর্বাদীন্ অনুবর্ত্ততে, সঃ এবম্ উচ্যতে ।২১ তথা 'ধ্যায়তি প্রোষিতনাথা পতিম্' ইতি যা নিরন্তরস্মরণা পতিং প্রতি সোৎকণ্ঠা সা এবম্ অভিধীয়তে ।২২ বিদ্যুপাস্ত্যোশ্চ বেদান্তেষু অব্যতিরেকেণ প্রয়োগঃ দৃশ্যতে ।২৩ ক্বচিৎ বিদিনা উপক্রম্য উপাসিনা উপসং-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—নিদিধ্যাসন এবং উপাসনা আবৃত্তিগুণযুক্ত হওয়ায়, 'বেদ' ও 'উপাসীত' শব্দ সমানার্থে প্রযুক্ত হওয়ায় এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দৃষ্টফলক হওয়ায় তাহাদের আবৃত্তি সিদ্ধি।]

আর দেখ, অন্তর্নিহিত আবৃত্তিগুণযুক্ত ক্রিয়াই (—যে মানস ক্রিয়াতে তাহার আবৃত্তি হইতেই থাকে, তাহাই) উপাসনা ও নিদিধ্যাসন নামে অভিহিত হইয়া থাকে।২০ যেমন লোকমধ্যে 'গুরুকে উপাসনা করে' এবং 'রাজাকে উপাসনা করে', ইত্যাদি স্থলে যে ব্যক্তি তৎপর (—তদ্‌গতচিত্ত) হইয়া গুরু প্রভৃতির অনুবর্ত্তন (—সেবা) করে, সেই ব্যক্তি ['গুরুর উপাসক', 'রাজার উপাসক', ইত্যাদি] এইপ্রকারে কথিত হইয়া থাকে।২১ এইরূপেই [বিদেশগত পতিকে] নিরন্তর স্মরণকারিণী পতির প্রতি উৎকণ্ঠাযুক্তা যে স্ত্রী, তিনিই 'প্রোষিতভর্ত্তৃকা পতিকে ধ্যান করিতেছেন', এইরূপে অভিহিত হইয়া থাকেন।২২ [কিন্তু উপাসনাশব্দ আবৃত্তিবাচক হইলেও 'বেদ' ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে আবৃত্তি কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে? উত্তর—] উপনিষৎসকলে বিদি ও উপাস্তির (—'বিদ্' এবং 'উপ'পূর্ব্বক আস্‌ধাতুর) অভিন্নভাবে (-সমানার্থে) প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়।২৩ কোন স্থলে বিদ্‌ধাতুর দ্বারা আরম্ভ করিয়া উপ+আস্‌ধাতুর দ্বারা উপসংহার করিতেছেন, যথা—"যাহা তিনি

ভাবদীপিকা

প্রভৃতির দৃষ্ট ও অদৃষ্টফল অঙ্গীকৃত হয়, (৩।৬৭৭ পৃঃ) ; প্রস্তাবিত নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে শ্রবণাদি স্থলেও তদ্রূপ অসম্ভাবনাদির নিবৃত্তিরূপ দৃষ্টফল এবং নিয়মাদৃষ্টরূপ অদৃষ্টফল অঙ্গীকৃত হইলে কোন বিরোধ হয় না। **সগুণ উপাসনাস্থলেও** অদৃষ্টবলে ব্রহ্মলোকলাভরূপ ফল লব্ধ হয় না, পরন্তু **উপাস্যসাক্ষাৎকাররূপ** দৃষ্ট বিষয় অপেক্ষিত। ভগবতী শ্রুতি তাহাই বলেন, যথা—"যস্য স্যাৎ অদ্ধা ন বিচিকিৎসা অস্তি" (ছাঃ ৩।১৪।৪)—'অহংগ্রহোপাসনাপ্রভাবে 'আমি উপাস্যস্বরূপ', এই প্রকার জ্ঞানে যাঁহার এতটুকু সংশয় নাই' ; "দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি" (বৃঃ ৪।১।২)—'জীবিতাবস্থাতে দেবতা হইয়া (—স্বীয় দেবভাব প্রত্যক্ষ করিয়া) মৃত্যুর পর দেবতাকে প্রাপ্ত হন', ইত্যাদি। অতএব সগুণব্রহ্মবিদ্যাতেও আদরপূর্ব্বক দীর্ঘকাল নিরন্তরভাবে বিদ্যাভ্যাস অপেক্ষিত, প্রযাজাদির ন্যায় একবারমাত্র অনুষ্ঠান নহে ; ইহা অঙ্গীকার্য্য

পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন—"'বেদ' 'উপাসীত' ইত্যাদি স্থলে উপাসনার আবৃত্তি হইবে না", (১১ বাক্য)। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—**অপিচ**, 'আর দেখ', ইত্যাদি (২০ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

হরতি, যথা—"যঃ তৎ বেদ, যৎ সঃ বেদ, সঃ ময়া এতৎ উক্তঃ" (ছাঃ ৪।১।৪), ইতি অত্র "অনু মে এতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতাম্ উপাস্সে" (ছাঃ ৪।২।২) ইতি ।২৪ ক্বচিৎ চ উপাসিনা উপক্রম্য বিদিনা উপসংহরতি, যথা—"মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত" (ছাঃ ৩।১৮।১), ইতি অত্র "ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন যঃ এবং বেদ" (ছাঃ ৩।১৮।৩) ইতি ।২৫ তস্মাৎ সকৃৎ উপদেশেষু অপি আবৃত্তিসিদ্ধিঃ ।২৬ অসকৃৎ উপদেশঃ তু আবৃত্তেঃ সূচকঃ ।২৭॥৪।১।১॥

ভাষ্যানুবাদ

(—রৈক) জানেন, অপর যে কেহ তাহা জানেন, তিনিও মৎকর্ত্তৃক এইপ্রকারে (—রৈকসদৃশরূপে) কথিত হন", ইত্যাদি এই স্থলে "হে ভগবন্‌, যে দেবতাকে আপনি উপাসনা করেন, এই দেবতাকে আমায় উপদেশ দিন", ইত্যাদি।২৪ আর কোন স্থলে উপ+আস্‌ধাতুর দ্বারা আরম্ভ করিয়া বিদ্‌ধাতুর দ্বারা উপসংহার করিতেছেন, যথা—"মনই ব্রহ্ম, এইরূপে উপাসনা করিবে", ইত্যাদি এই স্থলে "যিনি এইপ্রকার জানেন, তিনি কীর্ত্তির (—প্রত্যক্ষ খ্যাতির) দ্বারা, যশের (—অপ্রত্যক্ষ খ্যাতির) দ্বারা এবং বেদজ্ঞানজনিত তেজের দ্বারা প্রকাশমান হন ও তাপদান করেন (—তেজস্বী হইয়া থাকেন"), ইত্যাদি ।২৫ সেইহেতু (—বিদ্‌ধাতু ও উপ+আস্‌ধাতু সমানার্থক এবং উপাসনাশব্দের অর্থ—আবৃত্তিগুণযুক্ত মানসব্যাপার হওয়ায়, 'বেদ' বা 'উপাসীত', এইপ্রকারে একবারমাত্র উপদেশসকলেও [শব্দের সামর্থ্যবশতঃ সকলপ্রকার উপাসনাতেই] আবৃত্তি সিদ্ধ হয় ।২৬ [কিন্তু সগুণব্রহ্মবিদ্যাস্থলে এইপ্রকার হইলেও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে শ্রবণাদি স্থলে শব্দের সামর্থ্য হইতে আবৃত্তি লব্ধ না হওয়ায় সেই স্থলে তাহা কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে ? উত্তর—বৃঃ ২।৪।৫, ৪।৫।৬, ৩।৫।১ ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রবণমননাদির] পুনঃ পুনঃ উপদেশ কিন্তু আবৃত্তির সূচক (—সেই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ; কারণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণমননের ফলে অসম্ভাবনা (৩।৭০৩ পৃঃ) নিরাকৃত হয়, ইহা দৃষ্টসিদ্ধ ।২৭ অতএব "অসকৃৎ উপদেশ", উপাসনা এবং শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের আবৃত্তির সূচক, ক্রমসমুচ্চয়ের সূচক নহে, ইহা সিদ্ধ হইল]॥৪।১।১॥

লিঙ্গাচ্চ ॥৪।১।২॥

সূত্রার্থ—চ—কিঞ্চ, লিঙ্গাৎ—শব্দসামর্থ্যাৎ [প্রত্যয়স্য আবৃত্তিঃ লভ্যতে। তথাহি "রশ্মীংস্ত্বং পর্য্যাবর্ত্তয়াৎ" (ছাঃ ১।৫।২) ইতি রশ্মিবহুত্বোপাসনং বহুপুত্রতায়ৈ বিদধৎ বাক্যং প্রত্যয়াবৃত্তিং সূচয়তি। তস্মাৎ তন্ন্যায়াৎ সাক্ষাৎকারসাধনেষু আবৃত্তিসিদ্ধিঃ]।

অনুবাদ—চ—আর, লিঙ্গাৎ—শব্দের সামর্থ্য হইতে [প্রত্যয়ের (—শ্রবণাদি ও উপাসনারূপ মানস বৃত্তির) আবৃত্তি লব্ধ হইতেছে। যেমন দেখ—"রশ্মিসকলকে [এবং আদিত্যকে] পৃথগ্‌ভাবে ধ্যান কর", এইপ্রকারে বহুপুত্রলাভের জন্য রশ্মিবহুত্বের উপাসনা

বিধানকরতঃ বাক্যটী প্রত্যয়ের আবৃত্তি সূচনা করিতেছে। সেইহেতু সেই যুক্তিবলে সাক্ষাৎকারের সাধনসকলেও আবৃত্তি সিদ্ধ হইতেছে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

লিঙ্গমপি প্রত্যয়াবৃত্তিং প্রত্যায়য়তি।১ যথা হি উদ্‌গীথবিজ্ঞানং প্রস্তুত্য "আদিত্যঃ উদ্‌গীথঃ" (ছাঃ ১।৫।১) ইতি এতৎ একপুত্রতাদোষেণ অপোদ্য "রশ্মীন্ ত্বং পর্য্যাবর্ত্তয়াৎ" (ছাঃ ১।৫।২) ইতি রশ্মীবহুত্ববিজ্ঞানং বহুপুত্রতায়ৈ বিদধৎ সিদ্ধবৎ প্রত্যয়াবৃত্তিং দর্শয়তি।২ তস্মাৎ তৎসামান্যাৎ সর্ব্বপ্রত্যয়েষু আবৃত্তিসিদ্ধিঃ।৩

অত্র আহ—ভবতু নাম সাধ্যফলেষু প্রত্যয়েষু আবৃত্তিঃ, তেষু আবৃত্তিসাধ্যস্য অতিশয়স্য সম্ভবাৎ।৪ যস্তু পরব্রহ্মবিষয়ঃ প্রত্যয়ঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবম্ এব আত্মভূতং পরং ব্রহ্ম সমর্পয়তি, তত্র কিমর্থা আবৃত্তিঃ ইতি ?৫ সকৃৎশ্রুতৌ চ ব্রহ্মাত্মত্বপ্রতীত্যনু-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—উপাসনা ও শ্রবণাদির আবৃত্তিবিষয়ে অন্য লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন।]

লিঙ্গপ্রমাণও প্রত্যয়ের (—শ্রবণমননাদি ও উপাসনারূপ মানসবৃত্তির) আবৃত্তি অবগত করাইতেছে।১ যেমন দেখ, উদ্‌গীথোপাসনার প্রস্তাব করিয়া "আদিত্যই উদ্‌গীথ" (—উদ্‌গীথাবয়বভূত ওঁকারে আদিত্যদৃষ্টি করিবে"), ইত্যাদি ইহাকে একপুত্রতাদোষবশতঃ নিরাকরণ করিয়া "রশ্মিসকলকে তুমি পৃথগ্‌ভাবে উপাসনা কর", এইপ্রকারে রশ্মির বহুত্বোপাসনাকে বিধানকারি [শ্রুতিবাক্য] প্রত্যয়ের আবৃত্তি প্রদর্শন করিতেছে (৪)।২ সেইহেতু তাহার সাদৃশ্যবশতঃ সকলপ্রকার প্রত্যয়ে আবৃত্তি সিদ্ধ হইতেছে।৩

[পূঃ—নির্বিশেষব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিতে শ্রবণমননাদির আবৃত্তি অনাবশ্যক। ঐ বিষয়ে যুক্তি।]

[পূর্ব্বপক্ষী] এই স্থলে বলেন—যাহাদের ফল সাধ্য (—উৎপাদ্য), এইপ্রকার প্রত্যয়সকলে (—উপাসনাসকলে) আবৃত্তি হয় হউক, কারণ সেই সকলে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানসাধ্য অতিশয় (—ফলাধিক্য) সম্ভব।৪ কিন্তু পরব্রহ্মবিষয়ক যে প্রত্যয় (—নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানোৎপাদক শ্রবণাদি), নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব আত্মভূত (—জীবাভিন্ন) পরব্রহ্মকে সমর্পণ করে, তাহাতে আবৃত্তি কোন্ প্রয়োজন সম্পাদন করিবে (৫) ?৫ যদি বলা হয়—[ব্রহ্ম নিত্য অপরোক্ষ হইলেও] একবারমাত্র

ভাবদীপিকা

(৪) এই শ্রুতিপঠিত "পর্য্যাবর্ত্তয়াৎ" পদটী বিধিলিঙের মধ্যমপুরুষের একবচনের প্রয়োগে 'পর্য্যাবর্ত্তয়তাৎ', এইপ্রকার হইবে ; বৈদিক প্রয়োগে একটী 'ত'কার লুপ্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ – "পরি—সমন্তাৎ—পৃথগাবর্ত্তয়স্ব" —'সম্যগ্‌রূপে পৃথগ্‌ভাবে আবৃত্তি করিবে' (রত্নপ্রভা)। এক উপাসনাতে এই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির উপদেশ, ধ্যান বা উপাসনারূপ মানসবৃত্তির সাদৃশ্যবশতঃ, অথবা "আবৃত্ত হইলেই ধ্যানাদি ফলপর্য্যবসায়ি হয়", এইপ্রকার সাদৃশ্যবশতঃ অন্যত্র (—যাবতীয় উপাসনাতে ও শ্রবণমননাদিতে) আবৃত্তিবোধক লিঙ্গপ্রমাণরূপে উপন্যস্ত হইতেছে।

(৫) পূর্ব্বপক্ষীর ভাব এই—শ্রবণমননাদির যদি জ্ঞানোৎপাদনসামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে

শাঙ্করভাষ্যম্

পপত্তেঃ আবৃত্ত্যভ্যুপগমঃ ইতি চেৎ? ৬ ন, আবৃত্তৌ অপি তদনুপপত্তেঃ।৭ যদি হি "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইতি এবংজাতীয়কং

ভাষ্যানুবাদ

শ্রবণ (৬) করিলে [অবিদ্যাধ্বংস না হওয়ায়] ব্রহ্মাত্মজ্ঞান উপপন্ন হয় না বলিয়া [শ্রবণের] আবৃত্তি অঙ্গীকার করা হয়।৬ [তদুত্তরে পূঃ বলেন—] না, তাহা বলা যায় না; কারণ [শ্রবণের] আবৃত্তি হইলেও তাহা (—অবিদ্যাধ্বংসদ্বারে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান)

ভাবদীপিকা

চক্ষুর সহিত ঘটের সন্নিকর্ষ হইলেই ঘটজ্ঞানের ন্যায় একবারমাত্র শ্রবণাদি করিলেই ব্রহ্মবিজ্ঞানোৎপত্তি হইবে, তাহাদের আবৃত্তির আবশ্যকতা নাই। আর যদি তাহাদের জ্ঞানোৎপাদনসামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে অসংখ্যবার আবৃত্ত হইলেও জ্ঞানোৎপাদন করিতে পারিবে না। পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণের দ্বারা মণির বিশেষ গুণের প্রত্যক্ষের ন্যায় পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদির দ্বারা নির্গুণব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান বিশদীকৃত হয়, ইহা বলা যায় না; কারণ সর্ব্বপ্রকার বিশেষবর্জ্জিত ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানে কোনপ্রকার তারতম্য নাই, পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদি যাহাকে স্ফুটতর করিবে। অতএব শ্রবণাদির আবৃত্তি অনর্থক, ইত্যাদি।

তিনপ্রকার শ্রবণের পরিচয়

(৬) শ্রবণ কাহাকে বলে এবং তাহার ফল কি, তাহা ১।১৫০ পৃঃ এবং ৩।৭০৩ পৃষ্ঠাতে বলা হইয়াছে। প্রস্তাবিত স্থলে যে শ্রবণদ্বারা অবিদ্যাধ্বংসি ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের উদয় হয়, সেই 'শ্রবণের' কথা বলা হইতেছে। সুতরাং শ্রবণের দ্বৈবিধ্য প্রতিভাত হইতেছে। ইহার পরিষ্কৃতি আবশ্যক। **শ্রবণ বস্তুতঃ ত্রিবিধ,** যথা—উপনিষৎপাঠকালে অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তাৎপর্য্যনির্ণায়ক যে শ্রবণ, তাহাকে বলে **উপশ্রবণ** (১।১।১ ও ৩।৪।২৭ সূঃ ভামতী দ্রঃ)। বিদ্যার্থী ছাত্রগণের উপনিষৎশ্রবণ ইহার দৃষ্টান্ত। নিষ্কাম কর্ম্ম ও শমদমাদির বলে বিবিদিষার উৎপত্তির অনন্তর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণকরতঃ বিধিবলে প্রেরিত হইয়া যে শ্রবণ, তাহাকে বলে **বিধেয় শ্রবণ**। উপশ্রবণ না হওয়ায় ইহাই বস্তুতঃ **প্রথম শ্রবণ**। নিয়মবিধিবলে প্রবৃত্ত এই শ্রবণের ফলে **শ্রবণনিয়মাদৃষ্ট** উৎপন্ন হয় (৩।৭১৩ পৃঃ)। এই শ্রবণে সন্ন্যাসীরই অধিকার, ইহা "নচ নিবিচিকিৎসং তত্ত্বমসীতি বাক্যার্থম্ অবধারয়তঃ কর্ম্মণি অধিকারঃ অস্তি" (৩।৪।২৮ সূঃ ভামতী), "বিবিদিষোৎপত্তেঃ প্রাগেব কর্ম্মণাম্ অনুষ্ঠেয়তয়া শ্রবণাদিকালে তেষাং প্রসক্তিরেব নাস্তি" (৩।৪।২৭ সূঃ ব্রহ্মবিদ্যাভরণ) এবং "ত্যক্তাশেষক্রিয়স্যৈব সংসারং প্রজিহাসতঃ। জিজ্ঞাসোরেব চৈকাত্ম্যং ত্রয্যন্তেষ্বধিকারিতা"॥ (বৃঃ সম্বন্ধবার্ত্তিক, ১২), ইত্যাদি বচন হইতে অবগত হওয়া যায়। আর "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি যে মহাবাক্যশ্রবণ, যাহার ফলে নিবৃত্তপ্রতিবন্ধ অধিকারীর তৎক্ষণাৎ অবিদ্যাধ্বংসি ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয়, তাহাকে বলে **দ্বিতীয় শ্রবণ**, বা **চরম শ্রবণ**। এই অধিকরণশেষে শব্দাপরোক্ষবাদ আলোচনাকালে ইহা আলোচিত হইবে। লক্ষ্য করিতে হইবে—নিবৃত্তপ্রতিবন্ধ অধিকারীর উপশ্রবণ বা বিধেয় শ্রবণও চরমশ্রবণ হইতে পারে, কারণ উপশ্রবণাদিকালেও "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য তাহার শ্রুতিগোচর হইয়াই থাকে; এইহেতু এই চরম শ্রবণকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোষ্ঠকে নিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। (পরিষ্কৃতি আমাদের)।

শাঙ্করভাষ্যম্

বাক্যং সকৃৎ শ্রূয়মাণং ব্রহ্মাত্মত্বপ্রতীতিং ন উৎপাদয়েৎ, ততঃ তদেব আবর্ত্ত্যমানম্ উৎপাদয়িষ্যতি ইতি কা প্রত্যাশা স্যাৎ? ৮ অথ উচ্যেত—ন কেবলং বাক্যং কঞ্চিৎ অর্থং সাক্ষাৎকর্ত্তুং শক্নোতি, অতঃ যুক্ত্যপেক্ষং বাক্যম্ অনুভাবয়িষ্যতি ব্রহ্মাত্মত্বম্ ইতি।৯ তথাপি আবৃত্ত্যানর্থক্যম্ এব।১০ সা অপি হি যুক্তিঃ সকৃৎ প্রবৃত্তা এব স্বম্ অর্থম্ অনুভাবয়িষ্যতি।১১ অথাপি স্যাৎ যুক্ত্যা বাক্যেন চ সামান্যবিষয়ম্ এব বিজ্ঞানং ক্রিয়তে, ন বিশেষবিষয়ম্।১২ যথা 'অস্তি মে হৃদয়ে শূলম্', ইতি অতঃ বাক্যাৎ গাত্রকম্পাদিলিঙ্গাৎ চ শূলসদ্ভাবসামান্যম্ এব পরঃ প্রতিপদ্যতে, ন বিশেষম্ অনুভবতি, যথা সঃ এব শূলী।১৩ বিশেষানুভবশ্চ অবিদ্যায়াঃ নিবর্ত্তকঃ, ততঃ তদর্থা আবৃত্তিঃ ইতি চেৎ?১৪ ন, অসকৃৎ অপি তাবন্মাত্রে ক্রিয়মাণে বিশেষবিজ্ঞা-

ভাষ্যানুবাদ

যুক্তিসঙ্গত নহে।৭ [অসঙ্গতি পরিস্ফুট করিতেছেন—] দেখ, "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি এই জাতীয় বাক্য একবার শ্রুত হইলে যদি ব্রহ্মাত্মজ্ঞানকে উৎপাদন না করে, তাহা হইলে তাহাই আবর্ত্তিত হইলে [তাহাকে] উৎপাদন করিবে, এই বিষয়ে প্রত্যাশা কি ?৮ আর যদি বলা হয়—কেবল বাক্য কোন বিষয়কে সাক্ষাৎ করিতে (—করাইতে) পারে না, এইহেতু যুক্তিসাপেক্ষ বাক্য (—মনন ও নিদিধ্যাসন সহকৃত শ্রবণ) ব্রহ্মাত্মভাবকে অনুভব করাইবে, ইত্যাদি।৯ [তদুত্তরে পূঃ বলেন—] তাহা হইলেও আবৃত্তির আনর্থক্যই হইবে।১০ যেহেতু সেই যুক্তিও একবারমাত্র প্রবৃত্ত হইয়াই নিজের অর্থকে অনুভব করাইবে,[এইহেতু যুক্তিসাপেক্ষ বাক্যের আবৃত্তিও নিরর্থক]।১১ [শঙ্কা—] আর যদি এইপ্রকার হয়—যুক্তি ও বাক্যের দ্বারা সামান্যবিষয়ক বিজ্ঞান (—বিষয়ের পরোক্ষাত্মক সামান্য জ্ঞান) হইয়া থাকে, বিশেষবিষয়ক নহে (—অপরোক্ষাত্মক বিশেষ জ্ঞান নহে) ।১২ যেমন 'আমার হৃদয়ে শূলবেদনা হইতেছে', ইত্যাদি এই বাক্য এবং গাত্রকম্পনাদি চিহ্ন হইতে অপর ব্যক্তি [সেই শূলাক্রান্তের] শূলবেদনার অস্তিত্ব সামান্যভাবে অবগত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই শূলাক্রান্ত ব্যক্তি যেপ্রকার অনুভব করে, সেইপ্রকার বিশেষভাবে অনুভব করে না।১৩ আর বিশেষ অনুভবই (—অপরোক্ষ জ্ঞানই) অবিদ্যার নিবর্ত্তক, সেইহেতু [অপরোক্ষজ্ঞানরূপ] সেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য [মনন ও নিদিধ্যাসন সহকৃত শ্রবণের] আবৃত্তি আবশ্যক, এইপ্রকার যদি বলা হয়?১৪ [তদুত্তরে পূর্ব্ববাদী বলেন—] না, তাহাও বলা যায় না ; কারণ মাত্র তাহাই (—মনন ও নিদিধ্যাসনসহকৃত শ্রবণই) বহুবার করা হইলেও [প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ সাক্ষাৎকারের হেতু না হওয়ায় এবং শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন, কোনটাই

শাঙ্করভাষ্যম্

নোৎপত্তুং সম্ভবাৎ ।১৫ নহি সকৃৎ প্রযুক্তাভ্যাং শাস্ত্রযুক্তিভ্যাম্ অনবগতঃ বিশেষঃ শতকৃত্বঃ অপি প্রযুজ্যমানাভ্যাম্ অবগন্তুং শক্যতে ।১৬ তস্মাৎ যদি শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং বিশেষঃ প্রতিপাদ্যতে, যদি বা সামান্যম্ এব, উভয়থাপি সকৃৎ প্রবৃত্তে এব তে স্বকার্য্যং কুরুতঃ ইতি আবৃত্ত্যনুপযোগঃ ।১৭ নচ সকৃৎ প্রযুক্তে শাস্ত্রযুক্তী কস্যচিদপি অনুভবং ন উৎপাদয়তঃ ইতি শক্যতে নিয়ন্তুং, বিচিত্রপ্রজ্ঞত্বাৎ প্রতিপত্তৃণাম্ ।১৮ অপিচ অনেকাংশোপেতে লৌকিকে পদার্থে সামান্যবিশেষবতি একেন অবধানেন একম্ অংশম্ অবধারয়তি, অপরেণ অপরম্ ইতি স্যাদপি অভ্যাসোপযোগঃ, যথা দীর্ঘপ্রপাঠকগ্রহণাদিষু ।১৯ নতু নির্বিশেষে ব্রহ্মণি

ভাষ্যানুবাদ

প্রমাণপদবাচ্য না হওয়ায়] বিশেষ বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নহে ।১৫ দেখ, একবারমাত্র প্রযুক্ত শাস্ত্র ও যুক্তির (—মননাদিসহকৃত শ্রবণের) দ্বারা [অপরোক্ষজ্ঞানরূপ] যে বিশেষ অনবগত থাকে, তাহাকে শতবার প্রযুক্ত শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারাও নিশ্চয়ই অবগত হইতে পারা যায় না ।১৬ সেইহেতু শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা যদি বিশেষ প্রতিপাদিত হয় (—অপরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তি হয়), অথবা যদি সামান্যই প্রতিপাদিত হয় (—পরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিই হয়), উভয়প্রকারেই একবারমাত্র প্রবৃত্ত তাহারাই (—শাস্ত্র ও যুক্তিই) নিজের [অপরোক্ষ, অথবা পরোক্ষজ্ঞানোৎপাদনরূপ] কার্য্যকে সম্পাদন করে, এইহেতু [তাহাদের] আবৃত্তির উপযোগিতা নাই ।১৭ [কিন্তু শ্বেতকেতুর ন্যায় (ছাঃ ৬ অঃ) ব্যক্তিরও যখন নয়বার "তত্ত্বমসি" ও তৎসংশ্লিষ্ট যুক্তি শ্রবণের আবশ্যকতা হইয়াছিল, তখন অস্মদাদির ন্যায় মলবহুলচিত্তের যে তাহার বহুবার আবশ্যকতা হইবে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। তদুত্তরে পূর্ব্ববাদী বলিতেছেন—] একবারমাত্র প্রযুক্ত শাস্ত্র ও যুক্তি কাহারও [অপরোক্ষ] অনুভব উৎপাদন করে না, ইহা নিয়মিত করিতে পারা যায় না, যেহেতু জ্ঞাতৃগণের বুদ্ধি বিচিত্র। [যেমন জন্মান্তরীয় শুভ সংস্কারযুক্ত শুকদেব ও বামদেবাদির সকৃৎ উপদেশের ফলেই অপরোক্ষ জ্ঞানোদয় হইয়াছিল ; সুতরাং আবৃত্তিবিষয়ক নিয়ম হইতে পারে না ।১৮ এইরূপে শ্রবণাদির স্বভাব পর্য্যালোচনাকরতঃ তাহাদের আবৃত্তির অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে প্রমেয় ব্রহ্মবস্তুর স্বভাব পর্য্যালোচনাকরতঃ তাহাদের আবৃত্তির অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করিতেছেন—] আর দেখ, অনেক অংশযুক্ত এবং সামান্য ও বিশেষবিশিষ্ট [মণি প্রভৃতি] লৌকিক পদার্থে এক অবধানের (—একবার মনঃসংযোগের) দ্বারা এক অংশকে অবধারণ (—তাহার গুণাগুণনির্ণয়) করে, অপর অবধানের দ্বারা অপর অংশকে অবধারণ করে, এইপ্রকারে অভ্যাসের (—আবৃত্তির) উপযোগ হয় হউক, যেমন বেদের দীর্ঘ

শাঙ্করভাষ্যম্

সামান্যবিশেষরহিতে চৈতন্যমাত্রাত্মকে প্রমোৎপত্তৌ অভ্যাসাপেক্ষা যুক্তা ইতি ।২০ অত্র উচ্যতে—ভবেৎ আবৃত্ত্যানর্থক্যং তং প্রতি যঃ "তত্ত্বমসি" ইতি সকৃৎ উক্তম্ এব ব্রহ্মাত্মত্বম্ অনুভবিতুং শক্নুয়াৎ ।২১ যস্তু ন শক্নোতি, তং প্রতি উপযুজ্যতে এব আবৃত্তিঃ ।২২ তথাহি ছান্দোগ্যে "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইতি উপদিশ্য "ভূয়ঃ এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু" (ঐ), ইতি পুনঃ পুনঃ পরিচোদ্যমানঃ তত্তদাশঙ্কাকারণং নিরাকৃত্য "তত্ত্বমসি" ইতি এব অসকৃৎ উপদিশতি ।২৩ তথাচ "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ ৪।৫।৬) ইত্যাদি দর্শিতম্ ।২৪ ননু উক্তং সকৃৎ শ্রুতং চেৎ তত্ত্বমসিবাক্যং স্বম্ অর্থম্ অনুভাবয়িতুং ন শক্নোতি, ততঃ আবর্ত্ত্যমানম্ অপি নৈব শক্ষ্যতি ইতি ।২৫ নৈষঃ দোষঃ, নহি দৃষ্টে অনুপপন্নং নাম ।২৬ দৃশ্যন্তে হি সকৃৎ

ভাষ্যানুবাদ

অধ্যায়ের গ্রহণ প্রভৃতিতে হইয়া থাকে। ১৯ কিন্তু সামান্য বিশেষভাবরহিত (—অংশাংশিভাবরহিত) চৈতন্যমাত্রস্বরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মে (—ব্রহ্মবিষয়ে) প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তিতে অভ্যাসের অপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত নহে।২০ [অতএব নির্গুণ-ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তিতে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ সাধনের আবৃত্তিবিষয়ক নিয়ম অঙ্গীকার করা যায় না, ইহা পূর্ব্বপক্ষ]।

[সিঃ—নিবৃত্তপ্রতিবন্ধপুরুষের শ্রবণমাত্রেই জ্ঞানোদয়। প্রতিবন্ধযুক্তের শ্রবণাদির আবৃত্তিবিষয়ে লিঙ্গ ও অনুভব।]

[সিদ্ধান্ত—] এই বিষয়ে বলা হইতেছে—[শ্রবণাদির] আবৃত্তি তাঁহার পক্ষে অনর্থক হইবে, যিনি [জন্মান্তরীয় অভ্যাসের ফলে অসম্ভাবনা প্রভৃতি প্রতিবন্ধের নাশবশতঃ] "তত্ত্বমসি" ইহা একবারমাত্র কথিত হইলেই ব্রহ্মাত্মভাব অনুভব করিতে সমর্থ।২১ কিন্তু [প্রতিবন্ধ থাকায়] যিনি সমর্থ না হন, তাঁহার প্রতি আবৃত্তি উপযোগীই হইয়া থাকে।২২ [এই বিষয়ে শ্রৌতলিঙ্গ প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন ছান্দোগ্যে "হে শ্বেতকেতো, তুমি তৎস্বরূপ", এইপ্রকার উপদেশ করিয়া "আপনি আমাকে পুনরায় বুঝাইয়া দিন", এইপ্রকারে পুনঃ পুনঃ প্রেরিত হইয়া [আরুণি] সেই সেই আশঙ্কার কারণকে নিরাকরণকরতঃ "তত্ত্বমসি" ইহাকেই পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিতেছেন।২৩ এইপ্রকারেই "শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, নিদিধ্যাসন করিবে",ইত্যাদি [লিঙ্গপ্রমাণ ভগবান্ সূত্রকারকর্ত্তৃক "অসকৃদুপদেশাৎ" (৪।১।১) এইরূপে] প্রদর্শিত হইয়াছে।২৪ [শঙ্কা—] কিন্তু বলা হইয়াছে—একবারমাত্র শ্রুত তত্ত্বমসিবাক্য যদি নিজের অর্থবোধ করাইতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে আবর্ত্তিত হইলেও [তাহা করাইতে] সমর্থ হইবে না (৮ বাক্য)।২৫ [সিঃ সমাধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু দৃষ্ট বিষয়ে অসঙ্গতি বলিয়া কিছুই নাই, [কারণ

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রুতাৎ বাক্যাৎ মন্দপ্রতীতং বাক্যার্থম্ আবর্ত্তয়ন্তঃ তত্তদাভাস-ব্যুদাসেন সম্যক্ প্রতিপদ্যমানাঃ।২৭ অপিচ "তত্ত্বমসি" ইতি এতৎ বাক্যং ত্বংপদার্থস্য তৎপদার্থভাবম্ আচষ্টে।২৮ তৎ-পদেন চ প্রকৃতং সৎ ব্রহ্ম ঈক্ষিতৃ জগতঃ জন্মাদিকারণম্ অভি-ধীয়তে "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১।১), "বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম (বৃঃ ৩।৯।২৮), অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ", (বৃঃ ৩।৮।১১) "অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ" (ঐ) "অজম্ অজরম্ অমরম্", "অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্" (বৃঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধম্।২৯ তত্র অজাদিশব্দৈঃ জন্মাদয়ঃ ভাববিকারাঃ নিবর্ত্তিতাঃ।৩০ অস্থূলাদিশব্দৈশ্চ স্থৌল্যাদয়ঃ দ্রব্য-ধর্ম্মাঃ।৩১ বিজ্ঞানাদিশব্দৈশ্চ চৈতন্যপ্রকাশাত্মকত্বম্ উক্তম্।৩২ এষঃ ব্যাবৃত্তসর্ব্বসংসারধর্ম্মকঃ অনুভবাত্মকঃ ব্রহ্মসংজ্ঞকঃ তৎ-পদার্থঃ বেদান্তাভিযুক্তানাং প্রসিদ্ধঃ।৩৩ তথা ত্বংপদার্থঃ অপি

ভাষ্যানুবাদ

ষড়্জাদি স্বরের ভেদবিষয়ক জ্ঞানলাভে সমর্থ শ্রবণেন্দ্রিয় অভ্যাসকে অপেক্ষা করে, ইহা দৃষ্টসিদ্ধ।২৬ অন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] দেখ, একবারমাত্র শ্রুত বাক্য হইতে ঈষৎ প্রতীত বাক্যার্থকে আবৃত্তিকরতঃ সেই সেই আভাসের (—দুষ্ট অর্থের) পরিত্যাগ দ্বারা যাঁহারা সম্যগ্ জ্ঞানলাভ করেন, এইপ্রকার ব্যক্তি-সকল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন।২৭

[সিঃ—'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের লক্ষ্যার্থদর্শন। সেই পদার্থদ্বয়ের শোধনের জন্য শ্রবণ ও মনন আবশ্যক।]

আর দেখ, "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি এই বাক্য ত্বংপদার্থের (—শুদ্ধ জীবচৈতন্যের) তৎপদার্থভাব (—শুদ্ধব্রহ্মভাব) উপদেশ করিতেছে।২৮ আর তৎপদের দ্বারা "ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ", "বিজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম", "অদৃষ্ট হইলেও দ্রষ্টা", "অবিজ্ঞাত হইলেও বিজ্ঞাতা", "জন্মরহিত জরারহিত ও মরণরহিত", "স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন", ইত্যাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ প্রকৃত (—এই শাস্ত্রে প্রস্তাবিত) ঈক্ষণকর্ত্তা (১।১।৫ সূঃ) ও জগতের জন্মাদির কারণ (১।১।২ সূঃ) সৎস্বরূপ ব্রহ্ম (১।১।৪ সূঃ) অভিহিত হইতেছেন।২৯ তন্মধ্যে অজ (—জন্মরহিত) ইত্যাদি শব্দসকলের দ্বারা জন্ম প্রভৃতি ভাববিকারসকল (১।১।২ পৃঃ) নিরাকৃত হইয়াছে।৩০ আর অস্থূলাদি শব্দসকলের দ্বারা স্থূলত্ব প্রভৃতি দ্রব্যধর্ম্মসকল নিরাকৃত হইয়াছে।৩১ আবার বিজ্ঞানাদি শব্দসকলের দ্বারা চৈতন্যস্বরূপতা ও প্রকাশস্বরূপতা বর্ণিত হইয়াছে।৩২ [শ্রোত পদার্থে বিদ্বান্-গণের অনুভবকে প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করিতেছেন—] সকলপ্রকার সংসারধর্ম্ম যাঁহা হইতে নিরাকৃত হইয়াছে, সেই জ্ঞানস্বরূপ এই ব্রহ্মনামক তৎপদার্থ (—তৎ-পদের লক্ষ্যার্থ) বেদান্তে পারদর্শিগণের নিকট প্রসিদ্ধ।৩৩ এইরূপে ত্বংপদার্থও

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রত্যগাত্মা শ্রোতা * দেহাৎ আরভ্য প্রত্যগাত্মতয়া সম্ভাব্যমানঃ চৈতন্যপর্য্যন্তত্বেন অবধারিতঃ।৩৪ তত্র যেষাম্ এতৌ পদার্থৌ অজ্ঞানসংশয়বিপর্যয়প্রতিবদ্ধৌ, তেষাং "তত্ত্বমসি" ইতি এতৎ বাক্যং স্বার্থে প্রমাং ন উৎপাদয়িতুং শক্নোতি, পদার্থজ্ঞানপূর্ব্বকত্বাৎ বাক্যার্থস্য ইতি অতঃ তান্ প্রতি এষ্টব্যঃ পদার্থবিবেকপ্রয়োজনঃ শাস্ত্রযুক্ত্যভ্যাসঃ।৩৫ যদ্যপি চ প্রতিপত্তব্যঃ আত্মা নিরংশঃ, তথাপি অধ্যারোপিতং তস্মিন্ বহ্বংশত্বং দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাদিলক্ষণম্।৩৬ তত্র একেন অবধানেন একম্ অংশম্ অপোহতি, অপরেণ অপরম্ ইতি যুজ্যতে তত্র ক্রমবতী প্রতি-

* "শ্রোতুঃ", ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

(—জীবও, স্বরূপতঃ] প্রত্যগাত্মা (—দেহাদির অধিষ্ঠানভূত শুদ্ধ চৈতন্য, দেহাদি উপাধিযোগে ইনিই] শ্রোতা, [ইনিই] দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যগাত্মরূপে সম্ভাবিত হইয়া (—অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে 'দেহই প্রত্যগাত্মা, ইন্দ্রিয়ই প্রত্যগাত্মা, বুদ্ধিই প্রত্যগাত্মা, ইত্যাদি এইরূপে আপাততঃ নির্ণীত হইয়া, পরে "যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" (বৃঃ ৪।৩।৭), "যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি" (কেন ১।১।৯), ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যবলে শুদ্ধ] চৈতন্যপর্য্যন্তরূপে অবধারিত হন, 'ইনিই ত্বংপদলক্ষ্যার্থ শুদ্ধ জীবচৈতন্য' ।৩৪ [আচ্ছা, ব্রহ্ম ও জীবের যথার্থস্বরূপ না হয় এইপ্রকার হইল, কিন্তু তাহা হইলেও শ্রবণাদির আবৃত্তির সার্থকতা কি ? উত্তর—] তন্মধ্যে (—মুমুক্ষুগণের মধ্যে) যাঁহাদের এই ['তৎ' ও 'ত্বং'] পদার্থদ্বয় অজ্ঞান সংশয় ও বিপর্য্যয়ের (—বিপরীতজ্ঞানের, অর্থাৎ অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনার) দ্বারা প্রতিবদ্ধ থাকে (—তদ্বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান হয় না), "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি এই বাক্য নিজ অর্থে তাঁহাদের প্রমা (—যথার্থ জ্ঞান) উৎপাদন করিতে পারে না, কারণ পদার্থের জ্ঞান পূর্ব্বে হইলে [পরে] বাক্যার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে, এইহেতু [তৎ ও ত্বং] পদার্থের বিবেক যাহার প্রয়োজন, সেই শাস্ত্র ও যুক্তির অভ্যাস (—শ্রবণ ও মনন) তাঁহাদের (—অনির্ণীত-তত্ত্বংপদার্থ ব্যক্তিগণের) প্রতি অভিপ্রেত ।৩৫

[সিঃ—ব্রহ্মবিষয়ক অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা নিবৃত্তির জন্য মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক।]

[পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন—অংশাংশিভাববিহীন হওয়ায় ব্রহ্মবিষয়ক প্রমাজ্ঞানোৎপত্তিতে সাধনের আবৃত্তি অনাবশ্যক (২০ বাক্য)। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] আর জ্ঞাতব্য আত্মা যদিও নিরংশ, তাহা হইলেও তাঁহাতে দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও বিষয়জ্ঞানাদিরূপ বহু অংশ [অবিদ্যাপ্রভাবে অজ্ঞ ব্যক্তিকর্ত্তৃক] আরোপিত হইয়াছে ।৩৬ সেই সকলের মধ্যে এক অবধানের (—মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ মনঃসংযোগের) দ্বারা [দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ] একটী অংশ অপগত হয়, অপর অবধানের দ্বারা অপর অংশ অপগত হয়, এইপ্রকারে সেই বিষয়ে ক্রমিক

শাঙ্করভাষ্যম্

পত্তিঃ।৩৭ তত্তু পূর্ব্বরূপম্ এব আত্মপ্রতিপত্তেঃ।৩৮ যেষাং পুনঃ নিপুণমতীনাং ন অজ্ঞানসংশয়বিপর্য্যয়লক্ষণঃ পদার্থবিষয়ঃ প্রতিবন্ধঃ অস্তি, তে শক্নুবন্তি সকৃৎ উক্তম্ এব তত্ত্বমসিবাক্যার্থম্ অনুভবিতুম্ ইতি তান্ প্রতি আবৃত্ত্যানর্থক্যম্ ইষ্টম্ এব।৩৯ সকৃৎ উৎপন্না এব হি আত্মপ্রতিপত্তিঃ অবিদ্যাং নিবর্ত্তয়তি ইতি ন অত্র কশ্চিদপি ক্রমঃ অভ্যুপগম্যতে।৪০ সত্যম্ এবং যুজ্যেত, যদি কস্যচিৎ এবং প্রতিপত্তিঃ ভবেৎ।৪১ বলবতী হি আত্মনঃ দুঃখি-

ভাষ্যানুবাদ

জ্ঞান যুক্তিসঙ্গত। [অতএব প্রমেয়গত অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা নিবৃত্তির জন্য মনন ও নিদিধ্যাসনের আবৃত্তির আবশ্যকতা আছে]।৩৭

[সিঃ—মন্দ ও মধ্যম অধিকারীর শ্রবণাদিসাধনাভ্যাস, উত্তমাধিকারীর নহে।]

(৭) তাহা (—শ্রবণমননাদির অভ্যাস) কিন্তু অবশ্যই আত্মজ্ঞানের পূর্ব্বরূপ (—আত্মবিষয়ক প্রমাজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা নিরাকরণের জন্য অবশ্যই পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে উৎপন্ন ক্রমিক জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে, প্রমাজ্ঞানোৎপত্তির পরে নহে।৩৮ মন্দ ও মধ্যম অধিকারীর পক্ষে সাক্ষাৎকারাত্মক প্রমাজ্ঞানের পূর্ব্বে শ্রবণাদির আবৃত্তি অঙ্গীকার করিয়া উত্তম অধিকারীর পক্ষে তাহার অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন করিতেছেন—] কিন্তু নিপুণবুদ্ধিবিশিষ্ট যাঁহাদের [তৎ ও ত্বং] পদার্থবিষয়ক অজ্ঞান সংশয় ও বিপর্য্যয়রূপ (—বিপরীতভাবনারূপ) প্রতিবন্ধ নাই, তাঁহারা একবারমাত্র কথিত তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ অনুভব করিতে সমর্থ; এইহেতু তাঁহাদের পক্ষে [শ্রবণমননাদির] আবৃত্তির আনর্থক্য অবশ্যই অভীষ্ট।৩৯ যেহেতু একবারমাত্র উৎপন্ন [ব্রহ্মাকারাবৃত্তিরূপ] আত্মবিজ্ঞান অবিদ্যাকে নিবর্ত্তিত করে, এইহেতু এই [প্রমাজ্ঞান] স্থলে কোনপ্রকার ক্রমই অঙ্গীকার করা হয় না।৪০

[সিঃ—দেহাদিতে অভিমানের ন্যায় দুঃখিত্বাদি অভিমানও মিথ্যা।]

[শঙ্কা—] সত্য, এইপ্রকার সঙ্গত হইত (—প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি হইলে শ্রবণাদির আবৃত্তি অনর্থক হইত), যদি কাহারও [তত্ত্বমসিবাক্য হইতে] এইপ্রকার (—অবিদ্যাধ্বংসি) জ্ঞান [উৎপন্ন] হইত।৪১ আত্মার দুঃখিত্বাদিবিষয়ক

ভাবদীপিকা

(৭) কিন্তু "তত্ত্বমসি" বাক্য হইতে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞানের উদয় হইলে অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য বাধিত হওয়ায় জ্ঞানীর পক্ষে মনন ও নিদিধ্যাসনের অভ্যাস কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? আর তাহা অঙ্গীকার করিলে উক্ত জ্ঞানের প্রমাত্বই বাধিত হইয়া পড়িবে, কারণ "অনধিগত ও অবাধিত জ্ঞানই প্রমা" হওয়ায় পুনঃ পুনঃ "তত্ত্বমসি" শ্রবণ হইতে উৎপন্ন সেই জ্ঞান অনধিগত ও অবাধিত থাকে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—তত্তু—'তাহা (—শ্রবণ' ইত্যাদি (৩৮ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

ত্বাদিপ্রতিপত্তিঃ ।৪২ অতঃ ন দুঃখিত্বাদ্যভাবং কশ্চিৎ প্রতিপদ্যতে ইতি চেৎ ? ৪৩ ন, দেহাদ্যভিমানবৎ দুঃখিত্বাদ্যভিমানস্য মিথ্যাভিমানত্বোপপত্তেঃ ।৪৪ প্রত্যক্ষং হি দেহে ছিদ্যমানে দহ্যমানে বা 'অহং ছিদ্যে দহ্যে' ইতি চ মিথ্যাভিমানঃ দৃষ্টঃ ।৪৫ তথা বাহ্যতরেষু অপি পুত্রমিত্রাদিষু সন্তপ্যমানেষু 'অহম্ এব সন্তপ্যে' ইতি অধ্যারোপঃ দৃষ্টঃ ।৪৬ তথা দুঃখিত্বাদ্যভিমানঃ অপি স্যাৎ, দেহাদিবৎ এব চৈতন্যাৎ বহিঃ উপলভ্যমানত্বাৎ দুঃখিত্বাদীনাং, সুষুপ্ত্যাদিষু চ অননুবৃত্তেঃ ।৪৭ চৈতন্যস্য তু সুষুপ্তে অপি অনুবৃত্তিম্ আমনন্তি "যদ্বৈ তৎ ন পশ্যতি, পশ্যন্ বৈ তৎ ন পশ্যতি" (বৃঃ ৪।৩।২৩) ইত্যাদিনা ।৪৮ তস্মাৎ সর্ব্বদুঃখবিনির্ম্মুক্তৈককচৈতন্যাত্মকঃ

ভাষ্যানুবাদ

জ্ঞান কিন্তু বলবান্ (—সকলের প্রত্যক্ষসিদ্ধ) ।৪২ এইহেতু ['তত্ত্বমসি' শ্রবণের পরও] দুঃখ প্রভৃতির অভাব কেহ অনুভব করে না, [অতএব প্রত্যক্ষের বিরোধ হওয়ায় 'তত্ত্বমসি' বাক্য হইতে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানোৎপত্তি এবং তাহার ফলে দুঃখের উচ্ছেদ অঙ্গীকার করা যায় না], এইপ্রকার যদি বলা হয় ? ৪৩ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] না, তাহা বলা যায় না ; কারণ দেহাদিতে অভিমানের ন্যায় দুঃখিত্ব প্রভৃতি অভিমানের মিথ্যাভিমানতা (—দুঃখিত্বাভিমানও মিথ্যা, ইহা) যুক্তিসঙ্গত ।৪৪ দেখ, দেহ ছিন্ন, অথবা দগ্ধ হইলে 'আমি ছিন্ন হইতেছি', অথবা 'আমি দগ্ধ হইতেছি', এইপ্রকার মিথ্যা অভিমান প্রত্যক্ষই পরিদৃষ্ট হয় ।৪৫ এইরূপে [দেহাপেক্ষা] অধিকতর বাহ্য পুত্র ও মিত্র প্রভৃতি সন্তপ্ত হইলে 'আমিই সন্তপ্ত হইতেছি', এইপ্রকার অধ্যারোপ পরিদৃষ্ট হয় ।৪৬ দুঃখিত্বাদি অভিমানও সেইপ্রকার (—অধ্যারোপিত, সুতরাং মিথ্যা) হইবে, যেহেতু দুঃখিত্ব প্রভৃতি দেহাদির ন্যায়ই চৈতন্য হইতে বাহিরে উপলব্ধ হয়, আর যেহেতু [দুঃখ] সুষুপ্ত ব্যক্তি প্রভৃতিতে বর্ত্তমান থাকে না (৮) ।৪৭

[সিঃ—ব্রহ্মবিদের অনুভব—চৈতন্যই আমার স্বরূপ । তত্ত্বমসিবাক্যবলে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তি ও দুঃখের উচ্ছেদ ।]

["সুষুপ্তিকালে] তিনি যে দর্শন করেন না [বলিয়া মনে হয়, তাহা সেইপ্রকার নহে, কারণ তখন] তিনি দর্শন করিয়াও দর্শন করেন না", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা [শ্রুতি] কিন্তু সুষুপ্তিতেও চৈতন্যের অনুবৃত্তির (—বর্ত্তমানতার) কথা বলিতেছেন ।৪৮ সেইহেতু (—দুঃখিত্বাদি অভিমান মিথ্যা এবং চৈতন্যই জীবের

ভাবদীপিকা

(৮) এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—"দুঃখাদয়ঃ ন আত্মধর্ম্মাঃ বেদ্যত্বাৎ সুষুপ্তৌ ব্যভিচারিত্বাৎ চ ; সম্মতবৎ, দেহবদ্বা । শঙ্কা—তাহা হইলে চৈতন্যও (—জ্ঞানও), জীবের স্বরূপ নহে, কারণ সুষুপ্তিতে অনুবৃত্ত হয় না (—থাকে না) । তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—চৈতন্যস্য—["সুষুপ্তিকালে] ইত্যাদি (৪৮ বাক্য) ।

শাঙ্করভাষ্যম্

অহম্ ইতি এষঃ আত্মানুভবঃ। ৪৯ ন চ এবম্ আত্মানম্ অনুভবতঃ কিঞ্চিৎ অন্যৎ কৃত্যম্ অবশিষ্যতে।৫০ তথাচ শ্রুতিঃ—"কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ যেষাং নঃ অয়ম্ আত্মা অয়ং লোকঃ" (বৃঃ ৪।৪।২২), ইতি আত্মবিদঃ কর্ত্তব্যাভাবং দর্শয়তি।৫১ স্মৃতিরপি—"যস্ত্বাত্মরতি-রেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে"॥ (গীতা ৩।১৭) ইতি।৫২ যস্য তু ন এষঃ অনুভবঃ দ্রাক্ ইব জায়তে, তং প্রতি অনুভবার্থঃ এব আবৃত্ত্যভ্যুপগমঃ।৫৩ তত্রাপি ন তত্ত্বমসিবাক্যার্থাৎ প্রচ্যাব্য আবৃত্তৌ প্রবর্ত্তয়েৎ।৫৪

ভাষ্যানুবাদ

অব্যভিচারী স্বরূপ হওয়ায়) 'আমি সর্ব্বদুঃখবিনির্ম্মুক্ত এবং চৈতন্যৈকস্বরূপ', ইত্যাদি ইহাই আত্মার [যথার্থ] অনুভব।৪৯ [অতএব চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে দুঃখিত্বাদিজ্ঞান মিথ্যা হওয়ায় অবিদ্যাবস্থাতে তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও অব্যবহিত বস্তুর বোধোৎপাদক 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যোত্থজ্ঞানবলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তি ও দুঃখের উচ্ছেদ বিরুদ্ধ নহে]।

[সিঃ—জ্ঞানোৎপত্তির অনন্তর নিত্য ব্রহ্মাত্মবিদের শ্রবণাদি, বা মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় প্রভৃতি কিছুই করণীয় নাই।]

[আচ্ছা, তত্ত্বমসিবাক্য হইতে ব্রহ্মাত্মত্বানুভবের উৎপত্তি অবিরুদ্ধ হইলেও তাহার উৎপত্তির পর শ্রবণাদির আবৃত্তি (৩৯ বাক্য), অর্থাৎ মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় (১) প্রভৃতির অভ্যাস কেন হইবে না? উত্তর—] যিনি এইপ্রকারে আত্মাকে অনুভব করেন, তাঁহার অন্য কিছু করণীয় অবশিষ্ট থাকে না।৫০ আর শ্রুতিও "যে আমাদের নিকট এই আত্মাই এই অভিপ্রেত লোক(—ফল), সেই আমরা সন্তানের দ্বারা কি করিব"?—এইরূপে আত্মবিদ্‌গণের কর্ত্তব্যাভাব প্রদর্শন করিতেছেন।৫১ স্মৃতিও তাহাই বলিতেছেন—"কিন্তু যে মানব আত্মাতেই আসক্ত, [তাহার ফলে বিষয়তৃষ্ণার ক্ষয়বশতঃ] আত্মাতেই তৃপ্ত এবং [তাহার ফলে আত্মানন্দের অনুভববশতঃ] আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার করণীয় কিছুই থাকে না", ইত্যাদি।৫২

[সিঃ—'তত্ত্বমসি' শ্রবণের পরও জ্ঞানোৎপত্তি না হইলে শ্রবণাদির আবৃত্তি।]

["শ্রবণাদির অভ্যাস আত্মজ্ঞানের পূর্ব্বরূপ" (৩৮ বাক্য), এই কথিত বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন—] কিন্তু যাঁহার [ব্রহ্মাত্মভাববিষয়ক] এই অনুভব [তত্ত্বমসি শ্রবণের অনন্তর] ঝটিতি উৎপন্ন না হয়, তাঁহার পক্ষে [ব্রহ্মাত্মভাব] অনুভবের জন্যই [শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের] আবৃত্তি অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে।৫৩

[সিঃ—বিধিবলে শ্রবণাদির আবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইলেও আত্মার অকর্তৃস্বরূপতাবিষয়ক জ্ঞানের ব্যাঘাত হয় না।]

[কিন্তু প্রবৃত্তি কর্তৃত্ববুদ্ধির অধীন বলিয়া বিধিবলে (৩।৪।১৪ অধিঃ) শ্রবণা-

ভাবদীপিকা

(১) মনোনাশাদিবিষয়ে বিস্তৃত বিচার ৪।১।১ অধিকরণের (৭) ভাবদীপিকাতে দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন হি বরঘাতায় কন্যাম্ উদ্বাহয়ন্তি।৫৫ নিযুক্তস্য চ 'অস্মিন্ অধিকৃতঃ অহং কর্ত্তা, ময়া ইদং কর্ত্তব্যম্', ইতি অবশ্যং ব্রহ্মপ্রত্যয়াৎ বিপরীতপ্রত্যয়ঃ উৎপদ্যতে।৫৬ যস্তু স্বয়ম্ এব মন্দমতিঃ অপ্রতিভানাৎ তং বাক্যার্থং জিহাসেৎ, তস্য এতস্মিন্ এব

ভাষ্যানুবাদ

দির আবৃত্তিতে প্রবৃত্ত পুরুষের প্রবৃত্তির বিরাম সঙ্গত না হওয়ায় 'আমি অকর্ত্তা', এই প্রকার বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে না। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] সেই স্থলেও (—বিধিবলে শ্রবণাদির আবৃত্তিতে প্রবৃত্তিস্থলেও) "তত্ত্বমসি" বাক্যের ['আমি অকর্ত্তা অভোক্তা ব্রহ্মস্বরূপ', এই] অর্থ হইতে প্রচ্যুত করিয়া [গুরু শিষ্যকে শ্রবণাদির] আবৃত্তিতে প্রবৃত্ত করাইবেন না। [কারণ তাহা হইলে ব্রহ্মাত্মবোধোৎপত্তিরূপ যে প্রধান উদ্দেশ্যে বিধির প্রবৃত্তি হইয়াছে, তাহার বিরোধ হইয়া পড়িবে।৫৪ তাহা সঙ্গত নহে, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] দেখ, বরকে হত্যা করিবার জন্য [কেহ] কন্যাকে বিবাহ করায় না। [অতএব বিধিবলে শ্রবণাদির আবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইলেও 'আত্মা অকর্ত্তা', এই জ্ঞানের ব্যাঘাত হয় না, কারণ তাহার জন্যই শ্রবণাদিবিধির প্রবৃত্তি, কিন্তু বিধির স্বচরিতার্থতার জন্যই নহে]।৫৫

[সিঃ—আত্মজ্ঞানোৎপত্তিতে বিধির অপ্রবৃত্তি।]

[যদি বলা হয়—জীবনাদিনিমিত্তবশতঃ (৩।৬৫৮ পৃঃ) প্রবৃত্ত নিত্যকর্ম্মবোধক বিধি স্বচরিতার্থতার জন্য প্রবৃত্ত হইলেও যেমন প্রত্যবায় পরিহার ও পাপক্ষয়াদিরূপ ফলোৎপত্তির প্রতি হেতু হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্বচরিতার্থতার জন্য শ্রবণাদিবিধির প্রবৃত্তি হইলেও "আত্মা অকর্ত্তা", এই জ্ঞানের হানি হয় না, কারণ সেই বিধি হইতেই জ্ঞান সিদ্ধ হয়। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] আর যিনি নিযুক্ত (—বিধিবলে প্রবৃত্ত), তাঁহার 'আমি ইহাতে অধিকারী', 'আমি কর্ত্তা', 'মৎকর্ত্তৃক ইহা সম্পাদিত হওয়া উচিত', ইত্যাদি এইপ্রকারে ব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যয় (—চিন্তাপ্রবাহ) হইতে বিপরীত প্রত্যয় অবশ্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। [সুতরাং অকর্ত্তৃ-আত্মবোধে (—আত্মজ্ঞানে) বিধির প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না]।৫৬

[সিঃ—ব্রহ্মবিদ্যার সাধন পরিত্যাগ ও অসাধনগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য শ্রবণাদির আবৃত্তিতে নিয়মবিধি।]

[কিন্তু আত্মজ্ঞানে বিধি অঙ্গীকৃত না হইলে, "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ", ইত্যাদি অসকৃৎ শ্রুত বাক্যসকলের বলে বিজ্ঞাত শ্রবণাদির আবৃত্তিবোধক বিধির সার্থকতা কি? তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] কিন্তু মন্দবুদ্ধিবিশিষ্ট যে ব্যক্তি [অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনারূপ প্রতিবন্ধবশতঃ সকৃৎ শ্রুত মহাবাক্য হইতে] প্রতিভান (—জ্ঞানোৎপত্তি) না হওয়ায় নিজেই সেই [তত্ত্বমস্যাদি মহা-] বাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, আবৃত্ত্যাদিবাচক যুক্তির (৮ পৃঃ) দ্বারা এই

শাঙ্করভাষ্যম্

বাক্যার্থে স্থিরীকারঃ আবৃত্ত্যাদিবাচোযুক্ত্যা অভ্যুপেয়তে ।৫৭ তস্মাৎ পরব্রহ্মবিষয়ে অপি প্রত্যয়ে তদুপায়োপদেশেষু আবৃত্তিসিদ্ধিঃ ।৫৮॥৪।১।২॥ ইতি প্রথমম্ আবৃত্ত্যধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

বাক্যার্থেই তাহার [চিত্তের] স্থিরীকার (—মহাবাক্যার্থজ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদন) অঙ্গীকার করা হয় (—আত্মজ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধনিরাকরণের জন্য শ্রবণাদির আবৃত্তিতে নিয়মাবধি (৩।৭১২ পৃঃ) অঙ্গীকৃত হয়) ।৫৭ সেইহেতু (—আবৃত্তির দ্বারা সেই বিষয়ে চিত্ত স্থির হয় বলিয়া) পরব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যয়েও (—সগুণব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে উপাসনার আবৃত্তির ন্যায় নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানেও) তাহার [শ্রবণাদি] উপায়সকলের উপদেশসকলে আবৃত্তি সিদ্ধ হয় (১০) ।৫৮॥৪।১।২॥

আবৃত্ত্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

ভাবদীপিকা [মনোঽপরোক্ষবাদ ও শব্দাপরোক্ষবাদ]

(১০) "অত্র আহ" (৪।১।২ সূঃ, ৪ বাক্য) ইত্যাদি ভাষ্যগ্রন্থ হইতে যে বিচার আরব্ধ হইয়াছে, তাহার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা আমরা প্রধানতঃ **ন্যায়নির্ণয়** ও **প্রকটার্থবিবরণ** প্রভৃতি **বিবরণ**মতাবলম্বী টীকার অনুসরণকরতঃ করিলাম। এই ভাষ্যাংশমধ্যে যে স্থলে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য হইতে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উৎপত্তি বিচারিত হইয়াছে, সেই স্থলেই পূজ্যপাদ **ভামতী-কার** ও তদনুভাবলম্বিগণ অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কারণ তাঁহারা তত্ত্বমস্যাদিশব্দ হইতে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় অঙ্গীকার করেন না। **ভামতীকার** বলেন—"ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারঃ সাক্ষাৎ আগমযুক্তিফলম্, অপিতু যুক্ত্যা আগমার্থজ্ঞানাহিতসংস্কারসচিবং চিত্তম্ এব ব্রহ্মণি সাক্ষাৎকারবতীং বুদ্ধিবৃত্তিং সমাধত্তে". "বাক্যার্থশ্রবণোত্তরকালা বিশেষণত্রয়বতী ভাবনা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারায় কল্পতে", ইত্যাদি। সুতরাং ইঁহার মতে তত্ত্বমস্যাদি বাক্য শ্রবণের পর দীর্ঘকাল নিরন্তর আদরের সহিত মনন ও ধ্যানাদির ফলে শুদ্ধতাপ্রাপ্ত সংস্কৃত বুদ্ধিই (—মনই) ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের হেতু, তত্ত্বমস্যাদি শব্দ নহে। যাহাহউক্, ইঁহার মতাবলম্বনে পুনঃ তত্তৎ স্থলে ভাষ্যের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্ভব নহে। সেইহেতু ভামতী ও বিবরণমতাবলম্বিগণের এতদ্বিষয়ক মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। এতদ্দ্বারা জিজ্ঞাসু ইঁহাদের মতভেদের মূল বিষয়-গুলি কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। আবার শব্দাপরোক্ষবাদ বিষয়ে নানা উৎকট অপসিদ্ধান্ত সাধকসমাজে পরিদৃষ্ট হইতেছে (৩।৭১৬ পৃঃ)। তাহারও নিরাকরণ আবশ্যক. সেইহেতু গ্রন্থ বিস্তৃত হইয়া পড়িলেও ইহা যোজিত হইতেছে—

মনোঽপরোক্ষবাদ—ইহা ভামতীকার পূজ্যপাদ **বাচস্পতি মিশ্র** ও তদনু-গামিগণের মতবাদ। ইঁহারা বলেন—"এষঃ অণুঃ আত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ" (মুঃ ৩।১।৯), "মনসা এব অনুদ্রষ্টব্যম্" (বৃঃ ৪।৪।১৯) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকল হইতে অবগত হওয়া যায়—মনই ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি 'করণ' (—অসাধারণ কারণ)। "অহম্ এব ইদং সর্বম্ অস্মি ইতি মন্যতে" (বৃঃ ৪।৩।২০), ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ, কারণ যে সকল পুরু-ষের অবিদ্যা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে এবং বিদ্যার উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের স্বপ্নকালেও সর্বাত্ম-

ভাবদীপিকা [মনোঽপরোক্ষবাদ]

ভাবের উপলব্ধি হইয়া থাকে, ইহাই উক্ত বাক্যটীর প্রতিপাদ্য। স্বপ্নকালে মন ব্যতিরিক্ত অন্য ইন্দ্রিয় থাকে না, তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যশ্রবণের সম্ভাবনাও তৎকালে নাই; অথচ সর্ব্বাত্মভাবের উপলব্ধি তাঁহাদের হয়। সেইহেতু একমাত্র মনই ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারের হেতু, ইহা উক্ত লিঙ্গপ্রমাণবলে অবগত হওয়া যায়। কিন্তু অশুদ্ধ বিক্ষিপ্ত ও অসংস্কৃত মন ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের করণ নহে, পরন্তু শুদ্ধ একাগ্র ও সংস্কৃত মনই করণ, ইহা "দৃশ্যতে তু অগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা" (কঠ ১।৩।১২), "যন্মনসা ন মনুতে" (কেন ১।৬), "অপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈঃ ২।৯), ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকলের অর্থ পর্য্যালোচনা হইতে অবগত হওয়া যায়। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন" (বৃঃ ৪।৪।২২), "ধর্ম্মেণ পাপম্ অপনুদতি" (তৈঃ আঃ ১০।৬৩।৭), এবং "কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্বে ততঃ জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে", ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিবচন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, নিষ্কাম কর্ম্ম ও তপস্যাদির দ্বারা মনের শুদ্ধতা সম্পাদিত হয়। আর "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ", এইরূপে আত্মদর্শনের অনুবাদ করিয়া "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫), এইরূপে এবং "ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্য অথ মুনিঃ" (বৃঃ ৩।৫।১), এইরূপে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন বিহিত হওয়ায় এবং "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" (মুঃ ৩।১।৮), ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞানপ্রসাদশব্দবাচ্য চিত্তের শুদ্ধতা ও একাগ্রতার হেতুরূপে ধ্যান পরিগৃহীত হওয়ায় শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের (—ধ্যানের) ফলে মন একাগ্র ও সংস্কৃত হয়, ইহা অবগত হওয়া যায়। এই শ্রবণ মনন ও ধ্যানের মধ্যে ধ্যানই (—নিদিধ্যাসনই) ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ কারণ (—ব্যাপারস্থানীয় নিকটবর্ত্তি অন্তরঙ্গ কারণ)। প্রথমতঃ শাস্ত্র ও আচার্য্যের নিকট হইতে ব্রহ্মবিষয়ে শ্রবণ করিতে হয়। অতঃপর 'যাহা শুনিলাম, তাহা যুক্তিসঙ্গত কি না', এইপ্রকার সন্দেহের নিরসনকল্পে হয় মননের প্রবৃত্তি। শ্রবণ না করিলে তাৎপর্য্যনিশ্চায়ক শাব্দজ্ঞানের অভাবে শ্রুত বিষয়ে সন্দেহের উদয় হয় না, ফলে মননে প্রবৃত্তি হয় না। সেইহেতু শ্রবণ মননের হেতু। আর মননের দ্বারা বিচার্য্য বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদিত না হইলে তদ্বিষয়ে নিদিধ্যাসনের প্রবৃত্তি হয় না। সেইহেতু মনন নিদিধ্যাসনের হেতু। এইরূপে "তত্ত্বমসি"ইত্যাদি মহাবাক্যলব্ধ অর্থের শ্রবণ মনন ও ধ্যানের প্রভাবে 'তৎ' ও 'ত্বং' পদার্থের শোধন হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবের নিরুপাধিক শুদ্ধ স্বরূপ সাধকের চিত্তে স্ফুরিত হইতে থাকে। অনন্তর অনন্যব্যাপার সাধক সেই শুদ্ধ তৎ ও ত্বং পদার্থের অভিন্নতাধ্যানে নিবিষ্ট হইয়া পড়েন। তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে এইপ্রকার ধ্যানের পরিপক্কাবস্থাতে সাধকের অন্তঃকরণে "অহং ব্রহ্মাস্মি", এইপ্রকার অবিদ্যাধ্বংসি অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। শ্রুতি তাহাই বলেন—"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্" (শ্বেঃ ১।৩), ইত্যাদি। এইরূপে দেখা গেল—শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তির প্রতি **কারণ**, 'করণ' নহে। ব্যাপার স্থানীয় সেই শ্রবণাদির দ্বারা সংস্কৃত শুদ্ধ ও একাগ্র অন্তঃকরণই (—মনই) তাহার প্রতি 'করণ'* । এই যে মতবাদ, ইহাই **মনোঽপরোক্ষবাদ**।

* কাষ্ঠচ্ছেদনের প্রতি কুঠার ও তাহার উদ্যমন নিপতন, এই সকলই কারণ। এই কারণসকলের মধ্যে কুঠারের উদ্যমন ও নিপতনকে (—উঠা ও নামাকে) বলা হয় 'ব্যাপার' এবং কুঠারকে বলা হয় 'করণ', যেহেতু কাষ্ঠচ্ছেদনের যাবতীয় কারণসকলের মধ্যে তাহাই ব্যাপারযুক্ত অসাধারণ কারণ।

ভাবদীপিকা [শব্দাপরোক্ষবাদ]

[মনোঽপরোক্ষবাদের সমর্থনে যুক্তি]

স্বমতস্থাপনপ্রসঙ্গে এই মতবাদিগণ বলেন—তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তিতে করণ নহে, যেহেতু শব্দ সর্ব্বত্রই পরোক্ষজ্ঞানের জনক ; যেমন—'স্বর্গে দেবতা আছেন', 'দশটী পুরুষ আছে', ইত্যাদি। শ্রবণের ফলে ব্রহ্মাত্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান অঙ্গীকার করিলে মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধান ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। কারণ শ্রবণের ফলেই অবিদ্যাধ্বংসি ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হইলে তদ্বিষয়ক অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা উদয়ের সম্ভাবনা না থাকায় মনন ও নিদিধ্যাসনে কাহারও প্রবৃত্তিই হইবে না। শ্রুতিও বলিতেছেন—"যতো বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈঃ ২।৯), ইত্যাদি। সুতরাং অসংস্কৃত ও অনেকাগ্র মনের ন্যায় বাণীও (—তত্ত্বমস্যাদি শব্দও) অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তির করণ নহে। **শঙ্কা**—কিন্তু মনই ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের করণ হইলে "ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" (বৃঃ ৩।৯।২৬), ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্মের উপনিষৎপ্রতিপাদ্যত্বের ব্যাঘাত হইবে। **সমাধান**—ইহাও বলা যায় না ; কারণ শ্রুতিনিরপেক্ষভাবে মনের প্রবৃত্তি হইলে উক্ত দোষ হইত। উপনিষৎশ্রবণজন্য জ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের জন্য মনের প্রবৃত্তি হওয়ায় তাহা হয় উপনিষদুপজীবি। সেইহেতু ব্রহ্মের উপনিষৎপ্রতিপাদ্যতার ব্যাঘাত হয় না। অতএব কোনপ্রকার অসঙ্গতি না থাকায় শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনসংস্কৃত শুদ্ধ মনই ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের 'করণ', ইহাই সিদ্ধ হয়। (সিদ্ধান্তলেশ ও বেদান্তপরিভাষাদি অবলম্বনে)।

শব্দাপরোক্ষবাদ—ইহা ভগবান্ **ভাষ্যকার** ও তাঁহার **সাক্ষাৎ শিষ্যগণের** মতবাদ। ইঁহারা বলেন—ব্রহ্মবস্তু অতীন্দ্রিয় এবং সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকায় মন তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ অন্য ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষভাবে বর্ত্তমানকালীন কোন পদার্থের গ্রহণসামর্থ্য তাহার নাই (১।৭৬১ পৃঃ এবং ২।৭৯৭ পৃঃ দ্রঃ)। অন্য ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষভাবে অতীত ও অনাগত বিষয়ের গ্রহণসামর্থ্য মনের আছে বটে, ব্রহ্মবস্তু কিন্তু অতীত বা অনাগত নহেন, পরন্তু সদাই বর্ত্তমান, ["সঃ এবাদ্য সঃ উ শ্বঃ", কঠ ২।১।১৩]। সেইহেতু এই বিষয়ে যোগ্যতা না থাকায় মন ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তিতে 'করণ' নহে। পক্ষান্তরে ব্রহ্মবস্তু উপনিষন্মাত্রগম্য, ইহা "তং তু ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" (বৃঃ ৩।৯।২৬), ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়। সেইহেতু উপনিষদে বর্ণিত "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শব্দই (—মহাবাক্যই) ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি 'করণ'। এই বিষয়ে "ঔপনিষদ্" এই তদ্ধিতান্ত পদটীই শ্রুতিপ্রমাণ। আর "তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ" (ছাঃ ৬।১৬।৩), "তমসঃ পারং দর্শয়তি" (ছাঃ ৭।২৬।২), "আচার্য্যবান্ পুরুষঃ বেদ" (ছাঃ ৬।১৪।২), ইত্যাদি বাক্যসকলের পর্য্যালোচনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, আচার্য্যকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইবার অব্যবহিত পরেই অবিদ্যাধ্বংসী অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারের উদয় হইয়া সাধক জীবন্মুক্তি লাভ করেন। আচার্য্য শিষ্যকে "তত্ত্বমস্যাদি" মহাবাক্যই উপদেশ করেন (ছাঃ ৬।৮।৭ ইত্যাদি)। সেইহেতু তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যই অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের করণ, এই বিষয়ে উক্ত শ্রুতিবাক্যগুলি লিঙ্গপ্রমাণ। আবার "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ" (মুঃ ৩।২।৬), ইত্যাদি বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়—আচার্য্যের বেদান্ত বিষয়ক উপদেশ ব্যতিরেকে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের অন্য সাধন নাই, সেইহেতু এই মুণ্ডকবাক্য উপরোক্ত লিঙ্গপ্রমাণসকলের সমর্থক অপর লিঙ্গপ্রমাণ। এই বিষয়ে যুক্তিও আছে, যথা—"প্রমাণস্য প্রমেয়াবগমং প্রতি অব্যবধানাৎ" (বিবরণাচার্য্য)—প্রমাণ প্রযুক্ত হইলে

ভাবদীপিকা [শব্দাপরোক্ষবাদ]

প্রমেয় পদার্থের অবগতিতে বিলম্ব হয় না', ইহা অনুভবসিদ্ধ ; যথা চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারে ঘট-দেশগত ঘটাকারা বৃত্তির সহিত ঘটের সম্বন্ধ হইলেই (১।৩২ পৃঃ) তৎক্ষণাৎ ঘটবিষয়ক জ্ঞান হয়। শব্দপ্রমাণস্থলেও তদ্রূপ "শক্তিতাৎপর্য্যবিশিষ্টশব্দাবধারণং প্রমেয়াবগমং প্রতি অব্যবধানেন কারণং ভবতি" (বিবরণাচার্য্য)। সুতরাং শব্দের শক্তি ও তাৎপর্য্যবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যশ্রবণের অনন্তরই "অহং ব্রহ্মাস্মি", এইপ্রকার প্রমেয় ব্রহ্মাত্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানের উদয় হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত।

[স্থল বিশেষে শব্দ অপরোক্ষ জ্ঞানের হেতু]

কিন্তু শব্দ তো পরোক্ষজ্ঞানের হেতু। তদুত্তরে ইঁহারা বলেন—শব্দের স্বভাব এই যে, ব্যবহিত বস্তুবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞানই তাহা উৎপাদন করে, যথা—'স্বর্গে দেবতা আছেন'। কিন্তু প্রমেয় পদার্থ যদি অব্যবহিত হয়, তাহা হইলে তাহা তদ্বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানই উৎপাদন করে, যথা "দশমস্ত্বমসি" 'তুমিই দশম ব্যক্তি'। এই স্থলে দশমত্বাভিন্নরূপে 'আমিই দশম ব্যক্তি', এইপ্রকার অপরোক্ষ জ্ঞানই শব্দ হইতে উৎপন্ন হয়। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে ব্যবধান না থাকায় "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শব্দ হইতে "অহং ব্রহ্মাস্মি", এইপ্রকার অপরোক্ষ জ্ঞানই হইয়া থাকে। তবে শব্দের সামর্থ্যবিষয়ে একটু বিশেষ আছে, যথা—বস্তু অব্যবহিত হইলেও যদি 'অস্তি' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা বোধিত হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞানেরই উদয় হয়, যথা—'দশম ব্যক্তি আছে', 'জীবাভিন্ন ব্রহ্ম আছেন', "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১।৩), "অস্থূলম্ অনণু" (বৃঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদি। কিন্তু সেই অব্যবহিত বস্তু যদি 'ইহা' 'এই' 'হও' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা বোধিত হয়, তাহা হইলে অব্যবহিত বস্তুবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানেরই উদয় হয়, যথা—'এই যে দশম ব্যক্তি', 'তুমিই হও দশম', 'ইহাই তো দশম', ইত্যাদি। প্রস্তাবিত "তৎ ত্বম্-অসি"—'তুমিই হও তাহা', এইপ্রকারে 'অসি'—'হও', এই শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় তত্ত্বমসি শব্দ হইতে পদপদার্থাভিজ্ঞ ব্যক্তির ব্রহ্মাত্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানই হইয়া থাকে। শ্রুতিও তাহাই বলেন—"যৎ সাক্ষাদ্ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম" (বৃঃ ৩।৪।১) ইত্যাদি। অতএব শব্দ পরোক্ষজ্ঞানমাত্রের হেতু, এই মতবাদ নিরাকৃত হইয়া পড়ে।

[শব্দ হইতে অবিদ্যাধ্বংসি জ্ঞানের উৎপত্তিক্রম।]

কিন্তু তত্ত্বমস্যাদি শব্দ হইতে ব্রহ্মাত্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানোদয় হইলে **উপশ্রবণ** (৬ ভাবদীঃ) কালেই তাহা হইবে, ফলে মনন ও নিদিধ্যাসনে বিধি ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে শব্দাপরোক্ষবাদিগণ বলেন—পদপদার্থবিষয়ক জ্ঞানবান্ নিবৃত্তপ্রতিবন্ধ অধিকারীর উপশ্রবণকালেই অবিদ্যাধ্বংসি ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের উদয় আমরা অঙ্গীকার করি। কিন্তু শ্রোতা যদি প্রতিবন্ধযুক্ত হন, অর্থাৎ তাঁহার যদি নানাপ্রকার পাপ, অসম্ভাবনা বিপরীতভাবনা ও চিত্তের চঞ্চলতা ইত্যাদি প্রতিবন্ধকসমূহ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে পদপদার্থবিষয়ক জ্ঞানবান্ হইলেও তাঁহার তত্ত্বমসিশব্দোত্থ অপরোক্ষ জ্ঞান স্থির দীপশিখার ন্যায় অচঞ্চল হইতে না পারায় অবিদ্যাধ্বংস করিতে সমর্থ হয় না ; যেমন চঞ্চল দীপশিখার দ্বারা বস্তুর সম্যক্ প্রকাশ হয় না, তদ্রূপ। সেই শ্রোতার তত্ত্বমসিবাক্যোত্থ অপরোক্ষ জ্ঞান যেন পরোক্ষই, যেন অপ্রাপ্তই হইয়া পড়ে। তখন তাদৃশ শ্রুতব্রহ্ম পুরুষকে **বিধেয় শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনে** প্রবৃত্ত হইতে হয়,

ভাবদীপিকা [শব্দাপরোক্ষবাদ]

কারণ "মননাদির অভাবে মাত্র শ্রবণের দ্বারা অবিদ্যাধ্বংসি জ্ঞান উৎপন্ন হয় না" (বৃঃ ২।৪।৫, আনন্দগিরি)। শাস্ত্রও তাহাই বলেন, যথা—প্রতিবন্ধকশূন্যস্য জ্ঞানং স্যাৎ শ্রুতিমাত্রতঃ ॥ ন চেৎ মননযোগেন নিদিধ্যাসনতঃ পুনঃ। প্রতিবন্ধক্ষয়ে জ্ঞানং স্বয়মেবোপজায়তে ॥ (শান্তিগীতা ৩।২৩-২৪)। ["স্বয়ম্ এব উপজায়তে", ইহার অর্থ—'শব্দনিরপেক্ষভাবে উৎপন্ন হয়', এইরূপ নহে ; পরন্তু 'স্মর্য্যমাণ মহাবাক্য হইতেও জ্ঞানোৎপত্তি হয়'। ইহা পরে পরিস্ফুট হইবে]। ১। **আশ্রমকর্ম্মসকলের** নিষ্কাম অনুষ্ঠানদ্বারা বিবিদিষার উৎপত্তি (৩।৬৪২ পৃঃ), ২। **শমদমাদি** সাধনের দ্বারা চিত্তের বিপরীত প্রবাহের নিরোধ (৩।৬৪৫ পৃঃ), ৩। **সন্ন্যাসাশ্রম**গ্রহণের দ্বারা সন্ন্যাসনিয়মাপূর্ব্বোৎপত্তি (৩।৬৭৬ পৃঃ), ৪। (ক) **বিশেষ** শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা **শ্রবণাদি** নিয়মাপূর্ব্বোৎপত্তি (৩।৭১২ পৃঃ), (খ) **অসম্ভাবনা** ও **বিপরীত**ভাবনার নিবৃত্তি এবং (গ) **চিত্তের** একাগ্রতা ও সূক্ষ্মবিষয়গ্রহণের যোগ্যতা সম্পাদিত হয়। যোগশাস্ত্রপ্রতিপাদিত নিদিধ্যাসনের পরিপক্কাবস্থারূপ সমাধির ইহাতেই উপযোগ (৩।৭০৩ পৃঃ)। এই বিষয়সকল পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের সম্যগ্ অনুষ্ঠানের ফলে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট নানাপ্রকার পাপ ও প্রতিবন্ধক নাশ প্রাপ্ত হয়। অনন্তর যে সাধকের তত্ত্বমসি শ্রবণোত্থ ব্রহ্মাত্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান প্রতিবন্ধবশতঃ অপ্রতিষ্ঠ (—অস্থির, চঞ্চল) হইয়া যেন পরোক্ষই হইয়া পড়িয়াছিল, প্রতিবন্ধক্ষয়ে পুনঃ শ্রুত, অথবা স্মর্য্যমাণ মহাবাক্য হইতে তাঁহারই অবিদ্যাধ্বংসি অপরোক্ষ নিশ্চল ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয়। "ধ্যানেনৈকাগ্র্যমাপন্নে চিত্তে বিদ্যা স্থিরীভবেৎ" (পঞ্চদশী ১৫।৩০) ; "প্রথমতঃ এব শব্দাৎ উৎপন্নম্ অপরোক্ষজ্ঞানং প্রতিবন্ধাপায়ে পশ্চাৎ নিশ্চলং ভবতি", "ততঃ শব্দজনিতাপরোক্ষজ্ঞানং নিশ্চলং প্রতিতিষ্ঠতি" (বিঃ প্রঃ সং, বসুমতী, ২।২২৮ পৃঃ), ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রতিপাদিত এই স্থিরা বিদ্যা, অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি", ইত্যাকারা অচঞ্চলা বৃত্তি অবিদ্যাকে নিঃশেষে ধ্বংস করে। অতএব মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যর্থ নহে, পরন্ত সার্থক, ইহাই সিদ্ধ হয়।

[স্মর্য্যমাণ মহাবাক্য হইতে জ্ঞানোৎপত্তি অঙ্গীকারের হেতু।]

"**স্মর্য্যমাণ মহাবাক্য** হইতে অপরোক্ষ নিশ্চল ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয়", ইহার তাৎপর্য্য এই—অন্যান্য মানসবৃত্তির ন্যায় ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তিও তৃতীয়ক্ষণনাশ্য ; সেইহেতু প্রথম তত্ত্বমসি শ্রবণকালে প্রতিবন্ধযুক্ত ; কিন্তু পদপদার্থাভিজ্ঞ পুরুষের যে ব্রহ্মাত্মাকারাবৃত্তি উদিত হয়, তাহাই প্রতিবন্ধনিবৃত্তি ও অবিদ্যাধ্বংসকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করে, ইহা অঙ্গীকার করা যায় না। তৎকালে পুনঃ ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তির উদয় আবশ্যক। তাহা কিপ্রকারে উৎপন্ন হইবে ? বলিতেছি - যদি তৎকালে সাধকের পুনঃ মহাবাক্যশ্রবণের সুযোগ হয়, উত্তম। অন্যথা স্মর্য্যমাণ মহাবাক্য হইতেই তাহা হইবে। শব্দ বাক্যার্থজ্ঞানের কারণ নহে, কিন্তু শব্দজ্ঞানই তাহার কারণ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রবণকালে সাধকের শব্দজ্ঞানজন্য সংস্কারের উৎপত্তি হয়। পরবর্ত্তিকালে প্রতিবন্ধসকলের নিবৃত্তি হইলে সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া সাধকের তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের স্মৃতি সম্পাদন করে ; সেই স্মৃতিই হয় সেই সাধকের ব্রহ্মাত্মবিষয়ক নিশ্চল অপরোক্ষজ্ঞানের হেতু, যে জ্ঞান অবিদ্যাকে ধ্বংস করে। আচার্য্যপাদগণ তাহাই বলেন, যথা—"নিত্যমুক্তত্ত্ববিজ্ঞানং বাক্যাদ্ভবতি নান্যতঃ। বাক্যার্থস্যাপি বিজ্ঞানং পদার্থস্মৃতিপূর্ব্বকম্"। "অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং পদার্থঃ স্মর্য্যতে ধ্রুবম্"। (নৈঃ সিঃ ৪।৩১-৩২, উপদেশসাহস্রী ১৮।১৯০-৯১ দ্রঃ) ইত্যাদি।

ভাবদীপিকা [শব্দাপরোক্ষবাদ]

[নিশ্চল বৃত্তি শব্দের তাৎপর্য্য, তাহা কোন্ ক্ষণে অবিদ্যাকে ধ্বংস করে।]

প্রশ্ন হয়—ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তি কতক্ষণ স্থায়ী হইলে নিশ্চল ও অবিদ্যাধ্বংসী হয়? **উত্তর** এই—এই বিষয়ে দুইপ্রকার অভিমত আছে। **এক পক্ষ** বলেন—যে জ্ঞান অবিদ্যাকে ধ্বংস করিবে, তাহা বায়ুশূন্য গৃহে নিশ্চল দীপশিখার ন্যায় নিশ্চলরূপেই উৎপন্ন হয় এবং স্বোৎপত্তিক্ষণেই অবিদ্যাকে ধ্বংস করে। জ্ঞান (—ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তি) প্রথমতঃ চঞ্চলরূপে উৎপন্ন হইল, পরে নিশ্চল হইল, তৃতীয়ক্ষণনাশ্য হওয়ায় এইপ্রকার পরিস্থিতি সম্ভব নহে। **অপর পক্ষ** বলেন- স্বোৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষণে তাহা অবিদ্যাকে ধ্বংস করে (ন্যায়রত্নাবলী, চৌখাম্বা, ২৮২ পৃ: ; সং শারীরক ৪।২৪-২৫), এইহেতু সেই ক্ষণেই তাহা নিশ্চল হয়, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। ইঁহাদের অভিপ্রায় এই—কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্ব ক্ষণে কারণের স্থিতি আবশ্যক, অন্যথা কার্য্যকারণভাবই বিঘটিত হইয়া পড়ে। আর 'জায়তে' 'অস্তি' 'বর্দ্ধতে', এই ভাবেই বস্তুর পরিণাম হয়, ইহাই বস্তুর স্বভাব। অতএব দ্বিতীয় ক্ষণের পূর্ব্বে জ্ঞানের অস্তিত্বই সিদ্ধ না হওয়ায়, দ্বিতীয় ক্ষণেই তাহা অবিদ্যাকে ধ্বংস করে, সুতরাং সেই ক্ষণেই নিশ্চল হয়, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। তদুত্তরে প্রথম পক্ষাবলম্বিগণ বলেন—এইপ্রকার অঙ্গীকারে প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, তৃতীয় ক্ষণে নিশ্চলতা এবং চতুর্থ ক্ষণে অবিদ্যানাশ, এইপ্রকার স্বীকার করিতে হইবে, দ্বিতীয়ক্ষণে নহে। আর ধারাবাহিক বৃত্তিস্থলে যে ক্ষণে জ্ঞান নিশ্চল হয়, সেই ক্ষণে অবিদ্যা থাকে, অথবা থাকে না? দ্বিতীয় পক্ষ সঙ্গত নহে; কারণ অবিদ্যা না থাকিলে জ্ঞান কাহাকে ধ্বংস করিবে? প্রথম পক্ষে—জ্ঞান ও অজ্ঞান একত্র বর্ত্তমান থাকিলেও সেই জ্ঞান যখন অজ্ঞানকে ধ্বংস করিতে পারে না, তখন পরবর্ত্তী ক্ষণে পারিবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? অতএব বায়ুশূন্য গৃহে নিশ্চল দীপশিখার ন্যায় স্বোৎপত্তিক্ষণেই জ্ঞান অবিদ্যাকে ধ্বংস করে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। "আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং যৎকালং তৎকালে এব তদ্বিষয়াজ্ঞানতিরোভাবঃ" (বৃঃ ১।৪।১০ ভাষ্য), "যদৈব আত্মপ্রতিপাদকবাক্যশ্রবণাৎ আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানম্ উৎপদ্যতে, তদৈব তদুৎপদ্যমানং তদ্বিষয়ং মিথ্যাজ্ঞানং নিবর্ত্তয়দেব উৎপদ্যতে" (বৃঃ ১।৪।৭ ভাষ্য), "প্রমাণব্যাপারসমকালৈব আত্মনি...অনর্থনিবৃত্তিঃ", "জ্ঞানস্য দ্বৈতনিবৃত্তিক্ষণব্যতিরেকেণ ক্ষণান্তরানবস্থানাৎ" (মাণ্ডুক্য ৭ ভাষ্য), ইত্যাদি আচার্য্যপাদবচন হইতে এইপ্রকার পরিস্থিতিই অবগত হওয়া যায়। বস্তুতঃ নিশ্চল বৃত্তি স্বোৎপত্তিক্ষণেই অবিদ্যাকে ধ্বংস করে কি না, করিলে তাহাদের কার্য্যকারণভাব ব্যাহত হয় কি না, এইপ্রকার সংশয় থাকিয়াই যায়। অবিদ্যাধ্বংসের ক্ষণবিষয়ে শ্রুতি নির্ব্বাক্, অন্ততঃ তাদৃশ শ্রুতিবাক্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দেশকালাতীত ব্রহ্মে সমাধিলীন সাধকের পক্ষে তাহা জানা সম্ভব নহে, ইত্যাদি এই সকল হেতুবশতঃ আচার্য্যপাদ বলিয়াছেন—"যঃ এব অবিদ্যাদিদোষনিবৃত্তিফলকৃৎপ্রত্যয়ঃ, আদ্যঃ অন্ত্যঃ সন্ততঃ অসন্ততঃ বা, সঃ এব বিদ্যা ইতি" (বৃঃ ১।৪।১০ ভাষ্য)। সুতরাং যে ক্ষণে জ্ঞান অবিদ্যাকে ধ্বংস করিবে, তাহা উৎপত্তি ক্ষণই হউক্, অথবা পরবর্ত্তী কোন ক্ষণই হউক্, সেই ক্ষণোপলক্ষিত তাহা বিদ্যাশব্দবাচ্য, ইহাই নিশ্চিত হয়।

[ভগবৎকৃপাই বিদ্যাহেতু]

স্মরণ রাখিতে হইবে—এই বিদ্যা ঈশ্বরকৃপালব্ধা, "তদনুগ্রহহেতুকেনৈব বিজ্ঞানেন মোক্ষ-

ভাবদীপিকা [শব্দাপরোক্ষবাদ]

সিদ্ধিঃ" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪ ভাষ্য)। "ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসাম্ অদ্বৈতবাসনা" (অবধূতগীতা ১।১) ইত্যাদি শাস্ত্র তাহাই বলেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"যেমন মনিব চাকরকে ভালবেসে বল্‌ছে 'আয় আয় কাছে বোস্, আমিও যা তুইও তা" (কথামৃত ৪।২৩।৮।২৬৮), ইত্যাদি। "মামাশ্রিত্য যতন্তি যে" (গীতা ৭।২৯), যাঁহারা শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়া এই বিজ্ঞানলাভে তীব্র প্রযত্ন করেন, ভগবৎকৃপাতে তাঁহারা ইহা লাভ করিতে সমর্থ। ভগবতী শ্রুতিও তাহাই বলেন—"যস্য দেবে পরা ভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"। (শ্বেঃ ৬।২৩), ইত্যাদি।

[শব্দাপরোক্ষবাদে শ্রুতিবিরোধ পরিহার।]

কিন্তু শব্দ হইতে যদি জ্ঞানোৎপত্তি অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে "যদ্বাচা অনভ্যুদিতম্" (কেন ১।৫), "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" (তৈঃ ২।৯), ইত্যাদি শ্রুতি ব্যর্থ হইয়া পড়েন। সুতরাং বাণী, অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের 'করণ' কিপ্রকারে হইবে? তদুত্তরে শব্দাপরোক্ষবাদী বলেন—শব্দের শক্তিবৃত্তিবলে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয় না, ইহাই উক্ত বাক্যসকলের তাৎপর্য্য। বস্তুতঃ শব্দের লক্ষণাবৃত্তিবলে 'তৎ' ও 'ত্বং' পদার্থের শোধন (—শুদ্ধস্বরূপের জ্ঞান) হয়, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। শব্দাপরোক্ষস্থলেও মনের একাগ্রতা আবশ্যক, সুতরাং "মনসা এব অনুদ্রষ্টব্যম্" (বৃঃ ৪।৪।১৯), ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হয় না, ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে।

[শব্দাপরোক্ষবাদের দ্বিতীয় প্রক্রিয়া]

উপরে যাহা বর্ণিত হইল, ইহাই শব্দাপরোক্ষবাদ বিষয়ে প্রায় সর্ব্বসম্মত মতবাদ। কিন্তু বিবরণাচার্য্যের এতদ্বিষয়ক অন্য একটী প্রক্রিয়াও বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। এই মতে তত্ত্বমস্যাদি শব্দ হইতে প্রথমতঃ ব্রহ্মাত্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হয়, পরে প্রতিবন্ধক্ষয়ে তদ্বিষয়ক অবিদ্যাধ্বংসি অপরোক্ষজ্ঞানের উদয় হয়। ১।২০৭ পৃষ্ঠাতে এই দ্বিতীয় মতবাদই আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি। বিস্তৃত আকরে দ্রষ্টব্য।

[অপর দুইটী খণ্ডনীয় মতবাদের পরিচয়।]

প্রসঙ্গতঃ এতদ্বিষয়ক আরও দুইটী মতবাদ প্রদর্শিত হইতেছে—১। আচার্য্য ব্রহ্মদত্ত বলেন—বেদান্তবাক্যজন্য "অহং ব্রহ্মাস্মি", এই জ্ঞান স্বোৎপত্তিক্ষণেই অজ্ঞানকে ধ্বংস করিতে পারে না; পরন্তু দীর্ঘকাল প্রত্যহ নিরন্তরভাবে তদ্বিষয়ক প্রসংখ্যান (—পুনঃ পুনঃ চিন্তন, নিদিধ্যাসন) করিলে তাহার পরিপকাবস্থাতে অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। সুতরাং নিদিধ্যাসনই অজ্ঞানধ্বংসের 'করণ', ইত্যাদি। এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—নিদিধ্যাসন একপ্রকার মানসী ক্রিয়া, ক্রিয়ার দ্বারা অজ্ঞানের নাশ সম্ভব নহে, কিন্তু জ্ঞানদ্বারাই তাহা সম্ভব। ক্রিয়াদ্বারা অজ্ঞানধ্বংস ও মোক্ষ অঙ্গীকার করিলে মোক্ষ অনিত্য হইয়া পড়িবে, কারণ যাহা ক্রিয়াজন্য, তাহা অনিত্য, যথা 'ঘট'। শ্রুতিও বলেন—"নাস্তি অকৃতঃ কৃতেন" (মুঃ ১।২।১২)। অনাদিকালপ্রবৃত্ত সংসারদুঃখ যদি স্বল্পকালস্থায়ী নিদিধ্যাসনবলে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে স্বল্পকালস্থায়ী নিদিধ্যাসনজন্য অজ্ঞানধ্বংস ও মোক্ষরূপ ফল স্থায়ী হইবে, এই বিষয়ে নিশ্চয়তা কি? ইত্যাদি।

২। আচার্য্য মণ্ডন মিশ্র বলেন—"তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যজনিত 'অহং ব্রহ্মাস্মি', এই জ্ঞান বিশেষ্য-বিশেষণভাবাবগাহী সংসর্গাত্মক পরোক্ষজ্ঞানমাত্র হওয়ায় অখণ্ডৈকরস স্বগতাদিভেদশূন্য ব্রহ্মবস্তুকে বিষয় করিতে পারে না। সেই জ্ঞানকে গঙ্গাস্রোতের ন্যায় নিরন্তর

২। আত্মত্বোপাসনাধিকরণম্। [৩ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার উপাসনা ও নিদিধ্যাসনাদি সাধনানুষ্ঠানকালে ব্রহ্ম স্বাভিন্নরূপে চিন্তনীয়।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে শ্রবণাদির ও উপাসনার আবৃত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই আবৃত্তিকালে, অর্থাৎ নিদিধ্যাসন ও উপাসনাকালে নিজেকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নভাবে নিদিধ্যাসন ও উপাসনা (৩।৪২৮, ৩।৫৪২ পৃঃ) করিতে হইবে, অথবা বিভিন্নভাবে, ইহা বিচারিত হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **উপজীব্য-উপজীবক-ভাব সঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাবোধক "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম" (মা ২), "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭), ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সহিত প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিরোধপরিহারাত্মক এই অধিকরণ যদিও অবিরোধাখ্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে সঙ্গত, তথাপি সমাধি অভ্যাসের উপযোগী অন্তরঙ্গ সাধন হয় বলিয়া সাধনের আবৃত্তিবিষয়ক বিচারপ্রসঙ্গে এই পাদে ইহার সন্নিবেশ সঙ্গত হওয়ায় এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ভাবদীপিকা [খণ্ডনীয় মতবাদ]

অভ্যাস (—নিদিধ্যাসন) করিলে ভেদসংসর্গানবগাহী অখণ্ডৈকরস "অহং ব্রহ্মাস্মি", ইত্যাকার অপরোক্ষ জ্ঞানান্তরের উৎপত্তি হয়, তাহাই অজ্ঞানতিমিরকে নিঃশেষে ধ্বংস করে", ইত্যাদি। এইরূপে এই মতে নিদিধ্যাসন হইতে উৎপন্ন "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞানান্তরই অজ্ঞান ধ্বংসের **"করণ"**। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—নিদিধ্যাসন হইতে যে অজ্ঞানধ্বংসি জ্ঞানান্তরের উৎপত্তি হয়, তাহা প্রমা, অথবা অপ্রমা? দ্বিতীয় পক্ষ সঙ্গত নহে, কারণ অপ্রমার (-ভ্রমজ্ঞানের) দ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হইতে পারে না। প্রথম পক্ষও সম্ভব নহে, কারণ যাহা প্রমাণজন্য নহে, তাহা প্রমাজ্ঞান নহে। নিদিধ্যাসন নামক কোন প্রমাণ কোন মতবাদেই স্বীকৃত হয় না। অতএব অপ্রমাণভূত যে নিদিধ্যাসন, তজ্জন্য হওয়ায় সেই অপ্রমাভূত জ্ঞানান্তর অজ্ঞানকে ধ্বংস করিতে পারে না। **শঙ্কা**—কিন্তু নিদিধ্যাসন শব্দপ্রমাণাবলম্বী হওয়ায় তজ্জন্য জ্ঞান প্রমাণজন্য না হইলেও প্রমাই হইবে, যেমন সম্বাদী ভ্রমস্থলে * হয়। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—এইপ্রকার যুক্তি অগতির গতি। ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের শব্দকরণতা শ্রুতি ও যুক্তিসিদ্ধ হওয়ায় কচিৎ দৃষ্ট লৌকিক দৃষ্টান্তবলে অপ্রমাণোত্থ জ্ঞানকে প্রমারূপে অঙ্গীকার করা যায় না; তাহা করিলে প্রমাণ ও প্রমাবিষয়ক যাবতীয় ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে। আর নিবৃত্তপ্রতিবন্ধ অধিকারীর মহাবাক্যশ্রবণমাত্রেই অজ্ঞানধ্বংসি ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তি হয়, ইহা বামদেবাদিতে (ঐতঃ ২।১।৫, বৃঃ ১।৪।১০) দৃষ্টসিদ্ধ; তখন নিদিধ্যাসনের অবকাশই থাকে না। অতএব অপ্রমাণভূত নিদিধ্যাসনোত্থ অপ্রমাত্মক জ্ঞানান্তরকে অজ্ঞানের নাশকরূপে অঙ্গীকার করা যায় না, ইত্যাদি। বিস্তৃত নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি †, চন্দ্রিকা ১।৬৭, ৩।৯,৮৬, ৯২, ৯৩, ইত্যাদি স্থলে দ্রষ্টব্য। (উদ্ধৃত আকরসমূহ অবলম্বনে এই যোজনা আমাদের)। আবৃত্ত্যধিকরণ সমাপ্ত।

* ভ্রমবশতঃ প্রবৃত্ত হইলেও যেখানে সত্য বস্তু লব্ধ হয়, তাদৃশ যে ভ্রম, তাহাকে বলে সম্বাদী ভ্রম। যেমন মণিপ্রভাতে মণিবুদ্ধিরূপ ভ্রমবশতঃ মণিগ্রহণে আগত ব্যক্তির যথার্থ মণির প্রাপ্তি হয় (পঞ্চদশী ৯২), তদ্রূপ।

† আচার্য্য মণ্ডন মিশ্রই যদি নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিকার সুরেশ্বরাচার্য্য হন, তাহা হইলে আচার্য্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি স্বীয় পূর্ব্ব মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাই প্রতিভাত হয়।

ন্যায়মালা

জ্ঞাত্রা স্বান্যতয়া ব্রহ্ম গ্রাহ্যমাত্মতয়াঽথবা।
অন্যত্বেন বিজানীয়াদ্ দুঃখ্যদুঃখিবিরোধতঃ ॥
ঔপাধিকো বিরোধোঽত আত্মত্বেনৈব গৃহ্যতাম্।
গৃহ্ণন্ত্যেবং মহাবাক্যৈঃ স্বশিষ্যান্ গ্রাহয়ন্তি চ ॥

অন্বয়—ব্রহ্ম জ্ঞাত্রা স্বান্যতয়া গ্রাহ্যম্, অথবা আত্মতয়া? দুঃখ্যদুঃখিবিরোধতঃ অন্যত্বেন বিজানীয়াৎ। বিরোধঃ ঔপাধিকঃ, অতঃ আত্মত্বেন এব গৃহ্যতাম্। মহাবাক্যৈঃ এবং গৃহ্ণন্তি, স্বশিষ্যান্ গ্রাহয়ন্তি চ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[নির্বিশেষবিদ্যাসু সবিশেষবিদ্যাসু চ প্রত্যয়াবৃত্তিঃ অত্র বিষয়ঃ। জীব-ব্রহ্মণোঃ ভেদাভেদপ্রসিদ্ধেঃ তত্ত্বজ্ঞানার্থং ধ্যানাবৃত্তিকালে কিম্ 'অহং ব্রহ্ম' ইতি ধ্যাতব্যম্, উত 'মৎস্বামী ঈশ্বরঃ', ইতি ঐক্যভেদজ্ঞানাভ্যাম্ ভবতি সংশয়ঃ—ধ্যানকালে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যং] ব্রহ্ম জ্ঞাত্রা [জীবেন] স্বান্যতয়া গ্রাহ্যম্, অথবা আত্মতয়া ?

পূর্ব্বপক্ষ—[জীবব্রহ্মণোঃ] দুঃখ্যদুঃখিবিরোধতঃ [জীবাৎ ব্রহ্ম] অন্যত্বেন বিজানীয়াৎ।

সিদ্ধান্ত—[বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপস্যৈব সতঃ জীবস্য অন্তঃকরণোপাধিকৃতঃ দুঃখিত্বাদিধর্ম্মঃ ইতি দ্বিতীয়পাদে জীববিচারে প্রপঞ্চিতম্। তস্মাৎ জীবব্রহ্মণোঃ] বিরোধঃ ঔপাধিকঃ, অতঃ [বাস্তববিরোধাভাবাৎ] আত্মত্বেন এব [ব্রহ্ম] গৃহ্যতাম্। [অতএব "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০), অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম" (মাঃ ২), "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐতঃ ৩।৫।৩) ইত্যাদি] মহাবাক্যৈঃ [তত্ত্ববিদঃ] এবম্ [আত্মত্বেন ব্রহ্ম] গৃহ্ণন্তি, তথা ["তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদি-মহাবাক্যৈঃ] স্বশিষ্যান্ গ্রাহয়ন্তি চ।

অনুবাদ

সংশয়—[নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা ও সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে প্রত্যয়াবৃত্তি (—নিদিধ্যাসন ও উপাসনা) এখানে বিষয়। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে বিভিন্নতা ও অভিন্নতার প্রসিদ্ধি থাকায় তত্ত্বজ্ঞানের জন্য ধ্যানের আবৃত্তিকালে কি 'আমি ব্রহ্ম', এই প্রকারে ধ্যান করিতে হইবে, অথবা ঈশ্বর আমার প্রভু', এইপ্রকারে ধ্যান করিতে হইবে, এইরূপে অভিন্নতা ও বিভিন্নতা-বিষয়ক জ্ঞান হয় বলিয়া সংশয় হয়—ধ্যানকালে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য] ব্রহ্ম কি জ্ঞাতা জীবকর্ত্তৃক স্বভিন্নরূপে গ্রহণীয়, অথবা নিজের আত্মরূপে ?

পূর্ব্বপক্ষ—[জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে] দুঃখিত্ব ও অদুঃখিত্বরূপ বিরোধ থাকায় [জীব হইতে ব্রহ্মকে] ভিন্নরূপে অবগত হইতে হইবে।

সিদ্ধান্ত—[জীব বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও দুঃখিত্বাদি ধর্ম্ম জীবের অন্তঃকরণরূপ উপাধিকৃত, ইহা দ্বিতীয়পাদে (—২ অঃ ৩ পাদে) জীববিষয়ক বিচারে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সেইহেতু জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে দুঃখিত্ব ও অদুঃখিত্বরূপ] বিরোধ উপাধিকৃত, এইহেতু [বাস্তব বিরোধ না থাকায় ব্রহ্মকে] আত্মরূপেই গ্রহণ করুন। [এইহেতুবশতঃই "আমি ব্রহ্মস্বরূপ". "এই আত্মাই ব্রহ্ম","প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম", ইত্যাদি] মহাবাক্যসকলের দ্বারা [তত্ত্ববিদ্গণ] এইপ্রকারে [আত্মরূপে ব্রহ্মকে] গ্রহণ করেন, আবার ["তুমি তৎস্বরূপ". ইত্যাদি মহাবাক্য-সকলের দ্বারা] স্বশিষ্যগণকেও গ্রহণ করান।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাবোধক বাক্যসকল গৌণার্থক। সিদ্ধান্তে—তাহারা মুখ্যার্থ প্রতিপাদক।

আত্মেতিতূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥৪।১।৩॥

পদচ্ছেদ—আত্মা, ইতি, তু, উপগচ্ছন্তি, গ্রাহয়ন্তি, চ।

সূত্রার্থ—[শ্রবণাদ্যাবৃত্তিকালে ব্রহ্ম প্রত্যক্ত্বেন ধ্যাতব্যম্, উত ভিন্নত্বেন ইতি বিশয়ে 'নাহম্ ঈশ্বরঃ' ইতি প্রত্যক্ষবিরোধাৎ ভিন্নত্বেন ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তুশব্দঃ**—জীবব্রহ্মণোঃ অন্যত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি। [ব্রহ্ম] **আত্মা ইতি**—আত্মা ইতি এবংরূপেণ [ধ্যাতব্যম্। তথাহি জাবালাঃ আত্মত্বেন ব্রহ্ম] **উপগচ্ছন্তি**—অভ্যুপগচ্ছন্তি, [যথা "ত্বং বৈ অহম্ অস্মি ভগবো দেবতে অহং বৈ ত্বমসি" (বরাহোপনিষৎ ২।৩৪) ইতি। তথা "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদিবাক্যানি ব্রহ্ম আত্মত্বেন] **গ্রাহয়ন্তি**—বোধয়ন্তি।

অনুবাদ—[শ্রবণাদির আবৃত্তিকালে ব্রহ্মকে কি প্রত্যগ্‌রূপে (—সাক্ষিচৈতন্যাভিন্নরূপে) ধ্যান করিতে হইবে, অথবা ভিন্নরূপে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে 'আমি ঈশ্বর নহি', এই প্রত্যক্ষজ্ঞানের সহিত বিরোধ হওয়ায় ভিন্নরূপে ধ্যান করিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তুশব্দটী**—জীব ও ব্রহ্মের বিভিন্নতাকে নিষেধ করিতেছে। [ব্রহ্মকে] **আত্মা ইতি**—'আত্মা' এইরূপে [ধ্যান করিতে হইবে। যেমন দেখ, জাবালশাখাধ্যায়িগণ আত্মরূপে ব্রহ্মকে] **উপগচ্ছন্তি**—অঙ্গীকার করিতেছেন। [যথা—"হে পূজনীয় দেবতা, তুমি নিশ্চয়ই আমি এবং আমি নিশ্চয়ই তুমি", ইত্যাদি। এইরূপে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যসকল ব্রহ্মকে আত্মরূপে] **গ্রাহয়ন্তি**—বোধ করাইতেছে

শাঙ্করভাষ্যম্

যঃ শাস্ত্রোক্তবিশেষণঃ পরমাত্মা, সঃ কিম্ অহম্ ইতি গ্রহীতব্যঃ, কিংবা মদন্যঃ ইতি এতৎ বিচারয়তি।১ কথং পুনঃ আত্মশব্দে প্রত্যগাত্মবিষয়ে শ্রূয়মাণে সংশয়ঃ ইতি।২ উচ্যতে—অয়ম্ আত্মশব্দঃ মুখ্যঃ শক্যতে অভ্যুপগন্তুং সতি জীবেশ্বরয়োঃ অভে-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়। অধিকরণারম্ভে শঙ্কা। পূঃ—উপাসনা ও নিদিধ্যাসনকালে পরমেশ্বর স্বভিন্নরূপে চিন্তনীয়।]

শাস্ত্রোক্ত [অপহতপাপ্মত্বাদি (ছাঃ ৮।১।৫) এবং অস্থূলত্বাদি (বৃঃ ৩।৮।৮) বিশেষণযুক্ত যে পরমাত্মা, তিনি কি [ধ্যানকালে] 'আমি' এইরূপে গ্রহণীয়, কিম্বা 'আমা হইতে ভিন্ন', এইরূপে গ্রহণীয়, ইত্যাদি ইহা বিচার করিতেছেন।১ [কিন্তু "শব্দাদেব প্রমিতঃ" (১।৩।২৪) ইত্যাদি অধিকরণে "সঃ আত্মা তত্ত্বমসি", ইত্যাদি অভিন্নতাজ্ঞাপক শ্রুতিবাক্যের বলে ঐক্য নির্ণীত হওয়ায়] আত্মশব্দ প্রত্যগাত্মবিষয়করূপে (—পরমাত্মার প্রতিপাদকরূপে) শ্রূয়মাণ হইলেও পুনরায় সংশয় কিপ্রকারে হইতেছে ? [অতএব এই অধিকরণ আরব্ধ হইতে পারে না।২ তদুত্তরে বলিতেছেন—] কথিত হইতেছে—জীব ও ঈশ্বরের অভিন্নতা সম্ভব হইলে এই আত্মশব্দকে মুখ্যরূপে (—পরমাত্মবাচকরূপে) অঙ্গীকার করিতে পারা যায়,

শাঙ্করভাষ্যম্

দসম্ভবে, ইতরথা তু গৌণঃ অয়ম্ অভ্যুপগন্তব্যঃ ইতি মন্যতে।৩ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৪ 'ন অহম্' ইতি গ্রাহ্যঃ।৫ ন হি অপহতপাপ্মত্বাদিগুণঃ বিপরীতগুণত্বেন শক্যতে গ্রহীতুং, বিপরীতগুণঃ বা অপহতপাপ্মত্বাদিগুণত্বেন।৬ অপহতপাপ্মত্বাদিগুণশ্চ

ভাষ্যানুবাদ

কিন্তু তাহা সম্ভব না হইলে ইহাকে গৌণরূপে (—শরীরাদির বাচকরূপে) অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইহা [কেহ কেহ] মনে করেন।৩ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?৪ [পূর্বপক্ষ—] 'আমি [পরমাত্মা] নহি', এইপ্রকারে গ্রহণ করিতে হইবে (১)।৫ দেখ, যিনি পাপরাহিত্যাদিগুণযুক্ত, তিনি [জীবোচিত পাপযুক্তত্বাদি] বিপরীত গুণযুক্তরূপে কদাপি গৃহীত হইতে পারেন না; অথবা যিনি (—যে জীব,

ভাবদীপিকা [অদ্বৈতবাদে নানা দোষ]

(১) অভিপ্রায় এই—১। আত্মশব্দের পরমাত্মরূপ মুখ্য অর্থ সিদ্ধ হইলে জীবের সহিত তাঁহার অভিন্নতা সিদ্ধ হয় এবং জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা সিদ্ধ হইলে আত্মশব্দের মুখ্যার্থতা সিদ্ধ হয়, এইপ্রকার অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া "সঃ আত্মা তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিস্থ আত্মশব্দের মুখ্যার্থতা নির্ণয় করা যায় না। ২। "দ্বা সুপর্ণা" (মুঃ ৩।১।১) ইত্যাদি শ্রুতির এবং জীবের "আমি ব্রহ্ম নহি", এই প্রত্যক্ষ অনুভবের বিরোধবশতঃ জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা নির্ণয় করা যায় না। ৩। জীব সচ্চিদানন্দব্রহ্মস্বরূপ হইলে তাহার তদাত্মকতা সদাই প্রতীয়মান হইত, তাহা কিন্তু হয় না। ৪। যদি বলা হয়—জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও মায়াবৃত হওয়ায় উক্তরূপে নিজেকে জানিতে পারে না। তদুত্তরে বলিব—তোমাদের মতে জীব তো ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং ব্রহ্মকেই মায়াবৃতরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ব্রহ্মাভিন্ন জীব আর নিজেকে 'এই আমি আছি', এইপ্রকারে স্বয়ংপ্রকাশরূপে অনুভবই করিতে পারিবে না। তাহা কিন্তু সে করিয়া থাকে। তাহা কিপ্রকারে সম্ভব? ৫। যদি বলা হয়—মায়াবৃত হইলেও ব্রহ্ম উক্তরূপে ভাসমান হন। তদুত্তরে বলিব—তাহা হইলে তাঁহার স্বপ্রকাশানন্দরূপতাই বা ভাসমান হয় না কেন? ৬। আর যদি তাঁহাকে মায়াবৃতরূপেই অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাতে অধ্যারোপিতা মায়া তাঁহাকে আবৃত করিয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু শুক্তিকাতে রজতাধ্যারোপস্থলে অধিষ্ঠানরূপে শুক্তিকানিষ্ঠ ইদন্তার অবভাসের ন্যায় অধিষ্ঠান ব্রহ্মবস্তুর কথঞ্চিৎ অবভাস ব্যতিরেকে তাঁহাতে মায়ার অধ্যারোপ কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? ৭। আবার স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মবস্তুতে যদি অবিদ্যার অধ্যারোপই অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মবস্তুই অবিদ্যার ধারক ও বাহক, অর্থাৎ সত্তা ও স্ফূর্তি প্রদায়ক হওয়ায় সেই অবিদ্যারূপ আবরণের অপসারক আর কিছু থাকে না; ফলে অবিদ্যা অপসৃত হইলে "জীবের ব্রহ্মস্বরূপতার অভিব্যক্তি হয়", এই যে তোমাদের সিদ্ধান্ত, তাহার আত্যন্তিক হানি হইয়া পড়ে। এইপ্রকারে শ্রুতি অনুভব ও যুক্তির বিরোধ হইয়া পড়ে বলিয়া ব্রহ্ম হইতে জীবকে ভিন্নরূপেই অঙ্গীকার করিতে হইবে। ফলে আত্মশব্দের পরমাত্মরূপ মুখ্যার্থের গ্রহণ অসম্ভব হইয়া পড়ে বলিয়া তদবলম্বনে বিচার আরব্ধ হইতে পারে না। এইপ্রকার অধিক সংশয় নিরাকরণের জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

পরমেশ্বরঃ, তদ্বিপরীতগুণস্তু শারীরঃ।৭ ঈশ্বরস্য চ সংসার্য্যাত্মত্বে ঈশ্বরাভাবপ্রসঙ্গঃ।৮ ততঃ শাস্ত্রানর্থক্যম্।৯ সংসারিণঃ অপি ঈশ্বরাত্মত্বে অধিকার্য্যভাবাৎ শাস্ত্রানর্থক্যম্ এব।১০ প্রত্যক্ষাদিবিরোধশ্চ।১১ অন্যত্বেঽপি তাদাত্ম্যদর্শনং শাস্ত্রাৎ কর্ত্তব্যং প্রতিমাদিষু ইব বিষ্ণ্বাদিদর্শনম্ ইতি চেৎ?১২ কামম্ এবং ভবতু, ন তু সংসারিণঃ মুখ্যঃ আত্মা ঈশ্বরঃ ইতি এতৎ নঃ প্রাপয়িতব্যম্।১৩ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—আত্মা ইতি এব পরমেশ্বরঃ প্রতিপত্তব্যঃ।১৪ তথাহি পরমেশ্বরপ্রক্রিয়ায়াং জাবালাঃ আত্মত্বেন এব এতম্ উপগচ্ছন্তি—"ত্বং বৈ অহম্ অস্মি ভগবো দেবতে অহং বৈ ত্বমসি ভগবো দেবতে" (বরাহোপ: ২।৩৪) ইতি।১৫ তথা অন্যে অপি "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০) ইতি এবমাদয়ঃ আত্মত্বোপগমাঃ দ্রষ্ট-

ভাষ্যানুবাদ

পাপযুক্তত্বাদি] বিপরীত গুণযুক্ত, তিনি [ঈশ্বরোচিত] পাপরাহিত্যাদি গুণযুক্তরূপে গৃহীত হইতে পারেন না।৬ আর পরমেশ্বর পাপরাহিত্যাদিগুণযুক্ত, জীব কিন্তু তাহার বিপরীত গুণযুক্ত, 'ইহা শ্রুতিতে এবং লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ'।৭ দেখ, ঈশ্বরের জীবাত্মতা হইলে (—ঈশ্বর জীব হইলে) ঈশ্বরের অভাব হইয়া পড়িবে।৮ তাহা হইলে [প্রতিপাদ্যের অভাববশতঃ] শাস্ত্র (—শ্রুতি) অনর্থক হইয়া পড়িবে।৯ আবার জীবেরও ঈশ্বরাত্মতা হইলে (—জীব ঈশ্বর হইলে, স্বর্গাদির প্রার্থী ও মুমুক্ষু] অধিকারীর অভাববশতঃ শাস্ত্রের আনর্থক্যই হইয়া পড়িবে।১০ আর ['আমি দুঃখী ও পাপী' ইত্যাদি প্রকার] প্রত্যক্ষের বিরোধও হইয়া পড়িবে।১১ [পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কা—জীব ও পরমেশ্বর] বিভিন্ন হইলেও শাস্ত্রবলে [তাঁহাদের] তাদাত্ম্যদর্শন (—অভেদচিন্তন) করিতে হইবে, যেমন প্রতিমা প্রভৃতিতে বিষ্ণু প্রভৃতি দৃষ্টি, এইপ্রকার যদি বলা হয়? ১২ [তদুত্তরে পূর্ব্ববাদী বলেন—] এইপ্রকার হয় হউক্, কিন্তু সংসারীর (—জীবের) মুখ্য স্বরূপ ঈশ্বর নহেন, ইহাই আমাদিগের প্রাপ্ত করান উচিত (—ইহাই আমরা প্রতিপাদন করিতেছি।১৩ অতএব নিদিধ্যাসনকালে জীব হইতে ভিন্ন পরমেশ্বরকে জীবাভিন্নরূপে চিন্তা করা উচিত নহে]।

[সিঃ—তাৎপর্য্যবতী শ্রুতির প্রামাণ্যবলে ব্রহ্ম স্বাভিন্নরূপে ধ্যেয়।]

এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—পরমেশ্বরকে 'আত্মা' এইরূপেই (—'আমি' এইরূপেই) অবগত হইতে হইবে।১৪ [সেই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, পরমেশ্বরবোধক প্রক্রিয়াতে জাবালশাখাধ্যায়িগণ "হে পূজনীয় দেবতা, আপনিই আমি; হে পূজনীয় দেবতা, আমিই আপনি", ইত্যাদি এইপ্রকারে ইঁহাকে আত্মরূপেই (—স্বাভিন্নরূপেই) স্বীকার করি-

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্যাঃ।১৬ গ্রাহয়ন্তি চ আত্মত্বেন এব ঈশ্বরং বেদান্তবাক্যানি "এষঃ তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" (বৃঃ ৩.৪.১), "এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ" (বৃঃ ৩।৭।৩) "তৎ সত্যং সঃ আত্মা তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইতি এবমাদীনি।১৭ যদুক্তং প্রতীকদর্শনম্ ইদং বিষ্ণুপ্রতিমান্যায়েন ভবিষ্যতি ইতি; তদযুক্তং গৌণত্বপ্রসঙ্গাৎ বাক্যবৈরূপ্যাৎ চ।১৮ যত্র হি প্রতীকদৃষ্টিঃ অভিপ্রেয়তে, সকৃৎ এব তত্র বচনং ভবতি, যথা—"মনঃ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৮।১), "আদিত্যঃ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৯।১) ইত্যাদি।১৯ ইহ পুনঃ 'ত্বম্ অহম্ অস্মি, অহং চ ত্বমসি' ইতি আহ।২০ অতঃ প্রতীকশ্রুতিবৈরূপ্যাৎ অভেদপ্রতিপত্তিঃ।২১

ভাষ্যানুবাদ

তেছেন।১৫ এইপ্রকারে "আমিই ব্রহ্ম", ইত্যাদি এই অন্যান্য আত্মোপগমসকলকেও (—জীবাভিন্নতাবোধক বাক্যসকলকেও) অবগত হইতে হইবে।১৬ আর "সকলের অভ্যন্তরবর্ত্তী ইনি তোমার আত্মা", "ইনি তোমার অন্তর্যামী আত্মা, ইনি অমৃতস্বরূপ (—সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিত") "তিনিই (—সদাখ্য সেই কারণই) সত্য, তিনিই আত্মা, তিনিই তুমি", ইত্যাদি এই উপনিষদ্বাক্যসকল ঈশ্বরকে আত্মরূপে (—জীবাভিন্নরূপে) গ্রহণ করাইতেছে।১৭

[সিঃ—তদ্বোধক শ্রুতিবাক্যের বিভিন্নতাবশতঃ প্রতীকোপাসনা হইতে অহংগ্রহোপাসনা ভিন্ন।]

আর যে বলা হইয়াছে—বিষ্ণুপ্রতিমান্যায়ে (—প্রতিমাতে বিষ্ণুদৃষ্টির ন্যায়) ইহা (—জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা) প্রতীকদৃষ্টি হইবে, ইত্যাদি; তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু [তাহাতে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাবোধক শ্রুতিবাক্যসকল] গৌণ হইয়া পড়িবে (২) এবং যেহেতু বাক্যের বৈরূপ্য (—বাক্যপ্রয়োগশৈলীর ভেদ) আছে।১৮ [ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] দেখ, যেখানে প্রতীকদৃষ্টি অভিপ্রেত সেই স্থলে [তদ্বোধক] বাক্য একবারমাত্র পঠিত হয়, যেমন "মনই ব্রহ্ম", "আদিত্যই ব্রহ্ম", ইত্যাদি।১৯ এখানে কিন্তু 'আপনিই আমি' এবং 'আমিই আপনি', [শ্রুতি] এইপ্রকারে [একাধিকবার] বলিতেছেন।২০ সেইহেতু প্রতীকবোধক

ভাবদীপিকা

(২) তাৎপর্য্য এই—"তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকল জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতারূপ অপূর্ব্ব (—প্রমাণান্তরাগম্য) বিষয় প্রতিপাদন করে এবং সেই অভিন্নতাজ্ঞানবলে 'এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' (ছাঃ ৬।১।৩) এবং "সর্ব্বম্ অভবৎ" (বৃঃ ১।৪।১০), এইভাবে বর্ণিত 'সর্ব্বাত্মভাবপ্রাপ্তি' ইত্যাদি ফলও লব্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং অপূর্ব্ব এবং সফল বিষয় প্রতি-পাদিত হওয়ায় জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদনেই উক্ত বাক্যসকলের তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়। এই তাৎপর্য্যবান্ বাক্যসকলের গৌণার্থ কল্পনা সঙ্গত নহে। উক্ত তাৎপর্য্যবান্ শ্রুতিবাক্যসকল জীব ও ব্রহ্মের ভিন্নতাপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলের ও তদ্বোধক যুক্তিসকলের বিরোধী হওয়ায় জীব ও ব্রহ্মের ভেদ কল্পিত, তাঁহাদের অভিন্নতাই মুখ্য, ইহাই নির্ণীত হয়

শাঙ্করভাষ্যম্

ভেদদৃষ্ট্যপবাদাৎ চ ।২২ তথাহি—"অথ যঃ অন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে অন্যঃ অসৌ অন্যঃ অহম্ অস্মি ইতি ন স বেদ" (বৃঃ ১।৪।১০), "মৃত্যোঃ সঃ মৃত্যুম্ আপ্নোতি যঃ ইহ নানা ইব পশ্যতি" (বৃঃ৪।৪।১৯), "সর্ব্বং তং পরাদাৎ যঃ অন্যত্র আত্মনঃ সর্ব্বং বেদ" (বৃঃ৪।৫।৭), ইতি এবমাদ্যা ভূয়সী শ্রুতিঃ ভেদদর্শনম্ অপবদতি ।২৩ যত্তু উক্তং ন বিরুদ্ধগুণয়োঃ অন্যোন্যাত্মত্বসম্ভবঃ ইতি ।২৪ নায়ং দোষঃ, বিরুদ্ধগুণতায়াঃ মিথ্যাত্বোপপত্তেঃ ।২৫ যৎ পুনঃ উক্তম্ ঈশ্বরা-ভাবপ্রসঙ্গঃ ইতি ।২৬ তদসৎ, শাস্ত্রপ্রামাণ্যাৎ অনভ্যুপগমাৎ

ভাষ্যানুবাদ

শ্রুতিবাক্য হইতে [অভিন্নতাবোধক শ্রুতিবাক্যের] বৈরূপ্য (—অসাদৃশ্য) থাকায় [জীব ও পরমেশ্বরের] অভিন্নতাজ্ঞান "শ্রুতির প্রতিপাদ্য, ইহা নির্ণীত হয়' ।২১

[সিঃ—ভেদদৃষ্টির নিন্দাশ্রুতিবলে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাই ধ্যেয়।]

আর [জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে [ভেদদৃষ্টির নিন্দা আছে বলিয়াও 'তাঁহাদের অভিন্নতাই শ্রুতির প্রতিপাদ্য' ।২২ যেমন দেখ, "আর উনি (—উপাস্য) আমা হইতে ভিন্ন, আমি উঁহা হইতে ভিন্ন, এইপ্রকারে যিনি অন্য দেবতাকে উপাসনা করেন, তিনি [তত্ত্ব] অবগত নহেন", "যিনি ইঁহাতে [আমি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, পরমাত্মা আমা হইতে ভিন্ন, এইপ্রকারে] নানার ন্যায় দর্শন করেন, তিনি পুনঃ পুনঃ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন", "সকলে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে (—শ্রেয়োমার্গ হইতে বিচ্যুত করে), যিনি সকলকে আত্মা হইতে ভিন্নভাবে অবগত হন", ইত্যাদি এই বহু শ্রুতি [জীব ও ঈশ্বরের] ভেদজ্ঞানকে নিন্দা করিতেছেন।২৩

[সিঃ—জীব ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধ গুণযুক্ততা মিথ্যা, একত্বই সত্য।]

আর যে বলা হইয়াছে—বিরুদ্ধগুণযুক্তদ্বয়ের (—পাপরহিত ঈশ্বর ও পাপযুক্ত জীবের) পরস্পরস্বরূপতা সম্ভব নহে, ইত্যাদি ।২৪ ইহা দোষ নহে, যেহেতু বিরুদ্ধ-গুণবিশিষ্টতার মিথ্যাত্ব যুক্তিসঙ্গত (৩) ।২৫

[সিঃ—ঈশ্বর জীব নহেন, পরন্তু জীবই ঈশ্বর। জীব ও ঈশ্বরের তত্তৎগুণযুক্ততা মিথ্যা।]

আর যে বলা হইয়াছে—[ঈশ্বরই জীব হইলে] ঈশ্বরের অভাব হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি ।২৬ তাহা ঠিক্ নহে, যেহেতু শাস্ত্রের প্রামাণ্য আছে (—শাস্ত্রপ্রামাণ্যবলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য) এবং যেহেতু [বিম্বের প্রতিবিম্বতা (—বিম্ব সত্যই প্রতি-

ভাবদীপিকা

(৩) ভাব এই—বিম্বভূত মুখে মালিন্য না থাকিলেও দর্পণগত মলিনতা যেমন প্রতিবিম্বভূত মুখে প্রতিভাত হয়। তদ্রূপ ব্রহ্মস্বরূপ জীব স্বরূপতঃ পাপরাহিত্যাদিগুণযুক্ত হইলেও অবিদ্যা ও অন্তঃকরণরূপ উপাধিগত পাপাদি মালিন্য ব্রহ্মের প্রতিবিম্বভূত জীবে প্রতিভাত হয়। বস্তুতঃ তাহারা জীবের গুণ নহে, পরন্তু উপাধিগত হওয়ায় মিথ্যা। প্রতিবিম্ববাদে বিম্বভূত ব্রহ্মই উপাধিমধ্যগতরূপে প্রতিভাত হন, ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে (২।৬৩৯ পৃঃ পাদটীকা দ্রঃ)। অতএব জীব ও ব্রহ্মের পারমার্থিক একত্বই সিদ্ধ হয়।

শাঙ্করভাষ্যম

চ।২৭ নহি ঈশ্বরস্য সংসার্য্যাত্মত্বং প্রতিপাদ্যতে ইতি অভ্যুপগচ্ছামঃ।২৮ কিং তর্হি? ২৯ সংসারিণঃ সংসারিত্বাপোহেন ঈশ্বরাত্মত্বং প্রতিপিপাদয়িষিতম্ ইতি।৩০ এবং চ সতি অদ্বৈতেশ্বরস্য অপহতপাপ্মত্বাদিগুণতা, বিপরীতগুণতা তু ইতরস্য মিথ্যা ইতি ব্যবতিষ্ঠতে।৩১ যদপি উক্তম্—অধিকার্য্যভাবঃ প্রত্যক্ষাদি-

ভাষ্যানুবাদ

[৩৬ পৃঃ]

বিম্ব হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা) যেমন অঙ্গীকৃত হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বরের জীবভাব] অঙ্গীকার করা হয় না।২৭ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] ঈশ্বরের জীবাত্মভাব (—ঈশ্বর সত্যই জীব হইয়াছেন, ইহা শ্রুতিতে] প্রতিপাদিত হইতেছে, ইহা আমরা নিশ্চয়ই অঙ্গীকার করিতেছি না।২৮ তবে কি অঙ্গীকার করিতেছ? ২৯ [বলিতেছি—প্রতিবিম্বভূত] জীবের [উপাধিকৃত, সুতরাং মিথ্যা] জীবত্ব নিরাকরণদ্বারা [বিম্বভূত] ঈশ্বরস্বরূপতা [শ্রুতিতে] প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে, ইহা 'আমরা অঙ্গীকার করি'।৩০ আর এইপ্রকার হইলে (—জীবত্ব উপাধিকৃত, সুতরাং মিথ্যা হইলে, বিম্বভূত] দ্বৈতবিবর্জ্জিত ঈশ্বরের পাপরাহিত্যাদি গুণযুক্ততা এবং অপরের (—প্রতিবিম্বভূত জীবের, পাপযুক্তত্বাদি] বিপরীত গুণযুক্ততা মিথ্যা (৪) ইহা নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হয়; [যেহেতু উভয়ের তত্তৎ গুণযুক্ততা পরমার্থতঃ সত্য হইলে তাঁহাদের শ্রুতিপ্রতিপাদ্য অভিন্নতাই সম্ভব হয় না]।৩১

[সিঃ—ব্রহ্মবিজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে জীবের অধিকারিত্ব সিদ্ধি, প্রত্যক্ষাদিরও অবিরোধ।]

আর যে বলা হইয়াছে—[জীব ঈশ্বর হইলে স্বর্গাদিপ্রার্থী ও মুমুক্ষু] অধিকারীর অভাব এবং [আমি দুঃখী ও পাপী ইত্যাদিপ্রকার] প্রত্যক্ষের বিরোধ

ভাবদীপিকা

[প্রতিবিম্ববাদে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বাদিনিরূপণ। আভাসবাদে ও অবচ্ছেদবাদে দোষ।]

(৪) **আশঙ্কা** হয়—তুমি ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও পাপরাহিত্যাদি গুণযুক্ততাকে মিথ্যা বলিতেছ। কিন্তু উক্ত গুণসকলের ঈশ্বরে প্রাপ্তি হয় কিপ্রকারে? **আভাসবাদে** [এবং মতান্তরে **অবচ্ছেদবাদে**, ২।৬৩৮-৩৯ পৃঃ] শুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধান মায়া ঈশ্বরের উপাধি [অবচ্ছেদবাদে—অবচ্ছেদক] হওয়ায় তাঁহাতে উক্ত গুণসকল সম্ভব। কিন্তু **প্রতিবিম্ববাদে** (২।৬৩১ পৃঃ) মায়া বা অজ্ঞানে যে ঈশ্বরচৈতন্যের প্রতিবিম্ব, তাহাই জীব। সুতরাং মায়া জীবেরই উপাধি, ঈশ্বরের নহে। আর উপাধির ইহাই স্বভাব যে, তাহা প্রতিবিম্বপক্ষপাতী, অর্থাৎ নিজের দোষ, বা গুণ প্রতিবিম্বেই প্রতিভাত করায়। সুতরাং যথোচিত গুণযুক্ততা প্রতিবিম্ব জীবেরই সম্ভব, কোন উপাধি না থাকায় ঈশ্বরের নহে। অতএব "অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ হয় না বলিয়া" ঈশ্বরে যাহা বিদ্যমান নাই, তাহার প্রতিষেধ অসঙ্গত। এতদুত্তরে **আচার্য্যগণ** বলেন—"অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নজীবাজ্ঞানবিষয়তয়া আবৃতম্ ইতি ব্যপদেশাৎ" (সিদ্ধান্তবিন্দু, ১ম শ্লোঃ)। ইহার পরিষ্কৃতি প্রসঙ্গে ন্যায়রত্নাবলীকার বলিয়াছেন—"জীবং প্রতি আবরকং যদজ্ঞানং তদ্বিষয়তয়া ব্রহ্মণি আবৃতত্বসম্ভবাৎ" (চৌখাম্বা ২৮২ পৃঃ)। "নহি ঈশ্বরস্য ঈশ্বরত্বং,

ভাবদীপিকা

সত্যকামাদিগুণবৈশিষ্ট্যং চ স্বাবিদ্যাকৃতম্, তস্য নিরঞ্জনত্বাৎ, কিন্তু বদ্ধপুরুষাবিদ্যাকৃতমেব তৎ সর্ব্বমেষ্টব্যম্", (সিদ্ধান্তলেশ, চৌখাম্বা ৫১৬ পৃঃ) ইত্যাদি। ভাব এই—কুহেলিকা চক্ষুকে আবৃত করিয়া যেমন সদা ভাস্বর সূর্য্যকে মালিন্যাদিগুণযুক্তরূপে উপস্থাপিত করে; তদ্রূপ জীবের অজ্ঞানরূপ উপাধিই নিরঞ্জন বিম্বভূত ঈশ্বরচৈতন্যে জগৎকারণতার হেতুভূত উক্ত গুণসকলকে উপস্থাপিত করে। সদা ভাস্বর সূর্য্যগতরূপে প্রতীয়মান মালিন্য যেমন কুহেলিকাতেই বর্ত্তমান থাকে, তাহা কুহেলিকারই ধর্ম্ম; তদ্রূপ নিরঞ্জন পরমেশ্বরগত পাপরাহিত্য ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদিও জীবের উপাধি অজ্ঞানেরই ধর্ম্ম, তাহাতেই বর্ত্তমান থাকে। অজ্ঞানাবৃত জীব তাহা নিরঞ্জন সর্ব্বধর্ম্মরহিত ঈশ্বরে আরোপ করে মাত্র। অতএব জীবকর্ত্তৃক ঈশ্বরে আরোপিত, সুতরাং প্রাপ্ত এই গুণসকল মিথ্যা হইলে অসঙ্গতি কিছুই হয় না। আপাতদৃষ্টিতে **আভাসবাদে** [ও মতান্তরে **অবচ্ছেদবাদে**] উক্ত গুণসকল পরমেশ্বরে উপপন্ন হয় বটে, কিন্তু বিবেকীর দৃষ্টিতে ঈশ্বরোপাধি [বা অবচ্ছেদক] মায়া ত্রিগুণাত্মিকা হওয়ায় তাহাতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকিলেও রজঃ ও তমোগুণেরও কথঞ্চিৎ অস্তিত্ববশতঃ তদ্ধেতুক অল্পজ্ঞত্বাদি দোষসকলেরও ঈশ্বরে কথঞ্চিৎ প্রতিভাস অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; তাহা সঙ্গত নহে।

[প্রতিবিম্ববাদে দোষ ও তাহার পরিহার।]

আশঙ্কা হয়—এই মতে মায়া যখন জীবেরই উপাধি, তখন সর্ব্বজ্ঞত্বাদি উক্ত গুণসকলের জীবেই আরোপিত হওয়া উচিত, ঈশ্বরে নহে। মায়াবৃত জীব তাহা ঈশ্বরে আরোপ করে কেন? তদুত্তরে **বৃদ্ধগণ** বলেন—১। "আরোপে সতি নিমিত্তানুসরণং, ন তু নিমিত্তম্ অস্তি ইতি আরোপঃ" (বেদান্তপরিভাষা, বিষয়পঃ)—'কোন বস্তুর কোথাও প্রতিভাস হইলে, তাহার হেতু কি, তাহা আমরা অনুসন্ধান করিতে পারি। কিন্তু হেতু থাকিলেই যে তদ্রূপ প্রতিভাস হইবে, ইহা বলিতে পারি না'। ২। আর "ন তু স্বভাবঃ পর্য্যনুযোক্তব্যঃ"—বহ্নির ঊর্দ্ধ্বগমনস্বভাব এবং জলের নিম্নগামিতাস্বভাবকে যেমন আমরা আক্ষেপ করিতে পারি না; প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ জীবে অল্পজ্ঞত্ব এবং ঈশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্ব কেন আরোপিত হয়, ইহার বিরুদ্ধভাবে আরোপ কেন হয় না, এইপ্রকার আক্ষেপ আমরা করিতে পারি না। ৩। আবার অবিদ্যাপ্রভাবে 'স্বরূপবিস্মৃত জীব' এই অচিন্ত্যজগদ্রচনা অসর্ব্বজ্ঞের পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা অনুমানমাত্র করিতে পারে। কিন্তু তিনি সর্ব্বজ্ঞ, অথবা কিঞ্চিৎজ্ঞ; তিনিই জগৎকারণ অথবা অন্য কিছু, এই সকল বিষয়ে জীব কিছুই সঠিক অবগত নহে। এই অতীন্দ্রিয় বিষয়ে শ্রুতিই তাহার একমাত্র প্রমাণ। শ্রুতি বলিতেছেন—"তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ" (মুঃ ১।১।৯)। সেইহেতু মায়াবৃত ও স্বরূপবিস্মৃত জীব উক্ত সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতিকে ঈশ্বরেই আরোপ করে। ৪। আর বিরুদ্ধ গুণের একত্র সমাবেশ সম্ভব নহে বলিয়া নিজেতে অল্পজ্ঞত্ব অনুভবকারী প্রতিবিম্বভূত (২।২০৫ এবং ২।৬৩৯ পৃঃ) জীব সর্ব্বধর্ম্মধর্ম্মিভাবশূন্য বিম্বভূত নির্গুণপরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্বাদির আরোপ করে, ইহাও বলা চলে। অতএব প্রতিবিম্ববাদে জীবকর্ত্তৃক ঈশ্বরে উক্ত গুণসকল আরোপিত হইলে অসঙ্গতি কিছুই হয় না। **পুনঃ আশঙ্কা** হয়—জীবের অবিদ্যাপ্রভাবে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণসকল ঈশ্বরে আরোপিত, সুতরাং মিথ্যা হইলে, তাঁহার জগৎকর্ত্তৃত্বও মিথ্যা হইয়া পড়িবে। ফলে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১।১।২), এই সূত্রের বিরোধ

[৩৪পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

বিরোধশ্চ।৩২ তদপি অসৎ, প্রাক্‌প্রবোধাৎ সংসারিত্বাভ্যুপগমাৎ, তদ্বিষয়ত্বাৎ চ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারস্য।৩৩ "যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ ৪।৫।১৫) ইত্যাদিনা হি প্রবোধে প্রত্যক্ষাদ্যভাবং দর্শয়তি।৩৪ প্রত্যক্ষাদ্যভাবে শ্রুতেঃ অপি অভাবপ্রসঙ্গঃ ইতি চেৎ? ৩৫ ন, ইষ্টত্বাৎ।৩৬ "অত্র পিতা অপিতা ভবতি" ইতি উপক্রম্য "বেদাঃ অবেদাঃ" (বৃঃ ৪।৩।২২), ইতি বচনাৎ ইষ্যতে এব অস্মাভিঃ শ্রুতেরপি অভাবঃ প্রবোধে।৩৭ কস্য পুনঃ অয়ম্ অপ্রবোধঃ ইতি চেৎ ৩৮ 'যঃ ত্বং

ভাষ্যানুবাদ

হইবে।৩২ তাহাও সঙ্গত নহে, যেহেতু ['আমি ব্রহ্মস্বরূপ' এইপ্রকার] জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে জীবত্ব অঙ্গীকৃত হয়, [সুতরাং অধিকারী থাকে]; এবং যেহেতু ['আমি দুঃখী' ইত্যাদিপ্রকার] প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার তাহাকেই (—জীবাবস্থাকেই) বিষয় করে, [সুতরাং প্রত্যক্ষের বিরোধ হয় না।৩৩ জ্ঞানোৎপত্তির পর অধিকারীর ও প্রত্যক্ষের অভাব অঙ্গীকার করিতেছেন—] "কিন্তু যখন সমস্তই ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া গেল, তখন কোন্ করণের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে"? ইত্যাদি প্রকারে [শ্রুতি] জ্ঞানোৎপত্তি হইলে প্রত্যক্ষাদির অভাব প্রদর্শন করিতেছেন।৩৪

[সিঃ—বেদও পারমার্থিক সৎপদার্থ নাহেন, অবিদ্যাবস্থাতেই তাঁহার প্রবৃত্তি।]

[বেদের সত্যতাতে শ্রদ্ধাবান্ আশঙ্কা করিতেছেন—উদাত্তাদিস্বর ও ক্রমবিশিষ্ট অপৌরুষেয় বর্ণসকলই বেদপদবাচ্য হওয়ায় এবং আত্মজ্ঞানোৎপত্তির পর সমস্তই আত্মস্বরূপ হওয়ায় করণাদির অভাববশতঃ] প্রত্যক্ষাদির অভাব হইলে [শ্রাবণ-প্রত্যক্ষ সম্ভব না হওয়ায়] শ্রুতিরও অভাব হইয়া পড়িবে, এইপ্রকার যদি বলা হয়? ৩৫ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] তাহা নহে, যেহেতু [তাহা] অভীষ্ট (—ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তির পর বেদের অভাব আমরা অঙ্গীকার করি।৩৬ ইহা স্পষ্ট করিতেছেন—] "এই অবস্থাতে পিতা অপিতা হইয়া পড়েন", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "বেদসকল অবেদ হইয়া পড়েন", এইপ্রকার বচন থাকায় প্রবোধ (—ব্রহ্ম-জ্ঞানোৎপত্তি) হইলে শ্রুতিরও অভাব আমরা অঙ্গীকার করি।৩৭ [অতএব বেদের পারমার্থিক সত্যতা অঙ্গীকারও অবিদ্যাবিজৃম্ভিত। ব্রহ্মবিজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে

ভাবদীপিকা

হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বৃদ্ধগণ বলেন—ইহা আমাদের অভীষ্টই। পরমেশ্বরের উক্ত সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণ ও জগৎকর্তৃত্ব প্রভৃতি সমস্তই জীবাবিদ্যাকৃত, সুতরাং মিথ্যা। জগৎ-নামক কোন পদার্থ পরমার্থতঃ কোন কালেই নাই। কিন্তু মায়াবদ্ধ অস্মদাদির ন্যায় মন্দবুদ্ধিগণের বুদ্ধিতে পারমার্থিক সৎ ব্রহ্মতত্ত্বকে আরূঢ় করাইবার জন্য শ্রুতিকে অনুসরণকরতঃ জীব ও জগতের ব্যাবহারিক সত্তা অঙ্গীকার করিয়া আচার্য্য উক্ত সূত্ররচনা করিয়াছেন। সুতরাং কোনপ্রকার অসঙ্গতি এই মতবাদে নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়। (সংগ্রহ আমাদের)

শাঙ্করভাষ্যম্

পৃচ্ছসি তস্য তে' ইতি বদামঃ।৩৯ ননু অহম্ ঈশ্বরঃ এব উক্তঃ শ্রুত্যা।৪০ যদি এবং প্রতিবুদ্ধঃ অসি নাস্তি কস্যচিৎ অপ্রবোধঃ।৪১ যঃ অপি দোষঃ চোদ্যতে কৈশ্চিৎ অবিদ্যয়া কিল আত্মনঃ সদ্বিতীয়ত্বাৎ অদ্বৈতানুপপত্তিঃ ইতি।৪২ সঃ অপি এতেন প্রত্যুক্তঃ।৪৩ তস্মাৎ আত্মা ইতি এব ঈশ্বরে মনো দধীত।৪৪॥৪।১।৩॥

ইতি দ্বিতীয়ম্ আত্মত্বোপাসনাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

অবিদ্যাবস্থাতেই জীবের অধিকারিত্ব এবং বেদের প্রবর্ত্তকত্বরূপ বেদত্ব সিদ্ধ হয়]।

[সিঃ—অবিদ্যাবস্থাতেই অজ্ঞানবিষয়ক প্রশ্ন সম্ভব, জ্ঞানোদয়ান্তে নহে।]

[শঙ্কা—] আচ্ছা, এই অপ্রবোধ (—অজ্ঞান) কাহার, এইপ্রকার যদি বলা হয়? ৩৮ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] যে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহার। (—অজ্ঞান বেদসত্যতা ও অধিকারিত্ব প্রভৃতি) তাহার, ইহা আমরা বলিতেছি; [কারণ প্রশ্ন শ্রবণেই অবগত হওয়া যাইতেছে তুমি অজ্ঞ]।৩৯ [শঙ্কা—] কিন্তু শ্রুতিকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে 'আমি ঈশ্বরই'।৪০ [সমাধান—] যদি এইপ্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া থাক, [তাহা হইলে] অজ্ঞান কাহারও নাই; [ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত ব্রহ্মবিদের অজ্ঞান বাধিত হওয়ায় তাহার আশ্রয়বিষয়ক প্রশ্নই উঠে না]।৪১

[সিঃ—মিথ্যা অজ্ঞানের দ্বারা অদ্বৈতবাদের হানি হয় না। ব্রহ্ম 'আমিরূপে' ধ্যেয়।]

কেহ কেহ দোষ আশঙ্কা করেন যে, অবিদ্যার দ্বারা আত্মার সদ্বিতীয়তা হইয়া পড়ে বলিয়া [তাঁহার] অদ্বিতীয়তা অসঙ্গত ইত্যাদি।৪২ তাহাও ইহার (—অবিদ্যার অনির্ব্বচনীয়তার, অর্থাৎ মিথ্যাত্বের) দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইল, [কারণ মিথ্যা বস্তুর দ্বারা সদ্বিতীয়তা সিদ্ধ হয় না]।৪৩ সেইহেতু (—জীব ও ঈশ্বরের অভিন্নতাজ্ঞাপক শ্রুতিবাক্যসকলের মুখ্যার্থ সিদ্ধ হয় বলিয়া, ধ্যানকালে] 'আত্মা' এইরূপে (—আমার স্বরূপ, অর্থাৎ আমিরূপে) ঈশ্বরে মনকে ধারণ করিবে (৫)।৪৪

আত্মত্বোপাসনাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

[সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে ধ্যানের প্রকার এবং সিদ্ধাবস্থাতে উপলব্ধি।]

(৫) এইরূপে নির্ণীত হইল—সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে পরমেশ্বরকে স্বাভিন্নরূপে ধ্যান করিতে হইবে। তাহাতে দহরবিদ্যারূপ সগুণপরব্রহ্মবিদ্যাতে 'অহম্ "আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরঃ বিমৃত্যুঃ" (ছাঃ ৮।১।৫), ইত্যাদি এইপ্রকারে গুণাষ্টকযুক্ত নিজেকে পরমেশ্বরের সহিত অভিন্নরূপে এবং "অপহতপাপ্মা বিজরঃ বিমৃত্যুঃ" ইত্যাদিগুণাষ্টকযুক্তপরমেশ্বরোঽহম্" (৩।৩।২৩ ব্যতিহারাধিঃ দ্রঃ), ইত্যাদি এইপ্রকারে গুণাষ্টকযুক্ত ব্রহ্মকে স্বাভিন্নরূপে ধ্যান করিতে হইবে (৭ পৃঃ ভাবদীঃ দ্রঃ)। শাণ্ডিল্যাদি তত্তৎ সগুণব্রহ্মবিদ্যাতেও "প্রত্যুক্ত তত্তৎগুণবান্ ঈশ্বরোঽহম্", ইত্যাদি এইপ্রকারে ব্যতিহার ধ্যান করিতে হইবে। নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যাতে "অহমেব অদ্বয়ং ব্রহ্ম", এবং "অদ্বয়ব্রহ্মৈবাহম্" এইভাবে নির্গুণপরব্রহ্মকে স্বাভিন্নরূপে ধ্যান করিতে হইবে। বলা বাহুল্য সিদ্ধাবস্থাতে তাঁহাদের উপলব্ধিও হইবে

৩। প্রতীকাধিকরণম্। [৪ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—প্রতীকে অহংগ্রহ (—আত্মদৃষ্টি) নিরাকরণ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে অভিন্ন হওয়ায় ধ্যানকালে ব্রহ্মের সহিত জীবের অহংগ্রহ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তদ্রূপ ব্রহ্মের বিকারভূত প্রতীকসকল ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হওয়ায় জীবাভিন্ন ব্রহ্ম হইতেও অভিন্ন হইয়া থাকে, সেইহেতু প্রতীকোপাসনাকালে প্রতীকেও অহংগ্রহ (—প্রতীকসকলকে 'আমি' এইরূপে ধ্যান) করিতে হইবে। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—ব্রহ্মের সহিত অহংগ্রহপ্রসঙ্গে প্রতীকোপাসনাতেও তাহার প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ায় অহংগ্রহনিরাকরণদ্বারা তাহাতে প্রয়োগভেদ প্রদর্শিত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণ ও পরবর্ত্তী অধিকরণদ্বয়ের এই পাদের সহিত প্রাসঙ্গিক সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ভাবদীপিকা

তদ্রূপ, যথা—**দহর**বিদ্যাতে—'অপহতপাপ্মাদিগুণবান্‌পরমেশ্বরোঽহম্'। অপর সগুণপরব্রহ্মবিদ্যাসকলেও 'তত্তৎগুণবান্ পরমেশ্বরোঽহম্', ইত্যাদি। **নির্গুণ**পরব্রহ্মবিদ্যাতে "অহমেব অধস্তাৎ অহম্ উপরিষ্টাৎ" (ছা: ৭।২৫।১) ইত্যাদি, "শুদ্ধবোধস্বরূপোঽহং কেবলোঽহং সদাশিবঃ", "বাহ্যাভ্যন্তরশূন্যং পূর্ণং ব্রহ্মাদ্বিতীয়মেবাহম" (বিবেকচূড়ামণি ৪৯০-৯২), ইত্যাদি।

[অদ্বৈতবাদে আশঙ্কিত দোষের পরিহার।]

এতাবৎ পর্য্যন্ত বিচারে ১সংখ্যক ভাবদীপিকাতে (৩০ পৃঃ) উত্থাপিত আশঙ্কার সমাধান এইপ্রকার নির্ণীত হইল—১। আত্মশব্দের মুখ্য অর্থ পরমেশ্বর, অজ্ঞানরূপ উপাধিবশতঃ তিনি জীবরূপে প্রতিভাত হন। সুতরাং পরমার্থতঃ জীবনামক কোন পদার্থ না থাকায় অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হয় না। ২। "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধও হয় না, কারণ লোককল্যাণকারিণী শ্রুতি ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিবার জন্য লোকবুদ্ধির অনুসরণকরতঃ জীবের অনাদি ঔপাধিক স্বরূপই উক্ত বাক্যে অনুবাদ করিয়াছেন। জীবের ব্রহ্মভিন্নতা উক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য নহে। ৩। উপাধি প্রতিবিম্বপক্ষপাতী হওয়ায় জীবের অজ্ঞানাবস্থাতে উপাধিগত বিরুদ্ধ ধর্ম্মপ্রভাবে সচ্চিদানন্দস্বরূপতার প্রতীতি হয় না। ৪। আত্মতত্ত্ব অনির্ব্বচনীয়া মায়ার দ্বারা আবৃত হইলেও তাহার স্বরূপের অপলাপ হয় না, ফলে 'এই আমি আছি', এইপ্রকার অনুভবের বিরোধ হয় না। ৫। বিরুদ্ধগুণের সমাবেশই তাহার হেতু, ইহা উপরে বলাই হইয়াছে। ৬। এই আরোপ অনাদি হওয়ায় স্বনির্ব্বাহের জন্য তাহা অন্য কিছুকে অপেক্ষা করে না। **অথবা** এই গ্রন্থের প্রথম সূত্রের ৪র্থ বর্ণকের ন্যায়ানুযায়ী (১।৯৫ পৃঃ) "এই আমি আছি", এইপ্রকার অধিষ্ঠানবিষয়ক সামান্য জ্ঞান থাকায় মায়ার অধ্যারোপে কোন অসঙ্গতি হয় না। ৭। মায়ার অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মবস্তু স্বয়ং তাহার নাশক না হইলেও "অহং ব্রহ্মাস্মি", এই ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মচৈতন্য তাহার নাশক হইয়া থাকেন। যেমন সর্ব্বতো ব্যাপ্ত সূর্য্যকিরণ তৃণাদির দাহক না হইলেও সূর্য্যকান্তমণিতে প্রতিবিম্বিত তাহা তাহাদের দাহক হইয়া থাকে; অথবা কাষ্ঠগত স্বাভাবিক বহ্নি কাষ্ঠের দাহক না হইলেও সেই কাষ্ঠগত প্রজ্জ্বলিত বহ্নি তাহার দাহক হইয়া থাকে, তদ্রূপ। এইপ্রকারে পূর্ব্ববাদী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত শ্রুতি অনুভব ও যুক্তির বিরোধ নিরাকৃত হওয়ায় জীবের ব্রহ্মাভিন্নতা ও আত্মশব্দের পরমাত্মরূপ মুখ্যার্থতা নির্ণীত হইল। আত্মত্বোপাসনাধিকরণ সমাপ্ত।

ন্যায়মালা

প্রতীকেঽহংদৃষ্টিরস্তি ন বা, ব্রহ্মাবিভেদতঃ।
জীবপ্রতীকয়োর্ব্রহ্মদ্বারাঽহংদৃষ্টিরিষ্যতে ॥
প্রতীকত্বোপাসকত্বহানির্ব্রৈক্যবীক্ষণে।
অবীক্ষণে তু ভিন্নত্বান্নাস্ত্যহংদৃষ্টিযোগ্যতা ॥

অন্বয়—প্রতীকে অহংদৃষ্টিঃ অস্তি, ন বা? জীবপ্রতীকয়োঃ ব্রহ্মাবিভেদতঃ ব্রহ্মদ্বারা অহংদৃষ্টিঃ ইষ্যতে। ব্রহ্মৈক্যবীক্ষণে প্রতীকত্বোপাসকত্বহানিঃ, অবীক্ষণে তু ভিন্নত্বাৎ অহংদৃষ্টিযোগ্যতা নাস্তি।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[প্রতীকোপাস্তয়ঃ বিষয়ঃ। "মনো ব্রহ্ম ইতি উপাসীত" (ছাঃ ৩।১৮।১), "আদিত্যঃ ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ" (ছাঃ ৩।১৯।১), ইত্যাদিষু ব্রহ্মদৃষ্ট্যা সংস্কৃতং মনঃ আদিত্যাদি-প্রতীকং চ উপাস্যম্। উপাস্তিষু উভয়থাভাবদর্শনাৎ উভয়থাধ্যানসম্ভবাৎ ভবতি সংশয়ঃ—অপ্রতীকাবলম্বনাসু ইব প্রতীকাবলম্বনাসু উপাসনাসু] প্রতীকে অহংদৃষ্টিঃ অস্তি, ন বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[প্রতীকস্য ব্রহ্মকার্য্যত্বেন ব্রহ্মণা সহ ভেদাভাবাৎ, ব্রহ্মস্বরূপস্য জীবস্য চ ব্রহ্মাভিন্নত্বাৎ] জীবপ্রতীকয়োঃ ব্রহ্মাবিভেদতঃ ব্রহ্মদ্বারা [উপাস্যপ্রতীকস্য উপাসকজীবস্য চ ভেদাভাবেন প্রতীকেষু] অহংদৃষ্টিঃ ইষ্যতে।

সিদ্ধান্ত—[ঘটস্য মৃদ্রূপেণ ঐক্যে বিলয়দর্শনাৎ, প্রতীকস্য উপাসকস্য চ] ব্রহ্মৈক্য-বীক্ষণে প্রতীকত্বোপাসকত্বহানিঃ [স্যাৎ। অথ উপাস্যোপাসকস্বরূপলোভেন কার্য্যকারণৈক্যস্য জীবব্রহ্মৈক্যস্য চ] অবীক্ষণে তু [গোমহিষবৎ প্রতীকোপাসকয়োঃ] ভিন্নত্বাৎ [প্রতীকেষু] অহংদৃষ্টিযোগ্যতা নাস্তি।

অনুবাদ

সংশয়—[প্রতীকোপাসনাসকল (৩।৫৪৭ পৃঃ) বিষয়। "মনকে ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করিবে", "আদিত্যই ব্রহ্ম, ইহাই উপদেশ", ইত্যাদি বাক্যসকলে ব্রহ্মদৃষ্টির দ্বারা সংস্কৃত মন এবং আদিত্যাদি প্রতীকই উপাস্য। উপাসনাসকলে [প্রতীকাবলম্বনা ও অপ্রতীকাবলম্বনা-রূপ] উভয়বিধতা পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া উভয়প্রকারে (—অহংগ্রহযুক্তরূপে ও তদভাবযুক্তরূপে) ধ্যান সম্ভব হওয়ায় সংশয় হয়—অপ্রতীকাবলম্বনা উপাসনাসকলে (—অহংগ্রহোপাসনাসকলে) যেপ্রকারে হয়, সেইপ্রকারে প্রতীকাবলম্বনাসকলে] প্রতীকে অহংদৃষ্টি হইবে, অথবা হইবে না?

পূর্ব্বপক্ষ—[ব্রহ্মের কার্য্য হওয়ায় ব্রহ্মের সহিত প্রতীকের ভেদ নাই বলিয়া এবং ব্রহ্মস্বরূপ জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হয় বলিয়া] জীব এবং প্রতীক উভয়ই ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হওয়ায় ব্রহ্মকে দ্বার করিয়া [উপাস্য প্রতীক এবং উপাসক জীবের ভেদ না থাকায় প্রতীক-সকলে] অহংদৃষ্টি অভিপ্রেত (—প্রতীককে স্বাভিন্নরূপে ধ্যান করিতে হইবে)।

সিদ্ধান্ত—[মৃত্তিকারূপে এক হইলে ঘটের বিলয় পরিদৃষ্ট হওয়ায় প্রতীক ও উপাসকের] ব্রহ্মের সহিত একত্ব দৃষ্ট হইলে প্রতীকত্ব ও উপাসকত্বের হানি হইয়া পড়িবে। [আর উপাস্য ও উপাসকের [পৃথক্] স্বরূপ সিদ্ধ হইবে, এই লোভে কার্য্য ও কারণের ঐক্য এবং জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য] পরিদৃষ্ট (—পর্য্যালোচিত) না হইলে কিন্তু [গো ও মহিষের ন্যায় প্রতীক ও উপাসক] বিভিন্ন হওয়ায় [প্রতীকসকলে] অহংদৃষ্টির যোগ্যতা নাই (—প্রতীককে স্বাভিন্নরূপে ধ্যান করিবে না)।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, প্রতীকাবলম্বনা উপাসনা এবং অপ্রতীকাবলম্বনা উপাসনার (—অহংগ্রহোপাসনার) মধ্যে ভেদ সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—তাহা সিদ্ধ হয়।

ন প্রতীকে নহি সঃ ॥৪।১।৪॥

সূত্রার্থ—["মনঃ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৮।১) ইত্যাদীনি প্রতীকোপাসনানি শ্রূয়ন্তে। তত্র মনআদৌ প্রতীকে অহংদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা, ন বা ইতি সন্দেহে; কর্ত্তব্যা ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্ত—] **প্রতীকে, ন**—অহংদৃষ্টিঃ ন কর্ত্তব্যা। [কুতঃ ?] **হি**—যস্মাৎ, **সঃ**—উপাসকঃ [আত্মত্বেন প্রতীকানি] **ন**—ন গ্রহীতুং শক্তঃ।

অনুবাদ—["মনই ব্রহ্ম", ইত্যাদি প্রতীকোপাসনাসকল শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে। সেই স্থলে মন প্রভৃতি প্রতীকে অহংদৃষ্টি করা উচিত, অথবা নহে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; 'করা উচিত', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **প্রতীকে**—প্রতীকে, **ন**—অহংদৃষ্টি করা উচিত নহে। [কেন নহে ? উত্তর—] **হি**—যেহেতু, **সঃ**—উপাসক [প্রতীকসকলকে আত্মরূপে] **ন**—গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

"মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত ইতি অধ্যাত্মম্, অথ অধিদৈবতম্ আকাশঃ ব্রহ্ম ইতি" (ছাঃ ৩।১৮।১)।১ তথা **"আদিত্যঃ ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ"** (ছাঃ ৩।১৯।১), **"সঃ যঃ নাম ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে"** (ছাঃ ৭।১।৫), **ইতি এবমাদিষু প্রতীকোপাসনেষু সংশয়ঃ—কিং তেষু অপি আত্মগ্রহঃ কর্ত্তব্যঃ, ন বা ইতি ?** ২ **কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ?** ৩ **তেষু অপি আত্মগ্রহঃ এব যুক্তঃ।**৪ **কস্মাৎ ?** ৫ **ব্রহ্মণঃ শ্রুতিষু আত্মত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ প্রতীকানাম্ অপি ব্রহ্মবিকারত্বাৎ ব্রহ্মত্বে সতি আত্মত্বোপপত্তেঃ ইতি।**৬ **এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ন প্রতীকেষু**

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—প্রতীকে অহংগ্রহ কর্ত্তব্য।]

"মনকে ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করিবে, ইহা অধ্যাত্ম (—শরীরসম্বন্ধিনী) উপাসনা, অতঃপর অধিদৈবত (—দেবতাসম্বন্ধিনী) উপাসনা 'কথিত হইতেছে'—আকাশই ব্রহ্ম", ইত্যাদি।১ এইপ্রকারে "আদিত্যই ব্রহ্ম, ইহা উপদেশ", "তিনি, যিনি নামকে ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করেন", ইত্যাদি এইপ্রকার প্রতীকোপাসনাসকলে (৩।৫৪৭ পৃঃ) সংশয় হয়—সেই সকলেও কি [নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা ও অপরাপর বিদ্যার (৩।৫৪২ পৃঃ) ন্যায়] আত্মগ্রহ (—উপাস্যকে 'আমি' এইরূপে গ্রহণ) করা উচিত, অথবা নহে ? ২ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ? ৩ [পূর্ব্বপক্ষ—] সেই সকলেও আত্মগ্রহই যুক্তিসঙ্গত।৪ তাহাতে হেতু কি ? ৫ [উত্তর—] শ্রুতিসকলে আত্মরূপে (—জীবাভিন্নরূপে) ব্রহ্মের প্রসিদ্ধি থাকায়, [আর কার্য্য ও কারণের তত্ত্বগত অভিন্নতাবশতঃ] ব্রহ্মের কার্য্য হওয়ায় প্রতীকসকলেরও ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইলে যেহেতু আত্মত্বও হয় সঙ্গত (—জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হওয়ায় এবং ব্রহ্মকার্য্য প্রতীকও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হওয়ায় প্রতীকও জীব হইতে অভিন্ন,

শাঙ্করভাষ্যম্

আত্মগতিং বধ্নীয়াৎ।৭ নহি সঃ উপাসকঃ প্রতীকানি ব্যস্তানি আত্মত্বেন আকলয়েৎ।৮ যৎ পুনঃ ব্রহ্মবিকারত্বাৎ প্রতীকানাং ব্রহ্মত্বং, ততশ্চ আত্মত্বম্ ইতি।৯ তদসৎ, প্রতীকাভাবপ্রসঙ্গাৎ।১০ বিকারস্বরূপোপমর্দ্দেন হি নামাদিজাতস্য ব্রহ্মত্বম্ এব আশ্রিতং ভবতি।১১ স্বরূপোপমর্দ্দে চ নামাদীনাং কুতঃ প্রতীকত্বম্, আত্মগ্রহঃ বা? ১২ নচ ব্রহ্মণঃ আত্মত্বাৎ ব্রহ্মদৃষ্ট্যুপদেশেষু আত্মদৃষ্টিঃ কল্প্যা, কর্ত্তৃত্বাদ্যনিরাকরণাৎ।১৩ কর্ত্তৃত্বাদি-সর্ব্বসংসারধর্ম্মনিরাকরণেন হি ব্রহ্মণঃ আত্মত্বোপদেশঃ, তদনিরাকরণেন চ উপাসনবিধানম্।১৪ অতশ্চ উপাসকস্য প্রতীকৈঃ

ভাষ্যানুবাদ

সেইহেতু ধ্যানকালে প্রতীকসকলকে 'আমি' এইরূপে ধ্যান করতে হইবে)।৬

[সিঃ—উপাসকাবস্থাতে উপাসক ও প্রতীকের ভেদ থাকায় এবং ব্রহ্মদ্বারে তাহাদের ঐক্য কল্পনাতে উপাসনার উচ্ছেদ হওয়ায় প্রতীকে আত্মদৃষ্টি অসঙ্গত।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—প্রতীকসকলে আত্মবুদ্ধি বন্ধন করিবে না; [যেহেতু তদ্বোধক বিধি নাই এবং যেহেতু উদ্গীথাদির ন্যায় প্রতীক স্বতঃই জীব হইতে ভিন্ন।৭ জীব প্রতীক হইতে স্বতঃই ভিন্ন, এই বিষয়ে অনুভব প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু সেই উপাসক [উদ্গীথাদি তত্তৎ] ব্যস্ত (—বিভিন্ন) প্রতীকসকলকে আত্মরূপে আকলন (—চিন্তন, অনুভব) করেন না।৮ আর যে, ব্রহ্মের কার্য্য হওয়ায় প্রতীকসকলের ব্রহ্মত্ব এবং সেইহেতু আত্মত্ব (—জীবাভিন্নত্ব) কথিত হইয়াছে।৯ তাহা ঠিক নহে, যেহেতু তাহাতে প্রতীকের অভাব হইয়া পড়িবে।১০ [ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—কারণের সহিত ঐক্য হইলে] কার্য্যবস্তুর স্বরূপের উপমর্দ্দ (—বাধ,লয়) হওয়ায় নাম (ছাঃ ৭।১।৫) প্রভৃতি [প্রতীক-] সকলের ব্রহ্মত্বই যেহেতু আশ্রিত (—স্বীকৃত) হইতেছে।১১ [হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর [কারণভূত ব্রহ্মের সহিত একীভাববশতঃ] নাম প্রভৃতির স্বরূপের উপমর্দ্দ হইলে [তাহাদের] প্রতীকত্ব, অথবা আত্মরূপে গ্রহণ কিপ্রকারে হইবে? ১২ [কিন্তু নামাদির ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হওয়ায় ব্রহ্মাভিন্ন জীবত্বও সম্ভব। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর ব্রহ্মই আত্মা (—জীবের স্বরূপ) হওয়ায় যে সকল স্থলে ব্রহ্মদৃষ্টির উপদেশ আছে, সেই সকল স্থলে আত্মদৃষ্টি (—'আমি' এইরূপে ধ্যান) কল্পনা করা সঙ্গত, ইহা বলা যায় না; যেহেতু [জীবের] কর্ত্তৃত্বাদির নিরাকরণ হয় নাই।১৩ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] কর্ত্তৃত্বাদি সকলপ্রকার সংসারধর্ম্মের নিরাকরণদ্বারাই ব্রহ্মের আত্মত্বোপদেশ (—ব্রহ্ম জীবাত্মার স্বরূপ, এই বিষয়ে উপদেশ) 'শাস্ত্রে আছে', আর তাহাদের (—কর্ত্তৃত্বাদি সংসারধর্ম্মের) অনিরাকরণদ্বারা উপাসনা বিহিত হইয়াছে।১৪ আর এইহেতু

শাঙ্করভাষ্যম্

সমত্বাৎ আত্মগ্রহঃ ন উপপদ্যতে ।১৫ নহি রুচকস্বস্তিকয়োঃ ইতরেতরাত্মত্বম্ অস্তি ।১৬ সুবর্ণাত্মত্বেন ইব তু ব্রহ্মাত্মত্বেন একত্বে প্রতীকাভাবপ্রসঙ্গম্ অবোচাম ।১৭ অতঃ ন প্রতীকেষু আত্মদৃষ্টিঃ ক্রিয়তে ।১৮॥৪।১।৪॥ ইতি তৃতীয়ং প্রতীকাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

(—উপাসকাবস্থাতে কর্তৃত্বাদির নিরাকরণ হয় না বলিয়া ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ না হওয়ায়) প্রতীকসকলের সহিত উপাসকের সমভাবশতঃ (—স্বরূপভেদ ও পরিচ্ছিন্নতা বশতঃ, প্রতীকে] আত্মগ্রহ যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না ।১৫ [এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] দেখ, [অবিশেষভাবে সুবর্ণাত্মক হইলেও] রুচক ও স্বস্তিকের পরস্পরাত্মতা হয় না (—উক্ত অলঙ্কারদ্বয় একে অপরটী হইয়া পড়ে না, কারণ সুবর্ণে বিলীন হইবার পূর্ব্বে তাহাদের বিভিন্ন নাম ও রূপ বর্ত্তমানই থাকে।১৬ কিন্তু রুচক ও স্বস্তিক তো স্বরূপতঃ সুবর্ণরূপে অভিন্ন, তদ্রূপ উপাসক জীব এবং প্রতীকও স্বরূপতঃ ব্রহ্মরূপে অভিন্ন। সেইহেতু প্রতীকে অহংগ্রহ অসঙ্গত নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—রুচক ও স্বস্তিক] সুবর্ণাত্মকরূপে যেপ্রকার [অভিন্ন], সেইপ্রকারে [উপাসক ও প্রতীক] ব্রহ্মাত্মকরূপে এক হইলে প্রতীকের অভাব হইয়া পড়িবে, ইহা আমরা [১০-১২ সংখ্যক বাক্যে] বলিয়াছি ।১৭ সেইহেতু (—উপাসক জীব ও উপাস্য প্রতীকের স্বরূপ অত্যন্ত বিভিন্ন হওয়ায়, ব্রহ্মদ্বারে তাহাদের ঐক্য কল্পনাতে প্রতীকত্ব ও উপাসকত্বের উচ্ছেদ হওয়ায় এবং প্রতীকে আত্মদৃষ্টিবোধক বিধি শ্রুত না হওয়ায়) প্রতীকসকলে আত্মদৃষ্টি করা হয় না (—তাহাতে আত্মদৃষ্টি সঙ্গত নহে) ।১৮॥৪।১।৪॥ প্রতীকাধিকরণ সমাপ্ত।

৪। ব্রহ্মদৃষ্ট্যধিকরণম্ । [৫ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টি বিধান।

অধিকরণসঙ্গতি—প্রতীকোপাসনাতে প্রতীকে আত্মদৃষ্টি অসঙ্গত, ইহা পূর্ব্বাধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই প্রতীকোপাসনাকেই অবলম্বনকরতঃ প্রতীক ও ব্রহ্ম, ইহাদের মধ্যে কোন্ স্থলে কোন্ দৃষ্টি করিতে হইবে, তাহা বিচারিত হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **একবিষয়ত্ব সঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

কিমন্যধীর্ব্রহ্মণি স্যাদন্যস্মিন্ ব্রহ্মধীরুত।
অন্যদৃষ্ট্যোপাসনীয়ং ব্রহ্মাত্র ফলদত্বতঃ॥
উৎকর্ষেতিপরত্বাভ্যাং ব্রহ্মদৃষ্ট্যান্যচিন্তনম্।
অন্যোপাস্ত্যা ফলং দত্তে ব্রহ্মাতিথ্যাদ্যুপাস্তিবৎ॥

অন্বয়—কিং ব্রহ্মণি অন্যধীঃ স্যাৎ, উত অন্যস্মিন্ ব্রহ্মধীঃ? ফলদত্বতঃ অত্র ব্রহ্ম অন্যদৃষ্ট্যা উপাসনীয়ম্। উৎকর্ষেতিপরত্বাভ্যাং ব্রহ্মদৃষ্ট্যা অন্যচিন্তনম্। অতিথ্যাদি উপাস্তিবৎ অন্যোপাস্ত্যা ব্রহ্ম ফলং দত্তে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[পূর্ব্ববৎ প্রতীকোপাসনং বিষয়ঃ। "মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত" (ছাঃ ৩।১৮।১), ইত্যাদিষু প্রতীকোপাসনেষু সামানাধিকরণ্যদর্শনাৎ, সামানাধিকরণ্যস্য চ নানার্থতা-দর্শনাৎ ভবতি সংশয়ঃ—প্রতীকোপাসনেষু] কিং ব্রহ্মণি অন্যধী স্যাৎ, উত অন্যস্মিন্ ব্রহ্মধীঃ ?

পূর্ব্বপক্ষ—ফলদত্বতঃ [উপাস্যত্বার্হত্বাৎ] অত্র ব্রহ্ম অন্যদৃষ্ট্যা উপাসনীয়ম্ ।

সিদ্ধান্ত—[লোকে হি ফললাভায় নিকৃষ্টে রাজভৃত্যে উৎকৃষ্টাং রাজদৃষ্টিং কৃত্বা রাজবৎ তং পূজয়তি। কিং চ "মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত", ইত্যত্র ব্রহ্মশব্দঃ ইতি-শব্দপরত্বেন দৃষ্টি-লক্ষকঃ ভবিষ্যতি ; মনঃশব্দশ্চ অনিতিপরত্বাৎ মুখ্যার্থবাচী। যথা "স্থাণুং চৌরং ইতি প্রত্যেতি", ইত্যত্র স্থাণুশব্দঃ মুখ্যার্থবাচী, চৌরশব্দঃ দৃষ্টিলক্ষকঃ। তদ্বৎ অন্যেষু অপি প্রতীকোপাসনেষু] উৎকর্ষেতিপরত্বাভ্যাং ব্রহ্মদৃষ্ট্যা অন্যচিন্তনং [কার্য্যম্। ন চ অব্রহ্মস্বরূপস্য মনআদিপ্রতীকস্য উপাস্যত্বে ব্রহ্মণঃ ফলপ্রদত্বানুপপত্তিঃ ইতি। যতঃ অব্রহ্ম-] আতিথ্যাদ্যুপাস্তিবৎ অন্যোপাস্ত্যা [কর্ম্মাধ্যক্ষত্বেন] ব্রহ্ম ফলং দত্তে। [তস্মাৎ অব্রহ্মণি প্রতীকে ব্রহ্মধীঃ কর্ত্তব্যা]।

অনুবাদ

সংশয়—[পূর্ব্বের ন্যায় প্রতীকোপাসনা বিষয়। "মনকে ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করিবে", ইত্যাদি প্রতীকোপাসনাসকলে সামানাধিকরণ্য (—সমানবিভক্তিযুক্ততা) পরিদৃষ্ট হওয়ায় এবং সামানাধিকরণ্যের নানাপ্রকার অর্থ পরিদৃষ্ট হওয়ায় সংশয় হয়—প্রতীকোপাসনা-সকলে] কি ব্রহ্মে অন্য বুদ্ধির আরোপ হইবে, অথবা অন্য বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধির আরোপ ?

পূর্ব্বপক্ষ—ফলদাতা হন [বলিয়া উপাসনার যোগ্য হওয়ায়] এই স্থলে ব্রহ্ম অন্য দৃষ্টি অবলম্বনে উপাসনীয়।

সিদ্ধান্ত—[লোকমধ্যে ফললাভের জন্য নিকৃষ্ট রাজভৃত্যে উৎকৃষ্ট রাজদৃষ্টিকরতঃ তাহাকে রাজার ন্যায় পূজা করা হয়, ইহা প্রসিদ্ধ। আর "মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত", ইত্যাদি স্থলে ইতিপর হওয়ায় (—তাহার পরে 'ইতি' শব্দটী থাকায়) ব্রহ্মশব্দ দৃষ্টিলক্ষক (—ব্রহ্মদৃষ্টি-রূপ লক্ষ্যার্থের বোধক) হইবে ; আর অনিতিপর হওয়ায় (—পরে 'ইতি' শব্দ না থাকায়) মনঃশব্দ মুখ্যার্থের বাচক হইবে। যেমন "স্থাণুকে চোর, এইরূপে অবগত হইতেছে", ইত্যাদি এই স্থলে স্থাণুশব্দটী মুখ্যার্থের বাচক, চোরশব্দটী দৃষ্টিলক্ষক (—চোরদৃষ্টিরূপ লক্ষ্যার্থের বোধক)। তাহার ন্যায় অন্যান্য প্রতীকোপাসনাসকলেও] উৎকৃষ্টতা ও ইতিপরতারূপ হেতুদ্বয়বশতঃ ব্রহ্মদৃষ্টি অবলম্বনে অন্যের (—প্রতীকের) চিন্তা করা উচিত। [আর অব্রহ্ম-স্বরূপ মন প্রভৃতি প্রতীকসকল উপাস্য হইলে ফলদাতৃত্ব সঙ্গত হয় না, ইহা বলা যায় না। যেহেতু অব্রহ্মভূত] অতিথি প্রভৃতির উপাসনার (—সেবার) ন্যায় অন্যের (—প্রতীকের) উপাসনাদ্বারা [কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে] ব্রহ্ম ফল প্রদান করেন। [অতএব অব্রহ্মভূত প্রতীকে ব্রহ্মবুদ্ধি করা উচিত]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, শাস্ত্রার্থনির্ণয়ে 'নিকৃষ্টে উৎকৃষ্টদৃষ্টি কর্ত্তব্য', এই লৌকিক ন্যায়ের অপেক্ষা নাই। সিদ্ধান্তে—তাহা আছে।

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥৪।১।৫॥

পদচ্ছেদ—ব্রহ্মদৃষ্টিঃ, উৎকর্ষাৎ ।

সূত্রার্থ—["মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত" (ছাঃ ৩।১৮।১) ইত্যাদৌ কিং ব্রহ্মণি প্রতীক-দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা, উত প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টিঃ ইতি বিশয়ে, ব্রহ্মণঃ প্রাধান্যেন উপাস্যত্বসিদ্ধয়ে তস্মিন্ প্রতীকদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—প্রতীকে এব] **ব্রহ্মদৃষ্টিঃ** কর্ত্তব্যা। [কুতঃ ?] **উৎকর্ষাৎ**—ব্রহ্মণঃ উৎকৃষ্টত্বাৎ। [নিকৃষ্টে হি উৎকৃষ্টদৃষ্টৌ ক্রিয়মাণায়াং নিকৃষ্টস্য উৎকৃষ্টতা ভবতি, যথা অমাত্যে রাজবুদ্ধিঃ। তচ্চ ফলায় ভবতি. ন তু রাজ্ঞি অমাত্যবুদ্ধিঃ]।

অনুবাদ—["মনকে ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করিবে", ইত্যাদি স্থলে কি ব্রহ্মে প্রতীক-দৃষ্টি করিতে হইবে, অথবা প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টি ? এইপ্রকার সংশয় হইলে ; ব্রহ্মের উপাস্যতা প্রধানভাবে সিদ্ধির জন্য তাঁহাতে প্রতীকদৃষ্টি করিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—প্রতীকেই] **ব্রহ্মদৃষ্টিঃ**—ব্রহ্মবুদ্ধি করিতে হইবে। [তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **উৎকর্ষাৎ**—যেহেতু ব্রহ্মই উৎকৃষ্ট। [দেখ, নিকৃষ্টে উৎকৃষ্টবুদ্ধি করিলে নিকৃষ্টের উৎকৃষ্টতা হয়, যেমন মন্ত্রীতে রাজবুদ্ধি। আর তাহা হয় ফলাধায়ক ; কিন্তু রাজাতে মন্ত্রিবুদ্ধি তাহা হয় না]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তেষু এব উদাহরণেষু অন্যঃ সংশয়ঃ—কিম্ আদিত্যাদিদৃষ্টয়ঃ ব্রহ্মণি অধ্যসিতব্যাঃ, কিংবা ব্রহ্মদৃষ্টিঃ আদিত্যাদিষু ইতি।১ কুতঃ সংশয়ঃ ?২ সামানাধিকরণ্যে কারণানবধারণাৎ।৩ অত্র হি ব্রহ্মশব্দস্য আদিত্যাদিশব্দৈঃ সামানাধিকরণ্যম্ উপলভ্যতে, "আদিত্যঃ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৯।১), "প্রাণঃ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৪।১০।৫), "বিদ্যুৎ ব্রহ্ম" (বৃঃ ৫।৭।১) ইত্যাদিসমানবিভক্তিনির্দ্দেশাৎ।৪ ন চ অত্র আঞ্জসং সামানাধিকরণ্যম্ অবকল্পতে, অর্থান্তরবচনত্বাৎ ব্রহ্ম-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়। অধ্যাসার্থেই সামানাধিকরণ্য সম্ভব হওয়ায় কোথায় কোন্ দৃষ্টির আরোপ হইবে, ইহাই সংশয়।]

["আদিত্যঃ ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ" (ছাঃ ৩।১৯।১) ইত্যাদি] সেই উদাহরণ-সকলেই অন্যপ্রকার সংশয় হইতেছে—আদিত্যাদি দৃষ্টিসকল কি ব্রহ্মে আরোপ করিতে হইবে, কিম্বা ব্রহ্মদৃষ্টি আদিত্যাদিতে ? ১ সংশয় হইতেছে কেন ? ২ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু সমানবিভক্তিযুক্ততাতে কারণ (—কোন্ অর্থে সমান-বিভক্তিযুক্তপদদ্বয়ের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা) নির্ণীত হইতেছে না (১) ।৩ [বিচার্য্য স্থলগুলির নির্দ্দেশ করিতেছেন—] দেখ, এখানে আদিত্যাদি শব্দসকলের সহিত ব্রহ্মশব্দের সামানাধিকরণ্য উপলব্ধ হইতেছে, যেহেতু "আদিত্য ব্রহ্ম", "প্রাণ ব্রহ্ম", "বিদ্যুৎ ব্রহ্ম", ইত্যাদিপ্রকারে সমানবিভক্তির নির্দ্দেশ আছে ।৪ আর

ভাবদীপিকা

(১) অধ্যাস অপবাদ একত্ব বিশেষ্য-বিশেষণভাব ও কার্য্যকারণভাব, এই সকল অর্থে সামানাধিকরণ্য (—সমানবিভক্তিযুক্ত পদদ্বয়ের ব্যবহার) হইয়া থাকে, ইহা ৩।৩।৪ ব্যাপ্ত্যধিকরণে বিচারিত হইয়াছে। তাহা দ্রষ্টব্য। প্রস্তাবিত স্থলে আদিত্যাদি প্রতীক ও ব্রহ্মের মধ্যে অপবাদ ও বিশেষ্য-বিশেষণভাব সঙ্গত না হওয়ায় অবশিষ্ট অর্থদ্বয়াবলম্বনে বিচার করা হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

দিত্যাদিশব্দানাম্।৫ নহি ভবতি গৌঃ অশ্বঃ ইতি সামানাধিকরণ্যম্।৬ ননু প্রকৃতিবিকারভাবাৎ ব্রহ্মাদিত্যাদীনাং মৃচ্ছরাবাদিবৎ সামানাধিকরণ্যং স্যাৎ।৭ ন ইতি উচ্যতে, বিকারপ্রবিলয়ঃ হি এবং প্রকৃতিসামানাধিকরণ্যাৎ স্যাৎ, ততশ্চ প্রতীকাভাবপ্রসঙ্গম্ অবোচাম।৮ পরমাত্মবাক্যং চ ইদং তদানীং স্যাৎ, ততশ্চ উপাসনাধিকারঃ বাধ্যেত।৯ পরিমিতবিকারোপাদানং চ ব্যর্থম্।১০ তস্মাৎ 'ব্রাহ্মণঃ অগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ' ইত্যাদিবৎ অন্যত্র অন্যদৃষ্ট্যধ্যাসে সতি ক্ব কিংদৃষ্টিঃ অধ্যস্যতাম্ ইতি সংশয়ঃ।১১ তত্র অনিয়মঃ, নিয়মকারিণঃ শাস্ত্রস্য অভাবাৎ ইতি এবং

ভাষ্যানুবাদ

এখানে ['সঃ অয়ম্'—'তিনিই ইনি', এইপ্রকার] সম্যক্ সামানাধিকরণ্য (—মুখ্য একত্বরূপ অর্থের দ্যোতক সমানবিভক্তিযুক্ততা) সঙ্গত হইতেছে না, যেহেতু ব্রহ্ম ও আদিত্যাদি শব্দসকল বিভিন্ন অর্থের বাচক।৫ দেখ, [বিভিন্ন অর্থের বাচক গো ও অশ্ব শব্দের 'গোই অশ্ব' এইপ্রকার [একত্ববোধক] সামানাধিকরণ্য হয় না।৬ [শঙ্কা—] কিন্তু ব্রহ্ম ও আদিত্যাদির মধ্যে কার্য্যকারণভাব থাকায় মৃত্তিকা ও শরাবাদির ন্যায় [কার্য্যকারণভাবরূপ অর্থের দ্যোতক] সামানাধিকরণ্য হইবে।৭ [সমাধান—] না, ইহা কথিত হইতেছে (—এইপ্রকার হইতে পারে না) যেহেতু প্রকৃতির সহিত এইপ্রকার সামানাধিকরণ্য হইলে (—কার্য্য ও কারণ বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ হওয়ায় কার্য্য ও কারণের একীভাবরূপ অর্থ গৃহীত হইলে) বিকারের (—কার্য্যবস্তুর) নিঃশেষে বিলয় হইয়া যাইবে, আর তাহা হইলে প্রতীকের অভাব হইয়া পড়িবে, ইহা আমরা [পূর্ব্বাধিকরণে, ৪১ পৃঃ] বলিয়াছি।৮ আর [প্রতীকের অভাব হইলে] তখন ইহা পরমাত্মবোধক বাক্য হইয়া পড়িবে, আর তাহা হইলে উপাসনার অধিকার (—উক্ত প্রকরণে "উপাসীত" ইত্যাদিরূপে যে উপাসনা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা) বাধিত হইয়া পড়িবে।৯ আর [এই বাক্যগুলি প্রপঞ্চবিলয়দ্বারে পরমাত্মপ্রতিপাদক হইলে আদিত্য ও নাম প্রভৃতি] পরিমিত [কতিপয়] কার্য্যবস্তুর গ্রহণ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। [তাদৃশ অর্থ অভিপ্রেত হইলে "সর্ব্বং ব্রহ্ম" এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ সঙ্গত হইত, ইহাই ভাব]।১০ সেইহেতু (—একত্ব ও কার্য্যকারণভাবরূপ অর্থ সঙ্গত না হওয়ায়) 'ব্রাহ্মণই বৈশ্বানর অগ্নি', ইত্যাদির ন্যায় একত্র অন্য দৃষ্টির আরোপ [অভিপ্রেত] হইলে কোথায় কোন্ দৃষ্টি আরোপিত হইবে, ইহাই সংশয়।১১

[পূঃ—অনিয়ম হইবে, অথবা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মবস্তুই ফলপ্রদ হওয়ায় আদিত্যাদি দৃষ্টির দ্বারা তিনিই উপাস্য।]

[পূর্ব্বপক্ষ—প্রতীকে আত্মদৃষ্টির অভাবের প্রতি তাহাদের স্বরূপের আত্যন্তিক বিভিন্নতারূপ নিয়ামকের ন্যায়] সেই স্থলে (—"আদিত্যঃ ব্রহ্ম" ইত্যাদি স্থলে)

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাপ্তম্।১২ অথবা আদিত্যাদিদৃষ্টয়ঃ এব ব্রহ্মণি কর্ত্তব্যাঃ ইতি এবং প্রাপ্তম্।১৩ এবং হি-আদিত্যাদিদৃষ্টিভিঃ ব্রহ্ম উপাসীতং ভবতি, ব্রহ্মোপাসনং চ ফলবৎ ইতি শাস্ত্রমর্যাদা। ১৪ তস্মাৎ ন ব্রহ্মদৃষ্টিঃ আদিত্যাদিষু ইতি ।১৫ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ব্রহ্মদৃষ্টিঃ এব আদিত্যাদিষু স্যাৎ ইতি।১৬ কস্মাৎ? ১৭ উৎকর্ষাৎ।১৮ এবম্ উৎকর্ষেণ আদিত্যাদয়ঃ দৃষ্টাঃ ভবন্তি, উৎকৃষ্টদৃষ্টেঃ তেষু অধ্যাসাৎ।১৯ তথাচ লৌকিকঃ ন্যায়ঃ অনুগতঃ ভবতি।২০ উৎকৃষ্টদৃষ্টিঃ হি নিকৃষ্টে অধ্যসিতব্যা ইতি লৌকিকঃ ন্যায়ঃ।২১ যথা রাজদৃষ্টিঃ ক্ষত্তরি।২২ সঃ চ অনুসর্ত্তব্যঃ, বিপর্য্যয়ে প্রত্যবায়প্রসঙ্গাৎ।২৩ নহি ক্ষত্তৃদৃষ্টিপরিগৃহীতঃ; রাজা নিকর্ষং নীয়মানঃ শ্রেয়সে স্যাৎ।২৪ ।ননু শাস্ত্রপ্রামাণ্যাৎ অনাশঙ্কনীয়ঃ অত্র প্রত্যবায়প্রসঙ্গঃ।২৫ ন চ লৌকিকেন ন্যায়েন শাস্ত্রীয়া দৃষ্টিঃ নিয়ন্তুং যুক্তা

ভাষ্যানুবাদ

নিয়মকারি শাস্ত্রের অভাববশতঃ অনিয়ম হইবে (—যখন যাহাতে যে দৃষ্টি করিবার ইচ্ছা, তাহাই করিবে), ইত্যাদি এইরূপ প্রাপ্ত হওয়া গেল।১২ অথবা ব্রহ্মেই আদিত্যাদি দৃষ্টিসকল করা উচিত, ইহা এইরূপ প্রাপ্ত হওয়া গেল।১৩ যেহেতু এইপ্রকারে আদিত্যাদি দৃষ্টিসকলের দ্বারা [বিশেষ্যভূত] ব্রহ্ম উপাসীত হন, আর ব্রহ্মোপাসনা ফলপ্রদ ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।১৪ সেইহেতু (—উৎকৃষ্ট পদার্থেরই উপাস্যতা সঙ্গত হওয়ায়, নিকৃষ্ট] আদিত্য প্রভৃতিতে [অপ্রধানরূপে, বিশেষণরূপে] ব্রহ্মদৃষ্টি হইবে না; [যেহেতু ব্রহ্ম উৎকৃষ্ট পদার্থ], ইত্যাদি।১৫

[সিঃ—'নিকৃষ্টে উৎকৃষ্ট দৃষ্টি কর্ত্তব্য', এই লৌকিক ন্যায়বলে আদিত্যাদি প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টি কর্ত্তব্য।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—ব্রহ্মদৃষ্টিই আদিত্য প্রভৃতিতে হইবে।১৬ তাহাতে হেতু কি?১৭ [উত্তর—] যেহেতু [ব্রহ্মের] উৎকৃষ্টতা আছে ১৮ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] এইপ্রকারে আদিত্য প্রভৃতি [নিকৃষ্ট পদার্থ] উৎকৃষ্টরূপে দৃষ্ট হয়, কারণ সেই সকলে উৎকৃষ্ট দৃষ্টির আরোপ হয়।১৯ আর তাহা হইলে লৌকিক ন্যায় হয় অনুকূল।২০ নিকৃষ্টেই উৎকৃষ্ট দৃষ্টি আরোপ করা উচিত, ইহা লৌকিক ন্যায়।২১ যেমন ক্ষত্তাতে (—দাসীপুত্র, সারথি, বা দ্বারপালে) রাজদৃষ্টি।২২ আর তাহাই অনুসরণ করা উচিত, কারণ বিপরীত হইলে অনিষ্ট হইয়া পড়িবে।২৩ দেখ, সারথিদৃষ্টিদ্বারা পরিগৃহীত, [সুতরাং] নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত রাজা শুভকারী হন না।২৪

[সিঃ—সন্দিগ্ধ শাস্ত্রার্থে লৌকিকন্যায় সাধকাণ। তদ্বলে নির্ণীত শাস্ত্রার্থের বৈপরীত্যে প্রত্যবায়।]

[শঙ্কা—] কিন্তু শাস্ত্রের প্রামাণ্যবলে এই স্থলে (—উৎকৃষ্টে নিকৃষ্টদৃষ্টিস্থলে) প্রত্যবায়ের প্রাপ্তিবিষয়ে আশঙ্কা করা উচিত নহে।২৫ আর লৌকিক যুক্তির দ্বারা শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য দৃষ্টি নিয়মন করা যুক্তিসঙ্গত নহে।২৬[সিঃ সমাধান—] এই বিষয়ে

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি।২৬ অত্র উচ্যতে—নির্ধারিতে শাস্ত্রার্থে এতৎ এবং স্যাৎ।২৭ সন্দিগ্ধে তু তস্মিন্ তন্নির্ণয়ং প্রতি লৌকিকঃ অপি ন্যায়ঃ আশ্রীয়মাণঃ ন বিরুধ্যতে।২৮ তেন চ উৎকৃষ্টদৃষ্ট্যধ্যাসে শাস্ত্রার্থে অবধার্যমাণে নিকৃষ্টদৃষ্টিম্ অধ্যস্যন্ প্রত্যবেয়াৎ ইতি শ্লিষ্যতে।২৯ প্রাথম্যাৎ চ আদিত্যাদিশব্দানাং মুখ্যার্থত্বম্ অবিরোধাৎ গ্রহীতব্যম্।৩০ তৈঃ স্বার্থবৃত্তিভিঃ অবরুদ্ধায়াং বুদ্ধৌ পশ্চাৎ অবতরতঃ ব্রহ্মশব্দস্য মুখ্যয়া বৃত্ত্যা সামানাধিকরণ্যাসম্ভবাৎ ব্রহ্মদৃষ্টিবিধানার্থতা এব অবতিষ্ঠতে।৩১ ইতিপরত্বাৎ অপি ব্রহ্মশব্দস্য এষঃ এব অর্থঃ ন্যায্যঃ।৩২ তথাহি "ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ" (ছাঃ

ভাষ্যানুবাদ

(—লৌকিক ন্যায়ের নিশ্চয়হেতুতা বিষয়ে) বলা হইতেছে—শাস্ত্রের অর্থ নির্দ্ধারিত হইলে ইহা এই প্রকার হইবে (—লৌকিক যুক্তিবলে শাস্ত্রার্থ নির্ণীত হইবে না)।২৭ কিন্তু তাহা (—শাস্ত্রার্থ) সন্দিগ্ধ হইলে তাহার নির্ণয়ের জন্য পরিগৃহীত লৌকিক যুক্তিও বিরুদ্ধ নহে।২৮ আর তাহার (—লৌকিক যুক্তির) দ্বারা [আদিত্যাদি নিকৃষ্ট বস্তুতে ব্রহ্মদৃষ্টিরূপ] উৎকৃষ্ট দৃষ্টির আরোপরূপ শাস্ত্রার্থ অবধারিত হইলে [উৎকৃষ্ট ব্রহ্মবস্তুতে আদিত্যাদিদৃষ্টিরূপ] নিকৃষ্টদৃষ্টিকে আরোপকরতঃ প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে, ইহা যুক্তিযুক্ত।২৯

[সিঃ—অসঞ্জাতবিরোধী আদিত্যাদিশব্দের মুখ্যার্থ ও সঞ্জাতবিরোধী ব্রহ্মশব্দের লাক্ষণিকার্থ গ্রহণীয়।]

আর [এই বিষয়ে কেবল লৌকিক ন্যায়ই নিশ্চায়ক নহে, কিন্তু] আদিত্যাদি শব্দসকলের প্রাথম্য থাকায় (—তাহারা ব্রহ্মশব্দাপেক্ষা প্রথমে পঠিত হওয়ায়) অবিরোধবশতঃ (—তাহাদের মুখ্যার্থ গ্রহণের প্রতি কেহ বিরোধী না থাকায়, "অসংজাতবিরোধিন্যায়বলে (১।৩০০ পৃঃ) তাহাদের] মুখ্যার্থতাই পরিগৃহীত হওয়া উচিত (—শক্তিবৃত্তিবলে আদিত্যাদিবস্তুরূপ মুখ্য অর্থই গৃহীত হইবে, 'আদিত্যাদিদৃষ্টিরূপ' লাক্ষণিকার্থ নহে)।৩০ তাহাদিগকর্ত্তৃক স্বার্থবোধক বৃত্তিসকলের দ্বারা বুদ্ধি অবরুদ্ধ হইলে (—আদিত্যাদিশব্দের শক্তিবৃত্তিলভ্য আদিত্যাদিবস্তুরূপ মুখ্য অর্থ প্রথমেই বুদ্ধিতে আরূঢ় হইলে) পরে অবতরণ করে (—পঠিত হয়) যে ব্রহ্মশব্দ, [সঞ্জাতবিরোধী] তাহার মুখ্যবৃত্তির দ্বারা (—শক্তিবৃত্তিলভ্য ব্রহ্মবস্তুরূপ মুখ্যার্থ গ্রহণদ্বারা, আদিত্যাদির সহিত] সামানাধিকরণ্য (—একার্থবোধকতা) অসম্ভব হওয়ায় [ব্রহ্মশব্দের লক্ষণাবৃত্তিলভ্য অর্থ যে ব্রহ্মদৃষ্টি, সেই] ব্রহ্মদৃষ্টির বিধানকরারূপ অর্থই নির্ণীত হইতেছে।৩১

[সিঃ—ইতি-শ্রুতিযুক্ত হওয়ায় ব্রহ্মশব্দের ব্রহ্মদৃষ্টিরূপ লাক্ষণিকার্থ গ্রহণীয়।]

[এই বিষয়ে অন্য যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর 'ইতিপর' হয় বলিয়াও (—ব্রহ্মশব্দের পর 'ইতি'শব্দ পঠিত হইয়াছে বলিয়াও) ব্রহ্মশব্দের [ব্রহ্মদৃষ্টিরূপ] এই অর্থই ন্যায্য।৩২ যেমন দেখ, "ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ". "ব্রহ্ম ইতি উপাসীত",

শাঙ্করভাষ্যম্

৩।১৯।১), "ব্রহ্ম ইতি উপাসীত" (ছাঃ ৩।১৮।১), "ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে" (ছাঃ ৭।৪।৩), ইতি চ সর্ব্বত্র ইতিপরং ব্রহ্মশব্দম্ উচ্চারয়তি, শুদ্ধান্ তু আদিত্যাদিশব্দান্ ।৩৩ ততশ্চ যথা 'শুক্তিকাং রজতম্ ইতি প্রত্যেতি', ইতি অত্র শুক্তিবচনঃ এব শুক্তিকাশব্দঃ, রজতশব্দস্তু রজতপ্রতীতিলক্ষণার্থঃ ।৩৪ প্রত্যেতি এব হি কেবলং রজতম্ ইতি, নতু তত্র রজতম্ অস্তি ।৩৫ এবম্ অত্রাপি 'আদিত্যাদীন্ ব্রহ্ম ইতি প্রতীয়াৎ' ইতি গম্যতে ।৩৬ বাক্যশেষঃ অপি চ দ্বিতীয়ানির্দ্দেশেন আদিত্যাদীন্ এব উপাস্তিক্রিয়য়া ব্যাপ্যমানান্ দর্শয়তি— "সঃ যঃ এতম্ এবং বিদ্বান্ আদিত্যং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে" (ছাঃ ৩.১৯।৪), "যঃ বাচং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে" (ছাঃ ৭।২।২), "যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে" (ছাঃ ৭।৪।৩) ইতি চ ।৩৭ যত্তু উক্তং ব্রহ্মোপা-

ভাষ্যানুবাদ

এবং "ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে", ইত্যাদি সকল স্থলে [শ্রুতি] ইতি-পররূপে ব্রহ্মশব্দকে উচ্চারণ করিতেছেন, আদিত্য প্রভৃতি শব্দসকলকে কিন্তু শুদ্ধরূপে (—ইতিশব্দ-যোজনা ব্যতিরেকে) উচ্চারণ করিতেছেন ৩৩ [আচ্ছা ব্রহ্মশব্দ 'ইতিপর' এবং আদিত্যাদিশব্দ শুদ্ধ হউক, কিন্তু তাহা হইলেও ব্রহ্মশব্দের ব্রহ্মদৃষ্টিরূপ লাক্ষণিকার্থ কেন গৃহীত হইবে ? তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] আর সেইহেতু (—'ইতিপর' হওয়ায়) যেমন 'শুক্তিকাং রজতম্ ইতি প্রত্যেতি' (—'শুক্তিকাকে রজত, এইরূপে জানিতেছে'), ইত্যাদি এই স্থলে [ইতি-শব্দবিহীন] শুক্তিকাশব্দ শুক্তিকার বাচক, [ইতিশব্দযুক্ত] রজতশব্দ কিন্তু রজতজ্ঞানরূপ অর্থে লক্ষণার জন্য । [কারণ রজতশব্দও যদি শুক্তিকাশব্দের ন্যায় মুখ্যার্থ সমর্পণ করে, তাহা হইলে ইতিশব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে ।৩৪ কিন্তু রজতজ্ঞান যখন হইতেছে,সেই জ্ঞান নিরালম্বন হওয়া সঙ্গত নহে। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—সেই স্থলে] কেবল রজতকে জানিতেই পারে (—রজতবিষয়ক প্রাতিভাসিক জ্ঞানই হয়, ব্যাবহারিক সদ্রূপে প্রতীতিযোগ্য] রজত কিন্তু সেই স্থলে নাই। [সেই স্থলে ইতি-শব্দযুক্ত রজতশব্দের লাক্ষণিকার্থ হয় 'রজতজ্ঞান'] ।৩৫ এইপ্রকারে এই স্থলেও [ব্রহ্মশব্দ ইতি-শব্দযুক্ত হওয়ায়] আদিত্য প্রভৃতিকে 'ব্রহ্ম' এইরূপে জানিবে (—আদিত্য প্রভৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে, 'ইতি' শ্রুতিবলে] এইপ্রকার [অর্থই] অবগত হওয়া যাইতেছে (—ব্রহ্মশব্দের লাক্ষণিক অর্থ হইতেছে 'ব্রহ্মদৃষ্টি') ।৩৬

[সিঃ—দ্বিতীয়াশ্রুতিবলে ব্রহ্মদৃষ্টির দ্বারা আদিত্যাদিই উপাস্ত।]

আর বাক্যশেষেও দ্বিতীয়াবিভক্তির নির্দ্দেশদ্বারা উপাসনাক্রিয়ার দ্বারা ব্যাপ্ত (—উপাসনাক্রিয়ার কর্ম্মভূত) আদিত্য প্রভৃতিকেই প্রদর্শন করিতেছে, যথা— "তিনি, যিনি এইপ্রকার জানিয়া আদিত্যকে ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করেন", "যিনি

শাঙ্করভাষ্যম্

সমম্ এব অত্র আদরণীয়ং ফলবত্ত্বায়* ইতি।৩৮ তদ্ অযুক্তম্, উক্তেন ন্যায়েন আদিত্যাদীনাম্ এব উপাস্যত্বাবগমাৎ।৩৯ ফলং তু অতিথ্যাদ্যুপাসনে ইব আদিত্যাদ্যুপাসনে অপি ব্রহ্মৈব দাস্যতি, সর্ব্বাধ্যক্ষত্বাৎ।৪০ বর্ণিতং চ এতৎ "ফলম্ অতঃ উপপত্তেঃ" (৩।২।৩৮), ইত্যত্র।৪১ ঈদৃশং চ অত্র ব্রহ্মণঃ উপাস্যত্বং যৎ প্রতীকেষু তদ্দৃষ্ট্যধ্যারোপণং প্রতিমাদিষু ইব বিষ্ণ্বাদীনাম্।৪২॥৪।১।৫॥

* 'ফলবত্ত্বায়' ইতি পাঠঃ। ইতি চতুর্থং ব্রহ্মদৃষ্ট্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

বাগিন্দ্রিয়কে ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করেন", এবং "যিনি সঙ্কল্পকে ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করেন", ইত্যাদি।৩৭

[সিঃ—সর্ব্বান্তর্যামী ব্রহ্মই ফলদাতা। অপ্রধানরূপে হইলেও ব্রহ্মেরই উপাস্যতা।]

আর যে বলা হইয়াছে—ফলযুক্ততার (—ফলপ্রাপ্তির) জন্য ব্রহ্মের উপাসনাই এখানে (—এই শ্রুতিবাক্যসকলে) আদরণীয়।৩৮ তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু কথিত যুক্তির দ্বারা (—অসঞ্জাতবিরোধিন্যায়ের, লৌকিক ন্যায়ের এবং ইতিশব্দরূপ ও দ্বিতীয়া বিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণদ্বয়ের দ্বারা) আদিত্যাদিরই উপাস্যতা অবগত হওয়া যায়।৩৯ [কিন্তু উপাস্য না হইলে ব্রহ্ম ফলপ্রদ কিপ্রকারে হইবেন? উত্তর—] ফল কিন্তু অতিথি প্রভৃতির উপাসনাতে (—সেবাতে) যেপ্রকার হয়, সেইপ্রকারে আদিত্যাদির উপাসনাতেও ব্রহ্মই প্রদান করিবেন, যেহেতু তিনি সর্ব্বাধ্যক্ষ (—সকলের প্রেরক)।৪০ আর ইহা "ফলম্ অতঃ উপপত্তেঃ", ইত্যাদি এই স্থলে বর্ণিত হইয়াছে।৪১ [আচ্ছা, তাহা হইলে এই উপাসনাসকলকে ব্রহ্মোপাসনা বলা হয় কেন? উত্তর—] আর এই স্থলে ব্রহ্মের উপাস্যতা এইপ্রকার যে, প্রতীকসকলে তদ্দৃষ্টির (—ব্রহ্মদৃষ্টির) অধ্যারোপ, যেমন প্রতিমা প্রভৃতিতে বিষ্ণু প্রভৃতির (—বিষ্ণু প্রভৃতি দৃষ্টির) অধ্যারোপ।৪২ [অতএব বিশেষণরূপে (—অপ্রধানরূপে) হইলেও ব্রহ্মেরই উপাস্যতা সিদ্ধ হওয়ায় এই উপাসনাসকল ব্রহ্মোপাসনারূপে গ্রহণীয়]॥৪।১।৫॥ ব্রহ্মদৃষ্ট্যধিকরণ সমাপ্ত।

৫। আদিত্যাদিমত্যধিকরণম্। [৬ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনাতে অধিষ্ঠান ও আরোপ্য নিরূপণ।

অধিকরণসঙ্গতি—কর্ম্মাত্মক ও কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথ প্রভৃতি ফলজনক হওয়ায় উৎকৃষ্ট; আদিত্যাদি সিদ্ধবস্তুসকল কিন্তু কর্ম্মাত্মক না হওয়ায় ফলজনক নহে, সুতরাং নিকৃষ্ট। পূর্ব্বাধিকরণে যেমন নিকৃষ্ট বস্তুতে উৎকৃষ্টদৃষ্টি-ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, প্রস্তাবিত স্থলে তদ্রূপ আদিত্যাদি নিকৃষ্ট বস্তুতে উদ্গীথাদিদৃষ্টিরূপ উৎকৃষ্টদৃষ্টি করিতে হইবে। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত

দৃষ্টান্তসঙ্গতি সিদ্ধ হয়। [মুখ্যপাদসঙ্গতি প্রাসঙ্গিক, ইহা ৩।১।৩ অধিকরণে দ্রঃ]।

ন্যায়মালা

আদিত্যাদাবঙ্গদৃষ্টিরঙ্গে রব্যাদিধীরুত ।
নোৎকর্ষো ব্রহ্মজত্বেন দ্বয়োস্তেনৈচ্ছিকী মতিঃ॥
আদিত্যাদিধিয়াঽঙ্গানাং সংস্কারে কর্ম্মণঃ ফলে ।
যুজ্যতে হতিশয়স্তস্মাদঙ্গেষ্বর্কাদিদৃষ্টয়ঃ॥

অন্বয়—আদিত্যাদৌ অঙ্গদৃষ্টিঃ, উত অঙ্গে রব্যাদিধীঃ ? দ্বয়োঃ ব্রহ্মজত্বেন উৎকর্ষঃ ন ; তেন মতিঃ ঐচ্ছিকী। আদিত্যাদিধিয়া অঙ্গানাং সংস্কারে কর্ম্মণঃ ফলে অতিশয়ঃ যুজ্যতে। তস্মাৎ অঙ্গেষু অর্কাদিদৃষ্টয়ঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["যঃ এবাসৌ তপতি তম্ উদ্গীথম্ উপাসীত" (ছাঃ ১।৩।১), ইতি এবমাদীনি কর্ম্মাঙ্গসম্বদ্ধোপাসনানি অত্র বিষয়ঃ। তত্র উৎকর্ষাপকর্ষরূপবিশেষানুপলম্ভাৎ ভবতি সংশয়ঃ—] আদিত্যাদৌ [উদ্গীথাদি-] অঙ্গদৃষ্টিঃ [কর্ত্তব্যা], উত [উদ্গীথাদি-] অঙ্গে রব্যাদিধীঃ ?

পূর্ব্বপক্ষ—[আদিত্যোদ্গীথয়োঃ] দ্বয়োঃ ব্রহ্মজত্বেন [পূর্ব্বাধিকরণোৎকর্ষন্যায়ানবতারাৎ একাপেক্ষয়া ইতরস্য] উৎকর্ষঃ ন [সম্ভবতি] ; তেন [নিয়ামকাভাবাৎ] মতিঃ ঐচ্ছিকী।

সিদ্ধান্ত—আদিত্যাদিধিয়া অঙ্গানাং সংস্কারে [সতি] কর্ম্মণঃ ফলে অতিশয়ঃ যুজ্যতে। [বিপর্য্যয়ে তু উদ্গীথাদিকর্ম্মাঙ্গৈঃ আদিত্যাদিদেবতায়াং সংস্কৃতায়াং কিং তব ফলিষ্যতি ? নহি অক্রিয়াত্মিকা দেবতা ফলস্য সাধনং ভবতি। ফলসাধনত্বে চ দেবতায়াঃ সাধারণত্বেন যজমানাযজমানয়োঃ ফলসাম্যপ্রসঙ্গঃ]। তস্মাৎ [উদ্গীথাদি-] অঙ্গেষু অর্কাদিদৃষ্টয়ঃ [কর্ত্তব্যাঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—["ঐ যিনি তাপদান করিতেছেন, তাঁহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে", ইত্যাদি এই কর্ম্মাঙ্গসম্বদ্ধ উপাসনাসকল এখানে বিষয়। সেই স্থলে উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতারূপ বিশেষের উপলব্ধি না হওয়ায় সংশয় হয়—] আদিত্য প্রভৃতিতে [উদ্গীথাদি] কর্ম্মাঙ্গদৃষ্টি করিতে হইবে, অথবা [উদ্গীথাদি] কর্ম্মাঙ্গে আদিত্যাদিদৃষ্টি ?

পূর্ব্বপক্ষ—[আদিত্য ও উদ্গীথ] দুইটীই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হওয়ায় [পূর্ব্বাধিকরণে প্রদর্শিত উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতাবিষয়ক যুক্তির প্রাপ্তি হয় না বলিয়া একটী হইতে অপরটীর] উৎকৃষ্টতা সম্ভব নহে ; সেইহেতু [নিয়ামকের অভাববশতঃ] দৃষ্টি স্বেচ্ছানুযায়ী হইবে।

সিদ্ধান্ত—[আদিত্যাদিদৃষ্টির দ্বারা কর্ম্মাঙ্গসকলের সংস্কার হইলে কর্ম্মের ফলে অতিশয় (=ফলাধিক্য) যুক্তিসঙ্গত। [কিন্তু বিপরীতভাবে উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গসকলের দ্বারা আদিত্যাদি দেবতা সংস্কৃত হইলে তোমার কি ফল হইবে ? যেহেতু অক্রিয়াস্বরূপ দেবতা ফলের সাধন নহেন। আর ফলের সাধন হইলে দেবতা সাধারণ হওয়ায় যজমান ও অযজমান উভয়ের ফলের সমতা হইয়া পড়িবে]। সেইহেতু [উদ্গীথাদি] অঙ্গসকলে আদিত্যাদি দৃষ্টিসকল করিতে হইবে।

ফলভেদ—তত্তৎপক্ষসিদ্ধিই পূর্ব্বোত্তরপক্ষে ফল।

আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ ॥৪।১।৬॥

পদচ্ছেদ—আদিত্যাদিমতয়ঃ, চ, অঙ্গে, উপপত্তেঃ।

সূত্রার্থ—["যঃ এবাসৌ তপতি তম্ উদ্গীথম্ উপাসীত" (ছাঃ ১।৩।১), ইত্যাদীনি অঙ্গাশ্রিতোপাসনানি সন্তি। তত্র কিম্ আদিত্যাদিষু উদ্গীথাদিদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা, উত উদ্গীথা-

দিষু আদিত্যাদিদৃষ্টিঃ ইতি বিশয়ে, আদিত্যাদিষু উদ্গীথাদিদৃষ্টিঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। [সিদ্ধান্তস্ত—] অঙ্গে—উদ্গীথাদিষু কর্ম্মাঙ্গেষু, আদিত্যাদিমতয়ঃ—আদিত্যাদিদৃষ্টয়ঃ [কর্ত্তব্যাঃ। কুতঃ ?] উপপত্তেঃ—কর্ম্মসমৃদ্ধিরূপফলোপপত্তেঃ। চকারঃ—ন আদিত্যাদিষু উদ্গীথাদিমতয়ঃ ইতি আহ।

অনুবাদ—["ঐ যিনি তাপদান করিতেছেন, তাঁহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে", ইত্যাদিরূপে পঠিত কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনাসকল আছে। সেই স্থলে কি আদিত্য প্রভৃতিতে উদ্গীথ প্রভৃতি দৃষ্টি করা উচিত, অথবা উদ্গীথ প্রভৃতিতে আদিত্য প্রভৃতি দৃষ্টি, এইপ্রকার সংশয় হইলে; 'আদিত্যাদিতে উদ্গীথাদিদৃষ্টি', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] অঙ্গে—উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গসকলে, আ দি ত্যা দি ম ত য়ঃ—আদিত্যাদিদৃষ্টিসকল [করিতে হইবে। তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] উপপত্তেঃ—যেহেতু কর্ম্মের সমৃদ্ধিরূপ ফল (—ফলাধিক্য) সঙ্গত। চকারটী—আদিত্যাদিতে উদ্গীথাদিদৃষ্টিসকল নহে, ইহা বলিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

"যঃ এবাসৌ তপতি তম্ উদ্গীথম্ উপাসীত" (ছাঃ ১৷৩৷১), 'লোকেষু পঞ্চবিধং সাম উপাসীত (ছাঃ ২৷২৷১), "বাচি সপ্তবিধং সাম উপাসীত" (ছাঃ ২৷৮৷১), "ইয়ম্ এব ঋক্ অগ্নিঃ সাম" (ছাঃ ১৷৬৷১), ইতি এবমাদিষু অঙ্গাববদ্ধেষু উপাসনেষু সংশয়ঃ—কিম্ আদিত্যাদিষু উদ্গীথাদিদৃষ্টয়ঃ বিধীয়ন্তে, কিংবা উদ্গীথাদিষু এব আদিত্যাদিদৃষ্টয়ঃ ইতি ? ১ তত্র অনিয়মঃ, নিয়মকারণাভাবাৎ ইতি প্রাপ্তম্ ৷২ নহি অত্র ব্রহ্মণঃ ইব কস্যচিৎ উৎকর্ষবিশেষঃ অবধার্যতে ৷৩ ব্রহ্ম হি সমস্তজগৎকারণত্বাৎ অপহতপাপ্মত্বাদিগুণযোগাৎ (ছাঃ ৮৷৭৷৩) চ আদিত্যাদিভ্যঃ উৎকৃষ্টম্ ইতি শক্যম্ অবধারয়িতুম্ ৷৪ নতু আদিত্যোদ্গীথাদীনাং বিকারত্বাবিশে-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—উৎকৃষ্টতানিশ্চয়ের হেতু না থাকায় কর্ম্মাঙ্গোপাসনাতে আধার ও আরোপ্য বিষয়ে অনিয়ম।]

"ঐ যিনি তাপদান করিতেছেন, তাঁহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে", [পৃথিবী ও আদিত্য প্রভৃতি] লোকসকলে পঞ্চবিধ সামকে (—সামের পাঁচটী ভক্তিকে) উপাসনা করিবে", "বাকে (—বাক্যদৃষ্টিতে) সপ্তবিধ সামকে (৩৷২৪৪ পৃঃ) উপাসনা করিবে", "ইনিই (—পৃথিবীই) ঋক্, অগ্নিই সাম", ইত্যাদি এই কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধ উপাসনাসকলে সংশয় হয়—আদিত্যাদিতে কি উদ্গীথাদি দৃষ্টিসকল বিহিত হইতেছে, অথবা উদ্গীথাদিতে আদিত্যাদি দৃষ্টিসকল ? ১ [পূর্ব্বপক্ষ—] সেই স্থলে অনিয়ম হইবে (—যাহাতে যে দৃষ্টি ইচ্ছা, তাহাই করিতে হইবে), যেহেতু [নিয়মনকারি শাস্ত্র রূপ] কারণ নাই, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল ৷২ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু এই স্থলে ব্রহ্মের ন্যায় [আদিত্যাদি, বা উদ্গীথাদি] কাহারও উৎকৃষ্টতারূপ বিশেষ নির্ণীত হইতেছে না ৷৩ সমগ্র জগতের কারণ হওয়ায় এবং পাপরাহিত্যাদিগুণযুক্ত হওয়ায় ব্রহ্ম আদিত্যাদি হইতে উৎকৃষ্ট, ইহা অবধারণ করিতে পারা যায় ৷৪ কিন্তু

শাঙ্করভাষ্যম্

যাৎ কিঞ্চিৎ উৎকর্ষবিশেষাবধারণে কারণম্ অস্তি।৫ অথবা নিয়মেন উদ্গীথাদিমতয়ঃ আদিত্যাদিষু অধ্যস্যেরন্।৬ কস্মাৎ।৭ কর্ম্মাত্মকত্বাৎ উদ্গীথাদীনাং কর্ম্মণশ্চ ফলপ্রাপ্তিপ্রসিদ্ধেঃ।৮ উদ্গীথাদিমতিভিঃ উপাস্যমানাঃ আদিত্যাদয়ঃ কর্ম্মাত্মকাঃ সন্তঃ ফলহেতবঃ ভবিষ্যন্তি।৯ তথাচ "ইয়ম্ এব ঋক্, অগ্নিঃ সাম" (ছাঃ ১।৬।১), ইত্যত্র "তৎ এতৎ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম" (ছাঃ ১।৬।১), ইতি ঋক্শব্দেন পৃথিবীং নির্দ্দিশতি, সামশব্দেন অগ্নিম্।১০ তচ্চ পৃথিব্যগ্ন্যোঃ ঋক্সামদৃষ্টিচিকীর্ষায়াম্ অবকল্পতে, ন ঋক্সাময়োঃ পৃথিব্যগ্নিদৃষ্টিচিকীর্ষায়াম্।১১ ক্ষত্তরি হি রাজদৃষ্টিকরণাৎ রাজশব্দঃ উপচর্যতে, ন রাজনি ক্ষত্তৃশব্দঃ।১২ অপিচ "লোকেষু পঞ্চ-

ভাষ্যানুবাদ

অবিশেষভাবে কার্য্যবস্তু হওয়ায় আদিত্য ও উদ্গীথ প্রভৃতির মধ্যে উৎকৃষ্টতারূপ বিশেষের নিশ্চয়ের প্রতি কোনপ্রকার কারণ নাই।৫

[মুখ্য পূঃ—কর্ম্মাঙ্গদৃষ্টি আরোপের ফলে অকর্ম্মাঙ্গ সিদ্ধপদার্থ কর্ম্মাত্মক হওয়ায় এবং লিঙ্গ শ্রুতি ও অসমস্ত-বিরোধিত্বার অনুকূল হওয়ায় অকর্ম্মাঙ্গে কর্ম্মাঙ্গ দৃষ্টি।]

[মুখ্য পূর্ব্বপক্ষ এই—] অথবা আদিত্যাদিতে উদ্গীথাদি দৃষ্টিসকলকে নিয়মিতভাবে আরোপ করিতে হইবে।৬ তাহাতে হেতু কি? ৭ [উত্তর—] যেহেতু উদ্গীথ প্রভৃতি কর্ম্মাত্মক এবং যেহেতু কর্ম্ম হইতে ফলপ্রাপ্তির প্রসিদ্ধি আছে।৮ উদ্গীথাদি দৃষ্টিসকলের দ্বারা উপাসিত হন যে আদিত্য প্রভৃতি [সিদ্ধ পদার্থ], তাঁহারা [কর্ম্মাত্মক উদ্গীথাদিদৃষ্টি আরোপের ফলে] কর্ম্মাত্মক (—কর্ম্মভাবপ্রাপ্ত) হইয়া ফলের প্রতি হেতু হইবেন।৯ [অকর্ম্মাঙ্গ সিদ্ধপদার্থে কর্ম্মাঙ্গদৃষ্টি করিতে হইবে, এই বিষয়ে পৃথিবী ও অগ্নিতে যথাক্রমে ঋক্ ও সামশব্দের প্রয়োগরূপ লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, "ইহাই (—পৃথিবীই) ঋক্, অগ্নিই সাম", ইত্যাদি এই স্থলে "সেইহেতু সেই এই ঋকে সাম অধিষ্ঠিত", এইরূপে [শ্রুতি] ঋক্শব্দের দ্বারা পৃথিবীকে এবং সামশব্দের দ্বারা অগ্নিকে নির্দ্দেশ করিতেছেন।১০ আর তাহা (—সেই নির্দ্দেশ, অকর্ম্মাঙ্গভূত সিদ্ধপদার্থ] পৃথিবী ও অগ্নিতে [ক্রিয়াত্মক ও কর্ম্মাঙ্গভূত] ঋক্ ও সামদৃষ্টি করিবার ইচ্ছাতেই হয় সঙ্গত, কিন্তু [ক্রিয়াত্মক ও কর্ম্মাঙ্গভূত] ঋক্ ও সামে [কর্ম্মানঙ্গভূত সিদ্ধপদার্থ] পৃথিবী ও অগ্নিদৃষ্টি করিবার ইচ্ছাতে নহে।১১ [দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা স্পষ্ট করিতেছেন—] দেখ, সারথিতে রাজদৃষ্টি করা হইলে রাজশব্দ গৌণীবৃত্তিতে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু [অপ্রীতিভয়ে] রাজাতে সারথিশব্দ তাহা হয় না। (—গৌণীবৃত্তিতেও প্রযুক্ত হয় না। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ ঋক্ ও সামে পৃথিবী ও অগ্নিদৃষ্টি হইবে না (১)।১২ সপ্তমীবিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণ-

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্ববাদীর ভাব এই—ঋগ্‌মন্ত্রে সামের স্বর যোজিত হইলে তাহাকে বলে—'সাম'।

শাঙ্করভাষ্যম

বিধং সাম উপাসীত (ছা: ২।২।১), ইতি অধিকরণনির্দ্দেশাৎ লোকেষু সাম অধ্যসিতব্যম্ ইতি প্রতীয়তে।১৩ "এতৎ গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতম্" (ছা: ২।১১।১) ইতি চ এতৎ এবং দর্শয়তি।১৪ প্রথমনির্দ্দিষ্টেষু চ আদিত্যাদিষু চরমনির্দ্দিষ্টং ব্রহ্ম অধ্যস্তম্ "আদিত্যঃ ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ" (ছা: ৩।১৯।১) ইত্যাদিষু।১৫ প্রথমনির্দ্দিষ্টাশ্চ পৃথিব্যাদয়ঃ চরমনির্দ্দিষ্টাঃ হিঙ্কারাদয়ঃ "পৃথিবী হিঙ্কারঃ" (ছা: ২।২।১) ইত্যাদিশ্রুতিষু।১৬ অতঃ অনঙ্গেষু আদিত্যাদিষু অঙ্গমতিনিক্ষেপঃ ইতি।১৭ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—আদিত্যাদিমতয়ঃ এব অঙ্গেষু উদ্গীথাদিষু ক্ষিপেরন্।১৮ কুতঃ?১৯ উপপত্তেঃ।২০ উপ-

ভাষ্যানুবাদ

বলেও এইপ্রকার প্রয়োগ সিদ্ধ হয়, ইহা বলিতেছেন—] আর দেখ, ["পৃথিব্যাদি] লোকসকলে পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করিবে", এইপ্রকারে [সপ্তমীবিভক্তির দ্বারা] অধিকরণের নির্দ্দেশবশতঃ লোকসকলে সামকে আরোপ করিতে হইবে (— পৃথিব্যাদি লোকে হিঙ্কারাদিদৃষ্টি করিতে হইবে), ইহা প্রতীত হইতেছে।১৩ আবার "এই গায়ত্রনামক সাম প্রাণসকলে প্রতিষ্ঠিত", ইহা (—এই শ্রুতি) ইহাকে (—অঙ্গাশ্রিতোপাসনাকে, সিদ্ধপদার্থে কর্ম্মাঙ্গদৃষ্টি করিতে হইবে], এইপ্রকারে প্রদর্শন করিতেছেন।১৪ পূর্ব্বাধিকরণে "অসঞ্জাতবিরোধিন্যায়বলে"] "আদিত্যঃ ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ", ইত্যাদি স্থলে প্রথমে নির্দ্দিষ্ট (—পঠিত) আদিত্য প্রভৃতিতে চরমে পঠিত ব্রহ্ম আরোপিত হইয়াছেন।১৫ [প্রস্তাবিত স্থলেও] "পৃথিবীই হিঙ্কার", ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকলে পৃথিবী প্রভৃতি প্রথমে এবং হিঙ্কার প্রভৃতি শেষে নির্দিষ্ট (—পঠিত) হইয়াছে, 'সেইহেতু পূর্ব্বাধিকরণের সিদ্ধান্তানুসারে পৃথিব্যাদি অনঙ্গভূত সিদ্ধপদার্থে হিঙ্কারাদি কর্ম্মাঙ্গদৃষ্টি হইবে'।১৬ অতএব (—এইপ্রকার যুক্তি থাকায়) যাহা কর্ম্মাঙ্গ নহে, সেই আদিত্য

ভাবদীপিকা

সেইহেতু সাম ঋকের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা গৌণভাবে বলা হয়। এইরূপে অগ্নিকে পৃথিবীর উপর প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। এইপ্রকার আধারতারূপ সমতাবশতঃ পৃথিবীতে ঋগ্দৃষ্টি এবং আধেয়তারূপ সমতাবশতঃ সামে অগ্নিদৃষ্টি বিহিত হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত। কিন্তু যদি কর্ম্মাঙ্গভূত ঋক্ ও সামে যথাক্রমে পৃথিবী ও অগ্নিরূপ সিদ্ধপদার্থদৃষ্টির বিধান অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে "ইয়ম্ এব ঋক্, অগ্নিঃ সাম" (ছা: ১।৬।১), এইপ্রকারে পৃথিবীতে ও অগ্নিতে যথাক্রমে ঋক্ ও সামশব্দের গৌণীবৃত্তিতে প্রয়োগ হইবে না, কারণ ঋক্‌কে কেহ কখনও সামে এবং পৃথিবীকে অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত দর্শন করে না। যেমন রাজাতে সারথিশব্দের গৌণীবৃত্তিতেও প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ। অতএব প্রয়োগের বৈপরীত্যবশতঃ ঋক্ ও সামে যথাক্রমে পৃথিবী ও অগ্নিরূপ সিদ্ধদার্থদৃষ্টি হইবে না। কিন্তু অন্যপ্রকার প্রয়োগ অঙ্গীকার করিলে অসঙ্গতি হইয়া পড়ে বলিয়া পৃথিবীতে ঋগ্দৃষ্টি এবং অগ্নিতে সামদৃষ্টি হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

পাদ্যতে হি এবম্ অপূর্ব্বসন্নিকর্ষাৎ আদিত্যাদিমতিভিঃ সংস্ক্রিয়মাণেষু উদ্গীথাদিষু কর্ম্মসমৃদ্ধিঃ।২১ "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" (ছাঃ ১।১।১০), ইতি চ বিদ্যায়াঃ কর্ম্মসমৃদ্ধিহেতুত্বং দর্শয়তি।২২ ভবতু কর্ম্মসমৃদ্ধিফলেষু এবম্, স্বতন্ত্রফলেষু তু কথম্ "যঃ এতৎ এবংবিদ্বান্ লোকেষু পঞ্চবিধং সাম উপাস্তে" (ছাঃ ২।২।৩) ইত্যাদিষু।২৩ তেষু অপি অধিকৃতাধিকারাৎ প্রকৃতাপূর্ব্বসন্নিকর্ষেণ এব ফলকল্পনা যুক্তা, গোদোহনা-

ভাষ্যানুবাদ

প্রভৃতিতে [উদ্গীথাদি] কর্ম্মাঙ্গবুদ্ধির নিক্ষেপ (— আরোপ) হইবে, ইত্যাদি।১৭

[সিঃ—উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গের সংস্কারের জন্য সেই সকলে আদিত্যাদি দেবতাদৃষ্টি কর্ত্তব্য।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—আদিত্যাদিবুদ্ধি-সকলই (—আদিত্যাদিদৃষ্টিসকলই) উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গসকলে নিক্ষিপ্ত (—আরোপিত) হইবে।১৮ তাহাতে হেতু কি ?১৯ [উত্তর—] যেহেতু যুক্তিসঙ্গত।২০ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—প্রোক্ষণাদিদ্বারা ব্রীহি সংস্কৃত হইলে যেমন কর্ম্মজনিত অপূর্ব্বের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ প্রস্তাবিত স্থলেও সোমযজ্ঞাদিরূপ কর্ম্মজন্য] অপূর্ব্বের সহিত এইপ্রকার সম্বন্ধ থাকায় আদিত্যাদিদৃষ্টিসকলের দ্বারা উদ্গীথাদি সংস্কৃত হইলে কর্ম্মের সমৃদ্ধি (—ফলাধিক্য) হইয়া থাকে, ইহা যেহেতু সঙ্গত। [সেইহেতু উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গসকলের সংস্কারের জন্য সেই সকলে আদিত্যাদিদৃষ্টি করিতে হইবে।২১ কিন্তু এইপ্রকার উপাসনার ফলে কর্ম্মের ফলাধিক্য তো অবগত হওয়া যায় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] "যাহাই বিদ্যার (—উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গবিষয়ক জ্ঞানের) দ্বারা যুক্ত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে রহস্যদেবতাবিষয়ক যোগাবলম্বনে (—উপাসনা-বলম্বনে) অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই অধিকতর বীর্য্যবান্ (—ফলপ্রদ) হইয়া থাকে", এইপ্রকারে [শ্রুতি] উপাসনার কর্ম্মসমৃদ্ধিহেতুতা প্রদর্শন করিতেছেন।২২

[সিঃ—অধিকৃতাধিকারবশতঃ স্বতন্ত্রফলক অঙ্গাশ্রিতোপাসনাতেও উক্ত সিদ্ধান্তের অতিদেশ।]

[সিদ্ধান্তে শঙ্কা—] কর্ম্মের সমৃদ্ধি (— ফলাধিক্য), যাহাদের ফল, সেই [কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনা] সকলে এইপ্রকার (—কর্ম্মাঙ্গে তদনঙ্গভূত দেবতাদৃষ্টিদ্বারা কর্ম্মাঙ্গের সংস্কার) হউক ; কিন্তু "যিনি ইহাকে (— কর্ম্মের সমৃদ্ধিজনক নহে, এই-প্রকার উপাসনাকে) এইপ্রকার [সাধুদৃষ্টিবিশিষ্ট] জানিয়া [পৃথিব্যাদি] লোকসকলে পঞ্চবিধ সামকে (— হিঙ্কারাদি পাঁচটী সামভক্তিকে) উপাসনা করেন", ইত্যাদি স্বতন্ত্রফলক (—যাহাতে সোমযজ্ঞাদির ফলের সমৃদ্ধি হইতে ভিন্ন আদিত্যাদি লোকলাভরূপ ফল শ্রুত হয়, সেই) উপাসনাসকলে কিপ্রকার (—কাহাতে কোন্ দৃষ্টি) হইবে ?২৩ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] সেই সকলেও অধিকৃতাধিকার-বশতঃ (১১৭৩ পৃঃ) গোদোহনাদিপাত্রের নিয়মের ন্যায় (১।২০৯ পৃঃ) প্রস্তাবিত

শাঙ্করভাষ্যম্

দিনিয়মবৎ।২৪ ফলাত্মকত্বাৎ চ আদিত্যাদীনাম্ উদ্গীথাদিভ্যঃ কর্ম্মাত্মকেভ্যঃ উৎকর্ষোপপত্তিঃ।২৫ আদিত্যাদিপ্রাপ্তিলক্ষণং হি কর্ম্মফলং শিষ্যতে শ্রুতিষু।২৬ অপিচ "ওম্ ইতি এতদ্ অক্ষরম্

ভাষ্যানুবাদ

[জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে অঙ্গাশ্রিতোপাসনাজন্য] অপূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধদ্বারাই ফলকল্পনা যুক্তিসঙ্গত (২)।২৪

[সিঃ—পূর্ব্বপক্ষীর কয়েকটী যুক্তির নিরাকরণদ্বারা সিদ্ধান্তের দৃঢ়ীকরণ।]

আর আদিত্য প্রভৃতি ফলস্বরূপ হওয়ায় কর্ম্মাত্মক উদ্গীথ প্রভৃতি হইতে [তাঁহাদের] উৎকৃষ্টতা যুক্তিসঙ্গত।২৫ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] দেখ, আদিত্যাদি [লোক-] প্রাপ্তিরূপ কর্ম্মফল শ্রুতিসকলে (ছাঃ ২।২।১-৩) উপদিষ্ট হইতেছে. [সুতরাং প্রাপ্তব্য সেই সকলের উৎকৃষ্টতা সিদ্ধ হয়।২৬ আর যে অসম্প্রাপ্তবিরোধিন্যায়ের বলে সিদ্ধ পদার্থে কর্ম্মাঙ্গদৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে (১৬ বাক্য)। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আবার দেখ, "উদ্গীথের অবয়বভূত 'ওম্' এই অক্ষরটীকে উপাসনা করিবে", এবং ["উদ্গীথের অবয়বভূত [এই ওঁকাররূপ] অক্ষরটীরই উপব্যাখ্যান (—এইপ্রকারে রসতমাদিগুণযুক্তরূপে (ছাঃ ১।১।৩) উপাসনা করিতে হইবে, তাহার ফল এই, ইত্যাদি কথন) হইতেছে", ইত্যাদি

ভাবদীপিকা

[কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনার প্রকারভেদ—কর্ম্মের সমৃদ্ধিপ্রদ ও স্বতন্ত্র ফলপ্রদ। শেষোক্তের ফলাপূর্ব্বোৎপত্তিতে বিশেষ।]

(২) **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—স্বর্গরূপ ফলকামী যে ব্যক্তি দর্শপূর্ণমাসাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারই যদি ইহলোকে পশুরূপ পৃথক্ ফললাভের কামনা থাকে ; তাহা হইলে অধিকৃতাধিকারবশতঃ সেই ব্যক্তিরই সেই যজ্ঞে গোদোহনপাত্রের দ্বারা অপ্ প্রণয়নে (১।২০৯ পৃঃ) অধিকার হয়, অপরের নহে। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ স্বর্গকামী যে ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে অধিকারী, তাঁহারই যদি আদিত্যাদি উচ্চাবচ লোকসকলকে ভোগ্যরূপে প্রাপ্ত হওয়ারূপ পৃথক্ ফলের (ছাঃ ২।২।৩) আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে অধিকৃতাধিকারবশতঃ সেই ব্যক্তিরই সেই জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের উদ্গীথাদি অঙ্গসকলকে অবলম্বন করিয়াই এই উচ্চাবচ লোকলাভরূপ স্বতন্ত্রফলক উপাসনাসকলে অধিকার হয়, অপরের নহে। ফলে কর্ম্মসমৃদ্ধিপ্রদ অঙ্গাশ্রিতোপাসনাসকলে যেপ্রকারে কর্ম্মাঙ্গে তদনঙ্গভূত দেবতাদৃষ্টি করা হয়, প্রস্তাবিত স্বতন্ত্রফলক উপাসনাসকলেও সেইপ্রকারই হইবে, ইহা সিদ্ধ হয়। **কিন্তু** প্রধান কর্ম্মের সমৃদ্ধিপ্রদ না হওয়ায় তাহার সহিত অসম্বদ্ধ এতাদৃশ উপাসনাজনিত অপূর্ব্ব কিপ্রকারে ফলপ্রদান করিবে ? **বলিতেছি**—জ্যোতিষ্টোমের অঙ্গসকলকেই অবলম্বনকরতঃ অনুষ্ঠিত এই স্বতন্ত্রফলক উপাসনাসকল সাক্ষাদ্ভাবে জ্যোতিষ্টোমের সমৃদ্ধিজনক না হইলেও, সেই যজ্ঞের সমৃদ্ধিপ্রদ কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনাসকলের দ্বারা উৎপাদিত অপূর্ব্বের (৩।৫২৬ পৃঃ) সহিত মিশ্রিত হইয়াই ফলাধায়ক হইয়া থাকে, ইহাও সিদ্ধ হয়। **পূর্ব্বপক্ষী** বলিয়াছেন—আদিত্যাদি ও উদ্গীথাদির উৎকৃষ্টতা নির্ণীত হয় না (৩ বাক্য)। তদুত্তরে

শাঙ্করভাষ্যম্

উদ্গীথম্ উপাসীত" (ছাঃ ১।১।১), "খলু এতস্যৈব অক্ষরস্য উপব্যাখ্যানং ভবতি" (ছাঃ১।১।১০) ইতি চ উদ্গীথম্ এব উপাস্যত্বেন উপক্রম্য আদিত্যাদিমতীঃ বিদধাতি।২৭ যত্তু উক্তম্ উদ্গীথাদিমতিভিঃ উপাস্যমানাঃ আদিত্যাদয়ঃ কর্ম্মভূয়ং গত্বা* ফলং করিষ্যন্তি ইতি।২৮ তদ্ অযুক্তম্, স্বয়ম্ এব উপাসনস্য কর্ম্মত্বাৎ ফলবত্ত্বোপপত্তেঃ।২৯ আদিত্যাদিভাবেনাপি চ দৃশ্যমানানাম্ উদ্গীথাদীনাং কর্ম্মাত্মকত্বানপায়াৎ।৩০ "তদ্ এতদ্ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম" (ছাঃ ১।৬।১), ইতি তু লাক্ষণিকঃ এব পৃথিব্যগ্ন্যোঃ ঋক্সামশব্দপ্রয়োগঃ।৩১ লক্ষণা চ যথাসম্ভবং সন্নিকৃষ্টেন বিপ্র-

* 'ভূত্বা' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

এইপ্রকারে উদ্গীথকেই উপাস্যরূপে উপক্রম (—প্রথমে গ্রহণ) করিয়া [শ্রুতি তাহাতে আদিত্যাদিদৃষ্টিসকলকে (ছাঃ ১।৩।১) বিধান করিতেছেন। [সুতরাং পরম উপক্রমের প্রাবল্যবশতঃ কর্ম্মাঙ্গেই সিদ্ধপদার্থদৃষ্টি হইবে]।২৭ আর যে বলা হইয়াছে—উদ্গীথাদি দৃষ্টির দ্বারা উপাসিত আদিত্য প্রভৃতি কর্ম্মভাব প্রাপ্ত হইয়া ফলোৎপাদন করিবেন (৯ বাক্য) ইত্যাদি।২৮ তাহা সঙ্গত নহে, যেহেতু উপাসনা স্বয়ংই কর্ম্ম হওয়ায় [তাহার] ফলবিশিষ্টতা (—ফলদাতৃতা) সঙ্গত।২৯ [কিন্তু সিদ্ধপদার্থ আদিত্যাদি আরোপিত হইলে উদ্গীথাদি কর্ম্মের সাধ্যরূপতা (—ফলোৎপাদকতা) অভিভূত হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আদিত্যাদিরূপে পরিদৃষ্ট হয় যে উদ্গীথ প্রভৃতি, তাহাদের কর্ম্মাত্মকতা ব্যাহত হয় না। [যেমন 'অগ্নিঃ মানবকঃ' স্থলে অগ্নিদৃষ্টি গৌণী হওয়ায় মানবকত্ব ব্যাহত হয় না। তদ্রূপ উদ্গীথাদিতে আদিত্যাদিদৃষ্টি গৌণী হওয়ায় তাহাদের ক্রিয়াত্মকতা ব্যাহত হয় না। অতএব কর্ম্মাঙ্গে আদিত্যাদি অনঙ্গদৃষ্টি স্বীকার্য্য]।৩০

[সিঃ—ছাঃ ১।৬।১ শ্রুতির অর্থনিরূপণ। কর্ম্মাঙ্গভূত ঋক্ ও সামে পৃথিবী ও অগ্নিরূপ সিদ্ধপদার্থদৃষ্টি।]

[আর যে বলা হইয়াছে—আধারতা ও অধেয়তারূপ সমতাবশতঃ পৃথিব্যাদিতে ঋগাদিদৃষ্টি হইবে (১ ভাবদীঃ)। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] "সেইহেতু সেই এই ঋকের উপর সাম অবস্থিত", এই স্থলে কিন্তু পৃথিবী ও অগ্নিতে ঋক্ ও সামশব্দের প্রয়োগ লাক্ষণিক।৩১ [কিন্তু কোনপ্রকার সম্বন্ধ ব্যতিরেকে লক্ষণা কিপ্রকারে

ভাবদীপিকা

সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—ফলাত্মকত্বাৎ—'আর আদিত্য' ইত্যাদি (২৫ বাক্য)।

[সন্নিকৃষ্টলক্ষণা ও বিপ্রকৃষ্টলক্ষণা।]

(৩) ভগবান্ ভাষ্যকার এই স্থলে সন্নিকৃষ্টলক্ষণা ও বিপ্রকৃষ্টলক্ষণার কথা বলিলেন। তাহাদের পরিচয় এই—যেখানে পদের শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থের (—শক্যের) সহিত লক্ষিত পদার্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে, সেই স্থলে তাদৃশ লক্ষণাকে বলে—সন্নিকৃষ্টলক্ষণা। যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ"—'গঙ্গাতে ঘোষপল্লী', এই স্থলে গঙ্গাপদের শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থ যে 'গঙ্গাজলপ্রবাহ' তাহার উপর মনুষ্যবসতি সম্ভব না হওয়ায় তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিবশতঃ গঙ্গাপদের লাক্ষণিক

শাঙ্করভাষ্যম্

কৃষ্টেন বা স্বার্থসম্বন্ধেন প্রবর্ত্তন্তে।৩২ তত্র যদ্যপি ঋক্সাময়োঃ পৃথিব্যগ্নিদৃষ্টিচিকীর্ষা, তথাপি প্রসিদ্ধয়োঃ ঋক্সাময়োঃ ভেদেন অনুকীর্ত্তনাৎ পৃথিব্যগ্ন্যোশ্চ সন্নিধানাৎ তয়োঃ এব এষঃ ঋক্সাম-শব্দপ্রয়োগঃ ঋক্সামসম্বন্ধাৎ ইতি নিশ্চীয়তে।৩৩ ক্ষত্তৃশব্দঃ

ভাষ্যানুবাদ

হইবে? উত্তর—] আর লক্ষণা যে স্থলে যেমন সম্ভব নিকটবর্ত্তী বা দূরবর্ত্তী যে নিজের অর্থ, তাহার সহিত সম্বন্ধের দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে (৩)।৩২ [আচ্ছা, লক্ষণা না হয় দুইপ্রকার, তাহাতে প্রস্তাবিত স্থলে কি হইল? উত্তর—"ইয়ম্ এব ঋক্ অগ্নিঃ সাম" (ছাঃ ১।৬।১), ইত্যাদি] সেই স্থলে যদিও [কর্ম্মাঙ্গভূত] ঋক্ ও সামে পৃথিবী ও অগ্নিদৃষ্টি করিবার ইচ্ছা [শ্রুতির] আছে, তথাপি ["তস্মাৎ ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে" (ঐ), এই স্থলে] প্রসিদ্ধ ঋক্ ও সামের ভিন্নভাবে অনুকীর্ত্তন (—বর্ণনা) হওয়ায় এবং [আধার-আধেয়ভাবে] পৃথিবী ও অগ্নির নৈকট্য থাকায়, সেই দুইটীতেই ঋক্ ও সামশব্দের [লাক্ষণিক] প্রয়োগ হইয়াছে, কারণ ঋক্ ও সামের সহিত পৃথিবী ও অগ্নির "স্ববাচ্যার্থেদ্রষ্টব্যতারূপ" পরম্পরা] সম্বন্ধ আছে, ইহা নিশ্চয় করা হইতেছে (৪)।৩৩ আর সারথিশব্দ [রথচালনাদিতে স্বেচ্ছায়

ভাবদীপিকা

অর্থ হয় 'গঙ্গাতীর'। এই গঙ্গাতীররূপ' লক্ষ্যার্থের সহিত 'গঙ্গাজলপ্রবাহরূপ' শক্যার্থের সাক্ষাদ্ভাবে সংযোগরূপ সম্বন্ধ থাকে। সেইহেতু এইপ্রকার লক্ষণাকে বলা হয়—**সন্নিকৃষ্টলক্ষণা**, বা **কেবললক্ষণা**। আর যে স্থলে শক্যার্থের সহিত পরম্পরাসম্বন্ধে অন্য অর্থের প্রতীতি হয়, সেইপ্রকার লক্ষণাকে বলে—**বিপ্রকৃষ্টলক্ষণা**, বা **লক্ষিতলক্ষণা**। যেমন "অগ্নিঃ অধীতে অনুবাকম্"—'অগ্নি বেদাধ্যয়ন করিতেছে', এই স্থলে জড় অগ্নির পক্ষে বেদাধ্যয়ন সম্ভব না হওয়ায় তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিবশতঃ অগ্নিশব্দের অর্থ হয়—'অগ্নিসদৃশ তীব্রত্ব ও ও শুচিত্বাদিগুণযুক্ত বালক'। গঙ্গাপ্রবাহ ও গঙ্গাতীরের মধ্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধের ন্যায় সম্বন্ধ কিন্তু অগ্নি পদার্থ ও বালকের মধ্যে নাই। পরন্তু অগ্নিনিষ্ঠ তীব্রত্ব ও শুচিত্বাদিকে অবলম্বন করিয়া 'অগ্নিনিষ্ঠতীব্রত্বশুচিত্বাদি গুণবত্ত্বরূপ' একটী পরম্পরা সম্বন্ধকে দ্বার করিয়া তদ্গুণযুক্ত বালককে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেইহেতু এইপ্রকার লক্ষণাকে বলা হয়—'বিপ্রকৃষ্টলক্ষণা'।

(৪) "স্ববাচ্যার্থেদ্রষ্টব্যতা", ইহার পরিষ্কৃতি এই—স্বশব্দে ঋক্ ও সাম শব্দ গ্রহণীয়, তাহাদের বাচ্যার্থ ঋক্ ও সাম পদার্থ, সেই দুইটীতে দ্রষ্টব্য (—আরোপ্য) যথাক্রমে পৃথিবী ও অগ্নিদৃষ্টি। এইরূপে দ্রষ্টব্যতা গেল পৃথিবী ও অগ্নিতে। এইপ্রকারে "তদ্ এতদ্ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম" (ছাঃ ১।৬।১), অত্রস্থ ঋক্ ও সাম শব্দের বিপ্রকৃষ্টলক্ষণালব্ধ অর্থ হইল যথাক্রমে পৃথিবী ও অগ্নি। কিন্তু এইপ্রকার লাক্ষণিকার্থ কেন অঙ্গীকার করা হইবে? উত্তর—"প্রসিদ্ধয়োঃ ঋক্সাময়োঃ "তস্মাৎ ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে" (ছাঃ ১।৬।১), ইতি ভেদানুকীর্ত্তনাৎ পৌনরুক্ত্যাপাতাৎ "তদ্ এতদ্ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম" (ঐ), ইত্যত্র গ্রহণং ন সম্ভবতি" (প্রকটার্থবিবরণ)। অর্থাৎ "তদ্ এতদ্ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম", এই স্থলে ঋক্ ও

শাঙ্করভাষ্যম্

অপি হি কুতশ্চিৎ কারণাৎ রাজানম্ উপসর্পন্ ন নিবারয়িতুং পার্য্যতে।৩৪ "ইয়ম্ ঋক্"এব (ছাঃ ১।৬।১), ইতি চ যথাক্ষরন্যাসম্ ঋচঃ এব পৃথিবীত্বম্ অবধারয়তি; পৃথিব্যাঃ হি ঋক্ত্বে অবধার্য্যমাণে 'ইয়ম্ ঋক্ এব' ইতি অক্ষরন্যাসঃ স্যাৎ।৩৫ "যঃ এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি" (ছাঃ ১।৭।৯), ইতি চ অঙ্গাশ্রয়ম্ এব বিজ্ঞানম্ উপসংহরতি, ন পৃথিব্যাদ্যাশ্রয়ম্।৩৬ তথা "লোকেষু পঞ্চবিধং সাম উপাসীত" (ছাঃ ২।২।১), ইতি যদ্যপি সপ্তমীনির্দ্দিষ্টাঃ

ভাষ্যানুবাদ

প্রবৃত্তি ইত্যাদি] কোন কারণবশতঃ রাজাকে প্রাপ্ত (—তাঁহাতে প্রযুক্ত) হইলে নিবারণ করিতে পারা যায় না।৩৪

[সিঃ—'এব'কারশ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণবলে কর্ম্মাঙ্গে সিদ্ধপদার্থ দৃষ্টি অবধারণ।]

[ঋগাদিকর্ম্মাঙ্গে পৃথিব্যাদি সিদ্ধপদার্থদৃষ্টি করিতে হইবে, এই বিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "ইয়ম্ এব ঋক্", এই স্থলে [শ্রুতির] অক্ষরের বিন্যাসানুযায়ী (—নিশ্চয়ার্থক 'এব'কারের অন্বয়ানুসারে) ঋকেরই পৃথিবীত্বকে (—ঋকে পৃথিবীদৃষ্টিকে) অবধারণ করিতেছেন; যেহেতু পৃথিবীর ঋকৃত্ব (—পৃথিবীতে ঋগ্‌দৃষ্টি) অবধারিত হইলে "ইয়ম্ ঋগ্ এব", এইপ্রকার অক্ষরবিন্যাস হইত।৩৫ [যজ্ঞপ্রয়োগের অন্তর্গত সামগানকালে অনুষ্ঠেয়স্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলেও কর্ম্মাঙ্গে সিদ্ধপদার্থদৃষ্টি নির্ণীত হয়, ইহা বলিতেছেন—] আর "যিনি এইপ্রকার জানিয়া সামগান করেন", এইপ্রকারে [শ্রুতি] কর্ম্মাঙ্গে আশ্রিত বিজ্ঞানকেই (—সামগানরূপ কর্ম্মাঙ্গে অন্যপদার্থদৃষ্টিরূপ উপাসনাকেই) উপসংহার করিতেছেন, কিন্তু পৃথিব্যাদিতে (—পৃথিব্যাদি সিদ্ধপদার্থে) আশ্রিত উপাসনাকে নহে।৩৬

[সিঃ—পূর্ব্ববাদীর প্রমাণ ও যুক্তিসকল নিরাকরণকরতঃ কর্ম্মাঙ্গে সিদ্ধপদার্থদৃষ্টিরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন।]

[পূর্ব্ববাদী—সপ্তমীবিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে সিদ্ধপদার্থে কর্ম্মাঙ্গদৃষ্টির

ভাবদীপিকা

সাম শব্দে আধার-আধেয়ভাবে অবস্থিত নিকটবর্ত্তী পৃথিবী ও অগ্নি গৃহীত না হইলে "তস্মাৎ ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে", এই স্থলে মুখ্যার্থক ঋক্ ও সাম শব্দের পুনরুক্তি হইয়া পড়িবে। তাহা সঙ্গত নহে; সেইহেতু প্রথমোক্ত স্থলে লাক্ষণিকার্থ গৃহীত হইয়াছে"। যাহাহউক, এইরূপে পুনরুক্তি দোষের পরিহারের জন্য "স্ববাচার্থেদ্রষ্টব্যতারূপ" পরম্পরাসম্বন্ধে ঋক্ ও সাম শব্দে যথাক্রমে পৃথিবী ও অগ্নির প্রাপ্তি হওয়ায় সেই সম্বন্ধের অবয়ববলে কর্ম্মাঙ্গভূত ঋকে ও সামে যথাক্রমে পৃথিবী ও অগ্নিরূপ সিদ্ধপদার্থদৃষ্টি করিতে হইবে, ইহা নির্ণীত হইল। শঙ্কা—কিন্তু পৃথিবীতে ও অগ্নিতে যদি এইপ্রকারে ঋক্ ও সাম শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে রাজাতেও "স্ববাচ্যার্থে দ্রষ্টব্যতা" সম্বন্ধে সারথিশব্দের এইপ্রকার লাক্ষণিক প্রয়োগ অঙ্গীকার করিতে হইবে। [স্ব—রাজন্‌শব্দ, তাহার বাচ্যার্থ—রাজপদার্থ, তাহাতে দ্রষ্টব্য (—আরোপ্য) সারথিদৃষ্টি, দ্রষ্টব্যতা গেল সারথিতে]। তদুত্তরে বলিতেছেন—ক্রতুশব্দঃ—আর সারথিশব্দ ইত্যাদি (৩৪ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

লোকাঃ, তথাপি সাম্নি এব তে অধ্যস্যেরন্, দ্বিতীয়ানির্দ্দেশেন সাম্নঃ উপাস্যত্বাবগমাৎ ।৩৭ সামনি হি লোকেষু অধ্যস্যমানেষু সাম লোকাত্মনা উপাসিতং ভবতি, অন্যথা পুনঃ লোকাঃ সামাত্মনা উপাসিতাঃ স্যুঃ ।৩৮ এতেন "এতদ্‌ গায়ত্রং প্রাণেষু

ভাষ্যানুবাদ

কথা বলিয়াছেন, (১৩ বাক্য) ; তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—] এইরূপে ["পৃথিব্যাদি] লোকসকলে পঞ্চবিধ সামকে (—সামের উদ্‌গীথাদি পাঁচটী ভক্তিকে) উপাসনা করিবে", এই স্থলে যদিও লোকসকল সপ্তমীবিভক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলেও সামেই তাহারা (—লোকসকল) আরোপিত হইবে, যেহেতু ['সাম' এইরূপে] দ্বিতীয়াবিভক্তির (—দ্বিতীয়াবিভক্তিরূপ বলবান্ শ্রুতিপ্রমাণের) নির্দ্দেশ দ্বারা সামেরই উপাস্যতা অবগত হওয়া যায় (৫) ।৩৭ [ইহার সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] দেখ, সামে লোকসকল আরোপিত হইলে সাম লোকাত্মকরূপে উপাসিত হয়, কিন্তু অন্যথা (—অন্যপ্রকার হইলে, অর্থাৎ লোকসকলে সাম আরোপিত হইলে) লোকসকল সামাত্মকরূপে উপাসিত হইবে (৬) ।৩৮ ইহার

ভাবদীপিকা

(৫) ফলাত্মক হওয়ায় লোকাদি সিদ্ধ পদার্থ কর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা বলা হইয়াছে (২৫ বাক্য)। এই স্থলে ৪।১।৪ অধিকরণে প্রতিপাদিত "নিকৃষ্টে উৎকৃষ্টদৃষ্টি (—নিকৃষ্ট কর্ম্মাঙ্গে উৎকৃষ্ট লোকাদিদৃষ্টি) কর্ত্তব্য", এই লৌকিকন্যায়পুষ্ট দ্বিতীয়াবিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে পূর্ব্ববাদীর সপ্তমীবিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণ নিরাকৃত হইল (প্রকটার্থবিঃ) ["অর্থবিপ্রকর্ষাৎ" (জৈঃ সূঃ ৩।৩।১৪), এই ন্যায়ানুসারে সপ্তমীবিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণ হইতে দ্বিতীয়াবিভক্তিরূপ, তাহা বলবান্ (১।২৫৬-২৬২ পৃঃ দ্রঃ] ।

(৬) ভাব এই—"লোকেষু পঞ্চবিধং সাম উপাসীত" (ছাঃ ২।২।১), এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়ানুসারে সিদ্ধপদার্থ লোকসকলে কর্ম্মাঙ্গভূত সাম আরোপিত হইলে শ্রুতিবাক্যটীর অর্থ হইবে—"সামাত্মকরূপে লোকসকলকে উপাসনা করিবে"। তাহাতে 'লোকেষু এই স্থলে পঠিত সপ্তমী এবং "সাম উপাসীত", অত্রস্থ সামশব্দে প্রযুক্ত দ্বিতীয়া, এই উভয় বিভক্তির অর্থ ত্যক্ত হইবে ; কারণ "লোকেষু", অত্রস্থ সপ্তমীর অর্থ করা হইয়াছে—'লোকসকলকে', ইহা দ্বিতীয়াবিভক্তির অর্থ এবং 'সাম' অত্রস্থ দ্বিতীয়ার অর্থ করা হইয়াছে—'সামাত্মকরূপে', ইহা তৃতীয়াবিভক্তির অর্থ। পক্ষান্তরে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায়ানুসারে কর্ম্মাঙ্গভূত সামে সিদ্ধপদার্থ লোকসকল আরোপিত হইলে উক্ত শ্রুতিবাক্যটীর অর্থ হইবে—"লোকাত্মকরূপে সামকে উপাসনা করিবে।" তাহাতে "লোকেষু" এই সপ্তমীবিভক্তির অর্থ ত্যক্ত হইবে, কারণ ইহার অর্থ করা হইয়াছে—'লোকাত্মকরূপে', ইহা তৃতীয়াবিভক্তির অর্থ। কিন্তু "সাম উপাসীত"—'সামকে উপাসনা করিবে', অত্রস্থ সামশব্দে প্রযুক্ত দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ পরিত্যক্ত হইবে না। ফলে সিদ্ধান্তীর পক্ষে লাঘব হয়। অতএব একটী বিভক্তির অর্থত্যাগরূপ লাঘবানুরোধে কর্ম্মাঙ্গে সিদ্ধপদার্থদৃষ্টিরূপ অর্থই গ্রহণীয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রোতম্" (ছাঃ ২।১১।১) ইত্যাদি ব্যাখ্যাতম্। ৩৯ যত্রাপি তুল্যঃ দ্বিতীয়ানির্দ্দেশঃ—"অথ খলু অমুম্ আদিত্যং সপ্তবিধং সাম উপাসীত" (ছাঃ ২।৯।১) ইতি, তত্রাপি "সমস্তস্য খলু সাম্নঃ উপাসনং সাধু" (ছাঃ ২।১।১), "ইতি তু পঞ্চবিধস্য" (ছাঃ ২।৭।২), "অথ সপ্তবিধস্য" (ছাঃ ২।৮।১), ইতি চ সাম্নঃ এব উপাস্যত্বোপক্রমাৎ তস্মিন্ এব আদিত্যাদ্যধ্যাসঃ। ৪০ এতস্মাৎ এব চ সাম্নঃ উপাস্যত্বাবগমাৎ "পৃথিবী হিঙ্কারঃ" (ছাঃ ২।২।১) ইত্যাদিনির্দ্দেশবিপর্য্যয়ে অপি

ভাষ্যানুবাদ

দ্বারা (—একটী বিভক্তির অর্থত্যাগরূপ লঘুতার দ্বারা) "এই গায়ত্রনামক সাম প্রাণসকলে প্রতিষ্ঠিত", ইত্যাদি ব্যাখ্যাত হইল (৭)।৩৯ আর যেখানে দ্বিতীয়াবিভক্তির নির্দ্দেশ সমান, যথা—"অনন্তর ঐ আদিত্যকে সপ্তবিধ সামকে উপাসনা করিবে" ইত্যাদি; সেই স্থলেও "সর্ব্বাবয়বযুক্ত সামের উপাসনা উত্তম", "এই স্থলে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা শেষ হইল" এবং "অনন্তর সপ্তবিধ সামের উপাসনা বর্ণিত হইতেছে", ইত্যাদিপ্রকারে সামেরই উপাস্যতার উপক্রম হওয়ায় (—পরম উপক্রমে সামই উপাস্যরূপে বর্ণিত হওয়ায় [পরম উপক্রমের প্রাবল্য ও প্রকরণপ্রমাণবলে কর্ম্মাঙ্গভূত] তাহাতেই [অকর্ম্মাঙ্গভূত] আদিত্যাদির আরোপ হইবে।৪০ [আর যে অসঞ্জাতবিরোধিন্যায়বলে প্রথমে পঠিত পৃথিবী প্রভৃতিতে চরমে পঠিত হিঙ্কারাদির আরোপের কথা বলা হইয়াছে (১৬ বাক্য)। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন— পরম উপক্রমের বলে] সামেরই এইপ্রকার উপাস্যতা অবগত হওয়া যায় বলিয়া

ভাবদীপিকা

(৭) তাৎপর্য্য এই—গায়ত্রসামোপাসনার উৎপত্তিবিধি হওয়ায়;"এতদ্ গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতম্" (ছাঃ ২।১১।১), এই স্থলে "উপাসীত" এই পদের অধ্যাহার করিয়া অর্থবোধ করিতে হইবে। তাহাতে অর্থ হইবে—"প্রাণসকলে প্রতিষ্ঠিত এই গায়ত্রনামক সামকে উপাসনা করিবে"। পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়ানুসারে সিদ্ধপদার্থ (—অকর্ম্মাঙ্গভূত পদার্থ) প্রাণসকলে কর্ম্মাঙ্গভূত গায়ত্রসাম আরোপিত হইলে (—প্রাণে গায়ত্রসামদৃষ্টি করিলে), উক্ত শ্রুতবাক্যটীর অর্থ হইবে—'গায়ত্রসামাত্মকরূপে প্রাণসকলকে উপাসনা করিবে'। ফলে পূর্ব্ববৎ দ্বিতীয়া ও সপ্তমী, এই উভয় বিভক্তির অর্থ ত্যক্ত হইয়া পড়িবে। পক্ষান্তরে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায়ানুসারে কর্ম্মাঙ্গভূত গায়ত্রসামে অকর্ম্মাঙ্গভূত প্রাণসকল আরোপিত হইলে, উক্ত শ্রুতিবাক্যটীর অর্থ হইবে—'প্রাণাত্মকরূপে গায়ত্রনামক সামকে উপাসনা করিবে'। ফলে পূর্ব্ববৎ "প্রাণেষু" অত্রস্থ সপ্তমী বিভক্তির অর্থমাত্র ত্যক্ত হইবে, "গায়ত্রং" অত্রস্থ দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ ত্যক্ত হইবে না। ফলে লাঘব হয়। পুনঃ আশঙ্কা হয়—যে স্থলে দুইপ্রকার বিভক্তি শ্রুত হয়, সেই স্থলে না হয় উক্তপ্রকারে লাঘব হইল। কিন্তু যে স্থলে অধিষ্ঠান ও আরোপ্য, উভয়ত্র একই বিভক্তি শ্রুত হয়, সেই স্থলে কিপ্রকারে সিদ্ধান্ত নির্ণীত হইবে? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন —যত্রাপি—'আর যেখানে', ইত্যাদি (৪০ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

হিঙ্কারাদিষু এব পৃথিব্যাদিদৃষ্টিঃ।৪১ তস্মাৎ অনঙ্গাশ্রয়াঃ আদিত্যাদিমতয়ঃ অঙ্গেষু উদ্গীথাদি ক্ষিপ্যেরন্ ইতি সিদ্ধম্।৪২॥৪।১।৫॥

ইতি পঞ্চমম্ আদিত্যাদিমত্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

"পৃথিবীই হিঙ্কার" ইত্যাদি স্থলে [প্রাথম্য নির্দ্দেশের] বিপর্য্যয় হইলেও [পরম উপক্রমের প্রাবল্য, প্রবল প্রকরণপ্রমাণ ও দ্বিতীয়াবিভক্তিরূপ (৮) শ্রুতিপ্রমাণের বলে কর্ম্মাঙ্গভূত] হিঙ্কারাদিতেই পৃথিব্যাদি [সিদ্ধপদার্থ] দৃষ্টি করিতে হইবে।৪১ সেইহেতু (—প্রবল প্রমাণ ও প্রবল যুক্তিসকলের বলে দুর্ব্বল প্রমাণ ও দুর্ব্বল যুক্তিসকল বাধিত হইয়া পড়ে বলিয়া) যাহারা অঙ্গতাকে আশ্রয় করে না (—কর্ম্মাঙ্গ নহে) সেই আদিত্যাদি দৃষ্টিসকল কর্ম্মাঙ্গভূত উদ্গীথ প্রভৃতিতে নিক্ষিপ্ত হইবে (—কর্ম্মাঙ্গে অকর্ম্মাঙ্গভূত সিদ্ধপদার্থদৃষ্টি করিতে হইবে), ইহা সিদ্ধ হইল।৪২॥৪।১।৬॥ আদিত্যাদিমত্যধিকরণ সমাপ্ত।

৬। আসীনাধিকরণম্ [৭-১০ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—উপাসনাকালে উপবেশনের আবশ্যকতা।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে আসননিয়মনিরপেক্ষ (—যাহাতে নিয়মিতভাবে উপবিষ্ট হইয়াই অনুষ্ঠান করিতে হয় না, এতাদৃশ) কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনাসকলের অনুষ্ঠান-প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। যেসকল উপাসনা কর্ম্মাঙ্গে আশ্রিত নহে, সেই সকলেও তদ্রূপ আসননিয়মের অপেক্ষা নাই ; এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—ব্রহ্মবিদ্যার সাধনভূত নিদিধ্যাসনে এবং কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনা হইতে ভিন্ন উপাসনাসকলে আসননিয়মরূপ বিশেষ অনুষ্ঠান প্রসঙ্গতঃ বিচারিত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

নাস্ত্যাসনস্য নিয়ম উপাস্তাবুত বিদ্যতে।
ন দেহস্থিতিসাপেক্ষং মনোহতো নিয়মো ন হি॥
শয়নোত্থানগমনৈর্বিক্ষেপস্যানিবারণাৎ।
ধীসমাধানহেতুত্বাৎ পরিশিষ্যত আসনম্॥

ভাবদীপিকা

(৮) পরম উপক্রমের প্রাবল্য ৪০ সংখ্যক বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। সামোপাসনার প্রকরণ হওয়ায় প্রস্তাবিত স্থলে সিদ্ধান্তীর পক্ষে প্রকরণপ্রমাণ আছে, বুঝিতে হইবে। আর "পঞ্চবিধং সাম উপাসীত" (ছাঃ ২।২।১), ইত্যাদি স্থলে শ্রুত সামশব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তিই সিদ্ধান্তীর অনুকূল শ্রুতিপ্রমাণ। হিঙ্কারও সামমাত্র হওয়ায় "পৃথিবী হিঙ্কারঃ" (ঐ), ইত্যাদি স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তি বিবক্ষিত, বুঝিতে হইবে।

অন্বয়—উপাস্তৌ আসনস্য নিয়মঃ নাস্তি, উত বিদ্যতে। মনঃ দেহস্থিতিসাপেক্ষং ন, অতঃ নিয়মঃ ন হি। শয়নোত্থানগমনৈঃ বিক্ষেপস্য অনিবারণাৎ, ধীসমাধানহেতুত্বাৎ আসনং পরিশিষ্যতে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা।

সংশয়—[কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনেভ্যঃ সম্যগ্দর্শনাৎ চ অতিরিক্তানি উপাসনানি অত্র বিষয়ঃ। অনুষ্ঠেয়ং কর্ম্ম কিঞ্চিৎ তিষ্ঠতা অনুষ্ঠীয়তে, কিঞ্চিৎ উপবিষ্টেন ইতি অনেকধানুষ্ঠান-দৃষ্টেঃ ভবতি সংশয়ঃ—] উপাস্তৌ আসনস্য নিয়মঃ নাস্তি, উত বিদ্যতে ?

পূর্ব্বপক্ষ—[মানসব্যাপারং প্রতি দেহস্থিতিবিশেষস্য অনুপযুক্তত্বাৎ] মনঃ দেহস্থিতি-সাপেক্ষং ন [ভবতি]। অতঃ ['আসীনেন এব উপাসিতব্যম্' ইতি] নিয়মঃ ন হি [বিদ্যতে]।

সিদ্ধান্ত—[ন তাবৎ শয়ানেন উপাসিতুং শক্যম্, অকস্মাৎ নিদ্রয়া অভিভূতেঃ সম্ভবাৎ। নাপি উত্থিতেন গচ্ছতা বা, দেহধারণমার্গনিশ্চয়াদিব্যাপারেণ চিত্তস্য বিক্ষিপ্তত্বাৎ। অতঃ] শয়নোত্থানগমনৈঃ বিক্ষেপস্য অনিবারণাৎ, ধীসমাধানহেতুত্বাৎ [চ] আসনং পরি-শিষ্যতে। [অতঃ 'আসীনেন এব উপাসিতব্যম্' ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনাসকল হইতে এবং সম্যগ্জ্ঞান (—তত্ত্বমসিবাক্যোত্থ নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান) হইতে ভিন্ন উপাসনাসকল এখানে বিষয়। কোন কোন অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম দণ্ডায়মান ব্যক্তিকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, কোন কোনটী বা উপবিষ্ট ব্যক্তিকর্ত্তৃক, এইরূপে অনেক-প্রকারে অনুষ্ঠান পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া সংশয় হয়—] উপাসনাতে আসনের নিয়ম (—উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা করিবে, এইপ্রকার নিয়ম) নাই, অথবা আছে ?

পূর্ব্বপক্ষ—[মানসব্যাপারের প্রতি দেহের স্থিতিবিশেষের উপযোগিতা না থাকায়] মন দেহের স্থিতিকে (— আসীনাদি অবস্থাকে) অপেক্ষা করে না। সেইহেতু ['উপবিষ্ট-কর্ত্তৃকই উপাসনা অনুষ্ঠেয়', এইপ্রকার] নিয়ম নিশ্চয়ই বিদ্যমান নাই।

সিদ্ধান্ত—[শয়ানব্যক্তিকর্ত্তৃক উপাসনানুষ্ঠান সাধ্যায়ত্ত নহে, কারণ অকস্মাৎ নিদ্রার দ্বারা অভিভূত হওয়া সম্ভব। আবার দণ্ডায়মান বা গমনশীল ব্যক্তিকর্ত্তৃকও সম্ভব নহে, যেহেতু দেহের বিধৃতি এবং পথনির্ণয়াদি ব্যাপারের দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। সেইহেতু] শয়ন উত্থান ও গমনের দ্বারা বিক্ষেপের নিরাকরণ না হওয়ায় এবং বুদ্ধির একাগ্রতার হেতু হওয়ায় উপবেশনই অবশিষ্ট থাকে। [অতএব 'উপবিষ্টকর্ত্তৃকই উপাসনা অনুষ্ঠেয়', ইহা সিদ্ধ হইল]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, আসনাদি নিয়মের আবশ্যকতা নাই, সিদ্ধান্তে—তাহা আছে।

আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥৪।১।৭

সূত্রার্থ—[কর্ম্মাঙ্গানাশ্রিতানি উপাসনানি কিং তিষ্ঠন্ আসীনঃ শয়ানঃ বা কুর্য্যাৎ ইতি অনিয়মঃ, উত আসীনঃ এব ইতি নিয়মঃ, ইতি বিশয়ে ; অনিয়মঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্ত—] **আসীনঃ**—উপবিষ্টঃ এব [প্রকৃতোপাসনানি কুর্বীত। কুতঃ ?] **সম্ভবাৎ**—গমনাদীনাং চিত্তবিক্ষেপকরত্বয়া সমানপ্রত্যয়প্রবাহাত্মকস্য উপাসনস্য আসীনে এব উপাসকে সম্ভবাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[কর্ম্মাঙ্গে অনাশ্রিত উপাসনাসকলকে কি দণ্ডায়মান হইয়া, উপবিষ্ট হইয়া, অথবা শয়ান হইয়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এইপ্রকারে অনিয়ম হইবে ; অথবা উপবিষ্ট

হইয়াই করিতে হইবে, এইপ্রকার নিয়ম হইবে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; 'অনিয়ম হইবে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] আসীনঃ—উপবিষ্ট হইয়াই [প্রস্তাবিত উপাসনা-সকলকে করিতে হইবে। কেন ? উত্তর—] সম্ভবাৎ—যেহেতু গমন প্রভৃতি চিত্ত বিক্ষেপকর হওয়ায় সমানপ্রত্যয়প্রবাহাত্মক উপাসনা উপবিষ্ট উপাসকেই সম্ভব, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধেষু তাবৎ উপাসনেষু কর্ম্মতন্ত্রত্বাৎ ন আসনাদি-চিন্তা।১ নাপি সম্যগ্ দর্শনে, বস্তুতন্ত্রত্বাৎ বিজ্ঞানস্য।২ ইতরেষু তু উপাসনেষু কিম্ অনিয়মেন তিষ্ঠন্ আসীনঃ শয়ানঃ বা প্রবর্ত্তেত, উত নিয়মেন আসীনঃ এব ইতি চিন্তয়তি।৩ তত্র মানসত্বাৎ উপাসনস্য অনিয়মঃ শরীরস্থিতেঃ ইতি।৪ এবং প্রাপ্তে ব্রবীতি—আসীনঃ এব উপাসীত ইতি।৫ কুতঃ ?৬ সম্ভবাৎ।৭ উপাসনং নাম সমানপ্রত্যয়প্রবাহকরণম্।৮ ন চ তৎ গচ্ছতঃ ধাবতঃ বা সম্ভবতি, গত্যাদীনাং চিত্তবিক্ষেপকত্বাৎ।৯ তিষ্ঠতঃ অপি দেহধারণে ব্যাপৃতং মনঃ ন সূক্ষ্মবস্তুনিরীক্ষণক্ষমং ভবতি।১০ শয়ানস্য অপি অকস্মাৎ এব নিদ্রয়া অভিভূয়েত।১১ আসীনস্য তু এবংজাতীয়কঃ

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—মানসব্যাপারাত্মক উপাসনাতে আসনাদি শরীরব্যাপারের উপযোগিতা নাই।]

কর্ম্মের অধীন হওয়ায় কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধ উপাসনাসকলে আসনাদি (—উপবেশনাদি) বিষয়ক বিচার নাই। [কারণ আসীনাদি যে অবস্থাতে তৎ কর্ম্মাঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়, তদাশ্রিত উপাসনার অনুষ্ঠানও সেই অবস্থাতেই হইয়া থাকে]।১ আর সম্যগ্ দর্শনেও (—তত্ত্বমসিবাক্যোত্থ নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানেও) তাহা নাই, কারণ [ব্রহ্মাত্ম-] বিজ্ঞান বস্তুতন্ত্র।২ কিন্তু তদ্ভিন্ন উপাসনাসকলে কি অনিয়মিতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, উপবিষ্ট হইয়া, অথবা শয়ান হইয়া প্রবৃত্ত হইবে, কিম্বা নিয়মিতভাবে উপবিষ্ট হইয়াই প্রবৃত্ত হইবে, ইহা বিচার করা হইতেছে।৩ সেই বিষয়ে [পূর্ব্বপক্ষী] বলেন—] উপাসনা মানসব্যাপার হওয়ায় শরীরস্থিতির নিয়ম নাই, [যেহেতু শরীর হইতে মন ভিন্ন পদার্থ] ইত্যাদি।৪

[সিঃ—চিত্তবিক্ষেপ ও নিদ্রাদি পরিহার সম্ভব হওয়ায় উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা কর্ত্তব্য।]

এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে সিদ্ধান্তী] বলিতেছেন—উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা করিবে।৫ তাহাতে হেতু কি ?৬ [উত্তর—] যেহেতু তাহা সম্ভব।৭ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] সমানাকারা মানসবৃত্তির যে প্রবাহকরণ, তাহার নাম উপাসনা।৮ তাহা কিন্তু যিনি গমন করেন, বা যিনি ধাবিত হন, তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে ; যেহেতু গতি প্রভৃতি চিত্তের বিক্ষেপকারক।৯ যিনি দণ্ডায়মান থাকেন, তাঁহার পক্ষেও দেহধারণে ব্যাপৃত মন সূক্ষ্মবস্তু নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না।১০ আর যিনি শয়ান থাকেন, তাঁহার মনও অকস্মাৎ নিদ্রার দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে।১১ যিনি উপবিষ্ট থাকেন, তাঁহার পক্ষে কিন্তু এইজাতীয় বহু দোষ সহজে

শাঙ্করভাষ্যম্

ভূয়াম্ দোষঃ সুপরিহরঃ ইতি সম্ভবতি তস্য উপাসনম্ ।১২॥৪।১।৭॥

ভাষ্যানুবাদ

পরিহৃত হইয়া থাকে, এইহেতু তাঁহার পক্ষে উপাসনা সম্ভব (১) ।১২॥৪।১।৭॥

ধ্যানাচ্চ ॥৪।১।৮॥

সূত্রার্থ—[অপিচ] **ধ্যানাৎ**—উপাসনানাং ধ্যায়ত্যর্থধ্যানরূপত্বাৎ, **চ**—ধ্যানশব্দস্য চ আসীনেষু বকাদিষু একবিষয়দৃষ্টিষু প্রয়োগাৎ [আসীনঃ এব উপাসীত ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[আর দেখ] **ধ্যানাৎ**—উপাসনাসকল "ধ্যৈ" ধাতুর অর্থ যে ধ্যান, তদাত্মক হওয়ায়, **চ**—এবং একবিষয়ে নিবদ্ধদৃষ্টি উপবিষ্ট বক্ প্রভৃতিতে ধ্যানশব্দের প্রয়োগ হওয়ায় (—তাদৃশ স্থলে 'বক ধ্যান করিতেছে', এইপ্রকার শব্দপ্রয়োগ হওয়ায়, উপবিষ্ট হইয়াই উপসনা করিবে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ ধ্যায়ত্যর্থঃ এষঃ যৎ সমানপ্রত্যয়প্রবাহকরণম্ ।১ ধ্যায়তিশ্চ প্রশিথিলাঙ্গচেষ্টেষু প্রতিষ্ঠিতদৃষ্টিষু একবিষয়াক্ষিপ্ত-চিত্তেষু উপচর্য্যমাণঃ দৃশ্যতে 'ধ্যায়তি বকঃ', 'ধ্যায়তি প্রোষিত-বন্ধুঃ' ইতি ।২ আসীনশ্চ অনায়াসঃ ভবতি ।৩ তস্মাদপি আসীন-কর্ম্ম উপাসনম্ ।৪॥৪।১।৮॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—স্থিরভাবে আসীনাবস্থাতে ধ্যানশব্দের প্রয়োগ হওয়ায় লৌকিকলিঙ্গবলে উপাসনা উপবেশনসাপেক্ষ।]

আর দেখ, 'ধ্যৈ' ধাতুর অর্থ ইহাই যে, সমানাকারা চিত্তবৃত্তির প্রবাহ করা।১ আবার [ধ্যানকরা অর্থে প্রযুক্ত] 'ধ্যৈ' ধাতু, যাহাদের অঙ্গচেষ্টাসকল শিথিল, যাহাদের দৃষ্টি স্থির এবং যাহাদের চিত্ত একটী বিষয়ে নিক্ষিপ্ত, সেই ব্যক্তিসকলেই গৌণভাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়, যথা—'বক ধ্যান করিতেছে', 'যাহার বন্ধু বিদেশগত, সে [বন্ধুর] ধ্যান করিতেছে', ইত্যাদি।২ [কিন্তু দণ্ডায়মানাবস্থাতেও তো ধ্যান হইতে পারে। উত্তর—] আর উপবিষ্ট ব্যক্তি আয়াসরহিত হইয়া থাকে।৩ সেইহেতুবশতঃও উপাসনা উপবিষ্ট ব্যক্তির কর্ম্ম ।৪॥৪।১।৮॥

অচলত্বং চাপেক্ষ্য ॥৪।১।৯॥

পদচ্ছেদ—অচলত্বম্, চ, অপেক্ষ্য।

ভাবদীপিকা

(১) **ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার** বলেন—"ব্যাধিপীড়িত যাঁহারা নিয়মিতভাবে উপবেশন করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে 'উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা করিতে হইবে', এইপ্রকার নিয়ম আদরণীয় নহে। কিন্তু যেপ্রকারে শরীরবিন্যাস করিলে চিত্তের একগ্রতা সম্পাদিত হয়, সেই-প্রকারে অবস্থিত হইয়াই তাঁহারা উপাসনানুষ্ঠান করিবেন। যাঁহাদের পক্ষে সম্ভব, তাঁহারাই চিত্তকে দৃঢ়ভাবে একাগ্র করিবার জন্য নিয়মপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা করিবেন, ইহাই অত্রত্য ভাষ্যের তাৎপর্য্য"।

সূত্রার্থ—[অত্রৈব শ্রৌতং দৃষ্টান্তম্ আহ—] **চ**—কিঞ্চ, ["ধ্যায়তি ইব পৃথিবী" (ছাঃ ৭।৬।১) ইত্যত্র পৃথিব্যাঃ] **অচলত্বম্ অপেক্ষ্য** [ধ্যানোপচারঃ দৃষ্টঃ। তস্মাদপি শ্রৌতলিঙ্গাৎ অসীনঃ এব উপাসীত ইতি আসননিয়মঃ সিধ্যতি ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[এই বিষয়েই শ্রৌত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন –] **চ**—আর, ["পৃথিবী যেন ধ্যানই করিতেছেন", ইত্যাদি এই স্থলে পৃথিবীর] **অচলত্বম্**—অচলতাকে, **অপেক্ষ্য**—অপেক্ষা করিয়া [ধ্যানশব্দের গৌণপ্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। সেই শ্রৌত-লিঙ্গপ্রমাণবলেও উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা করিবে, এই প্রকার আসনবিষয়ক নিয়ম সিদ্ধ হয়]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপি চ "ধ্যায়তি ইব পৃথিবী" (ছাঃ ৭।৬।১), ইত্যত্র পৃথিব্যাদিষু অচলত্বম্ এব অপেক্ষ্য ধ্যায়তিবাদঃ ভবতি।১ তচ্চ লিঙ্গম্ উপাসনস্য আসীনকর্ম্মত্বে ।২॥৪।১।৯॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—উপবিষ্ট ব্যক্তিই উপাসনা করিবে, এই বিষয়ে শ্রৌতলিঙ্গ প্রদর্শন।]

আবার দেখ, "পৃথিবী যেন ধ্যানই করিতেছেন", ইত্যাদি এই স্থলে পৃথিবী প্রভৃতিতে অচলতাকেই অপেক্ষা করিয়া ধ্যানশব্দের প্রয়োগ আছে।১ আর তাহা 'উপাসনা উপবিষ্টের কর্ম্ম', এই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ।২॥৪।১।৯॥

স্মরন্তি চ ॥৪।১।১০॥

সূত্রার্থ—["যদ্যপি চিত্তৈকাগ্র্যরূপদৃষ্টোপকারায় আসননিয়মঃ প্রাপ্তঃ, তথাপি আসন-বিশেষনিয়মঃ স্মৃত্যা বোধ্যতে নিয়মাদৃষ্টায়" ইত্যাহ—] **চ**—কিঞ্চ, ["শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরম্ আসনম্ আত্মনঃ" (গীতা ৬।১১) ইত্যাদিনা শিষ্টাঃ উপাসনার্থম্ আসনং] **স্মরন্তি**। [অতঃ আসীনঃ এব উপাসীত ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—["যদিও চিত্তের একাগ্রতারূপ দৃষ্ট উপকারের জন্য উপবেশনবিষয়ক নিয়ম প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি নিয়মজনিত অদৃষ্টের [উৎপত্তির] জন্য [পদ্মাদি] আসনবিষয়ক বিশেষ নিয়ম স্মৃতিকর্ত্তৃক বোধিত হইতেছে" (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ), ইহা বলিতেছেন—] **চ**—আর, ["শুচি দেশে নিজের স্থির আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শিষ্টগণ উপাসনার জন্য আসনকে] **স্মরন্তি**—স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণনা করিতেছেন। [অতএব উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা করিবে, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্মরন্তি অপি চ শিষ্টাঃ উপাসনাঙ্গত্বেন আসনম্—"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরম্ আসনম্ আত্মনঃ" (গীতা ৬।১১) ইত্যাদিনা।১ অতএব পদ্মকাদীনাম্ আসনবিশেষাণাম্ উপদেশঃ যোগশাস্ত্রে ।২॥৪।১।১০॥

ইতি ষষ্ঠম্ আসীনাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পদ্মকাদি আসনবিশেষের ব্যবস্থা অন্যথা অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া উপাসনা উপবিষ্ট হইয়াই করণীয়।]

আর "শুচি দেশে নিজের স্থির আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শিষ্টগণ উপাসনার অঙ্গরূপে আসনকে স্মৃতিশাস্ত্রেও বর্ণনা করিতেছেন।১ সেইহেতু

ভাষ্যানুবাদ

(—উপাসনা উপবিষ্ট ব্যক্তিরই কর্ম্ম হওয়ায়) যোগশাস্ত্রে পদ্মক প্রভৃতি আসন-বিশেষসকলের উপদেশ আছে।২।৪।১।১০॥ আসীনাধিকরণ সমাপ্ত।

৭। একাগ্রতাধিকরণম্। [১১ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—উপাসনা দিক্ দেশ ও কাল সাপেক্ষ নহে।

অধিকরণসঙ্গতি—কর্ম্মাঙ্গে অনাশ্রিত উপাসনাসকলে আসনবিষয়ক নিয়মের ন্যায় দিগ্ ও দেশাদিবিষয়ক নিয়মও অঙ্গীকার করিতে হইবে, এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—দিগ্‌দেশাদিবিষয়ক নিয়ম ব্যতিরেকে কর্ম্মাঙ্গে অনাশ্রিত উপাসনাসকলের অনুষ্ঠানক্রম প্রসঙ্গতঃ বিচারিত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

দিগ্‌দেশকালনিমো বিদ্যতে বা ন বিদ্যতে।
বিদ্যতে বৈদিকত্বেন কর্ম্মস্বেতস্য দর্শনাৎ॥
ঐকাগ্র্যস্যাবিশেষেণ দিগাদির্ন নিয়ম্যতে।
মনোঽনুকূল ইত্যুক্তের্দৃষ্টার্থং দেশভাষণম্॥

অন্বয়—দিগ্‌দেশকালনিয়মঃ বিদ্যতে, ন বা বিদ্যতে। কর্ম্মসু এতস্য দর্শনাৎ বৈদিকত্বেন বিদ্যতে। ঐকাগ্র্যস্য অবিশেষেণ দিগাদিঃ ন নিয়ম্যতে। "মনোঽনুকূলে" ইতি উক্তেঃ দেশভাষণং দৃষ্টার্থম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[অনঙ্গাশ্রিতোপাসনানি বিষয়ঃ। "ব্রহ্মযজ্ঞেন যক্ষ্যমাণঃ প্রাচ্যাং দিশি", ইতি দিগ্‌নিয়মঃ। "প্রাচীনপ্রবণে বৈশ্বদেবেন যজেত" ইতি দেশনিয়মঃ। "অপরাহ্ণে পিণ্ড-পিতৃযজ্ঞেন চরন্তি", ইতি কালনিয়মঃ। তদেতৎ নিয়মত্রয়ং কর্ম্মণি দৃশ্যতে। কর্ম্মাঙ্গানা-শ্রিতাসু তু উপাসনাসু এবং স্পষ্টবিধানাভাবাৎ উভয়থাসম্ভবেন ভবতি সংশয়ঃ—উপাসনাসু] দিগ্‌দেশকালনিয়মঃ বিদ্যতে, ন বা বিদ্যতে?

পূর্ব্বপক্ষ—[বৈদিকেষু] কর্ম্মসু এতস্য [দিগ্‌দেশাদিনিয়মস্য] দর্শনাৎ, বৈদিকত্বেন [এতাসু উপাসনাসু অপি সঃ নিয়মঃ] বিদ্যতে।

সিদ্ধান্ত—[ঐকাগ্র্যং হি ধ্যানস্য প্রধানং সাধনম্। অতঃ] ঐকাগ্র্যস্য অবিশেষেণ [অপেক্ষিতত্বাৎ] দিগাদিঃ ন নিয়ম্যতে। [ননু "সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে" (শ্বেঃ ২।১০), ইতি যোগাভ্যাসায় দেশবিশেষঃ শ্রূয়তে ইতি চেৎ? সত্যম্, পরন্তু বাক্যশেষে] "মনোঽনুকূলে" (শ্বেঃ ২।১০) ইতি উক্তেঃ [তত্র] দেশভাষণং [সৌমনস্যরূপং] দৃষ্টার্থং [ভবিষ্যতি। তস্মাৎ নাস্তি উপাসনায়াং দিগ্‌দেশাদিনিয়মঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[কর্ম্মাঙ্গে অনাশ্রিত উপাসনাসকল বিষয়। "যিনি ব্রহ্মযজ্ঞের (—বেদ-পাঠের) অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি পূর্ব্বাভিমুখে তাহা করিবেন", ইহা দিগ্‌বিষয়ক নিয়ম।

"প্রাচীনপ্রবণে (১ ভাবদ্দীঃ) বৈশ্বদেবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে", ইহা দেশবিষয়ক নিয়ম। "অপরাহ্ণকালে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে", ইহা কালবিষয়ক নিয়ম। কর্ম্মে এই নিয়মত্রয় পরিদৃষ্ট হইতেছে। কর্ম্মাঙ্গে অনাশ্রিত উপাসনাসকলে কিন্তু এইপ্রকার স্পষ্ট বিধান না থাকায় [দিগ্‌দেশাদিবিষয়ক নিয়ম পালন করিয়া, অথবা না করিয়া, এই] উভয়প্রকারে সম্ভব হওয়ায় সংশয় হয়—উপাসনাসকলে] দিক্ দেশ ও কালবিষয়ক নিয়ম আছে, অথবা নাই?

পূর্ব্বপক্ষ—[বৈদিক] কর্ম্মসকলে ইহা (—দিগ্‌দেশাদিবিষয়ক নিয়ম) পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া বৈদিক হওয়ায় [এই উপাসনাসকলেও সেই নিয়ম] বিদ্যমান আছে।

সিদ্ধান্ত—[একাগ্রতাই ধ্যানের প্রধান সাধন। সেইহেতু] একাগ্রতা অবিশেষভাবে অপেক্ষিত হওয়ায় দিক্ প্রভৃতি নিয়মিত (—নিয়মিতভাবে অপেক্ষিত) নহে। [কিন্তু "সমতল শুদ্ধ প্রস্তরখণ্ড বহ্নি ও বালুকাবর্জ্জিত দেশে", এইপ্রকারে যোগাভ্যাসের জন্য দেশ-বিশেষ শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে, এইপ্রকার যদি বলা হয়? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—সত্য, তাহা বর্ণিত হইয়াছে, পরন্তু বাক্যশেষে] "মনের অনুকূল", এইপ্রকার কথিত হওয়ায় [সেই স্থলে] দেশবিষয়ক বর্ণনা [মনের প্রসন্নতারূপ দৃষ্টপ্রয়োজন সম্পাদক হইবে। [অতএব উপাসনাতে দিগ্‌দেশাদিনিয়ম নাই, ইহা সিদ্ধ হইল]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, উপাসনাতে দিগ্‌দেশাদির নিয়ম থাকায় চিত্তের একাগ্রতা না হইলেও সেই সকল নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠেয়। সিদ্ধান্তে—দিগাদিতে আস্থা নাই, মনের একাগ্রতার অনুকূল হইলে তাহারা অনুষ্ঠেয়, না হইলে নহে।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥৪।১।১১॥

পদচ্ছেদ—যত্র, একাগ্রতা, তত্র, অবিশেষাৎ।

সূত্রার্থ—[অঙ্গানাশ্রিতোপাসনেষু দিগাদিনিয়মঃ অস্তি, ন বা ইতি বিশয়ে; 'অস্তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—দিগাদিনিয়মঃ নাস্তি, কিং তু] **যত্র**—যস্মিন্ দিশি দেশে কালে বা, **একাগ্রতা**—চিত্তস্য একবিষয়প্রবাহঃ, **তত্র**—তস্মিন্ দেশাদৌ [উপাসীত। কুতঃ?] **অবিশেষাৎ**—দিগাদিবিশেষাশ্রবণাৎ ইত্যর্থঃ। [যদ্বা উপাসনে ইষ্টায়াঃ একাগ্রতায়াঃ সর্ব্বত্রাবিশেষাৎ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[কর্ম্মাঙ্গে অনাশ্রিত উপাসনাসকলে দিগাদির নিয়ম আছে, অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; 'আছে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—দিগাদিবিষয়ক নিয়ম নাই। কিন্তু] **যত্র**—যে দিক্, যে দেশ, বা যে কালে, **একাগ্রতা**—চিত্তের একবিষয়ক প্রবাহ হইবে, **তত্র**—সেই দেশ প্রভৃতিতে [উপাসনা করিবে। তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] **অবিশেষাৎ**—যেহেতু দিগাদিবিষয়ক বিশেষ শ্রুতিতে বর্ণিত হয় নাই [অথবা যেহেতু উপাসনাতে অভিপ্রেত একাগ্রতা সর্ব্বত্র অবিশেষভাবে হইয়া থাকে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

দিগ্‌দেশকালেষু সংশয়ঃ—কিম্ অস্তি কশ্চিৎ নিয়মঃ, নাস্তি বা ইতি। ১ প্রায়েণ বৈদিকেষু আরম্ভেষু দিগাদিনিয়মদর্শনাৎ স্যাৎ ইহাপি কশ্চিৎ নিয়মঃ ইতি যস্য মতিঃ, তং প্রতি আহ

শাঙ্করভাষ্যম্

দিগ্‌দেশকালেষু অর্থলক্ষণঃ এব নিয়মঃ। ২ যত্র এব অস্য দিশি দেশে কালে বা মনসঃ সৌকর্য্যেণ একাগ্রতা ভবতি, তত্র এব উপাসীত; প্রাচীদিক্‌পূর্ব্বাহ্ণপ্রাচীনপ্রবণাদিবৎ বিশেষাশ্রবণাৎ।৩ একাগ্রতায়াঃ ইষ্টায়াঃ সর্ব্বত্র অবিশেষাৎ। ৪ ননু বিশেষম্ অপি কেচিৎ আমনন্তি—"সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ। মনোঽনুকূলে নতু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ" ॥ (শ্বেঃ ২।১০) ইতি যথা ইতি। ৫ উচ্যতে—সত্যম্, অস্তি এবংজাতীয়কঃ নিয়মঃ।৬ সতি তু এতস্মিন্ তদ্‌গতেষু বিশেষেষু অনিয়মঃ ইতি সুহৃদ্ভূত্বা আচার্য্যঃ আচষ্টে।৭ "মনোঽনুকূলে" (ঐ) ইতি চ এষা শ্রুতিঃ যত্র একাগ্রতা তত্র এব ইতি এতদেব দর্শয়তি ।৮॥৪।১।১১॥ ইতি সপ্তমম্ একাগ্রতাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ধ্যানে দিগ্‌দেশাদির নিয়ম নাই। মনের অনুকূল স্থানেই তাহা অনুষ্ঠেয়।]

[উপাসনাভ্যাসের জন্য পূর্ব্বাদি] দিক্, [তীর্থাদি] দেশ এবং [প্রদোষাদি] কাল, এই সকলে কোনপ্রকার নিয়ম আছে, অথবা নাই, ইহা সংশয়।১ [পূর্ব্বপক্ষ—] বৈদিক আরম্ভ (—অনুষ্ঠান) সকলে প্রায়ই দিগাদিবিষয়ক নিয়ম পরিদৃষ্ট হওয়ায় এখানে (—কর্ম্মাঙ্গে অনাশ্রিত উপাসনাসকলেও) কোনপ্রকার নিয়ম হইবে; এইপ্রকার যাঁহার (—যে পূর্ব্ববাদীর) বুদ্ধি, তাঁহাকে [সিদ্ধান্তী] বলিতেছেন—দিক্ দেশ ও কাল, এই সকলে অর্থলক্ষণ (—অর্থ, অর্থাৎ প্রয়োজন হইয়াছে লক্ষণ (—জ্ঞাপক) যাহার এতাদৃশ) নিয়ম হইবে (—যেপ্রকার দিগ্‌দেশাদিতে চিত্তের একাগ্রতারূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, নিয়মিতভাবে তাহাই আশ্রয়ণীয়।২ ইহাই বলিতেছেন—] ইহার (—উপাসকের) যে দিকে, যে দেশে, অথবা যে কালে মনের একাগ্রতা সুকরভাবে (—সহজে) হয়, সেই স্থলেই (—সেই দিগাদিতেই) উপাসনা করা উচিত; যেহেতু [উপাসনার জন্য] পূর্ব্বদিক্ পূর্ব্বাহ্ণ এবং প্রাচীনপ্রবণাদির (১) ন্যায় বিশেষ শ্রুতিতে বর্ণিত হয় নাই।৩ আর যেহেতু [ধ্যানের অন্তরঙ্গভূত] অভিলষিত যে একাগ্রতা, তাহা সর্ব্বত্র (—সকল দিগ্‌দেশাদিতে) একইপ্রকার হইয়া থাকে'।৪ [শঙ্কা—] কিন্তু কেহ কেহ (—কোন কোন শাখাধ্যায়ী, দেশাদিবিষয়ক] বিশেষও পাঠ করেন, যথা—"সমতল, শুদ্ধ, প্রস্তরখণ্ড বহ্নি ও বালুকাবর্জ্জিত, শব্দবর্জ্জিত (—লোককোলাহলহীন, শীত নিবৃত্তির জন্য] জলাশয়বিহীন, মনের অনুকূল এবং চক্ষুর পীড়াদায়ক নহে, [অথবা

ভাবদীপিকা

(১) যে যজ্ঞশালার পূর্ব্বভাগ (—পূর্ব্বদিকস্থ অংশ) ঢালুভাবে নির্ম্মিত হয়, তাহাকে বলে **প্রাচীনপ্রবণ।** চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞের বৈশ্বদেব পর্ব্বস্থ আটটী যজ্ঞ এইপ্রকার যজ্ঞশালাতে সম্পাদিত হয় (কাঃ শ্রৌঃ ৫।১।১৬)।

ভাষ্যানুবাদ

'চক্ষুঃপীড়ন'—মশক, তৎশূন্য], এইপ্রকার প্রবলবায়ুপ্রবাহশূন্য গুহা প্রভৃতিতে আশ্রয়গ্রহণকরতঃ পরমাত্মাতে চিত্তসমাধান করিবে", ইত্যাদি।৫ [সমাধান—] বলা হইতেছে, সত্য, এই জাতীয় নিয়ম আছে (—চিত্তসমাধানের জন্য এইপ্রকার নিরুপদ্রব স্থানের আবশ্যকতা আছে)।৬ কিন্তু ইহা থাকিলেও তদগত বিশেষ-সকলে নিয়ম নাই (—পূর্ব্বাভিমুখেই বসিতে হইবে, গুহা অবশ্যই আবশ্যক, ইত্যাদি এইপ্রকার বিশেষবিষয়ক নিয়ম নাই), ইহা আচার্য্য [বাদরায়ণ সাধকের] সুহৃদ্ হইয়া বলিতেছেন।৭ [কিন্তু শ্রুতিবিরুদ্ধ তাঁহার অভিমত গ্রহণীয় নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর "মনের অনুকূল স্থানে", ইত্যাদি এই শ্রুতি যে স্থলে [চিত্তের] একাগ্রতা হয়, সেই স্থলেই 'উপাসনাদির অভ্যাস করিবে', ইত্যাদি ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন। [সুতরাং আচার্য্যের অভিমত শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে, পরন্তু তাহাতে শ্রুতির অনুকূলতাই অবগত হওয়া যাইতেছে, কারণ দেশাদি-বিষয়ক আগ্রহবশে চিত্তের বিক্ষেপ হওয়ায় সমাধি ভঙ্গ হইয়া পড়ে, তাহা সঙ্গত নহে]।৮॥৪।১।১১॥ একাগ্রতাধিকরণ সমাপ্ত।

৮। আপ্রায়ণাধিকরণম্। [১২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—অহংগ্রহোপাসনার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আবৃত্তি।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে যেমন দিগাদির নিয়মবিষয়ক শ্রুতি না থাকায় ধ্যানকালে তদ্বিষয়ক নিয়মের অভাবের কথা বলা হইয়াছে। তদ্রূপ উপাসনার যাবজ্জীবন আবৃত্তিবিষয়ক শ্রুতি না থাকায় অহংগ্রহোপাসনা যাবজ্জীবন অনুষ্ঠিত হইবে না; এইরূপে **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—সাধনবিষয়ক বিচার হওয়ায় যদিও এই আটটী অধিকরণের তৃতীয়াধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত ছিল, তাহা হইলেও ফলের নিকটবর্ত্তী সাধন হওয়ায় ইহারা ফলাধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে (বৈঃ ন্যায়মালা)। আসনাদির বিচারপ্রসঙ্গে উপাস্যসাক্ষাৎ-কারাত্মক স্বতন্ত্রফলের হেতুভূত অহংগ্রহোপাসনার আমৃত্যু অনুষ্ঠানবিষয়ক বিচার হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

উপাস্তীনাং যাবদিচ্ছমাবৃত্তিঃ স্যাদুতামৃতি।
উপাস্ত্যর্থাভিনিষ্পত্তের্যাবদিচ্ছং ন তূপরি॥
অন্ত্যপ্রত্যয়তো জন্ম ভাব্যতস্তৎপ্রসিদ্ধয়ে।
আমৃত্যাবর্ত্তনং ন্যায্যং সদাতদ্ভাববাক্যতঃ॥

অন্বয়—উপাস্তীনাং যাবদিচ্ছম্ আবৃত্তিঃ স্যাৎ, উত আমৃতি? উপাস্ত্যর্থাভিনিষ্পত্তেঃ যাবদিচ্ছং, ন তু উপরি। ভাবি জন্ম অন্ত্যপ্রত্যয়তঃ, অতঃ তৎপ্রসিদ্ধয়ে আমৃতি আবর্ত্তনং ন্যায্যম্, সদাতদ্ভাববাক্যতঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[উপাস্যসাক্ষাৎকারদ্বারা ফলহেতুভূতাঃ অহংগ্রহোপাসনাঃ অত্র বিষয়ঃ। কিয়ন্তং চিৎ কালং প্রত্যয়াবৃত্তিং অভ্যস্যতঃ উপাসনায়াঃ নিষ্পত্তেঃ তদনন্তরম্ আবৃত্তিঃ নিষ্ফলা ; "সদাতদ্ভাবভাবিতঃ" (গীতা ৮।৬) ইত্যাদিশাস্ত্রং তু যাবজ্জীবম্ আবৃত্তিং ব্রূতে। এবম্ অনুষ্ঠানস্য উভয়থাদৃষ্টেঃ অহংগ্রহোপাসনাসু ভবতি সংশয়ঃ—] উপাস্তীনাং যাবদিচ্ছম্ আবৃত্তিঃ স্যাৎ, উত আবৃতি ?

পূর্ব্বপক্ষ—[বিজাতীয়প্রত্যয়েন অনন্তরিতসজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ উপাস্তিশব্দার্থঃ। সঃ চ কিয়তা অপি কালেন উপাস্যবিষয়কপ্রত্যয়স্য আবৃত্ত্যানুষ্ঠানেন সম্পদ্যতে। এবম্প্রকারেণ উপাস্ত্যর্থাভিনিষ্পত্তেঃ যাবদিচ্ছম্ [উপাসনায়াঃ আবৃত্তিঃ স্যাৎ], ন তু উপরি।

সিদ্ধান্ত—ভাবি জন্ম অন্ত্যপ্রত্যয়তঃ [ভবতি], অতঃ তৎপ্রসিদ্ধয়ে [উপাস্তীনাম্] আমৃতি আবর্ত্তনং ন্যায্যম্। "সদাতদ্ভাববাক্যতঃ" [এবমেব অবগম্যতে। কথং তর্হি জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মণা স্বর্গং গচ্ছতঃ অন্ত্যপ্রত্যয়ঃ ? কর্ম্মজন্যাপূর্ব্ববশাৎ ইতি ব্রূমঃ। উপাসনেঽপি অপূর্ব্বম্ অস্তি ইতি চেৎ ? বাঢ়ম্, ন এতাবতা নিরন্তরাবৃত্তিলক্ষণঃ দৃষ্টোপায়ঃ পরিত্যাজ্যঃ ভবতি। অন্যথা সর্ব্বস্য সুখদুঃখাদেঃ অপূর্ব্বজন্যত্বেন ভোজনাদ্যর্থঃ দৃষ্টঃ প্রযত্নঃ পরিত্যজ্যেত। অতঃ দৃষ্টোপায়ত্বাৎ আমরণম্ আবর্ত্তনং কর্ত্তব্যম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[উপাস্যসাক্ষাৎকারদ্বারা যাহারা ফলের হেতু হইয়া থাকে, সেই অহংগ্রহোপাসনাসকল এখানে বিষয়। কিয়ৎকাল উপাস্যবিষয়ক চিত্তবৃত্তির আবৃত্তির অভ্যাস যিনি করেন, তাঁহার উপাসনা সম্পাদিত হইয়া যায় বলিয়া তাহার পর আবৃত্তি নিষ্ফল ; "সর্ব্বদা তদ্ভাবে ভাবিত", ইত্যাদি শাস্ত্র কিন্তু যাবজ্জীবন আবৃত্তির কথা বলেন। এইপ্রকার উপাসনানুষ্ঠানের উভয়প্রকারতা পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া অহংগ্রহোপাসনাসকলে সংশয় হয়—] উপাসনাসকলের আবৃত্তি যতদিন ইচ্ছা হইবে, অথবা মৃত্যু পর্য্যন্ত ?

পূর্ব্বপক্ষ—[বিজাতীয় মানসবৃত্তির দ্বারা যাহা ব্যবহিত নহে, এতাদৃশ সমানজাতীয় চিত্তবৃত্তির প্রবাহই উপাসনাশব্দের অর্থ। আর তাহা কিছুকাল উপাস্যবিষয়ক চিত্তবৃত্তির আবৃত্তিপূর্ব্বক অনুষ্ঠানের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া যায়। এইপ্রকারে] উপাসনাশব্দের অর্থ সম্পাদিত হওয়ায় যতদিন ইচ্ছা [উপাসনার আবৃত্তি হইবে], তাহার পরে কিন্তু নহে।

সিদ্ধান্ত—ভাবি জন্ম অন্ত্যপ্রত্যয় (—মৃত্যুকালিক মানসজ্ঞান) হইতে হয়, সেইহেতু তাহা প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধির জন্য মৃত্যুপর্য্যন্ত [উপাসনাসকলের] আবৃত্তি যুক্তিসঙ্গত। "সর্ব্বদা তদ্ভাবে ভাবিত", এই বাক্য হইতে [এইপ্রকারই অবগত হওয়া যায়। আচ্ছা তাহা হইলে জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের দ্বারা যাঁহারা স্বর্গে গমন করেন, তাঁহাদের অন্ত্যপ্রত্যয় কিপ্রকারে হইবে ? তদুত্তরে ইহা বলিতেছি—কর্ম্মজন্য অপূর্ব্বের বলে হইয়া থাকে। কিন্তু উপাসনাতেও অপূর্ব্ব আছে, [সুতরাং অন্ত্যপ্রত্যয়ের আবশ্যকতা নাই], এইপ্রকার যদি বলা হয় ? 'তদুত্তরে বলিব'—হাঁ সত্য, কিন্তু ইহার দ্বারা নিরন্তর আবৃত্তিরূপ দৃষ্ট উপায় পরিত্যাজ্য নহে। ইহা অঙ্গীকার না করিলে সুখদুঃখাদি সমস্তই অপূর্ব্বজন্য হওয়ায় ভোজনাদির জন্য দৃষ্ট প্রযত্ন পরিত্যক্ত হইয়া পড়িবে। অতএব [অন্ত্যপ্রত্যয়ের] দৃষ্ট উপায় হওয়ায় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত [উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তির] আবৃত্তি করা উচিত]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, কোনকালে অনুষ্ঠিত উপাসনা অদৃষ্টদ্বারে উপাস্যসাক্ষাৎকারের হেতু। সিদ্ধান্তে—নিরন্তর উপাসনানুষ্ঠানই তাহার হেতু।

আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥৪।১।১২॥

পদচ্ছেদ—আপ্রায়ণাৎ, তত্র, অপি, হি, দৃষ্টম্।

সূত্রার্থ—অহংগ্রহোপাসনানি কিং কদাচিৎ কৃত্বা উপরমেৎ, উত যাবজ্জীবম্ উপাসীত ইতি বিশয়ে; 'কদাচিৎ' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **আপ্রায়ণাৎ**—দেহপাত-পর্য্যন্তম্ [উপাসীত], **হি**—যতঃ, **তত্রাপি**—মরণকালেঽপি ["সঃ যাবৎক্রতুঃ অয়ম্ অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।৩।১) ইত্যাদিশ্রুতৌ উপাস্যপ্রত্যয়াবর্ত্তনং] **দৃষ্টম্**। [ন চ তৎ অদৃষ্টসাধ্যম্, দৃষ্টে সম্ভবতি অদৃষ্টকল্পনানুপপত্তেঃ, অদৃষ্টস্য অদৃষ্টান্তরেণ প্রতিবন্ধসম্ভবাৎ চ। তস্মাৎ আমরণম্ অহংগ্রহোপাসনং কুর্বীত ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[অহংগ্রহোপাসনাসকলকে কি কদাচিৎ অনুষ্ঠান করিয়া বিরত হইতে হইবে, অথবা যাবজ্জীবন উপাসনা করিতে হইবে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; 'কদাচিৎ অনুষ্ঠান করিতে হইবে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **আপ্রায়ণাৎ**—দেহপাত পর্য্যন্ত [উপাসনা করিতে হইবে], **হি**—যেহেতু, **তত্রাপি**—মরণকালেও ["সেই ইনি যেপ্রকার সঙ্কল্পযুক্ত হইয়া ইহ লোক হইতে প্রয়াণ করেন", ইত্যাদি শ্রুতিতে উপাস্যবিষয়ক চিত্তবৃত্তির আবৃত্তি] **দৃষ্টম্**—পরিদৃষ্ট হইয়াছে। [আর তাহা (—মরণকালে উপাস্যবিষয়ক চিত্তবৃত্তি) অদৃষ্টসাধ্য নহে, যেহেতু দৃষ্ট উপায় সম্ভব হইলে অদৃষ্টকল্পনা যুক্তিসঙ্গত নহে, আর যেহেতু অদৃষ্টের অন্য অদৃষ্টের দ্বারা প্রতিবন্ধ সম্ভব। সেইহেতু অহংগ্রহোপাসনাকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত করিতে হইবে, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

আবৃত্তিঃ সর্ব্বোপাসনেষু আদর্ত্তব্যা ইতি স্থিতম্ আদ্যে অধিকরণে।১ তত্র যানি তাবৎ সম্যগ্‌দর্শনার্থানি উপাসনানি, তানি অবঘাতাদিবৎ কার্য্যপর্য্যবসানানি ইতি জ্ঞাতম্ এব এষাম্ আবৃত্তিপরিমাণম্।২ নহি সম্যগ্‌দর্শনে কার্য্যে নিষ্পন্নে যত্নান্তরং কিঞ্চিৎ শাসিতুং শক্যম্, অনিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বপ্রতিপত্তেঃ শাস্ত্রস্য

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—কিয়ৎকাল অভ্যাস করিয়া অহংগ্রহোপাসনার পরিত্যাগ।]

সকলপ্রকার উপাসনাতে আবৃত্তি আদরণীয়া, ইহা [এই পাদের] প্রথম অধিকরণে নির্ণীত হইয়াছে।১ তন্মধ্যে [প্রজাপতিবিদ্যা, (ছাঃ ৮।৭), মৈত্রেয়ীবিদ্যা (বৃঃ ২।৪), ভূমবিদ্যা (ছাঃ ৭।২৩), ইত্যাদি] যে সকল উপাসনা (—বিদ্যা, নির্গুণ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানরূপ] সম্যগ্‌দর্শনের জন্য, তাহারা [ধান্য হইতে তুষনিষ্কাশনের জন্য] অবঘাতাদির ন্যায় কার্য্যসম্পাদিত হইলেই শেষ হইয়া যায়, এইপ্রকারে ইহাদের আবৃত্তির পরিমাণ অবগত হওয়া গিয়াছে।২ যেহেতু সম্যগ্‌দর্শনরূপ কার্য্য নিষ্পন্ন হইলে [সেই বিষয়ে] অন্যপ্রকার যত্ন উপদেশ (—বিধান) করিতে পারা যায় না;

শাঙ্করভাষ্যম্

অবিষয়ত্বাৎ।৩ যানি পুনঃ অভ্যুদয়ফলানি, তেষু এষা চিন্তা—কিং কিয়ন্তংচিৎ কালং প্রত্যয়ম্ আবর্ত্ত্য উপরমেৎ, উত যাবজ্জীবম্ আবর্ত্তয়েৎ ইতি।৪ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৫ কিয়ন্তংচিৎ কালং প্রত্যয়ম্ অভ্যস্য উৎসৃজেৎ, আবৃত্তিবিশিষ্টস্য উপাসনশব্দার্থস্য কৃতত্বাৎ ইতি।৬ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—আপ্রায়ণাৎ এব আবর্ত্তয়েৎ প্রত্যয়ম্, অন্ত্যপ্রত্যয়বশাৎ অদৃষ্টফলপ্রাপ্তেঃ।৭ কর্ম্মাণি অপি হি জন্মান্তরোপভোগ্যং ফলম্ আরভমাণানি তদনুরূপং ভাব-

ভাষ্যানুবাদ

কারণ অনিযোজ্য (—বিধির অবিষয়) যে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান, তাহা শাস্ত্রের বিষয় নহে (—নিযোজ্য অধিকারীর অভাবে আবৃত্তিবিষয়ক বিধির সেই স্থলে প্রবৃত্তি হয় না)।৩ কিন্তু অভ্যুদয় (—ব্রহ্মলোকরূপ সমৃদ্ধিলাভ) যাহাদের ফল, সেই সকলে (—অহংগ্রহোপাসনাসকলে) এই চিন্তা (—বিচার) করা হইতেছে—প্রত্যয়কে (—উপাস্যবিষয়ক চিত্তবৃত্তিকে) কি কিছুকাল আবৃত্তি করিয়া বিরত হইতে হইবে, অথবা যাবজ্জীবন আবৃত্তি করিতে হইবে?৪ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?৫ [পূর্ব্বপক্ষ—] কিছুকাল প্রত্যয়ের (—উপাসনার) অভ্যাস করিয়া [তাহাকে] পরিত্যাগ করিতে হইবে, যেহেতু উপাসনাশব্দের অর্থ যে আবৃত্তিবিশিষ্টতা, তাহা করা হইয়া গিয়াছে, ইত্যাদি।৬

[সিঃ—সিদ্ধ সাধকের উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ বর্ত্তমান থাকায় এবং ক্রিয়া হইতে ক্রিয়ান্তরের উৎপত্তি সম্ভব না হওয়ায় অহংগ্রহোপাসনার আমৃত্যু আবৃত্তি।]

এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—মৃত্যুকাল পর্য্যন্তই প্রত্যয়কে (—উপাস্যবিষয়ক চিত্তবৃত্তিকে) আবর্ত্তন করিতে হইবে, যেহেতু অন্ত্যপ্রত্যয়ের (—শরীরত্যাগকালে শেষ চিন্তার) বলেই অদৃষ্ট (—ভাবি) ফলের প্রাপ্তি হয় (১)।৭ দেখ, জন্মান্তরে উপভোগযোগ্য ফলোৎপাদনকারি কর্ম্মসকলও মৃত্যুকালে তাহার (—ভাবি জন্মের) অনুরূপ ভাবনাবিজ্ঞানকে (—সংস্কারাত্মক জ্ঞানবিশেষকে)

ভাবদীপিকা [সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ]

(১) শাস্ত্র বলেন—"ব্রজংস্তিষ্ঠংস্তোঽন্যদা স্বেচ্ছয়া কর্ম কুর্ব্বতঃ। নাপযাতি যদা চিত্তাৎ সিদ্ধাং মন্যেত তাং তদা" ॥ (বিষ্ণু পুঃ ৬.৭।৮৭)—'তিনি গমনই করিতে থাকুন, বা স্থির হইয়া দণ্ডায়মান থাকুন; অথবা স্বেচ্ছায় অন্য কর্ম্মানুষ্ঠানই করিতে থাকুন, শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার চিত্ত হইতে যখন দূরে যাইতে পারে না, তখন তাঁহাকে সিদ্ধ বলিয়া মনে করিবে'। এইপ্রকারে উপাস্যসাক্ষাৎকাররূপ দৃষ্টফল যাঁহার সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার সেই দৃষ্টফলদ্বারাই তদনুকূল অন্ত্যপ্রত্যয় এবং ব্রহ্মলোকলাভরূপ অদৃষ্ট ফল সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাব। **শঙ্কা**—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ন্যায় অপূর্ব্বোৎপাদনদ্বারাই উপাসনাও ফলপ্রদ হউক্। তাহার জন্য উপাস্যসাক্ষাৎকার, ও তদনুকূল অন্ত্যপ্রত্যয়ের আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—**কর্ম্মাণি**—'দেখ জন্মান্তরে' ইত্যাদি (৮ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

সাধিজ্ঞানং প্রায়ণকালে আক্ষিপন্তি।৮ "সবিজ্ঞানো ভবতি, সবিজ্ঞানম্ এব অন্ববক্রামতি" (বৃঃ ৪।৪।২), "যচ্চিত্তঃ তেন এষঃ প্রাণম্ আয়াতি, প্রাণঃ তেজসা যুক্তঃ, সহ আত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি" (প্রশ্নঃ ৩।১০), ইতি চ এবমাদিশ্রুতিভ্যঃ, তৃণজলূকানিদর্শনাৎ চ।৯ প্রত্যয়াস্তু এতে স্বরূপানুবৃত্তিং মুক্ত্বা কিম্ অন্যৎ প্রায়ণকালভাবি ভাবনাবিজ্ঞানম্ অপেক্ষেরন্ ?১০ তস্মাৎ যে প্রতিপত্তব্যফলভাবনাত্মকাঃ প্রত্যয়াঃ তেষু আপ্রায়-

ভাষ্যানুবাদ

আক্ষেপ করে (—প্রাপ্ত করায়, মাত্র অপূর্ব্বদ্বারাই ফলদান করে না।৮ উপাসনা ও কর্ম্ম মৃত্যুকালে প্রাপ্তব্য ভাবি ফলের স্ফুরণদ্বারা ফলের হেতু হইয়া থাকে, সেই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—"মৃত্যুকালে জীব স্বপ্নে যেপ্রকার হইয়া থাকে, সেইপ্রকার] বিশেষবিজ্ঞানযুক্ত হয়, বিশেষবিজ্ঞানযুক্ত (—ভাবিদেহ ও তদাশ্রিত ভোগবিষয়ক বাসনাত্মক বিশেষ জ্ঞানযুক্ত) হইয়াই গন্তব্য স্থলে গমন করে", এবং ["মৃত্যুকালে জীব] যাদৃশ চিত্তবিশিষ্ট (—সঙ্কল্পযুক্ত) হয়, তাহার সহিত ইহা মুখ্যপ্রাণে আগমন করে, মুখ্যপ্রাণ তেজের (—উদানবায়ুর (২) সহিত যুক্ত হইয়া জীবাত্মার সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে যথাসঙ্কল্পিত লোকে লইয়া যায়", ইত্যাদি এই সকল শ্রুতি হইতে এবং তৃণ ও জলূকার দৃষ্টান্ত (বৃঃ ৪।৪।৩) হইতে 'ইহা অবগত হওয়া যায়'।৯ [আচ্ছা, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের বেলায় যেমন অপূর্ব্ব ভাবনাবিজ্ঞানকে উৎপাদন করে, উপাসনার বেলাতেও তাহাই হউক, তজ্জন্য আমৃত্যু উপাসনার আবৃত্তি কেন ? উত্তর—] এই প্রত্যয়সকল (—উপাস্যবিষয়ক চিত্তবৃত্তিসকল) স্বরূপের অনুবৃত্তিকে (—নিজের বর্ত্তমানতাকে) ত্যাগ করিয়া অন্য কোন্ ভাবনাবিজ্ঞানকে (—প্রাপ্তব্য ভাবিফলাত্মক জ্ঞানবিশেষকে) অপেক্ষা করিবে (৩) ?১০ সেইহেতু (—উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তিসকল ধারাবাহিকভাবে চলিতে

ভাবদীপিকা

(২) "তেজো হ বা উদানঃ" (প্রশ্নঃ ৩।৯), এই শ্রুতিবাক্যে উদান বায়ুতে তেজঃ পদের প্রয়োগ হওয়ায় এখানে তেজঃশব্দের অর্থ করা হইয়াছে 'উদান বায়ু' ।

(৩) সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা ১ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে বর্ণিত হইয়াছে। তাদৃশ পুরুষশ্রেষ্ঠের চিত্তে অন্য কোনপ্রকার ভাবনাবিজ্ঞানের (—অন্ত্যপ্রত্যয়ের) উৎপত্তি হইতে পারে না, উপাস্যাকারাচিত্তবৃত্তি ধারাবাহিকভাবে চলিতেই থাকে, ইহাই ভাব। সংশয়—যদি বলা হয় মৃত্যুকালে রোগযন্ত্রণাবশতঃ মোহগ্রস্তচিত্ত সাধকের উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তি ও দেবযানমার্গে গতি, ব্রহ্মলোকে স্থিতি, ইত্যাদি তদনুকূল ভাবনাবিজ্ঞানের উদয় হইবে না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—যত রোগযন্ত্রণাই হউক, জীবমাত্রেরই ভাবিজন্মে ভোগ্যফলবিষয়ক ভাবনাবিজ্ঞানের উদয় হইয়াই থাকে, ইহা "সবিজ্ঞানো ভবতি" (বৃঃ ৪।৪।২), ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবগত

শাঙ্করভাষ্যম্

ণাৎ আবৃত্তিঃ। ১১ তথাচ শ্রুতিঃ "সঃ যাবৎক্রতুঃ অয়ম্ অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।৩।১), ইতি প্রায়ণকালে অপি প্রত্যয়ানুবৃত্তিং দর্শয়তি।১২ স্মৃতিরপি "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব-

ভাষ্যানুবাদ

থাকায় তাহাদের স্বরূপের নিবৃত্তি না হওয়ায় এবং উপাসনারূপ আন্তর ক্রিয়া হইতে অন্ত্যবিজ্ঞানরূপ স্বসমানজাতীয় অন্য আন্তর ক্রিয়ার উৎপত্তি সম্ভব না (৪) হওয়ায়) প্রাপ্তব্য ফলভাবনাত্মক যে প্রত্যয়সকল (—যে সকল উপাসনাতে পরমেশ্বররূপ প্রাপ্তব্য ফলই অন্ত্যপ্রত্যয়রূপ প্রত্যয়ের বিষয়), সেই সকলে মরণকাল পর্য্যন্ত [উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তির] আবৃত্তি হইবে।১১ ["তত্রাপি দৃষ্টম্" এই সূত্রাংশের ব্যাখ্যাদ্বারা পূর্ব্বোক্তিকে সমর্থন করিতেছেন—] যেমন দেখ, "সেই ইনি যেপ্রকার ক্রতুযুক্ত (—সঙ্কল্পযুক্ত, ধ্যানশীল) হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন", ইত্যাদি শ্রুতি মৃত্যুকালেও প্রত্যয়ের (—মানসবৃত্তির) আবৃত্তি প্রদর্শন করিতেছেন।১২ স্মৃতিও তাহাই বলেন—"হে কৌন্তেয়, মৃত্যুকালে যে যে ভাবকে

ভাবদীপিকা

হওয়া যায়। সুতরাং উপাস্যসাক্ষাৎকারবান্ সিদ্ধ সাধকের উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তি ও তদনুকূল ভাবনাবিজ্ঞানের উদয় অবশ্যই হইয়া থাকে, এই বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই। মৃত্যুকালে সিদ্ধ সাধকের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, বা তাঁহার চিত্তে প্রবল প্রারব্ধবশে অন্যপ্রকার বাসনার উদ্ভব হয়, ইহাও বলা যায় না; কারণ যে প্রারব্ধ তাঁহার সগুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উৎপত্তিতে সহায়ক হইয়াছে, তাহাই যে মৃত্যুকালে প্রতিবন্ধক হইবে, এইপ্রকার কল্পনায় প্রতি কোন প্রমাণ নাই। প্রারব্ধ প্রতিবন্ধকরূপে থাকিলে তাহা বিদ্যার উৎপত্তিই হইতে দিবে না। অতএব সিদ্ধ উপাসকের মৃত্যুকালে উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তির স্থিতি এবং তদনুকূল ভাবনাবিজ্ঞানের উদয় অবশ্যই অঙ্গীকার্য্য। আবার মৃত্যুকালে কোন ক্ষণে সৎসম্পত্তিবশতঃ বিশ্রামপ্রাপ্ত জীবের মৃত্যুযাতনা যখন অপগত হইয়া যায়, [ইহা ৪।২।৯ অধিকরণে ৬ ভাবদীঃতে আলোচিত হইবে], তখন তাদৃশভোগপ্রদ ভাবনাবিজ্ঞানের উদয়ে কোনপ্রকার ব্যাঘাত হয় না, ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। কিন্তু পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রভৃতি যে সকল উপাসনাতে ধ্যেয় অন্য এবং প্রাপ্তব্য ফল অন্য, সেই সকলে আমৃত্যু উপাসনার আবৃত্তি অপেক্ষিত নহে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ন্যায় অপূর্ব্বোৎপাদনদ্বারাই তাহারা অন্ত্যপ্রত্যয়কে উৎপাদন করে। [বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যাভরণে দ্রঃ]

। ক্রিয়া হইতে স্বসমানজাতীয় ক্রিয়ান্তরের অনুৎপত্তি।]

(৪) এই স্থলে তাৎপর্য্য এই—মহর্ষি কণাদ বলেন, "কর্ম্ম কর্ম্মসাধ্যং ন বিদ্যতে" (বৈঃ সূঃ ১।১।১১)—'কর্ম (—ক্রিয়া) হইতে কর্মান্তরের উৎপত্তি হয় না'। এই বিষয়ে তাঁহারা এইপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করেন—কোন দ্রব্যে ক্রিয়া উৎপন্ন হইলে দ্বিতীয় ক্ষণে সেই দ্রব্যের অধিকরণ হইতে তাহার বিভাগ হয়, তৃতীয় ক্ষণে সেই দ্রব্যের পূর্ব্বসংযোগ বিনষ্ট হইয়া যায়, চতুর্থ ক্ষণে সেই দ্রব্য অন্য দেশে সংযুক্ত হয়, পঞ্চম ক্ষণে ক্রিয়ার নাশ হইয়া যায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভাবিতঃ" ॥ (গীতা ৮।৬) ইতি, "প্রায়ণকালে মনসা অচলেন" (গীতা ৮।১০) ইতি চ। ১৩ "সঃ অন্তবেলায়াম্ এতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত" (ছাঃ ৩।১৭।৬) ইতি চ মরণবেলায়াম্ অপি কর্ত্তব্যশেষং শ্রাবয়তি।১৪॥৪।১।১২॥

ইতি অষ্টমম্ আপ্রায়ণাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

স্মরণ করিয়া [জীব] শরীরত্যাগ করে, সদা তদ্ভাবভাবিত হওয়ায় সেই সেই ভাবকেই প্রাপ্ত হয়" এবং "মৃত্যুকালে বিক্ষেপরহিত মনের দ্বারা", ইত্যাদি।১৩ [মৃত্যুকালেও উপাসকের কর্ত্তব্যশেষ বর্ত্তমান থাকে, এই বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "তিনি (—পুরুষযজ্ঞবিৎ পুরুষ) মৃত্যুকালে এই তিনটী মন্ত্র জপ করিবেন", এইপ্রকারে [শ্রুতি] মৃত্যুকালেও শেষ কর্ত্তব্য শ্রবণ করাইতেছেন।১৪ [অতএব অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মোপাসনাসকলে মৃত্যুকালেও উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তির আবৃত্তি আবশ্যক, ইহা সিদ্ধ হইল] ॥৪।১।১২॥ আপ্রায়ণাধিকরণ সমাপ্ত।

৯। তদধিগমাধিকরণম্। [১৩ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদের পাপস্পর্শাভাব ও পাপনাশ।

অধিকরণসঙ্গতি—সাধনানুষ্ঠানে বত্নাধিক্য বোধনের জন্য ফলাধ্যায়েও গত আটটী অধিকরণে সাধনবিষয়ক বিচার শেষ করিয়া অবসরলাভান্তে ফলবিষয়ক বিচার করা হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **অবসরসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়। অথবা পূর্ব্বাধিকরণে যেমন আমৃত্যু উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তির অনুবৃত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে, তদ্রূপ ব্রহ্মবিদেরও পাপের অনুবৃত্তি হইবে, "পাপকারী পাপো ভবতি" (বৃঃ ৪।৪।৫), "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম", ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিবলে ভোগব্যতিরেকে তাহাদের বিনাশ হইবে না, এইরূপে **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ভাবদীপিকা

ঘোৎপত্তির পর এইভাবে সেই ক্রিয়া বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া তাহা আর অন্য ক্রিয়াকে উৎপাদন করিতে পারে না। ইহাই ক্রিয়ার স্বভাব। সেইহেতু উপাসনাক্রিয়া হইতে অন্ত্যবিজ্ঞানরূপ ক্রিয়ান্তরের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। **উত্তরমীমাংসকগণ** বলেন—'ক্রিয়া হইতে ক্রিয়ান্তরের উৎপত্তি হয় না', এই কাণাদন্যায়কে "স্বসমানজাতীয় ক্রিয়ান্তরের উৎপত্তি হয় না", এইপ্রকারে বুঝিতে হইবে। সেইহেতু উপাসনারূপ (—উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তিপ্রবাহরূপ) আন্তর ক্রিয়া হইতে অন্ত্যবিজ্ঞানরূপ, স্বসমানজাতীয় অন্য আন্তর ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় না। কিন্তু বিজাতীয় ক্রিয়াস্থলে উক্ত নিয়ম প্রযোজ্য নহে; কারণ অগ্নিহোত্রাদি বাহ্য ক্রিয়া হইতে ব্যাপারাত্মক অদৃষ্ট (- অপূর্ব্ব) দ্বারে অন্ত্যবিজ্ঞানরূপ বিজাতীয় আন্তর ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। সেইহেতু অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অদৃষ্টোৎপাদনদ্বারা অন্ত্যবিজ্ঞানের হেতু হইলেও, ভাবি জন্মে উপাসনাতে প্রবৃত্তির হেতুভূত অদৃষ্ট সত্ত্বেও ব্রহ্মোপাসনা তাহা হয় না। আপ্রায়ণাধিকরণ সমাপ্ত।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের পাপক্ষয়রূপ ফল বর্ণিত হওয়ায় এই সঙ্গতি সাক্ষাদ্ভাবেই সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

জ্ঞানিনঃ পাপলেপোঽস্তি নাস্তি বাঽননুপভোগতঃ।
অনাশ ইতি শাস্ত্রেষু ঘোষাল্লেপোঽস্য বিদ্যতে॥
অকর্ত্রাত্মধিয়া বস্তুমহিম্নৈব ন লিপ্যতে।
অশ্লেষনাশাবপ্যুক্তাবন্যে ঘোষস্তু সার্থকঃ॥

অন্বয়—জ্ঞানিনঃ পাপলেপঃ অস্তি, নাস্তি বা? শাস্ত্রেষু অনুপভোগতঃ অনাশঃ ইতি ঘোষাৎ অস্য লেপঃ বিদ্যতে। অকর্ত্রাত্মধিয়া বস্তুমহিম্না এব ন লিপ্যতে। অশ্লেষনাশৌ অপি উক্তৌ, ঘোষঃ তু অন্যে সার্থকঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[সগুণনির্গুণব্রহ্মাত্মবিদঃ দুরিতম্ অত্র বিষয়ঃ। কর্মণাং ফলাবসানপ্রতীতেঃ জ্ঞানাৎ ক্ষয়প্রতীতেশ্চ ভবতি তত্র সংশয়ঃ—] জ্ঞানিনঃ পাপলেপঃ অস্তি, নাস্তি বা?

পূর্ব্বপক্ষ—["নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি" ইত্যাদি] শাস্ত্রেষু অনুপভোগতঃ [কর্মণাম্] অনাশঃ ইতি ঘোষাৎ অস্য [ব্রহ্মাত্মবিদঃ পাপ-] লেপঃ বিদ্যতে।

সিদ্ধান্ত—[তত্র তাবৎ নির্গুণব্রহ্মাত্মতত্ত্ববিদঃ পাপলেপশঙ্কা অপি ন উদেতি, যতঃ 'ন অকার্ষং, ন করোমি, ন করিষ্যামি' ইতি কালত্রয়েঽপি] অকর্ত্রাত্মধিয়া বস্তুমহিম্না এব [পাপং তেষু] ন লিপ্যতে। [নহি অকর্ত্তুঃ লেপং মন্দাঃ অপি শঙ্কন্তে। নাপি সগুণব্রহ্মাত্মবিদঃ পাপলেপঃ অস্তি; যতঃ "যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবম্ এবংবিদি পাপং কর্ম ন শ্লিষ্যতে" (ছাঃ ৪।১৪।৩), ইতি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাৎ ঊর্দ্ধ্বং দেহেন্দ্রিয়ব্যবহারবশাৎ সম্ভাবিতস্য পাপস্য অশ্লেষঃ শ্রূয়তে। "তদ্ যথা ইষীকাতূলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত, এবং হ অস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" (ছাঃ ৫।২৪।৩), ইতি চ সাক্ষাৎকারাৎ পূর্ব্বং ইহ জন্মনি জন্মান্তরেষু চ সঞ্চিতস্য পাপসংঘাতস্য বিনাশঃ শ্রূয়তে। এবং সম্ভাবিতস্য সঞ্চিতস্য চ পাপসংঘাতস্য] অশ্লেষনাশৌ অপি উক্তৌ। ["নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম" ইত্যাদি-] ঘোষঃ তু [সগুণনির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞানরহিতে] অন্যে সার্থকঃ। [তস্মাৎ নাস্তি জ্ঞানিনঃ পাপলেপঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিদের পাপ এখানে বিষয়। 'কর্ম ফলদান করিয়া বিনষ্ট হয়', এইপ্রকার প্রতীতি এবং 'জ্ঞানবলে তাহাদের ক্ষয়', এইপ্রকার প্রতীতি হওয়ায় সেই স্থলে সংশয় হয়—] জ্ঞানীর পাপসংস্পর্শ হয়, অথবা হয় না?

পূর্ব্বপক্ষ—["ভোগ না করিয়া শতকোটি কল্পেও কর্ম্মের ক্ষয় হয় না", ইত্যাদি] শাস্ত্রসকলে ভোগ না হইলে [কর্ম্মসকলের] নাশ হয় না, এই প্রকার বর্ণনা থাকায় ইঁহার (—ব্রহ্মাত্মবিদের) পাপসংস্পর্শ বিদ্যমান থাকে।

সিদ্ধান্ত—[এই বিষয়ে বলা হইতেছে—নির্গুণব্রহ্মাত্মতত্ত্ববিদের পাপসংস্পর্শবিষয়ক সন্দেহই উদিত হয় না, যেহেতু 'করি নাই, করিতেছি না এবং করিব না', এইপ্রকারে কালত্রয়েই] অকর্ত্তৃস্বরূপ আত্মবিষয়ক জ্ঞানরূপ বস্তুর মহিমাবলেই [পাপ তাঁহাদিগকে] লিপ্ত হয় না। [কারণ যিনি কর্ত্তা নহেন, তাঁহার পাপসংস্পর্শ মন্দব্যক্তিগণও আশঙ্কা করে না। আর সগুণব্রহ্মাত্মবিদেরও পাপসংস্পর্শ হয় না, যেহেতু "পদ্মপত্রে জল যেমন সংশ্লিষ্ট হয় না,

এইপ্রকারে এতাদৃশ জ্ঞানীতে পাপকর্ম্ম সংশ্লিষ্ট হয় না", এইরূপে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পরবর্ত্তি-কালে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের বশে সম্ভাবিত পাপের সংস্পর্শাভাব শ্রুত হইতেছে। আর সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—"মুঞ্জাঘাসের তুলা অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে যেমন নিঃশেষে ভস্মীভূত হইয়া যায়, এইপ্রকারেই ইঁহার সকল পাপ নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায়", এইপ্রকারে সাক্ষাৎ-কারের পূর্ব্বে ইহ জন্মে বা জন্মান্তরসকলে সঞ্চিত পাপসংঘাতের বিনাশ শ্রুত হইতেছে। এইপ্রকারে ভাবী ও সঞ্চিত পাপসংঘাতের] সংস্পর্শাভাব ও বিনাশও বর্ণিত হইয়াছে। ["ভোগ না করিয়া কর্ম্মের ক্ষয় হয় না", ইত্যাদি] ঘোষণা কিন্তু [সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান-রহিত] অজ্ঞ পুরুষে সার্থক। [অতএব জ্ঞানীর পাপসংস্পর্শ নাই, ইহা সিদ্ধ হইল]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ব্রহ্মবিদেরও পাপকর্ম্মের ফলভোগান্তে মুক্তি। সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির সমকালেই পাপনাশ হওয়ায় জীবন্মুক্তি।

তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ ॥৪।১।১৩॥

পদচ্ছেদ—তদধিগমে, উত্তরপূর্ব্বাঘয়োঃ, অশ্লেষবিনাশৌ, তদ্ব্যপদেশাৎ।

সূত্রার্থ—[সগুণনির্গুণব্রহ্মবিদঃ উত্তরপাপাসম্বন্ধপূর্ব্বপাপবিনাশৌ ভবতঃ, উত ন, ইতি সন্দেহে ; "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম", ইতি স্মৃতেঃ 'ন' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তদধিগমে**—তস্য ব্রহ্মণঃ অধিগমে—সাক্ষাৎকারে সতি, **উত্তরপূর্ব্বাঘয়োঃ**—জ্ঞানাৎ ঊর্দ্ধ্বং দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারবশাৎ সম্ভাবিতং পাপম্ উত্তরাঘম্, জ্ঞানাৎ পূর্ব্বম্ ইহ জন্মনি জন্মান্তরে বা সঞ্চিতং পাপং পূর্ব্বাঘম্। তয়োঃ, **অশ্লেষবিনাশৌ**—অসংশ্লেষধ্বংসৌ [ভবতঃ। কুতঃ ?] **তদ্ব্যপদেশাৎ**—"এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" (ছাঃ ৪।১৪।৩), "অস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" (ছাঃ ৫।২৪।৩), "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ইত্যাদিশ্রুতিষু তয়োঃ—উত্তরপূর্ব্বাঘাশ্লেষবিনাশয়োঃ ব্রহ্মবিদি ব্যপদেশাৎ—কথনাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মবিদের ভাবী পাপের সহিত অসম্বন্ধ এবং অতীত পাপের বিনাশ হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; "অভুক্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না", এইপ্রকার স্মৃতি থাকায় 'হয় না', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তদধিগমে**—সেই ব্রহ্মের অধিগম—সাক্ষাৎকার হইলে, **উত্তরপূর্ব্বাঘয়োঃ**—জ্ঞানের পরবর্ত্তিকালে দেহেন্দ্রিয়াদির ব্যাপারবশতঃ সম্ভাবিত পাপই পরবর্ত্তী পাপ, জ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তিকালে ইহ জন্মে, বা জন্মান্তরে সঞ্চিত পাপই পূর্ব্ববর্ত্তী পাপ, সেই উভয়ের **অশ্লেষবিনাশৌ**—অসংস্পর্শ ও ধ্বংস [হইয়া থাকে। তাহাতে প্রমাণ কি ? উত্তর—] **তদ্ব্যপদেশাৎ**—যেহেতু "এইপ্রকার জ্ঞানবানে পাপ কর্ম্ম সংশ্লিষ্ট হয় না", "ইঁহার সমস্ত পাপ নিঃশেষে ভস্মীভূত হয়", "কার্য্য ও কারণরূপী তিনি দৃষ্ট হইলে ইঁহার কর্ম্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়" (মুঃ ২।২।৮), ইত্যাদি শ্রুতিসকলে, তয়োঃ—সেই পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী পাপের অসংস্পর্শ ও বিনাশ, এই উভয়ের ব্রহ্মবিদে ব্যপদেশ—কথন হইয়াছে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

গতস্তৃতীয়শেষঃ। ১ অথ ইদানীং ব্রহ্মবিদ্যাফলং প্রতি চিন্তা

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রত্যায়্যতে।২ ব্রহ্মাধিগমে সতি তদ্বিপরীতফলং দুরিতং ক্ষীয়তে, ন ক্ষীয়তে বা ইতি সংশয়ঃ।৩ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৪ ফলার্থত্বাৎ কর্ম্মণঃ ফলম্ অদত্ত্বা ন সম্ভাব্যেত ক্ষয়ঃ।৫ ফলদায়িনী হি অস্য শক্তিঃ শ্রুত্যা সমধিগতা।৬ যদি তদ্ অন্তরেণৈব ফলোপভোগম্ অপবৃজ্যেত শ্রুতিঃ কদর্থিতা স্যাৎ।৭ স্মরন্তি চ "ন হি কর্ম্ম ক্ষীয়তে", ইতি।৮ নন্বেবং সতি প্রায়শ্চিত্তোপদেশঃ অনর্থকঃ প্রাপ্নোতি।৯ নৈষঃ দোষঃ, প্রায়শ্চিত্তানাং নৈমিত্তিকত্বোপপত্তেঃ গৃহদাহেষ্ট্যাদিবৎ।১০ অপিচ প্রায়শ্চিত্তানাং দোষসংযোগেন

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি বিষয় ও সংশয়। পূঃ—ব্রহ্মবিদ্যা পাপনাশক নহে; ভোগদ্বারাই কর্ম্মক্ষয়।]

তৃতীয়াধ্যায়ের শেষাংশ সম্পূর্ণ হইল।১ অনন্তর একণে ব্রহ্মবিদ্যার ফলের প্রতি চিন্তা বিস্তৃত হইতেছে (—ফলবিষয়ক বিচার করা হইতেছে)।২ ব্রহ্ম অধিগত হইলে তাহার বিরুদ্ধফলক পাপ ক্ষয় হয়, অথবা হয় না, ইহা সংশয়।৩ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?৪ [পূর্ব্বপক্ষ—] ফলরূপ প্রয়োজন সম্পাদক হওয়ায় ফলদান না করিয়া কর্ম্মের ক্ষয় সম্ভব নহে।৫ ["পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন" (বৃঃ ৪।৪।৫) ইত্যাদি] শ্রুতির দ্বারা ইহার (—কর্ম্মের) ফলদায়িনী শক্তি সম্যগ্রূপে অবগত হওয়া গিয়াছে।৬ যদি ফলোপভোগ ব্যতিরেকেই তাহা (—কর্ম্ম) বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে শ্রুতি কদর্থিতা হইয়া পড়িবেন (—শ্রুতির অসঙ্গত অর্থ কল্পনা করা হইবে)।৭ আর ["ভোগব্যতিরেকে] কর্ম্ম নিশ্চয়ই ক্ষয় হয় না", এইপ্রকার স্মরণও করেন (—স্মৃতিও আছে)।৮

[পূঃ—প্রায়শ্চিত্ত, পাপনাশক নহে, তাহা গৃহদাহেষ্টির ন্যায় নৈমিত্তিক কর্ম্ম।]

[শঙ্কা—] কিন্তু এইপ্রকার হইলে (—ভোগদ্বারাই কর্ম্মের ক্ষয় হইলে) প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ অনর্থক হইয়া পড়িবে।৯ [পূঃ সমাধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু 'গৃহদাহেষ্টি' প্রভৃতির ন্যায় প্রায়শ্চিত্তের নৈমিত্তিকতা সঙ্গত (১)।১০

ভাষ্যদীপিকা। [গৃহদাহেষ্টির পরিচয়]

(১) শ্রুতিতে এইপ্রকার পঠিত হইতেছে—"যস্য আহিতাগ্নেঃ অগ্নিঃ গৃহান্ দহেৎ, সঃ অগ্নয়ে ক্ষামবতে পুরোডাশম্ অষ্টাকপালং নির্বপেৎ" (তৈঃ সঃ ২।২।২।৫)—'অগ্নি যে আহিতাগ্নি ব্যক্তির গৃহদাহ করে, তিনি অষ্টকপালসংস্কৃত পুরোডাশদ্বারা ক্ষমাগুণযুক্ত অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞসম্পাদন করিবেন"। এইরূপে সংস্কৃত বহ্নির দ্বারা আহিতাগ্নি ব্যক্তির গৃহদাহ হইলে **গৃহদাহেষ্টি**, [অপর নাম- **ক্ষামবতী** ইষ্টি] বিহিত হইয়াছে। গৃহদাহ এই যজ্ঞের ফল নহে, কারণ তাহা পূর্ব্বেই নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাহা যোগ্যও নহে; যেহেতু 'স্বগৃহদহনরূপ' ফলকামনাবশে কেহ এই যজ্ঞ সম্পাদন করে, ইহা কল্পনা করা যায় না। সেই-হেতু এই নৈমিত্তিক যজ্ঞের পাপনাশরূপ অন্য ফল কল্পনা করা হয়। এই দৃষ্টান্ত অবলম্বনে **পূর্ব্বপক্ষী** বলিতেছেন—গৃহদাহরূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে যেমন গৃহদাহেষ্টির অনুষ্ঠান

শাঙ্করভাষ্যম্

বিধানাৎ ভবেৎ অপি দোষক্ষপণার্থতা ।১১ ন তু এবং ব্রহ্মবিদ্যায়াং বিধানম্ অস্তি ।১২ ননু অনভ্যুপগম্যমানে ব্রহ্মবিদঃ কর্ম্মক্ষয়ে তৎফলস্য অবশ্যং ভোক্তব্যত্বাৎ অনির্ম্মোক্ষঃ স্যাৎ ।১৩ ন ইতি উচ্যতে ; দেশকালনিমিত্তাপেক্ষঃ মোক্ষঃ কর্ম্মফলবৎ ভবিষ্যতি ।১৪ তস্মাৎ ন ব্রহ্মাধিগমে দুরিতনিবৃত্তিঃ ইতি ।১৫ এবং প্রাপ্তে ব্রুমঃ—তদধিগমে ব্রহ্মাধিগমে সতি উত্তরপূর্ব্বয়োঃ অঘ-

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—ব্রহ্মবিদ্যা পাপনাশক নহে, কায়ব্যূহাবলম্বনে কর্ম্মফলভোগশেষে মুক্তি ।]

আর দেখ, দোষের (—পাপের) সহিত সম্বন্ধবশতঃ প্রায়শ্চিত্তসকলের বিধান হওয়ায় তাহাদের দোষক্ষালনরূপ প্রয়োজন থাকে থাকুক ।১১ ব্রহ্মবিদ্যাতে কিন্তু এইপ্রকার [দোষক্ষালনের, পাপনাশের] বিধান নাই । ['ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" (মুঃ ২।২।৮), ইত্যাদি বাক্য জ্ঞানের স্তুতিমাত্র, ইহাই ভাব ।১২ শঙ্কা—] কিন্তু ব্রহ্মবিদের কর্ম্মক্ষয় অঙ্গীকৃত না হইলে তাহার (—কর্ম্মের) ফল অবশ্য ভোক্তব্য হওয়ায় মুক্তি হইবে না, এইপ্রকার পরিস্থিতি হইয়া পড়িবে ।১৩ [পূঃ সমাধান—] তাহা নহে, ইহা কথিত হইতেছে ; কর্ম্মফলের ন্যায় দেশ কাল ও নিমিত্তকে অপেক্ষা করিয়া মোক্ষ হইবে (—যোগসিদ্ধির প্রভাবে স্বর্গে অন্তরিক্ষে এবং ভূর্লোকে বহু শরীরেন্দ্রিয়ের নির্ম্মাণকরতঃ কর্ম্মসকলের ফলভোগ শেষ করিয়া কোন কালে কোন দেশে যোগরূপ নিমিত্তবলে ব্রহ্মবিদ্যা উদ্বুদ্ধ হইলে ব্রহ্মবিদের মুক্তি হইবে) ।১৪ সেইহেতু (—প্রায়শ্চিত্ত হইতে ব্রহ্মজ্ঞানের বৈষম্য থাকায় এবং মোক্ষও উপপন্ন হওয়ায়) ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে পাপের ক্ষয় হয় না, ইহাই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে', ইত্যাদি ।১৫

[সিঃ—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা অতীত ও ভাবী যাবতীয় পাপের নাশক ।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—'তদধিগমে',

ভাবদীপিকা

করিতে হয়, গৃহদাহ তাহার ফল নহে । তদ্রূপ পাপরূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, পাপক্ষয় তাহার ফল নহে । গৃহদাহেষ্টির ন্যায় ইহারও অন্য ফল কল্পনা করিতে হইবে, সুতরাং ইহা অনর্থক নহে । "গৃহদাহেষ্ট্যাদিবৎ", অত্রস্থ 'আদি' শব্দে "যস্য হিরণ্যং নশ্যেৎ আগ্নেয়াদীন্ নির্বপেৎ", ইত্যাদিরূপে বিহিত নৈমিত্তিক যজ্ঞসকলকে গ্রহণ করিতে হইবে । অতএব গৃহদাহেষ্টির ন্যায় প্রায়শ্চিত্তও নৈমিত্তিক কর্ম্মমাত্র, নিমিত্ত উপস্থিত হইলে করিতে হয়, তাহার দ্বারা পাপনাশরূপ ফল হয় না, ইহাই পূর্ব্ববাদীর অভিপ্রায় । কিন্তু 'মলিন ব্যক্তি স্নান করিবে', এই স্থলে মালিন্যরূপ দোষনিবৃত্তিই যেমন স্নানের ফল, তদ্রূপ "তরতি ব্রহ্মহত্যাং যঃ অশ্বমেধেন যজেত" (তৈঃ সং ৫।৩।১২।২), "ব্রহ্মহা দ্বাদশবার্ষিকং চরেৎ", ইত্যাদি শ্রুতিবিহিত প্রায়শ্চিত্তের ফলে তত্তৎ কর্ম্মজনিত পাপনিবৃত্তিই অঙ্গীকার্য্য, তাহাকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলা সঙ্গত নহে । তদুত্তরে পূঃ বলিতেছেন—অপিচ—'আর দেখ', ইত্যাদি (১১ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

তয়োঃ অশ্লেষবিনাশৌ ভবতঃ, উত্তরস্য অশ্লেষঃ, পূর্ব্বস্য বিনাশঃ।১৬ কস্মাৎ?।১৭ তদ্ব্যপদেশাৎ।১৮ তথাহি ব্রহ্মবিদ্যাপ্রক্রিয়ায়াং সম্ভাব্যমানসম্বন্ধস্য আগামিনঃ দুরিতস্য অনভিসম্বন্ধং বিদুষঃ ব্যপদিশতি—"যথা পুষ্করপলাশে আপঃ ন শ্লিষ্যন্তে, এবম্ এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" (ছাঃ ৪।১৪।৩) ইতি।১৯ তথা বিনাশম্ অপি পূর্ব্বোপচিতস্য দুরিতস্য ব্যপদিশতি—"তদ্ যথা ইষীকাতূলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত, এবং হ অস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" (ছাঃ ৫।২৪।৩) ইতি।২০ অয়ম্ অপরঃ কর্ম্মক্ষয়ব্যপদেশঃ ভবতি—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"॥ (মুঃ ২।২।৮) ইতি।২১ যদুক্তম্—অনুপভুক্তফলস্য কর্ম্মণঃ ক্ষয়কল্পনায়াং শাস্ত্রং কদর্থিতং স্যাৎ ইতি।২২

ভাষ্যানুবাদ

অর্থাৎ ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী (—ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত) পাপের অসংস্পর্শ ও বিনাশ হয়, [অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির] পরবর্ত্তী পাপের সংস্পর্শ হয় না এবং পূর্ব্ববর্ত্তী পাপের বিনাশ হয়।১৬ কোন্ হেতুবলে বলিতেছ?১৭ [উত্তর—] যেহেতু [শাস্ত্রে] তাহাদের কথন আছে।১৮ যেমন দেখ, ব্রহ্মবিদ্যার প্রক্রিয়াতে (—প্রকরণে) যাহার সহিত সম্বন্ধ সম্ভব, সেই আগামী পাপের সহিত ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধহীনতা [শ্রুতি] উপদেশ করিতেছেন, যথা—"পদ্মপত্রে জল যেমন সংশ্লিষ্ট হয় না, এইপ্রকারে এবংবিদে (—ব্রহ্মকে যিনি এইপ্রকারে জানেন, তাঁহাতে) পাপকর্ম্ম সংশ্লিষ্ট হয় না", ইত্যাদি।১৯ এইপ্রকারে [শ্রুতি] পূর্ব্বসঞ্চিত পাপের বিনাশও উপদেশ করিতেছেন, যথা—"সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—মুঞ্জাঘাসের তুলা অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে যেমন নিঃশেষে ভস্মীভূত (২) হইয়া যায়, এইপ্রকারেই ইহার সকল পাপ নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায়", ইত্যাদি।২০ [সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে পাপের অসংস্পর্শ ও বিনাশ প্রদর্শন করিয়া নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে তাহা করিতেছেন—] কর্ম্মক্ষয়বিষয়ক এই অপর উপদেশ আছে, যথা—"পরাবর (—কারণ ও কার্য্যাত্মক) সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে ইঁহার (—সাধকের, অবিদ্যাবাসনারূপ] হৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়", ইত্যাদি। ['এই বাক্যটীকে কর্ম্মের অশ্লেষবিষয়েও উপলক্ষণরূপে বুঝিতে হইবে', ন্যায়নির্ণয়]।২১

ভাবদীপিকা

(২) 'নিঃশেষে দগ্ধ', 'বিনাশ' ইত্যাদি শব্দসকলের প্রয়োগদৃষ্টে সেই পাপসকল নিঃশেষে ধ্বংস হইয়া যায়, এইপ্রকার অর্থই প্রতিভাত হয়। কিন্তু তাহা শ্রুতির বিবক্ষিতার্থ নহে। 'ব্রহ্মবিৎকর্ত্তৃক পাপ ত্যক্ত হয়', 'পাপ ফলদান করিতে পারে না', ইহাই বিবক্ষিত অর্থ। ৪।১।১৭ সূত্রভাষ্যের ৫ ভাবদীঃ দ্রঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

নৈষঃ দোষঃ, ন হি বয়ং কর্ম্মণঃ ফলদায়িনীং শক্তিম্ অবজানীমহে, বিদ্যতে এব সা।২৩ সা তু বিদ্যাদিনা কারণান্তরেণ প্রতিবধ্যতে ইতি বদামঃ।২৪ শক্তিসদ্ভাবমাত্রে চ শাস্ত্রং ব্যাপ্রিয়তে, ন প্রতিবন্ধাপ্রতিবন্ধয়োঃ অপি।২৫ 'ন হি কর্ম্ম ক্ষীয়তে' ইতি এতদপি স্মরণম্ ঔৎসর্গিকং 'ন ভোগাৎ ঋতে কর্ম্ম ক্ষীয়তে তদর্থত্বাৎ' ইতি।২৬ ইষ্যতে এব তু প্রায়শ্চিত্তাদিনা তস্য ক্ষয়ঃ, "সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি, তরতি ব্রহ্মহত্যাং যঃ অশ্বমেধেন যজতে, যঃ উ চ এনম্ এবং বেদ" (তৈঃ সং ৫।৩।১২।২) ইত্যাদিশ্রুতি-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—প্রায়শ্চিত্তাদি পাপনাশক। পূর্ব্বপক্ষিকর্তৃক প্রদর্শিত দোষসকলের নিরাকরণ।]

[এইরূপে সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষীর মতবাদ নিরাকরণ করিতেছেন—] আর যে বলা হইয়াছে, যাহার ফল উপভুক্ত হয় নাই, সেই কর্ম্মের ক্ষয় কল্পনা করিলে শাস্ত্র কদর্থিত হইয়া পড়িবেন (৭ বাক্য), ইত্যাদি।২২ [তদুত্তরে বলিব—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু আমরা কর্ম্মের ফলদায়িনী শক্তিকে অবজ্ঞা (—অস্বীকার) করিতেছি না, তাহা অবশ্যই বিদ্যমান আছে।২৩ কিন্তু তাহা ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি অন্য কারণের দ্বারা প্রতিবদ্ধ হয়, ইহাই বলিতেছি।২৪ [আচ্ছা, তাহা হইলে শাস্ত্রবিরোধের মীমাংসা কি ? উত্তর—] আর [কর্ম্মের ফলদায়িকা] শক্তির অস্তিত্বমাত্র বিষয়ে ["পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন" (বৃঃ ৪।৪।৫) ইত্যাদি] শাস্ত্র ব্যাপৃত হইতেছেন (—মাত্র তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন), কিন্তু প্রতিবন্ধ ও অপ্রতিবন্ধেও ব্যাপৃত হইতেছেন না (—কাহার দ্বারা ফলদায়িকা শক্তি অবরুদ্ধ হয়, বা হয় না, তাহা উক্ত শাস্ত্র প্রতিপাদন করিতেছেন না, সুতরাং তাঁহার কদর্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই।২৫ কিন্তু "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম", ইত্যাদি স্মৃতি বলেন—ভোগব্যতিরেকে কর্ম্মক্ষয় হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] 'নহি কর্ম্ম ক্ষীয়তে', ইত্যাদি এই স্মরণ (—স্মৃতি) ঔৎসর্গিক (—সামান্য শাস্ত্র মাত্র), 'ভোগব্যতিরেকে কর্ম্মক্ষয় হয় না, যেহেতু তাহা তদর্থক (—ভোগরূপ প্রয়োজন সম্পাদক'), 'ইহাই তাহার অর্থ'।২৬ [আচ্ছা, এই সামান্য শাস্ত্রের অপবাদ কাহার দ্বারা হইবে ? উত্তর—] কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির দ্বারা তাহার (—পাপকর্ম্মের) ক্ষয় অবশ্যই অভিপ্রেত, "যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, [তিনি] সমস্ত পাপকে অতিক্রম করেন, ব্রহ্মহত্যাকে (—তজ্জনিত পাপকে) অতিক্রম করেন ; আর যিনি ইহাকে (—অশ্বমেধকে) এইপ্রকারে জানেন (—উপাসনা (৩) করেন"), 'তাঁহারও উক্ত ফলসকল লব্ধ হয়', ইত্যাদি শ্রুতি এবং স্মৃতিসকল (৪) হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়।২৭

শাঙ্করভাষ্যম্

স্মৃতিভ্যঃ।২৭ যত্তু উক্তং নৈমিত্তিকানি প্রায়শ্চিত্তানি ভবিষ্যন্তি ইতি।২৮ তৎ অসৎ, দোষসংযোগেন চোদ্যমানানাম্ এষাং দোষ-নির্ঘাতফলসম্ভবে ফলান্তরকল্পনানুপপত্তেঃ।২৯ যৎ পুনঃ এত-দুক্তং—ন প্রায়শ্চিত্তবৎ দোষক্ষয়োদ্দেশেন বিদ্যাবিধানম্ অস্তি ইতি।৩০ অত্র ব্রূমঃ—সগুণাসু তাবৎ বিদ্যাসু বিদ্যতে এব বিধা-নম্।৩১ তাসু চ বাক্যশেষে ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিঃ পাপনিবৃত্তিশ্চ বিদ্যা-বতঃ উচ্যতে।৩২ তয়োশ্চ অবিবক্ষাকারণং নাস্তি ইতি।৩৩ অতঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শাস্ত্রদৃষ্ট ফল সম্ভব হইলে প্রায়শ্চিত্তের অন্য ফল কল্পনা অসঙ্গত।]

আর যে বলা হইয়াছে—প্রায়শ্চিত্তসকল [কামবতী ইষ্টির ন্যায়]] নৈমিত্তিক কর্ম্ম হইবে, [সেইহেতু তাহার ফলান্তর কল্পনীয়, ১ ভাবদীঃ] ইত্যাদি।২৮ তাহা সঙ্গত নহে, যেহেতু দোষের (—পাপের) সম্বন্ধবশতঃ যাহারা বিহিত হইয়াছে, সেই ইহাদের (—প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির) দোষনাশরূপ ফল সম্ভব হইলে [শাস্ত্রদৃষ্ট বিষয়কে ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রে অদৃষ্ট] অন্য ফল কল্পনা অসঙ্গত।২৯

[সিঃ—সগুণব্রহ্মবিদের পাপনিবৃত্তি ও ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিরূপ ফল অঙ্গীকার্য্য।]

আর এই যে বলা হইয়াছে—প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় পাপক্ষয়ের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মবিদ্যার বিধান হয় নাই (১২ বাক্য) ইত্যাদি।৩০ এই বিষয়ে বলিতেছি—সগুণব্রহ্ম-বিদ্যাসকলে [পাপক্ষয়ের] বিধান অবশ্যই আছে।৩১ দেখ, সেই সকলে বাক্য-শেষে বিদ্বানের (—সগুণব্রহ্মবিদের) ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি (ছাঃ ৫।১৮।১) এবং পাপনিবৃত্তি (ছাঃ ৫।২৪।৩) বর্ণিত হইতেছে।৩২ [শঙ্কা—কিন্তু অর্থবাদবাক্যে পঠিত তাহারা বিদ্যাস্তুতির জন্য হওয়ায় বিবক্ষিত নহে। সমাধান—] আর তাহাদের (—ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তি ও পাপনিবৃত্তির) অবিবক্ষার প্রতি কারণ নাই ; [যেহেতু একই বৈশ্বানর-বিদ্যাতে উভয় বাক্যে পঠিত তাহাদের মধ্যে একটীর ত্যাগ, অপরটীর গ্রহণ যুক্তিবিরুদ্ধ হওয়ায়, পাপনাশ ব্যতিরেকে ব্রাহ্মীস্থিতি সম্ভব না হওয়ায়,

ভাবদীপিকা

(৩) অশ্বমেধবিষয়ক উপাসনা "উষা বৈ অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ" (বৃঃ১।১।১), ইত্যাদি প্রকারে শুক্লযজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদে এবং "যো বৈ অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ"(তৈঃ সং ৭।৫।২৫।১), ইত্যাদি প্রকারে কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতাতে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম-ণাদি যে সকল বর্ণের অশ্বমেধযজ্ঞে অধিকার নাই, তাঁহারাও এই বিদ্যাতে অধিকারী।

(৪) ভগবান্ ভাষ্যকার এখানে স্মৃতিবচনগুলি বলিলেন না। প্রকটার্থবিবরণে তাহা এইপ্রকারে উদ্ধৃত হইয়াছে—"জ্ঞানিনঃ সর্ব্বপাপানি জীর্য্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ। ক্রীড়ন্নপি ন লিপ্যতে পাপৈর্নানাবিধৈরপি"। (লিঙ্গপুরাণ)। "তস্মাদ্ জ্ঞানাসিনা তূর্ণমশেষং কর্ম্মবন্ধনম্। কামাকামকৃতং জিত্বা বুদ্ধা আত্মনি তিষ্ঠতি। যথা বহ্নির্মহাদীপ্তঃ শুষ্কমার্দ্রং চ নির্দহেৎ। তথা শুভাশুভং কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নির্নির্দহেৎ ক্ষণাৎ"। ইত্যাদি। (শিবধর্ম্মোত্তরপুরাণ)

শাঙ্করভাষ্যম্

পাপপ্রহাণপূর্ব্বকৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিঃ তাসাং ফলম্ ইতি নিশ্চীয়তে। ৩৪ নির্গুণায়াং তু বিদ্যায়াং যদ্যপি বিধানং নাস্তি, তথাপি অকর্ত্রাত্ম-বোধাৎ * কর্ম্মপ্রদাহসিদ্ধিঃ। ৩৫ অশ্লেষঃ ইতি চ আগামিষু কর্ম্মসু কর্তৃত্বম্ এব ন প্রতিপদ্যতে ব্রহ্মবিদ্ ইতি দর্শয়তি। ৩৬ অতিক্রান্তেষু তু যদ্যপি মিথ্যাজ্ঞানাৎ কর্তৃত্বং প্রতিপেদে ইব, তথাপি বিদ্যাসামর্থ্যাৎ মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ তানি অপি প্রবিলীয়ন্তে ইতি

* 'স্বরূপবোধাৎ', ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

সগুণব্রহ্মতাদাত্ম্যভাবপ্রাপ্তি ও ব্রহ্মলোকে অবস্থিতিরূপ প্রধান ফল পাপনাশসাপেক্ষ হওয়ায় এবং ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি ব্রহ্মলোকে স্বাভাবিক হওয়ায় তাহাদের বিবক্ষা (—বিধান) অবশ্যই অঙ্গীকার্য্য]।৩৩ এইহেতু পাপপরিত্যাগপূর্ব্বক ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি তাহাদের (—সগুণব্রহ্মবিদ্যাসকলের) ফল, ইহা নিশ্চয় করা হইতেছে।৩৪

[সিঃ– নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাবলে নিবৃত্তকর্তৃত্বভোক্তৃত্ববিভ্রম পুরুষের পাপনিবৃত্তি স্বতঃই হইয়া পড়ে।]

কিন্তু নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাসকলে যদিও [পাপক্ষয়ের] বিধান নাই (৫), তথাপি অকর্ত্রাত্মবোধবলে (—অকর্তৃস্বরূপ ব্রহ্ম আমিই, এইপ্রকার জ্ঞানবলে) কর্ম্মের নাশ সিদ্ধ হয় (৬)।৩৫ [কিন্তু কর্ম্মের (—পাপপুণ্যের) নাশ সঙ্গত হইলেও, এইরূপে বিভিন্নভাবে তাহাদের অশ্লেষ ও বিনাশের কথন অসঙ্গত। তদুত্তরে বলিতেছেন—] 'অশ্লেষ' এইপ্রকারে আগামি (—জ্ঞানোৎপত্তির পরভাবি) কর্ম্মসকলে ব্রহ্মবিৎ কর্তৃত্বকেই প্রাপ্ত হন না (—"শরীর ও ইন্দ্রিয়দ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, আমি অবিক্রিয় ব্রহ্মস্বরূপ", এইপ্রকার জ্ঞানবান্ ব্যক্তি নিজের কর্তৃত্বকে অনুভব করেন না, ফলে পাপদ্বারা লিপ্ত হন না, ইহা ভগবান্ সূত্রকার] প্রদর্শন করিতেছেন।৩৬ [কিন্তু নির্গুণব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির পূর্ব্বকালে তো কর্তৃত্বাদি ও তজ্জনিত কর্ম্ম ছিল, তাহাদের নিবৃত্তি কিপ্রকারে হইবে? উত্তর—] কিন্তু অতীত কর্ম্মসকলে [ব্রহ্মবিদ্] যদিও মিথ্যা অজ্ঞানবশতঃ যেন কর্তৃত্বকে প্রাপ্তই হইয়াছিলেন, তথাপি ব্রহ্মবিদ্যার

ভাবদীপিকা

(৫) ইহা ভগবান্ ভাষ্যকারের প্রৌঢ়িবাদ (৩।৩৬৭,১।৫২ পৃঃ)। "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" (মুঃ ২।২।৮), "বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্ উপৈতি" (মুঃ ৩।১।৩), "জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ" (শ্বেঃ ২।১৫), ইত্যাদিপ্রকারে পাপক্ষয় বহু স্থলে বর্ণিত হইলেও; 'তাহা বর্ণিত হয় নাই', ইহা অঙ্গীকার করিয়া লইয়া নির্গুণব্রহ্ম-বিদ্যার স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার বলে পাপক্ষয় প্রতিপাদন করিলেন।

(৬) যেমন স্বপ্নকালীন সুরাপানকর্তৃত্ব জাগ্রৎকালে বাধিত হওয়ায় তজ্জনিত পাপ জাগ্রত পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না; অথবা রজ্জুতে আরোপিত সর্পের দর্শনজনিত ভয়কম্পাদি যেমন রজ্জুতত্ত্বসাক্ষাৎকারের অনন্তর নিবৃত্ত হইয়া যায়; তদ্রূপ নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার উদয় হইলে মূলাবিদ্যার নিবৃত্তিবশতঃ যাঁহার নিখিলকর্তৃত্বভোক্তৃত্বরূপ বিভ্রম নিবৃত্ত হইয়া যায়, ব্রহ্মস্বরূপ তাঁহার পক্ষে আর পুণ্যপাপের ফলোপভোগ সম্ভব হয় না, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

আহ—'বিনাশঃ' ইতি।৩৭ পূর্ব্বসিদ্ধকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ববিপরীতং হি ত্রিষু অপি কালেষু অকর্ত্তৃত্বাভোক্তৃত্বস্বরূপং ব্রহ্ম অহম্ অস্মি, ন ইতঃ পূর্ব্বম্ অপি কর্ত্তা ভোক্তা বা অহম্ আসম্, ন ইদানীং, নাপি ভবিষ্যৎকালে ইতি ব্রহ্মবিদ্ অবগচ্ছতি।৩৮ এবম্ এব চ মোক্ষঃ উপপদ্যতে।৩৯ অন্যথা হি অনাদিকালপ্রবৃত্তানাং কর্ম্মণাং

ভাষ্যানুবাদ

[৮৮ পৃঃ]

সামর্থ্যবশতঃ মিথ্যা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হওয়ায় সেই সকলও নিঃশেষে বিলীন হইয়া যায়, [ভগবান্ সূত্রকার] ইহা বলিতেছেন—"বিনাশঃ" ইত্যাদি।৩৭ [নির্গুণ-ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হইলে কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়, এই বিষয়ে ব্রহ্মবিদের অনুভব প্রদর্শন করিতেছেন—] পূর্ব্বসিদ্ধ কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের বিপরীত যে কালত্রয়েই অকর্ত্তৃ ও অভোক্তৃস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনিই আমি; ইহার পূর্ব্বেও আমি কর্ত্তা বা ভোক্তা ছিলাম না, বর্ত্তমানকালেও তাহা নহি, ভবিষ্যৎকালেও তাহা হইব না; [নির্গুণ-] ব্রহ্মবিদ্ এইপ্রকার অনুভব করিয়া থাকেন (৭)।৩৮ আর এইপ্রকারেই (—অকর্ত্তৃ-অভোক্তৃস্বরূপ-আত্মবিজ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মক্ষয় হইলেই) মোক্ষ যুক্তি-সঙ্গত।৩৯ অন্যথা (—ইহা অঙ্গীকার না করিয়া যোগবলে বহু দেশে বহু শরীরে-ন্দ্রিয়নির্ম্মাণকরতঃ যুগপৎ ভোগ শেষ করিয়া মোক্ষ হয়, ইহা স্বীকার করিলে) অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত কর্ম্মসকলের ক্ষয়ের অভাববশতঃ মোক্ষের অভাব হইয়া

ভাবদীপিকা

[তত্ত্বজ্ঞান মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় বিষয়ে শাস্ত্রার্থ নিরূপণ।]

(৭) এইপ্রকারে নির্গুণব্রহ্মবিৎ, জীবন্মুক্ত আচার্য্য ভগবান্ ভাষ্যকার ব্রহ্মবিদের স্বানুভব প্রদর্শন করিলেন। এই প্রসঙ্গে এক্ষণে আমরা একটু প্রাসঙ্গিক বিচার করিব। "জীবন্মুক্তিবিবেক" গ্রন্থে পূজ্যপাদ বিদ্যারণ্যমুনি বলিয়াছেন—"অথ জীবন্মুক্তিসাধনং নিরূপয়ামঃ। তত্ত্বজ্ঞান-মনোনাশবাসনাক্ষয়াঃ তৎসাধনম্" (জীবন্মু: ২০২ পৃঃ) ইত্যাদি। তত্ত্বজ্ঞানশব্দের অর্থ—"ইদং সর্ব্বম্ আত্মা এব, প্রতীয়মানং তু রূপরসাদিকং জগৎ মায়াময়ং, নতু এতৎ বস্তুতো অস্তি ইতি নিশ্চয়ঃ" (ঐ ২০৫ পৃঃ)। "...আত্মা এব একঃ পরমার্থসত্যঃ সচ্চিদানন্দাদ্বয়োঽহমস্মি" ইতি জ্ঞানং "তত্ত্বজ্ঞানম্" (গীতা ৬।৩২, মধুসূদন), ইত্যাদি। অর্থাৎ 'আত্মাই পরমার্থ সত্য, নিখিল রূপরসাদি দ্বৈত পদার্থ মায়াবলে তাঁহাতে কল্পিত, বস্তুতঃ তাহারা বিদ্যমান নাই, আমিই সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বয় পরমার্থসত্য আত্মা, এইপ্রকার জ্ঞানই 'তত্ত্বজ্ঞান' *। মনোনাশ শব্দের অর্থ—"ব্যুত্থানসংস্কারের অভিভব এবং নিরোধসংস্কারের প্রাদুর্ভাব" (জীবন্মু: ২০৩ পৃঃ)। "মনোনাশঃ নাম বৃত্তিরূপপরিণামং পরিত্যজ্য সর্ব্ববৃত্তিবিরোধিনা নিরোধাকারেণ পরিণামঃ" (গীতা ৬।৩২, মধুসূদন)—'মনোনাশ বলিতে মনের বৃত্তিরূপ যে পরিণাম, তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্ববৃত্তির বিরোধী নিরোধাকার পরিণাম'। অর্থাৎ মনের বৃত্তিসকলের নিরোধই 'মনোনাশ'।

* লক্ষ্য করিতে হইবে—এই 'তত্ত্বজ্ঞান' দুইপ্রকার, ১। সাধনরূপ ও ২। সাধ্যরূপ। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদি (১।৩৫ পৃঃ) পূর্ব্বক শুদ্ধ তৎ ও ত্বং পদার্থের পরোক্ষ একত্বজ্ঞানই ইহার সাধনাত্মকরূপ এবং অবিদ্যাধ্বংসি প্রতিষ্ঠিত অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানই ইহার সাধ্যাত্মকরূপ। অপরিপক্কাবস্থাতে যাহা সাধন, পরিপক্কাবস্থাতে তাহাই সাধ্য।

ভাবদীপিকা

[ইহা বস্তুতঃ' নিদিধ্যাসনের পরিপক্বাবস্থা, সমাধি]। **বাসনাক্ষয়**শব্দের অর্থ—"বিবেকজন্যায়াং শান্ত্যাদিবাসনায়াং দৃঢ়ায়াং সত্যপি বাহ্যনিমিত্তে ক্রোধাদ্যনুৎপত্তিঃ (জীবমুঃ ২০৪ পৃঃ), অর্থাৎ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক হইতে উত্থিত শমদমাদিসাধনসকলের (১।৬৫ পৃঃ) অভ্যাসজনিত সংস্কার দৃঢ় হইলে উদ্বোধক বাহ্য নিমিত্ত থাকিলেও কামক্রোধাদির অনুৎপত্তিকে বলে—'বাসনাক্ষয়'। বস্তুতঃ এই সকলগুলিই ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তির প্রতি সাধন, ইহা আমরাও পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থাংশে বিভিন্নভাবে প্রদর্শন করিয়াছি ; সুতরাং আচার্য্যপাদগণের এই সকল উক্তিতে কোনপ্রকার বিরোধ হয় না। কিন্তু জীবন্মুক্তিবিবেক গ্রন্থের বাসনাক্ষয়প্রকরণে এইপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে—"তৈশ্চ....তত্ত্বজ্ঞানং সম্যগুদেতি....নাস্তি তস্য শৈথিল্যম্। বাসনাক্ষয়মনোনাশে তু দৃঢ়াভ্যাসাভাবাৎ ভোগপ্রদেন প্রারব্ধেন···সহসা নিবর্ত্ত্যতে", (২৩৪ পৃঃ) ইত্যাদি। উক্ত গ্রন্থের পূর্ণানন্দেন্দুকৌমুদী টীকাতে বলা হইয়াছে—"উৎপন্নতত্ত্বসাক্ষাৎকারাণাম্ অপি অকুতোপাস্তিত্বেন অনুৎপন্নজীবন্মুক্তিফলত্বাৎ" (৫ পৃঃ), ইত্যাদি। গীতা ৬।৩২ টীকাতে পূজ্যপাদ **মধুসূদন** সরস্বতী মহোদয়ও বলিয়াছেন—"উৎপন্নেঽপি তত্ত্ববোধে কশ্চিৎ মনোনাশবাসনাক্ষয়য়োঃ অভাবাৎ জীবন্মুক্তিসুখং ন অনুভবতি" ইত্যাদি। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই—"তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হইলেও এবং তাহার শৈথিল্য না হইলেও অকুতোপাস্তি হওয়ায় (—নিদিধ্যাসনে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়) ভোগপ্রদ প্রারব্ধবলে তাঁহার মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় সহসা নিবৃত্ত হইয়া যায় ; ফলে তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ জীবন্মুক্তিসুখ অনুভব করিতে পারেন না, প্রারব্ধকর্ম্মবশে সমাধি হইতে ব্যুত্থানকালে সংসারক্লেশ অনুভব করিতে থাকেন। সেইহেতু তত্ত্ববোধের উৎপত্তির পর তজ্জন্য প্রযত্নের অপেক্ষা না থাকিলেও, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের যুগপৎ অভ্যাস করিতে হইবে, তাহার ফলে তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্তিসুখ অনুভব করিবেন", ইত্যাদি। **আমাদের দৃষ্টিতে** এই মতবাদে মহান্ বিরোধ প্রতিভাত হইতেছে। তাহা এই—আমাদের জিজ্ঞাস্য, এই যে তত্ত্ববোধ, তাহা কি ১। ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান, অথবা ২। তত্ত্বমস্যাদি বাক্যোত্থ অপ্রতিষ্ঠিত অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান (২৪ পৃঃ), অথবা ৩। অবিদ্যাধ্বংসি প্রতিষ্ঠিত অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান? **প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষে** কোন বিরোধ নাই ; কারণ অবিদ্যাধ্বংসি প্রতিষ্ঠিত অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তির জন্য উক্ত সাধনসকল অবশ্যানুষ্ঠেয়, ইহা তত্তৎ স্থলে বিভিন্নভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ **অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভকারও** জীবন্মুক্তির সাধনরূপেই ইহাদের বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—"সা ইয়ং জীবন্মুক্তিঃ তত্ত্বজ্ঞানবাসনাক্ষয়মনোনাশাভ্যাসাৎ সিধ্যতি", (৩৫৮ পৃঃ), ইত্যাদি। সুতরাং সাধন তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের সম্যক্ পরিপক্বতার অভাবে সাধ্য তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ই সম্ভব হয় না। **তৃতীয় পক্ষে**—অপসিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে ; কারণ অবিদ্যাধ্বংসি ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানরূপ প্রতিষ্ঠিত অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে, অথচ জ্ঞানসমকালে সদ্যোমুক্ত (১।২৬৯ পৃঃ) তাঁহার জীবন্মুক্তি ও তজ্জনিত সুখ অনুভূত হইবে না, ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত বিরুদ্ধ কথন। যেহেতু ভগবান্ **ভাষ্যকার** বলিয়াছেন—"যদৈব আত্মপ্রতিপাদকবাক্যশ্রবণাৎ আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানম্ উৎপদ্যতে, তদৈব তদুৎপদ্যমানং তদ্বিষয়ং মিথ্যাজ্ঞানং নিবর্ত্তয়দেব উৎপদ্যতে" (বৃঃ ১।৪।৭ ভাষ্য) ; আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং যৎকালং তৎকালে এব তদ্বিষয়াজ্ঞানতিরোভাবঃ" (বৃঃ ১।৪।১০ ভাষ্য), ইত্যাদি।

ভাষদীপিকা

ব্রহ্মবিদের বাক্ভবজ্ঞাপক অন্যত্র এই শারীরকভাষ্যবিরোধও (৩৮ সংখ্যক বাক্য দ্রঃ) এই পক্ষে সুপরিস্ফুট। এই শারীরকে অন্যত্র ভগবান্ ভাষ্যকার আরও বলিয়াছেন—"সকৃৎ উৎপন্না এব হি আত্মপ্রতিপত্তিঃ অবিদ্যাং নিবর্ত্তয়তি ইতি নাত্র কশ্চিদপি ক্রমঃ অভ্যুপগম্যতে" (১৬ পৃঃ ৪০ বাক্য), "ন চ এবম্ আত্মানম্ অনুভবতঃ কিঞ্চিৎ অন্যৎ কৃত্যম্ অবশিষ্যতে" (১৮ পৃঃ ৫০ বাক্য), "ন হি সম্যগ্দর্শনে কার্য্যে নিষ্পন্নে যত্নান্তরং কিঞ্চিৎ শাসিতুং শক্যম্, অনিযোজ্য-ব্রহ্মাত্মত্বপ্রতিপত্তেঃ শাস্ত্রস্যাবিষয়ত্বাৎ" (৭১ পৃঃ ৩ বাক্য), ইত্যাদি। অতএব অবিদ্যাধ্বংসি ব্রহ্মাত্মজ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে, অথচ জ্ঞানসমকালে মুক্ত অন্তঃকরণাদিতে অভিমানহীন, কালত্রয়ে অকর্তৃ-অভোক্তৃস্বরূপতা প্রাপ্ত (৩৮ বাক্য) সদ্যোমুক্ত ব্রহ্মবিদের জীবন্মুক্তি ও তদুত্থ সুখ হইবে না, তাঁহার সংসারক্লেশ হইতে থাকিবে, তন্নিরাকরণের জন্য পুনরায় মনোনাশাদি সাধনের অভ্যাস করিতে হইবে, এইপ্রকার যুক্তিবিরোধী ও ভাষ্যবিরোধী ক্রম অঙ্গীকারযোগ্য নহে।

এই বিষয়ে আরও কয়েকটী বিরোধের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, যথা—(ক) পূজ্যপাদ আচার্য্য মধুসূদন গীতা ৬।৩২ টীকাতে বলিয়াছেন—"অধিকারী দ্বিবিধ, কৃতোপাস্তি এবং অকৃতোপাস্তি"। "কৃতোপাস্তিশব্দের" অর্থবর্ণনপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"উপাস্যসাক্ষাৎকারপর্য্যন্তং উপাস্তি"। তাহাতে সগুণব্রহ্মোপাসনাই উপাস্তিশব্দের অর্থ, ইহাই আচার্য্যপাদের অভিপ্রেতরূপে প্রতিভাত হইতেছে। তাহাতে কিন্তু সগুণব্রহ্মোপাসনা ব্যতিরেকে নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার এবং তদ্বিদ্যোদয় সিদ্ধ হয় না, এইপ্রকার পরিস্থিতি হইয়া পড়ে; পরন্তু একমাত্র দহরবিদ্যা ও প্রজাপতিবিদ্যার মধ্যে কথঞ্চিৎ সম্বন্ধ ব্যতিরেকে (১।৬৩৪ পৃঃ) অন্য নির্গুণবিদ্যাতে এইপ্রকার পরিস্থিতি অঙ্গীকৃত হয় না। সগুণব্রহ্মবিদ্যানুশীলনকারী উপাসকের নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার নিষিদ্ধ না হইলেও, সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিই নির্গুণ-ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারিরূপে নির্ণীত হইয়াছেন (১।৬৫ পৃঃ)। এই 'উপাস্তি' শব্দের অর্থ যদি 'নিদিধ্যাসন' হয়, তাহা হইলেও অকৃতোপাস্তি, অর্থাৎ অকৃতনিদিধ্যাসন ব্যক্তির অপরোক্ষ অবিদ্যাধ্বংসি তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ই সম্ভব নহে বলিয়া তাঁহার জীবন্মুক্তি সুখানুভবের প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং এই স্থলে আচার্য্যপাদের উক্তির তাৎপর্য্য চিন্তনীয়। (খ) আর এক কথা, শ্রুতি বলেন—"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুঃ ৩।২।৯)। সুতরাং অবিদ্যাধ্বংসি অপরোক্ষ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানবান্ বিদ্বান্ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া পড়েন, ইহা শ্রুতিসিদ্ধান্ত। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—ব্রহ্ম-স্বরূপ বিদ্বান্ যখন জীবন্মুক্তিসুখ অনুভব করিতে পারেন না, তখন তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান বিদ্যমান ১। থাকে না, অথবা ২। থাকে? প্রথম পক্ষ অসঙ্গত, কারণ ধ্বস্তাবিদ্য ব্রহ্মস্বরূপ-ভূত বিদ্বান্ কদাপি অবিদ্বান্ হইয়া পড়েন না। দ্বিতীয় পক্ষে—অনাশ্বাসপ্রসঙ্গ, কারণ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান বর্ত্তমান থাকিলেও যদি জীবন্মুক্তি ও তজ্জনিত সুখ না অনুভূত হয়, তাহা হইলে পুনঃ মনোনাশাদির অভ্যাসবলে তাহা হইবে, এই বিষয়ে নিশ্চয়তা কি? আবার 'ঘট থাকিবে, তাহার কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বা থাকিবে না' এইপ্রকার পরিস্থিতি যেমন সম্ভব নহে; তদ্রূপ জীবন্মুক্তি থাকিবে, তজ্জন্য সুখ থাকিবে না, এইপ্রকার পরিস্থিতিও সম্ভব নহে। (গ) আবার ইহাও জিজ্ঞাসা করা যায় যে, ১। মনোনাশাদি সাধন পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বে অবিদ্যাধ্বংসি ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, অথবা ২। পরে? প্রথম পক্ষ অসঙ্গত, কারণ অপরিপক্ক

ভাবদীপিকা

সাধন কোন কিছুর উৎপাদক নহে। **দ্বিতীয়** পক্ষে—অনাশ্বাসপ্রসঙ্গ ; কারণ পরিপক্ব যে সাধন সাধ্য ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্পাদন করিয়াও জীবন্মুক্তি ও তজ্জন্য সুখ সম্পাদন করিতে পারিল না, পুনঃ অভ্যস্ত হইয়া তাহা সম্পাদন করিবে, এই বিষয়ে নিশ্চয়তা কি ? **(ঘ)** আর যে বলা হইয়াছে—"মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় ভোগপ্রদ প্রারব্ধবলে সহসা নিবৃত্ত হইয়া যায়", ইত্যাদি। তদুত্তরে বলা যায়—সাধন পরিপক্ব না হইলে সাধ্যের উৎপত্তি হয় না, ইহাই বস্তুস্থিতি। তাদৃশ ভোগপ্রদ প্রারব্ধ যদি কাহারও থাকে, তাহা সাধনের পরিপাক-দ্বারা সাধ্য ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিই হইতে দিবে না। সাধ্য ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি হইলে অবিদ্যা বাধিত হওয়ায় তাহার কার্য্যভূত অন্তঃকরণ ও তাহার ব্যাপাররূপ সাধনসকলের নিবৃত্তি হই-য়াই থাকে ; ইহাই বস্তুস্থিতি। "যখন সমস্তই ইঁহার আত্মস্বরূপ হইয়া গেল" (বৃঃ ২।৪।১৪), তখন তদ্ব্যতিরিক্ত সাধনের অস্তিত্বই বা কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে ? ইহা অঙ্গীকার না করিলে "ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি" (বৃঃ ৪।৩।৩০), "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া পড়েন", ইত্যাদি শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইয়া পড়িবে। সুতরাং বিদ্যোদয়ের পর অবিদ্যা ও অন্তঃকরণসহ মনোনাশাদি সাধনের নিবৃত্তি হইয়াই থাকে, তজ্জন্য প্রবল প্রারব্ধের কোনপ্রকার আবশ্যকতাই নাই। আবার ধ্বস্তাবিদ্য দেহেন্দ্রিয়াদিতে অভিমানহীন কালত্রয়েই অকর্ত্তা অভোক্তা ব্রহ্মস্বরূপ নির্গুণব্রহ্ম-বিদের 'ভোগপ্রদ প্রারব্ধই' বা কি, যাহা মনোনাশাদি সাধনকে নিবৃত্ত করিবে ? বন্ধ্যাপুত্র কি কখনও অর্থক্রিয়াকারী হইয়া পড়িবে ? তবে ধ্বস্তাবিদ্য ব্রহ্মাত্মজ্ঞানবান্ কাহারও যদি স্বেচ্ছায় লোকশিক্ষার্থে, প্রারব্ধ বা পূর্ব্বাভ্যাসবশে মনোনাশাদি সাধনের পরদৃষ্টিতে অনুবৃত্তি হইতে থাকে, তাহা হউক্। কিন্তু অনিযোজ্য ব্রহ্মস্বরূপতাপ্রাপ্ত এবং ধ্রুবা বিদ্যাস্মৃতিযুক্ত (নৈঃ সিঃ ১।৩৮) অকর্ত্তৃস্বরূপ নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদের **স্বদৃষ্টিতে** কোন প্রয়োজনে কোনপ্রকারেই উক্ত সাধনসকলের অভ্যাসের বিধান, সম্ভাবনা ও আবশ্যকতা অঙ্গীকার করা যায় না। **(ঙ)** আরও জিজ্ঞাস্য—বিদ্বান্ যে জীবন্মুক্তিসুখ অনুভব করিতে পারেন না, সেই জীবন্মুক্তি সুখ কি পদার্থ ? তাহা কি ১। ব্রহ্মবিদের স্বরূপস্থিতিবশতঃ পরিপূর্ণ শান্তি ? অথবা ২। মোদ ও প্রমোদাদির (১।১।২৯৬ পৃঃ) ন্যায় অনুভবযোগ্য উপাধিজন্য আনন্দ ? **প্রথম** পক্ষ সিদ্ধা-ন্তীর অভীষ্ট। ব্রহ্মবিদের সেই স্বস্বরূপে স্থিতির ব্যাঘাত কিন্তু কোন কারণবশতঃ কোনকালেই হয় না ; তদঙ্গীকারে ব্রহ্মবিদ্যার ও "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুঃ ৩।২।৯) এই শ্রুতির বার্থতা হইয়া পড়িবে। **দ্বিতীয়** পক্ষ অসঙ্গত, যেহেতু সেই অবস্থাতে ব্রহ্মবিদের স্বরূপভিন্ন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। "যত্র বৈ অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ" (বৃঃ ২।৪।১৪), ইত্যাদি শ্রুতি তাহাই বলেন। **(চ)** আবার জিজ্ঞাসা করা যায়—জীবন্মুক্তিসুখের হেতু কি ? ১। ব্রহ্ম-বিদ্যা ? ২। মনোনাশাদি সাধন ? অথবা ৩। সেই সাধনবিশিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা ? **দ্বিতীয়** পক্ষ অসঙ্গত ; কারণ হঠযোগোক্ত প্রক্রিয়াবলম্বনে মনোনিরোধে পারদর্শী, সুতরাং মনোনাশরূপ সাধনবান্ অব্রহ্মবিদ্ হঠযোগীতে অতিব্যাপ্তি, যেহেতু তাঁহাদের মনোনাশরূপ সাধন আছে, ব্রহ্ম-বিদ্যার অভাবে জীবন্মুক্তি কিন্তু নাই। **তৃতীয়** পক্ষও অসঙ্গত ; কারণ ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির পর মনোনাশাদি সাধনের নিবৃত্তি হইয়া যায় বলিয়া [ইহা উপরে বলা হইয়াছে], তাদৃশ বিশেষ্য-বিশেষণভাব সম্ভব নহে। **প্রথম** পক্ষ—সিদ্ধান্তীর অভীষ্ট, যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যাবলে ধ্বস্তাবিদ্য

[৮৪ পৃঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্ষয়াভাবে মোক্ষাভাবঃ স্যাৎ।৩০ ন চ দেশকালনিমিত্তাপেক্ষঃ মোক্ষঃ কর্ম্মফলবৎ ভবিতুম্ অর্হতি, অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ।৪১ পরোক্ষত্বানুপপত্তেশ্চ জ্ঞানফলস্য।৪২ তস্মাৎ ব্রহ্মাধিগমে দুরিতক্ষয়ঃ ইতি স্থিতম্।৪ আ৪।১।১৩॥ ইতি নবমং তদধিগমাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

পড়িবে (৮)।৪০ আর মোক্ষ কর্ম্মফলের ন্যায় দেশ ও কালরূপ নিমিত্তসাপেক্ষ হইবে, ইহা সঙ্গত নহে, যেহেতু অনিত্য হইয়া পড়িবে। [যাহা সাপেক্ষ, তাহা অনিত্য, যথা ঘট, ইহাই ভাব]।৪১ আর জ্ঞানের যাহা ফল, তাহার পরোক্ষতা সঙ্গত নহে বলিয়াও 'তাহার ফল কালান্তরে হইতে পারে না; সেইহেতু উৎপন্ন-বিদ্য পুরুষ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া পরে মুক্ত হইবে, এইপ্রকার পরিস্থিতি সম্ভব নহে'।৪২ সেইহেতু (—উক্তপ্রকারে শ্রুতি স্মৃতি যুক্তি ও ব্রহ্মবিদের অনুভবের দ্বারা সমর্থিত হওয়ায়, সগুণ বা নির্গুণ] ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে পাপের নাশ হয়, ইহা সিদ্ধ হইল।৮৩॥৪।১ ১৩॥ তদধিগমাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

ব্রহ্মবিদের নিবাধ জীবন্মুক্তিসুখ হইতেই থাকে, দ্বৈতবস্তুর অভাববশতঃ তাহার বাধক কিছুই নাই। এইপ্রকারে দেখা গেল—যেপ্রকারেই বিচার করা হউক্ না কেন, 'ধ্বস্তাবিদ্য নির্গুণ-ব্রহ্মবিদের জীবন্মুক্তিসুখানুভবের জন্য মনোনাশাদি অভ্যাসের আবশ্যকতাবিষয়ক এই পক্ষ বালুকাকূপের ন্যায় বিদীর্ণ হইয়া পড়ে। যাহাহউক্ শ্রুতি ভাষ্য ও যুক্তিবিরোধী এইপ্রকার মতবাদও মধ্যবর্ত্তিকালীন কোন কোন বেদান্তগ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। পরমপূজ্যপাদ আচার্য্য মধু-সূদনের ন্যায় ব্যাক্তও গীতাব্যাখ্যাতে এই মতবাদের অনুসরণ করিয়াছেন কেন, ইহার তাৎপর্য্য কি, মূলই * বা কি, এই চিন্তনীয় বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমরা বিরত হইতেছি। (বিচার সম্পূর্ণরূপেই আমাদের)

[কায়ব্যূহদ্বারা কর্ম্মক্ষয় অসম্ভব।]

(৮) ১। কর্ম্মসকল নিয়তকালবিপাক, অর্থাৎ কোন্ কর্ম্ম কোন্ কালে ফলদান করিবে, তাহা নিয়মিত আছে, সেইহেতু তাহাদের সকলের যুগপৎ ভোগ সম্ভব নহে। ২। কর্ম্মফল-ভোগকালে নব নব কর্ম্ম সঞ্চিত হয়, অন্যথা ভোগই সম্ভব হয় না। সেইহেতু শতকল্পেও ভোগদ্বারা তাহাদের ক্ষয় সম্ভব নহে। ৩। আর যে কর্ম্ম একাই বহু কল্পব্যাপী ফলপ্রদ, যথা—"কল্পমেকং সূর্য্যলোকে চন্দ্রলোকে দ্বিকল্পকম্। ততশ্চ বিবিধান্ ভোগানাপ্নোতি ব্রহ্মণঃ পদে"। (বেদান্তসূত্রমুক্তাবলীতে উদ্ধৃত), ইত্যাদি; একই জন্মে কায়ব্যূহনির্ম্মাণদ্বারা তাহার যুগপৎ ভোগ সম্ভব নহে। ব্রহ্মবিদ্যা কায়ব্যূহনির্ম্মাণের হেতু, এই বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই। ৪। অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত কর্ম্মসকলের পরিমিতিকালে ভোগদ্বারা ক্ষয় সম্ভবও নহে। ৫। আবার যে অসংখ্য কর্ম্মের ফল শত শত কল্পে ক্রমশঃ ভোক্তব্য, পরি-মিতকালে বহু শরীরাবলম্বনেও সেই নিয়তকালবিপাক কর্ম্মসকলের যুগপৎ ভোগ সম্ভব নহে।

* কেহ কেহ বলেন—'যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণ' এই মতবাদের মূল। তাহা অনুসন্ধেয়। ভগবান্ শারীরকভাষ্যকার ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যাতে যোগবাসিষ্ঠের সহায়তা গ্রহণ করেন নাই; শ্রুতি এবং তদনুসরণকারিণী স্মৃতিই তাঁহার প্রধান অবলম্বন, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

১০। ইতরাসংশ্লেষাধিকরণম্। [১৪ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদের পুণ্যাস্পর্শাভাব ও পুণ্যনাশ। [ইহা কাম্যকর্ম্মজনিত পুণ্য, ৪।১।১৭ সূঃ দ্রষ্টব্য। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মজনিত পুণ্য ৪।১।১২ অগ্নিহোত্রাগুধিকরণে আলোচিত হইবে]।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে ব্রহ্মবিদের পাপস্পর্শাভাব ও পাপনাশ প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাঁহার পুণ্যের কিন্তু সেইপ্রকার হইবে না, কারণ ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায় পুণ্যও শ্রৌত পদার্থ হওয়ায় তাহাদের মধ্যে বিরোধ নাই। এইপ্রকারে **প্রত্যুদা**হরণসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণবৎ, তবে পাপক্ষয়স্থলে কাম্যকর্ম্মজনিত পুণ্যের নাশ গ্রহণীয়।

ন্যায়মালা

পুণ্যেন লিপ্যতে নো বা, লিপ্যতেঽস্য শ্রুতত্বতঃ।
ন হি শ্রৌতেন পুণ্যেন শ্রৌতং জ্ঞানং বিরুধ্যতে॥
অলেপো বস্তুসামর্থ্যাৎ সমানঃ পুণ্যপাপয়োঃ।
শ্রুতং পুণ্যং পাপতয়া তরণং চ সমং শ্রুতম্॥

অন্বয়—পুণ্যেন লিপ্যতে নো বা? লিপ্যতে, হি অস্য শ্রুতত্বতঃ শ্রৌতেন পুণ্যেন শ্রৌতং জ্ঞানং ন বিরুধ্যতে। বস্তুসামর্থ্যাৎ পুণ্যপাপয়োঃ অলেপঃ সমানঃ, শ্রুতং পুণ্যং পাপতয়া, তরণং চ সমং শ্রুতম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[সগুণনির্গুণব্রহ্মবিদঃ পুণ্যং কর্ম্ম অত্র বিষয়ঃ। পূর্ব্ববৎ কর্ম্মণাং ফলাস্তিত্বপ্রতীতেঃ জ্ঞানদাহপ্রতীতেশ্চ ভবতি সংশয়ঃ—সগুণব্রহ্মবিদঃ নির্গুণব্রহ্মবিদশ্চ মা ভূৎ পাপলেপঃ, পরন্তু সঃ] পুণ্যেন লিপ্যতে, নো বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[অবশ্যং সঃ পুণ্যেন] লিপ্যতে, হি অস্য শ্রুতত্বতঃ শ্রৌতেন পুণ্যেন শ্রৌতং [ব্রহ্ম-] জ্ঞানং ন বিরুধ্যতে।

সিদ্ধান্ত—[অকর্ত্রাত্মজ্ঞানরূপ-] বস্তুসামর্থ্যাৎ [নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞানিনা সহ] পুণ্যপাপয়োঃ অলেপঃ [পাপবৎ] সমানঃ। [সগুণজ্ঞানিনস্তু উপাসনাব্যতিরিক্তং কাম্যং পুণ্যং পাপবৎ অধমজন্মহেতুত্বাৎ পাপসমম্ এব ইতি মত্বা শ্রুতিঃ "সর্ব্বে পাপ্মানঃ অতো নিবর্ত্তন্তে" (ছাঃ ৮।৪।১) ইত্যাদিনা দহরবিদ্যাবাক্যশেষে সগুণব্রহ্মবিদি] শ্রুতং পুণ্যং পাপতয়া [পরামৃশতি। কিঞ্চ "উভে উ হ বৈ এব এষঃ এতে তরতি" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদৌ জ্ঞানিনাং পুণ্যপাপয়োঃ] তরণং চ সমং শ্রুতম্। [অতঃ পাপবৎ পুণ্যেন অপি ব্রহ্মবিদ্ ন লিপ্যতে]।

অনুবাদ

সংশয়—[সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদের পুণ্যকর্ম্ম এখানে বিষয়। পূর্ব্বের ন্যায় কর্ম্ম-

ভাবদীপিকা

৬। আবার শত কল্পে ভোগযোগ্য কর্ম্ম দূরে থাকুক, সপ্ত জন্মে ভোগযোগ্য কর্ম্মও শতবর্ষ আয়ুষ্ক মুমুক্ষু শরীরে উপভুক্ত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়েই কর্ম্মসকলের ক্ষয় সম্ভব না হওয়ায় মোক্ষের অভাব হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাব। যদি বলা হয়—অন্যান্য কর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিলেও মোক্ষের হেতুভূত যে কর্ম্ম, তাহার বলে প্রথমে মোক্ষের অনুভব করিয়া পরে অন্যান্য কর্ম্মসকলের ফল ভোগ করিবে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**ন চ**—'আর মোক্ষ' ইত্যাদি (৪১ বাক্য)। তদধিগমাধিকরণ সমাপ্ত।

সকলের ফলেই পর্য্যবসান প্রতীত হওয়ায় এবং জ্ঞানবলে তাহাদের দাহ প্রতীত হওয়ায় সংশয় হয়—সগুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্মবিদের পাপসংস্পর্শ না হয় না হউক্; কিন্তু [তিনি] পুণ্যের সহিত লিপ্ত হন, অথবা হন না?

পূর্ব্বপক্ষ—[অবশ্যই তিনি পুণ্যের সহিত] লিপ্ত হন, যেহেতু ইহা (—পুণ্যকর্ম্ম) শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় শ্রৌত পুণ্যের সহিত শ্রৌত ব্রহ্মজ্ঞান বিরুদ্ধ নহে।

সিদ্ধান্ত—['আমি কর্ত্তা নহি', এইপ্রকার জ্ঞানরূপ] বস্তুর সামর্থ্যবশতঃ [নির্গুণ-ব্রহ্মাত্মজ্ঞানীর সহিত] পুণ্য ও পাপের অসংস্পর্শ [পাপের ন্যায়] সমান। [আর সগুণ-ব্রহ্মজ্ঞানীর উপাসনাভিন্ন যে কাম্যকর্ম্মজনিত পুণ্য, তাহা পাপের ন্যায় [ব্রহ্মলোকে শরীরলাভাপেক্ষা] অধম জন্মের হেতু হওয়ায় পাপের সমানই, ইহা মনে করিয়া শ্রুতি "সকল পাপ ইঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা দহরবিদ্যার বাক্যশেষে সগুণব্রহ্মবিদে] শ্রুত পুণ্যকে পাপরূপে উল্লেখ করিতেছেন। [আর এক কথা, "ইনি এই [পুণ্য ও পাপ] উভয়কেই অতিক্রম করেন", ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মজ্ঞানিগণের পুণ্যপাপের] অতিক্রমণও সমানভাবে শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। [অতএব [সগুণ ও নির্গুণ] ব্রহ্মবিৎ পাপের ন্যায় পুণ্যের সহিতও লিপ্ত হন না]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগান্তে ব্রহ্মবিদের মুক্তি। সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির সমকালেই পুণ্য বিনষ্ট হওয়ায় জীবন্মুক্তি।

ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু ॥৪।১।১৪॥

পদচ্ছেদ— ইতরস্য, অপি, এবম্, অসংশ্লেষঃ, পাতে, তু।

সূত্রার্থ—[ব্রহ্মবিদ্যাতঃ পুণ্যস্যাপি পাপবৎ অশ্লেষবিনাশৌ ভবতঃ, উত ন ইতি সন্দেহে; ন ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—অকর্ত্রাত্মবোধসামর্থ্যাৎ] **ইতরস্যাপি**—পাপভিন্নস্য পুণ্যস্যাপি [উত্তরস্য পূর্ব্বস্য চ] **এবম্**—অঘবৎ, **অসংশ্লেষঃ**—অসংস্পর্শঃ [বিনাশশ্চ ভবতঃ। "উভে উ হ এব এষঃ এতে তরতি" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ তদ্ব্যপদেশাৎ। ইত্থং ব্রহ্মবিদঃ পুরুষধৌরেয়স্য পুণ্যপাপয়োঃ বন্ধহেত্বোঃ অভাবাৎ] **পাতে**—দেহপাতে সতি মুক্তিঃ অবশ্যং ভবতি এব]। **তু**শব্দঃ—অবধারণার্থঃ।

অনুবাদ—[ব্রহ্মবিদ্যাবলে পাপের ন্যায় পুণ্যেরও অসংস্পর্শ ও বিনাশ হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; 'হয় না', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—'আমি কর্ত্তা নহি', এই জ্ঞানের সামর্থ্যবশতঃ] **ইতরস্যাপি**—পাপ হইতে ভিন্ন [পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী] পুণ্যেরও, **এবম্**—পাপের ন্যায়, **অসংশ্লেষঃ**—অসংস্পর্শ [এবং বিনাশ] হইয়া যায়। [যেহেতু "ইনি এই [পুণ্যপাপ] উভয়কেই অতিক্রম করেন", ইত্যাদি শ্রুতিসকলের দ্বারা তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এইপ্রকারে ব্রহ্মবিৎ পুরুষশ্রেষ্ঠের বন্ধনের হেতুভূত পুণ্য ও পাপের অভাববশতঃ] **পাতে**—দেহপাত হইলে [মুক্তি (—বিদেহমুক্তি) অবশ্যই হইয়া থাকে]। **তু**শব্দটী—নিশ্চয়ার্থক।

শাঙ্করভাষ্যম্

পূর্ব্বস্মিন্ অধিকরণে বন্ধহেতোঃ অঘস্য স্বাভাবিকস্য অশ্লেষবিনাশৌ জ্ঞাননিমিত্তৌ শাস্ত্রব্যপদেশাৎ নিরূপিতৌ।১ ধর্ম্মস্য

শাঙ্করভাষ্যম্

পুনঃ শাস্ত্রীয়ত্বাৎ শাস্ত্রীয়েণ জ্ঞানেন অবিরোধঃ ইতি আশঙ্ক্য তন্নিরাকরণায় পূর্ব্বাধিকরণন্যায়াতিদেশঃ ক্রিয়তে।২ ইতরস্যাপি পুণ্যস্য কর্ম্মণঃ এবম্ অঘবৎ অসংশ্লেষঃ বিনাশশ্চ জ্ঞানবতঃ ভবতঃ।৩ কুতঃ?৪ তস্যাপি স্বফলহেতুত্বেন জ্ঞানফলপ্রতিবন্ধিত্ব-প্রসঙ্গাৎ।৫ "উভে উ হ এব এষঃ এতে তরতি" (বৃঃ ৪।৪।২২)

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—শাস্ত্রীয় হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞান পুণ্যের নাশক নহে।]

পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণে বন্ধনের হেতুভূত স্বাভাবিক (—রাগাদিবশে অনুষ্ঠিত) পাপের ব্রহ্মজ্ঞানরূপ নিমিত্তবশতঃ সংস্পর্শাভাব ও বিনাশ হইয়া থাকে, শাস্ত্রের উপদেশবলে ইহা নিরূপিত হইয়াছে।১ [পূর্ব্ববাদী বলেন—] ধর্ম্ম (—পুণ্য) কিন্তু শাস্ত্রীয় হওয়ায় শাস্ত্রপ্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত [তাহার] বিরোধ নাই (১), এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাকরণের জন্য পূর্ব্বাধিকরণে প্রদর্শিত যুক্তির অতিদেশ করা হইতেছে।২

[সিঃ—মোক্ষের প্রতিবন্ধক হওয়ায় পাপের ন্যায় পুণ্যও ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্য।]

[সিদ্ধান্ত—] জ্ঞানবানের (—সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানীর) ইতর (—পাপ হইতে ভিন্ন) পুণ্য কর্ম্মেরও এইপ্রকারে, অর্থাৎ পাপের ন্যায় অসংস্পর্শ ও বিনাশ হইয়া থাকে।৩ তাহাতে প্রমাণ কি?৪ [উত্তর—] যেহেতু [স্বর্গাদিরূপ] নিজের ফলের প্রতি হেতু হওয়ায় তাহাও (—পুণ্যও) ব্রহ্মজ্ঞানের [মোক্ষরূপ] ফলের প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে (২)।৫ আর "ইনি এই [পুণ্য ও পাপ] উভয়কেই

ভাবদীপিকা

(১) **পূর্ব্বপক্ষী** এই স্থলে এই অনুমান প্রদর্শন করিলেন—"সুকৃতজ্ঞানে ন বাধ্যবাধকভূতে চোদনালক্ষণত্বাৎ, অগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসবৎ"—'পুণ্য ও ব্রহ্মজ্ঞান [যথাক্রমে] বাধ্য ও বাধক নহে, যেহেতু বেদবিধি তাহাদের জ্ঞাপক; যেমন অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাস বাধ্য ও বাধক নহে'। এই অনুমান "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" (মুঃ ২।২।৮) এই শ্রুতিদ্বারা বাধিত হয় না; কারণ বস্তুস্থিতিজ্ঞাপক সামান্য বাক্যমাত্র হওয়ায় "সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" (ছাঃ ৫।২৪।৩), এই বিশেষবাক্যবলে তাহা পাপমাত্রক্ষয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। অতএব "পুণ্যপাপে বিধূয়" (মুঃ ৩।১।৩), "সুকৃতদুষ্কৃতে বিধূনুতে" (কৌঃ ১।৪), ইত্যাদি শ্রুতিবলে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা পাপকে এবং ভোগের দ্বারা পুণ্যকে ক্ষয় করিয়া ব্রহ্মবিদের মোক্ষ হয়, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইহাই পূর্ব্ববাদীর ভাব।

(২) **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—পূর্ব্ববাদীর অনুমানে দৃষ্টান্তাসিদ্ধি দোষ হইয়া পড়ে, কারণ অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাস উভয়ই অবিশেষভাবে স্বর্গরূপ একই ফলপ্রদ হওয়ায় তাহাদের মধ্যে বিরোধ না থাকায় বাধ্য-বাধকভাব নাই; শ্রুতিপ্রতিপাদিত হওয়ায় তাহারা বাধ্য-বাধক নহে, এইপ্রকার নহে। শ্রুতিপ্রতিপাদিত হইলেও কিন্তু পুণ্য ও ব্রহ্মজ্ঞান যথাক্রমে স্বর্গ ও মোক্ষরূপ বিরুদ্ধ ফলপ্রদ হওয়ায় মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা পুণ্য বাধিত

শাঙ্করভাষ্যম্

ইত্যাদিশ্রুতিষু চ দুষ্কৃতবৎ সুকৃতস্যাপি প্রণাশব্যপদেশাৎ ।৬ অকর্ত্রাত্মবোধনিমিত্তস্য চ কর্ম্মক্ষয়স্য সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ তুল্যত্বাৎ, "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" (মু: ২।২।৮) ইতি চ অবিশেষশ্রুতেঃ ।৭ যত্রাপি কেবলঃ এব পাপ্মশব্দঃ দৃশ্যতে, তত্রাপি তেনৈব পুণ্যম্ অপি আকলিতম্ ইতি দ্রষ্টব্যম্, জ্ঞানফলাপেক্ষয়া নিকৃষ্টফলত্বাৎ ।৮ অস্তি চ শ্রুতৌ পুণ্যে অপি পাপ্মশব্দঃ "ন এনং সেতুম্ অহোরাত্রে তরতঃ" (ছা: ৮।৪।১) ইতি অত্র সহ দুষ্কৃতেন সুকৃতম্ অপি অনুক্রম্য "সর্ব্বে পাপ্মানঃ অতঃ নিবর্ত্তন্তে" (ঐ) ইতি অবিশেষেণ এব প্রকৃতে পুণ্যে পাপ্মশব্দপ্রয়োগাৎ ।৯ "পাতে তু" ইতি

ভাষ্যানুবাদ

অতিক্রম করেন", ইত্যাদি শ্রুতিসকলে পাপের ন্যায় পুণ্যের ও প্রকৃষ্টরূপে নাশ উপদিষ্ট হওয়ায় 'পূর্ব্বপক্ষীর অনুমান বাধিত হইয়া পড়ে' ।৬ আবার 'আমি কর্ত্তা নহি', এইপ্রকার জ্ঞানরূপ নিমিত্তবশতঃ পুণ্য ও পাপের ক্ষয় সমান হওয়ায় (৩) এবং ইহার কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়", এইপ্রকার অবিশেষ শ্রুতি (—অবিশেষভাবে পুণ্য ও পাপ, উভয়েরই নাশবোধক শ্রুতিবাক্য) থাকায় (৪) 'পূর্ব্ববাদীর উক্ত অনুমান হেত্বাভাসদুষ্ট' ।৭ আর যেখানে কেবল মাত্র পাপশব্দ পরিদৃষ্ট হয়, সেই স্থলেও তাহার দ্বারাই পুণ্যও সংগৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, কারণ ব্রহ্মজ্ঞানের [মোক্ষরূপ] ফল হইতে [পুণ্যবলে লব্ধ স্বর্গাদি] ফল নিকৃষ্ট ।৮ [কিন্তু পুণ্যে পাপশব্দের প্রয়োগ তো কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না । তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর শ্রুতিতে পুণ্যেও পাপশব্দের প্রয়োগ আছে (৫), যেহেতু "এই [পরমাত্মরূপ] সেতুকে দিন ও রাত্রি অতিক্রম করে না (—পরমাত্মা কালাতীত"), ইত্যাদি এই স্থলে ["ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতম্", এইরূপে] পাপের সহিত পুণ্যকেও গ্রহণ করিয়া "সকল পাপ ইহা হইতে নিবৃত্ত হয়", এইপ্রকারে প্রস্তাবিত পুণ্যে অবিশেষভাবেই পাপশব্দের

ভাবদীপিকা

হইয়া পড়ে, ফলে পূর্ব্ববাদীর অনুমানে সাধ্যসিদ্ধি হয় না। আর পূর্ব্ববাদীর উক্ত অনুমান শ্রুতিবাধিতও বটে, ইহা বলিতেছেন—উভে উ—'আর ইনি', ইত্যাদি (৬ বাক্য)।

(৩) এই স্থলে সিদ্ধান্তী পূর্ব্ববাদীর অনুমানের বিরুদ্ধে "পুণ্যং তত্ত্বধীনিবর্ত্ত্যং তদ্বিরুদ্ধত্বাৎ দুরিতবৎ", এইপ্রকার সৎপ্রতিপক্ষ এবং (৪) এই স্থলে উক্ত অনুমান পুণ্য ও পাপ উভয়েরই নাশবোধক সামান্য শ্রুতিবাক্যদ্বারা বাধিত, ইহা প্রদর্শন করিলেন। আর যে বলা হইয়াছে—"সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" (ছা: ৫।২৪।৩), এই বিশেষ শ্রুতিবলে "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" (মু: ২।২।৮) ইত্যাদি সামান্য শ্রুতি পাপমাত্রক্ষয়ে সঙ্কুচিত হইবে (১ ভাবদীঃ)। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—যত্রাপি—'আর যেখানে' ইত্যাদি (৮ বাক্য)।

(৪) এই বিষয়ে স্মৃতিবচনও আছে, যথা—"ব্রহ্মাদীনাং শরীরাণি স্বপ্নকরশরীরবৎ। যতো জিহাসিতব্যানি তস্মাত্তেঽপি পাপ্মিনঃ"। ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুশব্দঃ অবধারণার্থঃ।১০ এবং ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ বন্ধহেত্বোঃ বিদ্যাসামর্থ্যাৎ অশ্লেষবিনাশসিদ্ধেঃ অবশ্যম্ভাবিনী বিদুষঃ শরীরপাতে মুক্তিঃ ইতি অবধারয়তি।১।৪।১৪॥ ইতি দশমম্ ইতরাসংশ্লেষাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

প্রয়োগ হইয়াছে। [অতএব পাপকে জ্ঞানদ্বারা এবং পুণ্যকে ভোগদ্বারা ক্ষয় করিয়া মোক্ষ হয়, ইহা স্বীকার্য্য নহে ৯ এক্ষণে অধিকরণদ্বয়ের ফল বর্ণনা করিতেছেন—] "পাতে তু", অত্রস্থ তুশব্দটী নিশ্চয়ার্থক।১০ এইপ্রকারে ব্রহ্মবিদ্যার সামর্থ্যবশতঃ বন্ধনের হেতুভূত ধর্ম্মাধর্ম্মের (—পুণ্য ও পাপের) অসংস্পর্শ ও বিনাশ সিদ্ধ হওয়ায় [লোকদৃষ্টিতে প্রারব্ধের ক্ষয়বশতঃ] শরীরপাত হইলে বিদ্বানের (—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদের) মুক্তি (—যথাক্রমে ক্রমমুক্তি ও বিদেহমুক্তি) অবশ্যম্ভাবী, ইহা [ভগবান্ সূত্রকার] অবধারণ করিতেছেন (৬)।১।৪।১৪॥

ইতরাসংশ্লেষাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

[সগুণ ব্রহ্মবিদে অশ্লেষবচনের বিরোধ ও তাহার সমাধান।]

(৫) এই স্থলে সংশয় হয়—৩।৩।১৬ সাম্পরায়াধিকরণে সগুণব্রহ্মবিদের বিদ্যা কোন্ সময়ে ফলাভিমুখী হয় ও পুণ্যপাপ ত্যক্ত হয়, সেই বিষয়ে মতভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে (৩।৩৭৩-৭৪ পৃঃ)। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার প্রভৃতি যাঁহাদের মতে শরীরত্যাগকালে অন্ত্যপ্রত্যয়সময়ে সগুণব্রহ্মবিদের পুণ্যপাপ ত্যক্ত হয়, তাঁহাদের পক্ষে তৎকালে পূর্ব্ববর্ত্তী (—সঞ্চিত) পুণ্যপাপের ত্যাগ সঙ্গত হইলেও উত্তরবর্ত্তী (—ক্রিয়মাণ) পুণ্যপাপের ত্যাগ কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে ? কারণ মৃত্যুর পরে শরীর না থাকায় তাঁহার পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভব হয় না বলিয়া পুণ্য বা পাপ অর্জ্জন করাই তো সম্ভব নহে। তদুত্তরে ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলিয়াছেন—"যস্য অধিকারাভাবেঽপি তদুদ্দেশেন পুত্রাদিভিঃ কৃতং যৎ তটাকপ্রতিষ্ঠাদিকং, তৎফলং তত্র প্রসক্তম্ ইতি তস্য অশ্লেষঃ ভবিষ্যতি" (৪।১।১৪ সূঃ)। অতএব ইঁহার মতে—মৃত সগুণ ব্রহ্মবিদের পারলৌকিক শুভকামনাবশে পুত্রাদিকর্ত্তৃক পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা ['আদি' শব্দে শ্রাদ্ধাদি * গ্রহণীয়] প্রভৃতি যাহা করা হয়, তজ্জনিত যে পরবর্ত্তী পুণ্য এবং "পত্নী পাপং স্বভর্ত্তরি" (নারদ), "নার্য্যাঃ সুরাপানে ভর্ত্তুঃ নরকপাতঃ", "গুরৌ শিষ্যস্তু কিল্বিষম্" (বসিষ্ঠ সং ১৯, এবং ৩।৩৫৯-৬০ পৃঃ দ্রঃ) ইত্যাদি বচনানুসারে বিজ্ঞাত যে পরবর্ত্তী পাপ, তাহারা তাঁহাতে সংশ্লিষ্ট হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য হওয়ায় উক্তপ্রকার সংশয়ের অবকাশ নাই।

পরিমলকার প্রভৃতি যাঁহাদের মতে উপাস্যসাক্ষাৎকারের সমকালেই সগুণব্রহ্মবিদের সঞ্চিত পুণ্যপাপ ত্যক্ত হয় (৩।৩৭৩ পৃঃ), তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তৃত্বাদিনিবৃত্ত না হওয়ায়

[মৃত সন্ন্যাসীর পার্ব্বণশ্রাদ্ধাদি করণীয়।]

* ব্রহ্মবিৎ সন্ন্যাসী হইলেও, পুত্রমিত্রাদিকর্ত্তৃক তাঁহার পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ অবশ্য করণীয়। সেই বিষয়ে প্রমাণ এই—"চতুর্বিধানাং ভিক্ষূণাং জ্ঞাতিবন্ধুসুতাদিভিঃ। একাদশেঽহ্নি কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং তেষান্তু পার্ব্বণম্"॥ [বসিষ্ঠঃ ; যতিধর্ম্মনির্ণয়, উত্তরভাগ ৩৭৪ পৃঃ)। "ঔরসঃ ক্ষেত্রজোবাঽপি ভ্রাতা বা তৎসুতোঽপি বা। কুর্য্যাত্তু পার্ব্বণং শ্রাদ্ধং শিষ্যান্তেবাসিভূমিপাঃ"॥

ভাবদীপিকা

(২।৭০৭ পৃঃ) পরবর্ত্তী জীবনে তৎকর্ত্তৃক যে পুণ্যপাপ অর্জ্জিত হয়, তাহারা তাঁহাতে সংশ্লিষ্ট হয় না, এইপ্রকার বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির পরেও সগুণব্রহ্মবিৎ কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, এই বিষয়ে, "যক্ষ্যমাণঃ বৈ ভগবন্তঃ অহম্ অস্মি" (ছাঃ ৫।১১।৫), "সঃ খলু এবং বর্ত্তয়ন্" (ছাঃ ৮।১৫।১), ইত্যাদি বৈশ্বানরবিদ্যা ও দহরবিদ্যা বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়। আবার সগুণব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির পূর্ব্বে আরব্ধ সত্রাদিযজ্ঞ, তাঁহাকে বিদ্যোৎপত্তির পরেও সম্পূর্ণ করিতে হয়ই। সুতরাং তজ্জনিত পুণ্য তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে অর্জ্জিত হইয়াই থাকে। আবার প্রবলপ্রারব্ধবশতঃ অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত স্বকৃত পাপ এবং পূর্ব্বপ্রদর্শিতরূপে পরকৃত পুণ্য ও পাপ তাঁহাতে প্রসক্ত হয়ই (পরিমল ৪।১।১৬-১৭ সূঃ দ্রঃ)। ব্রহ্মবিদ্যাবলে এই সকল পুণ্যপাপ তাঁহাতে সংশ্লিষ্ট হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য।

[নির্গুণব্রহ্মবিদে অশ্লেষবচনের বিরোধ ও সমাধান।]

কিন্তু বিদ্যোদয়সমকালেই নিবৃত্তাবিদ্য যে **নির্গুণ**ব্রহ্মাত্মবিদের সঞ্চিত পুণ্যপাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তৎকর্ত্তৃক পরবর্ত্তী জীবনে পুণ্যপাপ অর্জ্জিত হওয়া সম্ভব নহে। কারণ [পরদৃষ্টিতে] পূর্ব্বসংস্কারবশে পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও কর্ত্তৃত্বাদি ও দেহাভিনিবেশ নিবৃত্ত হওয়ায় অধিকারবিধির বাধবশতঃ সেই কর্ম্মজনিত পুণ্য তাঁহাতে প্রসক্ত হয় না। অসৎকর্ম্মানুষ্ঠান তো তাঁহার পক্ষে সম্ভবই নহে (২।৭০৩ পৃঃ)। সুতরাং কোন্ পুণ্যপাপের অশ্লেষ হইবে, এইপ্রকার সংশয় হয়। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদ্ জীবন্মুক্তের বুদ্ধিপূর্ব্বক অসৎকর্ম্মানুষ্ঠান হয় না, ইহা সত্য। কিন্তু [পরদৃষ্টিতে] প্রবল প্রারব্ধবশে প্রমাদবশতঃ (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ ৪।১।১৩ সূঃ) কদাচিৎ তুচ্ছ পাপের অনুষ্ঠান হইয়া পড়িতে পারে; যথা—লোকব্যবহারকালে প্রমাদবশতঃ অকস্মাৎ মিথ্যাভাষণ হইয়া পড়িল, ভিক্ষাটনকালে হঠাৎ ক্ষুদ্র জীব পদতলে পিষ্ট হইল,

(সুমন্ত, স্মৃতিচন্দ্রিকা অশৌচকাণ্ড ১১২ পৃঃ)। ইঁহাদের **পূর্ব্বাশ্রমের নামগোত্র উল্লেখ** করিয়া পার্ব্বণ করিতে হয়, সেই বিষয়ে প্রমাণ এই—"নামগোত্রসম্বন্ধরূপাবস্থাত্রয়প্রচ্যুতানাং যতীনাং পূর্ব্বসম্বন্ধনামগোত্রোল্লেখেন ক্রিয়মাণপ্রত্যব্দদর্শাদিশ্রাদ্ধেষু", ইত্যাদি (যম, যতিধর্ম্মঃ উত্তরভাগ, ৩৭৪ পৃঃ)। **নারায়ণবলি** অনুষ্ঠান করিয়া একাদশ বা দ্বাদশ দিবসে পার্ব্বণ করিতে হয়, সেই বিষয়ে প্রমাণ এই—"পুত্রাদয়ে প্রকুর্ব্বীরন্ জ্ঞাতয়োঽজ্ঞাতয়োঽপি বা। নারায়ণবলিং সর্ব্বে পুরুষোত্তমতুষ্টয়ে"॥ "কৃত্বা বিষ্ণোর্মহাপূজাং পায়সঞ্চ নিবেদয়েৎ"॥ (যতিধর্ম্মঃ উঃ ৩৪৬-৪৭ পৃঃ)। "একাদশেঽহ্নি সংপ্রাপ্তে যদ্বাতু দ্বাদশেঽহনি।... নারায়ণবলিং কৃত্বা পার্ব্বণশ্রাদ্ধমাচরেৎ"॥ (ঐ ৩৭৫ পৃঃ)। **ব্রাহ্মণভোজনও** করাইতে হয়, যথা—"দ্বাদশেঽহনিসংপ্রাপ্তে কৃত্বাচৈব তু পার্ব্বণম্। নারায়ণং সমুদ্দিশ্য বিপ্রাণষ্টৌ তু ভোজয়েৎ"॥ (বৃদ্ধবসিষ্ঠ, স্মৃতিচন্দ্রিকা ১১০ পৃঃ)। **প্রত্যেক** বৎসরই পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিতে হয়, যথা—"প্রত্যব্দং পার্ব্বণং কুর্য্যাদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ" (শৌনক, যতিধর্ম্মঃ ৩৩৭ পৃঃ)। মৃত সন্ন্যাসীর **অশৌচপালন** তর্পণ একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণ **নিষিদ্ধ**। তদ্ যথা—"সপিণ্ডীকরণং নৈব নাশৌচং নোদকক্রিয়া"। "সদ্যঃ সন্ন্যসনাদেব প্রেতত্বং নৈব জায়তে। একোদ্দিষ্টং ন কর্ত্তব্যং সন্ন্যস্তানাং কদাচন"॥ (বৌধায়ন, যতিধর্ম্মঃ ৩৩৬ পৃঃ)। "একোদ্দিষ্টং জলং পিণ্ডমাশৌচং প্রেতসংক্রিয়াম্। ন কুর্য্যাৎ পার্ব্বণাদন্যদ্ ব্রহ্মীভূতায় ভিক্ষবে"॥ (পারস্কর গৃহ্যসূত্রে কাত্যায়নশ্রাদ্ধকল্পসূত্র, ১৭৭, ১৭৮ পৃঃ)। তীর্থশ্রাদ্ধ মহালয়াশ্রাদ্ধ ইত্যাদিও করণীয় (যতিধর্ম্মঃ ৩৭৫ পৃঃ)। সন্ন্যাসীর উক্তপ্রকার শ্রাদ্ধাদিক্রিয়ার ফলে **কর্ত্তার নিম্নোক্ত ফল** হয়—"অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ। ফলং স লভতে চৈব যঃ করোতি ক্রিয়ামিতি"॥ (বৌধায়ন, যতিধর্ম্মঃ ৩৪১ পৃঃ)।

১১। অনারব্ধাধিকরণম্। [১৫ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চিত ও আগামি কর্ম্মের নাশক হইলেও প্রারব্ধেরও নাশক নহে।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণদ্বয়ে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর পুণ্য ও পাপের অশ্লেষ ও বিনাশ প্রতিপাদিত হওয়ায় ভোগপ্রদ কোন কর্ম্মই অবশিষ্ট থাকিবে না; ফলে জ্ঞানোৎপত্তির বা উপাস্যসাক্ষাৎকারের অনন্তরই তাঁহার শরীরত্যাগ হইবে, এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানের জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণদ্বয়ের সহিত ইহার **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়। অথবা উৎসর্গতঃ (—সামান্যভাবে) যাবতীয় কর্ম্মের নাশ প্রতিপাদন করিয়া প্রারব্ধকর্ম্মস্থলে তাহার অপবাদ প্রদর্শিত হওয়ায় এই অধিকরণের **উৎসর্গ-অপবাদসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—প্রারব্ধকর্ম্ম সদ্যোমুক্তির প্রতিবন্ধক না হইলেও দেহপাতের প্রতিবন্ধক হওয়ায় জীবন্মুক্তিপ্রদ [ইহা **অপরের দৃষ্টিতে** বুঝিতে হইবে, ১।২৬৯ পৃঃ দ্রঃ], ইহা প্রতিপাদিত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

আরব্ধে নশ্যতো নো বা সঞ্চিতে ইব নশ্যতঃ।
উভয়ত্রাপ্যকর্ত্তৃত্বতদ্বোধৌ সদৃশৌ খলু ॥
আদেহপাতসংসারশ্রুতেরনুভবাদপি।
ইষুচক্রাদিদৃষ্টান্তান্নৈবারব্ধে বিনশ্যতঃ ॥

অন্বয়—আরব্ধে নশ্যতঃ নো বা? উভয়ত্রাপি অকর্ত্তৃত্বতদ্বোধৌ খলু সদৃশৌ, সঞ্চিতে ইব নশ্যতঃ। আদেহপাতসংসারশ্রুতেঃ, অনুভবাৎ অপি, ইষুচক্রাদিদৃষ্টান্তাৎ আরব্ধে নৈব বিনশ্যতঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[সগুণনির্গুণব্রহ্মাত্মবিদঃ প্রারব্ধং কর্ম্ম অত্র বিষয়ঃ। "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" (মুঃ ২।২।৮) ইতি অবিশেষশ্রুতেঃ, "তস্য তাবদেব চিরম্ যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে" (ছাঃ ৬।১৪।২) ইতি বিশেষশ্রুতেশ্চ ভবতি সংশয়ঃ—] আরব্ধে [পুণ্যপাপে] নশ্যতঃ, নো বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[জ্ঞানাৎ পূর্ব্বং সঞ্চিতে পুণ্যপাপে দ্বিবিধে, আরব্ধে অনারব্ধে চ। ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোদয়ে] উভয়ত্রাপি অকর্ত্তৃত্ব-তদ্বোধৌ খলু সদৃশৌ। [অতঃ] সঞ্চিতে [পুণ্যপাপে] ইব [আরব্ধে পুণ্যপাপে অপি] নশ্যতঃ।

সিদ্ধান্ত—["তস্য তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে, অথ সম্পৎস্যে" (ছাঃ ৬।১৪।২), ইতি] আদেহপাতসংসারশ্রুতেঃ, [ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানবতঃ বিদুষঃ] অনুভবাৎ অপি, ইষুচক্রাদিদৃষ্টান্তাৎ [চ, শরীরস্থিত্যুপযোগিকর্ম্মাসত্ত্বে তু জ্ঞানোদয়সময়ে এব বিদুষঃ বিদেহকৈবল্যং স্যাৎ, ততঃ উপদেষ্টুঃ অভাবাৎ বিদ্যাসম্প্রদায়ঃ উচ্ছিদ্যেত, ইতি যুক্তিসদ্ভাবাৎ অপি] আরব্ধে [পুণ্যপাপে] নৈব বিনশ্যতঃ।

ভাবদীপিকা

ইত্যাদি। এইভাবে স্বকৃত এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারে অন্যকৃত পাপ তাঁহাতে প্রসক্ত হয়। আর পুত্রাদিকৃত শ্রাদ্ধ ও জলাশয় প্রতিষ্ঠাদি জনিত পুণ্যও তাঁহাতে প্রসক্ত হয়। সুতরাং নির্গুণ-ব্রহ্মাত্মবিদেও পুণ্যপাপের অশ্লেষবচন সার্থক, ইহাই ভাব। ইতরাসংশ্লেষাধিকরণ সমাপ্ত।

অনুবাদ

সংশয়—[সগুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিদের প্রারব্ধকর্ম্ম এখানে বিষয়। "ইঁহার কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়", এইপ্রকার অবিশেষভাবে যাবতীয় কর্ম্মক্ষয়বোধক শ্রুতিবাক্য থাকায় এবং "তাঁহার ততকালই বিলম্ব যতকাল না [শরীরস্থিতির হেতুভূত কর্ম্মের ক্ষয়বশতঃ দেহ হইতে] বিমুক্ত হন", এইপ্রকার বিশেষ শ্রুতি থাকায় সংশয় হয়—] আরব্ধফল [পুণ্যপাপ] বিনষ্ট হয়, অথবা হয় না?

পূর্ব্বপক্ষ—[জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে সঞ্চিত পুণ্যপাপ দ্বিবিধ আরব্ধফলক ও অনারব্ধফলক। ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হইলে আরব্ধকর্ম্ম ও অনারব্ধ কর্ম্ম, এই] উভয় স্থলেই [আত্মার] অকর্তৃত্ব ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান নিশ্চয় সমান। [সেইহেতু] সঞ্চিত পুণ্যপাপের ন্যায় [আরব্ধ পুণ্যপাপও] বিনষ্ট হয়।

সিদ্ধান্ত—["তাঁহার ততকালই বিলম্ব, যতকাল না [প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয়বশতঃ] দেহ হইতে বিমুক্ত হন, আর তখনই সতের (—ব্রহ্মের) সহিত একীভূত হন", এইপ্রকার] দেহপাত না হওয়া পর্য্যন্ত সংসারপ্রতিপাদিকা শ্রুতি থাকায়, [ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানবান্ বিদ্বানের] অনুভব থাকায় এবং বাণ ও চক্র প্রভৃতির দৃষ্টান্তরূপ যুক্তি থাকায় (—বেগক্ষয় না হইলে নিক্ষিপ্ত বাণ পতিত হয় না, দণ্ড অপসৃত হইলেও আহিতবেগ কুলালচক্র বেগের উপশান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ঘূর্ণিত হইতেই থাকে, এইপ্রকার যুক্তি থাকায়, উপরন্তু শরীরস্থিতির উপযোগি কর্ম্ম না থাকিলে জ্ঞানোদয় [ও উপাস্যসাক্ষাৎকারের] সমকালেই বিদ্বানের বিদেহমুক্তি হইয়া যাইবে, তাহার ফলে উপদেষ্টার অভাবে বিদ্যাসম্প্রদায়ের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে, এইপ্রকার যুক্তিও থাকায়] আরব্ধ (—ফলদানে প্রবৃত্ত, পুণ্য ও পাপ) নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয় না।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, জীবন্মুক্তি অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে—তাহা সিদ্ধ।

অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ ॥৪।১।১৫॥

সূত্রার্থ—[অনারব্ধকর্ম্মবৎ আরব্ধে পুণ্যপাপে জ্ঞানেন নশ্যতঃ, উত ন, ইতি বিশয়ে; "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" (মু: ২।২।৮), ইতি অবিশেষশ্রুতেঃ 'নশ্যতঃ' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্ত—] তুশব্দঃ—আরব্ধকার্য্যয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ ক্ষয়ং ব্যাবর্ত্তয়তি [তথাচ 'আরব্ধে পুণ্যপাপে ন নশ্যতঃ প্রবৃত্তফলত্বাৎ, মুক্তেষুবৎ' ইত্যর্থঃ। অপিতু] **অনারব্ধকার্য্যে**—অপ্রবৃত্তফলে, **পূর্ব্বে এব**—অনাদিভবপরম্পরায়াং জ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তং সঞ্চিতে পুণ্যপাপে এব [জ্ঞানাৎ নশ্যতঃ। কুতঃ?] **তদবধেঃ**—"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" (ছা: ৬।১৪।২), ইতি দেহপাতাবধিশ্রবণাৎ। [এবং চ বিশেষশ্রুত্যনুরোধাৎ অবিশেষশ্রুতিঃ নেতব্যা ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[ফলদানে অপ্রবৃত্ত কর্ম্মের ন্যায় ফলদানে প্রবৃত্ত পুণ্যপাপ [সগুণ ও নির্গুণ] ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; "ইঁহার কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়", এইপ্রকার অবিশেষভাবে যাবতীয় কর্ম্মক্ষয়প্রতিপাদিকা শ্রুতি থাকায় "বিনষ্ট হয়", ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] তুশব্দ—আরব্ধকার্য্য পুণ্যপাপের ক্ষয় নিরাকরণ করিতেছে। [তাহাতে অর্থ হয়—ফলদানে প্রবৃত্ত পুণ্যপাপ বিনষ্ট হয় না,

যেহেতু ফলদান প্রবৃত্ত হইয়াছে, যেমন নিক্ষিপ্ত তীর। পরন্তু] অনারব্ধকার্য্যে—অপ্রবৃত্ত ফল, পূর্ব্বে এব—অনাদিজন্মপরম্পরাতে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সঞ্চিত পুণ্যপাপই [ব্রহ্মজ্ঞানবলে বিনষ্ট হয়। তাহাতে প্রমাণ কি? উত্তর—] তদবধেঃ—যেহেতু "তাঁহার ততকালই বিলম্ব, যতকাল না [দেহ হইতে] বিমুক্ত হন, আর তখনই ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন", এইপ্রকার দেহপাতরূপ সীমাবোধক শ্রুতিবাক্য আছে। [এইপ্রকারে বিশেষ শ্রুতির অনুরোধে অবিশেষ শ্রুতিকে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

পূর্ব্বয়োঃ অধিকরণয়োঃ জ্ঞাননিমিত্তঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ বিনাশঃ অবধারিতঃ।১ সঃ কিম্ অবিশেষেণ আরব্ধকার্য্যয়োঃ অনারব্ধকার্য্যয়োশ্চ ভবতি, উত বিশেষেণ অনারব্ধকার্য্যয়োঃ এব ইতি বিচার্য্যতে।২ তত্র "উভে উ হ এব এষঃ এতে তরতি" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইতি এবমাদিশ্রুতিষু অবিশেষশ্রবণাৎ অবিশেষেণৈব ক্ষয়ঃ ইতি।৩ এবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ—"অনারব্ধকার্য্যে এব তু" ইতি।৪ অপ্রবৃত্তফলে এব পূর্ব্বে জন্মান্তরসঞ্চিতে, অস্মিন্ অপি চ জন্মনি প্রাগ্‌জ্ঞানোৎপত্তেঃ সঞ্চিতে সুকৃতদুষ্কৃতে জ্ঞানাধিগমাৎ ক্ষীয়েতে; ন তু আরব্ধকার্য্যে সামিভুক্তফলে যাভ্যাম্

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সঙ্গতি। পূঃ—ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চিত ও প্রারব্ধ, সকল কর্ম্মেরই নাশক।]

পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণদ্বয়ে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ নিমিত্তবশতঃ পুণ্য ও পাপের বিনাশ অবধারিত হইয়াছে।১ তাহা (—সেই বিনাশ) কি যাহাদের কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে এবং যাহাদের কার্য্য আরব্ধ হয় নাই, সেই উভয়েরই (—প্রারব্ধ ও সঞ্চিত উভয়-প্রকার পুণ্যপাপেরই) অবিশেষভাবে হইয়া থাকে, অথবা যাহাদের কার্য্য আরব্ধ হয় নাই, বিশেষভাবে সেই উভয়েরই (—সঞ্চিত পুণ্য ও পাপেরই) হইয়া থাকে, ইহা বিচার করা হইতেছে।২ সেই বিষয়ে [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] "ইনি [পুণ্য ও পাপ] এই উভয়কেই অতিক্রম করেন", ইত্যাদি এই সকল শ্রুতিতে অবিশেষ শ্রবণ (—অবিশেষভাবে যাবতীয় পুণ্যপাপনাশের বর্ণনা) থাকায় অবিশেষভাবেই [আরব্ধ ও সঞ্চিত সকলপ্রকার পুণ্যপাপের] ক্ষয় হয়; [কারণ ব্রহ্মজ্ঞানবলে অবিদ্যা বাধিত হওয়ায় তাহার কার্য্যভূত পুণ্যপাপের স্থিতি সম্ভব নহে], ইত্যাদি।৩

[আপাতসিদ্ধান্ত—শরীরপাতাবধিকরণরূপ লিঙ্গবলে প্রারব্ধকর্ম্মের জ্ঞানানাশ্যতা প্রতিপাদন।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে [আচার্য্য] প্রত্যাখ্যান করিতেছেন—"অনারব্ধকার্য্যে এব তু" ইত্যাদি।৪ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] "পূর্ব্বে", অর্থাৎ জন্মান্তরে সঞ্চিত যাহাদের ফল প্রবৃত্ত হয় নাই এবং এই জন্মেও ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে যাহারা সঞ্চিত হইয়াছে, সেই পুণ্য ও পাপই ব্রহ্মজ্ঞান অধিগত হইলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যাহাদের কার্য্য (—ফলভোগ) আরব্ধ

শাঙ্করভাষ্যম্

এতৎ ব্রহ্মজ্ঞানায়তনং জন্ম নির্ম্মিতম্।৫ কুতঃ এতৎ?৬ "তস্য তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" (ছাঃ ৬।১৪।২) ইতি শরীরপাতাবধিকরণাৎ ক্ষেমপ্রাপ্তেঃ।৭ ইতরথা হি জ্ঞানাৎ অশেষকর্ম্মক্ষয়ে সতি স্থিতিহেত্বভাবাৎ জ্ঞানপ্রাপ্ত্যনন্তরম্ এব ক্ষেমম্ অশ্নুবীত, তত্র শরীরপাতপ্রতীক্ষাং ন আচক্ষীত।৮ নমু বস্তুবলেন এব অয়ম্ অকর্ত্রাত্মাববোধঃ কর্ম্মাণি ক্ষপয়ন্ কথং কানিচিৎ ক্ষপয়েৎ, কানিচিৎ চ উপেক্ষেত?৯ নহি সমানে অগ্নিবীজসম্পর্কে কেষাঞ্চিৎ বীজশক্তিঃ ক্ষীয়তে, কেষাঞ্চিৎ ন ক্ষীয়তে ইতি শক্যম্ অঙ্গীকর্ত্তুম্ ইতি।১০ উচ্যতে–ন তাবৎ

ভাষ্যানুবাদ

হইয়াছে, ফল অর্দ্ধ ভুক্ত হইয়াছে এবং যাহাদের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের আশ্রয়ভূত এই জন্ম (—শরীর) নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহারা (—সেই পুণ্যপাপ) ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।৫ কোন্ প্রমাণবলে ইহা বলিতেছ?৬ [উত্তর—] যেহেতু ["সদাত্মভাবপ্রাপ্তিতে] তাঁহার ততকালই বিলম্ব, যতকাল না [শরীর হইতে] বিমুক্ত হন (১), আর তখনই ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন", এইপ্রকারে মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য শরীরপাতকে অবধি (—সীমা) করা হইয়াছে।৭ দেখ, অন্যপ্রকার হইলে (—প্রারব্ধকর্ম্ম অবশিষ্ট না থাকিলে) ব্রহ্মজ্ঞানবলে [সঞ্চিত ও প্রারব্ধ] যাবতীয় কর্ম্মের ক্ষয় হইলে [শরীরের] স্থিতির প্রতি হেতু না থাকায় ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই ক্ষেম (—বিদেহ মুক্তি) প্রাপ্ত হইত, সেই স্থলে (—তাদৃশ বস্তুস্থিতিতে, শ্রুতি] শরীরনাশ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষার কথা বলিতেন না।৮ [ইহা আপাতসিদ্ধান্ত]।

[পূঃ—স্বভাবগত সামর্থ্যবলে নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান প্রারব্ধসহ যাবতীয় কর্ম্মের নাশক।]

[শঙ্কা–] কিন্তু অকর্তৃস্বরূপ আত্মবিষয়ক এই জ্ঞান বস্তুবলের (—নিজের স্বভাবগত সামর্থ্যের) দ্বারাই কর্ম্মসকলকে ক্ষয় করিতে উদ্যত হইয়া কিপ্রকারে কোন কর্ম্মকে (—সঞ্চিত কর্ম্মকে) ক্ষয় করিবে এবং কোন কর্ম্মকে, (—প্রারব্ধ কর্ম্মকে) উপেক্ষা করিবে?৯ দেখ, অগ্নির সহিত বীজের সম্পর্ক সমানভাবে হইলে কোনটীর বীজশক্তি (—কোন বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি) বিনষ্ট হয়, কোনটীর বিনষ্ট হয় না, ইহা নিশ্চয়ই অঙ্গীকার করিতে পারা যায় না; [সুতরাং

ভাবদীপিকা

(১) এই স্থলে প্রারব্ধকর্ম্মের অস্তিত্বের প্রতি "শরীরপাতাবধিকরণরূপ" অর্থগতসামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। ইহা অজ্ঞানীকে বুঝাইবার জন্য শ্রুতির প্রয়াস। "অজ্ঞানিজন-বোধার্থং প্রারব্ধং বক্তি বৈ শ্রুতিঃ" (অপরোক্ষানুভূতি ৯৭), "সমাধাতুং বাহ্যদৃষ্ট্যা প্রারব্ধং বদতি শ্রুতিঃ। নতু দেহাদিসত্যত্ববোধনায় বিপশ্চিতাম্"। (বিবেকচূড়ামণি ৪৬৩), ইত্যাদি আচার্য্যবাণী, ৪।১।১৩ সূঃ ৩৮ বাক্য, অত্রস্থ ১৬ বাক্যে ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যের স্বানুভব এবং ১।২৬৯ পৃষ্ঠাতে 'সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি' দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

অনাশ্রিত্য আরব্ধকার্য্যং কর্ম্মাশয়ং জ্ঞানোৎপত্তিঃ উপপদ্যতে।১১ আশ্রিতে চ তস্মিন্ কুলালচক্রবৎ প্রবৃত্তবেগস্য অন্তরালে প্রতিবন্ধাসম্ভবাৎ ভবতি বেগক্ষয়প্রতিপালনম্।১২ অকর্ত্রাত্মবোধঃ অপি হি মিথ্যাজ্ঞানবাধনেন কর্ম্মাণি উচ্ছিনত্তি।১৩ বাধিতম্ অপি তু মিথ্যাজ্ঞানং দ্বিচন্দ্রজ্ঞানবৎ সংস্কারবশাৎ কঞ্চিৎ কালম্ অনুবর্ত্ততে এব।১৪ অপিচ নৈব অত্র বিবদিতব্যং ব্রহ্মবিদা কঞ্চিৎ [১০২ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

"গ্রাবাণঃ প্লবন্তি"—'প্রস্তরসকল ভাসিতেছে', ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ন্যায় "যাবন্ন বিমোক্ষ্যে" (ছাঃ ৬।১৪।২) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্য নাই], ইত্যাদি।১০

[চরম সিদ্ধান্ত—উপজীব্যবিরোধদোষবশতঃ নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান পরদৃষ্টিতে প্রারব্ধকর্ম্মের নাশক নহে।]

[সিদ্ধান্ত—তদুত্তরে] বলা হইতেছে—যাহার কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে, সেই কর্ম্মাশয়কে (—কর্ম্মজনিত অদৃষ্টকে) আশ্রয় না করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে (২)।১১ আর তাহা (—প্রারব্ধ কর্ম্ম) আশ্রিত (—জ্ঞানোৎপত্তির হেতুরূপে অঙ্গীকৃত) হইলে, কুলালচক্রের ন্যায় যাহার বেগ প্রবৃত্ত হইয়াছে, অন্তরালে (—মধ্যবর্ত্তিকালে) তাহার প্রতিবন্ধ (—গতিরোধ) সম্ভব না হওয়ায় বেগক্ষয়ের প্রতিপালন হয় (—ভোগদ্বারা ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত প্রারব্ধকর্ম্মের বেগ চলিতে থাকে (৩)।১২ আর অকর্ত্রাত্মবোধ (—'অকর্ত্তৃস্বরূপ ব্রহ্ম আমিই', এইপ্রকার অনুভব) মিথ্যা অজ্ঞানকে (—অনির্ব্বচনীয়া মূলাবিদ্যাকে) বাধের দ্বারাই [স্বদৃষ্টিতে সঞ্চিত ও প্রারব্ধ] কর্ম্মসকলকেও উচ্ছেদ করে।১৩ [পরদৃষ্টিতে] কিন্তু বাধিত হইলেও দ্বিচন্দ্রজ্ঞানের (৪) ন্যায় সংস্কারের বশে (৫) মিথ্যা অজ্ঞান কিছুকাল অবশ্যই থাকিয়া যায় ; [ফলে পরদৃষ্টিতে প্রারব্ধকর্ম্ম বিনষ্ট না হওয়ায় ব্রহ্মবিৎকে ভোগপ্রদান করিতে থাকে, এবং অবিচ্ছিন্ন বিদ্যাসন্ততিযুক্ত নির্গুণব্রহ্মবিৎ জীবন্মুক্তি লাভ করেন]।১৪

ভাবদীপিকা

(২) ভাব এই—তজ্জন্মে ভোগপ্রদ প্রারব্ধ কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির অনুকূল হইলেই তদুৎপত্তি সম্ভব, অন্যথা নহে। সেইহেতু ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির প্রতি প্রারব্ধ কর্ম্মও অন্যতম হেতু।

(৩) রহস্য এই—যে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান আরব্ধবেগ অনুকূল প্রারব্ধকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান যে সেই কর্ম্মকে বাধিত করিবে, ইহা সঙ্গত নহে ; কারণ তাহাতে উপজীব্য-বিরোধ দোষ হইয়া পড়িবে। পুত্র যেমন পিতাকে হনন করে না, তদ্রূপ প্রারব্ধের কার্য্যভূত ব্রহ্মজ্ঞানও প্রারব্ধকে বাধিত করে না। প্রজাপতি ইন্দ্র (ছাঃ ৮।৭), বসিষ্ঠ উদ্দালক ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি নির্গুণব্রহ্মবিৎ এবং অশ্বপতি (ছাঃ ৫।১১।৪) ও শাণ্ডিল্য (ছাঃ ৩।১৪।৪) প্রভৃতি সগুণব্রহ্মবিৎ পুরুষগণের দেহধারণ শ্রুতি ও স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ। জ্ঞানোদয়ের পরেও তাঁহাদের দেহধারণরূপ এই লিঙ্গপ্রমাণবলে ভোগদ্বারা ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত প্রারব্ধকর্ম্মের বেগ চলিতে থাকে, ইহা সিদ্ধ হয়। কিন্তু নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে অকর্ত্তৃস্বরূপ যে আত্মা, তদ্বিষয়ক জ্ঞান কর্ম্মের মূলকারণ (—উপাদান) অজ্ঞানকে বাধিত করে। সুতরাং উপাদানের অভাবে প্রারব্ধ

ভাবদীপিকা

কর্ম কিপ্রকারে অবস্থান করিবে? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**অকর্ত্রাত্মবোধঃ**—'আর অকর্ত্রাত্মবোধ' ইত্যাদি (১৩ বাক্য)।

(৪) ইহা লৌকিক দৃষ্টান্ত। বালক আকাশস্থ চন্দ্র ও জলপাত্রস্থ চন্দ্রকে দুইটি মনে করে। উপদেশ ও প্রমাণপ্রয়োগদ্বারা তাহার সেই ভ্রম নিরাকৃত হইলেও পূর্ব্বসংস্কারবশে কিছুকাল পর্য্যন্ত সে চন্দ্রকে দুইটিই মনে করে। অথবা রজ্জুজ্ঞানদ্বারা সর্পাধ্যাস সমূলে নিরস্ত হইলেও সর্পাধ্যাসের সংস্কারবশে ভয় ও কম্প প্রভৃতি কিয়ৎকাল চলিতে থাকে। প্রস্তাবিত-স্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

[প্রারব্ধকর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান বিক্ষেপশক্তির অংশভূত লেশ অবিদ্যার নাশক নহে।

(৫) "সংস্কারের বশে", এই স্থলে সংস্কারশব্দে 'লেশ অবিদ্যা' পরিগৃহীত হইতেছে। ভাবনাখ্য সংস্কার স্মৃতির হেতু হইলেও যেমন দোষবশতঃ সময়বিশেষে পুরুষের ভ্রমজ্ঞানের হেতু হইয়া থাকে, এই 'লেশ অবিদ্যাও' তদ্রূপ জীবন্মুক্ত পুরুষের পূর্ব্বসংস্কারানুযায়ী জগৎপ্রতিভাসের প্রতি কারণ হওয়ায় ভাষ্যমধ্যে সংস্কারশব্দে বর্ণিত হইয়াছে। "**মিথ্যা** অজ্ঞান বাধিত হইলেও কিছু কাল থাকিয়া যায়", এই বিষয়টী একটু বুঝিতে হইবে—**মূলাবিদ্যার** দুইপ্রকার শক্তি, **আবরণ**শক্তি ও **বিক্ষেপ**শক্তি। আবরণশক্তি ব্রহ্মবস্তুকে আবৃত করে বলিয়া অদ্বয়াদির ভাবিষয়ক জ্ঞান হয় না। ফলে অজ্ঞাত রজ্জু যেমন সর্পাধ্যাসের কারণ, তদ্রূপ আবৃত, সুতরাং অজ্ঞাত ব্রহ্ম জগদধ্যাসের কারণ। বিক্ষেপশক্তি সেই আবৃত ও অজ্ঞাত ব্রহ্মে ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত জগৎকে বিক্ষিপ্ত (উৎপাদন) করে। মূলাবিদ্যার এই বিক্ষেপ-শক্তিই জগতের উপাদান হওয়ায় সঞ্চিত ও প্রারব্ধাদি কর্ম্মসকলেরও উপাদান। "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকার বৃত্তির উদয়সমকালেই উক্ত শক্তিদ্বয়সমন্বিতা মূলা অবিদ্যা বাধিত হইয়া পড়ে। কিন্তু একটু বিশেষ আছে—বিক্ষেপশক্তির কার্য্যভূত প্রারব্ধকর্ম্ম তৎকালে ফলপ্রদরূপে ক্রিয়াশীল থাকায় প্রসুপ্ত সঞ্চিত কর্ম্মাপেক্ষা বলবান্ থাকে, সেইহেতু তাহা মাতৃহননে পুত্রের বাধাদানের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানবলে বিক্ষেপশক্তির সমূলে বাধিত হওয়াকে বাধাদান করে। ফলে বিক্ষেপশক্তির অংশবিশেষ ["পরাস্য শক্তিঃ বিবিধৈব শ্রূয়তে", শ্বেঃ ৬।৮] থাকিয়া যায়। বিক্ষেপশক্তির এই অংশবিশেষ শাস্ত্রে "**লেশ** অবিদ্যা" "**পরিশিষ্টাবিদ্যালেশ**" "**অবিদ্যা**-সংস্কার", "**অজ্ঞানলেশ**" "**অবিদ্যালেশ**", ইত্যাদি নানা নামে বর্ণিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত ভাষ্যে ইহাই **সংস্কার**শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। এই অবিদ্যালেশবলেই বেগবান্ কুলালচক্রের ঘূর্ণনের ন্যায় জীবন্মুক্ত বিদ্বানের প্রারব্ধকর্ম্ম বিনষ্ট হয় না, ভোগদ্বারা বেগক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুকাল তাহা থাকিয়া যায়। **আশঙ্কা** হয়—কার্য্য প্রারব্ধকর্ম্ম কারণ বিক্ষেপশক্তির স্থিতির প্রতি হেতু, এবং উপাদানব্যতিরেকে কার্য্যের স্থিতি সম্ভব না হওয়ায় কারণ বিক্ষেপশক্তি কার্য্য প্রারব্ধের স্থিতির প্রতি হেতু, এইপ্রকারে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে। তাহার **সমাধান**—উক্ত দোষ হয় না; যেহেতু উপাদান ও কার্য্য বস্তুতঃ অভিন্ন। কিন্তু অভিন্ন বস্তুতে পরিপাল্য-পরিপালকতা কিপ্রকারে সম্ভব? উত্তর—উপাধিভেদই তাহার হেতু। জলাত্মকরূপে অভিন্ন হইলেও উপাধির বিভিন্নতাবশতঃ যেমন বীচী ও তরঙ্গের বিভিন্নতা সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ 'কর্ম্মবীজত্ব' ও 'কর্ম্মত্ব'-রূপ উপাধির ভেদবশতঃ বিক্ষেপশক্তি ও প্রারব্ধকর্ম্মের বিভি-

ভাবদীপিকা

রতা সিদ্ধ হওয়ায় উক্ত দোষ হয় না। বস্তুতঃ কোন দুইটী বস্তুর উৎপত্তিতে, অথবা স্থিতিতে, অথবা জ্ঞপ্তিতে (—জ্ঞানে) যদি পরস্পরের প্রতি অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলেই অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ হয়। প্রস্তাবিতস্থলে বিক্ষেপশক্তি প্রারব্ধকর্ম্মের উৎপত্তির প্রতি এবং প্রারব্ধকর্ম্ম বিক্ষেপশক্তির স্থিতির প্রতি হেতু হওয়ায় উক্ত দোষ হয় না। অতএব সিদ্ধ হইল—ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান স্বোদয়কালেই আবরণশক্তির, লেশঅবিদ্যা ব্যতিরিক্ত বিক্ষেপশক্তির এবং সঞ্চিত কর্ম্মের নাশক হইলেও 'লেশ অবিদ্যার' ও প্রারব্ধকর্ম্মের নাশক নহে ; তাহারা "কিছুকাল অবশ্যই থাকিয়া যায়" (১৪ ভাষ্যবাক্য)। [এই ব্যাখ্যা "অজ্ঞানিজনবোধার্থম্", ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে]।

[নিগুর্ণব্রহ্মবিদের লেশ অবিদ্যার নাশ কখন ও কিপ্রকারে হয়।]

এক্ষণে আরও একটু প্রাসঙ্গিক বিচার আবশ্যক। এই বিচার ৪।১।১৪ ইতরক্ষপণা-ধিকরণে সঙ্গত হইলেও টীকাকারগণকে অনুসরণকরতঃ এখানেই করা হইতেছে। **সংশয়** হয়—এই যে 'লেশ অবিদ্যা', ব্রহ্মাত্মজ্ঞান যাহাকে তৎকালেই বিনাশ করিতে পারিল না, তাহার নাশ কিপ্রকারে হইবে? প্রারব্ধরূপ প্রতিবন্ধক্ষয়ে তাহা স্বয়ংই নিবৃত্ত হইয়া যায়, ইহা বলা যায় না ; কারণ সিদ্ধান্তে নির্নিমিত্তক নিবৃত্তি অঙ্গীকৃত হয় না ; যেহেতু নিমিত্ত ব্যতিরেকে যাহার নিবৃত্তি হয়, তাহা বৌদ্ধগণের ক্ষণিক বিজ্ঞানের ন্যায় ক্ষণিক হইয়া পড়ে ; নিগুর্ণব্রহ্মবিদের অবশিষ্ট সারাজীবনব্যাপী বর্ত্তমান এই 'লেশ অবিদ্যা' ক্ষণিক পদার্থ নহে। আর 'লেশ অবিদ্যা' যদি নিমিত্তব্যতিরেকে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে মূলাবিদ্যার পক্ষেও তাহা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ উভয়েই অবিশেষভাবে অবিদ্যা। ফলে ব্রহ্মবিদ্যা ও তৎপ্রতিপাদন-কারিণী শ্রুতি ব্যর্থ হইয়া পড়িবেন। এই বিষয়ে **সিদ্ধান্ত** এই—**প্রকটার্থ**কার বলেন—"প্রারব্ধভোগক্ষয়কালে এব উদিতং তন্নিহন্তি", অর্থাৎ 'প্রারব্ধভোগক্ষয়ের সমকালেই পুনরায় উদিত "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকারা চরমবৃত্তিতে আরূঢ় যে অখণ্ডচৈতন্যপ্রকাশ (সিদ্ধান্তলেশ, চৌখাম্বা ৪৯৩ পৃঃ), তাহাই 'লেশ অবিদ্যাসহ' সেই ব্রহ্মাকারাবৃত্তিকেও ধ্বংস করিয়া ফেলে'। **সংক্ষেপ**শারীরককার (৪।৪০) বলেন—"বিদ্যাসন্ততিই লেশ অবিদ্যার নাশক"। "অহং ব্রহ্মাস্মি", ইত্যাকার বৃত্তিসাক্ষাৎকারদ্বারা যে স্বরূপচৈতন্য অভিব্যক্ত হন, তাহার যে অনুবর্ত্তমানতা, তাহাই বিদ্যাসন্ততি" (মধুসূদন)। ভাব এই—জীবন্মুক্ত নিগুর্ণব্রহ্মবিদের ব্রহ্মাকারা বৃত্তি কর্ম্মোপরমকালে বিনা আয়াসে মধ্যে মধ্যে হইতেই থাকে *। তদ্ব্যতিরিক্ত সময়ে তাঁহার "বিদ্যাস্মৃতি" (নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ১।৩৮) হইতে থাকে। এইভাবে যে বিদ্যাসন্ততি চলিতেই থাকে, তাহাই প্রারব্ধক্ষয়কালেও উদিত হইয়া 'লেশ অবিদ্যাকে' ধ্বংস করে। এইরূপে সিদ্ধ হইতেছে—উভয় আচার্য্যের মধ্যে বস্তুতঃ কোন মতভেদ নাই। সগুণপরব্রহ্মবিদের অবিদ্যা-নাশ ও মুক্তি ৪।৩।৫ এবং ৪।৪।৭ অধিকরণে আলোচিত হইবে। জীবন্মুক্ত ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্য 'লেশ অবিদ্যার' ও প্রারব্ধকর্ম্মের স্থিতিবিষয়ে বিরুদ্ধবাদীকে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে শিষ্যকে জীবন্মুক্তিবিষয়ে নিজের অনুভব বলিতেছেন—**অপিচ**—'আর দেখ' ইত্যাদি (১৫ বাক্য)।

---

* এই ব্রহ্মাকারাবৃত্তির স্থিতিকালানুযায়ী নিগুর্ণব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মবিদ্বর, ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্ ও ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ নামে অভিহিত হন। দ্বিতীয়োক্ত পুরুষপ্রবর স্বেচ্ছায় সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইতে পারেন। তৃতীয় জন অপরের চেষ্টায় ব্যুত্থিত হন, যেমন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের এক সাধুকর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া ব্যুত্থান ; চতুর্থ পুরুষপ্রবর আর ব্যুত্থিতই হন না। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্ভবতঃ ইঁহাদের বিষয়েই বলিয়াছেন—"একুশ দিনে শরীরত্যাগ হয়"।

[১১ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

কালং শরীরং ধ্রিয়তে, ন বা ধ্রিয়তে ইতি ।১৫ কথং হি একস্য স্বহৃদয়প্রত্যয়ং ব্রহ্মবেদনং দেহধারণং চ অপরেণ প্রতিক্ষেপ্তুং শক্যেত?১৬ শ্রুতিস্মৃতিষু চ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণনির্দ্দেশেন এতদেব নিরুচ্যতে।১৭ তস্মাৎ অনারব্ধকার্য্যয়োঃ এব সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ বিদ্যাসামর্থ্যাৎ ক্ষয়ঃ ইতি নির্ণয়ঃ।১৮॥৪।১।১৫॥ ইতি একাদশম্ অনারব্ধাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ব্রহ্মবিদ্ আচার্যের স্বানুভবদ্বারা জীবন্মুক্তি প্রতিপাদন।]

আর দেখ, [নির্গুণ] ব্রহ্মবিৎকর্ত্তৃক কিছুকাল শরীর বিধৃত হয়, অথবা হয় না, এই বিষয়ে বিবাদ করা উচিত নহে।১৫ যেহেতু একজনের নিজের হৃদয়ে যাহার প্রতীতি হয়, সেই ব্রহ্মবিজ্ঞান ও শরীরধারণ অপরকর্ত্তৃক কিপ্রকারে প্রতিক্ষিপ্ত হইতে সমর্থ? (—অপরে তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ নহে।১৬ এই বিষয়ে অজ্ঞানিবোধে প্রবৃত্ত শাস্ত্রের সম্মতি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর শ্রুতি এবং স্মৃতি-সকলে স্থিতপ্রজ্ঞগণের (—ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত পুরুষগণের) লক্ষণনির্দ্দেশের দ্বারা ইহাই (—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির পরেও প্রারব্ধবলে শরীরস্থিতি, ৬) নিরূপিত হইতেছে।১৭ অতএব যাহাদের কার্য্য (—ফলভোগ) আরব্ধ হয় নাই, সেই [সঞ্চিত] পুণ্য ও পাপেরই বিদ্যার সামর্থ্যবশতঃ ক্ষয় হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। [অতএব "যাবন্ন বিমোক্ষ্যে" ইত্যাদি শ্রুতির প্রামাণ্য সুস্থিত হইল। "গ্রাবপ্লবনশ্রুতিও" অপ্রামাণ নহে; অর্থবাদ হওয়ায় তত্রস্থ বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতাপন্ন (জৈঃ সূঃ ১।২।৭) তাহার প্রামাণ্যও সিদ্ধ হয়]।১৮॥৪।১।১৫॥ অনারব্ধাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

[ঈশ্বরেচ্ছায় নির্গুণব্রহ্মবিদের ভাবমুখেও ব্রাহ্মীস্থিতি সম্ভব।]

(৬) এক্ষণে আমরা কিঞ্চিৎ প্রাসঙ্গিক বিচার করিব। নির্গুণব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির অনন্তর পরদৃষ্টিতে প্রারব্ধকর্ম্মবলে ব্রহ্মবিদের শরীর ও ব্যবহারাদি থাকে, ইহা নির্ণীত হইল। তৎকালে মমাহংভাববর্জ্জিত বিস্মৃতপ্রায়প্রপঞ্চ (বিবেকচূড়ামণি ৪৩৬, ৪২৮) নির্গুণব্রহ্মবিদের স্বদৃষ্টিতে বাধিতের অনুবৃত্তিবশতঃ জগৎপ্রপঞ্চ যেভাবে ইন্দ্রজালের * ন্যায় প্রতিভাত হয়, তাহা সামান্যভাবে ১।২০৪ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই অবস্থাকে **নিষেধমুখে**†

* এই বিষয়ে কয়েকটী শাস্ত্রবাক্য এই—"মত্তোঽন্যদস্তি চেন্মিথ্যা যথা মরুমরীচিকা", "মৃগতৃষ্ণাজলং পীত্বা তৃপ্তশ্চেদস্ত ইদং জগৎ", "গন্ধর্ব্বনগরে সত্যো জগদ্ভবতি সর্ব্বদা", "গগনে নীলিমা সত্যো জগৎ সত্যং ভবিষ্যতি" (তেজোবিন্দু উপঃ ৬।৭৩-৭৬)। মায়াকার্য্যাদিকং নাস্তি মায়া নাস্তি ভয়ং নহি" (ঐ ৫।৩৩)। "ইন্দ্রজালমিদং সর্ব্বম্ যথা মায়ামরীচিকা", "পঞ্চভূতাত্মকং বিশ্বং মরীচিজলসন্নিভম্" (অবধূতগীতা ৭।১৩, ১।৩)। "চিন্মাত্রমেবাহম্ ইন্দ্রজালোপমং জগৎ" (অষ্টাবক্রগীতা ৭।৫)। "স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশম্ অচিন্ত্যরচনাত্মকম্" (পঞ্চদশী ৭।১৭১) "পশ্যন্ অপি বাধিতত্বাৎ পরমার্থতঃ ন পশ্যতি, যথা ইন্দ্রজালম্" (বেদান্তসার ৩১), ইত্যাদি।

† পরে ব্যবহৃত 'ভাবমুখ' শব্দের সহিত পার্থক্য প্রদর্শনের জন্য আমরা 'নিষেধমুখ' এই

ভাবদীপিকা [নির্গুণব্রহ্মবিদের ভাবমুখে স্থিতি]

ব্রাহ্মীস্থিতি, অথবা সংক্ষেপে **নিষেধমুখাবস্থা** বলা যাইতে পারে, কারণ তখন এক অদ্বয় স্বাভিন্ন ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন কিছুর পারমার্থিক সত্তা তাঁহার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় না। কিন্তু নির্গুণব্রহ্মবিদের আর এক ভাবে স্থিতিও শাস্ত্রে ও মহাপুরুষগণের জীবনে পরিদৃষ্ট হয়। সেই অবস্থাতে তাঁহাদের দৃষ্টিতে জগৎপ্রপঞ্চ ইন্দ্রজালের ন্যায় প্রতিভাত না হইয়া চিন্মাত্ররূপে, অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়। তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্য এই—"সর্ব্বলোকং চ চিন্মাত্রং ত্বত্তা মত্তা চ চিন্ময়ম্" ॥ "আকাশো ভূর্জলং বায়ুরগ্নির্ব্রহ্মা হরিঃ শিবঃ। যৎ কিঞ্চিৎ যৎ নকিঞ্চিৎ চ সর্ব্বং চিন্মাত্রমেব হি" ॥ "**চিন্মাত্রাৎ নাস্তি মায়া** চ চিন্মাত্রাৎ নাস্তি পূজনম্"। "চিন্মাত্রাৎ নাস্তি কোশাদি চিন্মাত্রাৎ নাস্তি বৈ বসু" ॥ (তেজোবিঃ ২।২৬, ২৭, ৩৬, ৩৭)। "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং প্রোক্তং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" (ঐ ৬।৩৮) "যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণঃ তত্র দর্শনাৎ" (ঐ ১।৩৫) "ইদং সর্ব্বং যদয়ম্ আত্মা" (বৃঃ ২।৪।৬)। "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি" (শ্বেঃ ৪।৩), "প্রতিবোধবিদিতং মতম্" (কেন ২।৪)।। "বাসুদেব সর্ব্বমিতি" (গীতা ৭।১৯) ইত্যাদি। ["যত্র যত্র নেত্র পড়ে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে", এই মহাজনবাণীও অনুধাবনীয়]। যে অবস্থাতে ব্রহ্মানুভূতি এই প্রকারে হয়, তাহাকে **ভাবমুখে** ব্রাহ্মীস্থিতি, অথবা সংক্ষেপে **ভাবমুখাবস্থা*** বলা হয়।

[সগুণব্রহ্মবিদবস্থা ও ভাবমুখাবস্থার প্রভেদ]

আশঙ্কা হইতে পারে—এই ভাবমুখাবস্থাতে উপলব্ধি বিষয়ে যে শ্রুতিবাক্যসকল উদ্ধৃত হইল, তাহা সগুণব্রহ্মবিদের উপলব্ধি, নির্গুণব্রহ্মবিদের নহে। **উত্তরে** বলা যায়—**১।** সত্য, শিব ও বিষ্ণু প্রভৃতির উপাসক সিদ্ধ সগুণব্রহ্মবিদ্‌গণ সর্ব্বত্র ইষ্টদেবতাদর্শনরূপ ব্রহ্মদর্শনে সমর্থ। কিন্তু তাহা হইলেও নির্গুণপরব্রহ্মবিৎশ্রেষ্ঠগণ যেভাবে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করেন, সগুণপরব্রহ্মবিদ্‌গণের পক্ষে সেইপ্রকার মোটেই সম্ভব নহে। যেহেতু সগুণপরব্রহ্মোপলব্ধি ভাবভেদে ও তত্তৎগুণযোগে তরতমভাবযুক্ত হওয়ায় তাদৃশ ব্রহ্মবিদের লভ্য মুক্তিও হয় সাযুজ্য ও সামীপ্যাদিভেদে তরতমভাবযুক্ত; সুতরাং তাঁহাদের উপলব্ধিও হইবে মুক্তিভেদে ও ভাবভেদে তরতমভাবযুক্ত। ভাবমুখে স্থিত নির্গুণব্রহ্মবিদ্‌গণের ব্রহ্মোপলব্ধিতে কিন্তু বিন্দুমাত্রও তরতমভাব নাই, তাঁহাদের উপলব্ধিতে "মোমের পুতুলে মোমের ন্যায়" সৈন্ধবঘনবৎ সর্ব্বত্র সমরস চিন্মাত্রই স্ফুরিত হইতে থাকেন। **২।** উপরন্তু উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসকলে এমন কতকগুলি

শব্দটি ব্যবহার করিতেছি। শাস্ত্রে 'বিধিমুখ' ও 'নিষেধমুখ', এই শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ যথাক্রমে কোন কিছুর অস্তিত্বজ্ঞাপকরূপে এবং নাস্তিত্বজ্ঞাপকরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, যথা—"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১।১), ইহা বিধিমুখের দৃষ্টান্ত; কারণ ইহা পরমাত্মাতে প্রধানভাবে সত্যত্বাদি ধর্ম্মের অস্তিভাব জ্ঞাপক। "স এষঃ নেতি নেতি আত্মা" (বৃঃ ৪।২।৪), ইহা নিষেধমুখের দৃষ্টান্ত; কারণ ইহা পরমাত্মাতে জগৎপ্রপঞ্চের পরমার্থতঃ নিষেধজ্ঞাপক। প্রস্তাবিত স্থলে নির্গুণব্রহ্মবিদের স্বদৃষ্টিতে স্বাভিন্নব্রহ্মাভিন্ন বস্তুর নাস্তিতাই প্রতিভাত হওয়ায় নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদের এতাদৃশ স্থিতিকে 'নিষেধমুখে ব্রাহ্মীস্থিতি' বলা যাইতে পারে। এই অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ অন্যত্র আছে, কি না, এখনও বলিতে পারিতেছি না। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ এই অবস্থাকে 'অভাবমুখ' শব্দে বর্ণনা করিয়াছেন (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩।১।৪।৬।)

* 'ভাবমুখ' এই শব্দটা আমরা এখনও শাস্ত্রমধ্যে প্রাপ্ত হই নাই। তবে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীকারগণ "ভাবমুখে থাক, এইপ্রকার ভগবদ্বাণীরূপে এই শব্দের ভূরিশঃ প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ গুরুভাব পূর্বার্দ্ধ, ১১১-১১৭ পৃঃ দ্রঃ। এই শব্দটি 'বিধিমুখ' শব্দের সদৃশ অর্থ জ্ঞাপন করিলেও তদতিরিক্ত 'সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ' অর্থও জ্ঞাপন করে, ইহা পরে বর্ণিত হইতেছে।

ভাবদীপিকা [নির্গুণব্রহ্মবিদের ভাবমুখে স্থিতি]

উপলব্ধি পঠিত হইতেছে, যাহা সগুণব্রহ্মবিদ্‌গণের পক্ষে কদাপি সম্ভব নহে। শ্রুতি নিষেধমুখে ব্রহ্মস্থিতের উপলব্ধিবর্ণনপ্রসঙ্গে বলিতেছেন—"মায়া নাস্তি" (তেজোবিঃ ৫।৩৩)। কিন্তু ভাবমুখে ব্রহ্মস্থিতের উপলব্ধি বিষয়ে বলিতেছেন—"চিন্মাত্রাৎ নাস্তি মায়া চ" (ঐ ২।৩৬)। ব্রহ্মলোকান্ত যাবতীয় জীবই মায়ার অধীন। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মভিন্নরূপে অবস্থিত ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্য্যভোগী মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মভিন্নতার হেতুভূত মায়া হইতে মুক্ত নহেন ; কারণ তাঁহারাও ভোগাসক্ত। নিদ্রোত্থিতের পক্ষেই যেমন নিদ্রাস্বরূপের জ্ঞান (—স্মৃতি) সম্ভব, তদ্রূপ বাধিতমায়া নির্গুণব্রহ্মবিদের পক্ষেই মায়ার স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া সম্ভব। সেইহেতু "চিন্মাত্রাৎ নাস্তি মায়া"—'চৈতন্যমাত্রস্বরূপ হইতে ভিন্ন মায়া নামক কিছুই নাই', এইপ্রকার অনুভূতি একমাত্র 'ভাবমুখে ব্রহ্মে স্থিত' মায়াতীত নির্গুণপরব্রহ্মবিদের পক্ষেই সম্ভব, মায়ার অধীন সগুণপরব্রহ্মবিদের পক্ষে নহে। অতএব নির্ণীত হইতেছে—প্রারব্ধকর্ম্মবলে [অস্মদাদির দৃষ্টিতে] ধৃতশরীর নির্গুণব্রহ্মবিদ্ জগৎকে ইন্দ্রজালের ন্যায় দর্শন না করিয়া ঈশ্বরেচ্ছায় সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনকরতঃও অবস্থান করিতে পারেন। এইভাবে যে নির্গুণব্রহ্মবিদের অবস্থিতি, তাহাই 'ভাবমুখে ব্রাহ্মীস্থিতি'। ৩। ভাবমুখে অবস্থিত এতাদৃশ নির্গুণব্রহ্মবিদ্ ঈশ্বরেচ্ছায় 'ভাবমুখ ও 'নিষেধমুখ' উভয়াবস্থাতেই অবস্থান করিতে পারেন, যাহা সর্ব্বত্র ইষ্টদর্শনকারী হইলেও ব্রহ্মভিন্নরূপে অবস্থিত জগৎসত্যতাবাদী মায়াধীন সগুণপরব্রহ্মবিদের পক্ষে সম্ভবই নহে। ৪। কিন্তু তাহা হইলেও "আত্মরতিঃ আত্মক্রীড়ঃ" (ছাঃ ৭।২৫।২) এই নির্গুণব্রহ্মবিদ্‌গণ অস্মদাদির দৃষ্টিতে ভক্তিভক্তভাবাবলম্বনে যেন সগুণব্রহ্মবিদ্‌রূপেও অবস্থান করেন, ইহা "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ"॥ (শ্রীমদ্ভাঃ ১।৭।১০)—'নিবৃত্তহৃদয়গ্রন্থি (মুঃ ২।২।৮) আত্মারাম মুনিগণ উরুক্রম (—সর্বব্যাপী) শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি অবলম্বনে অবস্থান করেন, শ্রীহরির এমনই মহিমা', ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য এবং ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য এবং ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ মহাপুরুষগণের জীবনবেদ হইতে অবগত হওয়া যায়।

[নির্গুণব্রহ্মবিদের ভাবমুখে অবস্থিতি বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ এবং মায়ার কার্য্যে ব্রহ্মের প্রকাশ বিষয়ে যুক্তি।]

কিন্তু নির্গুণব্রহ্মবিদ্ এইভাবে ভাবমুখে অবস্থান করিতে পারেন, এই বিষয়ে প্রমাণ কি? বলিতেছি—ভূমাবিদ্যারূপ নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে শ্রুতি স্বয়ংই ইহা বর্ণনা করিতেছেন, যথা—"সঃ এব অধস্তাৎ সঃ উপরিষ্টাৎ....সঃ এব ইদং সর্ব্বম্ (ছাঃ ৭।২৫।১) ইত্যাদি। এইপ্রকার উপলব্ধিতে স্বভিন্নরূপে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত ব্রহ্মবস্তু বর্ণিত হওয়ায় ইহা ভাবমুখাবস্থের উপলব্ধিরূপে গ্রহণীয়। যদি কেহ মনে করেন—এই উপলব্ধি জীবভিন্ন ব্রহ্মের অস্তিত্ব অঙ্গীকারকারী দ্বৈতবাদীর, তাহা নিরাকরণের জন্য অব্যবহিত পরেই শ্রুতি বলিতেছেন—"অহমেব অধস্তাৎ অহম্ উপরিষ্টাৎ....অহমেব ইদং সর্ব্বম্" (ঐ)। অবিবেকিগণ যদি ইহাকে দেহাদি উপাধিতে 'অহম্'-অভিমানিগণের উপলব্ধিরূপে গ্রহণ করেন, তাহা নিরাকরণের জন্য অব্যবহিত পরেই শ্রুতি বলিতেছেন—"আত্মা এব অধস্তাৎ, আত্মা উপরিষ্টাৎ....আত্মা এব ইদং সর্ব্বম্" (ছাঃ ৭।২৫।২) ইত্যাদি। এইপ্রকারে 'তিনি', 'আমি' এবং 'আত্মা' (—ব্রহ্ম), এই ত্রয়ের একত্ব সম্পাদিত হওয়ায় ইহা নির্গুণপরব্রহ্মবিদের উপলব্ধি, ইহাই নির্ণীত হয়। অতএব নির্গুণব্রহ্মবিদের সর্ব্বত্রব্রহ্মদর্শনরূপা 'ভাবমুখে ব্রাহ্মীস্থিতিও' হইতে পারে, ইহা সিদ্ধ হইল।

আশঙ্কা হয়—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যোদয়ে মায়া বাধিত হওয়ায় মায়ার পরিণামভূত জাগতিক

ভাবদীপিকা [নির্গুণব্রহ্মবিদের ভাবমুখে স্থিতি]

বস্তুতে ব্রহ্মবস্তুর প্রকাশ হওয়া উচিত নহে; যেহেতু তাহা ব্রহ্মের পরিণাম নহে। তদুত্তরে বলা যায়—তপ্তলৌহপিণ্ডের কার্য্যসকল যেমন তপ্তাবস্থাতে লোহিতরূপেই প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ ভাবস্বরূপ (—সৎস্বরূপ) ব্রহ্মবস্তু মায়ারূপ উপাধিযুক্ত হওয়ায় মায়ার কার্য্যসকলও 'ভাবরূপে' (—ব্রহ্মরূপে) প্রতিভাত হয়। এই অবস্থাতে যে মায়া বাধিতা হইয়াছে, ঈশ্বরেচ্ছায় তাহাকে কথঞ্চিৎ অঙ্গীকার করিয়া নির্গুণব্রহ্মলীনা নির্বিকল্পাবস্থা হইতে ঈষৎ ব্যুত্থিত নির্গুণ-ব্রহ্মবিৎ সবিকল্পাবস্থাতে আগমন করেন বলিয়া তাঁহার দৃষ্টিতে মায়ার কার্য্যভূত জ্ঞেয়জ্ঞাতৃজ্ঞানাদি বিকল্পের প্রতিভাস হইতে থাকে। সেইহেতু সম্প্রজ্ঞাত সমাধি (—সবিকল্প সমাধি) অবস্থাতে* বা ব্যুত্থিত অবস্থাতে তাঁহার দৃষ্টিতে ব্রহ্মবস্তুর বিশেষ প্রকাশ সহ সূক্ষ্মতম ও সূক্ষ্মরূপে [অস্মদাদির ন্যায় স্থূলরূপে কদাপি নহে] জ্ঞেয়জ্ঞানজ্ঞাতৃত্বাদি বিকল্পের প্রতিভাস হইতে থাকে। ফলে মৃন্ময় ঘটাদিবিষয়কজ্ঞানে মৃদ্‌জ্ঞানের ন্যায় জাগতিক বস্তুবিষয়কজ্ঞানে ব্রহ্মবস্তুও প্রতিভাত হইতে থাকেন *। অতএব উক্তপ্রকার আশঙ্কার অবকাশ নাই।

[নির্গুণব্রহ্মবিদের ঈশ্বরেচ্ছায় ভাবমুখ ও নিষেধমুখে অবস্থিতি বিষয়ে দৃষ্টান্ত।]

কিন্তু দৃষ্টান্তের অভাবে কোন পক্ষই সিদ্ধ হয় না, ইহা ন্যায়বিদ্‌গণের উক্তি। তুমি যে-প্রকার প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করিতেছ, নির্গুণব্রহ্মবিদ্ হইয়াও এইপ্রকারে 'ভাবমুখে' ব্রাহ্মীস্থিতি হয় এবং নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদ 'ভাবমুখ' ও 'নিষেধমুখ', এই উভয় অবস্থাতে অবস্থান করিতে পারেন, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত কোথাও কোন মহাপুরুষের জীবনে পরিদৃষ্ট হয় না। তদুত্তরে তাঁহাদের দৃষ্টি ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের এবং ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কতিপয় বাণীর প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি। **ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করের** বাণী এই—(ক) **"তরঙ্গফেন**ভ্রমবুদ্‌বুদাদি", ইত্যাদি (বিবেকচূড়ামণি ৩৯০)। অর্থ—"তরঙ্গ ফেন ও বুদ্‌বুদ প্রভৃতি সমস্তই যেমন স্বরূপতঃ জলই, তদ্রূপ দেহ ও অহঙ্কার পর্য্যন্ত এই সমস্তই একমাত্র একরস বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ"। (খ) **"সদেবেদং** সর্ব্বম্" (ঐ ৩৯১), ইত্যাদি। অর্থ—"বাক্য ও মনের দ্বারা যে জগৎ বিজ্ঞাত হয়, তাহা সৎস্বরূপই। প্রকৃতির পারে অবস্থিত সৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নাই। [এই পংক্তির অন্যপ্রকার অর্থও হইতে পারে, যথা—প্রকৃতির পরসীমাতে যিনি অবস্থিত তাঁহার দৃষ্টিতে 'সৎ' ভিন্ন অন্য কিছুই নাই]। ঘট কলশ ও কুম্ভাদিরূপে যাহা বিজ্ঞাত হয়, তাহা কি মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন? মায়ারূপা মদিরাদ্বারা অভিভূত ভ্রান্ত ব্যক্তিই 'তুমি' 'আমি' এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ করে, 'বস্তুতঃ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ"। মাত্র নিষেধমুখে ব্রহ্মে স্থিতের ন্যায় ইনি এই সমস্তকে "মিথ্যামায়াবিজৃম্ভিত মৃগতৃষ্ণিকাবৎ" বলিলেন না, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে। বলা বাহুল্য এই বাণী আচার্য্যপাদের **'ভাবমুখে** ব্রাহ্মীস্থিতির' দ্যোতক। ইঁহার **'নিষেধমুখে** ব্রাহ্মীস্থিতির' দ্যোতক বাণী এই—(ক) **"নহি** অস্তি বিশ্বম্" (বিবেকচূঃ ৪০৪), ইত্যাদি। অর্থ—"পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বেও সর্ব্ববিকল্পবিহীন সৎস্বরূপ ব্রহ্মে কালত্রয়েও জগতের অস্তিত্ব নাই। যেমন প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেও রজ্জুতে সর্প এবং মৃগতৃষ্ণিকাতে জলবিন্দু [কোন কালেই] বর্ত্তমান থাকে না"। (খ) **"মায়ামাত্রম্"** (ঐ ৪০৫), ইত্যাদি। অর্থ—"এই সমস্তই মায়ামাত্র (—মিথ্যা); অদ্বৈতই (—দ্বৈতপ্রপঞ্চ-

---

"ব্রহ্ম এব ইদং অমৃতং পুরস্তাৎ" (মুঃ ২।২।১১)। 'সমাহিতা ব্যুত্থিতা বা বৃত্তিঃ সর্ব্বা চিদাকৃতিঃ" (বৃঃ বার্ত্তিকসার ২।৪।৪০)। "জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিবিকল্পলয়ানপেক্ষয়া অদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারকারিতায়াঃ চিত্তবৃত্তেঃ অবস্থানম্। তদা মৃন্ময়গজাদিভানেঽপি মৃদ্ভানবৎ দ্বৈতভানেঽপি অদ্বৈতং বস্তু ভাসতে" (বেদান্তসার), ইত্যাদি দ্রঃ।

ভাবদীপিকা [নির্গুণব্রহ্মবিদের ভাবমুখে স্থিতি]

বর্জিত পরব্রহ্মই) পরমার্থতঃ সত্য, শ্রুতি ইহা বলেন। [ইহা যে অনুভূত হয় না, তাহা নহে, দ্বৈতপ্রপঞ্চের অভাব] সুষুপ্তিকালে অনুভূত হয় ; [তখন সাক্ষিরূপে একমাত্র আত্মাই বর্তমান থাকেন"] ইত্যাদি। এই বিষয়ে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাণী এই—"(ক) একি মায়া লেগেছে, চারিদিকেই তোমাকে দেখ্‌ছি" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২।৩।৪।৩৯ পৃঃ) ; "জগৎ কি মিথ্যা ? মিথ্যা কেন ?…তিনিই জীব জগৎ সব হ'য়ে রয়েছেন" (ঐ ৪।৩।৩।৪১ পৃঃ) ; "ঈশ্বরই সব হ'য়ে রয়েছেন, মায়া জীব জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব" (ঐ ৫।১৫।৫।১৪৬ পৃঃ) ; "চৈতন্যতে সব জুরে রয়েছে"; (ঐ৩।৪।১।৩৯ পৃঃ); "কোশাকুশী বেদি সব চিন্ময়" (ঐ৩।৮।১।৭৫ পৃঃ); "ঈশ্বর অধো উর্ধ্বে পরিপূর্ণ" (ঐ ২।২৫।২।২৫৪ পৃঃ) ; 'ঈশ্বরই জীবজগৎ সৃষ্টি করেছেন, আবার তিনিই জীব জগৎ হয়ে রয়েছেন" (ঐ ৫।১৮।২।১৭৩), ইত্যাদি এই সকল বাণী ইঁহার 'ভাবমুখে ব্রাহ্মীস্থিতির' দ্যোতক। (খ) আবার "অন্তরে বাহিরে দেখ্‌ছি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ" (ঐ ২।৬।৪।২৭৬ পৃঃ), "তিনি জীব নন, জগৎ নন চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নন, সব স্বপ্নবৎ" (ঐ ৪।৩।৩।৪১ পৃঃ), "এক চৈতন্য অভেদ" (ঐ ৩।৫।২।৫২ পৃঃ), "তুমিই আমি, আমিই তুমি" (ঐ ২।৩।৪।৩৯ পৃঃ)। "সমস্ত মায়া, স্বপ্নবৎ অবস্তু" (ঐ ২।১৩।১।১৩০ পৃঃ), ইত্যাদি এই সকল বাণী তাঁহার 'নিষেধমুখে ব্রাহ্মীস্থিতির' দ্যোতক। এইপ্রকার দৃষ্টান্তসকল থাকায় নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্ ঈশ্বরেচ্ছায় 'ভাবমুখ' ও 'নিষেধমুখ', এই উভয়প্রকার অবস্থাতে অবস্থান করিতে পারেন, ইহা সিদ্ধ হইল। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে—নির্গুণব্রহ্মবিদ্ হইলেই সকলের পক্ষে এইপ্রকারে 'ভাবমুখ' ও 'নিষেধমুখ', এই উভয়প্রকার অবস্থাতে অবস্থিতি সম্ভব নহে, একমাত্র ঈশ্বরেচ্ছাই তাহার হেতু। আধিকারিক পুরুষগণের জীবনেই এইপ্রকারে উভয়াবস্থাতে অবস্থিতি সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয়। ঈশ্বরকৃপালব্ধ নির্গুণব্রহ্মবিদ্যোদয়ের পর বস্তুস্বভাববলে লব্ধ নিষেধমুখাবস্থা হইতে ভাবমুখাবস্থাতে আগমন ঈশ্বরেচ্ছা ব্যতিরেকে কাহারও পক্ষে সম্ভবই নহে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ এতাদৃশ অবস্থাপন্নকে বলিতেন 'বিজ্ঞানী'। তিনি বলিয়াছেন—"জ্ঞানের পর বিজ্ঞান" (কথামৃত ৩।৬।৪।৬১ পৃঃ), "বিজ্ঞানী * দেখেন—ঈশ্বরই সব হ'য়ে রয়েছেন" (ঐ ৩।১৫।৫।১৪৬ পৃঃ), ইত্যাদি। সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যোদয়ের অনন্তর ঈশ্বরপ্রসাদে বিজ্ঞানাবস্থা, অর্থাৎ 'ভাবমুখে ব্রাহ্মীস্থিতি' সম্ভব।

['ভাবমুখ' এই শব্দটি হইতেও সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ অর্থ প্রাপ্তি।]

যাহাহউক্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজীবনীগ্রন্থে 'ভাবমুখ' এই শব্দটীকে ঈশ্বরাদিষ্ট শব্দরূপে আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। উক্ত শব্দটী হইতেও 'সর্বত্র ব্রহ্মানুভূতিরূপ' অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—বৃদ্ধগণ বলেন, "অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্। আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্"। ভাবার্থ—"জগতের প্রত্যেক বস্তুতে অস্তি ভাতি প্রিয় রূপ এবং নাম, এই পাঁচটী অংশ আছে। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটী ব্রহ্মের স্বরূপ এবং শেষোক্ত দুইটী জগতের"। উপরোক্ত এই যে 'অস্তিত্ব', অর্থাৎ 'সত্তা', ইহাই ভাবশব্দের অর্থ। ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক ভাববস্তু, সেই হেতু ভাবশব্দে সৎস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু গ্রহণীয়। তাহা হইয়াছে 'মুখ', অর্থাৎ মুখ্যতঃ জ্ঞাপক যে অবস্থার, তাহা ভাবমুখাবস্থা। অথবা ভাবের—সৎস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর, মুখ—মুখ্যতঃ জ্ঞাপক যে অবস্থা,

* বিজ্ঞানী ভক্তের আমি, বিদ্যার আমি রাখে" (কথামৃত ৩।১।৩।৮৭ পৃঃ), "লোকশিক্ষার জন্য শঙ্করাচার্য্য বিদ্যার আমি রেখেছিলেন" (ঐ ২।১৩।১।১৩০ পৃঃ)। সুতরাং শারীরকভাষ্যকার ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য বিজ্ঞানী, অর্থাৎ 'ভাবমুখে ব্রহ্মস্থিত' ছিলেন, ইহা পূর্বোদ্ধৃত তাঁহার স্ববাণী এবং ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাণী হইতে সিদ্ধ হয়।

১২। অগ্নিহোত্রাদ্যধিকরণম্। [১৬-১৭ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—চিত্তশুদ্ধি ও বিবিদিষোৎপত্তিদ্বারে ব্রহ্মবিদ্যোৎপাদক এবং প্রতিবন্ধের নিবর্ত্তক হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যাবলে নিত্যনৈমিত্তিক পুণ্যকর্ম্মের নাশ হয় না। [যাহা সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তির প্রতি এবং পাপাদি প্রতিবন্ধকের নিরাকরণদ্বারা সগুণবিদ্যাপরিপালনের প্রতি হেতু, তাহাকে বিনষ্ট বলা যায় না; যেমন ভক্ষিত অন্নকে কেহ বিনষ্ট মনে করে না, ইহাই ভাব]।

অধিকরণসঙ্গতি—"উভে উ হ এব এষঃ এতে তরতি" (বৃঃ ৪।৪।২২), এই উৎসর্গতঃ (—সামান্যভাবে, অবিশেষভাবে) যাবতীয় অনারব্ধফল পুণ্যপাপের নাশবোধক বাক্যবলে ৪।১।১০ অধিকরণে যাবতীয় অনারব্ধফল (—সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ) পুণ্যের নাশ প্রতিপাদিত হওয়ায় নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মজনিত তাদৃশ পুণ্যেরও নাশ প্রাপ্ত হইয়া পড়ে বলিয়া প্রস্তাবিত অধিকরণে তাহার অপবাদ প্রদর্শিত হইতেছে। সেইহেতু উক্ত ৪।১।১০ অধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **উৎসর্গ-অপবাদসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—ব্রহ্মজ্ঞানের অবান্তর ফল পুণ্যপাপের নিবৃত্তিবিচারপ্রসঙ্গে পুনঃ তাহার সাধনবিষয়ক বিচার হইতেছে বলিয়া এই পাদের সহিত এই অধিকরণের **প্রসঙ্গসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়। **অথবা** ব্রহ্মবিদ্যার সামর্থ্যবলে অনারব্ধফল যাবতীয় কর্ম্মের নাশ হইলেও নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মস্থলে তাহার অপবাদ প্রদর্শিত হওয়ায় ইহার **আপবাদিকী সঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

নশ্যেন্নো বাগ্নিহোত্রাদি নিত্যং কর্ম্ম বিনশ্যতি।
যতোহয়ং বস্তুমহিমা ন ক্বচিৎ প্রতিহন্যতে ॥

ভাবদীপিকা [নির্গুণব্রহ্মবিদের ভাবমুখে স্থিতি]

তাহা ভাবমুখাবস্থা। তাহাতে পর্য্যবসিত অর্থ হইল—যে অবস্থাতে নিজেতে এবং যাবতীয় বস্তুতে ব্রহ্মবস্তুই মুখ্যভাবে জ্ঞাপিত, অর্থাৎ প্রকাশিত হন, তাহা 'ভাবমুখাবস্থা'। কিন্তু সর্ব্বতোভাবে স্বতঃপ্রকাশ ব্রহ্মবস্তুর প্রকাশে মুখ্যতা কি ? বলিতেছি—অস্মদাদির দৃষ্টিতে দ্রষ্টা স্বয়ং এবং ঘটপটাদি যাবতীয় বস্তুই ব্রহ্মভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়; ভাবমুখাবস্থের দৃষ্টিতে কিন্তু সেই সমস্ত বস্তুই গৌণভাবে তদ্রূপে [নতুবা ঘটকে ঘট বলা এবং তদ্রূপে ব্যবহার করা চলে না], এবং মুখ্যভাবে ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ তাঁহার দৃষ্টিতে জগৎ যে সদ্রূপে প্রতিভাত হয়, তাহা জগদ্রূপে সৎ নহে, পরন্তু ব্রহ্মরূপে সৎ, ইহাই এখানে ব্রহ্মবস্তুর প্রকাশে বিবক্ষিত মুখ্যতা।

[প্রসঙ্গের উপসংহার]

যাহাহউক্ এইরূপে নির্ণীত হইল—ঈশ্বরেচ্ছায় **নিষেধমুখে** ব্রহ্মস্থিত বিস্মৃতপ্রায়-প্রপঞ্চ মমাহংভাববর্জ্জিত নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদের দৃষ্টিতে জগৎপ্রপঞ্চ দর্পণপটের ন্যায়, অথবা ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যারূপে প্রতিভাত হয়। আবার ঈশ্বরেচ্ছায় **ভাবমুখে** ব্রহ্মস্থিত সবিকল্পাবস্থাতে উপনীত, সুতরাং অবিলীনজ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়াদিবিকল্প, কথঞ্চিৎ বিকসিতাহংভাব নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদের দৃষ্টিতে জগৎপ্রপঞ্চ সদ্রূপে (—ব্রহ্মরূপে) প্রতিভাত হয়; ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। (ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে এই বিচার আমাদের)। অনারব্ধাধিকরণ সমাপ্ত।

[ন্যায়মালা—] অনুষক্তফলাংশস্য নাশেঽপ্যন্যো ন নশ্যতি ।
বিদ্যায়ামুপযুক্তত্বাৎ ভা ব্য শ্লে ষ স্তু কাম্যবৎ ॥

অন্বয়—অগ্নিহোত্রাদি নিত্যং কর্ম্ম নশ্যেৎ, নো বা ? বিনশ্যতি, যতঃ অয়ং বস্তুমহিমা ন কচিৎ প্রতিহন্যতে। অনুষক্তফলাংশস্য নাশে অপি বিদ্যায়াম্ উপযুক্তত্বাৎ অন্যঃ ন নশ্যতি। ভাষ্যশ্লেষস্তু কাম্যবৎ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[অগ্নিহোত্রাদিনিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মাণি বিষয়ঃ। "উভে উ হ এব এষঃ এতে তরতি" (বৃঃ ৪.৪।২২), ইতি সাধারণশ্রুতেঃ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" (ঐ), ইতি বিবিদিষাশ্রুতেশ্চ ভবতি সংশয়ঃ—জ্ঞানাৎ পূর্ব্বম্ ইহ জন্মনি জন্মান্তরে বা অনুষ্ঠিতম্] অগ্নিহোত্রাদি নিত্যং কর্ম্ম [ব্রহ্মজ্ঞানেন] নশ্যেৎ, নো বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—[কাম্যকর্ম্মবৎ অগ্নিহোত্রাদিনিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম অপি] বিনশ্যতি, যতঃ [অকর্ত্রাত্মবস্তুবোধস্য সর্ব্বকর্ম্মনাশকত্বরূপঃ] অয়ং বস্তুমহিমা ন কচিৎ প্রতিহন্যতে।

সিদ্ধান্ত— [দ্বৌ অংশৌ নিত্যকর্ম্মণঃ। একঃ অংশঃ প্রাধান্যেন চিত্তশুদ্ধিপ্রদঃ, অপরঃ অংশঃ অনুষঙ্গেণ স্বর্গাদিফলপ্রদঃ। তত্র বিদ্যোদয়ে] অনুষক্তফলাংশস্য নাশে অপি বিদ্যায়াম্ উপযুক্তত্বাৎ [চিত্তশুদ্ধিপ্রদঃ] অন্যঃ [অংশঃ] ন নশ্যতি। [নহি লোকে ভোগেন উপক্ষীণং ব্রীহ্যাদিকং নষ্টং মন্যন্তে জনাঃ]। ভাষ্যশ্লেষস্তু কাম্যবৎ [ভবতি। যত্তু জ্ঞানাৎ ঊর্দ্ধং নিত্যাদি কর্ম্ম, তস্য কাম্যবৎ অশ্লেষঃ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[অগ্নিহোত্রাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকল বিষয়। "ইনি এই [পুণ্যপাপ] উভয়কেই অতিক্রম করেন", এইপ্রকার সাধারণশ্রুতি (—অবিশেষভাবে যাবতীয় কর্ম্মের ক্ষয়প্রতিপাদিকা শ্রুতি) থাকায় এবং "ব্রাহ্মণগণ সেই ইঁহাকে বেদপাঠ ও যজ্ঞের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন", এইপ্রকার বিবিদিষাপ্রতিপাদিকা শ্রুতি থাকায় সংশয় হয়—ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বে ইহ জন্মে, বা জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত] অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্ম [ব্রহ্মজ্ঞানবলে] বিনষ্ট হয়, অথবা হয় না ?

পূর্ব্বপক্ষ—[কাম্যকর্ম্মের ন্যায় অগ্নিহোত্রাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মও] নাশপ্রাপ্ত হয়, যেহেতু [অকর্ত্তৃস্বরূপ আত্মবস্তুবিষয়ক বোধের সর্ব্বকর্ম্মনাশকত্বরূপ] এই বস্তুমহিমা (—বস্তুর স্বভাব) কোন স্থলে প্রতিহত হয় না।

সিদ্ধান্ত—[নিত্য কর্ম্মের দুইটী অংশ। একটী অংশ প্রধানভাবে চিত্তশুদ্ধিপ্রদ, অপর অংশ অনুষঙ্গভাবে (—অপ্রধানভাবে) স্বর্গাদি ফলপ্রদ। তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হইলে] অনুষক্ত ফলাংশের (—স্বর্গাদিফলপ্রদ অপ্রধান অংশের) নাশ হইলেও ব্রহ্মবিদ্যাতে উপযোগী হওয়ায় [চিত্তশুদ্ধিপ্রদ] অপর অংশ বিনষ্ট হয় না। [যেহেতু লোকমধ্যে ভোগের (—ভক্ষণের) দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত ধান্য প্রভৃতিকে মনুষ্যগণ বিনষ্ট মনে করে না]। ভাষ্যসকলের অসংস্পর্শ কিন্তু কাম্যকর্ম্মের ন্যায় হইয়া থাকে। [অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের পরবর্ত্তিকালে অনুষ্ঠিত যে নিত্যাদি কর্ম্ম, কাম্যকর্ম্মের ন্যায় তাহার অশ্লেষ (—ব্রহ্মবিদের সহিত অসংস্পর্শ) হইয়া থাকে]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, "প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাৎ অস্পর্শনং বরম্", এই ন্যায়বলে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে—চিত্তশুদ্ধিদ্বারে ব্রহ্মবিদ্যোৎপাদক তাহাদের অনুষ্ঠান সিদ্ধ হয়।

অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ ॥৪।১।১৬॥

পদচ্ছেদ—অগ্নিহোত্রাদি, তু, তৎকার্য্যায়, এব, তদ্দর্শনাৎ।

সূত্রার্থ—[নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মজাতং অনারব্ধকার্য্যকর্ম্মবৎ জ্ঞানাৎ ক্ষীয়তে, ন বা ইতি সন্দেহে ; অনারব্ধফলকর্ম্মত্বাবিশেষাৎ ক্ষীয়তে ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] তুশব্দঃ—নিত্যনৈমিত্তিকস্য অগ্নিহোত্রাদেঃ ক্ষয়ং ব্যাবর্ত্তয়তি। **অগ্নিহোত্রাদি**—নিত্যনৈমিত্তিকম্ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মজাতম্, **তৎকার্য্যায় এব**—চিত্তশুদ্ধ্যাদিপরম্পরয়া 'তস্য'—জ্ঞানস্য যৎ কার্য্যম্—অজ্ঞানধ্বংসদ্বারা মুক্তিরূপং ফলং, তস্মৈ এব। [কস্মাৎ ?] **তদ্দর্শনাৎ**—"ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" (বৃঃ ৪।৪।২২), ইতি যজ্ঞাদিশ্রুতৌ নিত্যাদিকর্ম্মণাং 'তস্য'—জ্ঞানহেতুত্বস্য দর্শনাৎ ইত্যর্থঃ। [অতঃ ন তেষাং কাম্যকর্ম্মবৎ নাশঃ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[যাহাদের [ফলদানরূপ] কার্য্য আরব্ধ হয় নাই, সেই [সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ] কর্ম্মসকলের ন্যায় নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকল ব্রহ্মজ্ঞানবলে বিনষ্ট হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; অবিশেষভাবে অনারব্ধফল কর্ম্ম হওয়ায় বিনষ্ট হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] তুশব্দটী—অগ্নিহোত্র প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকলের নাশ নিরাকরণ করিতেছে। **অগ্নিহোত্রাদি**—অগ্নিহোত্র প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকল, **তৎকার্য্যায় এব**—চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি পরম্পরাতে 'তাহার'—ব্রহ্মজ্ঞানের যাহা কার্য্য, অর্থাৎ অজ্ঞানধ্বংসদ্বারা মুক্তিরূপ ফল, তাহার জন্যই। [তাহাতে প্রমাণ কি ? উত্তর—] **তদ্দর্শনাৎ**—যেহেতু, "যজ্ঞের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ জানিতে ইচ্ছা করেন", এই যজ্ঞাদিবোধক শ্রুতিতে নিত্যাদি কর্ম্মসকলের 'তাহা'—জ্ঞানহেতুতা পরিদৃষ্ট হয় [অতএব কাম্যকর্ম্মের ন্যায় তাহাদের নাশ হয় না, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

পুণ্যস্য অপি অশ্লেষবিনাশয়োঃ অঘন্যায়ঃ অতিদিষ্টঃ।১ সঃ অতিদেশঃ সর্ব্বপুণ্যবিষয়ঃ ইতি আশঙ্ক্য প্রতিবক্তি—"অগ্নিহোত্রাদি তু" ইতি।২ তুশব্দঃ আশঙ্কাম্ অপনুদতি।৩ যৎ নিত্যং

ভাষ্যানুবাদ

[পুঃ—নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মজনিত পুণ্যও ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্য। ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিতে তাহাদের উপযোগিতা নাই।]

[৪।১।১০ অধিকরণে] পুণ্যেরও অসংস্পর্শ ও বিনাশে পাপসম্বন্ধিনী যুক্তি [৪।১।৯ অধিকরণ হইতে] অতিদিষ্ট হইয়াছে।১ সেই অতিদেশ সকলপ্রকার পুণ্যকর্ম্মকে বিষয় করে (১), এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] আশঙ্কা করিয়া—

[একদেশী—মোক্ষরূপ একই প্রয়োজন সম্পাদক নিত্যাদিকর্ম্ম জ্ঞাননাশ্য নহে।]

[একদেশী—] প্রত্যাখ্যান করিতেছেন—"অগ্নিহোত্রাদি তু" ইত্যাদি।২ তুশব্দ আশঙ্কাকে অপনোদন করিতেছে।৩ বৈদিক নিত্য কর্ম্ম যে অগ্নিহোত্রাদি, তাহা

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা যখন অনারব্ধকার্য্য যাবতীয় পুণ্যপাপের অশ্লেষ ও বিনাশ হইয়া যায়, তখন অবিশেষভাবে পুণ্যকর্ম্ম হওয়ায় নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মজনিত অনারব্ধকার্য্য পুণ্যেরও অশ্লেষ ও বিনাশ অঙ্গীকার

শাঙ্করভাষ্যম্

কর্ম্ম বৈদিকম্ অগ্নিহোত্রাদি, তৎ তৎকার্য্যায় এব ভবতি, জ্ঞানস্য যৎ কার্য্যং তদেব অস্যাপি কার্য্যম্ ইত্যর্থঃ।৪ কুতঃ?৫ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদিদর্শনাৎ।৬ ননু জ্ঞানকর্ম্মণোঃ বিলক্ষণকার্য্যত্বাৎ কার্য্যৈক্যত্বানুপপত্তিঃ।৭ নৈষঃ দোষঃ, জ্বরমরণকার্য্যয়োঃ অপি দধিবিষয়োঃ গুড়মন্ত্রসংযুক্তয়োঃ তৃপ্তিপুষ্টিকার্য্যদর্শনাৎ।৮ তদ্বৎ কর্ম্মণঃ অপি জ্ঞানসংযুক্তস্য মোক্ষকার্য্যোপপত্তেঃ।৯ ননু অনারভ্যঃ মোক্ষঃ কথম্ অস্য কর্ম্মকার্য্যত্বম্ উচ্যতে?১০ নৈষঃ দোষঃ, আরা-

ভাষ্যানুবাদ

সেই কার্য্যের জন্যই; অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের যাহা কার্য্য (—অবিদ্যাধ্বংসের দ্বারা মোক্ষ) তাহা ইহারও কার্য্য।৪ তাহাতে প্রমাণ কি?৫ [উত্তর—] যেহেতু "বেদাধ্যয়ন যজ্ঞ ও দানের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ সেই ইঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন", ইত্যাদি 'শ্রুতিবাক্যসকল' পরিদৃষ্ট হয়।৬ [শঙ্কা—] কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্মের কার্য্য (—ফল) বিভিন্ন হওয়ায় তাহাদের এককার্য্যতা (—মোক্ষরূপ একই ফলোৎপাদকতা) সঙ্গত নহে।৭ [সমাধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু জ্বর ও মৃত্যু যাহাদের ফল, সেই দধি ও বিষেরও [যথাক্রমে] গুড় ও মন্ত্রসংযুক্ত হইলে তৃপ্তি ও পুষ্টিরূপ ফল পরিদৃষ্ট হয়।৮ তাহার ন্যায় জ্ঞানসংযুক্ত কর্ম্মেরও মোক্ষরূপ ফল যেহেতু সঙ্গত, 'সেইহেতু এককার্য্যতা অসঙ্গত নহে'।৯ [ইহা জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদীর মত]।

[সিঃ—পরম্পরাসম্বন্ধে সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মবিজ্ঞানোৎপত্তির প্রতি হেতু নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্য নহে।]

[সিদ্ধান্তী স্বমত প্রদর্শনের জন্য শঙ্কা করিতেছেন—] কিন্তু [ব্রহ্মস্বরূপভূত] মোক্ষ উৎপাদ্য নহে, ইহা [নিত্যনৈমিত্তিক] কর্ম্মের ফলরূপে, কিপ্রকারে কথিত

ভাবদীপিকা

করিতে হইবে। আলোক এক অন্ধকারকে বিনষ্ট করে, অপর অন্ধকারকে নহে, ইহা অসম্ভব। আর অন্ধকারনিবর্ত্তক আলোকের যেমন অন্ধকার হইতে উৎপত্তি হয় না, তদ্রূপ পুণ্যনিবর্ত্তক ব্রহ্মবিদ্যা নিত্যাদিকর্ম্মজনিত পুণ্য হইতে উৎপন্ন হয়, ইহাও স্বীকার করা যায় না; কারণ বিরোধ এই স্থলে অভিনিষ্ঠ। জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পর বিরোধী, তাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণভাব হইতেই পারে না। সুতরাং ৩।৪।৬ সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণের সিদ্ধান্ত নিরাকৃত হইয়া পড়ে। "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" (বৃঃ ৪।৪।২২), ইত্যাদি বাক্যবলেও সেই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয় না; কারণ বিধিপ্রত্যয় শ্রুত না হওয়ায় মাত্র লট্‌প্রত্যয়ান্ত উক্ত বাক্যটীকে ব্রহ্মবিদ্যার, অথবা যজ্ঞাদির স্তুতিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে; মুক্তির সাধন যজ্ঞাদির বিধিরূপে নহে। আবার নিত্যাদি কর্ম্ম হইতে সগুণব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিও অঙ্গীকার করা যায় না, যেহেতু তদ্বোধক কোন স্পষ্ট শ্রুতিবাক্য উপলব্ধ হইতেছে না। অতএব "প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাৎ অস্পর্শনং বরম্"—'পঙ্ককে প্রক্ষালন করা অপেক্ষা দূরে থাকিয়া শরীরে পঙ্কস্পর্শ হইতে না দেওয়াই ভাল', এই ন্যায়বলে ব্রহ্মবিদ্যার্থীর নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করাই উচিত।

শাঙ্করভাষ্যম্

দুপকারকত্বাৎ কর্ম্মণঃ।১১ জ্ঞানস্যৈব হি প্রাপকং সৎ কর্ম্ম প্রণাড্যা মোক্ষকারণম্ ইতি উপচর্য্যতে।১২ অতএব চ অতিক্রা-

ভাষ্যানুবাদ

হইতেছে ?১০ [সমাধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু কর্ম্ম [পরম্পরাসম্বন্ধে] দূর হইতে উপকারক।১১ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—চিত্তের শুদ্ধতা ও বিবিদিষা উৎপাদনদ্বারা সগুণ ও নির্গুণ-] ব্রহ্মজ্ঞানেরই প্রাপক হওয়ায় কর্ম্ম পরম্পরাভাবে মোক্ষের কারণ, ইহা গৌণভাবে বলা হইতেছে (২)।১২

[সিঃ—নির্গুণব্রহ্মবিদের পরবর্ত্তি কর্ম্ম সম্ভব নহে।]

আর এইহেতুবশতঃ (—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির সমকালে, বা পরবর্ত্তিকালে না থাকিয়া তাহার পূর্ব্বকালেই কর্ম্ম বর্ত্তমান থাকায়) কার্য্যের (—মোক্ষরূপ ফলের)

ভাবদীপিকা

(২) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই— শাস্ত্রকারগণ নিত্যাদিকর্ম্মের এইপ্রকার ফলনির্দ্দেশ করিয়াছেন—"প্রাধান্যেন ফলং শুদ্ধিরার্থিকী কাম্যকর্ম্মণঃ। প্রাধান্যেন মনঃশুদ্ধির্নিত্যস্য ফলমার্থিকম্। কেবলং প্রত্যবায়স্য নিবৃত্তিরিতরস্য তু"॥ (বেদান্তসার, বিদ্বন্মনোঃ ৪, উদ্ধৃত পুরাণবচন)। অর্থ—'কাম্যকর্ম্মের [দ্বারা প্রাপ্তব্য স্বর্গাদি] ফলই প্রধান, চিত্তশুদ্ধি তাহার গৌণফল। মনঃশুদ্ধিই নিত্যকর্ম্মের প্রধান ফল, [স্বর্গাদি] ফল গৌণ। প্রত্যবায়ের নিবৃত্তি (—পাপের পরিহার) কিন্তু অপরের (—নৈমিত্তিক কর্ম্মের) ফল। অতএব সহকারিসহযোগে দধি ও বিষের গুণকার্য্যান্তরোৎপাদকতার ন্যায় শমদমাদিসাধনসহযোগে (৩।৪।২৭সূঃ) নিত্যাদিকর্ম্মের পাপনাশ ও চিত্তশুদ্ধি পরম্পরাতে সগুণ ও নির্গুণ বিদ্যোৎপাদকতা অবশ্যই অঙ্গীকার্য্য। আর জ্ঞান ও কর্ম্ম বিরুদ্ধ জাতীয় হওয়ায় কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে আশঙ্কা করা উচিত নহে, কারণ বিরুদ্ধ জাতীয় হইলেও কাষ্ঠ হইতে অগ্নির উৎপত্তি সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। আবার উদ্গত-অঙ্কুর বীজকে, অথবা ভক্ষিত অন্নকে যেমন বিনষ্ট বলা যায় না; তদ্রূপ ব্রহ্মবিদ্যার অবশ্যম্ভাবি পূর্ব্ববর্ত্তি কারণ চিত্তশুদ্ধি ও বিবিদিষার উৎপাদক নিত্যাদি কর্ম্মজনিত পুণ্যকে জ্ঞাননাশ্য * বলা যায় না। বিবিদিষাবাক্যে (বৃঃ ৪।৪।২২) বিধি শ্রুত না হইলেও অপূর্ব্ব হওয়ায় বিধি অঙ্গীকরণীয়, ইহা ৩।৪।২৭ সূত্রভাষ্যে নির্ণীত হইয়াছে। অতএব ৩।৪।৬ সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণের সিদ্ধান্ত নিরাকৃত হয় না এবং "পঙ্কপ্রক্ষালনন্যায়ের" প্রবৃত্তিও হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল।

* নিত্যকর্ম্মের ফল দুইপ্রকার—১। চিত্তশুদ্ধি ও ২। স্বর্গাদি, ইহা এই অধিকরণের ন্যায়মালাতে এবং অত্রস্থ ভাবদীপিকাতে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চিত্তশুদ্ধিপ্রদ যে ফলাংশ, তাহা সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার উৎপাদক ও পাপনিরাকরণদ্বারা সগুণব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপালক হওয়ায় জ্ঞাননাশ্য নহে। কিন্তু স্বর্গাদিপ্রদ যে ফলাংশ, তাহা অবশ্যই সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্য। সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যোদয়ের সমকালেই তাহা ব্রহ্মবিদ্ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে এবং তাঁহার শরীরত্যাগকালে সুহৃদ্গণে সংক্রমিত (৩।৩৭৪ পৃঃ) হয়। সগুণব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির পরভাবি যে সগুণব্রহ্মবিদের নিত্যাদি কর্ম্ম, তাহার বিনিয়োগও এইপ্রকার হইবে, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিপ্রদ অংশ বিদ্যার প্রতিপালন করিবে এবং স্বর্গাদিপ্রাপক অংশ মৃত্যুকালে সুহৃদ্গণে সংক্রামিত হইবে। অকর্ত্তৃস্বরূপতাপ্রাপ্ত নির্গুণব্রহ্মবিদের বিদ্যোৎপত্তির পরভাবি নিত্যাদি কর্ম্ম অধিকারবিধির বাধবশতঃ সম্ভবই নহে৭ এই সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অবিষয়ম্ এতৎ কার্ৎস্ন্যকত্বাভিধানম্।১৩ নহি ব্রহ্মবিদঃ আগামি অগ্নিহোত্রাদি সম্ভবতি, অনিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বপ্রতিপত্তেঃ শাস্ত্রস্য অবিষয়ত্বাৎ।১৪ সগুণাসু তু বিদ্যাসু কর্তৃত্বানতিবৃত্তেঃ * সম্ভবতি আগামি অপি অগ্নিহোত্রাদি।১৫ তস্যাপি নিরভিসন্ধিনঃ কার্য্যান্তরাভাবাৎ বিদ্যাসঙ্গত্যুপপত্তিঃ।১৬॥৪।১।১৬॥

* 'কর্তৃত্বানিবৃত্তেঃ' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

একত্ববিষয়ক এই কথন অতিক্রান্তবিষয়ক (—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির পূর্ববভাবি নিত্যাদিকর্ম্মবিষয়ক।১৩ জ্ঞান ও কর্ম্মের সহভাব সম্ভব নহে, ইহা বলিতেছেন—নির্গুণ-] ব্রহ্মবিদের আগামি অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম নিশ্চয়ই সম্ভব নহে, কারণ বিধির অবিষয় ব্রহ্ম আত্মরূপে বিজ্ঞাত হওয়ায় [নির্গুণব্রহ্মবিৎ পুরুষ] শাস্ত্রের বিষয় নহেন (—শাস্ত্র নির্গুণব্রহ্মাত্মবিৎকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে পারেন না)।১৪

[সিঃ—সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে সাক্ষাৎ ও পরম্পরাভাবে নিত্যাদিকর্ম্মের উপযোগিতা।]

[সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিতে পরম্পরভাবে উপযোগ প্রদর্শন করিয়া সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে নিত্যাদিকর্ম্মের সাক্ষাৎ উপযোগিতা (—সমুচ্চয়) প্রদর্শন করিতেছেন—] সগুণব্রহ্মবিদ্যাসকলে কিন্তু কর্তৃত্বের অতিবৃত্তি (—অতিক্রমণ, নিবৃত্তি) না হওয়ায় আগামি (—ইষ্টসাক্ষাৎকারের পরভাবি) অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মও সম্ভব।১৫ [কিন্তু সগুণবিদ্যোৎপত্তির পরেও অনুষ্ঠিত হইলে স্বভাবতঃ পুণ্যলোকপ্রাপক নিত্যাদি কর্ম্ম সগুণব্রহ্মবিদের অল্প ফলের হেতু হইয়া পড়িবে; সুতরাং বিদ্যার সহিত তাহাদের সহাবস্থান কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে ? উত্তর—] ফলাকাঙ্ক্ষারহিত তাহারও (—নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মেরও) অন্য কার্য্যের (—ফলের) অভাববশতঃ ব্রহ্মবিদ্যার সহিত সঙ্গতি (—সহাবস্থিতি) যুক্তিসঙ্গত (৩)।১৬॥৪।১।১৬॥

ভাবদীপিকা

[সগুণব্রহ্মবিদের নিত্যাদি কর্ম্ম অবশ্যানুষ্ঠেয়]

(৩) ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলিয়াছেন—"আরব্ধায়াম্ উপাসনায়াম্ আপ্রায়ণম্ অনুবর্তনীয়ায়াং প্রতিবন্ধকপাপসম্ভবেন তন্নিবারকরণদ্বারা বিদ্যাস্বরূপোপযোগসম্ভবাৎ", ইত্যাদি। পরিমলকার বলিয়াছেন—"সগুণবিদ্যায়াঃ ফলভূয়স্ত্বার্থং কর্ম্মসাপেক্ষত্বেন বিদ্যাকর্ম্মণোঃ একস্মিন্ পুরুষে সাহিত্যোপপত্ত্যা" (৩।৪।১১ সূঃ), "উপাসনাসহকারিত্বেন নিত্যত্বেন চ উপাসনাকালেঽপি অনুষ্ঠেয়ানাম্" (৪।১।১৬-১৭ সূঃ), ইত্যাদি। অতএব সগুণব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির পরভাবি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকল অনিবৃত্তকর্তৃত্ব সগুণব্রহ্মবিদের পাপনিবৃত্তিকরতঃ বিদ্যার প্রতিপালন ও ফলাধিক্য সম্পাদনদ্বারা [ফলাধিক্য বিষয়ে অসঙ্গতি ৩।৫৮৩ পৃঃ দ্রঃ] চরিতার্থ হয়। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম পাপাদি প্রতিবন্ধক নিবৃত্তির হেতু, সেই বিষয়ে শ্রুতি এই—"ধর্ম্মেণ পাপম্ অপনুদতি" (ঐতঃ আঃ ১০।৬৩।৭), "বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"॥ (ঈশঃ ১১)। [এই স্থলে বিদ্যাশব্দের অর্থ—দেবতাজ্ঞান, অর্থাৎ সবিশেষবিদ্যা, উপাসনা; 'অবিদ্যা'—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, 'মৃত্যু'—স্বাভাবিক কর্ম্ম, অর্থাৎ

শাঙ্করভাষ্যম্—কিং বিষয়ং পুনঃ ইদম্ অশ্লেষবিনাশবচনম্ ?১ কিং বিষয়ং বা অদঃ বিনিয়োগবচনম্ একেষাং শাখিনাম্ "তস্য পুত্রাঃ দায়ম্ উপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্" (শাট্যায়নশ্রুতি) ইতি ?২ অতঃ উত্তরং পঠতি—

ভাষ্যানুবাদ—[নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের বিবিদিষোৎপাদনদ্বারে ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তিতে উপযোগ হয়, কাম্যকর্ম্মজনিত অনারব্ধকার্য্য কর্ম্মসকল বিদ্যোদয়ে নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়, উপভুক্তফল সেই কর্ম্ম স্বতঃই বিনষ্ট হয়, প্রারব্ধকর্ম্ম একমাত্র ভোগদ্বারাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বিদ্যোৎপত্তির পরবর্ত্তিকালে অর্জ্জিত পুণ্যপাপের সহিত ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধই হয় না। সুতরাং ব্রহ্মবিদের সহিত পুণ্যপাপের] এই অসম্বন্ধ ও বিনাশবোধক বচন কাহাকে (—কোন্ পুণ্যপাপকে) বিষয় করে ?১ আর কোন কোন শাখাধ্যায়িগণের "তাঁহার পুত্রগণ ধন প্রাপ্ত হয়, সুহৃদ্‌গণ পুণ্যকর্ম্মকে এবং দ্বেষকারিগণ পাপকর্ম্মকে প্রাপ্ত হয়", ইত্যাদি ঐ বিনিয়োগবচন কাহাকে (—কোন্ পুণ্যপাপকে) বিষয় করে ?২ এইহেতু [—এইপ্রকার সংশয় হয় বলিয়া, সিদ্ধান্তী] উত্তর দিতেছেন—

অতোঽন্যাপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ॥৪।১।১৭॥

পদচ্ছেদ—অতঃ, অন্যা, অপি, হি, একেষাম্, উভয়োঃ।

সূত্রার্থ—অতঃ—অগ্নিহোত্রাদেঃ কর্ম্মণঃ, **অন্যা অপি**—পৃথগ্‌ভূতা কাম্যলক্ষণা সাধুকৃত্যা পাপকৃত্যা চ [অস্তি]। **একেষাম্**—একেষাং শাখিনাং [তয়োঃ বিনিয়োগঃ এবং উক্তঃ "সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্" ইতি ; তয়োঃ জ্ঞানানুপকারকত্বাৎ। তচ্চ অনুপকারকত্বম্] **উভয়োঃ** -জৈমিনিবাদরায়ণয়োঃ আচার্য্যয়োঃ সম্মতম্ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—অতঃ- অগ্নিহোত্রাদি [নিত্যনৈমিত্তিক] কর্ম্ম হইতে, **অন্যা অপি**—পৃথগ্‌ভূত কাম্যাত্মক পুণ্যকর্ম্ম এবং পাপকর্ম্মও আছে। **একেষাম্**- কোন কোন শাখাধ্যায়িগণের [সেই কর্ম্মদ্বয়ের বিনিয়োগ এইপ্রকারে কথিত হইয়াছে—"সুহৃদ্‌গণ পুণ্যকর্ম্মকে, দ্বেষকারিগণ পাপকর্ম্মকে প্রাপ্ত হয়", ইত্যাদি ; যেহেতু তাহারা জ্ঞানোৎপত্তিতে

ভাবদীপিকা

প্রতিবন্ধকীভূত পাপ ; 'অমৃতত্ব'—দেবতাত্মভাব]। এই বিষয়ে স্মৃতি এই—"তপো বিদ্যাচ বিপ্রস্য নৈঃশ্রেয়সকরং পরম্। তপসা কল্মষং হন্তি বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" ॥ ইত্যাদি। কিন্তু সগুণব্রহ্মবিৎকে বিদ্যোৎপত্তির পরেও নিত্যাদিকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে, সেই বিষয়ে প্রমাণ কি ? উত্তর—"স্বাধ্যায়ম্ অধীয়ানঃ...এবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষম্ ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্পদ্যতে" (ছাঃ ৮।১৫।১), ইত্যাদি এই শ্রুতিই সেই বিষয়ে প্রমাণ। অতএব সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির পূর্ব্বভাবী নিত্যাদি কর্ম্মের চিত্তশুদ্ধিপ্রদ অংশসকল তত্তৎ বিদ্যোৎপত্তিদ্বারা এবং আমৃত্যু উপাসনাভ্যাসকারী সগুণব্রহ্মবিৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বিদ্যোৎপত্তির পরভাবী তাহারা পাপাদিপ্রতিবন্ধক নিরাকরণদ্বারা বিদ্যাপ্রতিপালনে সহায়ক হয় বলিয়া কাম্যকর্ম্মজনিত পুণ্যের ন্যায় তাহাদের সম্পূর্ণরূপে অশ্লেষবিনাশ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল।

উপকারক (—সহায়ক হেতু) নহে। আর সেই অনুপকারকতা] উভয়োঃ—আচার্য্য জৈমিনি ও বাদরায়ণ উভয়ের সম্মত।

শাঙ্করভাষ্যম্

অতঃ অগ্নিহোত্রাদেঃ নিত্যাৎ কর্ম্মণঃ অন্যাপি হি অস্তি সাধুকৃত্যা যা ফলম্ অভিসন্ধায় ক্রিয়তে, তস্যাঃ এষঃ বিনিয়োগঃ উক্তঃ একেষাং শাখিনাম্ 'সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাম্ উপযন্তি' (শাট্যায়নশ্রুতি) ইতি।১ তস্যাঃ এব চ ইদম্ অঘবদ্ অশ্লেষবিনাশনিরূপণম্ "ইতরস্যাপি এবম্ অসংশ্লেষঃ" (৪।১।১৪) ইতি।২ তথাজাতীয়কস্য কাম্যস্য কর্ম্মণঃ বিদ্যাং প্রতি অনুপকারকত্বে সম্প্রতিপত্তিঃ উভয়োঃ অপি জৈমিনিবাদরায়ণয়োঃ আচার্য্যয়োঃ।৩।৪।১।১৭॥

ইতি দ্বাদশম্ অগ্নিহোত্রাদ্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—কাম্যকর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যোৎপাদক নহে। কাম্যকর্ম্মজনিত পুণ্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মজনিত পাপই অশ্লেষবিনাশবচনের এবং সুহৃদাদিকর্ত্তৃক গ্রহণের বিষয়।]

এই অগ্নিহোত্রাদি নিত্য [নৈমিত্তিক] কর্ম্ম হইতে ভিন্ন অন্য প্রসিদ্ধ পুণ্যকর্ম্মও আছে (৪), যাহা ফলকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া অনুষ্ঠিত হয়; কোন কোন শাখাধ্যায়িগণের পাঠে "সুহৃদ্‌গণ পুণ্যকর্ম্মকে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি এই বিনিয়োগ তাহারই (—সেই কাম্যকর্ম্মজনিত পুণ্যেরই) কথিত হইয়াছে (৫)।১ আর "ইতরস্যাপি এবম্ অসংশ্লেষঃ", এইপ্রকারে তাহারই (—সেই কাম্যকর্ম্মজনিত পুণ্যেরই) পাপের ন্যায় এই অসংস্পর্শ ও বিনাশ নিরূপিত হইয়াছে।২ সেই জাতীয় কাম্যকর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি উপকারক নহে, এই বিষয়ে আচার্য্য জৈমিনি ও বাদরায়ণ উভয়েরই সম্মতি আছে।৩।৪।১।১৭॥ অগ্নিহোত্রাদ্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৪) এই স্থলে উক্ত না হইলেও পাপের হেতুভূত নিষিদ্ধ কর্ম্মকেও গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও মূলতঃ সুখরূপ ফলকামনার বশেই মনুষ্যকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া পড়ে। এই সকল কর্ম্মই "দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্", ইত্যাদি শ্রুতির বিষয়।

[বিনাশশব্দের গৌণার্থ। পরিত্যক্ত পুণ্যপাপের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিদেই অবস্থিতি।]

(৫) সংশয় হয়—"উত্তরপূর্ব্বাঘয়োঃ অশ্লেষবিনাশৌ" (৪।১।১৩), "ইতরস্যাপি এবম্ অসংশ্লেষঃ" (৪।১।১৪), ইত্যাদি স্থলে বিনাশশব্দের যথাক্রমে প্রয়োগ ও অধ্যাহার হওয়ায় অনারব্ধকার্য্য পুণ্যপাপের 'নিঃশেষে ধ্বংসই' অবগত হওয়া যায়। সুতরাং যাহা বিনষ্ট হয়, তাহা অপরকর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারে না বলিয়া ৩।৩।১৫ হান্যধিকরণ, ১ম বর্ণকে প্রতিপাদিত সুহৃদ্ ও দ্বেষকারী কোন্ পুণ্যপাপকে গ্রহণ করে? তদুত্তরে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিলেন—"তস্যাঃ এষঃ বিনিয়োগঃ উক্তঃ" * ইত্যাদি। সুতরাং অবগত হওয়া যাইতেছে—উক্ত বিনাশ-

* ভগবান্ ভাষ্যকারের নামে প্রচলিত "তত্ত্ববোধ" নামক গ্রন্থে "সঞ্চিতং কর্ম্ম ব্রহ্মৈবাহমস্মি ইতি নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানেন নশ্যতি" (৪৪ কণ্ডিকা), "যে জ্ঞানিনং স্তুবন্তি তান্ প্রতি জ্ঞানিকৃতম্ আগামি পুণ্যং গচ্ছতি; যে জ্ঞানিনং নিন্দন্তি…তান্ প্রতি জ্ঞানিকৃতং সর্ব্বম্ আগামিক্রিয়মাণং যদবাচ্যং কর্ম্ম পাপাত্মকং তদ্ গচ্ছতি" (৪৫ কঃ), ইত্যাদি এইপ্রকারে সঞ্চিত কর্ম্মের নাশ ও আগামি কর্ম্মের সুহৃদ্ এবং দ্বেষকারীতে গমন বর্ণিত হইয়াছে। ফলে অত্রস্থ এবং ৪।১।১৩ ও ১৪ সূত্র এবং তাহার ভাষ্যের বিরোধ প্রতিভাত হইতেছে, কারণ এই সকল স্থলে সঞ্চিত কর্ম্মের

১৩। বিদ্যাজ্ঞানসাধনত্বাধিকরণম্। [১৮ সূত্র]

[যদেবাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—অঙ্গাশ্রিতোপাসনাযুক্ত ও তদ্বিহীন নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম পাপনিরাকরণ ও চিত্তশুদ্ধিদ্বারে যথাক্রমে শীঘ্র ও বিলম্বে ব্রহ্মবিদ্যোৎপাদক।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে বিচারিত নিত্যাদিকর্ম্মরূপ বিষয়কে অবলম্বনকরতঃ এই বিচার আরব্ধ হওয়ায় এই অধিকরণের **একবিষয়ত্বসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—[ব্রহ্মবিদ্যোৎপাদক নিত্যাদিকর্ম্মকে বিদ্যাযুক্ত হইতেই হইবে, এইপ্রকার নিয়ম নাই ; ইহা প্রতিপাদিত হওয়ায় প্রসঙ্গতঃ সাধনবিষয়ক বিচার হইতেছে বলিয়া এই পাদের সহিত এই অধিকরণের **প্রাসঙ্গিকী সঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

কিমঙ্গোপাস্তিসংযুক্তমেব বিদ্যোপযোগ্যুত ।
কেবলং বা প্রশস্তত্বাৎ সোপাস্ত্যেবোপযুজ্যতে ॥
কেবলং বীর্য্যবদ্বিদ্যাসংযুক্তং বীর্য্যবত্তরম্ ।
ইতি শ্রুতেস্তারতম্যাদুভয়ং জ্ঞানসাধনম্ ॥

অন্বয়—কিম্ অঙ্গোপাস্তিসংযুক্তম্ এব বিদ্যোপযোগী, উত কেবলং বা? প্রশস্তত্বাৎ সোপাস্তি এব উপযুজ্যতে। 'কেবলং বীর্য্যবৎ, বিদ্যাসংযুক্তং বীর্য্যবত্তরম্', ইতি শ্রুতেঃ উভয়ং তারতম্যাৎ জ্ঞানসাধনম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[অগ্নিহোত্রাদিনিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মাণি অত্রাপি বিষয়ঃ। বিদ্যাসাধনং নিত্যাদিকর্ম্ম দ্বিবিধং সম্ভাব্যতে, অঙ্গাববদ্ধোপাস্তিসহিতম্, তদ্রহিতং চ। "ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" (বৃঃ ৪।৪।২২), ইতি যজ্ঞাদীনাম্ অবিশেষেণ আত্মবেদনাঙ্গত্বেন শ্রবণাৎ, "যদেব

ভাবদীপিকা

শব্দের অর্থ 'নিঃশেষে ধ্বংস' নহে ; তবে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মবিৎকর্ত্তৃক ত্যক্ত হওয়ায় (৩।৩।১৫ অধিঃ ২ বর্ণক) তাঁহাদিগকে ফলদান করিতে পারে না বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে ফলতঃ তাহারা বিনষ্টই হইয়া পড়ে, এইপ্রকার গৌণার্থে উক্ত শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। নির্গুণব্রহ্মবিদ্যোদয়ের এবং উপাস্যসাক্ষাৎকারের সমকালে, অথবা সগুণব্রহ্মবিদ্যা ফলাভিমুখী (৩।৩৭৪ পৃঃ) হইলে উভয়প্রকার ব্রহ্মবিৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সেই সকল পুণ্যপাপই তাঁহাদের শরীরত্যাগকালে সুহৃদ্ ও দ্বেষকারীতে গমন করে (৩।৩৫৯ পৃঃ), ইহাই অবগত হইতে হইবে। **ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার** ও **পরিমলকার** এইপ্রকারেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—"যয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ অশ্লেষবিনাশৌ তয়োঃ এব সুহৃদ্দ্বিষৎসংক্রমণম্" (ব্রঃ ভরণ)। "যয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ সাক্ষাৎকারে সতি অশ্লেষবিনাশৌ তয়োঃ এব দেহবিয়োগকালে সুহৃদ্দ্বিষৎসংক্রমণম্" (পরিঃ), ইত্যাদি। চন্দ্রকান্তমণিরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ বহ্নির দাহিকাশক্তি নিরোধের ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যারূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ মৃত্যুকালপর্য্যন্ত ব্রহ্মবিদে অবস্থানকারী সেই পরিত্যক্ত পুণ্যপাপ তাঁহাকে ফলদান করিতে না পারিলেও সুহৃদ্ ও দ্বেষকারীতে সংক্রমিত তাহারা প্রতিবন্ধকের অভাববশতঃ ফলদায়ক হইবে, এই বিষয়ে সংশয় হওয়া উচিত নহে। অগ্নিহোত্রাদ্যধিকরণ সমাপ্ত।

বিনাশ এবং ক্রিয়মাণ কর্ম্মের অশ্লেষ প্রতিপাদনকরতঃ ৩।৩।২৬ এবং অত্রস্থ সূত্রভাষ্যে সেই সকলপ্রকার কর্ম্মেরই সুহৃদ্ ও দ্বেষকারীতে সংক্রমণ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং 'তত্ত্ববোধ' গ্রন্থের রচয়িতা কে, তাহা চিন্তনীয়।

বিদ্যয়া করোতি...তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" (ছাঃ ১।১।১০), ইতি বিদ্যাসংযুক্তানাং তেষাং বিশিষ্টত্বাবগমাৎ চ ভবতি সংশয়ঃ—] কিম্ অঙ্গোপাস্তিসংযুক্তম্ এব [নিত্যাদিকর্ম্ম] বিদ্যোপযোগি, উত কেবলং বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—প্রশস্তত্বাৎ সোপাস্তি এব [কর্ম্ম বিদ্যোৎপত্তৌ] উপযুজ্যতে ; [ন তু উপাস্তিরহিতম্ ।

সিদ্ধান্ত—["যদেব বিদ্যয়া করোতি.. তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" (ছাঃ ১।১।১০) ইত্যত্র] 'কেবলং [কর্ম্ম] বীর্য্যবৎ, বিদ্যাসংযুক্তং বীর্য্যবত্তরং' ইতি শ্রুতেঃ [সোপাসনস্য কর্ম্মণঃ অতিশয়েন বীর্য্যম্ অস্তি ইতি বদন্তী শ্রুতিঃ নিরুপাসনস্যাপি বীর্য্যমাত্রম্ অভ্যনুজানাতি। অন্যথা তরপ্‌প্রত্যয়ানুপপত্তিঃ। তস্মাৎ সোপাসনং নিরুপাসনং চ এতদ্] উভয়ং [নিত্যাদিকর্ম্ম] তারতম্যাৎ জ্ঞানসাধনম্ ।

অনুবাদ

সংশয়—[অগ্নিহোত্রাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম এখানেও বিষয়। ব্রহ্মবিদ্যার সাধন নিত্যাদি কর্ম্ম দুইপ্রকারে সম্ভব হইয়া থাকে, কর্ম্মাঙ্গসম্বদ্ধ উপাসনার সহিত এবং তদ্-রহিত। "ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন", এইপ্রকারে যজ্ঞাদি আত্মজ্ঞানের অঙ্গরূপে অবিশেষভাবে শ্রুতিতে পঠিত হওয়ায় এবং "যাহাই বিদ্যাসংযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হয়,...তাহাই অধিকতর বীর্য্যবৎ (—ফলপ্রদ) হইয়া থাকে", এইপ্রকারে বিদ্যাসংযুক্ত তাহাদের বৈশিষ্ট্যের অবগতি হওয়ায় সংশয় হয়—] অঙ্গোপাসনাসংযুক্ত [নিত্যাদিকর্ম্মই] ব্রহ্মবিদ্যার [উৎপত্তিতে উপযোগি, অথবা কেবল (—উপাসনারহিত) 'তাহারা উপযোগি' ?

পূর্ব্বপক্ষ- প্রশস্ত হওয়ায় উপাসনাযুক্ত [কর্ম্মই ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তিতে] উপযোগি হইয়া থাকে ; [কিন্তু উপাসনারহিত নহে]।

সিদ্ধান্ত—["যাহাই বিদ্যাসংযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হয়....তাহাই অধিকতর ফলপ্রদ হইয়া থাকে", ইত্যাদি এই স্থলে] 'কেবল (—উপাসনাহীন, কর্ম্ম] বীর্য্যযুক্ত এবং উপাসনাযুক্ত [তাহা] অধিকতর বীর্য্যযুক্ত', এইপ্রকার শ্রুতি থাকায় [উপাসনাযুক্ত কর্ম্মের অতিশয় বীর্য্য (—ফলদানসামর্থ্য) আছে, এইপ্রকার বর্ণনাকারিণী শ্রুতি উপাসনাবিহীনেরও বীর্য্যমাত্র অঙ্গীকার করিতেছেন। ইহা স্বীকার না করিলে 'তরপ্' প্রত্যয়ের অসঙ্গতি হইবে। সেই-হেতু উপাসনাযুক্ত এবং উপাসনাবিহীন, এই] উভয় প্রকার [নিত্যাদি কর্ম্ম] তরতমভাবে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন হইয়া থাকে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনারহিত নিত্যাদি কর্ম্ম পাপনাশ ও চিত্তশুদ্ধিদ্বারে ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু নহে। সিদ্ধান্তে—তাহাও তাহার হেতু।

যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥৪।১।১৮॥

পদচ্ছেদ—'যদেব বিদ্যয়া', ইতি, হি।

সূত্রার্থ—[কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনাসহিতম্ এব নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানার্থম্ অনুষ্ঠেয়ম্ ইতি নিয়মঃ, উত উপাস্তিসহিতং তদ্রহিতং বা তৎ অনুষ্ঠেয়ম্ ইতি অনিয়মঃ, ইতি সংশয়ে ; 'নিয়মঃ' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্ত—অনিয়মঃ এব যুক্তঃ। কুতঃ ?] **হি**—যস্মাৎ, **'যদেব বিদ্যয়া' ইতি**—"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং

ভবতি" (ছাঃ ১।১।১০) ইতি শ্রুতিঃ [বিদ্যাসহিতস্য কর্ম্মণঃ বীর্য্যবত্তরত্বং ব্রুবতী বিদ্যাহীনস্য কর্ম্মণঃ বীর্য্যবত্ত্বং দর্শয়তি। তচ্চ কেবলস্য কর্ম্মণঃ জ্ঞানহেতুত্বে যুক্তং স্যাৎ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম অঙ্গাশ্রিত উপাসনার সহিতই অনুষ্ঠিত হইবে, এইপ্রকার নিয়ম হইবে; অথবা উপাসনাসহিত, বা উপাসনারহিত তাহা অনুষ্ঠিত হইবে, এইপ্রকার অনিয়ম হইবে; এইপ্রকার সংশয় হইলে; 'নিয়ম' হইবে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—অনিয়মই (—সামর্থ্যানুসারে উপাসনাসহিত, বা তদ্রহিতভাবে অনুষ্ঠানই) যুক্তিসঙ্গত। তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] **হি**—যেহেতু **'যদেব বিদ্যয়া' ইতি**—"যাহাই বিজ্ঞানযুক্ত (—উদ্‌গীথাদি উপাসনাযুক্ত), শ্রদ্ধা ও উপনিষদ্‌যুক্তরূপে (—দেবতাবিষয়ক উপাসনারূপ যোগযুক্তরূপে) অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই বীর্য্যবত্তর (—অধিকতর ফলপ্রদ) হইয়া থাকে", এই শ্রুতি [বিদ্যাযুক্ত (—উপাসনাযুক্ত) কর্ম্মের অধিকতর বীর্য্যবত্তা বর্ণনাকরতঃ বিদ্যাহীন কর্ম্মের বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন করিতেছেন। আর তাহা (—বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন) কেবল (—উপাসনাবিহীন) কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু হইলে হয় সঙ্গত, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

সমধিগতম্ এতদ্ অনন্তরাধিকরণে নিত্যম্ অগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম মুমুক্ষুণা মোক্ষপ্রয়োজনোদ্দেশেন কৃতম্ উপাত্তদুরিতক্ষয়-হেতুত্বদ্বারেণ সত্ত্বশুদ্ধিকারণতাং প্রতিপদ্যমানং মোক্ষপ্রয়োজন-ব্রহ্মাধিগমনিমিত্তত্বেন ব্রহ্মবিদ্যয়া সহ এককার্য্যং ভবতি ইতি।১ তত্র অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মাঙ্গব্যপাশ্রয়বিদ্যাসংযুক্তং কেবলং চ অস্তি।২ "যঃ এবং বিদ্বান্ যজতি", "যঃ এবং বিদ্বান্ জুহোতি", "যঃ এবং বিদ্বান্ শংসতি", "যঃ এবং বিদ্বান্ গায়তি", "তস্মাৎ এবংবিদম্ এব ব্রহ্মাণং কুর্ব্বীত, ন অনেবংবিদম্" (ছাঃ ৪।১৭।১০), "তেন উভৌ কুরুতঃ যশ্চ এতৎ এবং বেদ যশ্চ ন বেদ" (ছাঃ ১।১।১০),

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি প্রদর্শন। বিষয় ও সংশয়। পূঃ—উপাসনাযুক্ত কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যার হেতু, উপাসনাবিহীন কর্ম্ম নহে।]

অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণে ইহা সম্যগ্‌রূপে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, মুমুক্ষুকর্ত্তৃক মোক্ষরূপ ফলের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্রাদি নিত্য [নৈমিত্তিক] কর্ম্ম অর্জ্জিতপাপক্ষয়ের হেতুতাকে দ্বারকরতঃ চিত্তশুদ্ধির কারণতাকে প্রাপ্ত (—চিত্তশুদ্ধির হেতু) হইয়া মোক্ষ যাহার ফল, সেই ব্রহ্মাবগতির নিমিত্তরূপে ব্রহ্মবিদ্যার সহিত [মোক্ষরূপ] একই কার্য্যসম্পাদক হইয়া থাকে, ইত্যাদি।১ সেই স্থলে (—সেই নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকলে) কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসংযুক্ত এবং কেবল (—তাদৃশ উপাসনাবিহীন) অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম আছে।২ [এই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] "যিনি এইপ্রকার জানিয়া যজ্ঞ করেন", "যিনি এইপ্রকার জানিয়া হোম করেন", "যিনি এইপ্রকার জানিয়া শস্ত্র পাঠ করেন", "যিনি এই-প্রকার জানিয়া সামগান করেন", "সেইহেতু [উপাসনাবিষয়ে] এইপ্রকার জ্ঞানবান-কেই ব্রহ্মা [নামক ঋত্বিক্ পদে বরণ] করিবে, কিন্তু এইপ্রকার জ্ঞানবান্ যিনি

শাঙ্করভাষ্যম্

ইত্যাদিবচনেভ্যঃ বিদ্যাসংযুক্তম্ অস্তি, কেবলম্ অপি অস্তি।৩ তত্র ইদং বিচার্য্যতে—কিং বিদ্যাসংযুক্তম্ এব অগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম মুমুক্ষোঃ বিদ্যাহেতুত্বেন তয়া সহ এককার্য্যত্বং প্রতিপদ্যতে, ন কেবলম্; উত বিদ্যাসংযুক্তং কেবলং চ ইতি অবিশেষেণ ইতি।৪ কুতঃ সংশয়ঃ?৫ 'তমেতম্ আত্মানং যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি', ইতি যজ্ঞাদীনাম্ অবিশেষেণ আত্মবেদনাঙ্গত্বেন শ্রবণাৎ।৬ বিদ্যাসংযুক্তস্য চ অগ্নিহোত্রাদেঃ বিশিষ্টত্বাবগমাৎ।৭ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৮ বিদ্যাসংযুক্তম্ এব কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদি আত্মবিদ্যাশেষত্বং প্রতিপদ্যতে, ন বিদ্যাহীনং; বিদ্যোপেতস্য বিশিষ্টত্বাবগমাৎ বিদ্যাবিহীনাৎ "যদহরেব জুহোতি তদহঃ পুনঃ মৃত্যুম্ অপজয়তি এবং বিদ্বান্" (বৃঃ ১।৫।২) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।৯ "বুদ্ধ্যা যুক্তঃ যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি" (গীতা ২।৩৯), "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধি-যোগাৎ ধনঞ্জয়" (ঐ ২।৪৯) ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ ইতি।১০ এবং

ভাষ্যানুবাদ

নহেন, তাঁহাকে নহে". "যিনি ইহাকে (—উদ্‌গীথাবয়বভূত এই ওঁকারকে) এইপ্রকারে জানেন এবং যিনি জানেন না, তাঁহারা উভয়েই তাহার (—সেই ওঁকারের) দ্বারা [কর্ম্মানুষ্ঠান] করিবেন". ইত্যাদি বচনসকল হইতে উপাসনাসংযুক্ত ও কেবল (—তদ্বিহীন) কর্ম্মও আছে, 'ইহা অবগত হওয়া যায়'।৩ সেই স্থলে ইহা বিচার করা হইতেছে—উপাসনাসংযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই কি মুমুক্ষুর ব্রহ্মবিদ্যার হেতু-রূপে তাহার সহিত [মোক্ষরূপ] একই কার্য্যসম্পাদকতা প্রাপ্ত হয় (—মোক্ষাভি-ব্যক্তিরূপ একই কার্য্য সম্পাদন করে), কেবল (—উপাসনাহীন) কর্ম্ম তাহা করে না; অথবা উপাসনাসংযুক্ত ও তদ্বিহীন কর্ম্ম অবিশেষভাবে 'মোক্ষাভিব্যক্তিরূপ একই কার্য্য সম্পাদন করে'?৪ সংশয় হইতেছে কেন?৫ [উত্তর—] যেহেতু 'সেই এই আত্মাকে যজ্ঞের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন' (বৃঃ ৪।৪।২২), এইপ্রকারে আত্ম-জ্ঞানের অঙ্গরূপে (—উপায়রূপে) যজ্ঞ প্রভৃতির অবিশেষভাবে শ্রবণ (—শ্রুতিতে পাঠ) আছে।৬ আর যেহেতু উপাসনাসংযুক্ত অগ্নিহোত্র প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য অবগত হওয়া যায়।৭ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?৮ [পূর্ব্বপক্ষ—] উপাসনা-সংযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই আত্মজ্ঞানের অঙ্গতা প্রাপ্ত হয় (—তাহাই আত্মজ্ঞানের উপায়), কিন্তু উপাসনাবিহীন কর্ম্ম নহে; কারণ "যিনি এইপ্রকার জানেন, তিনি যে দিবসে হোম করেন, সেই দিবসেই পুনর্মৃত্যুকে অপজয় করেন (—প্রজাপতিত্ব লাভ করিয়া পুনরায় মৃত্যুর জন্য পরিচ্ছিন্ন শরীর ধারণ করেন না"), ইত্যাদি শ্রুতি-সকল হইতে উপাসনাবিহীন অপেক্ষা উপাসনাযুক্ত কর্ম্মের বিশিষ্টতা অবগত হওয়া যায়।৯ আর "হে পার্থ, যে বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইলে তুমি কর্ম্মবন্ধনকে পরিত্যাগ

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাপ্তে প্রতিপাদ্যতে—“যদেব বিদ্যয়া ইতি হি” ।১১ সত্যম্ এতৎ বিদ্যাসংযুক্তং কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদিকং বিদ্যাবিহীনাৎ কর্ম্মণঃ অগ্নিহোত্রাৎ বিশিষ্টং, বিদ্বান্ ইব ব্রাহ্মণঃ বিদ্যাহীনাৎ ব্রাহ্মণাৎ ।১২ তথাপি ন অত্যন্তম্ অনপেক্ষং বিদ্যাহীনং কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদিকম্ ।১৩ কস্মাৎ ?১৪ ‘তম্ এতম্ আত্মানং যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি’, ইতি অবিশেষেণ অগ্নিহোত্রাদেঃ বিদ্যাহেতুত্বেন শ্রুতত্বাৎ ।১৫ নন্বু বিদ্যাসংযুক্তস্য অগ্নিহোত্রাদেঃ বিদ্যাহীনাৎ বিশিষ্টত্বাবগমাৎ বিদ্যাহীনম্ অগ্নিহোত্রাদি আত্মবিদ্যাহেতুত্বেন অনপেক্ষ্যম্ এব ইতি যুক্তম্ ।১৬ ন এতৎ এবম্, বিদ্যাসহায়স্য অগ্নিহোত্রাদেঃ বিদ্যানিমিত্তেন সামর্থ্যাতিশয়েন যোগাৎ আত্মজ্ঞানং প্রতি কশ্চিৎ কারণত্বাতিশয়ঃ ভবিষ্যতি, ন তথা বিদ্যাহীনস্য ইতি

ভাষ্যানুবাদ

করিবে”, “হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কর্ম্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট”, ইত্যাদি স্মৃতিসকল হইতে ‘ইহাই অবগত হওয়া যায়’ ।১০

[সিঃ—অগ্নিহোত্রোপাসনাযুক্ত ও তদ্বিহীন শ্রবণাদিসাধনসাপেক্ষ নিত্যাদি কর্ম্ম পাপক্ষয়দ্বারা যথাক্রমে শীঘ্র বা বিলম্বে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারে মোক্ষরূপ ফলপ্রদ ।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে প্রতিপাদিত হইতেছে—“যদেব বিদ্যয়া ইতি হি” ।১১ [পূর্ব্ববাদীর অভিপ্রায় কি ? উপাসনাযুক্ত কর্ম্ম কি উপাসনাহীন তাহা হইতে অন্তরঙ্গ, অথবা উপাসনাহীন কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যার হেতুই নহে ? প্রথম পক্ষ অঙ্গীকার করিতেছেন—] ইহা সত্য, উপাসনাযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম উপাসনাহীন অগ্নিহোত্র কর্ম্ম হইতে বিশেষযুক্ত, যেমন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণাপেক্ষা বিশেষযুক্ত (—শ্রেষ্ঠ) ।১২ [দ্বিতীয় পক্ষে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] তাহা হইলেও উপাসনাহীন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম [ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তিতে] অত্যন্ত অনপেক্ষিত নহে ।১৩ তাহাতে হেতু কি ? ১৪ [উত্তর —] যেহেতু ‘সেই এই আত্মাকে যজ্ঞের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন’ (বৃঃ ৪।৪।২২), এইপ্রকারে অগ্নিহোত্রাদি ব্রহ্মবিদ্যার হেতুরূপে অবিশেষভাবে শ্রুত হইয়াছে ।১৫ [শঙ্কা —] কিন্তু উপাসনাহীন [অগ্নিহোত্রাদি] হইতে উপাসনাযুক্ত অগ্নিহোত্রাদির বিশিষ্টতা অবগত হওয়া যায় বলিয়া উপাসনাবিহীন অগ্নিহোত্রাদি আত্মবিদ্যার হেতুরূপে অবশ্যই অপেক্ষণীয় নহে, ইহা যুক্তিসঙ্গত ।১৬ [সিদ্ধান্ত—] ইহা এইপ্রকার নহে, বিদ্যারূপ (—উপাসনারূপ) সহায়যুক্ত যে অগ্নিহোত্রাদি, বিদ্যানিমিত্তক (—উপাসনা যাহার হেতু, সেই) উৎকৃষ্ট সামর্থ্যের সহিত যুক্ত হওয়ায় আত্মজ্ঞানের প্রতি তাহার কারণতার [পাপনাশ ও শীঘ্রতাদিরূপ] কোনপ্রকার অতিশয় হইবে ; কিন্তু উপাসনাহীনের (—তাদৃশ অগ্নিহোত্রাদির) সেইপ্রকার [শীঘ্রতাদি] হইবে না, ইহা কল্পনা করা যুক্তি-

শাঙ্করভাষ্যম্

যুক্তং কল্পয়িতুম্ ।১৭ ন তু 'যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি', ইতি অত্র অবিশেষেণ আত্মজ্ঞানাঙ্গত্বেন শ্রুতস্য অগ্নিহোত্রাদেঃ অনঙ্গত্বং শক্যম্ অভ্যুপগন্তুম্ ।১৮ তথাহি শ্রুতিঃ—"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" (ছাঃ ১।১।১০), ইতি বিদ্যাসংযুক্তস্য কর্ম্মণঃ অগ্নিহোত্রাদেঃ বীর্য্যবত্তরত্বাভিধানেন স্বকার্য্যং প্রতি কঞ্চিৎ অতিশয়ং ব্রুবাণা বিদ্যাবিহীনস্য তস্যৈব তৎপ্রয়োজনং প্রতি বীর্য্যবত্ত্বং দর্শয়তি ।১৯ কর্ম্মণশ্চ বীর্য্যবত্ত্বং তৎ, যৎ স্বপ্রয়োজনসাধনপ্রসহত্বম্ ।২০ তস্মাৎ বিদ্যাসংযুক্তং নিত্যম্ অগ্নিহোত্রাদি বিদ্যাবিহীনং চ উভয়ম্ অপি মুমুক্ষুণা মোক্ষপ্রয়োজনোদ্দেশেন ইহ জন্মনি জন্মান্তরে চ প্রাগ্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ কৃতং যৎ, তৎ যথাসামর্থ্যং ব্রহ্মাধিগমপ্রতিবন্ধকারণোপাত্তদুরিতক্ষয়হেতুত্বদ্বারেণ ব্রহ্মাধিগমকারণত্বং প্রতিপদ্যমানং শ্রবণমননশ্রদ্ধাতাৎপর্য্যাদ্যন্তরঙ্গকারণাপেক্ষং ব্রহ্মবিদ্যয়া সহ এককার্য্যং ভবতি ইতি স্থিতম্ ।২।।৪।১।১৮।। ইতি ত্রয়োদশং বিদ্যাজ্ঞানসাধনত্বাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

সঙ্গত ।১৭ কিন্তু "যজ্ঞের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন", ইত্যাদি এই স্থলে অবিশেষভাবে আত্মজ্ঞানের অঙ্গরূপে শ্রুত অগ্নিহোত্রাদির অনঙ্গতা (—তাহা আত্মজ্ঞানোৎপত্তির কারণই নহে, ইহা) অঙ্গীকার করিতে পারা যায় না ।১৮ [কেন ? উত্তর—] যেমন দেখ, "যাহাই বিজ্ঞান (—উদ্গীথাদি উপাসনা) শ্রদ্ধা ও উপনিষদ্‌যুক্তরূপে (—দেবতাবিষয়ক উপাসনাত্মক যোগযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই বীর্য্যবত্তর (—অধিকতর ফলপ্রদ) হইয়া থাকে", এইপ্রকারে উপাসনাসংযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অধিকতর বীর্য্যবত্তা কথনের দ্বারা নিজের কার্য্যের প্রতি [শীঘ্রকারিতা প্রভৃতি] কোনপ্রকার উৎকৃষ্টতা বর্ণনাকারিণী শ্রুতি উপাসনাবিহীন তাহারই (—সেই অগ্নিহোত্রাদিরই) সেই [ব্রহ্মজ্ঞানরূপ] প্রয়োজনের প্রতি বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন করিতেছেন ।১৯ আর স্বপ্রয়োজনসাধনে যে প্রসহত্ব (—প্রতিবন্ধরহিত সামর্থ্য), তাহাই কর্ম্মের বীর্য্যবত্তা ।২০ অতএব উপাসনাযুক্ত এবং উপাসনাবিহীন অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্ম, যাহারা উভয়েই মুমুক্ষুকর্ত্তৃক মোক্ষরূপ ফলের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে ইহ জন্মে, অথবা জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারা স্বসামর্থ্যানুযায়ী ব্রহ্মাবগতির প্রতি প্রতিবন্ধের কারণভূত অর্জ্জিত পাপের ক্ষয়হেতুতাদ্বারে (—ক্ষয়ের হেতু হইয়া) ব্রহ্মজ্ঞানের কারণভাব প্রাপ্ত হইয়া শ্রবণ মনন শ্রদ্ধা তাৎপর্য্য (—তৎপরতা, নিদিধ্যাসন) প্রভৃতি অন্তরঙ্গ কারণকে (—সাধনকে) অপেক্ষাকরতঃ ব্রহ্মবিদ্যার সহিত [পরম্পরাসম্বন্ধে মোক্ষরূপ] একই কার্য্যসম্পাদক হইয়া থাকে, ইহা সিদ্ধ হইল ।২।।৪।১।১৮।। বিদ্যাজ্ঞানসাধনত্বাধিকরণ সমাপ্ত ।

১৪। ইতরক্ষপণাধিকরণম্। [১৯ সূত্র]

[ভোগাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ভোগদ্বারা প্রারব্ধক্ষয় হইলে তজ্জন্মেই মোক্ষভাগী সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদের এবং বহুজন্মপ্রদপ্রারব্ধক্ষয়ে অন্তিম জন্মে মোক্ষভাগী আধিকারিক পুরুষের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

অধিকরণসঙ্গতি—৪।১।৯ এবং ১০ অধিকরণে অনারব্ধকার্য্য কর্ম্মসকলের ক্ষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু ৪।১।১১ অধিকরণে প্রতিপাদিত "ব্রহ্মবিদ্যাবলে অনিবৃত্ত যে আরব্ধকার্য্য কর্ম্মসকল, তাহাদের ক্ষয় কি প্রকারে হইবে" (ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকা); এই আশঙ্কায় এবং "বহুজন্মব্যাপী প্রারব্ধভোগকারী অধিকারিকগণের পুনঃ পুনঃ জন্মান্তরবশতঃ ব্রহ্মবিদ্যা-সংস্কারের উচ্ছেদ হওয়ায় যথাকথঞ্চিৎ পুণ্যপাপাদির অনুষ্ঠানও সম্ভব হয় বলিয়া তাহার ভোগের জন্য পুনঃ জন্মান্তর হইবে; ফলে বহুজন্মপ্রদ প্রারব্ধের ক্ষয় হইলেও তাঁহাদের মোক্ষ হইবে না" (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ); এইপ্রকার আশঙ্কার নিরাকরণের জন্য এই অধিকরণের উত্থান হওয়ায় ব্যবহিত সেই অধিকরণত্রয়ের সহিত ইহার **উত্থাপ্যোত্থাপকভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—ভোগদ্বারা প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হইলে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদের বিদেহ-কৈবল্য অবশ্যম্ভাবী, ইহা প্রতিপাদিত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সাক্ষাদ্ভাবেই সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

বহুজন্মপ্রদারব্ধযুক্তানাং নাস্ত্যুতাস্তি মুক্ ।
বিদ্যালোপে কৃতং কর্ম্ম ফলদং তেন নাস্তি মুক্॥
আরব্ধং ভোজয়েদেব ন তু বিদ্যাং বিলোপয়েৎ।
সুপ্তবুদ্ধবদশ্লেষতাদবস্থ্যাৎ কুতো ন মুক্॥

অন্বয়—বহুজন্মপ্রদারব্ধযুক্তানাং মুক্ নাস্তি, উত অস্তি? বিদ্যালোপে কৃতং কর্ম্ম ফলদং, তেন মুক্ নাস্তি। আরব্ধং ভোজয়েৎ এব, বিদ্যাং তু ন বিলোপয়েৎ, সুপ্তবুদ্ধবৎ অশ্লেষতাদবস্থ্যাৎ মুক্ কুতঃ ন?

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[সগুণনির্গুণব্রহ্মবিদ্ অধিকারী চ অত্র বিষয়ঃ। উত্তরপূর্ব্বয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ অশ্লেষবিনাশাভ্যাং ক্ষয়ে সতি প্রারব্ধক্ষয়ানন্তরং ব্রহ্মবিদ্ মুচ্যতে ইতি সামান্যনিয়মঃ। পরন্তু বহুজন্মপ্রদপ্রারব্ধযুক্তানাং আধিকারিকপুরুষাণাং জন্মান্তরে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারসংস্কারোচ্ছেদেন তত্র পাপাদিকর্ম্মণঃ যস্য কস্যচিৎ প্রসক্তস্য অশ্লেষাসম্ভবাৎ পুনরপি জন্মান্তরম্ ইতি ন মোক্ষঃ প্রারব্ধ-ক্ষয়ে অপি সম্ভবতি ইতি জন্মনিমিত্তভাবাভাবাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—] বহুজন্মপ্রদারব্ধযুক্তানাং [অধিকারিপুরুষাণাং] মুক্ নাস্তি, উত অস্তি?

পূর্ব্বপক্ষ—[অধিকারিপুরুষেণ প্রারব্ধভোগায় বহুষু জন্মসু স্বীকৃতেষু, মরণস্য সংস্কার-বিচ্ছেদকতয়া জন্মান্তরে ব্রহ্মজ্ঞানজন্যসংস্কারোচ্ছেদাৎ] বিদ্যালোপে [সতি তত্তজ্জন্মনি] কৃতং কর্ম্ম ফলদং [ভবতি]; তেন [উত্তরোত্তরজন্মপরম্পরায়াঃ অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ তেষাং] মুক্ নাস্তি।

সিদ্ধান্ত—আরব্ধং [কর্ম্ম স্বফলে সুখদুঃখে] ভোজয়েৎ এব, [তদর্থম্ এব প্রবৃত্ত-ত্বাৎ]। বিদ্যাং তু ন বিলোপয়েৎ, [নহি বিদ্যালোপার্থং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম পূর্ব্বম্ অনুষ্ঠিতম্, যেন কর্ম্মবশাৎ বিদ্যালোপঃ আশঙ্ক্যেত। নচ মরণব্যবধানমাত্রেণ বিদ্যালোপঃ], সুপ্তবুদ্ধবৎ [বিদ্যা-

লোপাসম্ভবাৎ। অতঃ বিদ্যায়াম্ অবস্থিতায়াং এভিঃ অপি ক্রিয়মাণৈঃ কর্মভিঃ আধিকারিকাণাম্] অশ্লেষতাদবস্থ্যাৎ মুক্তিঃ কুতঃ ন ? [যদাপি এতৎ গুণোপসংহারপাদে নির্ণীতম্, তথাপি তস্যৈব আক্ষেপসমাধানে ইতি অনবদ্যম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিৎ এবং আধিকারিক পুরুষ এখানে বিষয় (১)। পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী পুণ্যপাপের অশ্লেষ ও বিনাশবশতঃ ক্ষয় হইলে প্রারব্ধক্ষয়ের অনন্তর ব্রহ্মবিৎ পুরুষ মুক্তিলাভ করেন, ইহা সাধারণ নিয়ম। কিন্তু বহুজন্মপ্রদপ্রারব্ধযুক্ত আধিকারিক পুরুষগণের অন্য জন্মে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনিত সংস্কারের উচ্ছেদ হওয়ায় সেই জন্মে প্রসক্ত (—সম্ভাবিত) যে কোন পাপাদি কর্ম্মের অশ্লেষ সম্ভব না হওয়ায় পুনরায় [তাঁহাদের] অন্য জন্ম হইয়া পড়ে, এইহেতু প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেও মোক্ষ সম্ভব হয় না; এইপ্রকারে জন্মের যাহা নিমিত্ত (—পুণ্যপাপ), তাহার সম্ভাব ও অসম্ভাববশতঃ সংশয় হয়—] বহুজন্মপ্রদ প্রারব্ধযুক্ত [আধিকারি পুরুষগণের] মুক্তি হয় না, অথবা হয় ?

পূর্ব্বপক্ষ—[অধিকারী পুরুষকর্তৃক প্রারব্ধভোগের জন্য বহু জন্ম স্বীকৃত হইলে, মরণ সংস্কারের বিচ্ছেদক হওয়ায় জন্মান্তরে ব্রহ্মজ্ঞানজন্য সংস্কারের উচ্ছেদ হয় বলিয়া] ব্রহ্মবিদ্যার লোপ হইলে [সেই সেই জন্মে] অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ফলপ্রদ হইয়া থাকে; সেইহেতু [পরবর্ত্তী জন্মপরম্পরা অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় তাঁহাদের] মুক্তি হয় না।

সিদ্ধান্ত—আরব্ধ [কর্ম্ম স্বফলভূত সুখদুঃখকে] ভোগমাত্র করায়, [যেহেতু তাহার জন্যই প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহা] কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যাকে বিলুপ্ত করে না, [কারণ বিদ্যার লোপের জন্য কোন কর্ম্ম পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয় নাই, যেহেতুবশতঃ বিদ্যার লোপ আশঙ্কা করা হইবে। আর মরণকৃত ব্যবধানমাত্রের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার লোপ হয় না, যেহেতু], সুপ্ত ও জাগ্রতের ন্যায় (—সুপ্ত ব্রহ্মবিৎ জাগরিত হইলে তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যার অবিলুপ্তির ন্যায়) ব্রহ্মবিদ্যার লোপ সম্ভব নহে। অতএব ব্রহ্মবিদ্যা বর্ত্তমান থাকায় ক্রিয়মাণ বহু কর্ম্মের সহিতও আধিকারিক পুরুষগণের] সম্বন্ধহীনতা সেই অবস্থাতেই থাকায় [তাঁহাদের] মুক্তি কেন হইবে না ? [যদিও গুণোপসংহারপাদে (—৩৷৩ পাদে ১৯ অধিকরণে) ইহা নির্ণীত হইয়াছে, তথাপি তাহারই উপর আক্ষেপ ও সমাধান হইতেছে বলিয়া কোন দোষ হয় নাই]।

ভাবদীপিকা

(১) বৈয়াসিকন্যায়মালাকার, কল্পতরুকার ও পরিমলকার আধিকারিক পুরুষগণকে এই অধিকরণের বিচার্য্য বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মামৃতবর্ষিণীকার ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্‌কে, বেদান্তসূত্রমুক্তাবলীকার সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিৎ পুরুষকে; ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্ এবং আধিকারিক পুরুষকে; ন্যায়নির্ণয়কার ও প্রকটার্থকার নির্গুণব্রহ্মবিৎকে এবং তত্ত্বপ্রভাকার ও ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকাকার 'তত্ত্ববিৎকে' গ্রহণ করিয়াছেন। এই 'তত্ত্ববিৎ-শব্দে' সগুণ ও নির্গুণ উভয়প্রকার ব্রহ্মবিদ্ই গ্রহণীয়, কারণ ব্রহ্মসূত্রদীপিকাকার পূজ্যপাদ শঙ্করানন্দ "প্রথমপাদে সগুণনির্গুণবিদ্যাবিদঃ অনারব্ধকার্য্যয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ ক্ষয়ঃ" (৪।১।১ সূঃ), ইত্যাদিপ্রকারে প্রথম পাদের সর্ব্বত্র সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্ গৃহীত হইয়াছেন, ইহা বলিয়াছেন। আমরা ব্রহ্মবিদ্যাভরণকারকে অনুসরণ করিতেছি, ইহাতে কোন পক্ষই ত্যক্ত হয় না।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, নির্গুণব্রহ্মবিদেরও বিদেহমুক্তি হয় না। সিদ্ধান্তে—নির্গুণ ব্রহ্মবিদের বিদেহমুক্তি এবং সগুণপরব্রহ্মবিদের ক্রমমুক্তি অবশ্যম্ভাবী (বেদান্তসূত্রমুক্তাবলী)।

ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে ॥৪।১।১৯॥

পদচ্ছেদ—ভোগেন, তু, ইতরে, ক্ষপয়িত্বা, সম্পদ্যতে।

সূত্রার্থ—[ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ প্রারব্ধক্ষয়ানন্তরং সংসরতি, উত ন ইতি সন্দেহে ; দেহপাতাৎ পূর্ব্বং যথা সাক্ষাৎকারেঽপি সংসারানুবৃত্তিঃ, এবং দেহপাতানন্তরম্ অপি ব্রহ্মবিৎ সংসরতি ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **ইতরে তু**—আরব্ধপুণ্যপাপে তু, **ভোগেন, ক্ষপয়িত্বা**—নাশয়িত্বা, [ব্রহ্মবিৎ] **সম্পদ্যতে**—স্বরূপানন্দাত্মনাবস্থানলক্ষণং কৈবল্যং লভতে। [দেহপাতাৎ পূর্ব্বং প্রারব্ধকর্ম্মণাং সত্ত্বাৎ কুলালচক্রভ্রমণন্যায়েন মিথ্যাজ্ঞান-রূপনিমিত্তনাশেঽপি সংসারস্য অনুবৃত্তিঃ যুক্তা, তদ্ভোগানন্তরং কস্যচিদপি কর্ম্মণঃ অভাবাৎ ন সংসারানুবৃত্তিঃ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়ের পর জন্ম পরিগ্রহ করেন, অথবা করেন না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলেও দেহত্যাগের পূর্ব্বে যেমন সংসার চলিতেছিল, এইপ্রকারে দেহত্যাগের পরেও ব্রহ্মবিৎ সংসারকে প্রাপ্ত হন (—জন্মমৃত্যুপ্রবাহ চলিতে থাকে), ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **ইতরে তু**—আরব্ধ (—ভোগদানে প্রবৃত্ত) পুণ্যপাপকে কিন্তু, **ভোগেন**—ভোগদ্বারা, **ক্ষপয়িত্বা**—ক্ষয় করিয়া [ব্রহ্মবিৎ] **সম্পদ্যতে**—স্বরূপানন্দস্বরূপে অবস্থানরূপ মোক্ষকে লাভ করেন। [শরীর-ত্যাগের পূর্ব্বে প্রারব্ধকর্ম্মের অস্তিত্ববশতঃ কুলালচক্রভ্রমণঘটিত যুক্তিবলে মিথ্যা অজ্ঞানরূপ নিমিত্তের নাশ হইলেও সংসার চলিতে থাকা যুক্তিসঙ্গত ; তাহার ভোগের পর কোন কর্ম্মই না থাকায় সংসার অনুবৃত্ত হয় না (—জন্মমৃত্যুপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায়), ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অনারব্ধকার্য্যয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ বিদ্যাসামর্থ্যাৎ ক্ষয়ঃ উক্তঃ।১ ইতরে তু আরব্ধকার্য্যে পুণ্যপাপে উপভোগেন ক্ষপয়িত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে, "তস্য তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎ-স্যে" (ছাঃ ৬।১৪।২) ইতি, "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃঃ ৪।৪।৬), ইতি চ এবমাদিশ্রুতিভ্যঃ।২ ননু সত্যপি সম্যগ্দর্শনে যথা

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ব্রহ্মবিদ্যাবলে সঞ্চিত কর্ম্মের নাশ হওয়ায় ভোগদ্বারা প্রারব্ধের ক্ষয় হইলেই মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।]

[সিদ্ধান্ত—] যাহাদের কার্য্য (— ফলদান) আরব্ধ হয় নাই, ব্রহ্মবিদ্যার সামর্থ্য-বশতঃ সেই [সঞ্চিত] পুণ্যপাপের ক্ষয় [৪।১।১৩-১০ অধিকরণে] বর্ণিত হইয়াছে।১ কিন্তু ইতর (—সঞ্চিত কর্ম্ম হইতে ভিন্ন) আরব্ধকার্য্য (—ফলদানে প্রবৃত্ত) পুণ্য-পাপকে ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিয়া ব্রহ্মকে সম্যগ্রূপে প্রাপ্ত হন (—মোক্ষলাভ করেন ; "সদাত্মভাবপ্রাপ্তিতে] তাঁহার ততকালই বিলম্ব, যতকাল না [প্রারব্ধ-কর্ম্মের ক্ষয়বশতঃ শরীর হইতে] বিমুক্ত হন, অনন্তর ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন",

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাগ্ দেহপাতাৎ ভেদদর্শনং দ্বিচন্দ্রদর্শনন্যায়েন অনুবৃত্তম্, এবং পশ্চাদপি অনুবর্ত্তেত ।৩ ন, নিমিত্তাভাবাৎ ।৪ উপভোগশেষ-ক্ষপণং হি তত্র অনুবৃত্তিনিমিত্তং, ন চ তাদৃশম্ অত্র কিঞ্চিৎ অস্তি ।৫

ভাষ্যানুবাদ

[১২৩ পৃঃ]

এবং ["পূর্বেও স্বরূপতঃ] ব্রহ্মই থাকিয়া ব্রহ্মে বিলীন হন", ইত্যাদি এই সকল শ্রুতি হইতে 'ইহা অবগত হওয়া যায়' ।২

[পূঃ—বিক্ষেপশক্তির নাশক না থাকায় মোক্ষ অসম্ভব।]

[পূর্বপক্ষ—] কিন্তু সম্যগ্ দর্শন (—ব্রহ্মজ্ঞান) বর্তমান থাকিলেও দ্বিচন্দ্রদর্শন-বিষয়ক যুক্তিবলে (৯৯ পৃঃ) যেমন দেহপাতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভেদদর্শন (—সংসার) চলিতে থাকে, এইপ্রকারে [দেহপাতের] পরেও চলিতে থাকিবে (২) ।৩

[সিঃ—প্রারব্ধকর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধকনাশে বিক্ষেপশক্তির নাশ হওয়ায় মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী।]

[উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] না, [তাহা বলা যায় না], যেহেতু নিমিত্ত নাই ।৪ [ইহার ব্যাখ্যা—] উপভোগের শেষাংশের (—ভোগপ্রদ প্রারব্ধকর্ম্মের অবশিষ্টাংশের) ক্ষয় করাই সেখানে (—সকলপ্রকার ব্রহ্মবিৎস্থলে, দ্বিচন্দ্রদর্শনের ন্যায় ভেদদর্শন] বর্তমান থাকার হেতু, এখানে (—প্রারব্ধক্ষয়ের অনন্তর দেহ-পাতের পরে) কিন্তু সেইপ্রকার কিছু নাই (৩) ।৫ [অতএব প্রারব্ধকর্ম্মরূপ প্রতি-বন্ধক বিনষ্ট হওয়ায় বিক্ষেপশক্তিরও নাশবশতঃ ব্রহ্মবিদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী]।

ভাবদীপিকা

(২) পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার উদয় হইলেও বিক্ষেপশক্তিরূপে অবিদ্যা বর্তমান থাকে (১০০ পৃঃ ৫ ভাবদীঃ), সেইহেতু ব্রহ্মজ্ঞানাপেক্ষা তাহাকে বলবতী বলিতে হইবে। তাহার নিবারক আর কিছু উপলব্ধ হইতেছে না। সেইহেতু প্রারব্ধভোগ শেষ হইলেও নির্গুণব্রহ্মবিদের মোক্ষ হইবে না। অতএব নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষের হেতু নহে। সগুণপরব্রহ্মবিদেরও অবিদ্যা বিনষ্ট না হওয়ায় অবিনষ্টকর্তৃত্ব তাঁহার তজ্জন্মে নানাবিধ শুভাশুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান চলিতেই থাকে। ফলে তাহার ফলভোগের জন্য জন্মান্তর অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় ক্রমমুক্তি হইবে না। অতএব সগুণপরব্রহ্মবিদ্যাও মোক্ষের হেতু নহে। আর মরণসংস্কারের উচ্ছেদক হওয়ায় যাঁহাদের অনেকজন্মপ্রাপক প্রারব্ধ থাকে, সেই আধিকারিক পুরুষগণের [ইঁহারা সগুণব্রহ্মবিদ্, বা নির্গুণব্রহ্মবিৎ ৩।৩।১৯ অধিঃ দ্রঃ] জন্মান্তরে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজন্য সংস্কারের উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। ফলে তত্তৎ জন্মেও কোনপ্রকার পুণ্যপাপের অনুষ্ঠান সম্ভব হওয়ায় তাহার ফলভোগের জন্য জন্মপরম্পরা চলিতে থাকিবে। অতএব কোনপ্রকার ব্রহ্মবিদ্যাই মোক্ষের হেতু নহে। এইপ্রকার অভিপ্রায়জ্ঞাপক পূর্ব্বপ-ক্ষীয় অনুমান এই—"ব্রহ্মবিদ্বান্ আরব্ধকর্ম্মক্ষয়ানন্তরম্ অপি সংসারী, সংসারসম্বন্ধযোগ্যত্বাৎ, যথা পূর্ব্বকালীনব্রহ্মবিৎ"। "সংসারসম্বন্ধযোগ্যত্ব", ইহার অর্থ—'সংসারের সহিত আবদ্ধ হইবার উপযোগি কর্ম্মের বর্তমানতাবশতঃ সংসারী হইবার যোগ্যতা'। অপর অর্থ স্পষ্ট।

ভাবদীপিকা

(৩) **সিদ্ধান্তী** এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানে (২ ভাবদীঃ) 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি' প্রদর্শন করিলেন। "ভোগনিমিত্তকর্ম্মবত্ত্ব" (—ভোগের হেতুভূত কর্ম্মের বর্ত্তমানতা) এখানে 'উপাধি'। যেখানে 'সংসারিত্ব' রূপ সাধ্য থাকে, সেখানেই 'ভোগনিমিত্তকর্ম্মবত্ত্ব' থাকে, এইপ্রকারে 'সাধ্যব্যাপকতা' এবং যেখানে 'সংসারসম্বন্ধযোগ্যতারূপ' হেতু থাকে, সেখানেই 'ভোগনিমিত্তকর্ম্মবত্তা' থাকিবে, এইপ্রকার নিয়ম নাই, কারণ আধিকারিক পুরুষের ভোগহেতুভূত কর্ম্ম নাই, মাত্র ঈশ্বরেচ্ছাই তাঁহার বহুজন্মপ্রদ প্রারব্ধের হেতু ; এইপ্রকারে 'সাধনাব্যাপকতা' সিদ্ধ হয়। লক্ষ্য করিতে হইবে—"প্রারব্ধক্ষয়ের অনন্তর দেহপাতের পরে", এই স্থলে আধিকারিক পুরুষও গৃহীত হইলেন ; কারণ তাঁহার ঈশ্বরেচ্ছাপ্রসূত বহুজন্মপ্রদ দীর্ঘ প্রারব্ধ থাকিলেও ভোগহেতুভূত 'স্বকৃত প্রারব্ধ' থাকে না। তাঁহার স্বকৃত যাবতীয় সঞ্চিত কর্ম্ম জ্ঞানোদয়সমকালে এবং স্বকৃত যাবতীয় প্রারব্ধ কর্ম্ম বিদ্যাযোনিশরীরের (—জ্ঞানোৎপত্তির অধিকরণভূত শরীরের) নাশসমকালেই বিনষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার ঈশ্বরনিয়োগাত্মক প্রারব্ধও অধিকারশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়, ফলে মুক্তি তাঁহারও অবশ্যম্ভাবী।

[আধিকারিক পুরুষের অবস্থিতি স্থল]

আশঙ্কা হয়—আধিকারিক পুরুষ সর্ব্বদা অস্মদাদির মধ্যে থাকেন না, কচিৎই তাঁহাদের আগমন হয় ; মুক্তির পূর্ব্বে মধ্যবর্ত্তিকালে তাঁহারা কোথায় থাকেন? **তদুত্তরে** বলা যায়—লোকশিক্ষার্থে পুনঃ পুনঃ আগমন কোথাও স্থিতিব্যতিরেকে সম্ভব না হওয়ায় এবং নির্গুণব্রহ্মবিৎ, সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপ (মুঃ ৩।২।৯) তাঁহাদের উৎক্রমণ (বৃঃ ৪।৪।৬) ও পৃথক্ সত্তা সম্ভব না হইলেও ঈশ্বরনিয়োগবশতঃ যৎকিঞ্চিৎ উপাধি অবলম্বনে যে স্থিতি, তাহা ভোগভূমিভূত নিম্নতর কোন দেবলোকে সঙ্গত না হওয়ায় অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে, "তস্যাঽঽসতে হরয়ঃ সপ্ততীরে" (তৈঃ আঃ, পরিঃ ১০।৪০) ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণবলে, [সপ্ত হরয়ঃ—সপ্ত ঋষয়ঃ ইত্যর্থঃ। সায়ণাচার্য্য।] এবং "মুক্তাঃ যত্র বসন্তি হি" (স্কন্দপুঃ পুরুঃ ২২।৩৪), "তৃতীয়ে ব্রহ্মণঃ সত্যলোকে চত্বারো দেবনিকায়াঃ" (যোঃ সূঃ ৩।২৬ ব্যাসভাষ্য) ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণবলে **ব্রহ্মলোককেই** প্রাপ্ত হওয়া যায়। সগুণব্রহ্মবিদ্ আধিকারিক তো সগুণব্রহ্মবিদ্যাবলেই ব্রহ্মলোকে বাস করেন, ইহা ৪।৩।৫ কার্য্যাধিকরণে আলোচিত হইবে। **লক্ষ্য** করিতে হইবে—আধিকারিক পুরুষ নির্গুণব্রহ্মবিদ্ হইলে অধিকার যতকাল থাকে, ততকাল মধ্যবর্ত্তিকালে ব্রহ্মলোকবাসী হওয়ায় সেখানে গমনাগমনের মার্গরূপে দেবযানের আবশ্যকতা হইলেও ৩।৩।১৭ এবং ১৮ অধিকরণদ্বয়ের বিরোধ আশঙ্কনীয় নহে ; কারণ সাধারণ সগুণব্রহ্মবিদের ন্যায় মার্গচিন্তনপ্রভাবে আতিবাহিকগণের সহায়তায় ইঁহারা সেখানে গমন করেন না, পরন্তু স্বাধীনভাবেই গমনাগমন করেন। ইহা "সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" (ছাঃ ৭।২৫।২, ৮।১।৬, ৮।৪।৩), ইত্যাদি শ্রুতি ; "স্বাতন্ত্র্যেণৈব গৃহাৎ ইব গৃহান্তরম্" (৩।৩।১৭ পৃঃ ১৯ বাক্য) ইত্যাদি ভাষ্যকারীয় বচন এবং ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের মনের দেবলোকাদি ও জ্যোতির্ম্ময় ব্যবধান ["তেজোরাশির্জ্ঞানীহি ব্রহ্মসদ্মনঃ", স্কন্দপুঃ, পুরুষোত্তমখণ্ড ২২।২৭, দ্রঃ] অতিক্রমকরতঃ স্বাধীনভাবে ব্রহ্মলোকে গতি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ১০৯-১০ পৃঃ) হইতে অবগত হওয়া যায়। ৪।৩।৫ অধিঃ ৩১ ভাবদীঃ দ্রঃ। (এই অংশ আমাদের)।

[১২৪ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

ননু অপরঃ কর্ম্মাশয়ঃ অভিনবম্ উপভোগম্ আরপ্স্যতে।৬ ন, তস্য দগ্ধবীজত্বাৎ।৭ মিথ্যাজ্ঞানাবষ্টম্ভং হি কর্ম্মান্তরং দেহপাতে উপভোগান্তরম্ আরভতে।৮ তচ্চ মিথ্যাজ্ঞানং সম্যগ্‌জ্ঞানেন দগ্ধম্ ইতি অতঃ সাধু এতৎ আরব্ধকার্য্যক্ষয়ে বিদুষঃ কৈবল্যম্ অবশ্যং ভবতি ইতি ।১৯॥৪।১।১৯॥ ইতি চতুর্দ্দশম্ ইতরক্ষপণাধিকরণম্ ।

ইতি শ্রীমদ্‌গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্কর-
ভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ শারীরকমীমাংসাভাষ্যে চতুর্থাধ্যায়স্য
"জীবন্মুক্তিনিরূপণাখ্যঃ" প্রথমঃ পাদঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—ব্রহ্মবিদের অনারব্ধ কর্ম্ম এবং আধিকারিকের নব নব কর্ম্মই মোক্ষের প্রতিবন্ধক।]

[শঙ্কা—] কিন্তু অপর কর্ম্মাশয় (—কর্ম্মজনিত অদৃষ্ট) অভিনব উপভোগকে আরম্ভ করিবে (৯)।৬ [সুতরাং দেহপাতের পরে ভেদদর্শনের হেতু নাই, ইহা নহে]।

(সিঃ—বিজ্ঞোদয়সমকালে সঞ্চিত কর্ম্মের নাশ ও ক্রিয়মাণ কর্ম্মের অসংশ্লেষ এবং আবিলুপ্তব্রহ্মবিজ্ঞান আধিকারিকগণের নব নব কর্ম্মসংশ্লেষ সম্ভব না হওয়ায় প্রারব্ধক্ষয়ে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

[সিদ্ধান্ত—] না, 'তাহা বলা যায় না'; যেহেতু তাহার (—ব্রহ্মবিদের অনারব্ধ ও ক্রিয়মাণ কর্ম্মের এবং আধিকারিকের নব নব কর্ম্মের) বীজ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।৭ [সেই বীজ কি এবং তাহার দাহকই বা কে, তাহা বলিতেছেন—] মিথ্যা অজ্ঞানেই আশ্রিত যে অন্যান্য কর্ম্ম, তাহা [এক] দেহপাত হইলে অন্য উপভোগকে (—উপভোগসাধন অন্য শরীরকে) আরম্ভ করে।৮ সেই মিথ্যা অজ্ঞান কিন্তু সম্যগ্‌জ্ঞানের (—ব্রহ্মজ্ঞানের) দ্বারা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, এইহেতু আরব্ধের কার্য্যের (—প্রারব্ধকর্ম্মের কার্য্যভূত শরীরের) নাশ হইলে ব্রহ্মবিদের মোক্ষ অবশ্যই হইয়া থাকে, ইহা সাধু (—সঙ্গত, ৫) ।১৯॥৪।১।১৯॥ ইতরক্ষপণাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৪) পূর্ব্ববর্ত্তী ৪।১।৯ এবং ১০ অধিকরণের সিদ্ধান্ত বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্বপক্ষী এই স্থলে 'অপর কর্ম্মাশয়শব্দে' সাধারণ সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদের অনারব্ধ (—সঞ্চিত) কর্ম্মকে (ন্যায়নির্ণয়) এবং ক্রিয়মাণ কর্ম্মকে গ্রহণ করিলেন। আধিকারিকগণের পক্ষে তদতিরিক্তভাবে নব নব অর্জ্জিত (—ক্রিয়মাণ) কর্ম্মকেও (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ) গ্রহণ করিতে হইবে। ন্যায়মালার পূর্ব্বপক্ষও দ্রঃ। তাহাতে পূর্ব্ববাদীর অনুমান (২ ভাবদীঃ) আর 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিদোষগ্রস্ত' হইল না; কারণ সাধারণ ব্রহ্মবিদের ও আধিকারিকগণের উক্তপ্রকার "ভোগনিমিত্তকর্ম্মবত্তা" আছে। সুতরাং যেখানে "সংসারসম্বন্ধযোগ্যত্বারূপ" হেতু থাকে, সেখানেই 'ভোগনিমিত্তকর্ম্মবত্তা' থাকায় সাধনাব্যাপক না হওয়ায় "ভোগনিমিত্তকর্ম্মবত্ত্ব" 'উপাধি' হইতে পারিল না।

(৫) পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন—"বিক্ষেপশক্তিরূপে অবিদ্যা বিদ্যমান থাকায় নির্গুণব্রহ্মবিদের মোক্ষ হইবে না" (২. ভাবদীঃ)। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী—বলিলেন—জ্ঞানোদয়কালেই সঞ্চিতকর্ম্মের অশেষবিনাশ (৪।১।৯-১০ অধিঃ) হওয়ায় এবং প্রারব্ধকর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ

ভাবদীপিকা

বিক্ষেপশক্তির (—বিক্ষেপশক্তির অংশবিশেষ 'লেশ অবিদ্যার', ১০০ পৃঃ) নাশ না হইলেও, প্রারব্ধক্ষয়ে প্রতিবন্ধকের অভাব হইলে তাহারও নাশ অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় নির্গুণব্রহ্মবিদের মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী। **পূর্ব্ববাদী** বলিয়াছেন—"সগুণপরব্রহ্মবিৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নানা শুভাশুভ-কর্ম্মের ফলভোগের জন্য জন্ম অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় তাঁহার ক্রমমুক্তি হইবে না"। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিলেন—ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবেই তাদৃশ শুভাশুভকর্ম্মের সহিত সগুণপরব্রহ্মবিদের সংশ্লেষ হয় না, ইহা ৪।১।৯ ও ১০ অধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং প্রারব্ধকর্ম্মের কার্য্যভূত শরীরের নাশ হইলে কোনপ্রকার প্রতিবন্ধক আর না থাকায় সগুণপরব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবেই ক্রম-মুক্ত তাঁহার ব্রহ্মলোকে গতি, তত্রস্থ ঐশ্বর্য্যভোগ ও কল্পান্তে বিদেহমুক্তি শাস্ত্রপ্রামাণ্যবলেই সিদ্ধ হয়। আধিকারিক পুরুষ সগুণব্রহ্মবিৎ বা নির্গুণব্রহ্মবিৎ। তাঁহাদের বিষয়ে **ব্রহ্মবিদ্যা-ভরণকার** বলিয়াছেন—"অধিকারিপুরুষাণাং সংস্কারাপ্রমোষস্য শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধত্বাৎ"। **ন্যায়-নির্ণয়কার** বলিয়াছেন—"অধিকারিণাং দেহান্তরে জ্ঞানাপ্রমোষস্য আগমিকত্বাৎ", ইত্যাদি। সুতরাং নির্গুণব্রহ্মবিদ্ আধিকারিকগণের অনেক জন্ম হইলেও ব্রহ্মজ্ঞানজন্য সংস্কারের এবং ব্রহ্মজ্ঞানের উচ্ছেদ না হওয়ায় ভোগাকাঙ্ক্ষাবশতঃ কোনপ্রকার পুণ্যের এবং কোনপ্রকার পাপেরই অনুষ্ঠান তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। যথাকথঞ্চিৎ পুণ্যপাপাদির অনুষ্ঠান হইয়া পড়িলেও ৪।১।৯-১০ অধিকরণন্যায়ানুসারে সেই সকলের সহিত তাঁহাদের সংশ্লেষই হয় না। "পুনর্জ্জন্মের বীজভূত কোনপ্রকার অপূর্ব্ব কর্ম্মের সহিতই তাঁহাদের সংশ্লেষ হয় না, ইহা বিদ্বান্‌গণের অনুভবসিদ্ধও বটে" (প্রকটার্থবিবরণ)। অতএব ঈশ্বরনিয়োগলব্ধ দীর্ঘপ্রারব্ধক্ষয়ে তাঁহাদেরও মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী, ইহা শাস্ত্রপ্রামাণ্যবলেই সিদ্ধ হয়। ইহা অঙ্গীকার না করিলে "অনেকজন্মপ্রাপকপ্রারব্ধসম্ভাবনয়া কস্যাপি প্রবৃত্তিঃ ন স্যাৎ" (ব্রঃ ভরণ), অর্থাৎ অনেক জন্ম-প্রাপ্তির ভয়ে আধিকারিক পদই গ্রহণ করিতে কেহ স্বীকৃত হইবেন না। ফলে বেদ ও ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ এবং ভগবান্ সবিতার তাপদানাদি কর্ম্মে বিরতি (৩।৩।৩২ সূঃ ১৫ বাক্য), ইত্যাদি নানা অনর্থ হইয়া পড়িবে। অধিকারী যদি **সগুণ**ব্রহ্মবিৎ হন, তাহা হইলেও "আপ্রায়ণকৃতোপাসনাসম্পন্নসংস্কারদার্ঢ্যাৎ সহকারিকর্ম্মসামর্থ্যাৎ চ জন্মান্তরে অপরিমুষিত-স্মৃতিত্বং দ্রষ্টব্যম্", "অন্যেষামপি বিদুষাং জ্ঞানস্য মুক্তিসাধনত্বপ্রতিপাদকশাস্ত্রানুসারেণ সংস্কারা-প্রমোষস্য কল্পনীয়ত্বাৎ" (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ)। ভাব এই—সগুণব্রহ্মবিদ্ অধিকারী বহু জন্ম পরি-গ্রহ করিলেও আমৃত্যু অনুষ্ঠিত উপাসনাজনিত সংস্কার এবং সহকারি কর্ম্মের সামর্থ্যবশতঃ তাঁহাদের ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক স্মৃতির বিস্মৃতি হয় না এবং তজ্জনিত সংস্কারেরও উচ্ছেদ হয় না; শাস্ত্রের প্রামাণ্যবলে ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। অতএব সদা বর্ত্তমান ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে তত্তজ্জন্মে কৃত পুণ্যপাপাদির সহিত সংশ্লেষ না হওয়ায় দীর্ঘপ্রারব্ধক্ষয়ে তাঁহাদেরও মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী, ইহা সিদ্ধ হইল। "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে" (ছাঃ ৬।১৪।২), ইত্যাদি শ্রুতিও এই বিষয়ে প্রমাণ। সেই প্রারব্ধ যে একটীমাত্র শরীরনিষ্ঠ, এইপ্রকার অর্থ সঙ্কোচের পক্ষে কোন যুক্তি নাই। পরন্তু প্রারব্ধের কার্য্যভূত যাবতীয় শরীরকেই এই স্থলে গ্রহণ করিতে হইবে। এইপ্রকারে পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত অনুমানটীর (২ ভাবদীঃ) দুষ্টতাও প্রদর্শিত হইল। তাহা এইপ্রকার—সকলপ্রকার ব্রহ্মবিদের ও আধিকারিকগণের ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে

ভাবদীপিকা

স্তরং শুভাশুভকর্ম্মের সহিত সংশ্লেষ না হওয়ায় তাঁহাদের "ভোগনিমিত্তকর্ম্মবত্তা" থাকে না, ইহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং "সংসারসম্বন্ধযোগ্যতারূপ" হেতুটী যেখানে থাকে, সেখানেই "ভোগনিমিত্তকর্ম্মবত্তা" থাকিবে, ইহা আর বলা চলে না। ফলে 'ভোগনিমিত্তকর্ম্মবত্ত্ব', ইহা সাধনাব্যাপক হওয়ায় হইল 'উপাধি'। ফলে পূর্ব্ববাদীর অনুমানটী 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি'-হেত্বাভাসদুষ্ট হইয়া পড়িল। এইপ্রকারে পূর্ব্বপক্ষীর সমস্ত যুক্তিই নিরাকৃত হইল। **লক্ষ্য করিতে হইবে**—৩।৩।১৯ যাবদধিকারাধিকরণে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্ আধিকারিকগণের নিয়মিত-ভাবে মুক্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণে সেই বিষয়েই কিছু অভিনব আশঙ্কার (২ ভাবদী:) নিরাকরণদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির অধিকরণ যে শরীর, তাহার উৎপত্তির হেতুভূত এবং আধিকারিকগণের বহুশরীরোৎপত্তির হেতুভূত প্রারব্ধক্ষয়ে মুক্তির অবশ্যম্ভাবিতা প্রতি-পাদিত হওয়ায় পুনরুক্তিদোষ হয় নাই। অনারব্ধকর্ম্মের জ্ঞাননাশ্যতা (৪।১।৯-১০ অধি:), আরব্ধকর্ম্মের জ্ঞানানাশ্যতা (ঐ ১১ অধি:), নিত্যাদিকর্ম্মের নাশাভাব (ঐ ১২ অধি:) ও বিদ্যাহেতুতা (ঐ ১৩ অধি:) প্রতিপাদনকরত: অবসরলাভান্তে আরব্ধকর্ম্মের ভোগনাশ্যতা এই অধিকরণে প্রদর্শিত হওয়ায় কোন অধিকরণই পুনরুক্ত হয় নাই।

ইতরক্ষপণাধিকরণ সমাপ্ত।

চতুর্থাধ্যায়ের "জীবন্মুক্তিনিরূপণনামক" প্রথম পাদ সমাপ্ত।

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্"॥ (গীতা ১২।৬-৭)।

চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। [উৎক্রান্তিপাদঃ]

জীবন্মুক্তির্যৎকৃপাত উৎক্রান্তির্গতিরুত্তরা। ব্রহ্মাপ্তিশ্চ ভবেৎ পুংসাং নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে॥

"নমঃ সমস্তভূতানামাদিভূতায় ভূভৃতে। অনেকরূপরূপায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে"॥

পাদপ্রতিপাদ্য—সগুণপরব্রহ্মবিদ্যা ও অপরব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতির ব্রাহ্মলৌকিক ফলপ্রাপ্তি উৎক্রমণ ব্যতিরেকে সম্ভব নহে বলিয়া সগুণব্রহ্মবিদের এবং প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য অজ্ঞ জীবের উৎক্রমণপ্রকার এবং নির্গুণপরব্রহ্মবিদের উৎক্রমণাভাব ও লিঙ্গশরীরের লয় নিরূপণ।

অব্যবহিতপাদসঙ্গতি—পূর্ব্বপাদে সগুণ ও নির্গুণ পরব্রহ্মবিদের মুক্তির বিরোধী সঞ্চিত কর্ম্মের নিবৃত্তি হইলে জীবন্মুক্তিরূপ এবং ভোগদ্বারা প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হইলে বিদেহ-মুক্তিরূপ ফল সামান্যভাবে নিরূপিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত পাদে প্রারব্ধক্ষয়ের অনন্তর সগুণপর-ব্রহ্মবিদের ক্রমমুক্তিপ্রাপ্তিতে, অপরব্রহ্মবিদের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিতে এবং নির্গুণব্রহ্মবিদের বিদেহ-মুক্তিপ্রাপ্তিতে যাহা কিছু বিশেষ জ্ঞাতব্য আছে, তাহা প্রদর্শনের জন্য পরবর্ত্তী পাদত্রয় আরব্ধ হই-তেছে। এইপ্রকারে প্রথম পাদে সামান্যভাবে নিরূপণই পরবর্ত্তী পাদত্রয়ে বিশেষভাবে নিরূপণের হেতু হওয়ায় প্রথম পাদের সহিত পরবর্ত্তী পাদত্রয়ের **হেতুহেতুমদ্ভাব**সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

মুখ্যঅধ্যায়সঙ্গতি—প্রারব্ধক্ষয়ে নির্গুণব্রহ্মবিদের বিদেহমুক্তি ও সগুণব্রহ্মবিদের ক্রম-মুক্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে ক্রমমুক্তিরূপ ফললাভের জন্য ব্রহ্মলোকে গতি বর্ণনা করিতে হইবে। অর্চ্চিরাদিমার্গে ব্রহ্মলোকে গতি সম্ভব এবং সেই মার্গপ্রাপ্তি উৎক্রান্তিসাপেক্ষ। সগুণো-পাসনার ফল উৎক্রান্তিব্যতিরেকে অনুপপন্ন হওয়ায় অর্থাপত্তিপ্রমাণলব্ধ সেই উৎক্রান্তি ও তদা-নুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় বর্ণিত হওয়ায় এই ফলাধ্যায়ের সহিত এই পাদের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

১। বাগধিকরণম্। [১-২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—উৎক্রান্তিকালে মনে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিলয়।

অধিকরণসঙ্গতি—পাদের আদি অধিকরণ হওয়ায় ইহার অপেক্ষা নাই।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—উৎক্রমণব্যতিরেকে অর্চ্চিরাদিমার্গে ব্রহ্মলোকে গতি সম্ভব না হওয়ায় সেই উৎক্রান্তির প্রকার বর্ণিত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

বাগাদীনাং স্বরূপেণ বৃত্ত্যা বা মানসে লয়ঃ।
শ্রুতির্বাঙ্‌মনসীত্যাহ স্বরূপবিলয়স্ততঃ॥
ন লীয়তেঽনুপাদানে কার্য্যং বৃত্তিস্তু লীয়তে।
বহ্নির্বৃত্তের্জলে শান্তের্বাক্‌শব্দো বৃত্তিলক্ষকঃ॥

অন্বয়—বাগাদীনাং মানসে লয়ঃ স্বরূপেণ বৃত্ত্যা বা? শ্রুতিঃ "বাক্ মনসী" ইতি আহ, ততঃ স্বরূপবিলয়ঃ। কার্য্যম্ অনুপাদানে ন লীয়তে, বৃত্তিঃ তু লীয়তে, বহ্নিবৃত্তেঃ জলে শান্তেঃ, বাক্‌শব্দঃ বৃত্তিলক্ষকঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[উৎক্রান্তিক্রমঃ ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে—"অস্য সোম্য পুরুষস্য প্রয়তঃ বাঙ্‌মনসী সম্পদ্যতে" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইত্যাদি। ইয়ং শ্রুতিঃ অত্র বিষয়ঃ। "বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে"

ইত্যত্র বাচম্ অধিকৃত্য করণব্যুৎপত্ত্যা স্বরূপসম্পত্তিপ্রতীতেঃ ভাবব্যুৎপত্ত্যা চ স্ববৃত্তিসম্পত্তি-প্রতীতেঃ ভবতি সংশয়ঃ—ম্রিয়মাণস্য পুরুষ"] বাগাদীনাং [দশেন্দ্রিয়াণাং] মানসে লয়ঃ স্বরূপেণ [স্যাৎ] বৃত্ত্যা বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—শ্রুতিঃ "বাক্ মনসী" ইতি আহ। [তত্র বৃত্তিশব্দঃ ন শ্রূয়তে]। অতঃ [বাগাদীনাং মনসি] স্বরূপবিলয়ঃ [স্বীকার্য্যঃ]।

সিদ্ধান্ত—['উপাদানে এব কার্য্যস্য স্বরূপলয়ঃ', ইতি মৃদ্‌ঘটাদৌ ব্যাপ্তিদর্শনাৎ] কার্য্যম্ অনুপাদানে ন লীয়তে। বৃত্তিঃ তু [অনুপাদানে অপি] লীয়তে, [অঙ্গারেষু জলমধ্যে প্রক্ষিপ্তেষু দাহপ্রকাশাত্মিকায়াঃ] বহ্নিবৃত্তেঃ [অনুপাদানে] জলে শান্তেঃ। [অতঃ মনসঃ বাগাদিকং প্রতি অনুপাদানত্বাৎ মনসি তেষাং বৃত্তিলয়ঃ এব স্বীকার্য্যঃ। ননু অস্মিন্ শ্রুতৌ বৃত্তিবাচকশব্দঃ নাস্তি, কথং সা বৃত্তিঃ লভ্যতে? অতঃ আহ—বৃত্তিবৃত্তিমতোঃ অভেদোপচারাৎ] বাক্‌শব্দঃ বৃত্তিলক্ষকঃ।

অনুবাদ

সংশয়—[ছান্দোগ্যে উৎক্রমণের ক্রম পঠিত হইতেছে—"হে সোম্য, পরলোকে প্রয়াণকারী এই পুরুষের বাগিন্দ্রিয় মনে উপসংহৃত (—বিলীন) হয়", ইত্যাদি। এই শ্রুতি এখানে বিষয়। "বাগিন্দ্রিয় মনে উপসংহৃত হয়", ইত্যাদি এই স্থলে বাক্‌কে অবলম্বন করিয়া ['বদতি অনয়া ইতি বাক্'—'ইহার দ্বারা বাগ্‌ব্যবহার করা হয়', এইপ্রকারে] করণবাচ্যে ব্যুৎপত্তিবলে বাগিন্দ্রিয়স্বরূপের প্রতীতি হওয়ায় এবং ['বচনম্ এব বাক্'—'বাগ্‌ব্যবহারক্রিয়াই বাক্', এইপ্রকারে] ভাববাচ্যে ব্যুৎপত্তিবলে নিজের (—বাগিন্দ্রিয়ের) বৃত্তির উপসংহারের প্রতীতি হওয়ায় সংশয় হয়—মুমূর্ষু পুরুষের] বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি দশটী ইন্দ্রিয়ের মনে লয় স্বরূপতঃ হয়, অথবা বৃত্তির দ্বারা (—বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতিরই বিলয় হয়, অথবা তাহাদের বৃত্তির) ?

পূর্ব্বপক্ষ—"বাগিন্দ্রিয় মনে উপসংহৃত হয়", ইহা শ্রুতি বলিতেছেন। [সেই স্থলে বৃত্তিশব্দ শ্রুত হইতেছে না]। সেইহেতু [বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতির মনে] স্বরূপবিলয় স্বীকার্য্য]।

সিদ্ধান্ত—[উপাদানেই কার্য্যের স্বরূপবিলয় হয়, মৃত্তিকা ও ঘটাদিতে এইপ্রকার ব্যাপ্তি পরিদৃষ্ট হওয়ায়] কার্য্য অনুপাদানে বিলীন হয় না। বৃত্তি কিন্তু [অনুপাদানেও] লয় প্রাপ্ত হয়, যেহেতু [অঙ্গার জলমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইলে দাহ ও প্রকাশাত্মিকা] বহ্নিবৃত্তির [অনুপাদান] জলে উপশম হয়। [এইহেতু মন বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতির উপাদান না হওয়ায় মনে তাহাদের বৃত্তিলয় স্বীকার্য্য। কিন্তু এই শ্রুতিতে বৃত্তিবাচক শব্দ নাই, সেই বৃত্তিকে কিপ্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—বৃত্তি ও বৃত্তিমানকে গৌণভাবে অভিন্ন বলা হয় বলিয়া] বাক্‌শব্দ বৃত্তির লক্ষক (—উক্ত শব্দের লাক্ষণিক অর্থ 'বাগ্‌বৃত্তি')।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, উপাদানে কার্য্যলয়নিয়ম সিদ্ধ না হওয়ায় ইন্দ্রিয়স্বরূপের লয়বশতঃ মৃত্যু হইলেই মোক্ষলাভ। সিদ্ধান্তে—উক্ত নিয়ম সিদ্ধ হওয়ায় বৃত্তিমাত্রের লয়-বশতঃ পুনঃ সংসারপ্রাপ্তি।

বাঙ্‌মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ ॥৪।২।১॥

পদচ্ছেদ—বাক্, মনসি, দর্শনাৎ, শব্দাৎ, চ।

সূত্রার্থ—["অস্য সোম্য পুরুষস্য প্রয়তঃ বাক্ মনসি সম্পদ্যতে" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি উৎক্রান্তিবোধিকা শ্রুতিঃ। তত্র কিং সবৃত্তিকায়াঃ বাচঃ এব মনসি লয়ঃ কিংবা বাগ্‌বৃত্তেঃ

এব ইতি সংশয়ে শ্রুতিবলাৎ 'বাচঃ এব' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **বাক্**—বাগ্‌বৃত্তিঃ, **মনসি** [লীয়তে। কুতঃ ?] **দর্শনাৎ**—মনোবৃত্তৌ সত্যাম্ এব লোকে বাগ্‌বৃত্তিলয়স্ত দর্শনাৎ, [নতু বাগিন্দ্রিয়স্ত অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ। তর্হি বাক্‌শব্দস্ত কা গতিঃ ? অত আহ—] **শব্দাৎ চ**—বাক্‌শব্দাৎ অপি বাগ্‌বৃত্তিরূপঃ অর্থঃ জ্ঞেয়ঃ। [বৃত্তিবৃত্তিমতোঃ অভেদবিবক্ষয়া বাক্‌শব্দঃ অপি বৃত্তিলয়ম্ এব প্রতিপাদয়তি ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—["হে প্রিয়দর্শন, পরলোকে গমনোদ্যত এই পুরুষের বাগিন্দ্রিয় মনে বিলীন হয়", ইত্যাদি ইহা উৎক্রান্তিবোধক শ্রুতিবাক্য। সেই স্থলে কি বৃত্তিসহিত বাগিন্দ্রিয়েরই মনে লয় 'প্রতিপাদিত হইয়াছে', অথবা বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তিরই 'তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে', এইপ্রকার সংশয় হইলে; শ্রুতিবলে বাগিন্দ্রিয়েরই 'তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **বাক্**—বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি, **মনসি**—মনে [বিলীন হয়। প্রমাণ কি ? উত্তর—] **দর্শনাৎ**—যেহেতু মনের বৃত্তি বর্ত্তমান থাকিলেও বাগিন্দ্রিয়বৃত্তির বিলয় পরিদৃষ্ট হয়, [কিন্তু বাগিন্দ্রিয়ের তাহা পরিদৃষ্ট হয় না, কারণ তাহা অতীন্দ্রিয়। আচ্ছা, তাহা হইলে [বাগিন্দ্রিয়বাচক] বাক্‌শব্দের গতি কি (—তাহার বৃত্তিরূপ অর্থ কিপ্রকারে সম্ভব হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **শব্দাৎ চ**—আর বাক্‌শব্দ হইতে [লক্ষণাবৃত্তিবলে] বাগ্‌বৃত্তিরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। [বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভিন্নতাজ্ঞাপনের ইচ্ছাবশতঃ বাক্‌শব্দও বৃত্তিলয়ই প্রতিপাদন করিতেছে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অথ অপরাসু বিদ্যাসু ফলপ্রাপ্তয়ে দেবযানং পন্থানম্ অবতারয়িষ্যন্ প্রথমং তাবৎ যথাশাস্ত্রম্ উৎক্রান্তিক্রমম্ অন্বাচষ্টে।১ সমানা হি বিদ্বদবিদুষোঃ উৎক্রান্তিঃ ইতি বক্ষ্যতি।২ অস্তি প্রায়ণবিষয়া শ্রুতিঃ "অস্য সোম্য পুরুষস্য প্রয়তঃ বাঙ্ মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি, বিষয় ও সংশয়। পূঃ—শক্তিবৃত্তিবলে বাগিন্দ্রিয়েরই মনে লয় অঙ্গীকার্য্য।]

অনন্তর (—ব্রহ্মবিদ্যাবলে সগুণ ও নির্গুণ পরব্রহ্মবিদের সঞ্চিত কর্ম্মের নাশ ও ভোগদ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে যথাক্রমে ক্রমমুক্তি ও বিদেহমুক্তি লাভ কথনের অনন্তর) অপরা বিদ্যাসকলে (—নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যাভিন্ন বিদ্যাসকলে, যথা—সগুণপরব্রহ্মবিদ্যা, হিরণ্যগর্ভবিদ্যা, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রভৃতিতে) ফলপ্রাপ্তির জন্য [তৃতীয়পাদে] দেবযানমার্গের অবতারণা করিতে উদ্যত [ভগবান্ সূত্রকার] প্রথমে শাস্ত্রানুযায়িভাবে উৎক্রান্তির ক্রম বর্ণনা করিতেছেন।১ [কিন্তু "ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।৬) ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে নির্গুণব্রহ্মবিদের উৎক্রমণ হয় না, সুতরাং ব্রহ্মবিচারাত্মক এই শাস্ত্রে উৎক্রান্তি কেন বিচারিত হইতেছে ? উত্তর—] দেখ, [নির্গুণব্রহ্মবিদের যদিও উৎক্রমণ হয় না, তথাপি] বিদ্বান্ (—উপাসক, সবিশেষ ব্রহ্মবিদ্) ও অবিদ্বানের উৎক্রমণ সমান (—একইভাবে হয়), ইহা বলিবেন (৪।২।৪ অধিঃ)।২ [বিচার্য্য বিষয় উত্থাপন করিতেছেন—] পরলোকে গমনবিষয়ক শ্রুতি আছে, যথা—"হে প্রিয়দর্শন, পরলোকে গমনোদ্যত পুরুষের বাক্ মনে

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্” (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি।৩ কিম্ ইহ বাচঃ এব বৃত্তিমত্যাঃ মনসি সম্পত্তিঃ উচ্যতে, উত বাগ্‌বৃত্তেঃ ইতি বিশয়ঃ।৪ তত্র বাগেব তাবৎ মনসি সম্পদ্যতে ইতি প্রাপ্তম্।৫ তথাহি শ্রুতিঃ অনুগৃহীতা ভবতি।৬ ইতরথা লক্ষণা স্যাৎ।৭ শ্রুতিলক্ষণাবিশয়ে চ শ্রুতিঃ ন্যায্যা, ন লক্ষণা।৮ তস্মাৎ বাচঃ এব অয়ং মনসি প্রলয়ঃ ইতি।৯ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—বাগ্‌বৃত্তিঃ মনসি সম্পদ্যতে ইতি।১০ কথং বাগ্‌বৃত্তিঃ ইতি ব্যাখ্যায়তে? যাবতা 'বাঙ্‌মনসি' ইতি এব আচার্য্যঃ পঠতি।১১ সত্যম্ এতৎ, পঠিষ্যতি তু পরস্তাৎ "অবিভাগো বচনাৎ" (৪।২।১৬) ইতি।১২ তস্মাৎ অত্র বৃত্ত্যুপশমমাত্রং বিবক্ষিতম্ ইতি গম্যতে।১৩

ভাষ্যানুবাদ

বিলীন হয়, মন [মুখ্য] প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজঃ পরম দেবতাতে বিলীন হয়”, ইত্যাদি।৩ এই স্থলে কি বৃত্তির সহিত বাগিন্দ্রিয়ের মনে লয় কথিত হইতেছে, অথবা বাগিন্দ্রিয়বৃত্তির তাহা কথিত হইতেছে', ইহা সংশয়।৪ [পূর্ব্বপক্ষ—] সেই স্থলে বাগিন্দ্রিয়ই মনে বিলীন হয়, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল, [কারণ বাক্‌শব্দের শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থ 'বাগিন্দ্রিয়']।৫ তাহা হইলে (—শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থ গৃহীত হইলে) শ্রুতির অনুকূলতা করা হয়।৬ অন্যথা (—বাগিন্দ্রিয়কে গ্রহণ না করিয়া তাহার বৃত্তিকে গ্রহণ করিলে) লক্ষণা হইয়া পড়িবে।৭ [হউক, তাহাও তো শব্দেরই বৃত্তি। উত্তর—] আর শ্রুতি (শক্তিবৃত্তি) ও লক্ষণার মধ্যে সংশয় হইলে শ্রুতিই ন্যায্য (—গ্রহণীয়), লক্ষণা নহে।৮ সেইহেতু বাগিন্দ্রিয়েরই মনে এই লয় হয়, ইত্যাদি।৯

[সিং—অনুপাদানে কার্য্যের লয়াভাব। বাক্‌শব্দের লাক্ষণিকার্থ বাগ্‌বৃত্তির লয়ই অঙ্গীকরণীয়।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—[বাগিন্দ্রিয়ের যাহা উপাদান নহে, সেই মনে তাহার স্বরূপতঃ লয় সম্ভব না হওয়ায়] বাগিন্দ্রিয়বৃত্তি (—বাগ্‌ব্যাপার, কথা বলা) মনে বিলীন হয়।১০ [শঙ্কা—] 'বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি', এইপ্রকারে ব্যাখ্যাত হইতেছে কেন? যেহেতু আচার্য্য [বাদরায়ণ] 'বাক্ (—বাগিন্দ্রিয়) মনে বিলীন হয়', ইহাই বলিতেছেন, [বৃত্তিলয়ের কথা তো বলেন নাই]।১১ [সমাধান—] ইহা সত্য, কিন্তু পরে [আচার্য্য] 'অবিভাগো বচনাৎ”, ইহা বলিবেন (১)।১২ সেইহেতু (—অজ্ঞেরও ইন্দ্রিয়লয় অঙ্গীকৃত হইলে উক্ত বিশেষ কথন সঙ্গত না হওয়ায়, এখানে বাগিন্দ্রিয়ের] বৃত্তির উপশম-

ভাষদীপিকা

(১) উক্ত সূত্রে ভগবান্ সূত্রকার নির্গুণব্রহ্মবিদের লিঙ্গশরীরের (—পঞ্চপ্রাণ মন বুদ্ধি ও দশটী ইন্দ্রিয়ের) ব্রহ্মে স্বরূপতঃ নিঃশেষে লয়ের কথা বলিবেন। এখানে সগুণব্রহ্মবিদ্ ও সাধারণ জীবের উৎক্রমণ বর্ণিত হইতেছে। অবিদ্যাধ্বংস না হওয়ায় ইঁহাদের লিঙ্গশরীরের স্বরূপতঃ লয় সম্ভব নহে; কারণ তদঙ্গীকারে 'মৃত্যুমাত্রেই সকল জীবের মুক্তি' এই চার্ব্বাক-

শাঙ্করভাষ্যম্

তত্ত্বপ্রলয়বিবক্ষায়াং তু সর্ব্বত্রৈব অবিভাগসাম্যাৎ কিং পরত্রৈব বিশিংষ্যাৎ "অবিভাগঃ" ইতি ।১৪ তস্মাৎ অত্র বৃত্ত্যুপসংহারবিবক্ষা।১৫ বাগ্‌বৃত্তিঃ পূর্ব্বম্ উপসংহ্রিয়তে মনোবৃত্তৌ অবস্থিতায়াম্ ইত্যর্থঃ।১৬ কস্মাৎ?১৭ 'দর্শনাৎ'।১৮ দৃশ্যতে হি বাগ্‌বৃত্তেঃ পূর্ব্বোপসংহারঃ মনোবৃত্তৌ বিদ্যমানায়াম্।১৯ ন তু বাচঃ এব বৃত্তিমত্যাঃ মনসি উপসংহারঃ কেনচিদপি দ্রষ্টুং শক্যতে।২০ ননু শ্রুতিসামর্থ্যাৎ বাচঃ এব অয়ং মনসি অপ্যয়ঃ যুক্তঃ ইতি উক্তম্।২১ ন ইতি আহ, অতৎপ্রকৃতিত্বাৎ।২২ যস্য হি যতঃ উৎপত্তিঃ তস্য তত্র প্রলয়ঃ ন্যায্যঃ মৃদি ইব শরাবস্য।২৩ নচ মনসঃ

ভাষ্যানুবাদ

মাত্র বিবক্ষিত, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।১৩ [বিপক্ষে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] কিন্তু [এখানে] তত্ত্বের (—ইন্দ্রিয়স্বরূপের) প্রলয় (—আত্যন্তিক লয়) বিবক্ষিত হইলে [নির্গুণব্রহ্মবিদ্ ও তদ্ভিন্ন] সকল স্থলেই [ব্রহ্মের সহিত ইন্দ্রিয়স্বরূপের] অবিভাগ সমান হওয়ায় পরবর্ত্তিস্থলে "অবিভাগঃ", এইরূপে কি বিশেষিত করিবেন (—বিশেষভাবে কাহার অবিভাগের কথা বলিবেন)? ১৪ সেইহেতু (—সেই বিশেষ কথনের সার্থকতার জন্য) এখানে [বাগিন্দ্রিয়ের] বৃত্তির উপসংহার বিবক্ষিত হইয়াছে।১৫ [তখন মুমুর্ষুর অবস্থা কিপ্রকার হয়, তাহা বলিতেছেন—] মনের বৃত্তি (—চিন্তনসামর্থ্য) বিদ্যমান থাকিলেও বাগিন্দ্রিয়বৃত্তি (—বাগ্‌ব্যবহার সামর্থ্য) প্রথমে উপসংহৃত (—বিলীন) হয়, ইহাই ["বাঙ্মনসি" সূত্রাংশের] অর্থ।১৬ তাহাতে প্রমাণ কি? ১৭ [উত্তর—] যেহেতু পরিদৃষ্ট হয়।১৮ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—মুমূর্ষু ব্যক্তির] মনোবৃত্তি (—চিন্তনক্রিয়া) বিদ্যমান থাকিলেও বাগ্‌বৃত্তির প্রথমে উপসংহার হয় (—মুমূর্ষু কথা বলিতে পারে না), ইহা [লোকমধ্যে] পরিদৃষ্টই হইয়া থাকে।১৯ কিন্তু বৃত্তিযুক্ত বাগিন্দ্রিয়েরই মনে লয় কেহই দেখিতে সমর্থ নহে, [কারণ ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে]।২০ [শঙ্কা—] কিন্তু শ্রুতির (—শক্তিবৃত্তির) সামর্থ্যবশতঃ বাগিন্দ্রিয়েরই মনে এই বিলয় যুক্তিসঙ্গত, ইহা কথিত হইয়াছে (৯ বাক্য)।২১ [সমাধান—সিদ্ধান্তী] না, ইহা বলিতেছেন, কারণ তাহার প্রকৃতি নহে (—মন বাগিন্দ্রিয়ের উপাদান নহে)।২২ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু যাহার যাহা হইতে উৎপত্তি, তাহার তাহাতেই প্রলয় যুক্তিসঙ্গত; যেমন মৃত্তিকাতে শরাবের

ভাবদীপিকা

মতবাদ অঙ্গীকার করিতে হইবে; ইহা সর্ব্বথা অসঙ্গত। অতএব অজ্ঞ জীবের উৎক্রমণকালে লিঙ্গশরীরের লয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের লয় সম্ভব না হওয়ায়, ইন্দ্রিয়বৃত্তিকেই গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই ভাব। ইহাই বলিতেছেন—তস্মাৎ—'সেইহেতু' ইত্যাদি। (১৩ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

বাক্ উৎপদ্যতে ইতি কিঞ্চন প্রমাণম্ অস্তি।২৪ বৃত্ত্যুদ্ভবাভিভবৌ তু অপ্রকৃতিসমাশ্রয়ৌ অপি দৃশ্যেতে।২৫ পার্থিবেভ্যঃ হি ইন্ধনেভ্যঃ তৈজসস্য অগ্নেঃ বৃত্তিঃ উদ্ভবতি, অপ্সু চ উপশাম্যতি।২৬ কথং তর্হি অস্মিন্ পক্ষে শব্দঃ "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" ইতি?২৭ অতঃ আহ -"শব্দাৎ চ" ইতি।২৮ শব্দঃ অপি অস্মিন্ পক্ষে অবকল্পতে বৃত্তিবৃত্তিমতোঃ অভেদোপচারাৎ ইত্যর্থঃ।২৯॥৪।২।১॥

ভাষ্যানুবাদ

প্রলয়।২৩ কিন্তু মন হইতে বাগিন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, এই বিষয়ে কোনপ্রকার প্রমাণ নাই; [সুতরাং শ্রুতিও যুক্তিবিরুদ্ধ কথা বলিতে পারেন না।২৪ কিন্তু মন তো বাগিন্দ্রিয়বৃত্তিরও উপাদান নহে, তাহাতে বাগ্‌বৃত্তিরই বা বিলয় কিপ্রকারে হইবে? উত্তর—] বৃত্তির উৎপত্তি ও লয় কিন্তু অনুপাদানকে আশ্রয় করিয়াও হইতে দেখা যায়।২৫ [যেমন] পার্থিব (—পৃথিবীর বিকারভূত) ইন্ধনসকল (—কাষ্ঠসকল) হইতে তৈজসপদার্থ অগ্নির [জ্বলনরূপ] বৃত্তির উদ্ভব হয় এবং জলে উপশান্ত হয়।২৬ [শঙ্কা—] আচ্ছা, তাহা হইলে [এই বৃত্তিলয়পক্ষে] "বাগিন্দ্রিয় মনে বিলীন হয়", এই শব্দ কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে? [কারণ বাক্‌শব্দের শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থ 'বাগিন্দ্রিয়', আর শক্তি ও লক্ষণাবৃত্তির মধ্যে শক্তিবৃত্তিই বলবতী।২৭ সমাধান—] সেইহেতু (—এইপ্রকার সংশয় হওয়ায়, ভগবান্ সূত্রকার] বলিতেছেন—"শব্দাৎ চ", ইত্যাদি।২৮ [ইহার অর্থ—] শব্দও এই পক্ষে অনুকূল হইতেছে, যেহেতু বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভেদোপচার হইয়া থাকে (—মুখ্যার্থ সঙ্গত না হইলে গৌণার্থে একই শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে (২) ইহাই ভাব।২৯॥৪।২।১॥

অতএব চ সর্বাণ্যনু ॥৪।২।২॥

পদচ্ছেদ—অতএব, চ, সর্ব্বাণি, অনু।

সূত্রার্থ—[বাচি উক্তং ন্যায়ং চক্ষুরাদিষু অতিদিশতি—যতঃ প্রকৃতিবিকারভাবাভাবাৎ বাচঃ মনসি বৃত্তিলয়ঃ, ন স্বরূপলয়ঃ], **অতএব**—অস্মাদ্ধেতোঃ, **সর্ব্বাণি**—চক্ষুরাদীনি

ভাবদীপিকা

(২) যেমন বহ্নির জ্বলনদ্বারা হস্ত দগ্ধ হইলেও বহ্নি ও জ্বলনরূপ বহ্নির বৃত্তিকে অভিন্নভাবে গ্রহণকরতঃ বলা হয়—'বহ্নির দ্বারা হস্ত দগ্ধ হইয়াছে'। এই স্থলে বহ্নিশব্দের বহ্নিবৃত্তিরূপ লাক্ষণিকার্থ গৃহীত হইল। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ বাক্‌শব্দে বাগ্‌বৃত্তিরূপ লাক্ষণিকার্থ গৃহীত হইয়াছে। অথবা শাক্তবৃত্তির দ্বারাও এখানে নির্ব্বাহ হইতে পারে, কারণ বচ্ ধাতু+ভাবার্থে কিপ্ প্রত্যয় করিয়া বাক্‌শব্দের ব্যুৎপত্তি করিলে অর্থ হয়—'বাগ্‌বৃত্তি', যেহেতু ভাবব্যুৎপত্তিতে ধাতুর অর্থই প্রধান। আর 'বচ্'ধাতুর অর্থ—বাগ্‌ব্যাপার (—কথা বলা), তাহাই বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি (রত্নপ্রভা দ্রঃ)। ভগবান্ ভাষ্যকার কিন্তু এই শেষোক্তপ্রকার ব্যাখ্যা করেন নাই এবং সকলে শব্দের শক্তিবৃত্তিলভ্য নানা অর্থ স্বীকারও করেন না (১।৬৯ পৃঃ দ্রঃ)।

সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি. চ—অপি [স্বানুপাদানে সবৃত্তিকে মনসি স্ববৃত্তিলয়মাত্রেণ] অনু—অনুবর্ত্তন্তে, লীয়ন্তে ; [নতু স্বরূপেণ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[বাগিন্দ্রিয়ে বর্ণিত যুক্তিকে চক্ষু প্রভৃতিতে অতিদেশ করিতেছেন—যেহেতু উপাদান ও কার্য্যভাব না থাকায় মনে বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তিলয় হয়, স্বরূপলয় হয় না], অতএব—এইহেতু, সর্ব্বাণি চ—চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকলও [নিজের অনুপাদান বৃত্তিযুক্ত মনে নিজের বৃত্তিমাত্রলয়দ্বারা] অনু—অনুবর্ত্তন (—অনুসরণ) করে, লয়প্রাপ্ত হয় ; [কিন্তু স্বরূপতঃ লীন হয় না, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"তস্মাৎ উপশান্ততেজাঃ পুনর্ভবম্ ইন্দ্রিয়ৈঃ মনসি সম্পদ্যমানৈঃ" (প্রশ্ন ৩।৯), ইতি অত্র অবিশেষেণ সর্ব্বেষাম্ এব ইন্দ্রিয়াণাং মনসি সম্পত্তিঃ শ্রূয়তে।১ তত্রাপি 'অতএব' বাচঃ ইব চক্ষুরাদীনাম্ অপি সবৃত্তিকে মনসি অবস্থিতে বৃত্তিলোপদর্শনাৎ তত্ত্বপ্রলয়াসম্ভবাৎ শব্দোপপত্তেশ্চ বৃত্তিদ্বারেণ এব সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি মনঃ অনুবর্ত্তন্তে।২ সর্ব্বেষাং করণানাং মনসি উপসংহারাবিশেষে সতি বাচঃ পৃথক্ গ্রহণং "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি উদাহরণানুরোধেন ।৩।৪।২।২॥ ইতি প্রথমং বাগধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বাগিন্দ্রিয়ে নির্ণীত যুক্তির অন্যান্য ইন্দ্রিয়ে অতিদেশ।]

"সেইহেতু (—উৎক্রমণকারী তেজঃস্বভাব উদানবায়ু বাহ্যতেজঃকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া শরীরে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া, ভোগপ্রদ কর্ম্মোপরমে] যাঁহার স্বাভাবিক তেজঃ (—শরীরের উষ্ণতা) শান্ত হইয়াছে, তিনি (—মুমূর্ষু, বাহ্য তেজের সহায়তা প্রাপ্ত না হইয়া] মনে প্রবিষ্ট ইন্দ্রিয়গণের সহিত শরীরান্তর প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি এই স্থলে অবিশেষভাবে সকল ইন্দ্রিয়েরই মনে প্রবেশ শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে।১ সেই স্থলেও এই হেতুবশতঃই (—অনুপাদানে স্বরূপ লয় না হইয়া বৃত্তিলয় হয় বলিয়াই) বাগিন্দ্রিয়ের ন্যায় চক্ষু প্রভৃতিরও বৃত্তিযুক্তরূপে অবস্থিত মনে বৃত্তির লোপ পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া, তত্ত্বের (—ইন্দ্রিয়স্বরূপের, অনুপাদানে] প্রলয় সম্ভব হয় না বলিয়া এবং [লক্ষণাবৃত্তিবলে তত্তৎ ইন্দ্রিয়বাচক] শব্দও সঙ্গত হয় বলিয়া বৃত্তিদ্বারেই সকল ইন্দ্রিয় মনকে অনুবর্ত্তন (—অনুসরণ) করে (—অপরাপর ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসকলই মনে বিলীন হয়।২ আচ্ছা সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিলয়ই প্রতিপাদ্য হইলে প্রথম সূত্রে পৃথগ্‌ভাবে বাগিন্দ্রিয়ই গৃহীত হইয়াছে কেন ? উত্তর—] অবিশেষভাবে সকল ইন্দ্রিয়ের (—ইন্দ্রিয়বৃত্তির) মনে উপসংহার (—লয়) হইলেও উদাহরণের অনুরোধে [শ্রুতিতে] "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে", এইপ্রকারে বাগিন্দ্রিয়ের পৃথগ্‌ভাবে গ্রহণ হইয়াছে।৩।৪।২।২॥ বাগধিকরণ সমাপ্ত।

২। মনোঽধিকরণম্। [৩ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—উৎক্রান্তিকালে মুখ্যপ্রাণে মনোবৃত্তির লয়।

অধিকরণসঙ্গতি পূর্ব্বাধিকরণে মনে ইন্দ্রিয়সকলের বৃত্তিলয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। মুখ্যপ্রাণে কিন্তু মনের বৃত্তিলয় না হইয়া স্বরূপলয়ই হইবে; কারণ "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ আপোময়ঃ প্রাণঃ" (ছাঃ ৬।৫।৪), ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণ ও মন যথাক্রমে জল ও অন্নের বিকাররূপে (—কার্য্যরূপে) বর্ণিত হওয়ায় এবং "আপশ্চ অন্নম্ অসৃজন্ত", (ছাঃ ৬।২।৪?) ইত্যাদি শ্রুতিবলে জলই অন্নের উপাদান হওয়ায় জলাত্মক প্রাণ অন্নাত্মক মনের উপাদান, ইহাই নির্ণীত হয়। আর উপাদানে কার্য্যের স্বরূপলয়ই যুক্তিসঙ্গত। এইরূপে **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়। অথবা পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায়ই অভিদিষ্ট হওয়ায় পৃথক্ সঙ্গতির অপেক্ষা নাই।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—উৎক্রান্তিপ্রকারই বর্ণিত হওয়ায় পূর্ব্ববৎ এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়। অস্পষ্ট স্থল ব্যতিরেকে এই সঙ্গতি আর প্রদর্শিত হইবে না।

ন্যায়মালা

মনঃ প্রাণে স্বয়ং বৃত্ত্যা বা লীয়তে স্বয়ং যতঃ।
কারণাম্বোদকদ্বারা প্রাণো হেতুর্মনঃ প্রতি॥
সাক্ষাৎ স্বহেতৌ লীয়েত কার্য্যং প্রাণাদিকে নতু।
গৌণঃ প্রাণাদিকো হেতুস্ততো বৃত্তিলয়ো ধিয়ঃ॥

অন্বয়—মনঃ প্রাণে স্বয়ং লীয়তে, বৃত্ত্যা বা? স্বয়ং, যতঃ কারণাম্বোদকদ্বারা প্রাণঃ মনঃ প্রতি হেতুঃ। কার্য্যং সাক্ষাৎ স্বহেতৌ লীয়েত, নতু প্রাণাদিকে, প্রাণাদিকঃ হেতুঃ গৌণঃ; ততঃ ধিয়ঃ বৃত্তিলয়ঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["মনঃ প্রাণে" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি বাক্যম্ অত্র বিষয়ঃ। মনোঽধিকৃত্য পূর্ব্ববৎ ব্যুৎপত্তিদ্বৈবিধ্যসিদ্ধ্যা শ্রুতিস্থারাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—] মনঃ প্রাণে স্বয়ং লীয়তে, বৃত্ত্যা বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[বাগাদিষু মনসি বৃত্ত্যা প্রলীনেষু তৎ মনঃ] স্বয়ম্ [প্রাণে লীয়তে]; যতঃ ["অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ" (ছাঃ ৬।৫।৪) ইতি শ্রুতেঃ মনসঃ অন্নং কারণম্, "আপোময়ঃ প্রাণঃ" (ঐ) ইতি শ্রুতেশ্চ প্রাণস্য আপঃ কারণম্। অন্নয়োশ্চ উপাদানোপাদেয়ভাবঃ "আপশ্চ অন্নম্ অসৃজন্ত", ইতি শ্রুতিসম্মতঃ। এবম্প্রকারেণ] কারণাম্বোদকদ্বারা প্রাণঃ মনঃ প্রতি হেতুঃ। [তথাচ কার্য্যস্য স্বোপাদানে লয়সিদ্ধেঃ মনসঃ স্বরূপেণ স্বকারণে প্রাণে লয়ঃ সিধ্যতি]।

সিদ্ধান্ত—[দ্বিবিধং উপাদানং—মুখ্যং প্রাণাদিকঞ্চ। তত্র] কার্য্যং সাক্ষাৎ স্বহেতৌ লীয়েত [ইতি বস্তুস্থিতিঃ], নতু প্রাণাদিকে। [যতঃ] প্রাণাদিকঃ হেতুঃ গৌণঃ। [প্রাণমনসোস্তু মৃদঘটয়োরিব ন মুখ্যঃ উপাদানোপাদেয়ভাবঃ অস্তি, কিন্তু উক্তপ্রকারেণ সম্বন্ধপরম্পরয়া। নহি প্রাণাদিকে উপাদানে কার্য্যস্য লয়ং কচিৎ পশ্যামঃ। নহি অন্বয়য়োঃ উপাদানোপাদেয়ত্বমাত্রেণ তদ্বিকারয়োঃ অপি উপাদানোপাদেয়ভাবঃ যুক্তঃ, হিমঘটয়োঃ তদদর্শনাৎ ইতি ভাবঃ]। ততঃ [মুখ্যপ্রাণে] ধিয়ঃ বৃত্তিলয়ঃ [দ্রষ্টব্যঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—["মন প্রাণে বিলীন হয়", এই বাক্য এখানে বিষয়। মনকে অবলম্বনকরতঃ পূর্ব্বের ন্যায় দুইপ্রকার ব্যুৎপত্তি (—'ইহার দ্বারা মনন করা হয়', এই অর্থে করণবাচ্যে 'অস্

এবং 'মননক্রিয়াই মন', এই অর্থে ভাববাচ্যে 'অস্' প্রত্যয়) সিদ্ধ হওয়ায় শ্রুতি ও যুক্তিবশতঃ সংশয় হয়—] মন স্বয়ং মুখ্যপ্রাণে বিলীন হয়, অথবা বৃত্তির দ্বারা ?

পূর্ব্বপক্ষ—[মনে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি প্রলীন হইলে সেই মন] নিজেই [প্রাণে বিলীন হয়] ; যেহেতু ["হে সোম্য, মন অন্নের বিকার (—কার্য্য'), এইপ্রকার শ্রুতি থাকায় 'অন্ন মনের কারণ' ; আর "প্রাণ জলের বিকার", এইপ্রকার শ্রুতি থাকায় 'জল প্রাণের কারণ'। আবার জল ও অন্নের উপাদান-উপাদেয়ভাব "জল অন্নকে সৃষ্টি করিয়াছিল", এই শ্রুতিসম্মত। এইপ্রকারে] কারণভূত অন্ন ও জলকে দ্বার করিয়া প্রাণ হয় মনের কারণ (—মনের কারণ অন্ন, অন্নের কারণ জল এবং মুখ্যপ্রাণের কারণও জল। এইভাবে মনের কারণ অন্ন এবং অন্নের কারণ ও স্বীয় কারণ জলকে দ্বার করিয়া মুখ্যপ্রাণ হয় মনের কারণ)। [এই-প্রকারে কার্য্যের স্বোপাদানে লয় সিদ্ধ হওয়ায় মনের স্বকারণভূত প্রাণে স্বরূপতঃ লয় সিদ্ধ হয়।

সিদ্ধান্ত—[উপাদান দুইপ্রকার—মুখ্য ও পরম্পরাপ্রাপ্ত। তন্মধ্যে] কার্য্য সাক্ষাৎ নিজ হেতুতে (—মুখ্য উপাদানে) লয় প্রাপ্ত হয়, [ইহাই বস্তুস্থিতি] ; কিন্তু পরম্পরাপ্রাপ্ত হেতুতে নহে। [যেহেতু] পরম্পরাপ্রাপ্ত হেতু গৌণ। [মৃত্তিকা ও ঘটের ন্যায় প্রাণ ও মনের মধ্যে মুখ্য উপাদান-উপাদেয়ভাব নাই, কিন্তু ত্বৎকথিত প্রকারে পরম্পরাসম্বন্ধে তাহা আছে। কিন্তু পরম্পরাপ্রাপ্ত উপাদানে কার্য্যের লয় আমরা কোথাও দেখিতে পাই না। জল ও অন্নের উপাদান-উপাদেয়ভাবমাত্রের দ্বারা তাহাদের [প্রাণ ও মনোরূপ] কার্য্যদ্বয়েরও উপা-দান-উপাদেয়ভাব নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ [জলের কার্য্য] হিমশিলা ও [অন্নের (—মৃত্তিকার) কার্য্য] ঘটের মধ্যে তাহা পরিদৃষ্ট হয় না, ইহাই ভাব]। সেইহেতু [মুখ্যপ্রাণে] বুদ্ধির (—মনের) বৃত্তিলয় অঙ্গীকার করিতে হইবে।

ফলভেদ—পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায়।

তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥৪।২।৩॥

পদচ্ছেদ—তৎ, মনঃ, প্রাণে, উত্তরাৎ।

সূত্রার্থ—["মনঃ প্রাণে" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি উত্তরবাক্যে কিং মনসঃ মুখ্যপ্রাণে স্বরূপ-লয়ঃ, বৃত্তিলয়ঃ বা ইতি সংশয়ে ; স্বরূপলয়ঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি-লয়াধারং] **তৎ মনঃ**—তদ্ অন্তঃকরণম্, **প্রাণে**—মুখ্যপ্রাণে [স্ববৃত্তিলয়েন এব লীয়তে, ন স্বরূপেণ]। **উত্তরাৎ**—"মনঃ প্রাণে" ইতি উত্তরাৎ বাক্যাৎ [এতদ্ অবগন্তব্যম্। সুপ্তিমৃত্যবস্থয়োঃ সবৃত্তিকে প্রাণে সত্যেব মনোবৃত্তিলয়**দর্শনাৎ** ইতি হেত্বন্বয়ঃ]।

অনুবাদ—["মন প্রাণে বিলীন হয়", এই পরবর্ত্তি বাক্যে কি মুখ্যপ্রাণে মনের স্বরূপ-লয় হয়, অথবা বৃত্তিলয় ; এইপ্রকার সংশয় হইলে 'স্বরূপলয়', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—যাবতীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তির লয়াধার] **তৎ মনঃ**—সেই অন্তঃকরণ, **প্রাণে**—মুখ্যপ্রাণে [নিজের বৃত্তিলয়দ্বারাই লীন হয়, কিন্তু স্বরূপতঃ নহে]। **উত্তরাৎ**—"মনঃ প্রাণে", এই পরবর্ত্তি বাক্য হইতে [ইহা অবগত হইতে হইবে। সুষুপ্তি ও মরণাপন্ন অবস্থাতে বৃত্তিসহ মুখ্যপ্রাণ বিদ্যমান থাকিলেও মনোবৃত্তির (—চিন্তার) বিলোপ "যেহেতু পরিদৃষ্ট হয়", এই [৪।২।১ সূত্রোক্ত] হেতুটীর অন্বয় হইবে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

সমধিগতম্ এতৎ "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি অত্র বৃত্তিসম্পত্তিবিবক্ষা ইতি।১ অথ যৎ উত্তরবাক্যং "মনঃ প্রাণে" (ঐ) ইতি, কিম্ অত্রাপি বৃত্তিসম্পত্তিঃ এব বিবক্ষ্যতে, উত বৃত্তিমৎসম্পত্তিঃ ইতি বিচিকিৎসায়াং বৃত্তিমৎসম্পত্তিঃ এব অত্র ইতি প্রাপ্তম্, শ্রুত্যনুগ্রহাৎ তৎপ্রকৃতিকত্বোপপত্তেশ্চ।২ তথাহি "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ" (ছাঃ ৬।৫।৪), ইতি অন্নযোনি মনঃ আমনন্তি, অব্‌যোনিং চ প্রাণম্।৩ "আপশ্চ অন্নম্ অসৃজন্ত (ছাঃ ৬।২।৪?) ইতি শ্রুতিঃ।৪ অতশ্চ যৎ মনঃ প্রাণে প্রলীয়তে, অন্নম্ এব তৎ অপ্সু প্রলীয়তে, 'অন্নং হি মনঃ আপশ্চ প্রাণঃ' প্রকৃতিবিকারাভেদাৎ ইতি।৫ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—তদপি আগৃহীতবাহ্যেন্দ্রিয়বৃত্তি মনঃ বৃত্তিদ্বারেণ এব প্রাণে প্রলীয়তে ইতি উক্ত-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—মন পরম্পরাপ্রাপ্ত মুখ্যপ্রাণরূপ কারণে বিলীন হয়।]

ইহা সম্যগ্‌রূপে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে", এই স্থলে [বাগাদি ইন্দ্রিয়সকলের] বৃত্তিলয় বিবক্ষিত হইয়াছে।১ অনন্তর "মন প্রাণে লীন হয়", এই যে পরবর্ত্তী বাক্য, এই স্থলেও কি [মনের] বৃত্তির লয়ই বিবক্ষিত হইতেছে, অথবা বৃত্তিমানের (—যাহার বৃত্তি সেই মনের, স্বরূপতঃ] লয়, এইপ্রকার সংশয় হইলে; [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] এখানে বৃত্তিমানেরই (—মনেরই) লয় প্রাপ্ত হওয়া গেল, যেহেতু শ্রুতির (—শব্দের শক্তিবৃত্তির) অনুকূলতা হয় এবং যেহেতু তাহার (—মুখ্যপ্রাণের, মনের প্রতি] উপাদানকারণতা যুক্তিসঙ্গত।২ [উপাদানকারণতা বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, "হে সোম্য, মন অন্নময় (—অন্নের কার্য্য) এবং প্রাণ আপোময় (—জলের কার্য্য"), এইপ্রকারে শ্রুতি মনকে অন্ন হইতে উৎপন্ন এবং প্রাণকে জল হইতে উৎপন্ন বলিতেছেন।৩ "আর জল অন্নকে উৎপাদন করিয়াছিল", এইপ্রকার শ্রুতিও আছে।৪ আর এইহেতু মন যে প্রাণে প্রলীন হয়, তাহা অন্নই [স্ব-উপাদানভূত] জলে প্রলীন হয়, কারণ প্রকৃতি (—উপাদানকারণ) ও বিকার (—তাহার কার্য্য) অভিন্ন হওয়ায় 'অন্নই মন এবং জলই প্রাণ' (১)।৫

[সিঃ—পরম্পরাপ্রাপ্ত উপাদানে কার্য্যলয় সম্ভব না হওয়ায় মুখ্যপ্রাণে মনের বৃত্তি লয়ই অঙ্গীকরণীয়।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—যৎকর্তৃক বাহ্যেন্দ্রিয়বৃত্তিসকল সম্যগ্‌রূপে গৃহীত হয়, সেই মনও বৃত্তিদ্বারেই মুখ্যপ্রাণে

ভাবদীপিকা

(১) ভাব এই—"মন যে প্রাণে প্রলীন হয়, তাহা অন্নই জলে প্রলীন হয়", এই ভাষ্যকারীয় বচনের তাৎপর্য্য এই—(ক) "মন স্বীয় উপাদানকারণভূত অন্নে প্রলীন হয় এবং অন্ন স্বীয় উপাদানকারণভূত জলে প্রলীন হয়। আর কার্য্য ও উপাদান বস্তুতঃ অভিন্ন হওয়ায়

শাঙ্করভাষ্যম্

স্মাৎ বাক্যাৎ অবগন্তব্যম্।৬ তথা হি সুষুপ্সোঃ মুমূর্ষোশ্চ প্রাণবৃত্তৌ পরিস্পন্দাত্মিকায়াম্ অবস্থিতায়াং মনোবৃত্তীনাম্ উপশমঃ দৃশ্যতে।৭ ন চ মনসঃ স্বরূপাপ্যয়ঃ প্রাণে সম্ভবতি, অতৎপ্রকৃতিত্বাৎ।৮ ননু দর্শিতং মনসঃ প্রাণপ্রকৃতিত্বম্।৯ ন এতৎ সারম্, নহি ঈদৃশেন প্রাণাডিকেন তৎপ্রকৃতিত্বেন মনঃ প্রাণে সম্পত্তুম্ অর্হতি।১০ এবম্ অপি হি অন্নে মনঃ সম্পদ্যেত, অপ্সু চ অন্নম্,

ভাষ্যানুবাদ

প্রলীন হয়, ইহা ["মনঃ প্রাণে", এই] পরবর্ত্তি বাক্য হইতে অবগত হইতে হইবে।৬ ["দর্শনাৎ" (৪।২।১ সূঃ), এই হেতুটীকে এখানেও গ্রহণ করিতেছেন—] যেমন দেখ, সুষুপ্ত হইতে ইচ্ছুক এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির পরিস্পন্দনাত্মক প্রাণবৃত্তি (—শ্বাস-প্রশ্বাস) বর্ত্তমান থাকিলেও [চিন্তনরূপ] মনোবৃত্তিসকলের উপশম পরিদৃষ্ট হয়।৭ [কিন্তু মনঃশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে মনের স্বরূপতঃ বিলয়ই তো অঙ্গীকার্য্য। উত্তর—] আর মুখ্যপ্রাণে মনের স্বরূপতঃ বিলয় সম্ভব নহে, কারণ [মুখ্যপ্রাণ] তাহার প্রকৃতি (—উপাদান) নহে।৮ [শঙ্কা—] কিন্তু মনের প্রাণপ্রকৃতিকতা (—মুখ্যপ্রাণরূপ উপাদান হইতে মনের উৎপত্তি) প্রদর্শিত হইয়াছে।৯ [সমাধান—] ইহা যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু এতাদৃশ পরম্পরাপ্রাপ্ত তৎপ্রকৃতিতার (—প্রাণোপাদানতার) দ্বারা মন মুখ্যপ্রাণে সম্যগ্ভাবে লীন হইবে, ইহা সঙ্গত নহে (২)।১০ এই-প্রকার হইলেও (—মুখ্যপ্রাণ মনের পরম্পরাপ্রাপ্ত উপাদান হইলেও) মন [সাক্ষাৎ উপাদান] অন্নে বিলীন হইবে, আর অন্ন [সাক্ষাদুপাদান] জলে এবং [সাক্ষাদু-

ভাবদীপিকা

উপাদানকারণভূত জলই বস্তুতঃ কার্য্যভূত মুখ্যপ্রাণ। সুতরাং স্বকারণভূত অন্ন ও অন্নের কারণ জলকে দ্বার করিয়া মন জলাভিন্ন মুখ্যপ্রাণে প্রলীন হয়", ইহাই ভাব। (খ) বিষয়টীকে এইভাবেও বুঝা যায়—ঘট ও মৃত্তিকার ন্যায় কার্য্য ও উপাদানকারণ অভিন্ন পদার্থ হওয়ায় "আপোময়ঃ প্রাণঃ" (ছাঃ ৬।৫।৪), এই শ্রুতি অনুসারে কার্য্য **মুখ্যপ্রাণ**=কারণ **জল**। "আপশ্চ অন্নম্ অসৃজন্ত", এই শ্রুতি অনুসারে কারণ **জল**=কার্য্য **অন্ন**। আবার "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ" (ছাঃ ৬।৫।৪), এই বাক্য অনুসারে কারণ **অন্ন**=কার্য্য **মন**। এইভাবে জল ও অন্নকে দ্বার করিয়া পরম্পরাসম্বন্ধে মুখ্যপ্রাণ হয় মনের কারণ। অতএব স্বকারণভূত মুখ্যপ্রাণে মনের স্বরূপতঃ লয় সিদ্ধ হয়, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

(২) তাৎপর্য্য এই—স্বীয় সাক্ষাৎ উপাদানেই কার্য্যের বিলয় হয়। কিন্তু স্ব স্ব উপাদানকারণকে দ্বার করিয়া কার্য্যবস্তুসকলের পরস্পরের মধ্যে উপাদান-উপাদেয়ভাবই হয় না। যেমন ঘট ও শরাব উভয়ই মৃত্তিকার কার্য্য হইলেও তাহাদের মধ্যে উপাদান-উপাদেয়ভাব নাই। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ জল ও অন্নের (—ক্ষিতির, ছাঃ ৬।২।৪ ভাষ্য) মধ্যে উপাদান-উপাদেয়ভাব থাকিলেও তাহাদের কার্য্য যে মুখ্যপ্রাণ ও মন, তাহাদের মধ্যে উপাদান-উপাদেয় ভাব নাই। ফলে মন মুখ্যপ্রাণে লীন হইতে পারে না। ইহা স্বীকার না করিলে জলের কার্য্য হিমপিণ্ডে

শাঙ্করভাষ্যম্

অপ্সু এব চ প্রাণঃ।১১ নহি এতস্মিন্ অপি পক্ষে প্রাণভাবপরিণতাভ্যঃ অদ্ভ্যঃ মনঃ জায়তে ইতি কিঞ্চন প্রমাণম্ অস্তি।১২ তস্মাৎ ন মনসঃ প্রাণে স্বরূপাপ্যয়ঃ।১৩ বৃত্ত্যপ্যয়ে অপি তু শব্দঃ অবকল্পতে, বৃত্তিবৃত্তিমতোঃ অভেদোপচারাৎ ইতি দর্শিতম্।১৪॥৪।২।৩॥ ইতি দ্বিতীয়ং মনোঽধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

পাদান] জলেই মুখ্যপ্রাণ বিলীন হইবে। [মুখ্যপ্রাণে তো মন বিলীন হইবে না, কারণ তাহা মনের সাক্ষাৎ উপাদান নহে।১১ কিন্তু প্রাণাকারে পরিণামপ্রাপ্ত জলই মনোরূপে অবস্থিত অন্নাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হওয়ায় প্রাণ ও মনের মধ্যে সাক্ষাৎ উপাদান-উপাদেয়ভাব তো আছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] দেখ, এই পক্ষেও প্রাণরূপে পরিণত জল হইতে মন উৎপন্ন হয়, এই বিষয়ে কোনপ্রকার প্রমাণ নাই।১২ সেইহেতু (—মুখ্যপ্রাণ ও মনের মধ্যে সাক্ষাৎ উপাদান-উপাদেয়ভাব না থাকায়) মুখ্যপ্রাণে মনের স্বরূপতঃ লয় হয় না।১৩ [আচ্ছা, তাহা হইলে 'মন' এই শব্দটীর সঙ্গতি কিপ্রকারে হইবে ? কারণ উক্তশব্দের শক্তিবৃত্তিতে মনই স্বরূপতঃ গৃহীত হয়। উত্তর—] কিন্তু [মনের] বৃত্তির লয় হইলেও ['মন' এই]শব্দ সঙ্গত হইতেছে, কারণ বৃত্তি ও বৃত্তিমানের মধ্যে অভেদোপচার (—লাক্ষণিকার্থে একই শব্দের প্রয়োগ) হইয়া থাকে (১৩৪ পৃঃ ২ ভাবদীঃ), ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে।১৪॥৪।২।৩॥

মনোঽধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

৩। অধ্যক্ষাধিকরণম্। [৪-৬ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—উৎক্রান্তিকালে মুখ্যপ্রাণের জীবে লয়ানন্তর (—জীবোপাধি অন্তঃকরণে নিব্যাপার হইয়া অবস্থিতির পর) জীবসহ তেজে (—পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতসূক্ষ্মে, অর্থাৎ লিঙ্গশরীরের আশ্রয়ভূত সূক্ষ্মশরীরে, ১১৮০ পৃঃ এবং ৪।২।৫ অধিঃ ৪ ভাবদীঃ দ্রঃ) অবস্থান।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্বাধিকরণে মুখ্যপ্রাণে মনের বৃত্তিলয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। "প্রাণঃ তেজসি" (ছাঃ ৬।৮।৬), এইপ্রকার শ্রুতি থাকায় প্রস্তাবিত অধিকরণে তদ্রূপ তেজে মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিলয় স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ভাবদীপিকা

মৃত্তিকার কার্য্য ঘটের লয় স্বীকার করিতে হইবে ; দৃষ্টবিরোধবশতঃ ইহা সর্ব্বথা অসঙ্গত। অতএব স্বীয় উপাদান অন্ন এবং অন্নের উপাদান জলকে ত্যাগ করিয়া মন জলের কার্য্য মুখ্যপ্রাণে লীন হইবে, যুক্তিবিরোধবশতঃ ইহা সঙ্গত নহে। এক্ষণে মন ও মুখ্যপ্রাণের মধ্যে পরম্পরাপ্রাপ্ত কার্য্যকারণভাব অঙ্গীকার করিয়াও মুখ্যপ্রাণে মনের স্বরূপতঃ লয় নিরাকরণ করিতেছেন—**এবম্**—'এইপ্রকার' ইত্যাদি (১১ বাক্য)। মনোঽধিকরণ সমাপ্ত।

ন্যায়মালা

অসোর্ভূতেষু জীবে বা লয়ো, ভূতেষু তচ্ছ তেঃ।
স প্রাণস্তেজসীত্যাহ ন তু জীব ইতি ক্কচিৎ॥
এবমেবেমমাত্মানং প্রাণা যন্তীতি চ শ্রুতেঃ।
জীবে লীত্বা সহৈতেন পুনর্ভূতেষু লীয়তে॥

অন্বয়—অসোঃ ভূতেষু জীবে বা লয়ঃ? ভূতেষু তৎ-শ্রুতেঃ। সঃ "প্রাণঃ তেজসি", ইতি আহ, জীবে ইতি তু ন ক্কচিৎ। "এবম্ এব ইমম্ আত্মানং প্রাণাঃ যন্তি" ইতি চ শ্রুতেঃ জীবে লীত্বা এতেন সহ পুনঃ ভূতেষু লীয়তে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["প্রাণঃ তেজসি" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি শ্রুতিঃ অত্র বিষয়ঃ। "প্রাণঃ তেজসি", তথা "ইমম্ আত্মানম্ অন্তকালে সর্ব্বে প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি" (বৃঃ ৪।৩।৩৮), ইতি শ্রুতিদ্বয়দর্শনাৎ ভবতি সংশয়ঃ—] অসোঃ [তেজঃ আদিষু] ভূতেষু, জীবে বা লয়ঃ [স্যাৎ]?

পূর্ব্বপক্ষ—[অন্তর্লীনৈকাদশেন্দ্রিয়বৃত্তিকস্য মুখ্যপ্রাণস্য তেজোবন্নেষু] ভূতেষু [বৃত্ত্যা প্রবিলয়ঃ ভবতি। কুতঃ?] তৎ-শ্রুতেঃ। [নমু কা সা শ্রুতিঃ? অতঃ আহ—] সঃ "প্রাণঃ তেজসি" ইতি আহ। জীবে [লয়ঃ] ইতি তু ন ক্কচিৎ [শ্রূয়তে]।

সিদ্ধান্ত—["যথা রাজানং প্রয়িয়াসন্তম্ উগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যঃ অভিসমায়ন্তি"] "এবম্ এব ইমম্ আত্মানং [অন্তকালে সর্ব্বে] প্রাণাঃ 'যন্তি" (বৃঃ ৪।৩।৩৮), ইতি চ শ্রুতেঃ [অন্তর্লীনৈকাদশেন্দ্রিয়বৃত্তিকস্য প্রাণস্য জীবে লয়ঃ ভবতি। নচ "প্রাণঃ তেজসি" ইতি শ্রুত্যা বিরোধঃ। প্রথমতঃ] জীবে লীত্বা [পশ্চাৎ] এতেন [জীবেন] সহ পুনঃ [তেজঃআদিষু] ভূতেষু লীয়তে [ইতি ব্যাখ্যাতুং শক্যত্বাৎ। তস্মাৎ মুখ্যপ্রাণঃ প্রথমতঃ জীবে লয়ং প্রাপ্য পশ্চাৎ তদ্দ্বারা ভূতেষু লীয়তে ইতি সর্ব্বম্ অবদাতম্]।

অনুবাদ

সংশয়—["মুখ্যপ্রাণ তেজে লয়প্রাপ্ত হয়", এই শ্রুতি এখানে বিষয়। "প্রাণ তেজে লয়প্রাপ্ত হয়" এবং "মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়সকল এই আত্মার অভিমুখে আগমন করে", এইপ্রকার শ্রুতিদ্বয় পরিদৃষ্ট হওয়ায় সংশয় হইতেছে—] মুখ্যপ্রাণের [তেজঃ প্রভৃতি] ভূতসকলে লয় হয়, অথবা জীবে?

পূর্ব্বপক্ষ—[যাহার মধ্যে একাদশটী ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি লীন হইয়াছে, সেই মুখ্যপ্রাণের তেজঃ জল ও ক্ষিতিরূপ] ভূতসকলে [বৃত্তিদ্বারা প্রবিলয় হয়। তাহাতে প্রমাণ কি? উত্তর—] যেহেতু শ্রুতিতে সেইপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে। আচ্ছা, সেই শ্রুতি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—] তিনি (—উদ্দালক আরুণি) "প্রাণ তেজে লীন হয়", ইহা বলিতেছেন। জীবে [লয়] হয়, ইহা কিন্তু কোন স্থলে শ্রুত হইতেছে না।

সিদ্ধান্ত—আর ["যেমন উগ্রগণ (—যোদ্ধৃগণ), প্রত্যেনসগণ (—তস্করাদিকে দণ্ডদানকারিগণ), সূতগণ ও গ্রামনেতৃগণ গমনোদ্যত রাজার চতুর্দ্দিকে সমবেত হয়"], "এইপ্রকারেই [অন্তকালে] এই আত্মার অভিমুখে সকল প্রাণ গমন করে", এইপ্রকার শ্রুতি থাকায় [যাহার মধ্যে একাদশটী ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বিলীন হইয়াছে, সেই মুখ্যপ্রাণের জীবে লয় হয়। তাহাতে "প্রাণ তেজে বিলীন হয়", এই শ্রুতির সহিত বিরোধও হয় না]। যেহেতু [প্রথমতঃ] জীবে লয় প্রাপ্ত হইয়া [পরে] এই জীবের সহিত পুনরায় [তেজঃ প্রভৃতি] ভূতসকলে

লয় প্রাপ্ত হয়, [এইপ্রকারে ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়। অতএব মুখ্যপ্রাণ প্রথমতঃ জীবে (—অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যে) লয় প্রাপ্ত হইয়া পরে তদ্দ্বারা (—সেই জীবদ্বারা) ভূতসকলে লয় প্রাপ্ত হয় (—সূক্ষ্মশরীরকে আশ্রয় করে), এইপ্রকারে সর্ব্ব বিষয়ই হইল শুদ্ধ (—অবিরুদ্ধ)।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, তেজঃশব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণীয়। সিদ্ধান্তে—ভূতোপহিত জীবরূপ লাক্ষণিকার্থ গ্রহণীয়।

সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥৪।২।৪॥

পদচ্ছেদ—সঃ, অধ্যক্ষে, তদুপগমাদিভ্যঃ।

সূত্রার্থ—["প্রাণস্তেজসি" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি উত্তরবাক্যে কিং প্রাণস্য লয়ঃ তেজসি, উত "আত্মানম্ অন্তকালে···প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি" (বৃঃ ৪।৩।৩৮), ইতি শ্রুত্যনুসারেণ জীবে ইতি সংশয়ে ; 'তেজসি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] সঃ—মুখ্যপ্রাণঃ, **অধ্যক্ষে**—কার্য্যকরণসংঘাতস্বামিনি জীবে [নিবৃত্তবৃত্তিঃ সন্ অবতিষ্ঠতে। কুতঃ ?] **তদুপগমাদিভ্যঃ**—তং জীবং প্রতি উপগমানুগমনাবস্থানশ্রুতিভ্যঃ। [তথাহি—"আত্মানম্ অন্তকালে···· প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি" (বৃঃ ৪।৩।৩৮) ইতি উপগমশ্রুতিঃ ; "তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি" (বৃঃ ৪।৪।২) ইতি অনুগমশ্রুতিঃ ; "সবিজ্ঞানঃ ভবতি" (বৃঃ ৪।৪।২) ইতি চ অবস্থান-শ্রুতিঃ ; তেভ্যঃ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—["মুখ্যপ্রাণ তেজে বিলীন হয়", এই পরবর্ত্তী বাক্যে কি প্রাণের তেজে লয় বর্ণিত হইয়াছে, অথবা "অন্তকালে প্রাণসকল আত্মার অভিমুখে আগমন করে", এই শ্রুত্যনুসারে জীবে তাহার লয় হয়, এইপ্রকার সংশয় হইলে ; 'তেজে বিলীন হয়', ইহা পূর্ব্ব-পক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] সঃ—সেই মুখ্যপ্রাণঃ, **অধ্যক্ষে**—দেহেন্দ্রিয়সংঘাতের অধি-পতি জীবে [নিবৃত্তবৃত্তি হইয়া অবস্থান করে। তাহাতে প্রমাণ কি ? উত্তর—] **তদুপগমা-দিভ্যঃ**—যেহেতু সেই জীবের প্রতি উপগমন, অনুগমন ও [তাহাতে] অবস্থানবোধক শ্রুতিবাক্যসকল আছে। [তাহারা এই—"অন্তকালে প্রাণসকল আত্মার অভিমুখে আগমন করে", ইহা উপগমন (—অভিমুখে আগমনবোধক) শ্রুতিবাক্য ; তিনি (—জীব) উৎক্রমণ করিলে মুখ্যপ্রাণ তাঁহার অনুগমনকরতঃ উৎক্রমণ করে", ইহা অনুগমনবোধক শ্রুতিবাক্য এবং "বিশেষ বিজ্ঞানবান্ হন্", ইহা [প্রাণের জীবমধ্যে, অর্থাৎ লিঙ্গশরীরান্তঃপাতি জীবোপাধি অন্তঃকরণে] অবস্থানবোধক শ্রুতিবাক্য ; যেহেতু সেইসকল হেতু আছে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্থিতম্ এতৎ যস্য যতঃ ন উৎপত্তিঃ তস্য তস্মিন্ বৃত্তিপ্রলয়ঃ, ন স্বরূপপ্রলয়ঃ ইতি ।১ ইদম্ ইদানীং "প্রাণঃ তেজসি" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি অত্র চিন্ত্যতে—কিং যথাশ্রুতি প্রাণস্য তেজসি এব বৃত্ত্যুপ-সংহারঃ, কিংবা দেহেন্দ্রিয়পঞ্জরাধ্যক্ষে জীবে ইতি ? ২ তত্র

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—তেজেই মুখ্যপ্রাণবৃত্তির লয় অঙ্গীকরণীয়।]

ইহা স্থির হইল—যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি না হয়, তাহাতে তাহার বৃত্তির প্রলয় হয়, স্বরূপের প্রলয় নহে।১ এক্ষণে "প্রাণ তেজে লয়প্রাপ্ত হয়", এই স্থলে ইহা বিচার করা হইতেছে—শ্রুতিবর্ণিতপ্রকারে কি তেজেই মুখ্যপ্রাণের

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রুতেঃ অনতিশঙ্ক্যত্বাৎ প্রাণস্য তেজসি এব সম্পত্তিঃ স্যাৎ, অশ্রুতকল্পনায়াঃ অন্যায্যত্বাৎ ইতি।৩ এবং প্রাপ্তে প্রতিপাদ্যতে 'সঃ অধ্যক্ষে' ইতি।৪ সঃ প্রকৃতঃ প্রাণঃ অধ্যক্ষে অবিদ্যাকর্ম্মপূর্ব্বপ্রজ্ঞোপাধিকে বিজ্ঞানাত্মনি অবতিষ্ঠতে।৫ তৎপ্রধানা প্রাণ-

ভাষ্যানুবাদ

বৃত্তির উপসংহার (—লয়, সঙ্কোচ) হয়, অথবা শরীর ও ইন্দ্রিয়রূপ পিঞ্জরের অধ্যক্ষ জীবে? ২ সেই বিষয়ে [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] শ্রুতি অতিশয় শঙ্কার যোগ্য না হওয়ায় [এবং] যাহা শ্রুতিতে বর্ণিত হয় নাই, তাহার কল্পনা অন্যায্য হওয়ায় তেজেই মুখ্যপ্রাণের [বৃত্তি-] লয় হইবে (১)।৩

[সিঃ—উপগমনাদি শ্রুতির বলে জীবাত্মাতে মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিলয় (—জীবোপাধিভূত অন্তঃকরণে নির্ব্যাপার হইয়া অবস্থিতি) অঙ্গীকরণীয়।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে প্রতিপাদন করা হইতেছে—"সঃ অধ্যক্ষে" ইত্যাদি।৪ [ইহার ব্যাখ্যা—] তাহা, অর্থাৎ প্রস্তাবিত মুখ্যপ্রাণ অবিদ্যা (—মূলাজ্ঞান, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ-] কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা (—জন্মান্তরীয় সংস্কার) যাহার উপাধি, সেই অধ্যক্ষ বিজ্ঞানাত্মাতে (—জীবে, অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যে) অবস্থান করে।৫ অর্থাৎ [প্রাণাপানাদি] মুখ্যপ্রাণবৃত্তি তৎপ্রধান হয় (—জীবাত্মপ্রধান হয়, জীবাধীন

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—পূর্ব্বাধিকরণদ্বয়ে প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে তেজ হইতে মুখ্যপ্রাণের উৎপত্তি না হওয়ায় তাহাতে তাহার স্বরূপলয় হয় না, পরন্তু তাহার প্রাণ ও অপানাদি বৃত্তিরই তেজে লয় হয়, ইহা স্বীকার্য্য; অশ্রুত হওয়ায় জীবে নহে; কারণ ১। "তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি" (বৃঃ ৪।৪।২) ইত্যাদি বাক্যে জীবের উৎক্রমণের অনন্তর মুখ্যপ্রাণের তাহা বর্ণিত হওয়ায় মৃত্যুকালে জীব ও মুখ্যপ্রাণের পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিতিই অবগত হওয়া যায়। আর ২। "সর্ব্বে প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি" (বৃঃ ৪।৩।৩৮) ইত্যাদি বাক্যে ইন্দ্রিয়সকলেরই জীবাভিমুখে গমন বর্ণিত হইয়াছে, মুখ্যপ্রাণের নহে; সুতরাং জীবে মুখ্যপ্রাণলয়ের প্রসঙ্গই উঠে না। আবার ভূতবিশেষবাচী তেজঃশব্দে জীবগ্রহণের সম্ভাবনাও নাই। ৩। "সবিজ্ঞানো ভবতি" (বৃঃ ৪।৪।২) ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে বিজ্ঞানশব্দের [বি+জ্ঞা+ভাববাচ্যে অনট্] ভাবব্যুৎপত্তিবলে মৃত্যুকালে জীব ভাবিজন্মবিষয়ক জ্ঞানবান্ হয়, ইহাই অবগত হওয়া যায়, জীব ও মুখ্যপ্রাণের সহাবস্থিতি নহে। আর ৪। "প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি" (বৃঃ ৪।৩।৩৮) ইত্যাদি উপগমনাদিবোধক বাক্যসকলকে যদি মুখ্যপ্রাণের জীবাত্মার প্রতি উপগমনাদির (সূত্রার্থ দ্রঃ) প্রতিপাদকরূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলেও মুখ্যপ্রাণবৃত্তি প্রথমতঃ তেজে লয় প্রাপ্ত হয়, অনন্তর তেজোদ্বারে জীবের নিকট গমন করে, অর্থাৎ জীবে বিলীন হয়, ইহাই স্বীকার করা উচিত; কারণ মৃত্যুকালে প্রাণবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে তদনন্তর শরীরের তেজ (—উষ্ণতা) অপগত হয়, ইহা লোকানুভবসিদ্ধ। অতএব তেজেই মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিলয় অঙ্গীকার্য্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

বৃত্তিঃ ভবতি ইত্যর্থঃ।৬ কুতঃ? ৭ তদুপগমাদিভ্যঃ।৮ "এবম্ এব ইমম্ আত্মানম্ অন্তকালে সর্ব্বে প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি যত্র এতৎ উর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি", (বৃঃ ৪।৩।৩৮) ইতি হি শ্রুত্যন্তরম্ অধ্যক্ষোপগামিনঃ সর্ব্বান্ প্রাণান্ অবিশেষেণ দর্শয়তি।৯ বিশেষেণ চ "তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি", (বৃঃ ৪।৪।২) ইতি পঞ্চবৃত্তেঃ প্রাণস্য অধ্যক্ষানুগামিতাং দর্শয়তি।১০ তদনুবৃত্তিতাং চ ইতরেষাম্ "প্রাণম্ অনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি", (বৃ ৪।৪।২) ইতি।১১ "সবিজ্ঞানঃ ভবতি" (বৃঃ ৪।৪।২) ইতি চ অধ্যক্ষস্য অন্তর্বিজ্ঞানবত্ত্বপ্রদর্শনেন তস্মিন্ অপীতকরণগ্রামস্য প্রাণস্য

ভাষ্যানুবাদ

হয়, অর্থাৎ নির্ব্যাপার হইয়া জীবোপাধি অন্তঃকরণে অবস্থান করে), ইহাই ভাব।৬ তাহাতে প্রমাণ কি ? ৭ [উত্তর—] তাহার (—জীবের) উপগমন (—অভিমুখে আগমন) ইত্যাদি হেতুসকল হইতে 'ইহা অবগত হওয়া যায়'।৮ [সেই শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু "মৃত্যুকালে যখন এইপ্রকার উর্দ্ধশ্বাসযুক্ত হয়, তখন এইপ্রকারেই (—রাজভৃত্যগণের রাজার অভিমুখে আগমনের ন্যায়ই) প্রাণসকল (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকল) এই [জীব-] আত্মার অভিমুখে আগমন করে", ইত্যাদি অন্য শ্রুতি অধ্যক্ষের (—দেহেন্দ্রিয়াধিপতি জীবের) অভিমুখে আগমনকারী সকল প্রাণকে অবিশেষভাবে প্রদর্শন করিতেছেন।৯ [সূত্রস্থ আদিশব্দসূচিত অনুগমনাদিবোধক শ্রুতিবাক্য প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "তিনি (—জীব) উৎক্রান্ত (—উৎক্রমণোদ্যত) হইলে তাঁহাকে অনুগমনকরতঃ মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণ করে", এইরূপে [শ্রুতি] পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক মুখ্যপ্রাণের জীবানুগামিতাকে প্রদর্শন করিতেছেন।১০ আর "মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণ করিলে (—উৎক্রমণোদ্যত হইলে) তাহাকে অনুসরণকরতঃ সকল প্রাণ (—ইন্দ্রিয়) উৎক্রমণ করে", এইপ্রকারে [শ্রুতি] অপর [প্রাণ-] সকলের তাহার (—মুখ্যপ্রাণের) অনুবৃত্তিতাকে (—অনুগামিতাকে) প্রদর্শন করিতেছেন।১১ [সূত্রস্থ 'আদি' শব্দের দ্বারা গৃহীত মুখ্যপ্রাণের জীবে অবস্থানবোধক শ্রুতিবাক্য প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "বিশেষ বিজ্ঞানযুক্ত (—ভাবি জন্মে প্রাপ্তব্য ভোগ্যবিষয়ে উদ্ভূতসংস্কারযুক্ত) হন", ইহা (—এই শ্রুতি) অধ্যক্ষের (—জীবের) আভ্যন্তর জ্ঞানযুক্ততা প্রদর্শনদ্বারা, ইন্দ্রিয়সকল যাহাতে বিলীন হইয়াছে, সেই মুখ্যপ্রাণের তাহাতে (—অধ্যক্ষে) অবস্থান জ্ঞাপন করিতেছেন (২)।১২ [শঙ্কা—] কিন্তু "প্রাণ তেজে বিলীন হয়", ইহা

ভাবদীপিকা

(২) এই স্থলে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—"বিজ্ঞায়তে অনেন" (বি+জ্ঞা+করণবাচ্যে অনট্), এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিবলে যে বিজ্ঞানশব্দটী লব্ধ হয়, তাহার অর্থ—'করণসমূহ'।

শাঙ্করভাষ্যম্

অবস্থানং গময়তি। ১২ ননু "প্রাণঃ তেজসি" ইতি শ্রূয়তে কথং প্রাণঃ অধ্যক্ষে ইতি অধিকাবাপঃ ক্রিয়তে। ১৩ নৈষঃ দোষঃ, অধ্যক্ষপ্রধানত্বাৎ উৎক্রমণাদি ব্যবহারস্য শ্রুত্যন্তরগতস্যাপি চ বিশেষস্য অপেক্ষণীয়ত্বাৎ ॥১৪॥৪।২।৪॥

ভাষ্যানুবাদ

শ্রুত হইতেছে ; [সুতরাং] প্রাণ অধ্যক্ষে (—শরীরেন্দ্রিয়াধিপতি জীবে) লীন হয়, এই [অশ্রুত] অধিক বিষয়ের গ্রহণ কেন করা হইতেছে ? ১৩ [সমাধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু উৎক্রমণাদিরূপ ব্যবহার অধ্যক্ষপ্রধান (—জীবাধীন, জীবেরই উৎক্রমণ হয়, প্রাণাদি তাহার ভোগসাধনভূত সহকারিমাত্র) এবং যেহেতু ["ইমম্ আত্মানম্ অন্তকালে সর্ব্বে প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি" (বৃঃ ৪।৩।৩৮), এই] অন্য শ্রুতিগত বিশেষও অপেক্ষণীয় (৩) ॥১৪॥৪।২।৪॥

ভাবদীপিকা

যেহেতু করণসকলের (—ইন্দ্রিয়সকলের) দ্বারাই জীবের জ্ঞানোৎপত্তি হয়। ইন্দ্রিয়গণ কিন্তু মুখ্যপ্রাণের সাহচর্য্যাভাবে জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ নহে, এমন কি মুখ্যপ্রাণরূপ আশ্রয় ব্যতিরেকে তাহারা জীবশরীরে অবস্থানই করিতে পারে না (বৃঃ ৬।১।১৩)। সেইহেতু অর্থাপত্তিবলে উক্ত ৩। 'বিজ্ঞানশব্দ' হইতেই জীবের সহিত পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক মুখ্যপ্রাণের অবস্থিতিকে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। (ন্যায়নির্ণয় দ্রঃ)। **পূর্ব্বপক্ষীর** অন্যান্য যুক্তিগুলির (১ ভাবদীঃ) বিরুদ্ধে **সিদ্ধান্তী** বলেন—২। "সর্ব্বে প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি" (বৃঃ ৪।৩।৩৮) ইত্যাদি বাক্যে যদিও ইন্দ্রিয়সকলেরই জীবাভিমুখে গমন সাক্ষাদ্ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে ; তাহা হইলেও উৎক্রান্তিকালে মনোদ্বারে মুখ্যপ্রাণে লীনবৃত্তি (৪।২।২ অধিঃ) ইন্দ্রিয়সকলের পক্ষে মুখ্য-প্রাণকে অবলম্বন না করিয়া জীবাভিমুখে গমন সম্ভব না হওয়ায় অর্থাপত্তিবলে মুখ্যপ্রাণের জীবাভিমুখে গমনকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব উক্ত শ্রুতিবলেই মুখ্যপ্রাণের জীবে (—তদুপাধি অন্তঃকরণে) লয় অঙ্গীকার্য্য। আর ১। "তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি" (বৃঃ ৪।৪।২) ইত্যাদি বাক্যে প্রথমতঃ জীবের পৃথগ্‌ভাবে উৎক্রমণ এবং তদনন্তর তাহাকে অনুগমনকরতঃ মুখ্যপ্রাণের উৎক্রমণ প্রতিভাত হইলেও মুখ্যপ্রাণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল জীবের উৎক্রমণ সম্ভব নহে ; কারণ "তদ্‌গুণসারত্বাৎ" (২।৩।২৯) ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে উপাধিভূত বুদ্ধি ও প্রাণাদিসমন্বিত লিঙ্গশরীরের উৎক্রমণ ব্যতিরেকে ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং সর্ব্বগত জীবের উৎক্রমণ সম্ভব নহে। আবার "সহোৎক্রামতঃ" (কৌঃ ৩।৪)—'জীব ও মুখ্যপ্রাণ একসঙ্গে উৎক্রমণ করে' এবং "কস্মিন্ নু অহম্ উৎক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি" (প্রশ্নঃ ৬।৪), এইপ্রকার মুখ্যপ্রাণ ও জীবের সহোৎক্রমণবোধক স্পষ্ট শ্রুতিবাক্যসকলও আছে। অতএব মৃত্যুকালে জীব ও মুখ্যপ্রাণের পৃথগবস্থিতি উক্ত বৃঃ ৪।৪।২ শ্রুতিবাক্য হইতে সিদ্ধ হয় না। আর দেখ, "প্রাণম্ অনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি" (বৃঃ৪।৪।২), ইত্যাদি বাক্যে প্রথমে মুখ্যপ্রাণের ও তদনন্তর তাহাকে অনুগমনকরতঃ সর্ব্ব প্রাণের (—ইন্দ্রিয়ের) উৎক্রমণ প্রতিভাত হইলেও, তাদৃশ অর্থ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে ; কারণ মুখ্যপ্রাণে লীনবৃত্তি

শাঙ্করভাষ্যম্—কথং তর্হি "প্রাণঃ তেজসি" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি শ্রুতিঃ ইতি? অত আহ—

ভাষ্যানুবাদ—[শঙ্কা—] আচ্ছা, তাহা হইলে "মুখ্যপ্রাণ তেজে বিলীন হয়", এই শ্রুতি কেন (৪)? এইপ্রকার সংশয় হওয়ায় [সিদ্ধান্তী] বলিতেছেন—

ভাবদীপিকা

মন ও ইন্দ্রিয়সকলের (৮।২।২অধিঃ) মুখ্যপ্রাণকে পরিত্যাগকরতঃ পৃথগ্ভাবে উৎক্রমণ সম্ভব নহে। সেইহেতু এই স্থলে 'অনু'-শব্দে মন ও ইন্দ্রিয়গণের মুখ্যপ্রাণাধীনতামাত্র বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। এইপ্রকারে প্রস্তাবিত "তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি" (বৃঃ ৪।৪।২), ইত্যাদি বাক্যেও 'অনুশব্দে' মুখ্যপ্রাণের জীবাধীনতামাত্র বিবক্ষিত হওয়ায় তাহা সিদ্ধান্তীর প্রতিকূল নহে। অতএব জীব ও মুখ্যপ্রাণের পৃথগবস্থিতি সম্ভব না হওয়ায় উপগমন (—অভিমুখে আগমন), অনুগমন ও অবস্থানবোধক শ্রুতিবাক্যসকলের বলে উৎক্রমণকালে অন্তর্লীনেন্দ্রিয়বৃত্তি মুখ্যপ্রাণ অর্থাৎ পঞ্চপ্রাণ, মন বুদ্ধি ও দশটী ইন্দ্রিয়সমন্বিত লিঙ্গশরীর (২।১৫১ পৃঃ) জীবকে —জীবোপাধি অন্তঃকরণকে) আশ্রয় করে, অর্থাৎ অন্তঃকরণে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে ইহাই সিদ্ধ হয়। (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ দ্রঃ)।

(৩) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই যদিও "প্রাণঃ তেজসি" (ছাঃ ৬।৮।৬) এই শ্রুতিতে মুখ্যপ্রাণের তেজে লয় স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইলেও ৩।৩।১ সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণন্যায়বলে সকল শাখা হইতে অবিরুদ্ধ বিষয়সকল গ্রহণীয় হওয়ায় এবং অন্য শ্রুতির আলোচনাদ্বারা মুখ্যপ্রাণের জীবাশ্রয়তা নিশ্চিত হওয়ায় তাহার জীবে লয় অঙ্গীকৃত হইতেছে। **শঙ্কা**—কিন্তু "প্রাণঃ তেজসি" এই শ্রুতি অনুসারে মুখ্যপ্রাণ তেজে লয়প্রাপ্ত হইয়া তেজোদ্বারে জীবে বিলীন হয়, ইহা অঙ্গীকার করিলেও তো সর্ব্বশাখান্ত শ্রুতির প্রামাণ্য রক্ষিত হয়। **সমাধান**—৪। তেজের যদি জীবে লয় সম্ভব হইত, তাহা হইলে উক্ত প্রক্রিয়া অঙ্গীকার করা চলিত। তেজের কিন্তু জীবে লয় সম্ভবই নহে; কারণ তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ পরমাত্মাতে বিলীন হয়, ইহাই তেজের শ্রুতিসম্মত লয়ক্রম। **শঙ্কা**—কিন্তু তোমাদের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা তো অভিন্ন; সুতরাং তেজের যে উক্তপ্রকারে পরমাত্মাতে লয়, তাহা বস্তুতঃ জীবাত্মাতেই লয়, ইহা গৌণভাবে অঙ্গীকারে কোন দোষ হয় না। **সমাধান**—দোষ অবশ্যই হয়। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—জীবাত্মাতে যে তেজের লয়, তাহা (১) সাক্ষাদ্ভাবে হয়, অথবা (২) ব্যবহিতভাবে? **প্রথম পক্ষ** অসঙ্গত; কারণ জীবে লয় কা কথা, পরমাত্মাতেও তেজের সাক্ষাদ্ভাবে লয় হয় না; পরন্তু বায়ু প্রভৃতিদ্বারেই তাহা হয়। **দ্বিতীয় পক্ষও** সঙ্গত নহে, কারণ তাহা হইলে তেজ ঘটে বিলীন হয়, ইহাও অঙ্গীকার্য্য হইয়া পড়ে; যেহেতু সোপাধিক দৃষ্টিতে জীবের ন্যায় ঘটও অভিন্ননিমিত্তোপাদানভূত পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। **শঙ্কা**—না, না, আমরা জীবে তেজের স্বরূপলয় অঙ্গীকার করিতেছি না; কিন্তু তেজের অনুপাদান জীবে তাহার বৃত্তিলয় অঙ্গীকার করিতেছি। **সমাধান**—তাহাও করা যায় না; কারণ "বাঙ্মনসি" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইত্যাদি শ্রুতিবলে বাগ্‌বৃত্তির মনে লয়াঙ্গীকারের ন্যায় জীবে তেজোবৃত্তির লয় অঙ্গীকারের প্রতি শ্রুত্যাদি কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং জীবে তেজের বৃত্তিলয়ও অঙ্গীকার করা যায় না (ভামতী ও পরিমল

ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ ॥৪।২।৫॥

সূত্রার্থ—[যদ্যপি মুখ্যপ্রাণস্য তেজসি অব্যবধানেন লয়ঃ শ্রুতঃ, তথাপি উভয়শ্রুত্যনুগ্রহায় মুখ্যপ্রাণঃ জীবে লীয়তে, জীবদ্বারা চ তদুপাধিভূতেষু] **ভূতেষু**—তেজঃসহিতেষু উত্তরদেহারম্ভকেষু সূক্ষ্মাত্মনা বিদ্যমানেষু পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতেষু [লীয়তে ইতি অবগন্তব্যম্। কুতঃ ?] **তৎ-শ্রুতেঃ**—"প্রাণঃ তেজসি" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি শ্রুতেঃ, [উপগমাদি-শ্রুত্যন্তরানুসারাৎ চ। এবং চ মুখ্যপ্রাণস্য উপহিতজীবপ্রাপ্তৌ তদুপাধিতেজআদিভূতপ্রাপ্তেঃ অর্থসিদ্ধত্বাৎ "প্রাণঃ তেজসি" ইতি শ্রুত্যুপপত্তিঃ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[যদিও মুখ্যপ্রাণের অব্যবহিতভাবে তেজে লয় শ্রুত হইয়াছে, তথাপি [উপগমনাদি, বৃঃ ৪।৩।৩৮ এবং প্রস্তাবিত ছাঃ ৬।৮।৬, এই] উভয় শ্রুতির অনুকূলতার জন্য মুখ্যপ্রাণ জীবে লীন হয় এবং জীবদ্বারা তাহার উপাধিভূত **ভূতেষু**—পরবর্ত্তী দেহের উৎপাদক সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান তেজঃ সহিত পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতে (৩।১।১ অধিঃ এবং ১।৮৪০ পৃঃ ১৭ ভাবদীঃ দ্রঃ) লীন হয়, ইহা অবগত হইতে হইবে। তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **তৎ-শ্রুতেঃ**—যেহেতু "প্রাণ তেজে বিলীন হয়", এই প্রকার শ্রুতি আছে ; [এবং যেহেতু উপগমনাদিবোধক শ্রুত্যন্তরও আছে। আর এইপ্রকারে মুখ্যপ্রাণ [অন্তঃকরণরূপ] উপাধি-যুক্ত জীবকে প্রাপ্ত হইলে তাহার (—সোপাধিক জীবের, অন্য] উপাধিভূত তেজঃ প্রভৃতি ভূতপ্রাপ্তি অর্থতঃ সিদ্ধ হওয়ায় "প্রাণঃ তেজসি", এই শ্রুতির উপপত্তি হইল, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

সঃ প্রাণসম্পৃক্তঃ অধ্যক্ষঃ তেজঃসহচরিতেষু ভূতেষু দেহবীজভূতেষু সূক্ষ্মেষু অবতিষ্ঠতে ইতি অবগন্তব্যম্, "প্রাণঃ তেজসি" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি শ্রুতেঃ। ১ নন্বু চ ইয়ং শ্রুতিঃ প্রাণস্য তেজসি স্থিতিং দর্শয়তি, ন প্রাণসম্পৃক্তস্য অধ্যক্ষস্য। ২ নৈষঃ দোষঃ, "সঃ অধ্যক্ষে" (৪।২।৪) ইতি অধ্যক্ষস্যাপি অন্তরালে উপ-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—মুখ্যপ্রাণাশ্রয়ভূত অন্তঃকরণোপহিত জীবের দেহবীজভূত তেজঃসংকৃত পঞ্চীকৃতভূতসূক্ষ্মপঞ্চকে অবস্থিতি।]

সেই মুখ্যপ্রাণসংযুক্ত (—লিঙ্গশরীরযুক্ত) জীব [ভাবি-] দেহের বীজভূত তেজঃ-সংকৃত সূক্ষ্মভূতসকলে (—সূক্ষ্মশরীরে ১।৮৪০ পৃঃ) অবস্থান করে, ইহা অবগত হইতে হইবে; যেহেতু "প্রাণ তেজে বিলীন হয়", এইপ্রকার শ্রুতি আছে।১ [শঙ্কা—] কিন্তু এই শ্রুতি মুখ্যপ্রাণের তেজে অবস্থান প্রদর্শন করিতেছেন, মুখ্যপ্রাণসংযুক্ত অধ্যক্ষের (—জীবের) 'তাহা প্রদর্শন করিতেছেন না'।২ [সমাধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু

ভাবদীপিকা

দ্রঃ)। আর পূর্ব্ববাদী যে প্রাণবৃত্তিনিরোধের অনন্তর উষ্ণতা অপগমের কথা বলিয়াছেন (১ ভাবদীঃ ৪), তাহাও অব্যভিচারী নহে ; কারণ হিমাঙ্গাবস্থাতেও অপগততেজঃ মুমূর্ষুর শ্বাসা-দিক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয়। অতএব মুখ্যপ্রাণের তেজে, অথবা তেজোদ্বারে জীবে লয় স্বীকার্য্য নহে।

(৪) পূর্ব্ববাদীর অভিপ্রায় এই—উপগমনাদিবোধক শ্রুতি অনুসারে না হয় মুখ্যপ্রাণের জীবে (—জীবোপাধি অন্তঃকরণে) উপসংহার হইল। কিন্তু উৎক্রমণক্রমে জীবের নিবেশ

শাঙ্করভাষ্যম্

সংখ্যাতত্ত্বাৎ।৩ যোঽপি হি স্রুঘ্নাৎ মথুরাং গত্বা মথুরায়াঃ পাটলিপুত্রং ব্রজতি; সোঽপি স্রুঘ্নাৎ পাটলিপুত্রং যাতি ইতি শক্যতে বদিতুম্।৪ তস্মাৎ "প্রাণঃ তেজসি" ইতি প্রাণসম্পৃক্তস্য অধ্যক্ষস্য এব এতৎ তেজঃসহচরিতেষু ভূতেষু অবস্থানম্।৫॥৪।২।৫॥

ভাষ্যানুবাদ

"সঃ অধ্যক্ষে", এই সূত্রে [উদাহৃত বৃঃ ৪।৩।৩৮ এবং ৪।৪।২ ইত্যাদি শ্রুতিসকলের বলে] অন্তরালে (—মুখ্যপ্রাণ ও তেজের মধ্যে জীবেরও পরিগণনা (—সংগ্রহ) হইয়াছে (৫)।৩ যিনি স্রুঘ্ন [নামক অধুনা লুপ্ত নগর] হইতে মথুরাতে গমন করিয়া মথুরা হইতে পাটলিপুত্রে গমন করেন, তিনিও স্রুঘ্ন হইতে পাটলিপুত্রে গমন করেন, ইহা বলিতে পারা যায় (—মুখ্য প্রাণ জীবকে অবলম্বনকরতঃ তেজে গমন করিলেও তাহার তেজে গমনই (—অবস্থিতিই) সিদ্ধ হয়)।৪ সেইহেতু (—এইভাবে উভয় শ্রুতির সার্থকতা সিদ্ধ হওয়ায়) "প্রাণঃ তেজসি", এই স্থলে প্রাণসংযুক্ত জীবেরই (—লিঙ্গশরীর সহ অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিতচৈতন্যরূপ জীবেরই) তেজঃসহকৃত ভূতসকলে (—সূক্ষ্মশরীরে) এই অবস্থান 'বর্ণিত' হইতেছে'।৫॥৪।২।৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কথং তেজঃসহচরিতেষু ভূতেষু ইতি উচ্যতে?১ যাবতা একম্ এব তেজঃ শ্রূয়তে "প্রাণঃ তেজসি" ইতি।২ অতঃ আহ—

ভাষ্যানুবাদ—[শঙ্কা—আচ্ছা, জীবাশ্রিত মুখ্যপ্রাণ] তেজঃসহকৃত ভূতসকলে অবস্থান করে, ইহা কিপ্রকারে কথিত হইতেছে ? যেহেতু "প্রাণ তেজে বিলীন হয়", এইপ্রকারে একমাত্র তেজই শ্রুত হইতেছে।২ এইহেতু (—এইপ্রকার সংশয় হওয়ায়, সিদ্ধান্তী—] বলিতেছেন—

ভাবদীপিকা

কোথায় হইবে ? তেজের পূর্ব্বে তাহার নিবেশ হইলে "প্রাণ: তেজসি", এই শ্রুতিবলে মুখ্যপ্রাণের যে অব্যবহিতভাবে তেজে লয় অবগত হওয়া যাইতেছে, তাহা বাধিত হইয়া পড়িবে।

(৫) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—সর্ব্বশাখাস্থ শ্রুতিবাক্যের সামঞ্জস্যের জন্য জীবকে অবশ্যই কোথাও নিবেশ করিতে হইবে। যদি তাহাকে তেজের পরে নিবেশ করা হয়, তাহা হইলে তেজ জীবে বিলীন হয়, ইহা স্বীকৃত হইয়া পড়িবে, ফলে "তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" (ছাঃ ৬৮.৬), এই স্পষ্ট শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়িবে। শঙ্কা—কিন্তু জীবকে তেজের পূর্ব্বে নিবেশ করিলেও তো মুখ্য প্রাণ জীবে বিলীন হয় (—অন্তঃকরণে নির্ব্যাপার হইয়া অবস্থান করে) ইহা স্বীকৃত হওয়ায় "প্রাণ: তেজসি" এই স্পষ্ট শ্রুতির বিরোধ সমানই হইয়া পড়িবে। সমাধান—আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ প্রতিভাত হইলেও বস্তুত: এই পক্ষে বিরোধ নাই, কারণ জীবকে তেজের পূর্ব্বে নিবেশ করিলে মুখ্যপ্রাণ জীবে, অর্থাৎ জীবোপাধি অন্তঃকরণে; জীব তেজে, অর্থাৎ তদুপলক্ষিত পঞ্চীকৃত ভূতসূক্ষ্মপঞ্চকে, অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীরে এবং তাদৃশ তেজ

নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি ॥৪।২।৬॥

সূত্রার্থ—[উৎক্রান্তিসময়ে] **একস্মিন্**—একস্মিন্ এব তেজসি, [জীবঃ] **ন**—ন অবতিষ্ঠতে। [কুতঃ ?] **হি**—যস্মাৎ, [উত্তরদেহস্য পাঞ্চভৌতিকত্বেন পঞ্চসু ভূতেষু তস্য অবস্থিতিঃ "পৃথিবীময়ঃ আপোময়ঃ বায়ুময়ঃ আকাশময়ঃ তেজোময়ঃ" (বৃঃ ৪।৪।৫) ইতি শ্রুতিঃ, "অণ্ব্যো মাত্রাঃ অবিনাশিন্যো দশার্দ্ধানাং তু যা স্মৃতাঃ" (মনু সং ১।২৭) ইতি স্মৃতিশ্চ] **দর্শয়তঃ**—প্রতিপাদয়তঃ। [যদ্বা ৩।১।১ 'রংহত্যধিকরণে' ব্যাখ্যাতে প্রশ্নপ্রতিবচনে ইমম্ অর্থং দর্শয়তঃ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[উৎক্রান্তিকালে] **একস্মিন্**—একমাত্র তেজেই, [জীব] **ন**—অবস্থান করে না। [কোন্ হেতুবলে বলিতেছ ? উত্তর—] **হি**—যেহেতু [ভাবী দেহ পাঞ্চভৌতিক হওয়ায় পঞ্চভূতেই তাহার অবস্থান. "ইনি পৃথিবীময় জলময় বায়ুময় আকাশময় তেজোময়", এই শ্রুতি এবং "কিন্তু দশার্দ্ধের (—পাঁচটীর, অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতের) যে অবিনাশী (—মোক্ষকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী) সূক্ষ্ম অংশসকল স্মৃত হইয়াছে", এই স্মৃতি] **দর্শয়তঃ**—প্রতিপাদন করিতেছে। [অথবা ৩।১।১ রংহত্যধিকরণে ব্যাখ্যাত প্রশ্ন ও প্রতিবচন এই অর্থকে প্রদর্শন করিতেছে, ইহাই অর্থ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন একস্মিন্ এব তেজসি শরীরান্তরপ্রেপ্সাবেলায়াং জীবঃ অবতিষ্ঠতে কার্য্যস্য শরীরস্য অনেকাত্মকত্বদর্শনাৎ।১ দর্শয়তশ্চ এতম্ অর্থং প্রশ্নপ্রতিবচনে "আপঃ পুরুষবচসঃ" (ছাঃ ৫।৩।৩) ইতি।২ তদ্ব্যাখ্যাতং "ত্র্যাত্মকত্বাৎ তু ভূয়স্ত্বাৎ" (৩।১।২) ইত্যত্র।৩ শ্রুতিস্মৃতী চ এতম্ অর্থং দর্শয়তঃ।৪ শ্রুতিঃ "পৃথিবীময়ঃ আপোময়ঃ বায়ুময়ঃ আকাশময়ঃ তেজোময়ঃ" (বৃঃ ৪।৪।৫) ইত্যাদ্যা।৫ স্মৃতি-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শ্রুতি স্মৃতি ও ৩।১।১ রংহত্যধিকরণন্যায়বলে তেজঃশব্দে পঞ্চীকৃতভূতসূক্ষ্মপঞ্চক গ্রহণীয়।]

শরীরান্তর প্রাপ্তির ইচ্ছাকালে (—মৃত্যুকালে) একমাত্র তেজেই জীব অবস্থান করে না, যেহেতু কার্য্য [স্থূল] শরীরের অনেকাত্মকতা (—পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতাত্মকতা) পরিদৃষ্ট হয়।১ "জল পুরুষপদবাচ্য হয়", এই স্থলে প্রশ্ন ও প্রতিবচন এই অর্থকেই প্রদর্শন করিতেছে। [অতএব জীবের সূক্ষ্মশরীর (১।৮৪০ পৃঃ) পঞ্চীকৃত ভূতসূক্ষ্মপঞ্চক হইতে উৎপন্ন, ইহাই নির্ণীত হয়।২ কিন্তু সেই স্থলে জলপরিবেষ্টিত জীবের গমনই প্রতিপাদিত হইয়াছে, পঞ্চীকৃত ভূতসূক্ষ্মপঞ্চক পরিবেষ্টিতের নহে। উত্তর—] "ত্র্যাত্মকত্বাৎ তু ভূয়স্ত্বাৎ", ইত্যাদি এই স্থলে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।৩ আর শ্রুতি ও স্মৃতি এই অর্থই প্রদর্শন করিতেছেন।৪ "পৃথিবীময় জলময় বায়ুময় আকাশময় তেজোময়", ইত্যাদিই সেই শ্রুতি।৫ স্মৃতিও এই—

ভাবদীপিকা

(—সূক্ষ্মশরীর) পরমদেবতাতে উপসংহৃত হয়, ইহা অঙ্গীকৃত হওয়ায় সকল শ্রুতির সামঞ্জস্যবশতঃ বিরোধ আর হয় না। কিন্তু "প্রাণঃ তেজসি" এই স্পষ্ট শ্রুতির বিরোধ তো হইলাই পড়িতেছে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**যোঽপি**—'যিনি' ইত্যাদি (৪ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

রপি "অণ্ব্যোমাত্রাঽবিনাশিন্যো দশার্দ্ধানাং তু যাঃ স্মৃতাঃ। তাভিঃ সার্দ্ধমিদং সর্ব্বং সম্ভবত্যনুপূর্ব্বশঃ"॥ (মনু সং ১।২৭) ইত্যাদ্যা। ৬ ননু চ উপসংহৃতেষু বাগাদিষু করণেষু শরীরান্তরপ্রেপ্সাবেলায়াং "ক্বায়ং তদা পুরুষঃ ভবতি" (বৃঃ ৩।২।১৩) ইতি উপক্রম্য শ্রুত্য-ন্তরং কর্ম্মাশ্রয়তাং নিরূপয়তি—"তৌ হ যদ্ ঊচতুঃ কর্ম্ম হ এব তৎ ঊচতুঃ, অথ হ যৎ প্রশশংসতুঃ কর্ম্ম হ এব তৎ প্রশশংসতুঃ" (ঐ) ইতি। ৭ অত্র উচ্যতে—তত্র কর্ম্মপ্রযুক্তস্য গ্রহাতিগ্রহসং-জ্ঞকস্য ইন্দ্রিয়বিষয়াত্মকস্য বন্ধনস্য প্রবৃত্তিঃ ইতি কর্ম্মাশ্রয়তা উক্তা। ৮ ইহ পুনঃ ভূতোপাদানাৎ দেহান্তরোৎপত্তিঃ ইতি ভূতাশ্রয়ত্বম্ উক্তম্। ৯ প্রশংসাশব্দাৎ অপি তত্র প্রাধান্যমাত্রং

ভাষ্যানুবাদ

"কিন্তু দশার্দ্ধের (—পাঁচের, পঞ্চমহাভূতের) যে অবিনাশী (—মোক্ষের পূর্ব্বে নাশ-হীন) সূক্ষ্ম মাত্রা (—পরিচ্ছিন্ন অংশ) স্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকলের সহিত এই [স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত-] সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে (—সূক্ষ্ম, স্থূল, স্থূলতর, স্থূলতম, এই ক্রমে) উৎপন্ন হয়", ইত্যাদি।৬

[পূঃ—মৃত্যুকালে কর্ম্মই জীবাশ্রয়, ভূতসূক্ষ্ম নহে।]

[শঙ্কা—] কিন্তু শরীরান্তরপ্রাপ্তির ইচ্ছাকালে বাগাদি ইন্দ্রিয়সকল [মুখ্যপ্রাণ ও জীবোপাধি অন্তঃকরণে] উপসংহৃত (—সঙ্কুচিত) হইলে "এই পুরুষ তখন কোথায় (—কাহাকে আশ্রয় করিয়া) থাকে", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া অন্য শ্রুতি [জীবের] কর্ম্মাশ্রয়তাকে (—জীব কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে, ইহাকে) নিরূপণ করিতেছেন, যথা—"তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কর্ম্ম-বিষয়েই বলিয়াছিলেন ; আর যাহাকে প্রশংসা করিয়াছিলেন, কর্ম্মকেই সেই প্রশংসা করিয়াছিলেন", ইত্যাদি। [সুতরাং মৃত্যুকালে জীব কর্ম্মকেই আশ্রয় করে, পঞ্চীকৃত ভূতসূক্ষ্মাত্মক সূক্ষ্মশরীরকে নহে, ইহাই অঙ্গীকার করা উচিত]।৭

[সিঃ—ভোগসাধন দেহেন্দ্রিয়পটুতা ও ভোগ্যবিষয় প্রাপ্তির জন্য কর্ম্ম এবং স্থূলশরীরোৎপত্তির জন্য ভূতসূক্ষ্ম (—সূক্ষ্মশরীর), এই উভয়ের জীবাশ্রয়তা প্রতিপাদন।]

[সিদ্ধান্ত—] এই বিষয়ে বলা হইতেছে, সেই স্থলে (—যাজ্ঞবল্ক্য ও আর্ত্ত-ভাগের প্রশ্নপ্রতিবচনে) কর্ম্মপ্রযুক্ত (—কর্ম্মরূপ নিমিত্তকারণকর্ত্তৃক প্রেরিত) গ্রহ ও অতিগ্রহ নামক যে ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপ বন্ধন, তাহার প্রবৃত্তি হয়, এইহেতু (—ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি ও ভোগ্য বিষয়প্রাপ্তি কর্ম্মরূপ নিমিত্তবশতঃ হওয়ায়, জীবের] কর্ম্মাশ্রয়তা বর্ণিত হইয়াছে।৮ এখানে কিন্তু [ক্ষিত্যাদি সূক্ষ্ম] ভূতরূপ উপাদান হইতে অন্য দেহের উৎপত্তি হয়, এইহেতু [জীবের] ভূতাশ্রয়তা বর্ণিত হইয়াছে (—ভোগাদিরূপ বন্ধনের হেতু হওয়ায় কর্ম্মকে এবং দেহান্তরের উপাদান হওয়ায় ভূতসূক্ষ্মকে আশ্রয় বলা হইতেছে, সুতরাং বিরোধ হয় না, ইহাই ভাব]।৯

শাঙ্করভাষ্যম্

কর্ম্মণঃ প্রদর্শিতং, ন তু আশ্রয়ান্তরং নিবারিতম্।১০ তস্মাৎ অবিরোধঃ।১০।৪।২।৬॥ ইতি তৃতীয়ম্ অধ্যক্ষাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[কিন্তু "কর্ম্ম হ এব", এই অবধারণশ্রুতিবলে জীবের অন্য আশ্রয় তো নিরাকৃত হইয়াছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] প্রশংসাশব্দ হইতেও (—উক্ত শব্দের প্রয়োগ-বশতঃও) সেই স্থলে কর্ম্মের প্রাধান্যমাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু অন্য আশ্রয় নিবারিত হয় নাই (—উক্ত অবধারণশ্রুতিবলে কর্ম্মের প্রকৃষ্ট আশ্রয়তামাত্র নিরূপিত হওয়ায় তদপেক্ষা নিকৃষ্ট আশ্রয়ের অস্তিত্ব সূচিত হইয়াছে)।১০ সেইহেতু (—প্রদর্শিতপ্রকারে কর্ম্ম ও ভূতসূক্ষ্মসকলের আশ্রয়তা সিদ্ধ হওয়ায়, কোনপ্রকার] বিরোধ হয় না।১১।৪।২।৬॥ অধ্যক্ষাধিকরণ সমাপ্ত।

৪। আসৃত্যুপক্রমাধিকরণম্। [৭ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—দেবযানমার্গ প্রারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সগুণব্রহ্মবিৎ (— সগুণ পরব্রহ্মবিৎ ও অপরব্রহ্মবিৎ (৩।৬৮২ পৃঃ ৯ ভাবদীঃ) এবং অজ্ঞানীর উৎক্রান্তির সমতা।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণত্রয়ে প্রতিপাদিত উৎক্রান্তি অবলম্বনে এই অধিকরণের বিচার উত্থিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণত্রয়ের সহিত ইহার **উপজীব্য-উপজীবকভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

জ্ঞান্যজ্ঞোৎক্রান্তিরসমা সমা বা, নহি সা সমা।
মোক্ষসংসাররূপস্য ফলস্য বিষমত্বতঃ॥
আসৃত্যুপক্রমং জন্ম বর্ত্তমানমতঃ সমা।
পশ্চাত্তু ফলবৈষম্যাদসমোৎক্রান্তিরেতয়োঃ॥

অন্বয়—জ্ঞান্যজ্ঞোৎক্রান্তিঃ অসমা, সমা বা? ন হি সা সমা, মোক্ষসংসাররূপস্য ফলস্য বিষমত্বতঃ। আসৃত্যু-পক্রমং বর্ত্তমানং জন্ম, অতঃ এতয়োঃ উৎক্রান্তিঃ সমা; পশ্চাৎ তু ফলবৈষম্যাৎ অসমা।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[উৎক্রান্তিঃ অত্র বিষয়ঃ। "বিদ্যয়া অমৃতম্ অশ্নুতে" (ঈশঃ ১১), "ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।৬) ইত্যাদিশ্রুতেঃ বিদুষঃ উৎক্রান্তিরেব নাস্তি ইতি প্রতীয়তে। "অস্য সোম্য পুরুষস্য প্রয়তঃ বাক্ মনসি সম্পদ্যতে" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইত্যাদিশ্রুতেঃ তু বিদ্বদ-বিদ্বদবিশেষেণ সর্ব্বেষাম্ এব উৎক্রান্তিঃ প্রতীয়তে। অতঃ ভবতি সংশয়ঃ—] জ্ঞান্যজ্ঞোৎক্রান্তিঃ অসমা, সমা বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানিনঃ তাবৎ উৎক্রান্তিরেব নাস্তি, ইতি সত্যম্। যা তু সগুণ-ব্রহ্মজ্ঞানিনঃ উৎক্রান্তিঃ] ন হি সা [অজ্ঞান্যুৎক্রান্ত্যা সহ] সমা, [কুতঃ? উচ্যতে—] মোক্ষ-সংসাররূপস্য ফলস্য বিষমত্বতঃ [তৎপ্রাপ্তিদ্বারভূতায়াঃ উৎক্রান্তেঃ বৈষম্যং ভবতি এব]।

সিদ্ধান্ত—[সগুণব্রহ্মজ্ঞানিনঃ মূর্দ্ধন্যনাড়ীপ্রবেশঃ উত্তরমার্গোপক্রমঃ, জ্ঞানরহিতস্য চ

নাড্যন্তরপ্রবেশঃ মার্গান্তরোপক্রমঃ, এবম্] আসৃত্যুপক্রমং বর্তমানং জন্ম ; অতঃ [ঐহিকসুখদুঃখবৎ] এতয়োঃ উৎক্রান্তিঃ সমা। পশ্চাৎ [উপক্রান্তে] তু [মার্গে] ফলবৈষম্যাৎ অসমা [অস্তু]।

অনুবাদ

সংশয়—উৎক্রমণ এখানে বিচার্য্য বিষয়। "বিদ্যার বলে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়", "তাঁহার প্রাণ উৎক্রমণ করে না", ইত্যাদি শ্রুতি হইতে বিদ্বানের উৎক্রান্তিই হয় না, ইহা প্রতীত হইতেছে। কিন্তু "পরলোকে গমনোদ্যত এই পুরুষের বাগিন্দ্রিয় মনে উপসংহৃত হয়", ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবিশেষভাবে বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ সকলেরই উৎক্রমণ প্রতিভাত হইতেছে। এইহেতু সংশয় হয়—] জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর উৎক্রমণ অসমান, অথবা সমান (—কোন জ্ঞানীর উৎক্রমণ হয়, কোন জ্ঞানীর হয় না ; জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর উৎক্রান্তি কতকাংশে সমান, কতকাংশে অসমান, বস্তুস্থিতি কিপ্রকার) ?

পূর্ব্বপক্ষ—[নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানীর উৎক্রমণ হয় না, ইহা সত্য। কিন্তু সগুণব্রহ্মজ্ঞানীর (—সগুণপরব্রহ্মবিৎ এবং অপরব্রহ্মবিৎ, ইঁহাদের) যে উৎক্রমণ], তাহা নিশ্চয়ই [অজ্ঞানীর উৎক্রমণের সহিত] সমান নহে। [কেন নহে ? তাহা কথিত হইতেছে—ব্রহ্মলোকলাভরূপ] মোক্ষ এবং সংসাররূপ ফল সমান না হওয়ায় [তৎপ্রাপ্তির প্রারম্ভতা উৎক্রান্তির বৈষম্য অবশ্যই হইয়া থাকে]।

সিদ্ধান্ত—[সগুণব্রহ্মজ্ঞানীর মূর্দ্ধন্য (—সুষুম্না) নাড়ীতে প্রবেশ এবং উত্তরমার্গের (—দেবযানমার্গের) প্রারম্ভ, আর জ্ঞানহীনের অন্য নাড়ীতে প্রবেশ এবং অন্য মার্গের প্রারম্ভ, এইপ্রকারে] সৃতির (—দেবযানাদি মার্গের) প্রারম্ভ পর্যান্ত (—মার্গে প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) বর্তমান জন্ম চলিতে * থাকে। এইহেতু [ইহলৌকিক সুখদুঃখের ন্যায়] ইঁহাদের (—জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর) উৎক্রমণ সমানই। পরে [মার্গ আরব্ধ হইলে] কিন্তু [তোমার কথিত ব্রহ্মলোকাত্মক মোক্ষরূপ এবং সংসাররূপ] ফলের বৈষম্যবশতঃ উৎক্রমণ অসমান হউক্।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, দহরাদি সগুণপরব্রহ্মবিদ্যাবিদ্ ও হিরণ্যগর্ভবিদ্যাবিদের এখানেই মোক্ষ হওয়ায় উৎক্রান্তির অভাব। সিদ্ধান্তে—তাদৃশ ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি আবশ্যক হওয়ায় উৎক্রমণ অবশ্যম্ভাবী।

সমানাচাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বং চানুপোষ্য ॥৪।২।৭॥

পদচ্ছেদ—সমানা, চ, আসৃত্যুপক্রমাৎ অমৃতত্বম্, চ, অনুপোষ্য।

সূত্রার্থ—[এবং বাহ্যেন্দ্রিয়াণাং মনসি প্রথমং বৃত্তিলয়ঃ, ততঃ মনোবৃত্তেঃ মুখ্যপ্রাণে লয়ঃ, ততঃ প্রাণবৃত্তেঃ অন্তঃকরণোপহিতজীবে লয়ঃ, ততঃ জীবেন সহ তেষাং ভূতসূক্ষ্মাশ্রয়তা ইতি উৎক্রান্তিব্যবস্থা উক্তা। সা উৎক্রান্তিঃ কিম্ অবিদুষঃ এব, উত দহরাদিসগুণব্রহ্মোপাসকস্যাপি ইতি সংশয়ে "তয়া ঊর্দ্ধ্বম্ আয়ন্ অমৃতত্বম্ এতি" (ছাঃ ৮।৬।৮) ইতি উপাসকস্য মোক্ষশ্রবণাৎ অবিদুষঃ এব উৎক্রমণম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **আসৃত্যুপক্রমাৎ**—সৃতিঃ—সরণাত্মকঃ দেবযানমার্গঃ, আ-তদুপক্রমাৎ—দেবযানমার্গোপক্রমপর্য্যন্তং, দেবযানমার্গপ্রবেশাৎ প্রাক্ পর্য্যন্তম্ ইত্যর্থঃ। [যা ইয়ম্ উৎক্রান্তিঃ, সা সগুণব্রহ্মবিদবিদুষোঃ] **সমানা**

* ৪।২।১ অধি ভাষ্যমালার ব্যাখ্যাতে এই বিষয়ে বিরোধ এবং ৪।২।১০ অধিকরণের ১ ভাবদীঃ পাদটীকাতে তাহার সমাধান দ্রষ্টব্য।

চ—তুল্যা এব। [কুতঃ ? "বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইত্যাদ্যবিশেষশ্রবণাৎ। নমু কথং তর্হি সগুণবিদ্যায়াম্ অমৃতত্বশ্রবণম্ ? তত্রাহ—] অমৃতত্বং চ অনুপোষ্য—['উষ' দাহে ইতি ধাতোঃ ইদং রূপম্ 'উপোষ্য' ইতি। তথাচ] অনুপোষ্য—অদগ্ধ্বা অত্যন্তম্ অবিদ্যাদিক্লেশজালম্, এতদ্ অমৃতত্বম্ আপেক্ষিকম্ ইত্যর্থঃ। [তস্মাৎ সগুণ-ব্রহ্মবিদবিদুষোঃ সমানা এব উৎক্রান্তিঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[এইপ্রকারে বাহেন্দ্রিয়সকলের প্রথমতঃ মনে বৃত্তিলয়, তদনন্তর মনো-বৃত্তির মুখ্যপ্রাণে লয়, অনন্তর মুখ্যপ্রাণবৃত্তির অন্তঃকরণোপহিত জীবে লয়, তদনন্তর জীবসহ তাহাদের ভূতসূক্ষ্মাশ্রয়তা, এইপ্রকার উৎক্রান্তিব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। সেই উৎক্রান্তি কি অজ্ঞানীরই, অথবা দহরাদিসগুণব্রহ্মোপাসকেরও, এইপ্রকার সংশয় হইলে, "তদবলম্বনে ঊর্ধ্বে গমনকরতঃ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন", এইপ্রকারে উপাসকের [ব্রহ্মলোকে গতিরূপ] মোক্ষ শ্রুত হওয়ায় অজ্ঞানীরই উৎক্রমণ, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] আসৃত্যুপক্রমাৎ—সৃতিঃ—গমনানুকূল দেবযানমার্গ, আ-তদুপক্রমাৎ—দেবযানমার্গের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ তাহাতে প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত [এই যে উৎক্রান্তিঃ, তাহা সগুণব্রহ্মবিৎ ও অজ্ঞানীর] সমানা চ—তুল্যই। [তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—যেহেতু "বাগিন্দ্রিয় মনে বিলীন হয়", ইত্যাদি অবিশেষ-শ্রুতি আছে (—সগুণব্রহ্মজ্ঞানী ও অজ্ঞানী, উভয়ের পক্ষেই উৎক্রমণপ্রক্রিয়া সমানভাবে শ্রুত হইতেছে। কিন্তু তাহা হইলে সগুণবিদ্যাতে অমৃতত্ব (—মোক্ষ) শ্রুত হইয়াছে কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] অমৃতত্বং চ অনুপোষ্য—['উপোষ্য', ইহা দাহার্থক 'উষ' ধাতুর রূপ। তাহাতে অর্থ হয়—] অনুপোষ্য—অবিদ্যাদিক্লেশসকলকে নিঃশেষে দগ্ধ না করিয়া [লব্ধ হয় বলিয়া] এই অমৃতত্ব—মোক্ষ, আপেক্ষিক ইহাই ভাব। [সেইহেতু সগুণ-ব্রহ্মবিৎ ও অজ্ঞানীর উৎক্রমণ সমানই হইয়া থাকে, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

সা ইয়ম্ উৎক্রান্তিঃ কিং বিদ্বদবিদুষোঃ সমানা, কিং বা বিশেষবতী ইতি বিশয়ানানাং বিশেষবতী ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্।১ ভূতাশ্রয়বিশিষ্টা হি এষা, পুনর্ভবায় চ ভূতানি আশ্রীয়ন্তে।২ নচ বিদুষঃ পুনর্ভবঃ সম্ভবতি, 'অমৃতত্বং হি বিদ্বান্ অশ্নুতে' ইতি

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—অজ্ঞেরই উৎক্রমণ, মোক্ষভাগী সগুণব্রহ্মবিদের নহে।]

সেই এই উৎক্রান্তি কি বিদ্বান্ এবং অবিদ্বানের (—সগুণব্রহ্মবিৎ ও অজ্ঞানীর) সমান, অথবা বিশেষযুক্ত, এইপ্রকার সন্দেহ যাঁহারা করেন ; [তাঁহা-দিগকে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—সেই উৎক্রান্তি] বিশেষযুক্ত (—সগুণব্রহ্মবিদের উৎ-ক্রমণ হয় না, অজ্ঞের তাহা হয়), ইহাই প্রাপ্ত হওয়া গেল।১ যেহেতু ইহা (—উৎ-ক্রান্তি, ক্ষিত্যাদি ভূতসূক্ষ্মাত্মক সূক্ষ্মশরীররূপ] আশ্রয়যুক্ত, আর পুনরায় জন্মপরি-গ্রহের জন্য [উৎক্রান্ত জীবগণ] ভূতসকলকে আশ্রয় করে।২ [তাহাতে ব্রহ্মবিদের কি হইল ? তাঁহাদের উৎক্রমণ কেন হইবে না ? উত্তর—] বিদ্বানের কিন্তু পুনরায় জন্ম সম্ভব নহে, কারণ 'বিদ্বান্ অমৃতত্ব (—মোক্ষ) লাভ করেন', ইহাই বস্তুস্থিতি।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্থিতিঃ।৩ তস্মাৎ অবিদুষঃ এব এষা উৎক্রান্তিঃ।৪ ননু বিদ্যা-প্রকরণে সমাম্নানাৎ বিদুষঃ এব এষা ভবেৎ।৫ ন, স্বাপাদিবৎ যথাপ্রাপ্তানুকীর্ত্তনাৎ।৬ তথাহি "যত্র এতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম", "অশিশিষতি নাম", "পিপাসতি নাম" (ছাঃ ৬।৮।১,৩,৫), ইতি চ সর্ব্ব-প্রাণিসাধারণা এব স্বাপাদয়ঃ অনুকীর্ত্ত্যন্তে বিদ্যাপ্রকরণে অপি প্রতিপিপাদয়িষিতবস্তুপ্রতিপাদনানুগুণ্যেন, ন তু বিদুষঃ বিশেষ-বত্তঃ বিধিৎস্যন্তে।৭ এবম্ ইয়ম্ অপি উৎক্রান্তিঃ মহাজনগতা এব অনুকীর্ত্ত্যতে, 'যস্যাং পরস্যাং দেবতায়াং পুরুষস্য প্রয়তঃ তেজঃ সম্পদ্যতে, সঃ আত্মা তত্ত্বমসি', ইতি এতৎ প্রতিপাদয়িতুম্।৮ প্রতিষিদ্ধা চ এষা বিদুষঃ "ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।৬) ইতি।৯ তস্মাৎ অবিদুষঃ এব এষা ইতি।১০ এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ সমানা চ এষা উৎক্রান্তিঃ "বাঙ্ মনসি" ইত্যাদ্যা বিদ্বদবিদুষোঃ আসৃত্যুপক্রমাৎ ভবিতুম্ অর্হতি, অবিশেষ-

ভাষ্যানুবাদ

[সুতরাং ভূতকে আশ্রয়করতঃ পুনর্জ্জন্মের জন্য তাঁহার গমন অনাবশ্যক হওয়ায় উৎক্রমণ অঙ্গীকারও অনাবশ্যক]।৩ সেইহেতু (—অমৃতত্বভাগী না হওয়ায়) এই উৎক্রমণ অবিদ্বানেরই।৪ [শঙ্কা—] কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে পঠিত হওয়ায় [প্রকরণপ্রমাণবলে] ইহা (—উৎক্রান্তি) বিদ্বানেরই হইবে।৫ [পূঃ সমাধান—] না, যেহেতু [বস্তুতত্ত্ব প্রতিপাদনের জন্য লোকসিদ্ধ] সুষুপ্তি প্রভৃতির ন্যায় [লোক-মধ্যে] যেপ্রকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে।৬ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেমন দেখ, ব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণেও যাহাকে (—যে ব্রহ্মবস্তুকে) প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা করা হইয়াছে, তাহার অনুগতরূপে (—তৎপ্রতিপাদনের উপযোগিরূপে) "যখন এই পুরুষ 'সুষুপ্ত' নাম প্রাপ্ত হয়", "ক্ষুধার্ত্ত নাম প্রাপ্ত হয়" এবং "পিপাসার্ত্ত নাম প্রাপ্ত হয়", ইত্যাদিপ্রকারে সর্ব্বপ্রাণিসাধারণ সুষুপ্তি প্রভৃতিই বর্ণিত হইতেছে ; কিন্তু বিদ্বানের বিশেষযুক্ততাসকল (—বিদ্বানও সুষুপ্ত হন, ক্ষুধার্ত্ত হন ইত্যাদি, এই সকল) বিধান (—প্রতিপাদন) করিবার ইচ্ছা করা হইতেছে না।৭ এইপ্রকারে 'যে পরম দেবতাতে পরলোকে গমনোদ্যত পুরুষের তেজ একীভূত হয়, তিনি আত্মা', ইত্যাদি ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য মহাজনগত (—সর্ব্বপ্রাণিগত) এই উৎক্রান্তিই বর্ণিত হইতেছে ; [ব্রহ্মবিদের উৎক্রমণ বর্ণনার জন্য নহে। অতএব প্রকরণপ্রমাণবলে ব্রহ্মবিদের উৎক্রমণ নিরূপণ করা যায় না]।৮ আর "তাঁহার প্রাণ-সকল উৎক্রমণ করে না", এইপ্রকারে বিদ্বানের ইহা (—উৎক্রান্তি) প্রতিষিদ্ধ হই-য়াছে।৯ সেইহেতু (—বিদ্বানের উৎক্রমণ সম্ভব না হওয়ায়) ইহা অবিদ্বানেরই।১০

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রবণাৎ।১১ অবিদ্বান্ দেহবীজভূতানি ভূতসূক্ষ্মাণি আশ্রিত্য কর্ম্মপ্রযুক্তঃ দেহগ্রহণম্ অনুভবিতুং সংসরতি।১২ বিদ্বান্ তু জ্ঞানপ্রকাশিতং মোক্ষনাড়ীদ্বারম্ আশ্রয়তে।১৩ তদ্ এতৎ "আসৃত্যুপক্রমাৎ" ইতি উক্তম্।১৪ ননু অমৃতত্বং হি বিদুষা

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—মার্গপ্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সগুণব্রহ্মবিৎ ও অজ্ঞের উৎক্রমণ সমান]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—"বাগিন্দ্রিয় মনে লীন হয়", ইত্যাদিপ্রকারে বর্ণিত এই উৎক্রান্তি বিদ্বান্ এবং অবিদ্বানের (—সগুণব্রহ্মবিৎ, অর্থাৎ সগুণপরব্রহ্মবিৎ ও হিরণ্যগর্ভবিৎ এবং অজ্ঞের) মার্গের উপক্রম (—দেবযানমার্গপ্রারম্ভের পূর্ব্ব) পর্য্যন্ত সমানই হওয়া সঙ্গত, যেহেতু শ্রুতিতে [বাগিন্দ্রিয়াদির লয় হইতে ভূতসূক্ষ্মাশ্রয়ণরূপ উৎক্রমণক্রম উভয়ের জন্য] অবিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।১১ [কিন্তু ব্রহ্মবিদেরও উৎক্রমণ হইলে ব্রহ্মবিদ্যা ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] অবিদ্বান্ [ভাবী] দেহের বীজভূত ভূতসূক্ষ্মসকলকে আশ্রয়করতঃ [ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ] কর্ম্মের দ্বারা প্রেরিত হইয়া দেহগ্রহণকে অনুভব করিবার জন্য (—(১) শরীরান্তর গ্রহণ করিবার জন্য, সুষুম্নাভিন্ন নাড়ীসকলের অন্যতমের দ্বারা পিতৃলোকে বা লোকান্তরে] গমন করে।১২ বিদ্বান্ (—সগুণব্রহ্মবিৎ) কিন্তু [উক্তপ্রকারে ভূতসূক্ষ্মসকলকে আশ্রয়করতঃ] জ্ঞানের বলে প্রকাশিত মোক্ষনাড়ীর (—মস্তকাভিমুখে প্রসারিত মূর্দ্ধন্য নাড়ীর, অর্থাৎ সুষুম্নার) দ্বারকে আশ্রয় করে (—তদবলম্বনে দেবযানমার্গে প্রবেশকরতঃ ব্রহ্মলোকে গমন করে)।১৩ সেই ইহাই (—মার্গপ্রারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই) "আসৃত্যুপক্রমাৎ" এইপ্রকারে [ভগবান্ সূত্রকারকর্ত্তৃক] কথিত হইয়াছে (২)।১৪

[সিঃ—অবিদ্যাধ্বংস না হওয়ায় আপেক্ষিক অমৃতত্বলাভের জন্য সগুণব্রহ্মবিদের ভূতাশ্রয়ণ ও মার্গগতি।]

[শঙ্কা—] কিন্তু অমৃতত্বই (—মোক্ষই) বিদ্বান্‌কর্ত্তৃক প্রাপ্তব্য, তাহা কিন্তু

ভাবদীপিকা

(১) নির্গুণব্রহ্মবিদ্ ভগবান্ ভাষ্যকার স্বরূপের স্মৃতিবশতঃ (নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ১।৩৮) "দেহগ্রহণম্ অনুভবিতুম্" এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ করিলেন; "ব্রহ্মস্বরূপ জীবের পরমার্থতঃ শরীরগ্রহণই হয় না, অবিদ্যাপ্রভাবে জীব অনির্ব্বচনীয় তাহাকে অনুভব করে মাত্র", এই ভাবটাই এই স্থলে ধ্বনিত হইতেছে।

(২) লক্ষ্য করিতে হইবে—মার্গে প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই সগুণব্রহ্মবিৎ ও অজ্ঞের উৎক্রমণ সমান। মার্গে প্রবেশ হইলেই উভয়ের গতি বিভিন্ন হইয়া পড়ে। সগুণব্রহ্মবিদ্‌গণ মূর্দ্ধন্য (—সুষুম্না) নাড়ীদ্বারা উৎক্রমণকরতঃ দেবযানমার্গে প্রবেশ করেন, অজ্ঞ কর্ম্মিগণ অন্য নাড়ীদ্বারা উৎক্রমণকরতঃ পিতৃযাণমার্গে প্রবেশ করেন, অপর সাধারণ অজ্ঞগণ উক্ত মার্গদ্বয়ের কোনটীকেই প্রাপ্ত না হইয়া অধোনাড়ীদ্বারা উৎক্রমণকরতঃ এখানেই জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইতে থাকেন, এই সকল বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাপ্তব্যং, নচ তৎ দেশান্তরায়ত্তং ; তত্র কুতঃ ভূতাশ্রয়ত্বং সৃত্যুপক্রমঃ বা ইতি ? ১৫ অত্র উচ্যতে—অনুপোষ্য চ ইদম্ ।১৬ অদগ্ধ্বা অত্যন্তম্ অবিদ্যাদীন্ ক্লেশান্ অপরবিদ্যাসামর্থ্যাৎ আপেক্ষিকম্ অমৃতত্বং প্রেপ্সতে ।১৭ সম্ভবতি তত্র সৃত্যুপক্রমঃ ভূতাশ্রয়ত্বং চ ।১৮ নহি নিরাশ্রয়াণাং প্রাণানাং গতিঃ উপপদ্যতে ।১৯ তস্মাৎ অদোষঃ ।২০॥৪।২।৭॥ ইতি চতুর্থং আসৃত্যুপক্রমাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

দেশান্তরের অধীন নহে (—অন্য দেশে গমনকরতঃ তাহাকে প্রাপ্ত হইতে হয় না); তাহাতে (—সেই অমৃতত্বপ্রাপ্তিতে) ভূতসকলকে আশ্রয় করা, অথবা মার্গের প্রারম্ভ (—দেবযানমার্গে প্রবেশ) কিপ্রকারে সম্ভব ? ১৫ [সিঃ সমাধান—] এই বিষয়ে কথিত হইতেছে—"ইহা দগ্ধ না করিয়া" ।১৬ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] অবিদ্যাদি ক্লেশসকলকে অত্যন্ত (—নিঃশেষে) দগ্ধ না করিয়া অপরবিদ্যার (—নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যা ব্যতিরিক্ত ব্রহ্মবিদ্যার) সামর্থ্যবশতঃ [তদ্বিদ্যাবিদ্গণ, ব্রহ্মলোকে গতি, ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্যভোগ ও ক্রমমুক্তিরূপ] আপেক্ষিক অমৃতত্বকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন ।১৭ সেই স্থলে সৃতির উপক্রম (—দেবযানমার্গের প্রারম্ভ) এবং [পঞ্চীকৃত ক্ষিত্যাদি সূক্ষ্ম] ভূতসকলকে আশ্রয় করা সম্ভব ।১৮ যেহেতু নিরাশ্রয় ইন্দ্রিয়গণের (—লিঙ্গশরীরের) গতি সম্ভব নহে ।১৯ সেইহেতু (—সগুণব্রহ্মবিদ্যার ফলভূত অমৃতত্ব আপেক্ষিক হওয়ায়, দেবযানমার্গে গমন ব্যতিরেকে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি সম্ভব না হওয়ায়, তথায় সঙ্কল্পমাত্র প্রাপ্তব্য ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্যভোগ ইন্দ্রিয়াদির সহায়তাব্যতিরেকে ভোগযোগ্য না হওয়ায় এবং ভূতসূক্ষ্মাশ্রয়ণব্যতিরেকে লিঙ্গশরীরের গতি সম্ভব না হওয়ায়, সগুণব্রহ্মবিদের যে ভূতাশ্রয়ণ ও মার্গগমন বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে কোনপ্রকার] দোষ হয় না ।২০॥৪।২।৭॥

আসৃত্যুপক্রমাধিকরণ সমাপ্ত ।

৫ । সংসারব্যপদেশাধিকরণম্ । [৮–১১ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—উৎক্রমণকালে সগুণব্রহ্মবিৎ ও অজ্ঞের তেজঃশব্দোপলক্ষিত ভূতসূক্ষ্মপঞ্চক (—সূক্ষ্মশরীর) পরিবৃত লিঙ্গশরীরোপহিত জীবের পরমাত্মাতে বৃত্তিলয় (—নির্ব্যাপারভাবে অবস্থিতি) ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে দেবযানমার্গপ্রারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সগুণব্রহ্মবিৎ ও অজ্ঞের উৎক্রমণ সমান, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে ; কারণ "তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইত্যাদি শ্রুত্যনুসারে মৃতব্যক্তির সর্ব্বোপাদানভূত পরব্রহ্মে আত্যন্তিক বরণলয় অবগত হওয়া যায় । এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানের জন্য এই অধিকরণ আরম্ভ হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয় ।

ন্যায়মালা

স্বরূপেণাথ বৃত্ত্যা বা ভূতানাং বিলয়ঃ পরে।
স্বরূপেণ লয়ো যুক্তঃ স্বোপাদানে পরাত্মনি॥
আত্মজ্ঞস্য তথাত্বেঽপি বৃত্ত্যৈবান্যস্য তল্লয়ঃ।
ন চেৎ কস্যাপি জীবস্য ন স্যাজ্জন্মান্তরং কচিৎ॥

অন্বয়—ভূতানাং পরে বিলয়ঃ স্বরূপেণ, অথবা বৃত্ত্যা? স্বোপাদানে পরাত্মনি স্বরূপেণ লয়ঃ যুক্তঃ। আত্মজ্ঞস্য তথাত্বে অপি অন্যস্য বৃত্ত্যা এব তল্লয়ঃ; ন চেৎ কস্যাপি জীবস্য কচিৎ জন্মান্তরং ন স্যাৎ

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি বাক্যম্ অত্র বিষয়ঃ। বৃত্ত্যা স্বরূপেণ চ লয়স্য উভয়থাদর্শনাৎ অত্র ভবতি সংশয়ঃ—তেজঃপ্রভৃতীনাং] ভূতানাং পরে বিলয়ঃ স্বরূপেণ [ভবতি], অথবা বৃত্ত্যা ?

পূর্ব্বপক্ষ—[তেজঃপ্রভৃতীনাং ভূতানাং] স্বোপাদানে পরাত্মনি স্বরূপেণ লয়ঃ যুক্তঃ, [উপাদানে বস্তুনঃ স্বরূপলয়সিদ্ধেঃ] ।

সিদ্ধান্ত—[নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদঃ] আত্মজ্ঞস্য তথাত্বে অপি, অন্যস্য [উপাসকস্য কর্ম্মিণশ্চ জন্মান্তরসিদ্ধয়ে] বৃত্ত্যা এব তল্লয়ঃ [অভ্যুপগন্তব্যঃ] ; ন চেৎ কস্যাপি জীবস্য কচিৎ জন্মান্তরং ন স্যাৎ।

অনুবাদ

সংশয়—["তেজ পরম দেবতাতে বিলীন হয়", এই বাক্য এখানে বিষয়। বৃত্তির দ্বারা এবং স্বরূপতঃ, এইপ্রকারে লয়ের দ্বৈবিধ্য পরিদৃষ্ট হওয়ায় এই স্থলে সংশয় হয়—তেজ প্রভৃতি] ভূতসকলের পরমাত্মাতে বিলয় স্বরূপতঃ হয়, অথবা বৃত্তির দ্বারা ?

পূর্ব্বপক্ষ—[তেজ প্রভৃতি ভূতসকলের] নিজের উপাদান পরমাত্মাতে স্বরূপতঃ লয় যুক্তিসঙ্গত, [যেহেতু উপাদানে বস্তুর স্বরূপলয় সিদ্ধ হয়]।

সিদ্ধান্ত—[নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদ্] আত্মজ্ঞের সেইপ্রকার (—পরমাত্মাতে স্বরূপলয়) হইলেও (১), অন্যের (—উপাসক ও কর্ম্মীর, অর্থাৎ সগুণব্রহ্মবিদ্ ও অজ্ঞের, জন্মান্তর সিদ্ধির জন্য] বৃত্তির দ্বারাই তাহাদের (—তেজ প্রভৃতির) লয় [স্বীকার করিতে হইবে]; অন্যথা কোন জীবেরই কখনও জন্মান্তর হইবে না।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, মরণমাত্রেই মুক্তি। সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মজ্ঞানহীনের পুনরাবৃত্তি।

ভাবদীপিকা

[নির্গুণব্রহ্মবিদের ব্রহ্মে বিলয়কাল।]

(১) উৎক্রমণকালে এই যে জীবের পরমাত্মাতে অবস্থিতি, নির্গুণব্রহ্মবিদের এই স্থলেই পরমাত্মাতে স্বরূপলয় হইয়া তাঁহার জন্মমৃত্যুপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায়। "ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃঃ ৪।৪।৬) ইত্যাদি শ্রুতিকথিত প্রকারে এই সময়েই তিনি ব্রহ্মরূপ স্বস্বরূপে বিলীন হইয়া যান। অতঃপর বর্ণিত উৎক্রমণক্রমের সহিত ইঁহার আর কোন সম্বন্ধ নাই; তাহা অজ্ঞ ও সগুণব্রহ্মবিদের জন্য। পরবর্ত্তী অধিকরণত্রয়ে নির্গুণব্রহ্মবিদের উৎক্রমণাদি হয় না এবং তাঁহার উপাধিসকল পরব্রহ্মে নিঃশেষে বিলীন হইয়া যায়, ইহা বিস্তৃতভাবে বিচারিত হইবে।

তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥৪।২।৮॥

পদচ্ছেদ—তৎ, আ-অপীতেঃ, সংসারব্যপদেশাৎ।

সূত্রার্থ—[উৎক্রান্তিকালে লিঙ্গাশ্রয়পঞ্চভূতানাং যা সংসম্পত্তিঃ তৎস্বরূপং নিরূপয়তি—"তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইত্যত্র সাধ্যক্ষং ভূতান্তরসহিতং তেজঃ পরমাত্মনি সম্পদ্যতে ইতি তেজসঃ লয়ঃ শ্রূয়তে। সঃ কিম্ আত্যন্তিকঃ, উত অনাত্যন্তিকঃ ইতি সংশয়ে; পরমাত্মনঃ সর্ব্বোপাদানত্বাৎ তত্র আত্যন্তিকঃ লয়ঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তৎ**—বাগাদিকরণাশ্রয়ভূতং তেজঃপ্রভৃতি যথোদীরিতং ভূতসূক্ষ্মম্, **আ-অপীতে**—আসংসারমোক্ষাৎ [অবতিষ্ঠতে। কুতঃ? **সংসারব্যপদেশাৎ**—"যোনিম্ অন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ" (কঠ ২।২।৭), ইতি মরণানন্তরম্ অপি সংসারব্যপদেশাৎ। [অন্যথা সর্ব্বেষাং মরণানন্তরম্ এব মোক্ষঃ ইতি সংসারাভাবঃ বিধিনিষেধশাস্ত্রবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গশ্চ স্যাৎ। তস্মাৎ সুষুপ্তৌ ইব উৎক্রান্তৌ অপি ন আত্যন্তিকলয়ঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[উৎক্রমণকালে লিঙ্গশরীরের আশ্রয়ভূত পঞ্চভূতের (—সূক্ষ্মশরীরের) যে সংস্বরূপ ব্রহ্মে একীভূত হওয়া, তাহার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন—"তেজ পরমদেবতাতে বিলীন হয়", ইত্যাদি স্থলে অধ্যক্ষের (—জীবের) ও অন্য ভূতসকলের সহিত তেজ পরমাত্মাতে বিলীন হয়, এইপ্রকারে তেজের লয় শ্রুত হইতেছে। তাহা (—সেই লয়) কি আত্যন্তিক, অথবা অনাত্যন্তিক (—নিরবশেষ, অথবা সাবশেষ), এইপ্রকার সংশয় হইলে; পরমাত্মা সর্ব্ব বস্তুর উপাদান হওয়ায় তাঁহাতে লয় আত্যন্তিক, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তৎ**—বাগাদি ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ভূত যথাবর্ণিত তেজ প্রভৃতি ভূতসূক্ষ্ম, **আ-অপীতে**—সংসার হইতে মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত [অবস্থান করে। তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] **সংসারব্যপদেশাৎ**—"অন্য দেহিগণ (—জীবগণ) শরীর ধারণের জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে", এইপ্রকারে মৃত্যুর পরেও যেহেতু সংসার বর্ণিত হইতেছে। [ইহা অঙ্গীকার না করিলে মৃত্যুর পরেই সকলের মোক্ষ হওয়ায় সংসারের অভাব এবং বিধিনিষেধশাস্ত্রের ব্যর্থতা হইয়া পড়িবে। অতএব সুষুপ্তির ন্যায় উৎক্রান্তিতেও আত্যন্তিক লয় হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইত্যত্র প্রকরণসামর্থ্যাৎ তৎ যথাপ্রকৃতং তেজঃ সাধ্যক্ষং সপ্রাণং সকরণগ্রামং ভূতান্তরসহিতং প্রয়তঃ পুংসঃ পরস্যাং দেবতায়াং সম্পদ্যতে ইতি এতদ্ উক্তং ভবতি।১ কীদৃশী পুনঃ ইয়ং সম্পত্তিঃ স্যাৎ ইতি

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—জীবসহ তেজের (—লিঙ্গ ও সূক্ষ্মশরীরের) ব্রহ্মরূপ উপাদানে আত্যন্তিক স্বরূপলয়।]

"তেজ পরম দেবতাতে লীন হয়", ইত্যাদি এই স্থলে প্রকরণের সামর্থ্যবশতঃ পরলোকে গমনোদ্যত পুরুষের সেই যথাপ্রস্তাবিত তেজ অধ্যক্ষ (—জীব), মুখ্যপ্রাণ, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং অন্য [পঞ্চীকৃত] ভূতসকলের সহিত পরম দেবতাতে লীন হয়, ইত্যাদি ইহাই কথিত হইতেছে।১ কিন্তু এই সম্পত্তি (—লীন হওয়া) কিপ্রকার হইবে (—উপাদানকারণে যেপ্রকার হয়, সেইপ্রকার নিরবশেষ লয় হইবে;

শাঙ্করভাষ্যম্

চিন্ত্যতে।২ তত্র আত্যন্তিকঃ এব তাবৎ স্বরূপপ্রবিলয়ঃ ইতি প্রাপ্তম্, তৎপ্রকৃতিত্বোপপত্তেঃ।৩ সর্বস্য হি জনিমতঃ বস্তুজাতস্য প্রকৃতিঃ পরা দেবতা ইতি প্রতিষ্ঠাপিতম্।৪ তস্মাৎ আত্যন্তিকী ইয়ম্ অবিভাগাপত্তিঃ ইতি।৫ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—তৎ তেজআদি ভূতসূক্ষ্মং শ্রোত্রাদিকরণাশ্রয়ভূতম্ আ-অপীতেঃ আসংসারমোক্ষাৎ সম্যগ্‌জ্ঞাননিমিত্তাৎ অবতিষ্ঠতে।৬ "যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্" (কঠ ২।২।৭) ইত্যাদিসংসারব্যপদেশাৎ।৭ অন্যথা হি সর্বঃ প্রায়ণসময়ে এব উপাধিপ্রত্যস্তময়াৎ অত্যন্তং ব্রহ্ম সম্পদ্যেত।৮ তত্র বিধিশাস্ত্রম্ অনর্থকং স্যাৎ, বিদ্যাশাস্ত্রং চ।৯ মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তশ্চ বন্ধঃ ন সম্যগ্‌জ্ঞানাৎ ঋতে বিস্রংসিতুম্ অর্হতি।১০

ভাষ্যানুবাদ

অথবা অনুপাদানে যেপ্রকার হয়, সেইপ্রকার সাবশেষ লয়, অর্থাৎ বৃত্তিমাত্রের লয় হইয়া বীজভাব অবশিষ্ট থাকিবে), ইহা চিন্ত্য (—বিচার) করা হইতেছে।২ সেই স্থলে [পূর্বপক্ষী বলেন—তেজঃ-] স্বরূপের প্রবিলয় আত্যন্তিক (—নিরবশেষ), ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল; যেহেতু তাঁহার প্রকৃতিতা (—সেই পরম দেবতা তেজঃপ্রভৃতির উপাদান, ইহা) সঙ্গত।৩ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] পরা দেবতা (—ব্রহ্ম) উৎপত্তিশীল যাবতীয় বস্তুর প্রকৃতি (—উপাদান), ইহা [১।৪।৭ প্রকৃত্যধিকরণে] প্রতিপাদিত হইয়াছে।৪ সেইহেতু [ব্রহ্মে তেজের] এই অবিভাগপ্রাপ্তি (—বিলয়) আত্যন্তিক।৫

[সিঃ—উপাদান হইলেও শ্রুতি ও যুক্তিবিরোধবশতঃ ব্রহ্মে জীবসহ লিঙ্গশরীর ও সূক্ষ্মশরীরের বৃত্তিলয় স্বীকার্য।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের (—লিঙ্গশরীরের) আশ্রয়ভূত সেই তেজঃ প্রভৃতি ভূতসূক্ষ্ম (—সূক্ষ্মশরীর) সম্যগ্ লয় হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ সম্যগ্ জ্ঞানরূপনিমিত্তবশতঃ সংসার হইতে মোক্ষ হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করে।৬ যেহেতু "কর্মানুযায়ী ও জ্ঞানানুযায়ী শরীর গ্রহণের জন্য অন্য দেহিগণ মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, অপরে স্থাণুভাব (—স্থাবর জন্ম) প্রাপ্ত হয়", ইত্যাদিপ্রকারে সংসার বর্ণিত হইয়াছে।৭ অন্যথা (—উৎক্রান্তিকালে ব্রহ্মে আত্যন্তিক বিলয় হইলে) উপাধির সম্যগ্ বিলয়বশতঃ মৃত্যুকালেই সকলে ব্রহ্মে অত্যন্ত সম্পন্ন (—আত্যন্তিকভাবে একীভূত) হইয়া পড়িবে (—মৃত্যুকালেই সকলের মুক্তি হইয়া যাইবে)।৮ [হউক্ ক্ষতি কি? উত্তর—দেহান্তরে উপভোগ্যফল জ্যোতিষ্টোমাদি কর্মের বোধক] বিধিশাস্ত্র এবং [দহরাদি ব্রহ্মবিদ্যার বোধক] বিদ্যাশাস্ত্র অনর্থক হইয়া পড়িবে।৯ [শাস্ত্র অস্বীকারকারীকে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর মিথ্যা অজ্ঞানরূপনিমিত্তবশতঃ বন্ধন সম্যগ্ জ্ঞানব্যতিরেকে বিধ্বস্ত হইবে, ইহা সঙ্গত নহে (—কার-

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্মাৎ তৎপ্রকৃতিত্বে অপি সুষুপ্তপ্রলয়বৎ বীজভাবাবশেষা এব এষা সৎসম্পত্তিঃ ইতি ।১১।৪।২।৮॥

ভাষ্যানুবাদ

ণের আত্যন্তিক নাশব্যতিরেকে কার্যের আত্যন্তিক নাশ সম্ভব নহে) ।১০ সেইহেতু (—জন্মান্তরবোধক শ্রুতিবাক্য, বিধিশাস্ত্রাদির ব্যর্থতারূপ শ্রুতার্থাপত্তি এবং যুক্তির বিরোধ হওয়ায়) তিনি (—ব্রহ্ম, যাবতীয় বস্তুর] উপাদান হইলেও সুষুপ্তি এবং প্রলয়ের ন্যায় [তেজের] এই সৎসম্পত্তি (—ব্রহ্মে একীভূত হওয়া) অবশ্যই বীজ-ভাবাবশেষ (—পুনরুৎপত্তির অনুকূল শক্তিযুক্ত । লিঙ্গশরীরের আশ্রয়ভূত সেই তেজঃপ্রভৃতি ভূতসূক্ষ্মরূপ জীবোপাধি (—সূক্ষ্মশরীর) জীবসহ ব্রহ্মে নির্ব্যাপার হইয়া অবস্থান করে, তাহাদের আত্যন্তিক বিলয় হয় না (২), ইহাই ভাব)।১১।৪।২।৮॥

সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥৪।২।৯॥

সূত্রার্থ—[ননু আসংসারবিমোক্ষাৎ তেজআদিভূতসূক্ষ্মং যদি স্যাৎ, তর্হি পার্শ্বস্থৈঃ উৎক্রমণকালে উপলভ্যেত ইতি । অতঃ আহ—যথোক্তং তেজঃ] **প্রমাণতঃ**—উৎক্রান্ত্যাদি-শ্রুত্যন্যথাঽনুপপত্ত্যাদিরূপাৎ শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণাৎ, **চ**—অনুদ্ভূতস্পর্শরূপবত্ত্বাৎ স্বরূপতশ্চ, **সূক্ষ্মম্**, সূক্ষ্মত্বাৎ অতীন্দ্রিয়ম্ ইত্যর্থঃ, [ইতি অবগম্যতে]। **তথোপলব্ধেঃ**—তস্য নাড়ীদ্বারা নিষ্ক্রমণশ্রুত্যা তথা— সূক্ষ্মত্বস্য উপলব্ধেঃ ইতি ।

অনুবাদ—[কিন্তু সংসার হইতে মোক্ষ হওয়া পর্যন্ত যদি তেজ প্রভৃতি ভূতসূক্ষ্ম (—সূক্ষ্মশরীর) থাকিত, তাহা হইলে পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণকর্তৃক উৎক্রমণকালে উপলব্ধ হইত । তদুত্তরে বলিতেছেন- যথাবর্ণিত তেজ] **প্রমাণতঃ**— উৎক্রান্ত্যাদি শ্রুতি অন্যথা অসঙ্গত হইয়া পড়ে, ইত্যাদিপ্রকার শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণবলে, **চ**—এবং অনুদ্ভূতস্পর্শ ও অনুদ্ভূত রূপযুক্ত হওয়ায় স্বরূপতঃও **সূক্ষ্মম্**—সূক্ষ্ম, অর্থাৎ সূক্ষ্ম হওয়ায় অতীন্দ্রিয়, [ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে]। **তথোপলব্ধেঃ**—যেহেতু নাড়ীদ্বারে নিষ্ক্রমণশ্রুতিবলে 'সেই প্রকার' সূক্ষ্মতার উপলব্ধি হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

তচ্চ ইতরভূতসহিতং তেজঃ জীবস্য অস্মাৎ শরীরাৎ প্রবসতঃ আশ্রয়ভূতং স্বরূপতঃ প্রমাণতশ্চ সূক্ষ্মং ভবিতুম্ অর্হতি ।১ তথাহি- নাড়ীনিষ্ক্রমণশ্রবণাদিভ্যঃ অস্য সৌক্ষ্ম্যম্ উপলভ্যতে ।২

ভাবদীপিকা [উৎক্রমণকালে সুষুপ্তির আবশ্যকতা]

(২) আত্মীয়স্বজন ও স্থূল শরীর হইতে বিচ্ছেদকালে জীব যে শারীরিক ও মানসিক বেদনা অনুভব করে, তাহার অপনোদন ও বিশ্রামের জন্য জীবোপাধিভূত সূক্ষ্মশরীরের জীবসহপরমাত্মাতে এইপ্রকার নির্ব্যাপার হইয়া অবস্থিতি (—সুষুপ্তি) আবশ্যক । হৃদয়াগ্রের প্রজ্বলনাদি বিশ্রামের অপর প্রয়োজন ৪।২।১৭ তদোকোঽধিকরণে বর্ণিত হইবে। ব্রহ্মব্যতিরেকে জীবের অন্য বিশ্রান্তিস্থান নাই, ইহা "এতস্মৈ অন্নায় ধাবতি" (বৃঃ ৪।৩।১৯), "প্রাণম্ এব উপশ্রয়তে" (ছাঃ ৬।৮।২), "সতা...সম্পন্নো ভবতি (ঐ ৬।৮।১). "অকামং রূপং শোকান্তরম্" (বৃঃ ৪।৩।২১), ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়। (ব্রহ্মবিদ্যাভরণাবলম্বনে)।

শাঙ্করভাষ্যম্

তত্র তনুত্বাৎ সঞ্চারোপপত্তিঃ।৩ স্বচ্ছত্বাৎ চ অপ্রতিঘাতোপপত্তিঃ।৪ অতএব চ দেহাৎ নির্গচ্ছন্ পার্শ্বস্থৈঃ ন উপলভ্যতে।৫॥৪।২।৯॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শ্রুতি ও যুক্তিবলে উৎক্রান্ত সূক্ষ্ম শরীরের সূক্ষ্মতা ও স্বচ্ছতা প্রদর্শন।]

আর এই শরীর হইতে পরলোকে গমনকারী জীবের আশ্রয়ভূত অন্যান্য ভূতসহকৃত সেই তেজ (৪।২।৬ সূঃ) স্বরূপতঃ এবং প্রমাণতঃ সূক্ষ্ম হওয়াই সঙ্গত।১ [সেই প্রমাণ কি ? উত্তর—] দেখ [নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ], নাড়ী দ্বারা নিষ্ক্রমণ প্রভৃতি প্রতিপাদিকা শ্রুতিসকল (ছাঃ ৮।৬।৩-৬, বৃঃ ৪।৪।২) হইতে ইহার (—সূক্ষ্মশরীরের) সূক্ষ্মতা অবগত হওয়া যায়।২ [তেজঃসহকৃত উক্ত ভূতসূক্ষ্ম] তনু (—পরিমাণতঃ সূক্ষ্ম) হওয়ায় সেই স্থলে (—নাড়ীর মধ্যে) সঞ্চরণ সঙ্গত।৩ আর [ভূতসূক্ষ্মাত্মক উক্ত সূক্ষ্মশরীর স্বরূপতঃ] স্বচ্ছ (—অনুদ্ভূতরূপস্পর্শযুক্ত) হওয়ায় অপ্রতিঘাত (—স্থূল দ্রব্যের দ্বারা অনিরুদ্ধগতি হওয়া) সঙ্গত।৪ আর সেইহেতু (—স্বচ্ছ ও তনু হওয়ায়) দেহ হইতে যাহা (—যে সূক্ষ্মশরীর) নির্গত হয়, তাহা পার্শ্বস্থগণকর্তৃক উপলব্ধ হয় না।৫॥৪।২।৯॥

নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥৪।২।১০॥

পদচ্ছেদ—ন, উপমর্দ্দেন, অতঃ।

সূত্রার্থ—[প্রসঙ্গতঃ জীবশরীরস্য সৌক্ষ্ম্যকৃতং লাভান্তরম্ আহ—] **অতঃ**—সূক্ষ্মত্বাৎ এব, [স্থূলশরীরস্য] **উপমর্দ্দেন**—নাশেন, [সূক্ষ্মশরীরস্য] **ন**—ন উপমর্দ্দঃ।

অনুবাদ—[পরলোকে গমনকারী জীবশরীরের সূক্ষ্মতাকৃত অন্য লাভের কথা বলিতেছেন—] অতঃ—সূক্ষ্ম] হয় বলিয়াই, [স্থূল শরীরের] **উপমর্দ্দেন**—নাশদ্বারা, [সূক্ষ্মশরীরের] **ন**—নাশ হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্

অতএব সূক্ষ্মত্বাৎ ন অস্য স্থূলস্য শরীরস্য উপমর্দ্দেন দাহাদিনিমিত্তেন ইতরৎ সূক্ষ্মং শরীরম্ উপমৃদ্যতে ॥৪।২।১০॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—দাহাদিদ্বারা সূক্ষ্মশরীরের নাশ হয় না ; তাহা আমোক্ষ স্থায়ী।]

এই হেতুবশতঃ, অর্থাৎ [পরলোকগামী জীবশরীর] সূক্ষ্ম হওয়ায় দাহাদিরূপ নিমিত্তবশতঃ এই স্থূলশরীরের বিনাশ দ্বারা তাহা হইতে ভিন্ন সূক্ষ্মশরীর বিনষ্ট হয় না। [মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা বর্ত্তমান থাকে] ॥৪।২।১০॥

অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা ॥৪।২।১১॥

পদচ্ছেদ—অস্য, এব, চ, উপপত্তেঃ, এষঃ, উষ্মা।

সূত্রার্থ—[সূক্ষ্মদেহসদ্ভাবে মানম্ আহ—স্থূলদেহে] **এষঃ**—উপলভ্যমানঃ, **উষ্মা**—তাপঃ, **অস্য এব**—সূক্ষ্মদেহস্য এব [ধর্ম্মঃ], **উপপত্তেঃ**—সত্যেব সূক্ষ্মদেহে তদুপলব্ধেঃ,

তদভাবে মৃতদেহে তদনুপলম্ভেঃ ইতি অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং তদ্ধর্ম্মত্বস্যৈব উপপত্তেঃ ইত্যর্থঃ। চকারঃ—"উষ্ণঃ এব জীবিষ্যন্" ইত্যাদিশ্রুতিঃ সমুচ্চিনোতি।

অনুবাদ—[সূক্ষ্মশরীরের অস্তিত্ববিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—স্থূলদেহে] এষঃ—এই অনুভবগোচর, উষ্মা—তাপ, অস্য এব—এই সূক্ষ্মদেহেরই [ধর্ম্ম], উপপত্তেঃ—যেহেতু [স্থূল দেহের মধ্যে] সূক্ষ্মদেহ থাকিলেই তাহা (—তাপ) উপলব্ধ হয়, তাহার অভাবে মৃতদেহে তাহা উপলব্ধ হয় না, এইপ্রকার অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা তদ্ধর্ম্মতাই (—তাপ সূক্ষ্মশরীরের ধর্ম্ম, ইহাই) যুক্তিযুক্ত হইতেছে। চকারটী—"যে শরীর জীবিত, তাহা উষ্ণ", ইত্যাদি শ্রুতিকে সমুচ্চয় করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অস্যৈব চ সূক্ষ্মস্য শরীরস্য এষঃ উষ্মা যম্ এতস্মিন্ শরীরে সংস্পর্শেন উষ্মাণং বিজানন্তি ।১ তথা হি মৃতাবস্থায়াম্ অবস্থিতে অপি দেহে বিদ্যমানেষু অপি চ রূপাদিষু দেহগুণেষু ন উষ্মা উপলভ্যতে ।২ জীবদবস্থায়াম্ এব তু উপলভ্যতে ইতি অতঃ উপপদ্যতে প্রসিদ্ধশরীরব্যতিরিক্তব্যপাশ্রয়ঃ এব এষঃ উষ্মা ইতি ।৩ তথাচ শ্রুতিঃ—"উষ্ণঃ এব জীবিষ্যন্, শীতঃ মরিষ্যন্", ইতি ।৪॥৪।২।১১॥

ইতি পঞ্চমং সংসারব্যপদেশাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—উষ্ণতা সূক্ষ্মশরীরের ধর্ম্ম, ইহা প্রতিপাদনদ্বারা সূক্ষ্মশরীরের অস্তিত্বে প্রমাণ প্রদর্শন।]

আর এই সূক্ষ্ম শরীরেরই এই উষ্ণতা, যে উষ্ণতাকে এই শরীরে সংস্পর্শের দ্বারা [জনগণ] জানিতে পারে।১ যেমন দেখ, মৃতাবস্থাতে [স্থূল] দেহ বিদ্যমান থাকিলেও এবং [স্থূল] দেহের গুণ রূপাদি বিদ্যমান থাকিলেও উষ্ণতা উপলব্ধ হয় না।২ জীবদবস্থাতেই কিন্তু [উষ্ণতা] উপলব্ধ হইয়া থাকে, এইহেতু এই উষ্ণতা প্রসিদ্ধ [স্থূল] শরীর হইতে ভিন্ন কিছুতেই আশ্রিত, ইহা যুক্তিসঙ্গত (৩)।৩ এই বিষয়ে শ্রুতিও আছে—"যে শরীর জীবিত, তাহা উষ্ণ; যাহা মৃত, তাহা শীতল"; ইত্যাদি (৪) ।৪॥৪।২।১১॥

সংসারব্যপদেশাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৩) এই স্থলে লিঙ্গশরীর হইতে ভিন্ন সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্ববিষয়ে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—(ক) "উষ্ণতা কচিদাশ্রিতা ধর্ম্মত্বাৎ, রূপবৎ"। (খ) "উষ্ণতা স্থূলদেহাতিরিক্তসূক্ষ্মদেহাশ্রিতা সূক্ষ্মশরীরবিযুক্তে তত্র অনুপলব্ধত্বাৎ, যঃ ন সূক্ষ্মশরীরবান্ ন সঃ উষ্মাবান্, যথা চিরপক্বঘটঃ"। সন্তোপক ঘটে দৃষ্টান্তাসিদ্ধি নিবারণের জন্য 'চির', এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে—এই উষ্ণতা লিঙ্গশরীরেরও ধর্ম্ম নহে; কারণ তাহা অপঞ্চীকৃত ভূতারম্ভ, সেইহেতু অতীন্দ্রিয় হওয়ায় উষ্ণতা তদাশ্রিত হইলে অস্মদাদির উপলব্ধির বিষয় হইত না। ফলে উষ্ণতাকে পঞ্চীকৃতভূতসূক্ষ্মাত্মক সূক্ষ্মশরীরের ধর্ম্মরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে। এতদ্দ্বারা লিঙ্গশরীর হইতে সূক্ষ্মশরীর ভিন্ন পদার্থ, ইহা নিরূপিত হওয়ায় সূক্ষ্ম-

ভাবদীপিকা [সূক্ষ্মশরীরবিষয়ক বিচার]

শরীরের অস্তিত্ব বিষয়ে অন্য যুক্তি প্রদর্শিত হইল। আরও **লক্ষ্য** করিতে হইবে—১।১।২৪ সূত্রে "অন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ····অস্মিন্ শরীরে সংস্পর্শেন উষ্ণিমাণং বিজানাতি" (ছাঃ ৩।১৩।৭) ইত্যাদি শ্রুতির বিচারপ্রসঙ্গে বদ্ধকর্ণে অনুভূত আভ্যন্তর শব্দ ও উষ্ণতাকে যে জাঠরাগ্নির ধর্ম্মরূপে নিরূপণ করা হইয়াছে (১৩৬০ পৃঃ), তাহারও কোন বিরোধ হয় না। কারণ ৩।১।১ রংহত্যধিকরণন্যায়ানুসারে যে পঞ্চীকৃতভূতসূক্ষ্মপঞ্চকপরিবৃত লিঙ্গশরীরের গত্যাগতি সম্ভব হয়, তাহাই সূক্ষ্মশরীরপদবাচ্য (১৮৮০ পৃঃ) হওয়ায় এবং জাঠরাগ্নিসংজ্ঞক তেজ উক্ত ভূতসূক্ষ্মেরই অন্তর্গত হওয়ায় তেজের গুণ যে উষ্ণতা, তাহা হইল বস্তুতঃ সূক্ষ্মশরীরেরই ধর্ম্ম। এইপ্রকারে জাঠরাগ্নিকে সূক্ষ্মশরীরের অন্তর্গতরূপে নিরূপণদ্বারা প্রসঙ্গবশতঃ সূক্ষ্মশরীরের * অস্তিত্ববিষয়ে আরও যুক্তি প্রদর্শিত হইল। (পরিমল ও ব্রহ্মবিদ্যাভরণ দ্রঃ)।

[কারণশরীর, লিঙ্গশরীর ও সূক্ষ্মশরীর বিষয়ক শাস্ত্রার্থ নিরূপণ।]

(৪) **লক্ষ্য** করিতে হইবে—৪।২।৬ এবং ৪।২।৮ হইতে ৪।২।১১ পর্য্যন্ত সূত্রসকলে ভগবান্ সূত্রকার এবং ভগবান্ ভাষ্যকারকর্তৃক লিঙ্গশরীর হইতে ভিন্ন, তাহার আশ্রয়ভূত (৭ সূঃ ১৯ বাক্য) আমোক্ষস্থায়ী (৮ সূঃ ৬ বাক্য) পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতসূক্ষ্মাত্মক (৬ সূঃ) সূক্ষ্মশরীরের (১০ সূঃ) অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হইল। এই সিদ্ধান্তের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই রত্নপ্রভাকার বলিয়াছেন —"পঞ্চীকৃতভূতানাং সূক্ষ্মাঃ অবয়বাঃ স্থূলদেহারম্ভকাঃ সূক্ষ্মশরীরং প্রতিজীবং লিঙ্গস্য আশ্রয়ত্বেন **নিয়তম্ অস্তি** ইতি বক্ষ্যতে। দেহান্তরপ্রাপ্তৌ তেন যুক্তঃ গচ্ছতি পরলোকম্" (১।৪।৩ সূঃ), ইত্যাদি। কিন্তু কোন কোন প্রকরণগ্রন্থে "পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্ অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্" ॥ (বেদান্তপরিভাষা, বিষয়পঃ ; পঞ্চদশী ১।২৩ দ্রঃ), এইপ্রকারে লিঙ্গশরীরে সূক্ষ্মশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ; পঞ্চীকৃতভূতসূক্ষ্মাত্মক সূক্ষ্মশরীরের কোন প্রসঙ্গই সেই স্থলে নাই। আবার বেদান্তসারগ্রন্থে "সূক্ষ্মশরীরাণি সপ্তদশাবয়বানি লিঙ্গশরীরাণি", এইপ্রকারে লিঙ্গশরীরকেই সূক্ষ্মশরীর বলা হইয়াছে। আবার পঞ্চীকরণবার্ত্তিকে "জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং চেতি চতুষ্টয়ম্ ॥ প্রাণোঽপানস্তথা ব্যান উদানাখ্যস্তথৈব চ। সমানশ্চেতি পঞ্চৈতাঃ কীর্ত্তিতাঃ প্রাণবৃত্তয়ঃ ॥ খং বায়ুর্বহ্নিসলিলক্ষিতয়ো ভূতসূক্ষ্মাণি পঞ্চ চ। অবিদ্যাকামকর্ম্মাণি লিঙ্গং পুর্যষ্টকং বিদুঃ ॥ এতৎ সূক্ষ্মং শরীরং স্যান্মায়িকং প্রত্যগাত্মনঃ"। (৩১-৩৭), এইপ্রকারে **পুর্য্যষ্টককে** সূক্ষ্মশরীররূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বার্ত্তিকগ্রন্থ এবং তাহার টীকা অবলম্বনেই আমরা ২।১৫১ পৃষ্ঠাতে পুর্য্যষ্টকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তাহাকে সূক্ষ্মশরীররূপে বর্ণনা করিয়াছি। তাহাতে কিন্তু প্রস্তাবিত সূত্র ও ভাষ্যের সহিত **বিরোধ** হইয়া পড়িতেছে। কারণ এখানে প্রতিপাদ্য 'যে সূক্ষ্মশরীর', পঞ্চপ্রাণ মন বুদ্ধি প্রভৃতি তাহার অন্তর্গত নহে ; তাহা 'পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতসূক্ষ্মমাত্র'। এই বিরোধের

[আতিবাহিক সূক্ষ্মশরীর]

* লক্ষ্য করিতে হইবে—এই যে পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতসূক্ষ্মাত্মক সূক্ষ্মশরীর, "ভূতেষু তৎ-শ্রুতেঃ" (৪।২।৫) এই সূত্রে যাহাতে মুখ্যপ্রাণসহ জীবের লয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা উপচয়-অপচয়যুক্ত। জীবদ্দশাতে যখন স্থূলশরীরের মধ্যে নিয়মিতভাবে লিঙ্গশরীরের আশ্রয়রূপে (৮ সূঃ ৬ বাক্য) তাহা অবস্থান করে, তখন নাড়ীমধ্যে সঞ্চরণশীল তাহার যাদৃশ অবয়ব, উৎক্রমণের পর ৩।১।১ রংহত্যধিকরণে প্রতিপাদিত তাহার অবয়ব তদপেক্ষা উপচিত হওয়া সঙ্গত, কারণ শ্রদ্ধা ও অপ্‌শব্দবাচ্য (৩৩ পৃঃ পাদটীকা) আরও পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতসূক্ষ্ম তাহার সহিত যোজিত হয়। ইহাই আতিবাহিক দেবগণকর্তৃক বাহিত জীবের বিশুদ্ধ লোকগামি আতিবাহিক সূক্ষ্মশরীর। (পরিষ্কৃতি আমাদের)।

সমাধান কি? পাঠক এক্ষণে সূত্র ও ভাষ্যের সিদ্ধান্তের সহিত পরিচিত হওয়ায় সেই বিরোধের সমাধানবিষয়ে আমরা যত্ন করিতেছি। প্রথমে লক্ষ্য করিতে হইবে—পুর্যষ্টকবিষয়ক পঞ্চীকরণবার্ত্তিকোক্ত উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাতে কেহ কেহ "ভূতসূক্ষ্মাণি পঞ্চ চ" অত্রস্থ "ভূতপঞ্চক-শব্দে "অপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতকে" গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা স্বীকার করিলে এই বার্ত্তিকগ্রন্থে পঞ্চীকৃতভূতসূক্ষ্মাত্মক পারিভাষিক "সূক্ষ্মশরীর" গৃহীতই হয় নাই, এইপ্রকার পরিস্থিতি হইয়া পড়িবে। কিন্তু তাহা হইলে পঞ্চীকৃতভূতসূক্ষ্মাত্মক সূক্ষ্মশরীর, যাহা অত্রস্থ সূত্র ও ভাষ্যে প্রতিপাদিত হইল, তাহা বাদ পড়িয়া যাইবে; ফলে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের সাধনরূপে সর্ব্বপ্রপঞ্চের অপলাপ সিদ্ধ হইবে না। [এই মতবাদে অন্যপ্রকার অসঙ্গতি ২।১৫২ পৃঃ পাদটীকা দ্রঃ]। সুতরাং পঞ্চীকরণবার্ত্তিকোক্ত 'ভূতসূক্ষ্মশব্দে' অত্রস্থ সূত্র ও ভাষ্যানুসারে 'পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতসূক্ষ্মকে' অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীরকে গ্রহণ করাই সমীচীনরূপে প্রতিভাত হইতেছে। তাহাতে কিন্তু পুর্যষ্টককে সূক্ষ্মশরীররূপে গ্রহণকরারূপ উক্তপ্রকার বিরোধ হইয়া পড়িতেছে। টীকা ও প্রকরণগ্রন্থসকল যতটা আমরা দেখিতেছি, এই বিরোধের সমাধানবিষয়ে নির্ব্বাক্। এই বিষয়ে এইপ্রকার **সমাধান** প্রতিভাত হইতেছে, যথা—এই পুর্যষ্টকের মধ্যে অবিদ্যা * গৃহীত হওয়ায় '**কারণশরীর**'; পঞ্চপ্রাণ মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সকল গৃহীত হওয়ায় **লিঙ্গশরীর** এবং পঞ্চীকৃত ভূতসূক্ষ্মসকল গৃহীত হওয়ায় **সূক্ষ্মশরীর** গৃহীত হইয়াছে। কাম ও কর্ম্ম প্রভৃতি কাহার

---

* পঞ্চীকরণের 'বার্ত্তিকাভরণ' প্রভৃতি কোন কোন টীকাগ্রন্থে এই অবিদ্যাশব্দে "পূর্ব্বপূর্ব্ব-ভ্রমজন্যবাসনারূপা অবিদ্যা", এইপ্রকারে 'ভ্রমজন্যসংস্কার' গৃহীত হওয়ায় বস্তুতঃ ক্লেশরূপা অবিদ্যা (১।২০৪ পৃঃ, ৩।৫৮০ পৃঃ) গৃহীত হইয়াছে। তাহা সঙ্গত নহে। কারণ মূলাবিদ্যা, বা তাহার কার্য্যভূত অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব হওয়ায়, জীবের ইহপরলোকে গত্যাগতি ও ভোগের জন্য পুর্যষ্টক সাধন হওয়ায় এবং একত্র অবস্থিত জীবের অন্যত্র ভোগ সম্ভব না হওয়ায় এই স্থলে অবিদ্যাশব্দে মূলাবিদ্যাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। মূলাবিদ্যাসংযোগেই জীবের গত্যাগতি হয়, ইহা ভগবান্ ভাষ্যকার "অবিদ্যা-কর্ম্মপূর্ব্বপ্রজ্ঞাপরিগ্রহঃ পূর্ব্বদেহং বিহায়" (৩।১।১ সূঃ ৭ বাক্য), "অবিদ্যাকর্ম্মপূর্ব্ব-প্রজ্ঞোপাধিকে বিজ্ঞানাত্মনি" (৪।২।৪ সূঃ ৫ বাক্য), ইত্যাদি স্থলে স্পষ্টই বলিয়াছেন। ন্যায়-নির্ণয়কারও ৩।১।১ সূত্রভাষ্যের ব্যাখ্যাতে "অনাদ্যনির্ব্বাচ্যা চিৎপ্রতিবিম্বনিমিত্ততয়া জীবত্বহেতুঃ অবিদ্যা", এইপ্রকারে অত্রস্থ অবিদ্যাশব্দে মূলাবিদ্যাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্তসারের ১৩ খণ্ডে পুর্যষ্টকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বিদ্বন্মনোরঞ্জনীকার "ভূতসূক্ষ্মাণি উপাদানানি, তদুপাদানং চ অবিদ্যা", এইপ্রকারে মূলাবিদ্যাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল যুক্তি ও উক্তিকে উপেক্ষা করা যায় না। আর 'ক্লেশরূপা অবিদ্যাকে' গ্রহণ করিলে বার্ত্তিকাভরণকারের লাভই বা কি হইবে? পুর্যষ্টকের মধ্যে মন, অর্থাৎ অন্তঃকরণ গৃহীত হওয়ায় তদাশ্রিত 'পূর্ব্বপ্রজ্ঞা' (—জন্মান্তরীয় সংস্কার) সহ ভ্রমজন্য সংস্কারও তো গৃহীতই হইয়াছে। অতএব উদ্ধৃত ভাষ্যাদির বিরোধ বশতঃ বার্ত্তিকাভরণকারের ব্যাখ্যা অসঙ্গত, ইহাই আমাদের নিকট প্রতিভাত হইতেছে। এই অবিদ্যাশব্দে কারণশরীররূপা মূলাবিদ্যা গৃহীত হইলে পরে "আত্মাহজ্ঞানং তদব্যক্তম্", (পঞ্চীকরণবার্ত্তিক ৩৯) ইত্যাদিপ্রকারে কারণশরীরের বর্ণনা পুনরুক্ত হইয়া পড়িবে, এইপ্রকার আশঙ্কাও সঙ্গত নহে; কারণ পুর্যষ্টকের বর্ণনাপ্রসঙ্গে পূজ্যপাদ বার্ত্তিককার পূর্ব্বে অবিদ্যারূপা কারণশরীর বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, ইহা তাহারই বিবৃতিমাত্র। বার্ত্তিকে এই স্থলে এইপ্রকার রচনাশৈলীই তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আকরে দ্রষ্টব্য।

৬। প্রতিষেধাধিকরণম্। [১২-১৪ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদের উৎক্রমণ ও গতি নিরাকরণ।

অধিকরণসঙ্গতি—যাঁহাদের অবিদ্যাদি ক্লেশ নিঃশেষে ধ্বংস হইয়াছে, "অমৃতত্বং চ অনুপোষ্য" (৪।২।৭), এই সূত্রাংশে সেই নির্গুণব্রহ্মবিদ্‌গণের উৎক্রমণ হয় না, ইহা ফলতঃ সূচিত হইয়াছে। তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে, যেহেতু "ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।৬), ইত্যাদি শ্রুতিতে জীব হইতেই প্রাণসকলের উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার দেহ হইতে নহে। এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানের জন্য আরব্ধ হইতেছে বলিয়া দূরবর্ত্তী ৪।২।৪ আসৃত্যুপক্রমাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়। অথবা সগুণব্রহ্মবিৎ ও অজ্ঞের উৎক্রমণপ্রসঙ্গে নির্গুণব্রহ্মবিদেরও উৎক্রমণ প্রসক্ত হওয়ায় প্রসঙ্গতঃ তাহা নিরাকৃত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **প্রসঙ্গসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

কিং জীবাদথবা দেহাৎ প্রাণোৎক্রান্তির্নিবার্য্যতে।
জীবান্নিবারণং যুক্তং জীবেদ্দেহোঽন্যথা সদা॥
তপ্তাশ্মজলবদ্দেহে প্রাণানাং বিলয়ঃ স্মৃতঃ।
উচ্ছ্বয়ত্যেব দেহোঽন্তে দেহাৎ সা বিনিবার্য্যতে॥

অন্বয়—প্রাণোৎক্রান্তিঃ কিং জীবাৎ, অথবা দেহাৎ নিবার্য্যতে ? জীবাৎ নিবারণং যুক্তম্, অন্যথা দেহঃ সদা জীবেৎ। তপ্তাশ্মজলবৎ প্রাণানাং দেহে বিলয়ঃ স্মৃতঃ, অন্তে দেহঃ উচ্ছ্বয়তি এব, অতঃ সা দেহাৎ বিনিবার্য্যতে।

ভাবদীপিকা [সূক্ষ্মশরীরবিষয়ক বিচার]

মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে, তাহা আমরা ২।৭৫১ পৃষ্ঠাতে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং পুর্য্যষ্টক হইতেছে **উক্ত শরীরত্রয়ের সমষ্টি**। ইহা জীবের নরকাদি ব্রহ্মলোকান্ত উচ্চাবচ ভোগসাধন আমোক্ষস্থায়ী জীবোপাধি। বিচারদৃষ্টিতে শরীরত্রয়রূপে বর্ণিত হইলেও বস্তুতঃ ইহা মোক্ষকালান্তস্থায়ী অবিভাজ্য একটীই। অনুদ্ভূতরূপ ও অনুদ্ভূতস্পর্শ হওয়ায় ইহা অস্মদাদির প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, সেইহেতু উক্ত **বার্ত্তিকগ্রন্থে** ইহাকে বলা হইয়াছে **সূক্ষ্ম**। সেই স্থলে পারিভাষিক পঞ্চীকৃতভূতসূক্ষ্মাত্মক 'সূক্ষ্মশরীরমাত্র' অথবা 'লিঙ্গশরীরমাত্র' বিবক্ষিত নহে। বেদান্তসারাদিতে যে লিঙ্গশরীরে সূক্ষ্মশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও এই অনুদ্ভূত রূপ ও অনুদ্ভূত স্পর্শবত্তাকে অপেক্ষা করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ উক্ত স্থলসকলে 'সূক্ষ্ম শরীর' শব্দের অর্থ—"অনুদ্ভূতরূপস্পর্শবৎ শরীর"। উদ্ভূতরূপস্পর্শবৎ হওয়ায় স্থূল শরীর ব্যাবৃত্ত হইয়া পড়ে। অতএব বিবক্ষা বিভিন্নপ্রকার হওয়ায় অত্রস্থ সূত্র ও ভাষ্যের সহিত উক্ত গ্রন্থসকলের বিরোধ নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু প্রকরণগ্রন্থকারগণ এবং টীকাকারগণ স্পষ্টভাবে না বলিলেও পুর্য্যষ্টককে অস্মৎপ্রদর্শিত উক্তপ্রকারে শরীরত্রয়ের সমষ্টিরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে, মাত্র সূক্ষ্মশরীররূপে নহে। সুতরাং ২।৭৫১ পৃষ্ঠাতে প্রদত্ত পুর্য্যষ্টককে সূক্ষ্মশরীররূপে ব্যাখ্যাকে আপাতব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করিতে হইবে। অত্রস্থ সূত্র ও ভাষ্যের সহিত পাঠকের পরিচয় না থাকায় সেই স্থলে এইপ্রকার ব্যাখ্যা, যাহা আমাদের দৃষ্ট কোন গ্রন্থেই প্রাপ্ত হওয়া গেল না, তাহা দুঃসাহস হইয়া পড়িত। (বিচার আমাদের)।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[নির্গুণব্রহ্মবিদ্ অত্র বিষয়ঃ। "ন তস্মাৎ প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি" (বৃঃ মাধ্যঃ ৪।২।৮) ইতি, "ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি" (বৃঃ কাণ্বঃ ৪।৪।৬) ইতি চ পঞ্চমী-ষষ্ঠীশ্রুতিভ্যাং ভবতি সন্দেহঃ নির্গুণব্রহ্মবিদঃ] প্রাণোৎক্রান্তিঃ কিং জীবাৎ, অথবা দেহাৎ নিবার্য্যতে ?

পূর্ব্বপক্ষ—["ন তস্মাৎ প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি" ইতি শ্রুতেঃ] জীবাৎ [প্রাণোৎক্রান্তেঃ] নিবারণং যুক্তম্, [ন তু দেহাৎ]; অন্যথা [দেহাৎ প্রাণানাম্ অনুৎক্রান্তৌ] দেহঃ সদা জীবেৎ। [ততঃ মরণাভাবঃ প্রসজ্যেত। অতঃ নির্গুণব্রহ্মবিদঃ দেহাৎ প্রাণোৎক্রমণম্ অঙ্গীকার্য্যম্ ইত্যর্থঃ]।

সিদ্ধান্ত—তপ্তাশ্মজলবৎ, [তপ্তাশ্মনি প্রক্ষিপ্তং জলং যথা ন অন্যত্র গচ্ছতি, নাপি তত্র দৃশ্যতে, কিন্তু স্বরূপেণ লীয়তে ইত্যর্থঃ, তদ্বৎ নির্গুণব্রহ্মবিদঃ] প্রাণানাং দেহে বিলয়ঃ ["নোৎক্রামন্তি মুনেঃ প্রাণাঃ...কুতঃ উৎক্রমা যাস্যতি", "সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য...দেবা অপি মার্গে মুহ্যন্তি (মহা ভাঃ শাঃ ২৬১।৩২) ইত্যাদিপ্রকারেণ] স্মৃতঃ। [দেহাৎ অনুৎক্রান্তাঃ অপি প্রাণাঃ ন দেহে অবতিষ্ঠন্তে, কিন্তু রজ্জৌ ইব রজ্জুসর্পঃ স্বাত্মনি বিলীয়ন্তে ইত্যর্থঃ। অতঃ জীবনাসম্ভবাৎ 'মৃতঃ দেহঃ' ইতি ব্যবহারঃ। অনুৎক্রান্তানাং প্রাণানাং দেহে অবস্থানাভাবে লিঙ্গম্ আহ—] দেহঃ উচ্ছ্বয়তি এব। [নন্বিয়তঃ কল্পনাগৌরবপ্রয়াসাৎ বরং দেহাদুৎক্রান্তিঃ অস্তু, উৎক্রমণপ্রতিষেধস্য কোবাপাদানকঃ ভবিষ্যতি। মৈবম্, যতঃ জীবেন সহ অবস্থিতেষু প্রাণেষু দেহাদুৎক্রান্তস্য দেহান্তরগ্রহণস্য আবশ্যকত্বাৎ মুক্তিঃ এব ন স্যাৎ]। অতঃ সা [উৎক্রান্তিঃ] দেহাৎ বিনিবার্য্যতে, [ন জীবাৎ]।

অনুবাদ

সংশয়—[নির্গুণব্রহ্মবিদ্ এখানে বিষয়। "তাঁহা হইতে প্রাণসকল উৎক্রমণ করে না" এবং "তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রমণ করে না", এইপ্রকারে পঞ্চমী ও ষষ্ঠী বিভক্তিবশতঃ (—তাদৃশ শ্রুতিপ্রমাণদ্বয়বশতঃ) সন্দেহ হয়—নির্গুণব্রহ্মবিদের] প্রাণসকলের উৎক্রমণ কি জীব হইতে নিবারিত হইতেছে, অথবা দেহ হইতে ?

পূর্ব্বপক্ষ—["তাঁহা হইতে প্রাণসকল উৎক্রমণ করে না", এইপ্রকার শ্রুতি থাকায়] জীব হইতে [প্রাণোৎক্রান্তির] নিষেধই যুক্তিসঙ্গত, [কিন্তু দেহ হইতে নহে]; অন্যথা (—জীব হইতে প্রাণোৎক্রমণ নিষিদ্ধ না হইয়া), [দেহ হইতে প্রাণসকলের উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হইলে] দেহ সদাই জীবিত থাকিবে। [তাহার ফলে মরণের অভাব হইয়া পড়িবে। এইহেতু নির্গুণব্রহ্মবিদের দেহ হইতে প্রাণোৎক্রমণ অঙ্গীকার্য্য, ইহাই ভাব]।

সিদ্ধান্ত—তপ্ত প্রস্তরে জলের ন্যায়, [অর্থাৎ তপ্ত প্রস্তরে প্রক্ষিপ্ত জল যেমন অন্যত্র গমন করে না, আবার সেই স্থলেও পরিদৃষ্ট হয় না, কিন্তু স্বরূপতঃ বিলীন হইয়া যায়, তাহার ন্যায় নির্গুণব্রহ্মবিদের] প্রাণসকলের দেহে বিলয় ["মুনির প্রাণ উৎক্রমণ করে না....উৎক্রমণ করিয়া কোথায় যাইবে", "সর্ব্ব ভূত যাঁহার আত্মস্বরূপ...দেবগণও তাঁহার মার্গবিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হন", ইত্যাদিপ্রকারে] স্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে। [প্রাণসকল দেহ হইতে উৎক্রমণ না করিলেও দেহে অবস্থান করে না, কিন্তু রজ্জুতে রজ্জুসর্পের ন্যায় নিজের আত্মাতেই বিলীন হইয়া যায়, ইহাই ভাব। এইহেতু জীবিত থাকা সম্ভব না হওয়ায় 'মৃত দেহ', এইপ্রকার ব্য

হার হইয়া থাকে। অনুৎক্রান্ত প্রাণসকলের দেহে অনবস্থানে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] দেহ অস্তই স্ফীত হইয়া উঠে। [কিন্তু কল্পনাগৌরবাত্মক এইটা প্রয়াসাপেক্ষা বরং দেহ হইতে উৎক্রমণ হউক্। উৎক্রমণের প্রতিষেধ জীব হইতে হইবে। [উত্তর—] এইপ্রকার হইবে না, যেহেতু প্রাণসকল জীবের সহিত অবস্থান করিলে যিনি দেহ হইতে উৎক্রমণ করেন, তাঁহার দেহান্তর গ্রহণ আবশ্যক হওয়ায় মুক্তিই হইবে না]। এইহেতু তাহা (—উৎক্রমণ) দেহ হইতে নিবারিত হইতেছে, [জীব হইতে নহে]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, উৎক্রমণ এবং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিদ্বারা ক্রমমুক্তি হওয়ায় নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা ব্যর্থ। সিদ্ধান্তে—উৎক্রমণ না হইয়া সদ্যোমুক্তি লব্ধ হওয়ায় তাহা সার্থক।

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] **প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ ॥৪।২।১২॥**

পদচ্ছেদ—প্রতিষেধাৎ, ইতি, চেৎ, ন, শারীরাৎ।

সূত্রার্থ—[নির্গুণব্রহ্মবিদ্ অত্র বিষয়ঃ। তস্য উৎক্রান্তিঃ অস্তি, নাস্তি বা ইতি সন্দেহে; 'অস্তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তত্র সিদ্ধান্তী ব্রূতে—তস্য উৎক্রান্তিঃ নাস্তি। কুতঃ?] **প্রতিষেধাৎ**—"ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি", ইতি প্রাণোৎক্রান্তিপ্রতিষেধাৎ। **ইতি চেৎ।** [তত্র পূর্ব্ববাদী আহ—] **ন**, [যতঃ] **শারীরাৎ**—জীবাৎ [অয়ম্ উৎক্রান্তিপ্রতিষেধঃ, ন শরীরাৎ; "ন তস্মাৎ প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি", ইতি মাধ্যন্দিনশাখায়াং জীবাদেব প্রাণোৎক্রান্তিপ্রতিষেধস্য শ্রুতত্বাৎ। অতঃ প্রাণাদিসহিতস্য নির্বিশেষব্রহ্মবিদঃ অস্তি দেহাৎ উৎক্রান্তিঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

অনুবাদ—[নির্গুণব্রহ্মবিদ্ এখানে বিষয়। তাঁহার উৎক্রমণ হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; 'উৎক্রমণ হয়', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। তাহাতে সিদ্ধান্তী বলেন—তাঁহার উৎক্রমণ হয় না। তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] **প্রতিষেধাৎ**—যেহেতু "তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রমণ করে না", এইপ্রকারে প্রাণোৎক্রান্তির প্রতিষেধ আছে। **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা হয়। [তাহাতে পূর্ব্ববাদী বলেন—] **ন**—তাহা নহে, [যেহেতু] **শারীরাৎ**—জীব হইতে [এই উৎক্রান্তির প্রতিষেধ, শরীর হইতে নহে; কারণ "তাঁহা হইতে প্রাণসকল উৎক্রমণ করে না", এইপ্রকারে মাধ্যন্দিনশাখাতে জীব হইতেই প্রাণোৎক্রান্তির প্রতিষেধ শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব প্রাণাদি সহ নির্বিশেষ ব্রহ্মবিদের দেহ হইতে উৎক্রমণ হয়, **ইহা পূর্ব্বপক্ষ**]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"অমৃতত্বং চ অনুপোষ্য" (৪।২।৭) ইতি অতঃ বিশেষণাৎ আত্যন্তিকে অমৃতত্বে গত্যুৎক্রান্ত্যোঃ অভাবঃ অভ্যুপগতঃ। তত্রাপি কেনচিৎ কারণেন উৎক্রান্তিম্ আশঙ্ক্য প্রতিষেধতি—

ভাষ্যানুবাদ

সঙ্গতি, বিষয় ও সংশয়। পূঃ—নির্গুণব্রহ্মবিদের প্রাণসকলের উৎক্রমণ হয়।]

"অবিদ্যাদি ক্লেশসকলকে নিঃশেষে দগ্ধ না করিয়া লব্ধ হওয়ায় এই অমৃতত্ব আপেক্ষিক", ইত্যাদি এই বিশেষণ থাকায় [সদ্যোমুক্তিরূপ] আত্যন্তিক অমৃতত্বে গতি এবং উৎক্রান্তির অভাব [ফলতঃ] অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তাহাতেও (—সেই আত্যন্তিক অমৃতত্বেও, বিভিন্নপ্রকার শ্রুতিবাক্য ইত্যাদি] কোন কারণবশতঃ [নির্বিশেষব্রহ্মবিদের] উৎক্রান্তিকে আশঙ্কা করিয়া [শ্রুতি তাহার] প্রতিষেধ

শাঙ্করভাষ্যম্

"অথ অকাময়মানঃ, যঃ অকামঃ নিষ্কামঃ আপ্তকামঃ আত্মকামঃ [ভবতি], ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি" (বৃঃ ৪।৪।৬) ইতি।২ অতঃ পরবিদ্যাবিষয়াৎ প্রতিষেধাৎ ন পরব্রহ্মবিদঃ দেহাৎ প্রাণানাম্ উৎক্রান্তিঃ অস্তি ইতি চেৎ।৩ ন ইতি উচ্যতে, যতঃ শারীরাৎ আত্মনঃ এষঃ উৎক্রান্তিপ্রতিষেধঃ প্রাণানাং, ন শরীরাৎ।৪ কথম্ অবগম্যতে? ৫ "ন তস্মাৎ প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি" (বৃঃ মাধ্যঃ ৪।২।৮) ইতি শাখান্তরে পঞ্চমীপ্রয়োগাৎ।৬ সম্বন্ধসামান্য-বিষয়া হি ষষ্ঠী শাখান্তরগতয়া পঞ্চম্যা সম্বন্ধবিশেষে ব্যবস্থা-প্যতে।৭ 'তস্মাৎ' ইতি চ প্রাধান্যাৎ অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সাধিকৃতঃ

ভাষ্যানুবাদ

করিতেছেন—"অনন্তর [মুক্তিপ্রকরণ আরব্ধ হইতেছে—] যিনি কামনাপরতন্ত্র নহেন, [অর্থাৎ] যিনি অকাম (—বাহ্যবিষয়ে বিতৃষ্ণাযুক্ত), নিষ্কাম (—আন্তর-কামনারহিত), আপ্তকাম (—প্রাপ্তপরমানন্দ) এবং আত্মকাম (—সর্ববস্তুতে এক আত্মাকে দর্শন করেন), তাঁহার (—তাদৃশ ব্রহ্মবিদের) প্রাণসকল উৎক্রমণ করে না, [পূর্বেও স্বরূপতঃ] ব্রহ্ম থাকিয়াই [এখানেই তিনি] ব্রহ্মে বিলীন হন", ইত্যাদি।২ পরবিদ্যাবিষয়ক (—নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক, উৎক্রমণের] এই প্রতিষেধ থাকায় [নির্গুণ] পরব্রহ্মবিদের দেহ হইতে প্রাণসকলের উৎক্রমণ হয় না, [সিদ্ধান্তী] যদি এইপ্রকার বলেন।৩ [তদুত্তরে পূর্বপক্ষকর্তৃক] না, ইহা কথিত হইতেছে; যেহেতু শরীরে স্থিত আত্মা (—জীব) হইতে প্রাণসকলের উৎ-ক্রান্তির এই প্রতিষেধ হইতেছে, কিন্তু শরীর হইতে নহে।৪ কিপ্রকারে ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে? ৫ [উত্তরে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন—] যেহেতু "তাঁহা হইতে প্রাণ-সকল উৎক্রমণ করে না", এইপ্রকারে শাখান্তরে (—মাধ্যন্দিনে) পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে।৬ [কিন্তু শরীর হইতে উৎক্রমণের নিষেধ অঙ্গীকার করিলে "ন তস্য প্রাণাঃ" অত্রস্থ ষষ্ঠীশ্রুতির গতি কি হইবে? উত্তর—] দেখ, সম্বন্ধসামান্যকে বিষয় করে যে ষষ্ঠী, [তাহার সম্বন্ধবিশেষের প্রতি আকাঙ্ক্ষা হইলে] শাখান্তরে পঠিত পঞ্চমীর দ্বারা তাহা সম্বন্ধবিশেষে ব্যবস্থাপিত হয় (১)।৭ আর প্রধান হওয়ায়

ভাবদীপিকা

(১) তাৎপর্য এই—সামান্য সদাই বিশেষকে আকাঙ্ক্ষা করে; যেমন 'ব্রাহ্মণভোজন করাও' বলিলে সংসারের যাবতীয় ব্রাহ্মণকে ভোজন করান অসম্ভব হওয়ায় 'কয়টী কিপ্রকার ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হইবে', ব্রাহ্মণবিষয়ে এইপ্রকারে বিশেষের আকাঙ্ক্ষা হয়। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ কাণ্বশাখায় বৃহদারণ্যকে পঠিত যে 'তস্য' এইপ্রকার ষষ্ঠীবিভক্তি, তাহার অর্থ সম্বন্ধসামান্যমাত্র। সেই সামান্য সম্বন্ধ বিশেষের আকাঙ্ক্ষা করিলে মাধ্যন্দিন শাখায় বৃহদারণ্যকে পঠিত 'তস্মাৎ' এই পঞ্চমীবিভক্তির দ্বারা সমর্পিত দেহীর গ্রহণদ্বারা তাহা উপশান্ত হয়। পঞ্চমীর অর্থ 'অপাদান'। উক্ত অপাদানস্বরূপ বিশেষ সম্বন্ধের বলে "তাঁহা

শাঙ্করভাষ্যম্

দেহী সম্বধ্যতে, ন দেহঃ।৮ ন তস্মাৎ উচ্চিক্রমিষোঃ জীবাৎ প্রাণাঃ অপক্রামন্তি, সহৈব তেন ভবন্তি ইত্যর্থঃ।৯।৪।২।১২

ভাষ্যানুবাদ

[স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকাদি লাভরূপ] অভ্যুদয় ও মোক্ষে অধিকারী দেহী (—জীব) 'তস্মাৎ' এইপ্রকারে সম্বদ্ধ হয়, দেহ নহে (—উক্ত সর্ব্বনামপদের দ্বারা দেহীকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, দেহকে নহে (২)।৮ [আচ্ছা, তাহাতে বাক্যার্থ কিপ্রকার হইবে ? উত্তর—] উৎক্রমণাভিলাষী সেই [নির্গুণব্রহ্মবিদ্] জীব হইতে প্রাণসকল (—লিঙ্গ-শরীর) প্রস্থান করে না, [কিন্তু] তাঁহার সহিতই বর্ত্তমান থাকে, [এবং শরীর-ত্যাগকালে একই সঙ্গে উৎক্রমণ করে], ইহাই অর্থ (৩)।৯।৪।২।১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্—সপ্রাণস্য চ প্রবসতঃ ভবতি উৎক্রান্তিঃ দেহাৎ ইতি এবং প্রাপ্তে প্রত্যুচ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ—প্রাণের (—লিঙ্গশরীরের) সহিত যিনি (—যে নির্গুণব্রহ্মবিৎ) পরলোকে গমন করেন, তাঁহার দেহ হইতে উৎক্রমণ হয় ; ইত্যাদি এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে [সিদ্ধান্তী] প্রত্যুত্তর দিতেছেন—

ভাবদীপিকা

(—দেহী) হইতে প্রাণসকল উৎক্রমণ করে না", ইহাই হইবে উক্ত কাণ্বশ্রুতিটীর অর্থ। ষষ্ঠী শ্রুতির এইপ্রকার পঞ্চম্যন্ত অর্থ অপ্রসিদ্ধও নহে ; যেমন 'নটস্য সঙ্গীতং শৃণোতি' ইহার অর্থ—'নটাৎ সঙ্গীতং শৃণোতি'। অতএব এখানে তাঁহা হইতে, অর্থাৎ নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্ হইতে প্রাণোৎক্রমণ নিষিদ্ধ হইতেছে, ইহাই নির্ণীত হয়। কিন্তু মাধ্যন্দিনশ্রুতিস্থ 'তস্মাৎ' শব্দে শরীর-কেই গ্রহণ করিতেছ না কেন ? উত্তর—তস্মাৎ—'আর প্রধান', ইত্যাদি (৮ বাক্য)।

(২) অভিপ্রায় এই—লোকমধ্যে সকলে প্রধানের সহিত সম্বদ্ধ হইতে ইচ্ছা করে এবং তাহারই অনুগমন করে। সম্ভব হইলে অপ্রধানের সহিত কেহ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে না। ইহাই দৃষ্টসিদ্ধ লৌকিক ন্যায়। এখানে জীব ও শরীরের মধ্যে জীবই প্রধান, কারণ তাহারই অভ্যুদয় ও মোক্ষরূপ ফল হইয়া থাকে ; শরীরের নহে। সেইহেতু এখানে 'তস্মাৎ' শব্দে প্রধান জীবই গ্রহণীয়, অপ্রধান শরীর নহে।

(৩) অতএব নিশ্চিত হইতেছে যে, নির্গুণব্রহ্মবিদ্ জীবও লিঙ্গশরীরের সহিত ব্রহ্মনাড়ী (—সুষুম্না) দ্বারে উৎক্রমণকরতঃ দেবযানমার্গে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সংসারমণ্ডলকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন ও পরব্রহ্মে বিলীন হন। স্মৃতিও তাহাই বলেন যথা—"শুকস্তু মারুতাদূর্ধ্বং গতিং কৃত্বান্তরিক্ষগাম্। দর্শয়িত্বা প্রভাবং স্বং ব্রহ্মভূতোঽভবত্তদা॥···প্রত্যভাষত ধর্ম্মাত্মা ভোঃ শব্দেনানুনাদয়ন্॥" (মহাভাঃ শাঃ ৩৩৩।১৯-২৪, বঙ্গবাসী,) ইত্যাদি। অর্থ—'শুকদেব অন্তরিক্ষগামিনী গতিকে বায়ু হইতেও অধিককরতঃ স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।...[পশ্চাৎ হইতে পিতা ব্যাসদেব আহ্বান করিলে সেই] ধর্ম্মাত্মা 'ভো' এই শব্দের উচ্চারণদ্বারা প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন', ইত্যাদি। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] স্পষ্টোহ্যেকেষাম্ ॥৪।২।১৩॥

পদচ্ছেদ—স্পষ্টঃ, হি, একেষাম্।

সূত্রার্থ—একেষাম্—কাণ্বানাং [শাখায়াং পরব্রহ্মবিদঃ প্রাণানাং দেহাদুৎক্রান্তি-প্রতিষেধঃ] **স্পষ্টঃ, হি**—যতঃ [উপলভ্যতে, অতঃ ন তস্য উৎক্রান্তিঃ, অপি তু অত্রৈব লয়ঃ। তস্মাৎ বিদ্বদেহাৎ এব প্রাণোৎক্রান্তিপ্রতিষেধঃ ইতি]।

অনুবাদ—একেষাম্—কাণ্বগণের [শাখাতে নির্গুণব্রহ্মবিদের দেহ হইতে প্রাণসকলের উৎক্রমণের প্রতিষেধ] **স্পষ্টঃ**—স্পষ্টভাবে, **হি**—যেহেতু [উপলব্ধ হইতেছে, সেইহেতু তাঁহার উৎক্রমণ হয় না, কিন্তু এখানেই বিলয় হয়। অতএব বিদ্বানের (—নির্গুণ-ব্রহ্মবিদের) দেহ হইতেই প্রাণোৎক্রমণের প্রতিষেধ হইতেছে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন (এ)তদস্তি 'যদুক্তং পরব্রহ্মবিদঃ অপি দেহাৎ অস্তি উৎক্রান্তিঃ, উৎক্রান্তিপ্রতিষেধস্য দেহ্যপাদানত্বাৎ' ইতি।১ যতঃ দেহাপাদানঃ এব উৎক্রান্তিপ্রতিষেধঃ একেষাং সমাম্নাতৄণাং স্পষ্টঃ উপলভ্যতে।২ তথাহি—আর্ত্তভাগপ্রশ্নে "যত্র অয়ং পুরুষঃ ম্রিয়তে উৎ অস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্তি আহো ন ইতি" (বৃঃ কাঃ ৩।২।১১), ইত্যত্র "নেতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ", (ঐ) ইতি অনুৎক্রান্তি-পক্ষং পরিগৃহ্য 'ন তর্হি অয়ম্ অনুৎক্রান্তেষু প্রাণেষু ম্রিয়তে', ইতি অস্যাম্ আশঙ্কায়াম্ "অত্রৈব সমবনীয়ন্তে" (ঐ) ইতি প্রবিলয়ং প্রাণানাং প্রতিজ্ঞায় তৎসিদ্ধয়ে "সঃ উচ্ছ্বয়তি আধ্মায়তি

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শ্রুতিবাক্যের বিচারদ্বারা নির্গুণব্রহ্মবিদের উৎক্রান্তি নিরাকরণ।]

[**সিদ্ধান্ত—**] 'যাহা বলা হইয়াছে, [নির্গুণ-] পরব্রহ্মবিদেরও দেহ হইতে উৎক্রমণ হয়, যেহেতু দেহী উৎক্রান্তি প্রতিষেধের অপাদান (—জীব হইতে উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হইয়াছে') ইত্যাদি ; ইহা নাই (—ইহা শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে)।১ যেহেতু দেহ যাহার অপাদান, এইপ্রকার উৎক্রান্তির (—দেহ হইতে উৎক্রান্তির) প্রতিষেধ কোন কোন বেদাধ্যায়িগণের [শাখাতে] স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে।২ যেমন দেখ, আর্ত্তভাগের প্রশ্নে "এই [নির্গুণব্রহ্মবিৎ] পুরুষ যখন মৃত হন, তখন ইঁহা হইতে প্রাণসকল (—লিঙ্গশরীর) উৎক্রমণ করে, অথবা করে না" ? ইত্যাদি এই স্থলে "যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—না", এইপ্রকারে [লিঙ্গশরীরের] অনুৎক্রান্তি পক্ষকে গ্রহণ করিয়া 'প্রাণসকল উৎক্রমণ না করিলে ইহা (—শরীর) মরিবে না', ইত্যাদি এইপ্রকার আশঙ্কা হইলে "এখানেই (—এই শরীরের মধ্যেই, নির্গুণ-ব্রহ্মবিদ্ হইতে অভিন্ন যে পরমাত্মা, তাঁহাতেই] সম্যগ্‌রূপে বিলীন হয়", এইপ্রকারে প্রাণসকলের প্রবিলয়কে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার সিদ্ধির জন্য "তাহা (—সেই শরীর) স্ফীত হয়, [মশকের ন্যায়] বায়ুর দ্বারা পূর্ণ হয়, বায়ুপূর্ণ হইয়া মৃত (—নিশ্চেষ্ট) হইয়া শয়ন করে (—পড়িয়া থাকে"), এইপ্রকারে ["সঃ উচ্ছ্বয়তি",

শাঙ্করভাষ্যম্

আধ্মাতঃ মৃতঃ শেতে" (ঐ) ইতি সশব্দপরামৃষ্টস্য প্রকৃতস্য উৎক্রান্ত্যবধেঃ উচ্ছ্বয়নাদীনি সমামনন্তি।৩ দেহস্য চ এতানি স্যুঃ, ন দেহিনঃ।৪ তৎসামান্যাৎ "ন তস্মাৎ প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি, অত্রৈব সমবনীয়ন্তে" * (বৃঃ মাধ্যঃ ৪।২।৮) ইতি অত্রাপি অভেদোপচারেণ দেহাপাদানস্য এব উৎক্রমণস্য প্রতিষেধঃ।৫ যদ্যপি প্রাধান্যং দেহিনঃ ইতি ব্যাখ্যেয়ং যেষাং পঞ্চমীপাঠঃ।৬ যেষাং তু

* "সমবলীয়ন্তে", ইতি পাঠঃ ব্রহ্মবিদ্যাভরণে

ভাষ্যানুবাদ

অত্রস্থ] 'সঃ' এই শব্দের দ্বারা উল্লিখিত যে প্রস্তাবিত উৎক্রান্তির অবধি (—অপাদান), তাহারই (—সেই দেহেরই) স্ফীত হওয়া প্রভৃতি [বেদাধ্যায়িগণ] পাঠ করেন।৩ [আচ্ছা, এই স্ফীত হওয়া প্রভৃতি দেহীরই হউক, যেহেতু তাহাই উৎক্রান্তির অপাদান। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এই সকল (—স্ফীত হওয়া প্রভৃতি) দেহেরই হইয়া থাকে, [ইহা দৃষ্টসিদ্ধ, অস্মদাদির অপ্রত্যক্ষ] দেহীর নহে। [সুতরাং দেহই উৎক্রান্তির অপাদান, ইহাই সঙ্গত।৪ কিন্তু দেহ ও দেহীর মধ্যে দেহীই প্রধান হওয়ায় তাহাই "তস্মাৎ" এই স্থলে তৎশব্দের দ্বারা গ্রহণীয়। সেইহেতু মাধ্যন্দিনপাঠানুসারে দেহীকেই উৎক্রমণের অপাদানরূপে গ্রহণ করা উচিত। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—ইহা ব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণ হওয়ায় এবং উভয় শাখাতেই অবিশেষভাবে তাহাই প্রতিপাদ্য হওয়ায়] তাহার (—প্রকরণের) সাদৃশ্যবশতঃ "তাহা হইতে প্রাণসকল উৎক্রমণ করে না, এখানেই (—এই শরীরমধ্যেই, পরব্রহ্মে] প্রকৃষ্টরূপে বিলীন হয়", ইত্যাদি এই স্থলেও অভেদোপচারের দ্বারা (—দেহ ও দেহীকে অভিন্নভাবে গ্রহণ (৪) করিয়া), দেহ যাহার অপাদান, এইপ্রকার উৎক্রমণেরই প্রতিষেধ 'অঙ্গীকার করিতে হইবে'।৫ [কিন্তু দেহী প্রধান হওয়ায় এই ব্যাখ্যা গ্রহণীয় নহে। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—স্বর্গ ও মোক্ষভাগী হওয়ায়] যদিও দেহীর প্রাধান্য 'স্বীকৃত', [তাহা হইলেও কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন, উভয় পাঠের একার্থতা সিদ্ধির জন্য] যাঁহাদের (—যে মাধ্যন্দিনগণের, 'তস্মাৎ' এই] পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত পাঠ আছে, তাঁহাদিগকে এইপ্রকারে (—দেহিস্থলে দেহকে গ্রহণকরতঃ) ব্যাখ্যা করিতে হইবে; [অন্যথা "মৃতঃ শেতে" (বৃঃ কাণ্ব ৩।২।১১) ইত্যাদি বাক্যের সামঞ্জস্য হইবে না।৬ এক্ষণে কাণ্বপাঠের অনুকূলতা প্রদর্শন করিতেছেন—] কিন্তু যাঁহাদের (—যে কাণ্বশাখাধ্যায়িগণের, "ন তস্য প্রাণাঃ

ভাবদীপিকা

(৪) অভিপ্রায় এই—মাধ্যন্দিনশ্রুত্যুক্ত "তস্মাৎ" এই পদকে দেহীর সমর্পকরূপে গ্রহণ করিলেও 'দেহী হইতে প্রাণোৎক্রমণ না হইলে তাঁহার অন্য দেহগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় মোক্ষাভাব হইয়া পড়িবে', এইপ্রকার অনুপপত্তিবশতঃ উক্ত পদে লক্ষণা অঙ্গীকার করিতে

শাঙ্করভাষ্যম্

ষষ্ঠীপাঠঃ, তেষাং বিদ্বৎসম্বন্ধিনী উৎক্রান্তিঃ প্রতিষিধ্যতে ইতি প্রাপ্তোৎক্রান্তিপ্রতিষেধার্থত্বাৎ অস্য বাক্যস্য দেহাপাদানা এব সা প্রতিষিদ্ধা ভবতি ; দেহাৎ উৎক্রান্তিঃ প্রাপ্তা, ন দেহিনঃ।৭ অপিচ "চক্ষুষ্টঃ বা মূর্ধ্নঃ বা অন্যেভ্যঃ বা শরীরদেশেভ্যঃ তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি, প্রাণম্ অনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২), ইতি এবম্ অবিদ্বদ্বিষয়ং সপ্রপঞ্চম্ উৎক্রমণং সংসারগমনং চ দর্শয়িত্বা "ইতি নু কাময়মানঃ" (বৃঃ

ভাষ্যানুবাদ

উৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।৬), এইপ্রকার] ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত পাঠ আছে, তাঁহাদের [সম্বন্ধসামান্যের বিশেষাকাঙ্ক্ষা একই শাখাতে পঠিত "প্রাণেন রক্ষন্" (বৃঃ৪।৩।১২), "মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ" (বৃঃ ৪।৪।৫) ইত্যাদি বিশেষ শ্রুতিবলে (৫) ভোক্তা দেহীর ভোগোপকরণভূত প্রাণরূপ (– লিঙ্গশরীররূপ) বিশেষের গ্রহণদ্বারা উপশান্ত হওয়ায় শাখান্তরপঠিত বদভিমত অপাদানভূত দেহী অপ্রাপ্ত হইয়া পড়ে বলিয়া] বিদ্বান্‌সম্বন্ধিনী উৎক্রান্তি (—নির্গুণব্রহ্মবিদের লিঙ্গশরীরের উৎক্রমণ) প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, এইপ্রকারে এই বাক্যটী [অজ্ঞ জীবে মৃত্যুকালে পরিদৃষ্ট, সুতরাং নির্গুণব্রহ্মবিদেও] প্রাপ্ত উৎক্রান্তির প্রতিষেধের জন্য হওয়ায় দেহ হইতেই তাহা (—উৎক্রান্তি) প্রতিষিদ্ধ হইতেছে ; [যেহেতু ইতিপূর্ব্বে বৃঃ ৩।২।১১ বাক্যের বিচার দ্বারা] দেহ হইতে উৎক্রান্তিকে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, দেহী হইতে নহে।৭

[সিঃ—শ্রুত্যনুকূল যুক্তিবলে নির্গুণব্রহ্মবিদের উৎক্রান্তি ও গতি নিরাকরণ।]

আর দেখ, "চক্ষু হইতে, অথবা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে, অথবা শরীরের অন্য অংশ হইতে উৎক্রমণকারী তাহাকে (—জীবকে) অনুগমনপূর্ব্বক মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণ করে, অনুগমনকারী মুখ্যপ্রাণকে অনুসরণকরতঃ সকল ইন্দ্রিয় উৎক্রমণ করে", (১৪৪ পৃঃ ২ ভাবদীঃ দ্রঃ) ইত্যাদি এইপ্রকারে অবিদ্বান্ পুরুষবিষয়ক উৎক্রমণ ও সংসার প্রাপ্তিকে বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়া "যিনি ফলাকাঙ্ক্ষী, তিনি এইপ্রকারে সংসারকে

ভাবদীপিকা

হইবে। কিন্তু অসম্বদ্ধ পদার্থ লক্ষ্যার্থ না হওয়ায় দেহের সহিত দেহীর আধ্যাসিক অভিন্নতাকে (দ্রঃ ভরণ) গ্রহণ করিয়া লক্ষণাবৃত্তিবলে 'তস্মাৎ' অত্রস্থ 'তৎ'-পদে দেহকেই গ্রহণ করিতে হইবে। ফলে 'দেহ হইতেই উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হইতেছে', ইহাই অঙ্গীকার্য্য।

(৫) তাৎপর্য্য এই— যে উপাধিরূপ করণাবলম্বনে জীবাত্মার যেপ্রকার ব্যবহার হয়, সেই ব্যবহারকালে সেই আত্মা যেন তন্ময়ই হইয়া পড়েন, এই ভাবটীই "মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ" (বৃঃ ৪।৪।৫) ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেমন চলনক্রিয়া মুখ্যপ্রাণের ধর্ম্ম হইলেও স্থূলশরীররূপ জীবোপাধি যখন চলনক্রিয়াযুক্ত হয়, তখন মনে হয়, সেই শরীরের অধিষ্ঠাতা চেতন জীবাত্মাই যেন চলিতেছেন। কোন বিষয়ের চিন্তাকালে তিনি যেন মনোময়ই হইয়া পড়েন, ইত্যাদি। বিস্তৃত অত্রস্থ উপনিষদ্ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

৪।৪।৬) ইতি উপসংহৃত্য অবিদ্বৎকথাম্, "অথ অকাময়মানঃ" (ঐ) ইতি ব্যপদিশ্য বিদ্বাংসং যদি তদ্বিষয়ে অপি উৎক্রান্তিম্ এব প্রাপয়েৎ অসমঞ্জসঃ এব ব্যপদেশঃ স্যাৎ।৮ তস্মাৎ অবিদ্বদ্বিষয়ে প্রাপ্তয়োঃ গত্যুৎক্রান্ত্যোঃ বিদ্বদ্বিষয়ে প্রতিষেধঃ ইতি এবম্ এব ব্যাখ্যেয়ং ব্যপদেশার্থবত্ত্বায়।৯ ন চ ব্রহ্মবিদঃ সর্ব্বগতব্রহ্মাত্মভূতস্য প্রক্ষীণকামকর্ম্মণঃ উৎক্রান্তিঃ গতিঃ বা উপপদ্যতে নিমিত্তাভাবাৎ।১০ "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" (বৃঃ ৪।৪।৭, কঠ ২।৩।১৪) ইতি এবংজাতীয়কাঃ শ্রুতয়ঃ গত্যুৎক্রান্ত্যোঃ অভাবং সূচয়ন্তি।১১॥৪।২।১৩॥

ভাষ্যানুবাদ

প্রাপ্ত হন", এইপ্রকারে অবিদ্বানের কথাকে (—প্রসঙ্গকে) উপসংহারকরতঃ; "অনন্তর যিনি ফলাকাঙ্ক্ষী নহেন", এইপ্রকারে বিদ্বান্‌কে (—নির্গুণব্রহ্মবিৎকে) উল্লেখ করিয়া যদি তাঁহার বিষয়ে উৎক্রান্তিকেই প্রাপ্ত করান হয় (—তাঁহারও উৎক্রমণের কথাই বলা হয়), তাহা হইলে [তাদৃশ] কথন অবশ্যই অসমঞ্জস হইয়া পড়িবে।৮ সেইহেতু (—নির্গুণব্রহ্মবিদের উৎক্রমণাঙ্গীকারে শ্রুতির সামঞ্জস্য না হওয়ায়) ব্যপদেশের (—শ্রুত্যুক্ত বর্ণনার) সার্থকতার জন্য অবিদ্বানের পক্ষে প্রাপ্ত যে গতি ও উৎক্রান্তি, বিদ্বানের পক্ষে [অর্থাপত্তিবলে] তাহাদের প্রতিষেধ হইতেছে, এইপ্রকারেই [উক্ত শ্রুতিবাক্যকে] ব্যাখ্যা করিতে হইবে।৯ [নির্গুণব্রহ্মবিদের উৎক্রান্তি ও গতিবোধক আগমাদি প্রমাণের অভাবমাত্রবলেই যে নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদের গতি ও উৎক্রান্তির অভাব অঙ্গীকার্য্য, তাহা নহে; কিন্তু সেই বিষয়ে যুক্তির অভাববশতঃও তাহা অঙ্গীকার্য্য, ইহাই বলিতেছেন—] আর সর্ব্বগত ব্রহ্ম যাঁহার আত্মস্বরূপ, যাঁহার কাম ও কর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে (—নিঃশেষে) ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই [নির্গুণ-] ব্রহ্মবিদের উৎক্রমণ, অথবা [ব্রহ্মলোকাদিতে গতি যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু [তাহার প্রতি অবিদ্যা কাম কর্ম্ম ও করণাদি কোনপ্রকার] নিমিত্ত নাই।১০ নির্গুণব্রহ্মবিদের গতি ও উৎক্রান্তি বিষয়ে আগমাদি প্রমাণ নাই, ইহা বলিয়া তাহাদের অভাববিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "এখানেই (—এই শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াই) সম্যগ্ ব্রহ্মভাব (—সদ্যোমুক্তি) প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি এই জাতীয় শ্রুতিসকল [নির্গুণব্রহ্মবিদের] গতি ও উৎক্রান্তির অভাবকে সূচিত করিতেছে।১১॥৪।২।১৩॥

স্মর্য্যতে চ ॥৪।২।১৪॥

সূত্রার্থ—চ—কিঞ্চ, ["নোৎক্রামন্তি মুনেঃ প্রাণাঃ ব্যাপী সর্ব্বগতো হি সঃ। তেন ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং কুত উৎক্রম্য যাস্যতি"॥ (বেদান্তসূত্রমুক্তাবলী ও প্রকটার্থে উদ্ধৃত) ইতি নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদঃ উৎক্রান্ত্যভাবঃ] স্মর্য্যতে।

অনুবাদ—চ—আর, ["মুনির প্রাণসকল উৎক্রমণ করে না, যেহেতু তিনি ব্যাপী ও সর্ব্বগত। এই সমস্ত [জগৎ] তৎকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত, [সুতরাং] উৎক্রমণ করিয়া কোথায় গমন করিবেন"? এইপ্রকারে নির্গুণব্রহ্মবিদের উৎক্রমণাভাব] স্মর্য্যতে—স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্মর্য্যতে অপি চ মহাভারতে গত্যুৎক্রান্ত্যোঃ অভাবঃ—"সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য সম্যগ্ভূতানি* পশ্যতঃ। দেবা অপি মার্গে মুহ্যন্ত্যপদস্য পদৈষিণঃ" (মহাভাঃ শাঃ ২৬১।৩২) ইতি।১ ননু গতিরপি ব্রহ্মবিদঃ সর্ব্বগতব্রহ্মাত্মভূতস্য স্মর্য্যতে—'শুকঃ কিল বৈয়াসকিঃ মুমুক্ষুঃ আদিত্যমণ্ডলম্ অভিপ্রতস্থে, পিত্রা চ অনুগম্য আহূতঃ ভো ইতি প্রতিশুশ্রাব' ইতি।২ ন, সশরীরস্য এব অয়ং যোগবলেন বিশিষ্টদেশপ্রাপ্তিপূর্ব্বকঃ শরীরোৎসর্গঃ ইতি দ্রষ্টব্যম্, সর্ব্বভূতদৃশ্যত্বাদ্যুপন্যাসাৎ।৩ ন হি অশরীরং গচ্ছন্তং সর্ব্বভূতানি দ্রষ্টুং শক্নুয়ুঃ।৪ তথা চ তত্রৈব উপসংহৃতম্—"শুকস্তু মারুতাচ্ছীঘ্রাং† গতিং কৃত্বান্তরিক্ষগাম্††। দর্শয়িত্বা প্রভাবং স্বং ব্রহ্মভূতোঽভবত্তদা" §॥ (মহাভাঃ শাঃ ৩৩৩।১৯-২০) ইতি।৫ তস্মাৎ অভাবঃ পরব্রহ্ম-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—স্মৃতিপ্রমাণবলে নির্গুণব্রহ্মবিদের উৎক্রান্তি ও গতি নিরাকরণ।]

আর মহাভারতে [নির্গুণব্রহ্মবিদের] গতি ও উৎক্রান্তির অভাব স্মৃতও হইতেছে, যথা—"সর্ব্বভূত যাঁহার আত্মস্বরূপ, যিনি ভূতসকলকে সম্যগ্ভাবে (—আত্মভাবে) দর্শন করেন, সেই অপদের (—প্রাপ্তব্য পদরহিত, অর্থাৎ ব্রহ্মলোকাদি ফলরহিত বিদ্বানের) মার্গবিষয়ে পদাভিলাষী দেবগণও মোহপ্রাপ্ত হন (—অবগত নহেন, যেহেতু তাহা বিদ্যমান নাই"] ইত্যাদি।১ [শঙ্কা—] কিন্তু সর্ব্বগত ব্রহ্ম, যাঁহার আত্মস্বরূপ, সেই ব্রহ্মবিদের গতিও স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে, যথা—'ব্যাসদেবের পুত্র মোক্ষাকাঙ্ক্ষী শুকদেব আদিত্যমণ্ডলের অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন, আর পিতা-কর্ত্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া আহূত হইলে [তিনি] 'ভো' এইরূপে প্রতিশ্রবণ করাইয়াছিলেন (—প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন'), ইত্যাদি।২ [সমাধান—] না, তাহা নহে, ইহা শরীরযুক্ত পুরুষের' যোগবলে (—সগুণবিদ্যাবলে) বিশিষ্টদেশ প্রাপ্তিপূর্ব্বক শরীরত্যাগ, এইপ্রকার অবগত হইতে হইবে; যেহেতু সর্ব্বপ্রাণীর দৃশ্যত্ব (—সকল জীব তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিল, পিতা অনুগমন করিয়াছিলেন] প্রভৃতির উল্লেখ আছে।৩ [কিন্তু তিনি সশরীরে গমন করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে নিশ্চয়তা কি? উত্তর—] শরীরবিহীন হইয়া যিনি গমন করেন, তাঁহাকে সকল প্রাণী নিশ্চয়ই দর্শন করিতে সমর্থ নহে।৪ আর দেখ, সেই স্থলেই [এইপ্রকারে] উপসংহৃত হইয়াছে, যথা—"শুকদেব অন্তরিক্ষগামিনী

* 'সর্ব্বভূতানি' ইতি, † মারুতাদূর্দ্ধ্বং ইতি, †† "অন্তরিক্ষগঃ" ইতি, § 'সর্ব্বভূতগতোঽভবৎ', ইতি চ পাঠঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিদঃ গত্যুৎক্রান্ত্যোঃ।৬ গতিশ্রুতীনাং তু বিষয়ম্ উপরিষ্টাৎ ব্যাখ্যাস্যামঃ।৭॥৪।২।১৪॥ ইতি ষষ্ঠং প্রতিষেধাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

গতিকে বায়ু হইতেও শীঘ্র (—দ্রুততর) করিয়া নিজের [যোগজনিত] প্রভাব (—ঐশ্বর্য্য) প্রদর্শনকরতঃ তখন ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন", ইত্যাদি। [অতএব এই বাক্যশেষই সশরীরে গতি বিষয়ে নিশ্চায়ক]।৫ সেইহেতু (—শ্রুতি ও যুক্তিলব্ধ অর্থ স্মৃতির দ্বারাও সমর্থিত হওয়ায়, নির্গুণ-] পরব্রহ্মবিদের গতি ও উৎক্রান্তির অভাব 'নির্ণীত হইল'।৬ [কিন্তু শাস্ত্রার্থ এইপ্রকার হইলে "তদবলম্বনে উর্ধ্বে গমনকরতঃ অমৃতত্ব লাভ করেন" (ছাঃ ৮।৬।৬), "তিনি ইঁহাদিগকে ব্রহ্ম প্রাপ্ত করান" (ছাঃ ৪।১৫।৫) ইত্যাদি শ্রুতির গতি কি? উত্তর—] গমনবোধক শ্রুতিবাক্যসকলের বিষয় আমরা পরে (—তৃতীয় পাদে) ব্যাখ্যা করিব।৭॥৪।২।১৪॥ প্রতিষেধাধিকরণ সমাপ্ত।

৭। বাগাদিলয়াধিকরণম্। [১৫ সূত্র]

[পরসম্পত্ত্যধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—অজ্ঞের দৃষ্টিতে স্ব স্ব উপাদানে বিলীন হইলেও বিদ্বানের দৃষ্টিতে নির্গুণব্রহ্মবিদের স্থূল সূক্ষ্ম ও লিঙ্গশরীরের পরব্রহ্মে লয়।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে নির্গুণব্রহ্মবিদের উৎক্রান্তি ও গতি নিষেধদ্বারা "অত্রৈব সমনীয়ন্তে" (বৃঃ ৩।২।১১), "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" (বৃঃ ৪।৪।৭) ইত্যাদি শ্রুতিবলে তাঁহার প্রাণসকলের (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলের) বস্তুতঃ ব্রহ্মে বিলয়ের কথা বলা হইয়াছে। তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে; যেহেতু "গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ" (মুঃ ৩।২।৭)—"পঞ্চদশকলা (—স্থূল সূক্ষ্ম ও লিঙ্গশরীর) স্ব স্ব কারণে বিলীন হয়", এই শ্রুতিতে পৃথিব্যাদি স্ব স্ব কারণেই তাহাদের বিলয়ের কথা বলা হইয়াছে। ফলে প্রাণাদির আত্যন্তিক বিলয় না হওয়ায় ব্রহ্মবিদের পুনরায় সংসারপ্রাপ্তি হইয়া পড়ে বলিয়া তাঁহার অনুৎক্রান্তি কথন সঙ্গত নহে। এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানের জন্য আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকণের সহিত ইহার আক্ষেপসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

জ্ঞস্য বাগাদয়ঃ স্বস্বহেতৌ লীনাঃ পরেঽথবা।
"গতাঃ কলা" ইতি শ্রুত্যা স্বস্বহেতুষু তল্লয়ঃ॥
নদ্যব্ধিলয়সাম্যোক্তের্বিদ্বদ্দৃষ্ট্যা লয়ঃ পরে।
অন্যদৃষ্টিপরং শাস্ত্রং "গতা" ইত্যাদ্যুদাহৃতম্॥

অন্বয়—জ্ঞস্য বাগাদয়ঃ স্বস্বহেতৌ লীনাঃ, অথবা পরে? "গতাঃ কলাঃ" ইতি শ্রুত্যা স্বস্বহেতুষু তল্লয়ঃ। নদ্যব্ধিলয়সাম্যোক্তেঃ বিদ্বদ্দৃষ্ট্যা পরে লয়ঃ; "গতা" ইত্যাদ্যুদাহৃতং শাস্ত্রং অন্যদৃষ্টিপরম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[বিদ্বংকলাপ্রবিলয়ঃ অত্র বিষয়ঃ। "গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ (মুঃ ৩।২।৭), ইতি ক্ষিত্যাদিষু ভূতেষু লয়ঃ প্রতীয়তে। "পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি" (প্রশ্ন ৬।৫) ইত্যত্র চ পরমাত্মনি সঃ প্রতীয়তে। অতঃ সংশয়ঃ ভবতি—] জ্ঞস্য বাগাদয়ঃ [প্রাণাঃ অগ্ন্যাদৌ] স্বস্বহেতৌ লীনাঃ [ভবন্তি], অথবা পরে [ব্রহ্মণি] ?

পূর্ব্বপক্ষ—"গতাঃ কলাঃ" (মুঃ ৩।২।৭) ইতি শ্রুত্যা [প্রতিষ্ঠাশব্দবাচ্যেষু] স্বস্বহেতুষু [কলাশব্দবাচ্যানাং] তল্লয়ঃ [ভবতি। "যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্য অগ্নিং বাগ্‌ অপ্যেতি, বাতং প্রাণঃ, চক্ষুঃ আদিত্যম্" (বৃঃ ৩।২।১৩) ইত্যাদিশ্রুতিরপি ইমম্ এব পক্ষং সমর্থয়তি]।

সিদ্ধান্ত—["যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়, তথা বিদ্বান্ নামরূপাৎ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষম্ উপৈতি" (মুঃ ৩।২।৮), "যথা ইমাঃ নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি,...এবম্ এব অস্য পরিদ্রষ্টুঃ ইমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি" (প্রশ্ন ৬।৫) ইত্যাদিষু চ শ্রুতিষু] নদ্যবিলয়সাম্যোক্তেঃ বিদ্বদ্দৃষ্ট্যা [প্রাণাদিকলানাং] পরে [ব্রহ্মণি] লয়ঃ [ভবতি]। "গতাঃ" (মুঃ ৩।২।৭) ইত্যাদি উদাহৃতং শাস্ত্রং [তু] অজ্ঞদৃষ্টিপরং [ব্যাখ্যেয়ম্ ; যতঃ ম্রিয়মাণে তত্ত্ববিদি সমীপবর্ত্তিনঃ পুরুষাঃ স্বস্বদৃষ্ট্যা এব তদীয়বাগাদীনাম্ অপি অগ্ন্যাদিষু লয়ং মন্যন্তে। অতঃ শ্রুত্যোঃ ন বিরোধঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[নিগুর্ণব্রহ্মবিদের কলার (—স্থূল সূক্ষ্ম ও লিঙ্গশরীরের) প্রবিলয় এখানে বিষয়। "পঞ্চদশ কলা (১) স্ব স্ব কারণে গমন করে", এইপ্রকারে ক্ষিত্যাদি ভূতসকলে লয় প্রতীত হইতেছে। আর "পুরুষই যাহাদের আশ্রয় (—পুরুষেই যাহারা কল্পিত), তাহারা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া বিলীন হয়", ইত্যাদি এই স্থলে পরমাত্মাতে তাহা প্রতীত হইতেছে। সেইহেতু সংশয় হয়—] জ্ঞানীর বাগাদি ইন্দ্রিয়সকল [অগ্নি প্রভৃতি] স্ব স্ব কারণে লীন হয়, অথবা পরব্রহ্মে ?

পূর্ব্বপক্ষ—"গতাঃ কলাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবলে [প্রতিষ্ঠাশব্দবাচ্য] নিজ নিজ কারণসকলে [কলাশব্দবাচ্য] তাহাদের লয় হয়। ["যখন এই মৃত ব্যক্তির বাগিন্দ্রিয় অগ্নিতে, মুখ্যপ্রাণ বায়ুতে, চক্ষু আদিত্যে বিলীন হয়", ইত্যাদি শ্রুতিও এই পক্ষকেই সমর্থন করিতেছেন।

সিদ্ধান্ত—["যেমন প্রবহমাণ নদীসকল নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অস্ত গমন করে, এইপ্রকারে নিগুর্ণব্রহ্মবিৎ নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর (—অব্যাকৃত হইতেও শ্রেষ্ঠ) পুরুষকে প্রাপ্ত হন", এবং "যেমন সমুদ্রৈকগতি এই প্রবহমাণ নদীসকল সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া অস্ত গমন করে,... এইপ্রকারেই এই সম্যগ্ দ্রষ্টার পুরুষৈকগতি এই ষোড়শ কলা (১) পুরুষকে (—পরব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া অস্তগমন করে (—বিলীন হয়"), ইত্যাদি শ্রুতিসকলে নদীর সমুদ্রে বিলয়ের সাদৃশ্য বর্ণিত হওয়ায় বিদ্বানের (—নিগুর্ণব্রহ্মাত্মবিদের) দৃষ্টিতে [প্রাণাদিকলাসকলের] পরব্রহ্মে বিলয় হয়। "গতাঃ [কলাঃ"], ইত্যাদি উদাহৃত শাস্ত্রকে [কিন্তু] অজ্ঞদৃষ্টিপররূপে (—অজ্ঞ পুরুষ যেপ্রকারে দর্শন করে, সেইপ্রকারে) [ব্যাখ্যা করিতে হইবে ; যেহেতু ব্রহ্মবিদের মৃত্যু হইলে নিকটবর্ত্তী [অজ্ঞ] পুরুষগণ নিজ নিজ দৃষ্ট্যানুসারে (—বৃঃ ৩।২।১৩ শ্রুতিতে প্রতিপাদিত ইন্দ্রিয়সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্ব স্ব কর্ম্ম হইতে

বিবক্ষিতে ইন্দ্রিয়সকলের স্বকারণে বিলয়রূপে গ্রহণকরতঃ স্বদৃষ্টি অনুসারে) তাঁহার বাগাদি ইন্দ্রিয়সকলের অগ্নি প্রভৃতিতে বিলয় মনে করেন। অতএব শ্রুতিদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ নাই]।

ফলভেদ—পূর্ব্বাধিকরণবৎ। অথবা পূর্ব্বপক্ষে—স্বস্ব উপাদানেই কার্য্যলয় সিদ্ধি। সিদ্ধান্তে—লোকব্যবহারে সেইপ্রকার হইলেও সর্ব্বোপাদানভূত ব্রহ্মেই তাহা যুক্তিসঙ্গত।

ভাবদীপিকা

[ষোড়শকলার পরিচয়, এই বিষয়ে বিভিন্ন মত।]

(১) মুণ্ডক ৩।২।৭ শ্লোকে বর্ণিত এই কলাসকল প্রশ্নোপনিষদে (৬।৪) এইপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—১। প্রাণ, ২। শ্রদ্ধা, ৩। আকাশ, ৪। বায়ু, ৫। জ্যোতিঃ, ৬। অপ্ (—জল), ৭। পৃথিবী, ৮। ইন্দ্রিয়, ৯। মন, ১০। অন্ন, ১১। বীর্য্য, ১২। তপস্যা, ১৩। মন্ত্র, ১৪। কর্ম্ম, ১৫। লোক এবং ১৬। নাম। এইপ্রকারে কলাসকলের সংখ্যা ষোল হওয়ায় এইগুলিকে **ষোড়শ কলা** বলা হয়। ১। মন এবং ১। প্রাণকে একরূপে অঙ্গীকার করিয়া মুণ্ডকোক্ত **পঞ্চদশ কলা** সিদ্ধ হয় (প্রকটার্থ, বেদান্তসূত্রমুক্তাবলী, রত্নপ্রভা ও ন্যায়নির্ণয়)। **কল্পতরুকার** দশটী ইন্দ্রিয় (৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়+৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়), ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূত এবং মন, এই ষোলটীকে 'ষোড়শকলা' বলিয়াছেন। কোন্ মূলাবলম্বনে ইহা বলিলেন, তাহা বলেন নাই। এই মত গৃহীত হইলে এক পৃথিবীরই বিকার হওয়ায় ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও মন, এই উভয়কে অভিন্নদৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়া কলার 'পঞ্চদশ' সংখ্যা অবগত হইতে হইবে (ভামতী)। **ব্রহ্মামৃতবর্ষিণীকার** দশটী ইন্দ্রিয়+মন+পঞ্চভূতসূক্ষ্ম, অথবা পঞ্চপ্রাণ, ইহাদিগকে ষোড়শকলারূপে গ্রহণ করিয়াছেন; কোন্ মূলাবলম্বনে, তাহা বলেন নাই। কিন্তু মুঃ ৩।২।৭ **ভাষ্যোক্ত** "অস্যাঃ প্রশ্নপরিপঠিতাঃ প্রসিদ্ধাঃ" ইত্যাদি বাক্যে উপরে বর্ণিত প্রশ্নোপনিষদুক্ত কলাসকলই গৃহীত হইয়াছে। **প্রকটার্থকার, ন্যায়নির্ণয়কার ও রত্নপ্রভাকারের** "প্রাণাদ্যাঃ ষোড়শকলাঃ", "প্রাণশ্রদ্ধাদ্যাঃ ষোড়শসংখ্যকাঃ", ইত্যাদি বচনও এই পক্ষকেই গ্রহণীয়রূপে উপন্যস্ত করিতেছে। আমরা ইহাকেই অনুসরণ করিতেছি। প্রশ্নোপনিষদুক্ত কলাসকলের ব্যাখ্যা এই—১। প্রাণ—প্রাণাপানাদি সমষ্টি প্রাণ। [যদিও অত্রস্থ উপনিষদ্ভাষ্যে এই প্রাণশব্দে হিরণ্যগর্ভ গৃহীত হইয়াছেন, তথাপি যে উপাধিবশতঃ আত্মা হিরণ্যগর্ভরূপে অভিহিত হন, সেই বুদ্ধি হইতে অভিন্ন সমষ্টি প্রাণই এখানে বিবক্ষিত। তত্রস্থ আনন্দগিরি টীকা দ্রঃ]। ২। শ্রদ্ধা—সর্ব্ব শুভকর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতুভূত আস্তিক্য বুদ্ধি, ইহা অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ। ৩। আকাশ হইতে ৭। পৃথিবী—প্রসিদ্ধ পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত। ৮। ইন্দ্রিয়—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দশটী। [পঞ্চীকৃত ভূতারব্ধ দেহরূপ অধিষ্ঠানাবলম্বনে কার্য্যক্ষম হয় বলিয়া অপঞ্চীকৃত ভূতোত্থ ইহারা আকাশাদি ভূতের পরে বর্ণিত হইয়াছে]। ৯। মন—সংশয় ও সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক প্রসিদ্ধ মন। ১০। অন্ন—ব্রীহিযবাদি। ১১। বীর্য্য—সর্ব্বকর্ম্মপ্রবৃত্তির সাধন শারীরিক সামর্থ্য। ১২। তপস্যা—চিত্তশুদ্ধির সাধন শরীরশোষণাদিরূপ ব্রতোপবাসাদি। ১৩। মন্ত্র—বেদমন্ত্র, অর্থাৎ ঋগাদি বেদচতুষ্টয়। ১৪। কর্ম্ম—অগ্নিহোত্রাদি। ১৫। লোক—'লোক্যন্তে ভুজ্যন্তে ইতি লোকাঃ'—যাহাকে ভোগকরা হয়, তাহা লোক, অর্থাৎ কর্ম্মফল। ১৬। নাম—দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত ইত্যাদি। **লক্ষ্য করিতে** হইবে—এই কলাসকলের মধ্যে পঞ্চপ্রাণ, মন এবং ইন্দ্রিয়দশক গৃহীত হওয়ায় জীবের **লিঙ্গশরীর**

তানি পরে তথা হ্যাহ ॥৪।২।১৫॥

পদচ্ছেদ—তানি, পরে, তথাহি, আহ।

সূত্রার্থ—[নির্গুণব্রহ্মবিদঃ প্রাণানাং লয়ঃ কিং পৃথিব্যাদিষু, উত পরব্রহ্মণি ইতি বিশয়ে, পৃথিব্যাদিষু, ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তানি**—যথোক্তানি প্রাণশব্দোদিতানি ইন্দ্রিয়াণি সূক্ষ্মভূতানি চ, **পরে**—পরব্রহ্মণি [লীয়ন্তে], **হি**—যতঃ, ["এবম্ এব অস্য পরিদ্রষ্টুঃ ইমাঃ ষোড়শ কলাঃ...পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি" (প্রশ্নঃ ৬।৫) ইত্যাদিশ্রুতিঃ] **তথা, আহ**—কথয়তি।

অনুবাদ—[নির্গুণব্রহ্মবিদের প্রাণসকলের লয় কি পৃথিবী প্রভৃতিতেই হইয়া থাকে, অথবা পরব্রহ্মে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'পৃথিবী প্রভৃতিতে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তানি**—যথোক্ত (—পূর্ব্বে বর্ণিত) প্রাণশব্দের দ্বারা কথিত ইন্দ্রিয়সকল এবং সূক্ষ্ম ভূতসকল, **পরে**—পরব্রহ্মে [বিলীন হয়], **হি**—যেহেতু ["এইপ্রকারেই এই সম্যগ্ দ্রষ্টার এই ষোড়শ কলা....পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া বিলীন হয়", ইত্যাদি শ্রুতি] **তথা**—সেইপ্রকার, **আহ**—বলিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

তানি পুনঃ প্রাণশব্দোদিতানি ইন্দ্রিয়াণি ভূতানি চ পরব্রহ্মবিদঃ তস্মিন্ এব পরস্মিন্ আত্মনি প্রলীয়ন্তে।১ কস্মাৎ?২ তথা হি আহ শ্রুতিঃ-"এবম্ এব অস্য পরিদ্রষ্টুঃ ইমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি" (প্রশ্ন ৬।৫) ইতি।৩

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—নির্গুণব্রহ্মবিদের ষোড়শকলাত্মক শরীরত্রয়ের পরব্রহ্মে লয়।]

আর [নির্গুণ-] পরব্রহ্মবিদের প্রাণশব্দের দ্বারা বর্ণিত সেই ইন্দ্রিয়সকল এবং [ক্ষিত্যাদি] ভূতসকল সেই পরমাত্মাতেই প্রকৃষ্টরূপে লয় প্রাপ্ত হয়।১ তাহাতে হেতু (—প্রমাণ) কি?২ [উত্তর—] যেহেতু শ্রুতি সেইপ্রকারই বলি-

ভাবদীপিকা [ষোড়শকলার পরিচয়]

(২।৭৫১-৫২ পৃঃ), পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চক গৃহীত হওয়ায় **সূক্ষ্মশরীর**—(১।৮৪০ এবং ৪।১৬৩ পৃঃ) এবং উক্ত ভূতপঞ্চকের সহিত ১০। অন্ন, ১১। বীর্য্য, এবং ১৬। নাম গৃহীত হওয়ায় ভোগায়তন **স্থূল শরীর** পরিগৃহীত হইতেছে। অবশিষ্ট ২। 'শ্রদ্ধা' অন্তঃকরণের ধর্ম্ম হওয়ায় লিঙ্গশরীরের এবং ১২। তপস্যা, ১৩। মন্ত্র, ১৪। কর্ম্ম ও ১৫। লোক, ইহারা স্থূল শরীরের অন্তর্গত হইবে, কারণ তপস্যা মন্ত্র ও তৎসাধ্য কর্ম্ম স্থূলশরীরাবলম্বনেই অনুষ্ঠেয় এবং তাহাদের বলেই জন্মান্তরে লোকের অর্থাৎ উচ্চাবচ কর্ম্মফলের ভোগের জন্য স্থূল শরীর লব্ধ হয়। এই শরীরত্রয়ের মধ্যে নির্গুণব্রহ্মবিদের স্থূলশরীর মৃত হইয়া পড়িয়া থাকে (বৃঃ ৩।২।১১), ইহা অজ্ঞ অস্মদাদির প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও ব্রহ্মবিদের দৃষ্টিতে শরীরত্রয়ের কি গতি হয়, তাহা এই অধিকরণে বিচারিত হইতেছে। ["ষোড়শকলবিদ্যাতে (ছাঃ ৪।৪) ষোড়শ-কলার বর্ণনা আছে, তাহারা উপাসক সগুণব্রহ্মোপাসনার অঙ্গ। নামমাত্রের সাদৃশ্যবশতঃ এখানে বর্ণিত ষোড়শকলার সহিত তাহার ভ্রম হওয়া উচিত নহে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ননু "গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ" (মুঃ ৩।২।৭) ইতি বিদ্বদ্বিষয়া এব অপরা শ্রুতিঃ পরস্মাৎ আত্মনঃ অন্যত্রাপি কলানাং প্রলয়ম্ আহ স্ম।৪ ন, সা খলু ব্যবহারাপেক্ষা, পার্থিবাদ্যাঃ কলাঃ পৃথিব্যাদীঃ এব স্বপ্রকৃতীঃ অপিযন্তি ইতি।৫ ইতরা তু বিদ্বৎ-প্রতিপত্ত্যপেক্ষা, কৃৎস্নং কলাজাতং পরব্রহ্মবিদঃ ব্রহ্মৈব সম্পদ্যতে ইতি।৬ তস্মাৎ অবিরোধঃ ।৭॥৪।২।১৫॥ ইতি সপ্তমং বাগাদিলয়াধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

তেছেন, যথা—"এইপ্রকারেই এই সম্যগ্ দ্রষ্টার এই পুরুষায়ণভূত (—চরমে পুরুষশব্দবোধ্য ব্রহ্মেই যাহা আত্মভাবপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিলীন হয়, এইপ্রকার; অথবা পুরুষে কল্পিত) ষোড়শ কলা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অস্ত গমন করে", ইত্যাদি [এই শ্রুতিই সেই বিষয়ে প্রমাণ]।৩

[পূঃ—স্ব স্ব উপাদানেই কলাসকলের বিলয় শ্রুতিসিদ্ধ।]

[শঙ্কা—] কিন্তু "পঞ্চদশ কলা প্রতিষ্ঠাসকলকে (—স্ব স্ব উপাদানকে) প্রাপ্ত হয়", নিশ্চিতরূপে ব্রহ্মবিদ্বিষয়া (—ব্রহ্মবিৎকেই বিষয় করে, এইপ্রকার) এই অপর শ্রুতি পরমাত্মা হইতে অন্য স্থলেও কলাসকলের প্রলয়ের কথা বলিয়াছেন।৪

[সিঃ—অজ্ঞের দৃষ্টিতে স্বোপাদানে কলাবিলয় হইলেও জ্ঞানীর দৃষ্টিতে পরব্রহ্মে তাহার বিলয়।]

[সিদ্ধান্ত—] না, তাহা নহে; তাহা (—সেই মুণ্ডক শ্রুতি) কিন্তু ব্যবহার-সাপেক্ষ (—অবিদ্বানের ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে তাহার প্রবৃত্তি হইয়াছে), পার্থিবাদি (—পৃথিবী প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন) কলাসকল পৃথিবী প্রভৃতি নিজ প্রকৃতি-সকলকেই প্রাপ্ত হয় (—সেই উপাদানসকলেই বিলীন হয়), ইহাই 'উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য'।৫ অপরা শ্রুতি (—প্রশ্নঃ ৬।৫ শ্রুতি) কিন্তু বিদ্বানের দৃষ্টিতে যেপ্রকার প্রতিভাত হয়, সেইপ্রকার জ্ঞানসাপেক্ষ; [নির্গুণ-]পরব্রহ্মবিদের যাবতীয় কলা ব্রহ্মেই একীভূত হয়, ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য।৬ সেইহেতু (—অবিদ্বান্ ও বিদ্বানের দৃষ্টিতে এইপ্রকারে শ্রুতিদ্বয়ের সামঞ্জস্য হয় বলিয়া, ইহাদের মধ্যে] বিরোধ নাই (২)।৭॥৪।২।১৫॥ বাগাদিলয়াধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

[কলাবিলয়বিষয়ে টীকাকারগণের মতভেদ।]

(২) ১। ঋজুপ্রভাকার বলিয়াছেন—"তথা চ কলাঃ স্বপ্রকৃতিষু বিলাপ্য তাভিঃ সহ পুরুষে লীয়ন্তে, ইতি শ্রুতিদ্বয়তাৎপর্য্যম্"; ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকাকার, বেদান্তসূত্রমুক্তাবলীকার এবং ন্যায়নির্ণয়কারের অভিপ্রায়ও এইপ্রকার। সুতরাং ইঁহাদের মতে কলাসকল স্ব স্ব উপাদানে বিলীন হইয়া সেই ভূতসূক্ষ্মাত্মক উপাদানসকলের সহিত পরমাত্মাতে বিলীন হয়, এইপ্রকার বস্তুস্থিতি প্রতিভাত হইতেছে। ইহার তাৎপর্য্য চিন্তনীয়। আমাদিগের দৃষ্টিতে কিন্তু ইহা সঙ্গত মনে হইতেছে না; কারণ পটদাহকালে পট তন্তুতে, তন্তু অংশুতে এবং অংশু তাহার উপাদানে বিলীন হয়, এইপ্রকার প্রত্যক্ষ হয় না। তাহা যুক্তিসঙ্গতও নহে।

৮। অবিভাগাধিকরণম্। [১৬ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—নির্গুণব্রহ্মবিদের শরীরত্রয়ের পরব্রহ্মে নিঃশেষে বিলয়।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে নির্গুণব্রহ্মবিদের ষোড়শকলাত্মক শরীরত্রয়ের ব্রহ্মে বিলয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহাকে অবলম্বন করিয়া এই অধিকরণস্থ বিচার আরব্ধ হইতেছে বলিয়া তাহার সহিত এই অধিকরণের **একবিষয়ত্বসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ভাবদীপিকা [কলাবিলয়ে মতভেদ]

যেহেতু রজ্জুবিষয়ক জ্ঞানোদয়ে অনির্ব্বচনীয় রজ্জুসর্প প্রথমে সর্পের অবিদ্যারূপ উপাদানে বিলীন হইয়া পরে অধিষ্ঠানভূত রজ্জুতে বিলীন হয়, ইহা যেমন অঙ্গীকৃত হয় না। নির্গুণ-ব্রহ্মবিদ্যার উদয়ে নির্গুণব্রহ্মবিদের অনির্ব্বচনীয় শরীরত্রয় প্রথমে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া পরে ব্রহ্মে বিলীন হয়, ইহাও তদ্রূপ অঙ্গীকার করা যায় না। ২। **প্রকটার্থকার** বলিয়াছেন—"সা কলানাম্" ইত্যাদি (১০৫২ পৃঃ)। তাঁহার ভাব এই—"কলাসকলের ভূতসকলে লয় প্রতিপাদিকা সেই শ্রুতি (মুঃ ৩।২।৭) সর্ব্বজীবসাধারণ ব্যবহারের বিষয়ীভূত [পঞ্চীকৃত] মহাভূতকে বিষয় করে। জীবের অবিদ্যাকৃত সূক্ষ্ম (—অপঞ্চীকৃত) ভূতসকল লিঙ্গদেহরূপে বিবর্ত্তিত হয়। তাহা মায়াময় উক্ত মহাভূতের (—পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের) দ্বারা বিধৃত থাকে, তাহাদের মধ্যে বিধারক ভূতাংশের (—পঞ্চীকৃতভূতোত্থ স্থূল শরীরের) মহাভূতসকলেই বিলয় হয়। [ইহা অবিদ্বানের দৃষ্টিতে বুঝিতে হইবে, কারণ পরে "বিদ্বানের দৃষ্টিতে" এইপ্রকার বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।] "পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি" (প্রশ্ন ৬।৫) এই অপর শ্রুতি কিন্তু বিদ্বানের দৃষ্টিতে অবিদ্যার কার্য্যভূত ভূতসূক্ষ্মরচিত করণসকলের (—লিঙ্গশরীরের) দাহকে বিষয় করে", ইত্যাদি। ফলে ইঁহার মতে ব্রহ্মবিদের স্থূলশরীর অবিদ্বানের দৃষ্টিতে পঞ্চভূতে এবং ব্রহ্মবিদের লিঙ্গশরীর বিদ্বানের দৃষ্টিতে ব্রহ্মে বিলীন হয়, এইপ্রকার শ্রুত্যর্থ প্রতিভাত হইতেছে। ৩। **ন্যায়নির্ণয়কার** বলিয়াছেন—"তত্ত্বজ্ঞানেন তু" ইত্যাদি (৭৯৯ পৃঃ)। ইঁহার ভাব এই—"কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের (—ব্রহ্মজ্ঞানের) দ্বারা অবিদ্যামূলক যাবতীয় কলা অবিদ্যাসহ নিরস্ত হওয়ায় পৃথিব্যাদি অবশিষ্ট থাকে না বলিয়া পুরুষই (—ব্রহ্মই) যাহার সীমা, এইপ্রকার কলাবিলয় অঙ্গীকার করিতে হইবে। লোকমধ্যেও দেখা যায়—অগ্নির দ্বারা পট দগ্ধ হইলে উপাদানভূত তন্তু প্রভৃতি অবয়বসকলের সহিতই পটের দাহ হয়। "গতাঃ কলাঃ" (মুঃ ৩।২।৭) এই শ্রুতি কিন্তু লৌকিক ভ্রান্তিমূলক বিষয়ের অনুবাদকারিণী", ইত্যাদি। **ভামতীকারের** অভিপ্রায়ও এইপ্রকার। এই তৃতীয় পক্ষই আমাদিগের নিকট সমীচীনরূপে প্রতিভাত হইতেছে; কারণ অবিদ্যা ধ্বস্ত হওয়ায় নির্গুণব্রহ্মবিদের দৃষ্টিতে স্বাভিন্ন যে ব্রহ্ম, তদ্ভিন্ন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, যাহাতে কলাসকলের বিলয় হইবে। অতএব নির্গুণব্রহ্মবিদের দৃষ্টিতে যাবতীয় কলা, অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও লিঙ্গশরীররূপ শরীরত্রয় [এবং আমরা বলি—অবিদ্যাও বাধিত হওয়ায় স্বাভিন্ন ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানই অবশিষ্ট থাকেন বলিয়া **কারণশরীর সহ শরীরচতুষ্টয়**] পরব্রহ্মে বিলীন হয়, ইহাই শ্রুতি, যুক্তি এবং "কৃৎস্নং কলাজাতম্" (৬ বাক্য) ইত্যাদি ভাষ্য-সন্দর্ভরূপে প্রতিভাত হইতেছে। যাহাহউক্ "গতাঃ কলাঃ" (মুঃ ৩।২।৭) ইত্যাদি শ্রুতিকে অব্রহ্মবিদের দৃষ্টিতে যেপ্রকার প্রতিভাত হয়, সেইপ্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ইহাই ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতেছেন—**তস্মাৎ** ইত্যাদি (৭ বাক্য)। বাগাদিলয়াধিকরণ সমাপ্ত।

ন্যায়মালা

তল্লয়ঃ শক্তিশেষেণ নিঃশেষেণাথবাত্মনি।

শক্তিশেষেণ যুক্তোঽসাবজ্ঞানিষ্বেতদীক্ষণাৎ ॥

নামরূপবিভেদোক্তের্নিঃশেষেণৈব তল্লয়ঃ।

অজ্ঞে জন্মান্তরার্থং তু শক্তিশেষত্বমিষ্যতে ॥

অন্বয়—আত্মনি তল্লয়ঃ শক্তিশেষেণ, অথবা নিঃশেষেণ? অজ্ঞানিষু এতদ্ ঈক্ষণাৎ অসৌ শক্তিশেষেণ যুক্তঃ। নামরূপবিভেদোক্তেঃ তল্লয়ঃ নিঃশেষেণ এব, অজ্ঞে তু জন্মান্তরার্থং শক্তিশেষত্বম্ ইষ্যতে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[বিদ্বৎকলাপ্রবিলয়ঃ এব অত্রাপি বিষয়ঃ। "পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি" (প্রশ্নঃ ৬।৫), ইত্যত্র কলাবিলয়স্য সাবশেষতা প্রতীয়তে, অস্তগতস্য সূর্য্যস্য পুনরাবির্ভাবদর্শনাৎ। "ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে, পুরুষঃ ইতি এবং প্রোচ্যতে" (ঐ), ইত্যত্র তু ব্রহ্মমাত্রপরিশেষতা প্রতীয়তে। এবং লয়স্য উভয়থাদর্শনাৎ ভবতি সংশয়ঃ—] আত্মনি তল্লয়ঃ শক্তিশেষেণ [ভবতি], অথবা নিঃশেষেণ?

পূর্ব্বপক্ষ—অজ্ঞানিষু এতদ্ ঈক্ষণাৎ [উক্তঃ লয়ঃ ন নিঃশেষঃ, কিন্তু সাবশেষঃ ভবিতুম্ অর্হতি, বাগাদিলয়ত্বাৎ অজ্ঞানিবাগাদিলয়বৎ, ইতি এবম্প্রকারেণ] অসৌ [বিদ্বৎকলাপ্রবিলয়ঃ] শক্তিশেষেণ [ভবিতুম্] যুক্তঃ।

সিদ্ধান্ত—["ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে" (প্রশ্নঃ ৬।৫) ইত্যত্র]। নামরূপবিভেদোক্তেঃ [নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদঃ] তল্লয়ঃ নিঃশেষেণ এব [ভবতি। যদি প্রাণাদীনাং নামান্তানাং কলানাং নামরূপে শক্ত্যবশেষেণ লীয়েতে, তদা নামরূপবিভেদশ্রুতিঃ উপরুধ্যেত ; পুনর্জ্জন্মানুকূলেন শক্ত্যাত্মনা নামরূপয়োঃ সূক্ষ্ময়োঃ অবস্থানাৎ]। অজ্ঞে তু জন্মান্তরার্থং শক্তিশেষত্বম্ ইষ্যতে।

অনুবাদ

সংশয়—[নির্গুণব্রহ্মবিদের কলার (—শরীরত্রয়ের) বিলয় এখানেও বিষয়। "পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অস্তগমন করে", ইত্যাদি এই স্থলে কলাসকলের বিলয়ের সাবশেষতা প্রতিভাত হইতেছে, কারণ অস্তগত সূর্য্যের পুনরাবির্ভাব পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু "ইহাদের নামরূপ বিনষ্ট হয়, 'পুরুষ', এইপ্রকারে কথিত হয়", ইত্যাদি এই স্থলে ব্রহ্মমাত্রপরিশেষতা প্রতিভাত হইতেছে। এইপ্রকারে লয়ের উভয়বিধতা পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া সংশয় হয়—] পরমাত্মাতে তাহাদের (—কলাসকলের) লয় কি শক্ত্যবশেষরূপে হয় (—পুনরাবির্ভাবের বীজরূপে তাহারা অবস্থান করে), অথবা নিঃশেষে?

পূর্ব্বপক্ষ—[অজ্ঞানিগণে ইহা পরিদৃষ্ট হওয়ায় [বর্ণিত লয় নিঃশেষে লয় নহে, কিন্তু সাবশেষ হওয়াই সঙ্গত ; যেহেতু তাহা বাগাদির লয়, যেমন অজ্ঞানীর বাগাদির লয়, ইত্যাদি এইপ্রকারে] উহা, [অর্থাৎ ব্রহ্মবিদের কলাসকলের প্রবিলয়] শক্ত্যবশেষরূপেই হওয়া সঙ্গত (—পুনরুৎপত্তির বীজরূপে তাহারা অবশিষ্ট থাকে)।

সিদ্ধান্ত—["ইহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হইয়া যায়", ইত্যাদি এই স্থলে] নাম ও রূপের বিনাশ বর্ণিত হওয়ায় [নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদের] তাহাদের (—কলাসকলের) লয় নিঃশেষেই হইয়া থাকে। [যদি প্রাণ প্রভৃতি হইতে নাম পর্য্যন্ত কলাসকলের নাম ও রূপ শক্ত্য-

বশেষরূপে বিলীন হয়, তাহা হইলে নামরূপের নাশবোধক শ্রুতিবাক্য বাধিত হইয়া পড়িবে; যেহেতু পুনর্জন্মের অনুকূল শক্তিরূপে সূক্ষ্ম নামরূপের অবস্থিতি হয়]। অজ্ঞে কিন্তু জন্মান্তরের জন্ত শক্তিশেষতা (—সূক্ষ্ম বীজরূপে কলাসকলের অবস্থিতি) অঙ্গীকৃত হয়।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, নির্গুণব্রহ্মবিদের মোক্ষ সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—তৎসিদ্ধি।

অবিভাগো বচনাৎ ॥৪।২।১৬॥

সূত্রার্থ—[বিদ্বৎকলালয়ঃ কিম্ অবিদুষঃ ইব অনাত্যন্তিকঃ, উত আত্যন্তিকঃ, ইতি সন্দেহে; অনাত্যন্তিকঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **অবিভাগঃ**—বিদ্বৎকলানাং ব্রহ্মণা সহ অত্যন্তম্ অবিভাগঃ এব, [ন সাবশেষঃ লয়ঃ। কুতঃ?] **বচনাৎ**—প্রশ্নোপনিষদি কলানাং লয়োক্ত্যনন্তরং "ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে" (প্রশ্নঃ ৬।৫) ইতি কলানাং পুরুষে লয়ম্ উক্ত্বা "সঃ এষঃ অকলঃ অমৃতঃ ভবতি" (ঐ) ইতি বচনাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[নির্গুণব্রহ্মবিদের কলাসকলের (—শরীরত্রয়ের) বিলয় কি অজ্ঞানীর ন্যায় অনাত্যন্তিক (—সাবশেষ), অথবা আত্যন্তিক (—নিরবশেষ), এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'সাবশেষ', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **অবিভাগঃ**—ব্রহ্মের সহিত নির্গুণব্রহ্মবিদের কলাসকলের অবশ্যই অত্যন্ত অবিভাগ হইয়া থাকে, [সাবশেষ লয় নহে (—কিছুই অবশিষ্ট থাকে না)। তাহাতে প্রমাণ কি? উত্তর—] **বচনাৎ**—যেহেতু প্রশ্নোপনিষদে কলাসকলের লয় বর্ণনার অনন্তর "ইহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয়", এইপ্রকারে কলাসকলের পুরুষে লয় বর্ণনার অনন্তর "সেই ইনি কলাবিহীন ও অমৃতস্বরূপ হন", এইপ্রকার শ্রুতিবচন আছে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

সঃ পুনঃ বিদুষঃ কলাপ্রলয়ঃ কিম্ ইতরেষাম্ ইব সাবশেষঃ ভবতি, আহোস্বিৎ নিরবশেষঃ ইতি।১ তত্র প্র(বি)লয়সামান্যাৎ শক্ত্যবশেষতাপ্রসক্তৌ ব্রবীতি—অবিভাগাপত্তিঃ এব ইতি।২ কুতঃ?৩ বচনাৎ।৪ তথাহি—কলাপ্রলয়ম্ উক্ত্বা বক্তি—"ভিদ্যেতে

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—যুক্তি ও শ্রুতার্থাপত্তিপুষ্ট শ্রুতিপ্রমাণবলে নির্গুণব্রহ্মবিদের কলাসকলের নিঃশেষে বিলয়।]

আর বিদ্বানের (—নির্গুণব্রহ্মবিদের সেই কলাসকলের প্রলয় (—শরীরত্রয়ের নাশ) কি অপরের (—অজ্ঞের) ন্যায় সাবশেষ হয়, অথবা নিরবশেষ?১ সেই বিষয়ে [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—জীবের উৎক্রান্তি ও সুষুপ্তির ন্যায়, অথবা কল্পান্তে পৃথিব্যাদির প্রলয়ের ন্যায়] অবিশেষভাবে প্রলয় হওয়ায় [পুনরুৎপত্তির অনুকূল] শক্তি অবশিষ্ট থাকে, এইপ্রকার প্রাপ্ত হইয়া পড়িলে (১), [সিদ্ধান্তী] বলিতেছেন—অবশ্যই অবিভাগের প্রাপ্তি হইয়া পড়ে (—পরব্রহ্মে নিঃশেষে বিলীন হইয়া

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষী এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন—"নির্গুণব্রহ্মবিদঃ ব্রহ্মণি কলাবিলয়ঃ সাবশেষঃ, কলাবিলয়ত্বাৎ উৎক্রান্তিকালীনকলাবিলয়বৎ, সুষুপ্তিবৎ বা"। অভিপ্রায়

শাঙ্করভাষ্যম্

চাষাং * নামরূপে, পুরুষঃ ইতি এবং প্রোচ্যতে, সঃ এষঃ অকলঃ অমৃতঃ ভবতি" (প্রশ্ন ৬।৫) ইতি ।৫ অবিদ্যানিমিত্তানাং চ কলানাং ন বিদ্যানিমিত্তে প্রলয়ে সাবশেষত্বোপপত্তিঃ ।৬ তস্মাৎ অবিভাগঃ এব ইতি ।৭॥৪।২।১৬॥ ইতি অষ্টমম্ অবিভাগাধিকরণম্ ।

* 'তাসাং' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

যায়) ইত্যাদি ।২ তাহাতে প্রমাণ কি ?৩ [উত্তরে পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানে শ্রুতি-বিরোধ প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু শ্রুতিবচন আছে ।৪ [ইহা বিবৃত করিতে-ছেন—] যেমন দেখ, কলাসকলের প্রলয়ের কথা বলিয়া [শ্রুতি] বলিতেছেন— "আর ইহাদের (—কলাসকলের) নাম ও রূপ বিলীন হইয়া যায় ; [পুনরুৎপত্তির অনুকূল শক্ত্যাত্মকরূপেও তাহারা অবস্থান করে না, যেহেতু যাঁহাতে তাহারা বিলীন হয়, অধিষ্ঠানভূত সেই অবিনাশী বস্তুটী ব্রহ্মবিদ্‌গণকর্তৃক] 'পুরুষ', এইরূপে কথিত হন, [যাঁহার কলাসকলের এইপ্রকারে বিলয় হয়], তিনি কলাতীত (—শরীরত্রয়-রহিত) ও অমৃতস্বরূপ হন", ইত্যাদি ৫ [পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানে যুক্তিবিরোধ প্রদর্শন করিতেছেন—] অবিদ্যা যাহাদের কারণ, সেই কলাসকলের [ব্রহ্ম-] বিদ্যানিমিত্ত প্রলয় হইলে [রজ্জুজ্ঞানে রজ্জুসর্পের ন্যায়, তাহাদের] সাবশেষতা (—শক্তিরূপেও অবস্থিতি) যুক্তিযুক্ত নহে (২) ।৬ সেইহেতু (—পূর্ব্ববাদীর অনুমান শ্রুতার্থাপত্তি-পুষ্ট শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা বাধিত হওয়ায়, কলাসকলের] অবশ্যই [ব্রহ্মের সহিত] অবিভাগ হইয়া থাকে, [কারণ "কল্পিত বস্তুর নাশ হইলে অধিষ্ঠানই অবশিষ্ট থাকে"] ।৭॥৪।২।১৬॥ অবিভাগাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

ভাবদীপিকা

এই—প্রলয়ের পর যেমন পৃথিবী প্রভৃতি পুনরায় প্রাদুর্ভূত হয়, সুষুপ্তির পর জীবের ইন্দ্রিয়াদি যেমন পুনরায় প্রাদুর্ভূত হয়, উৎক্রমণকালে লিঙ্গশরীর এবং তেজঃশব্দোপলক্ষিত সূক্ষ্মশরীর পরমাত্মাতে বিলীন হইলেও যথাক্রমে মার্গে গতিকালে ও জন্মান্তর গ্রহণকালে যেমন সেই সূক্ষ্মশরীর ও লিঙ্গশরীরের পুনরায় প্রাদুর্ভাব হয় ; নির্গুণব্রহ্মবিদের কলাসকলও তদ্রূপ পুনরায় ব্রহ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত হইবে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

(২) সিদ্ধান্তিকর্তৃক প্রদর্শিত শ্রুতিবাক্যের সমর্থকরূপে এখানে শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণও আছে, যথা—নির্গুণব্রহ্মবিদের কলাসকল শক্ত্যবশেষরূপে বিলীন হইলে তাঁহার পুনরায় জন্ম হইয়া পড়িবে, ফলে "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" (ছাঃ ৭।১।৩), "অকলঃ অমৃতঃ ভবতি" (প্রশ্ন ৬।৫),ইত্যাদি মোক্ষ প্রতিপাদিকা শ্রুতিসকল ব্যর্থ হইয়া পড়িবেন। সেইহেতু উক্ত শ্রুতিবাক্য-সকল অন্যথা অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া কলাসকলের নিঃশেষে বিলয়ই অঙ্গীকার করিতে হইবে। রাত্রিভোজন ব্যতিরেকে দিবসে অভোজী দেবদত্তের স্থূলত্ব যেমন উপপন্ন হয় না, তদ্রূপ নির্গুণব্রহ্মবিদের কলাসকলের নিঃশেষে বিলয় ব্যতিরেকে তাঁহার মোক্ষও উপপন্ন হয় না ইহাই ভাব। অবিভাগাধিকরণ সমাপ্ত।

৯। তদোকোঽধিকরণম্। [১৭ সূত্র]

[তদোকোঽগ্রাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—সগুণব্রহ্মবিদের সুষুম্নানাড়ীদ্বারে উৎক্রমণ।

অধিকরণসঙ্গতি—অসৃত্যুপক্রমাধিকরণে (৪।২।৪ অধিঃ) সগুণব্রহ্মবিদ্গণের (—সগুণপরব্রহ্মবিদ্ ও অপরব্রহ্মবিদ্গণের) উৎক্রমণ দেবযানমার্গারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অজ্ঞের উৎক্রমণের ন্যায় সমান, ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তাহার ন্যায় দেবযানমার্গের প্রারম্ভেও তাহা সমানই হইবে; কারণ "হৃদয়স্য অগ্রং প্রদ্যোততে" (বৃঃ ৪।৪।২) ইত্যাদি শ্রুতিতে হৃদয়াগ্রের প্রদ্যোতন প্রভৃতি ব্যাপারসকল সগুণব্রহ্মবিৎ ও অব্রহ্মবিৎ, এই উভয়ের পক্ষেই সমানভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এইপ্রকারে অসৃত্যুপক্রমাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

অবিশেষো বিশেষো বা স্যাদুৎক্রান্তেরুপাসিতুঃ।
হৃৎপ্রদ্যোতনসাম্যোক্তেরবিশেষোঽন্যনির্গমাৎ ॥
মূর্ধন্যয়ৈব নাড্যাঽসৌ ব্রজেন্নাড়ীবিচিন্তনাৎ।
বিদ্যাসামর্থ্যতশ্চাপি বিশেষোঽস্ত্যন্যনির্গমাৎ ॥

অন্বয়—উপাসিতুঃ উৎক্রান্তেঃ অবিশেষঃ স্যাৎ, বিশেষঃ বা? হৃৎপ্রদ্যোতনসাম্যোক্তেঃ অন্যনির্গমাৎ অবিশেষঃ নাড়ীবিচিন্তনাৎ বিদ্যাসামর্থ্যতঃ চ অপি অসৌ মূর্ধন্যয়া এব নাড্যা ব্রজেৎ। অন্যনির্গমাৎ বিশেষঃ অস্তি।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[সগুণব্রহ্মবিদঃ উৎক্রান্তিঃ অত্র বিষয়ঃ। উপাসকস্য যা ইয়ম্ উৎক্রান্তিঃ, সা ইতরোৎক্রান্ত্যা মর্গোপক্রমপর্য্যন্তং সমা ইতি উক্তম্। পরন্তু মার্গোপক্রমে "চক্ষুষ্টঃ বা···অন্যেভ্যঃ বা শরীরদেশেভ্যঃ" (বৃঃ ৪।৪।২), ইতি দ্বারানিয়মশ্রুতেঃ, "তয়া ঊর্ধ্বম্ আয়ন্ অমৃতত্বম্ এতি" (ছাঃ ৮।৬।৬) ইতি বিশেষশ্রুতেশ্চ ভবতি সংশয়ঃ—] উপাসিতুঃ উৎক্রান্তেঃ [ইতরোৎক্রান্ত্যা] অবিশেষঃ স্যাৎ, বিশেষঃ বা?

পূর্ব্বপক্ষ—["বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইতি ক্রমেণ সজীবং লিঙ্গশরীরং শক্ত্যবশেষং পরমাত্মনি যদা লীয়তে, তদা পূর্ব্বজন্ম সমাপ্তং ভবতি। অথ জন্মান্তরায় তল্লিঙ্গং পুনঃ হৃদয়ে প্রাদুর্ভবতি। তস্মিন্ অবসরে হৃদয়াগ্রে অবস্থিতস্য লিঙ্গস্য গন্তব্যভাবিজন্মালোচকাত্মকঃ অন্তঃপ্রত্যয়রূপেন লোকে প্রসিদ্ধঃ কশ্চিৎ প্রদ্যোতঃ ভবতি। তেন যুক্তঃ সন্ নাড়ীভ্যঃ নির্গচ্ছতি ইতি এতানি "তস্য হ এতস্য হৃদয়স্য অগ্রং প্রদ্যোততে" (বৃঃ ৪।৪।২) ইত্যাদিশ্রুতৌ অবগম্যন্তে। এতচ্চ সর্ব্বেষাং সমানম্। অতঃ] হৃৎপ্রদ্যোতনসাম্যোক্তেঃ [সগুণব্রহ্মবিদুষঃ নির্গমনস্য] অন্যনির্গমাৎ অবিশেষঃ [ভবতি]।

সিদ্ধান্ত—নাড়ীবিচিন্তনাৎ [সগুণব্রহ্ম-] বিদ্যাসামর্থ্যতঃ [ঈশ্বরানুগ্রহাৎ] চ অপি অসৌ [সগুণব্রহ্মবিদ্] মূর্ধন্যয়া এব নাড্যা ব্রজেৎ; [ইতরাভ্যঃ এব নাড়ীভ্যঃ ইতরে। "তয়োর্দ্ধ্বমায়ন্ অমৃতত্বম্ এতি, বিষ্বঙ্ঙন্যাঃ উৎক্রমণে ভবন্তি" (ছাঃ ৮।৬।৬) ইতি শ্রুত্যন্তরে চ অয়ম্ অর্থঃ স্পষ্টম্ এব গম্যতে। তস্মাৎ) অন্যনির্গমাৎ [সগুণব্রহ্মবিদঃ নির্গমনস্য] বিশেষঃ অস্তি।

অনুবাদ

সংশয়—[সগুণব্রহ্মবিদের (—সগুণপরব্রহ্মবিৎ ও অপরব্রহ্মবিদের) উৎক্রান্তি এখানে বিষয়। উপাসকের এই যে উৎক্রান্তি, তাহা দেবযানমার্গারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অপরের

(—অজ্ঞের) উৎক্রান্তির সহিত সমান, ইহা [৪।২।৪ অধিকরণে] বর্ণিত হইয়াছে। পরন্তু মার্গারম্ভের প্রারম্ভে "চক্ষু হইতে, অথবা অন্য শরীরাংশ হইতে", এইপ্রকারে [নির্গমন-] দ্বারের অনিয়ম শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় এবং "তদবলম্বনে উর্ধ্বে গমনকরতঃ অমৃতত্ব লাভ করেন", এইপ্রকার বিশেষ শ্রুতি থাকায় সংশয় হইতেছে—] উপাসকের উৎক্রান্তির [অপরের উৎক্রান্তির সহিত] বিশেষ (—প্রভেদ) নাই, অথবা বিশেষ আছে? (—অজ্ঞের ন্যায় সুষুম্না-ব্যতিরিক্ত যে কোন নাড়ীদ্বারাবলম্বনে তাঁহার উৎক্রমণ হয়, অথবা সুষুম্না নাড়ীদ্বারেই হয়)?

পূর্ব্বপক্ষ—["বাগিন্দ্রিয় মনে বিলীন হয়", এই ক্রমানুসারে [পুনর্জ্জন্মের অনুকূল] শক্তির অবশেষযুক্ত লিঙ্গশরীর যখন জীবসহ পরমাত্মাতে বিলীন হয়, তখন [জীবের] পূর্ব্ব জন্ম সমাপ্ত হয় *। অনন্তর জন্মান্তরের জন্য সেই লিঙ্গশরীর পুনরায় হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হয়। সেই অবসরে হৃদয়ের অগ্রভাগে (—নির্গমনদ্বারভূত নাড়ীমুখে) অবস্থিত লিঙ্গশরীরের প্রাপ্তব্য ভাবি-জন্মবিষয়ক আলোচনজ্ঞানাত্মক (২।২১৯ পৃঃ) লোকমধ্যে অন্ত্যপ্রত্যয়রূপে প্রসিদ্ধ একপ্রকার প্রদ্যোত হইয়া থাকে। তাহার সহিত যুক্ত হইয়া [সেই সজীব লিঙ্গশরীর] নাড়ীসকলের দ্বারা নির্গত হয়, ইত্যাদি এই সকল "সেই ইঁহার হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রদ্যোতিত হয়", ইত্যাদি শ্রুতিতে অবগত হওয়া যায়। আর ইহা সকলের পক্ষে সমান। অতএব] হৃদয়ের প্রদ্যোতনের সমতা বর্ণিত হওয়ায় [সগুণব্রহ্মবিদের নির্গমন] অপরের নির্গমন হইতে অভিন্ন হইয়া থাকে।

সিদ্ধান্ত—[উপাসনাভ্যাসকালে সুষুম্না] নাড়ীর চিন্তা এবং [সগুণব্রহ্ম-] বিদ্যার সামর্থ্য [ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ] বশতঃও সেই [সগুণব্রহ্মবিদ্] মূর্ধন্য (—সুষুম্না) নাড়ীদ্বারাই গমন করে; [অপরে অন্যান্য নাড়ীসকলদ্বারেই গমন করে। আর "তদবলম্বনে উর্ধ্বে গমন-করতঃ অমৃতত্ব লাভ করেন, বিভিন্নদিগ্‌গামী অন্য নাড়ীসকল উৎক্রমণের জন্য [পরিগৃহীত] হইয়া থাকে", এই অন্য শ্রুতিতে এই অর্থ স্পষ্টই অবগত হওয়া যাইতেছে। সেইহেতু] অজ্ঞের (—অজ্ঞ জীবের) নির্গমন হইতে [সগুণব্রহ্মবিদের নির্গমনের] প্রভেদ আছে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, সগুণব্রহ্মবিদের উৎকৃষ্টতা অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে—তাহা সিদ্ধ হয়।

তদোকোগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যা-ত্তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ॥৪।২।১৭॥

পদচ্ছেদ—তদোকোগ্রজ্বলনম্, তৎপ্রকাশিতদ্বারঃ, বিদ্যাসামর্থ্যাৎ, তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাৎ, চ, হার্দ্দানুগৃহীতঃ, শতাধিকয়া।

সূত্রার্থ—[আসৃত্যুপক্রমাধিকরণে (৪।২।৪) সগুণব্রহ্মবিদাম্ অবিদুষাং চ মার্গাৎ প্রাক্ সমানা উৎক্রান্তিঃ ইতি উক্তম্। তত্র সগুণব্রহ্মবিৎ কিম্ অবিদুষঃ ইব যেন কেনচিৎ দ্বারেণ নিষ্ক্রামতি, উত মূর্ধন্যয়া ইতি বিশয়ে, যেন কেনচিৎ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—]

তদোকোগ্রজ্বলনম্—'তস্য'—লীনবৃত্তিকবাগাদিসমুদায়স্য উৎক্রমিষ্যতঃ জীবস্য, 'ওকঃ'—আয়তনং হৃদয়ম্, তস্য যদ্ 'অগ্রম্'—নাড়ীমুখম্ নির্গমনদ্বারম্, তস্য জ্বলনম্'—তত্র আগতস্য জীবস্য প্রাপ্তব্যজ্ঞানরূপং প্রদ্যোতনম্ [স্বপ্নকালে ইব আদৌ ভবতি]। তৎ-

* এই বিষয়ে ৪।২।৪ অধিকরণোক্ত বিরোধ এবং তাহার সমাধান ৪।২।১০ অধিঃ ১ ভাবদীঃ পাদটীকাতে দ্রষ্টব্য।

প্রকাশিতদ্বারঃ—'তেন' প্রদ্যোতেন, 'প্রকাশিতদ্বারঃ'—প্রকাশিতনির্গমনমার্গঃ [বিদ্বান-বিদ্বাংশ্চ ভবতি। তত্র অবিদ্বান্ স্থানান্তরেভ্যঃ নিষ্ক্রামতি, বিদ্বান্ তু মূর্ধস্থানাৎ এব। কুতঃ ?] **বিদ্যাসামর্থ্যাৎ**—সগুণব্রহ্মবিদ্যাসামর্থ্যাৎ। [যদি বিদ্বান্ অপি ইতরবৎ স্থানান্তরেভ্যঃ নিষ্ক্রামেৎ, নৈব উৎকৃষ্টং ফলং লভেত। ননু স্থানান্তরেভ্যঃ অপি উৎক্রামন্ উৎকৃষ্টং ফলম্ আপ্নুয়াৎ ইতি চেৎ ? ন ইতি আহ], **তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতি-যোগাৎ**—'তস্যাঃ' সগুণব্রহ্মবিদ্যায়াঃ, 'শেষভূতা'—অঙ্গভূতা যা 'গতিঃ'—মূর্ধন্যনাড়ীস্থিতিঃ, তস্যাঃ 'অনুস্মৃতিঃ'—ধ্যানং, 'তদ্‌যোগাৎ'—শ্রুতৌ তদ্বিধানাৎ। **চকারঃ**—সগুণব্রহ্মবিদঃ এবংবিধং সামর্থ্যম্ অনাক্ষেপ্যম্ আহ। [যদি স্থানান্তরেভ্যঃ নিষ্ক্রামতঃ অপি বিশিষ্টফল-প্রাপ্তিঃ স্যাৎ, তর্হি বিশিষ্টগতিচিন্তাবিধানং ব্যর্থম্ এব স্যাৎ। অতঃ] **হার্দ্দানুগৃহীতঃ**—[দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারৈঃ দৃঢ়ম্ আসেবিতেন] 'হার্দ্দেন'—হৃদয়স্থিতেন ব্রহ্মণা 'অনু-গৃহীতঃ'—লব্ধেশ্বরানুগ্রহঃ বিদ্বান্ তদ্ভাবাপন্নঃ, **শতাধিকয়া**—একাধিকশততময়া মূর্ধন্যয়া এব নাড্যা [নিষ্ক্রামতি ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—"শতং চ একা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ, তাসাং মূর্ধানম্ অভিনিঃসৃতা একা, তয়া উর্ধ্বম্ আয়ন্ অমৃতত্বম্ এতি" (ছাঃ ৮।৬।৬), ইতি]।

অনুবাদ—[আসৃত্যুপক্রমাধিকরণে সগুণব্রহ্মবিদের (—সগুণপরব্রহ্মবিদ্ ও অপর-ব্রহ্মবিদের) এবং অবিদ্বানের দেবযানমার্গারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উৎক্রান্তি সমান, ইহা কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সগুণব্রহ্মবিৎ কি অবিদ্বানের ন্যায় যে কোন দ্বারাবলম্বনে নিষ্ক্রান্ত হন, অথবা মূর্ধন্য (—সুষুম্না) নাড়ীদ্বারে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; 'যে কোন দ্বারাবলম্বনে', ইহা পূর্ব্ব-পক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তদোকোগ্রজ্বলনম্**—'তস্য'—যাঁহার বাগাদি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বিলীন হইয়াছে, সেই উৎক্রমণাভিলাষী জীবের, 'ওকঃ'—যে হৃদয়রূপ আশ্রয়, তাহার যাহা 'অগ্রম্'—নির্গমনের দ্বারভূত নাড়ীমুখ (বৃঃ ৪।৪।২ ভাষ্য), তাহার 'জ্বলনম্'—সেই স্থলে আগত জীবের [ভাবিজন্মে] প্রাপ্তব্যবিষয়ক জ্ঞানরূপ প্রদ্যোতন, [স্বপ্নকালীন বিষয়ানুভবের ন্যায় প্রথমে হয়]। 'সেই' প্রদ্যোতের দ্বারা **প্রকাশিতদ্বারঃ**—[বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের] নির্গমনমার্গ প্রকাশিত হয়। [তন্মধ্যে অবিদ্বান্ অন্য স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, বিদ্বান্ (—সগুণ ব্রহ্মবিৎ) কিন্তু মূর্ধস্থান (—ব্রহ্মরন্ধ্র) হইতেই নির্গত হন। তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **বিদ্যাসামর্থ্যাৎ**—যেহেতু সগুণব্রহ্মবিদ্যার তাদৃশ সামর্থ্য আছে। [যদি ব্রহ্মবিদও অপরের ন্যায় [শরীরের] অন্য স্থান হইতে নিক্রমণ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে পারিবেন না। কিন্তু অন্য স্থান হইতেও যিনি উৎক্রমণ করেন, তাঁহারও উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্তি হইবে, এইপ্রকার যদি বলা হয় ? তদুত্তরে [সিদ্ধান্তী ইহা বলিতেছেন—না], **তচ্ছেষ-গত্যনুস্মৃতিযোগাৎ**—যেহেতু 'তস্যাঃ'—সেই সগুণব্রহ্মবিদ্যার 'শেষভূতা'—অঙ্গভূতা যে 'গতিঃ'—সুষুম্নানাড়ীদ্বারে গমন, তাহার যে 'অনুস্মৃতিঃ'—ধ্যান, **যোগাৎ**—শ্রুতিতে তাহার বিধান আছে। **চকারটী**—সগুণব্রহ্মবিদের এতাদৃশ সামর্থ্য আক্ষেপের যোগ্য নহে, ইহা বলি-তেছে। [অন্য স্থান হইতে যিনি নিক্রমণ করেন, তাঁহারও যদি [ব্রহ্মলোকরূপ] বিশিষ্ট ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে [শ্রুতিতে] বিশিষ্ট গতিবিষয়ক চিন্তার (—দেবযানমার্গে গতিবিষয়ক ধ্যানের) বিধান ব্যর্থই হইয়া পড়িবে। সেইহেতু] **হার্দ্দানুগৃহীতঃ**—[দীর্ঘকাল অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রদ্ধাসহকারে দৃঢ়ভাবে উপাসিত] 'হার্দ্দেন'—হৃদয়স্থিত ব্রহ্মকর্ত্তৃক, 'অনুগৃহীত'—লব্ধ-ঈশ্বরানুগ্রহ বিদ্বান্ তদ্ভাবাপন্ন হইয়া, **শতাধিকয়া**—একাধিক শততম সুষুম্নানাড়ীদ্বারেই

[নিষ্ক্রমণ করেন, ইহাই ভাব। শ্রুতিও তাহাই বলেন—"হৃদয়ের একশত একটী নাড়ী আছে, তাহাদের মধ্যে একটী ব্রহ্মরন্ধ্রকে ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে, তাহার দ্বারা ঊর্দ্ধে গমনকরতঃ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি]।

শাঙ্করভাষ্যম্

সমাপ্তা প্রাসঙ্গিকী পরবিদ্যাগতা চিন্তা।১ সম্প্রতি তু অপরবিদ্যাবিষয়াম্ এব চিন্তাম্ অনুবর্ত্তয়তি।২ 'সমানা চ আসৃত্যুপক্রমাৎ' বিদ্বদবিদুষোঃ উৎক্রান্তিঃ ইতি উক্তম্।৩ তম্ ইদানীং সৃত্যুপক্রমং দর্শয়তি।৪ তস্য উপসংহৃতবাগাদিকলাপস্য উচ্চিক্রমিষতঃ বিজ্ঞানাত্মনঃ ওকঃ আয়তনং হৃদয়ম্, "সঃ এতাঃ তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানঃ হৃদয়ম্ এব অন্ববক্রামতি" (বৃঃ ৪।৪।১) ইতি শ্রুতেঃ।৫ তদগ্রপ্রজ্বলনপূর্ব্বিকা চক্ষুরাদিস্থানাপাদানা চ

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়—জীবের উৎক্রমণক্রম। সেই বিষয়ে সংশয়।]

পরবিদ্যাবিষয়ক (—নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক) প্রাসঙ্গিক চিন্তা (—বিচার) সমাপ্ত হইল।১ এক্ষণে কিন্তু অপরবিদ্যাবিষয়ক (—নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যাভিন্ন সগুণপরব্রহ্মবিদ্যা ও অপরব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি দেবযানপ্রাপক বিদ্যাবিষয়ক) চিন্তাকেই [ভগবান্ সূত্রকার] অনুসরণ করিতেছেন।২ 'সৃতির' (—দেবযানমার্গের) আরম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের উৎক্রান্তি সমান, ইহা [৪।২।৪ অধিকরণে] বলা হইয়াছে।৩ এক্ষণে সেই সৃতির (—দেবযানমার্গের) উপক্রম (—প্রারম্ভ) প্রদর্শন করিতেছেন।৪ যাঁহার বাগাদি ইন্দ্রিয়সকল উপসংহৃত হইয়াছে, সেই উৎক্রমণাভিলাষী বিজ্ঞানাত্মার (—বুদ্ধ্যুপাধিক, অর্থাৎ লিঙ্গশরীরোপাধিক জীবাত্মার) 'ওক' অর্থাৎ আয়তন (—আশ্রয়স্থান) হয় 'হৃদয়', যেহেতু "তিনি (—জীব) এই তেজোমাত্রাসকলকে (—রূপাদির প্রকাশক তেজঃ প্রভৃতির অংশভূত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলকে) সম্যগ্রূপে গ্রহণকরতঃ হৃদয়েই (১) আগমন করেন", এইপ্রকার শ্রুতি আছে।৫ [আচ্ছা, 'হৃদয়' না হয় উৎক্রমণকারী জীবের আশ্রয় হইল, তাহাতে উৎক্রমণের কি হইল? উত্তর—] তাহার (—হৃদয়ের) অগ্রজ্বলন-

ভাবদীপিকা [হৃদয় পদার্থের পরিচয়]

(১) এই হৃদয় কি পদার্থ, তাহা চিন্তনীয়। ইহা কি প্রসিদ্ধ হৃৎপিণ্ড (Heart), অথবা মেরুদণ্ডমধ্যস্থ অনাহত, বা অন্য কোন নাড়ীচক্র? শাস্ত্রে ইহা 'হৃদয়পুণ্ডরীক', 'হৃদয়পদ্ম' ইত্যাদি নামে এবং তন্মধ্যস্থ আকাশ 'হৃদয়াকাশ', 'দহরাকাশ' ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে (ছাঃ ৮।১)। ছাঃ ৮।৬।৬ ভাষ্যে "হৃদয়স্য মাংসপিণ্ডভূতস্য", এইপ্রকার শব্দপ্রয়োগ দৃষ্টে মনে হয়—ইহা প্রসিদ্ধ 'হৃৎপিণ্ড'। কিন্তু এই অধিকরণের ব্রহ্মবিদ্যাভরণে "হৃদয়পুণ্ডরীকং চ অধোমুখনাড়ীচক্রপর্য্যন্তমূর্দ্ধাভিমুখায়াশ্চ ব্রহ্মনাড্যা", "নাভিচক্রলগ্নাং মূর্দ্ধন্যনাড়ীম্", "মূর্দ্ধদেশপর্য্যন্তং হি ব্রহ্মনাড়ী" ইত্যাদিপ্রকার আলোচনা দৃষ্টে মনে হয়—হৃৎপিণ্ডরূপ মাংসখণ্ডোপলক্ষিত যে তৎ সমীপবর্ত্তী মেরুদণ্ডমধ্যবর্ত্তী অনাহত, বা তৎসন্নিহিত অষ্টদলাদি অন্য

শাঙ্করভাষ্যম্

উৎক্রান্তিঃ শ্রূয়তে—"তস্য হ এতস্য হৃদয়স্য অগ্রং প্রদ্যোততে, তেন প্রদ্যোতেন এষঃ আত্মা নিষ্ক্রামতি, চক্ষুষ্টঃ বা মূর্দ্ধ্নঃ বা অন্যেভ্যঃ বা শরীরদেশেভ্যঃ" (বৃ: ৪।৪।২ , ইতি ।৬ সা ;কিম্ অনিয়মেন এব বিদ্বদবিদুষোঃ ভবতি, অথ অস্তি কশ্চিৎ বিদুষঃ বিশেষনিয়মঃ ইতি বিচিকিৎসায়াং শ্রুত্যবিশেষাৎ অনিয়মপ্রাপ্তৌ

ভাষ্যানুবাদ [১৯০ পৃঃ]

পূর্ব্বিকা (—পূর্ব্বে হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রজ্বলিত হইলে) চক্ষুরাদি স্থানরূপ অপাদানা (—চক্ষুরাদি স্থানরূপ অপাদান হইতে) উৎক্রান্তি শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে, যথা—"সেই এই হৃদয়ের অগ্রভাগ (— নির্গমনের দ্বারভূত নাড়ীমুখ) প্রদ্যোতিত (২) হয়, সেই প্রদ্যোতের দ্বারা [কারণ লিঙ্গ ও সূক্ষ্মশরীরোপাধি] এই [জীব-] আত্মা চক্ষু হইতে, অথবা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে, অথবা শরীরের অন্য কোন অংশ হইতে নির্গত হন", ইত্যাদি ।৬ তাহা (—সেই উৎক্রমণ) কি বিদ্বান্ (—সগুণব্রহ্মবিৎ) ও অবিদ্বানের অনিয়তভাবেই [যে কোন নাড়ীদ্বারাবলম্বনে] হয়, অথবা বিদ্বানের কোন বিশেষ নিয়ম আছে (—কোন বিশেষ নাড়ীদ্বারাবলম্বনে হয়) এইপ্রকার সন্দেহ হইলে—

ভাবদীপিকা

নাড়ীচক্র, তাহাই শাস্ত্রোক্ত 'হৃদয়' পদার্থ। শিষ্যের নিকট তাহার অবস্থান নির্দ্দেশের জন্য ছান্দোগ্যভাষ্যে 'মাংসপিণ্ডাত্মক হৃদয়শব্দ' ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনাদ্বারা এই পক্ষই সমর্থিত হয়। সাধকগণের সম্প্রদায়পরম্পরাগত শিক্ষাও এইপ্রকারই।

[হৃদয়াগ্রের প্রদ্যোত ও সবিজ্ঞান শব্দের অর্থ। তৎপূর্ব্বক উৎক্রমণ প্রক্রিয়া]

(২) **হৃদয়ের প্রদ্যোতন** বলিতে কি বুঝায়, তাহা অনুধাবনযোগ্য। ৪।৪।২ বৃহদারণ্যকভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"অগ্রং নাড়ীমুখং নির্গমনদ্বারং প্রদ্যোততে স্বপ্নকালে ইব স্বেন ভাসা", "তেন প্রদ্যোতেন হৃদয়াগ্রপ্রকাশেন", ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা প্রদ্যোত ও হৃদয়াগ্রপ্রকাশন কি পদার্থ, তাহা ঠিক পরিস্ফুট হইতেছে না। ইহার পরিস্ফুটিপ্রসঙ্গে পূজ্যপাদ বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—"ভাবিলোকাত্মিকা যাহস্য প্রত্যক্চৈতন্যবিম্বিতা বাসনৈবাত্মনঃ প্রোক্তা প্রদ্যোতবচসা স্ফুটম্" ॥ (বৃ: ভাষ্যবার্ত্তিক ৪।৪।১৮)। ইহা হইতে প্রতিভাত হয়—মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রাপ্তব্য ভাবি জন্ম ও তজ্জন্মে প্রাপ্তব্য ভোগবিষয়ক সংস্কারাত্মক সামান্য জ্ঞানই প্রদ্যোত। স্বপ্নকালিক সংস্কারাদিজন্য জ্ঞানের ন্যায় সেই জ্ঞান সাক্ষিভাস্য। বৃহদারণ্যক বার্ত্তিকসারে (৪।৪।২।২৫) পূজ্যপাদ বিদ্যারণ্যস্বামী এইপ্রকার অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—"ভাবিদেহাত্মনা যাহস্য প্রত্যক্চৈতন্যবিম্বিতা। বাসনৈবাত্মনঃ সৈষা প্রদ্যোতবচসোচ্যতে ॥ এই সকল বার্ত্তিকগ্রন্থানুসরণকরতঃ ঋজুপ্রভাকার বলিয়াছেন—"ভাবিফলস্ফুরণং প্রদ্যোতাখ্যম্"। ন্যায়নির্ণয়কার বলিয়াছেন—"অদৃষ্টাক্ষিপ্তং প্রতিপত্তব্যং জ্ঞানং প্রদ্যোতঃ"। কল্পতরুকার বলিয়াছেন—"প্রদ্যোতনং কর্ম্মবশাৎ ভবিষ্যৎফলপ্রকাশঃ", ইত্যাদি। বেদান্তসূত্রমুক্তাবলীকার কিন্তু বলিয়াছেন—"প্রদ্যোতনং চ অগ্রাবচ্ছেদেন তত্তদ্দ্বারকরণকোৎক্রান্ত্যনুকূলপ্রাণাদিবৃত্তিঃ", অর্থাৎ 'অগ্রাবচ্ছেদে—নির্গমনের দ্বারভূত নাড়ীমুখে, আগত জীবের যে স্বকর্ম্মবশে তত্তদ্দ্বারে

ভাবদীপিকা [প্রদ্যোত ও বিজ্ঞানপূর্ব্বক উৎক্রমণ]

উৎক্রান্তির অনুকূল প্রাণাদির ক্রিয়া, ইহাই প্রদ্যোত'। বার্ত্তিকবিরুদ্ধ হওয়ায় এবং প্রাণ পূর্ব্বেই অধ্যক্ষে বিলীন (৪।২।৪ সূঃ) হওয়ায় এই ব্যাখ্যা কতটা সমীচীন, তাহা চিন্তনীয়। যাহাহউক্ উপসংহৃতকরণগ্রাম জীব যখন হৃদয়ে আগমন করেন, তখন স্বীয় কর্ম্মবশে তাঁহার যে ভাবী দেহ ও ভাবী ভোগাদিবিষয়ক স্বপ্নবৎ প্রদ্যোতাখ্য **সামান্য** জ্ঞান হয়, তাহার বলেই তদনুকূল উৎক্রমণনাড়ীদ্বার তাঁহার নিকট প্রকাশিত হয়। সেই নাড়ীমুখরূপদ্বারাবলম্বনে জীব হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া স্ব বিদ্যা ও কর্ম্মোচিত সুষুম্না বা অন্যান্য নাড়ীর মধ্যে আগমন করেন। এই বিষয়ে **বার্ত্তিক**বচন এই—"প্রদ্যোতেন যথোক্তেন প্রদ্যোতিতপথা কৃত-। কর্ম্মকার্য্যোঽথ **হৃদয়ান্নি**ষ্ক্রামতি যথাসুখম্" ॥ "আত্মা স্বকর্ম্মণোপাত্তং প্রদ্যোতেন যথোচি-তম্। লোকং পশ্যন্ **স্বহৃদয়ান্নি**ষ্ক্রামতি যথাযথম্" ॥ (বৃঃ বার্ত্তিক ৪।৪।৮০, ৮২)। যাঁহার সূর্য্যালোকে গমনযোগ্য কর্ম্ম ও উপাসনা থাকে, তিনি চক্ষুর্গামী নাড়ীদ্বারাবলম্বনে, যাঁহার ব্রহ্মলোকে গমনযোগ্য কর্ম্ম ও উপাসনা থাকে, তিনি ব্রহ্মরন্ধ্রগামী সুষুম্নানাড়ীদ্বারাবলম্বনে, "যাঁহারা অন্যান্য লোকে যাইবেন, তাঁহারা শরীরের অন্যান্য দ্বারগামী অন্যান্য নাড়ীদ্বারা-বলম্বনে **হৃদয় হইতে** সেই নাড়ীর মধ্যে নির্গত হন"। (ঐ ৮৩-৮৫)। অতঃপর **শরীর হইতে** নিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে তত্তৎ নাড়ীমধ্যস্থিত জীব **সবিজ্ঞান** হন। ভগবতী শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন—"সবিজ্ঞানো ভবতি, সবিজ্ঞানম্ এব অন্ববক্রামতি" (বৃঃ ৪।৪।২)। ভগবান্ ভাষ্যকার ইহার অর্থ করিয়াছেন—"স্বপ্নে ইব বিশেষবিজ্ঞানবান্ ভবতি কর্ম্মবশাৎ"। পূজ্য-পাদ **বার্ত্তিক**কার এই স্থলে বলিয়াছেন—"প্রত্যভিজ্ঞাত্মকং জ্ঞানং সংজ্ঞানমিতি ভণ্যতে।···স ততোদ্ভূতবিজ্ঞান আত্মা **দেহান্নি**গচ্ছতি" ॥ (বৃঃ বার্ত্তিক ৪।৪।৯৫-৯৬)। এই স্থলে **শাস্ত্র-প্রকা**শিকাকার বলিয়াছেন—"মরণাবস্থায়াম্ অপি প্রত্যুপস্থাপিতং 'দেবোঽস্মি' ইত্যাদ্যভিমা-নাত্মকং প্রত্যভিজ্ঞানম্ অত্র ইষ্টম্ ইত্যর্থঃ"। এতদ্দ্বারা ভাবি জন্মে জীবের প্রাপ্তব্য যে শরীর ও ভোগ, যথা "আমি দেবতা", "ইহা আমার ভোগ", ইত্যাদি এইপ্রকার যে **বিশেষ-**জ্ঞান নাড়ী মধ্যস্থ জীবের হইয়া থাকে, তাহাই **সবিজ্ঞান** হওয়া, এইপ্রকার অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। পূজ্যপাদ **বার্ত্তিক**কারও তাহাই স্পষ্ট বলিয়াছেন, যথা—"বিশেষজ্ঞান-সম্বন্ধঃ কর্ম্মনৈবাস্য হেতুনা।...তদাত্মভাবিবিজ্ঞানস্তদেবাতঃ নিগচ্ছতি"। (বৃঃ বার্ত্তিক ৪।৪।১০০-৪)। "তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা····অন্য আক্রমম্ আক্রম্য" (বৃঃ ৪।৪।৩), ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও ইহা সমর্থিত হয়। অতএব হৃদয় হইতে নির্গত, কিন্তু নাড়ীমধ্যস্থিত জীব প্রাপ্তব্য ভাবী দেহাদিবিষয়ক এইপ্রকার সবিজ্ঞান হইয়া (—বিশেষজ্ঞানযুক্ত হইয়া) দেহ হইতে নির্গত হন, ইহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু দেহ হইতে নির্গত হইলেই যে তাঁহার এইপ্রকার বিশেষজ্ঞান শেষ হইয়া যায়, তাহা নহে ; এইপ্রকার বিশেষজ্ঞানযুক্ত হইয়াই তিনি গন্তব্য স্থানে গমন করিতে থাকেন। ইহা "সঃ চ উৎক্রান্ত্যনন্তরং বিশেষজ্ঞানোদ্ভাসিতং গন্তব্যম্ অনুগচ্ছতি", ইত্যাদি **শাস্ত্র**প্রকাশিকাবচন (বৃঃ বার্ত্তিক ৪।৪।৯৩) হইতে অবগত হওয়া যায়। বৃঃ বার্ত্তিক-সারে পূজ্যপাদ **বিদ্যারণ্য** স্বামী বিষয়টী এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—"পুরা নাড়ী-বিশেষেণ নির্গন্তুং জ্ঞানমীরিতম্। গন্তুং লোকবিশেষোঽথ পুনর্বিজ্ঞানমীর্য্যতে। নির্গত্য নগর-দ্বারবিশেষাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বকম্। ততো গন্তব্যদেশস্য বিশেষশ্চিন্ত্যতে যথা" ॥ (৪।৪।২।৩৪-৩৫)।

[১৮৮ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

আচষ্টে—সমানে অপি হি বিদ্বদবিদুষোঃ হৃদয়াগ্রপ্রদ্যোতনে তৎপ্রকাশিতদ্বারত্বে চ মূর্ধস্থানাৎ এব বিদ্বান্ নিষ্ক্রামতি, স্থানান্তরেভ্যঃ তু ইতরে।৭ কুতঃ?৮ বিদ্যাসামর্থ্যাৎ।৯ যদি বিদ্বান্ অপি

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—যে কোন শরীরদ্বারাবলম্বনে সগুণব্রহ্মবিদের উৎক্রমণ।]

[পূর্বপক্ষীর মতে—] শ্রুতির অবিশেষবশতঃ (—বিদ্বান্ ও অজ্ঞের উৎক্রমণ-দ্বারবোধক বিশেষ শ্রুতিবাক্য না থাকায়) অনিয়মের প্রাপ্তি হইলে (৩),

[সিঃ—সগুণব্রহ্মবিৎ সুষুম্নানাড়ীদ্বারেই এবং অজ্ঞগণ অন্যান্য নাড়ীদ্বারে নিষ্ক্রান্ত হন।]

[সিদ্ধান্তী] বলিতেছেন—বিদ্বান্ (—সগুণব্রহ্মবিৎ) ও অবিদ্বানের হৃদয়াগ্রের প্রদ্যোতন এবং তাহার বলে [নির্গমনের] নাড়ীদ্বার প্রকাশিত হইলে বিদ্বান্ মূর্ধস্থান (—ব্রহ্মরন্ধ্র) হইতেই নিষ্ক্রান্ত হন, অপরে (—অজ্ঞ জন) কিন্তু অন্য স্থান হইতে 'নিষ্ক্রমণ করেন'।৭ [এইপ্রকার বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রতি] হেতু কি?৮ [উত্তর—] যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যার সামর্থ্য আছে ৯ [ব্যতিরেকমুখে ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—]

ভাবদীপিকা

ভাব এই—'পূর্বে "প্রদ্যোতশব্দে" ভাবিশরীর ও ভোগাদিবিষয়ক সামান্যজ্ঞানযুক্তের নাড়ীবিশেষদ্বারা হৃদয় হইতে নির্গমনবিষয়ক জ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে। সেই প্রদ্যোতের দ্বারা দর্শিতমার্গ জীব হৃদয় হইতে তত্তন্নাড়ীদ্বারাবলম্বনে নাড়ী মধ্যে নির্গত হন। অনন্তর নাড়ীমধ্যস্থ সেই জীবের গন্তব্য লোকাদিবিষয়ক বিশেষজ্ঞান * হইয়া থাকে, ইহাই 'বিজ্ঞান' শব্দে বর্ণিত হইতেছে। যেমন নগরের দ্বারবিশেষ হইতে পুরুষ 'অমুক প্রয়োজনে অমুক স্থানে যাইতে হইলে অমুকদ্বার হইতে নির্গত হইতে হইবে', এইপ্রকার সামান্য বুদ্ধিপূর্বক নির্গত হইয়া পরে গন্তব্য দেশবিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে করিতে গমন করে, যথা—অমুক অমুক গ্রাম পার হইয়া অমুকগ্রামে গিয়া অমুকের সহিত অমুক প্রয়োজনে দেখা করিতে হইবে, তাহার পর অমুক স্থানে যাইতে হইবে' ইত্যাদি, তদ্রূপ। এইপ্রকারে প্রদ্যোতযুক্ত ও সবিজ্ঞান হইয়া জীব তত্তৎ শরীরদ্বার হইতে নির্গত হন, ইহাই তত্রস্থ ৬ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যের তাৎপর্য্য।

(৩) পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—"তয়োর্ধ্বমায়ন্ অমৃতত্বম্ এতি" (ছাঃ ৮।৬।৬), এই শ্রুতি সগুণব্রহ্মবিদের মূর্ধন্যনাড়ীদ্বারেই নিষ্ক্রমণ হয়, এই বিষয়ের নিয়ামিকা নহে; কারণ এই শ্রুতিবলে ইহাই নির্ণীত হয় যে, যিনি মূর্ধন্যনাড়ীদ্বারে নির্গত হন, তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।

[অদৃষ্টপূর্বস্থ বিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞার হেতু।]

* লক্ষ্য করিতে হইবে—উৎক্রমণকালে স্বহৃদয়স্থ দহরাকাশসংজ্ঞক (ছাঃ ৮।১।১) পরমাত্মাতে অবস্থিতিরূপ সুষুপ্তি (৩।২।২, ৪।২।৫ অধিঃ) হইতে ঈষৎ ব্যুত্থানোন্মুখ হৃদয়গত নাড়ীমুখে আগত জীবের হয়—'প্রদ্যোত'। আর নাড়ীমধ্যগত, সুতরাং স্বপ্নাবস্থাগত (বৃঃ ৪।৩।২০) জীবের হয়—'বিজ্ঞান' জাগ্রদবস্থাতে স্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় এই বিজ্ঞানের, অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানের স্মৃতি আমাদের জীবদ্দশাতে কখনও কখনও উদিত হয়, যথা—"পূর্বে কখনও না দেখিলেও মনে হয়, এই স্থান, বা ব্যক্তি তো আমার পূর্ব পরিচিত", "এইপ্রকার ঘটনা ঘটিবে ইহা আমার মন বলিতেছিল", ইত্যাদি। পূর্বশরীরত্যাগকালে যে বিজ্ঞানের অনুভব হইয়াছিল, সেই বিশেষজ্ঞানজন্য সংস্কার থাকিয়া যায় বলিয়াই অভিনব বস্তুবিষয়ক এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞাত্মক (১১৩৮ পৃঃ) জ্ঞানোদয় সম্ভব। (যোজনা আমাদের)।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতরবৎ যতঃ কুতশ্চিৎ দেহদেশাৎ উৎক্রামেৎ নৈব উৎকৃষ্টং লোকং লভেত।১০ তত্র অনর্থিকা এব বিদ্যা স্যাৎ।১১ "তচ্ছেষ-গত্যনুস্মৃতিযোগাৎ চ"।১২ বিদ্যাশেষভূতা চ মূর্ধন্যনাড়ীসম্বন্ধা গতিঃ অনুশীলয়িতব্যা বিদ্যাবিশেষেষু বিহিতা, তাম্ অভ্যস্যন্ তয়া এব প্রতিষ্ঠতে ইতি যুক্তম্।১৩ তস্মাৎ হৃদয়ালয়েন ব্রহ্মণা সুপাসিতেন অনুগৃহীতঃ তদ্ভাবং সমাপন্নঃ বিদ্বান্ মূর্ধন্যয়া এব 'শতাধিকয়া' শতাৎ অতিরিক্তয়া একশততম্যা নাড্যা নিষ্ক্রামতি, ইতরাভিঃ ইতরে।১৪ তথাহি হার্দবিদ্যাং প্রকৃত্য সমাম-

ভাষ্যানুবাদ

যদি বিদ্বানও অপরের ন্যায় যে কোন শরীরদেশ হইতে উৎক্রমণ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিতে পারিবেন না।১০ তাহাতে [সগুণ-ব্রহ্ম-]বিদ্যা অনর্থকই হইয়া পড়িবে।১১ [কেন অনর্থক হইবে ? শরীরের অন্য অবয়ব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেও উৎকৃষ্ট লোকলাভ হইবে। উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রা-বয়বের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] "যেহেতু তাহার (—সগুণব্রহ্মবিদ্যার) অঙ্গভূত যে [সুষুম্নানাড়ীদ্বারে] গমন, তাহার অনুস্মৃতি (—ধ্যান) বিহিত হইয়াছে।১২ [এই বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন —] আর [সগুণব্রহ্ম-] বিদ্যার যে মূর্ধন্যনাড়ীসম্বন্ধ গতি, তাহার অনুশীলন (—ধ্যান) করিতে হইবে, ইহা [দহরাদি] বিশেষ বিদ্যাসকলে বিহিত হইয়াছে, তাহাকে অভ্যাসকরতঃ তাহার দ্বারাই প্রস্থান করেন (—শরীর হইতে নির্গত হন), ইহা যুক্তিসঙ্গত। [অন্যথা যে কোন নাড়ীদ্বারে নিষ্ক্রান্তের উৎকৃষ্ট লোক লব্ধ হইলে সুষুম্নাদ্বারে গতিবিষয়ক ধ্যানের বিধান ব্যর্থ হইয়া পড়িবে]।১৩ সেইহেতু (—বস্তুস্থিতি এইপ্রকার হওয়ায়) হৃদয়রূপ আলয়ে অবস্থিত সম্যগ্‌রূপে উপাসিত ব্রহ্মকর্তৃক অনুগৃহীত হইয়া অর্থাৎ সম্যগ্‌রূপে তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া (—অহংগ্রহোপাসনাবলে 'আমি তাদৃশ গুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম', ঈশ্বরানুগ্রহে এইপ্রকার অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ করিয়া) বিদ্বান্ (—সগুণব্রহ্মবিদ্) 'একশতের অধিকের দ্বারা', অর্থাৎ 'একশতের অধিক একাধিক শততম (১০১তম) মূর্ধন্যনাড়ী (—(৪) সুষুম্নানাড়ী) দ্বারা নিষ্ক্রমণ করেন, অন্যান্য সকলে (—অজ্ঞ

ভাবদীপিকা

কিন্তু জীবদ্দশাতে সুস্থাবস্থাতেও যিনি মূর্ধন্যনাড়ীদ্বার অবগত হইতে পারেন না, মরণকালে ইন্দ্রিয়াদির উপসংহার জনিত মৃত্যুযাতনাগ্রস্ত তিনি যে তাহা পারিবেন, ইহা সম্ভব না হওয়ায় সগুণব্রহ্মবিৎ স্বপ্রযত্নবলে সেই নাড়ীদ্বারে নির্গত হইবেন, ইহা সম্ভব নহে। সুতরাং দৈবক্রমে যদি কাহারও মূর্ধন্যনাড়ীদ্বারে নিষ্ক্রমণ হয়, তাঁহার অমৃতত্ব লাভ হয় ; সগুণব্রহ্মবিদেরই যে তাহা হইবে, এইপ্রকার কোন নিয়ম নাই।

[মূর্ধন্যনাড়ী, ব্রহ্মনাড়ী ও সুষুম্নানাড়ী, ইহারা সমানার্থক, ইহার পরিচয়]

(৪) টীকাগ্রন্থাদিতে মূর্ধন্য বা সুষুম্নানাড়ীর বিভিন্নপ্রকার বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। সূত্রপ্রভাকার

শাঙ্করভাষ্যম্

সন্তি—"শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি" ॥ (ছাঃ ৮।৬।৬, কঠ ২।৩।১৬) ইতি ॥১৭ ইতি নবমং তদোকোঽধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

জীবগণ) অন্যান্য 'নাড়ীদ্বারে নিষ্ক্রমণ করেন'।১৪ যেমন দেখ, হার্দ্দবিদ্যার (—সগুণদহরবিদ্যার, ছাঃ ৮।১) প্রস্তাব করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—"হৃদয়ের [প্রধানতঃ, ৫] একশত একটী নাড়ী আছে, তাহাদের মধ্যে একটী মূর্ধাকে (—ব্রহ্মরন্ধ্রকে) ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে, তদবলম্বনে উর্ধ্বে গমনকরতঃ অমৃতত্ব লাভ করেন, নানাদিগ্‌গামী অন্য নাড়ীসকল উৎক্রমণের জন্য (—তদ্দ্বারা উৎক্রমণ হইলে সংসারগতি প্রাপ্ত হয়") ইত্যাদি (৬)।১৭॥৪ ২।১৭॥ তদোকোঽধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

বলেন—'সুষুম্নানামক নাড়ী হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ চক্ষু তালু কণ্ঠাস্তন (—আলজিহ্বা) এবং নাসিকামধ্য (—ভ্রূমধ্য) হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত প্রসারিত'। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—'ব্রহ্মনাড়ী নাভিচক্র হইতে মূর্ধদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত। নাভিচক্রই তাহাতে প্রবেশদ্বার। হৃদয়পুণ্ডরীক তাহার অন্তর্গত'। ষট্‌চক্রনিরূপণ ও ষট্‌চক্রবিবৃতি প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রান্তর্গত গ্রন্থসকলে এইপ্রকার বর্ণনা আছে—সুষুম্নানাড়ী মূলাধারচক্রস্থ স্বয়ম্ভুলিঙ্গের মস্তকস্থ ছিদ্র হইতে মস্তকে সহস্রদলচক্র মধ্যগত পরবিন্দু পর্য্যন্ত প্রসারিত। মেরুদণ্ডমধ্যে বাম পার্শ্বে ইড়া এবং দক্ষিণ পার্শ্বে পিঙ্গলা নামক নাড়ী। ইহারা প্রত্যেক চক্রকে বেষ্টনকরতঃ উর্ধ্বে নাসারন্ধ্র পর্য্যন্ত প্রসারিত। ইহাদের মধ্যস্থলে চিত্রিণী নাড়ী, ইহার মধ্যবর্ত্তী যে ছিদ্র পথ, তাহাই সুষুম্না, বা ব্রহ্মনাড়ী। গুহ্যদেশে 'মূলাধার' হইতে মস্তকাভিমুখে গতিপথে ইহার মধ্যে লিঙ্গমূলে—স্বাধিষ্ঠান, নাভিতে—মণিপুর, হৃদয়ে—অনাহত, কণ্ঠে—বিশুদ্ধ, ভ্রূযুগলের মধ্যে—আজ্ঞা এবং মস্তকে—সহস্রার নামক নাড়ীচক্র বিদ্যমান। হৃদয় ও নাভি ইত্যাদি বলিতে সেই সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তী নাড়ীচক্রকে বুঝিতে হইবে। বিস্তৃত আকরে দ্রষ্টব্য।

(৫) ক্ষুরিকোপনিষদে ৭২০০০ হাজার, প্রপঞ্চসার তন্ত্রে ৩০,০০০০০ লক্ষ এবং শিবসংহিতাতে ৩৫০০০০০ লক্ষ নাড়ীর কথা বর্ণিত হইয়াছে। সেইহেতু ৮।৬।৬ ছান্দোগ্যভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার 'প্রধানতঃ' এই পদপ্রয়োগকরতঃ বলিয়াছেন—"আনন্ত্যাৎ দেহনাড়ীনাম্", ইত্যাদি।

(৬) পূর্ব্ববাদীর আক্ষেপের (৩ ভাবদীঃ) উত্তরে সিদ্ধান্তী যাহা বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই—সগুণব্রহ্মবিদের অমৃতত্বলাভের প্রতিবন্ধক পুণ্যপাপের অশ্লেষবিনাশ (৪।১।১৩-১০ অধিঃ) হওয়ায় তাঁহার অমৃতত্বলাভ অবশ্যম্ভাবী। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"তয়োর্ধ্বমায়ন্ অমৃতত্বম্ এতি" (ছাঃ ৮।৬।৬)। সুতরাং মূর্ধন্যনাড়ীদ্বারে গমনব্যতিরেকে অমৃতত্বপ্রাপ্তিবোধিকা শ্রুতির অনুপপত্তি হইয়া পড়ে বলিয়া শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণবলে সগুণব্রহ্মবিদের সুষুম্নানাড়ীদ্বারেই উৎক্রমণ সিদ্ধ হয়, ইহা তাঁহার পক্ষে নিয়ত। আর যে বলা হইয়াছে—মৃত্যুযাতনাগ্রস্ত জীব মূর্ধন্যনাড়ীদ্বারকে অবগত হইতে পারেন না, ইত্যাদি (৩ ভাবদীঃ)। তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ ৪।২।৫ অধিকরণে "তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" (ছাঃ ৬।৮।৬) ইত্যাদি

১০। রশ্ম্যধিকরণম্। [১৮-১৯ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—রাত্রিকালেও মৃতের নাড়ীমধ্যস্থ সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে উৎক্রমণ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে নাড়ীসকল বর্ণিত হইয়াছে। সেই নাড়ীসম্বদ্ধ সূর্য্যরশ্মিকে অবলম্বনকরতঃ এই অধিকরণে কিছু বিচার করা হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত ইহার **উপজীব্য-উপজীবকভাব সঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

অহন্যেব মৃতো রশ্মীন্ যাতি নিশ্যপি বা নিশি।
সূর্য্যরশ্মেরভাবেন মৃতোঽহন্যেব যাতি তান্ (তম্)॥
যাবদ্দেহং রশ্মিনাড্যোর্যোগো গ্রীষ্মক্ষপাস্বপি।
দেহদাহাচ্ছ্রুতত্বাচ্চ রশ্মিন্নিশ্যপি যাত্যসৌ॥

অন্বয়—অহনি এব মৃতঃ রশ্মীন্ যাতি, নিশি অপি বা? নিশি সূর্য্যরশ্মেঃ অভাবেন অহনি এব মৃতঃ তান্ যাতি। গ্রীষ্মক্ষপাসু অপি দেহদাহাৎ, শ্রুতত্বাৎ চ রশ্মিনাড্যোঃ যোগঃ যাবদ্দেহম্। নিশি অপি অসৌ রশ্মীন্ যাতি।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[সগুণব্রহ্মবিদঃ অজ্ঞস্য চ রশ্ম্যনুসারিত্বম্ অত্র বিষয়ঃ। "অথ এতৈঃ এব রশ্মিভিঃ ঊর্ধ্বম্ আক্রমতে" (ছাঃ ৮।৬।৫), ইতি মূর্ধন্যনাড্যা নির্গতস্য সগুণব্রহ্মবিদঃ, অন্যয়া নাড্যা নির্গতস্য অজ্ঞস্য চ রশ্মিসম্বন্ধঃ শ্রূয়তে। রশ্মিনাড়ীসম্বন্ধস্য কালবিশেষাশ্রবণাৎ রাত্রৌ রশ্ম্যভাবাবগমাৎ চ ভবতি সংশয়ঃ—] অহনি মৃতঃ [বিদ্বান্] রশ্মীন্ যাতি, নিশি অপি বা?

পূর্ব্বপক্ষ—নিশি সূর্য্যরশ্মেঃ অভাবেন অহনি এব মৃতঃ [বিদ্বান্] তান্ [রশ্মীন্] যাতি; [নতু রাত্রৌ রশ্ম্যভাবাৎ]।

সিদ্ধান্ত—গ্রীষ্মক্ষপাসু অপি দেহদাহাৎ, ["তাঃ আসু নাড়ীষু সৃপ্তাঃ, আভ্যঃ নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে, তে অমুষ্মিন্ আদিত্যে সৃপ্তাঃ" (ছাঃ ৮।৬।২), ইতি] শ্রুতত্বাৎ চ রশ্মিনাড্যোঃ যোগঃ যাবদ্দেহং [তিষ্ঠতি। অতঃ] নিশি অপি মৃতঃ অসৌ [বিদ্বান্] রশ্মীন্ যাতি। [অবিদ্বাংসং প্রত্যপি এবং ন্যায়ঃ তুল্যঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[সগুণব্রহ্মবিদের এবং অজ্ঞের রশ্ম্যনুসারিত্ব (—সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে উৎক্রমণ) এখানে বিষয়। "অনন্তর [বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্, ছাঃ ভাষ্য দ্রঃ] এই রশ্মিসকলদ্বারাই উর্দ্ধে গমন করেন", এইপ্রকারে সুষুম্নানাড়ীদ্বারা নির্গত সগুণব্রহ্মবিদের এবং অন্য নাড়ীদ্বারা নির্গত

ভাবদীপিকা

প্রজ্ঞির বিচারপ্রসঙ্গে তেজঃপ্রাণপরিবৃত সূক্ষ্মশরীর ও লিঙ্গশরীর সহ জীব পরমাত্মাতে নির্ব্যাপার হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থান করে, ইহা বর্ণিত হইয়াছে (১৬০ পৃঃ)। সেই সময়ে সুষুপ্তির ন্যায় সম্পত্তিবশতঃ (—পরমাত্মাতে বিলীনভাববশতঃ) জীব বিশ্রামলাভ করেন, ফলে তাঁহার **মৃত্যুযাতনা অপগত** হইয়া যায়। পাপাদি প্রতিবন্ধক নিরাকরণের জন্য যাবজ্জীবন নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান, অহরহঃ ব্রহ্মচিন্তনজন্য সংস্কার ও পরমেশ্বরের অনুগ্রহ, এই সকলের বলেই তখন বিগতযাতনা স্বস্থ সগুণব্রহ্মবিদের হৃদয়াগ্রের অনুকূল প্রদ্যোতন এবং সুষুম্নানাড়ীদ্বারেই অনায়াসে নির্গমন হয়, ইহাই সিদ্ধ হয়। (ব্রঃ ভরণ দ্রঃ) তদোকোঽধিকরণ সমাপ্ত।

অজ্ঞের সূর্য্যরশ্মির সহিত সম্বন্ধ শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে। সূর্য্যরশ্মি ও নাড়ীর সম্বন্ধবিষয়ে বিশেষ কাল শ্রুতিতে বর্ণিত না হওয়ায় এবং রাত্রিতে সূর্য্যরশ্মির অভাব বিজ্ঞাত হওয়ায় সংশয় হয়—] দিবসে মৃত [বিদ্বান্] সূর্য্যরশ্মিসকলকে প্রাপ্ত হন, অথবা রাত্রিতে মৃত হইলেও প্রাপ্ত হন ?

পূর্ব্বপক্ষ—রাত্রিকালে সূর্য্যরশ্মির অভাববশতঃ দিবসেই মৃত [বিদ্বান্] সেই [রশ্মি-] সকলকে প্রাপ্ত হন ; [কিন্তু রশ্মি না থাকায় রাত্রিতে মৃত তাহা প্রাপ্ত হন না]।

সিদ্ধান্ত—গ্রীষ্মকালীন রাত্রিসকলেও দেহের দাহ (—জ্বালা) হওয়ায় এবং শ্রুতিতে ["তাহারা (—রশ্মিসকল) এই নাড়ীসকলের মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছে, এই নাড়ীসকল হইতে প্রসারিত হইতেছে, তাহারা ঐ আদিত্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছে", এইপ্রকার] বর্ণিত হওয়ায় সূর্য্যরশ্মি ও নাড়ীর সম্বন্ধ দেহ যতকাল থাকে, ততকালই থাকে। [সেইহেতু] রাত্রিকালেও মৃত তিনি (—বিদ্বান্) রশ্মিসকলকে প্রাপ্ত হন। [অবিদ্বানের প্রতিও এই যুক্তি সমান]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, রশ্মিনাড়ীসম্বন্ধ অনিয়ত হওয়ায় মৃতব্যক্তির সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত প্রতীক্ষাবশতঃ ফলপ্রাপ্তি, সুতরাং নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধের ধ্যান অনাবশ্যক। সিদ্ধান্তে—নাড়ী-রশ্মিসম্বন্ধ নিয়ত হওয়ায় ফলপ্রাপ্তির জন্য সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা অনাবশ্যক। নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধের ধ্যান কিন্তু আবশ্যক (১৭ সূঃ ভামতী শেষাংশ দ্রঃ)।

রশ্ম্যনুসারী ॥৪।২।১৮॥

সূত্রার্থ—["অথ এতৈঃ এব রশ্মিভিঃ ঊর্ধ্বম্ আক্রমতে" (ছাঃ ৮।৬।৫), ইতি মূর্দ্ধন্য-নাড্যা নির্গতস্য সগুণব্রহ্মবিদঃ নাড্যান্তরেণ নির্গতস্য অজ্ঞস্য চ রশ্মিসম্বন্ধঃ শ্রূয়তে। তত্র কিং রশ্ম্যনুসারিত্বম্ অহনি মৃতস্য এব, উত রাত্রৌ অপি ইতি সন্দেহে, "অহনি এব", ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্ত—অহনি রাত্রৌ বা মৃতঃ বিদ্বান্ অবিদ্বাংশ্চ] **রশ্ম্যনুসারী**—নাড়ীসম্বদ্ধসূর্য্য-কিরণাবলম্বী [সন্ ব্রহ্মলোকং লোকান্তরং বা গচ্ছতি]।

অনুবাদ—["অনন্তর এই রশ্মিসকলদ্বারাই ঊর্ধ্বে গমন করেন", এইপ্রকারে সুষুম্না নাড়ীদ্বারে নির্গত সগুণব্রহ্মবিদের এবং অন্য নাড়ীদ্বারে নির্গত অজ্ঞের সূর্য্যরশ্মির সহিত সম্বন্ধ শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে। সেই স্থলে কি দিবসে মৃতেরই রশ্মি অবলম্বনে গমন হয়, অথবা রাত্রিতে মৃতেরও তাহা হয়, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; "দিবসেই তাহা হয়", ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—দিবসে, অথবা রাত্রিতে মৃত বিদ্বান্ এবং অবিদ্বান্] **রশ্ম্যনুসারী**—নাড়ীর সহিত সম্বদ্ধ সূর্য্যকিরণাবলম্বী হইয়া [ব্রহ্মলোকে, অথবা লোকান্তরে গমন করেন]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অস্তি হার্দ্দবিদ্যা—"অথ যদ্ ইদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম" (ছাঃ ৮।১।১), ইতি উপক্রম্য বিহিতা।১ তৎ-প্রক্রিয়ায়াম্ "অথ যা এতাঃ হৃদয়স্য নাড্যঃ" (ছাঃ ৮।৬।১), ইতি উপ-ক্রম্য সপ্রপঞ্চং নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধম্ উক্ত্বা উক্তম্—"অথ যত্র এত-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। সিঃ—নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধ যাবদ্দেহভাবী হওয়ায় দিবসে বা রাত্রিতে মৃতের সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে উৎক্রমণ।

"অনন্তর এই [শরীররূপ] ব্রহ্মপুরে পদ্মসদৃশ যে 'ক্ষুদ্র গৃহ", ইত্যাদি প্রকারে আরম্ভ করিয়া হার্দ্দবিদ্যা বিহিত হইয়াছে।১ তাহার প্রকরণে "আর হৃদয়ের এই

শাঙ্করভাষ্যম্

স্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি অথ এতৈঃ এব রশ্মিভিঃ ঊর্ধ্বম্ আক্রমতে" (ছাঃ ৮।৬।৫) ইতি।২ পুনশ্চ উক্তম্—"তয়া ঊর্ধ্বম্ আয়ন্ অমৃতত্বম্ এতি" (ছাঃ ৮।৬।৬) ইতি।৩ তস্মাৎ শতাধিকয়া নাড্যা নিষ্ক্রামন্ রশ্ম্যনুসারী নিষ্ক্রামতি ইতি গম্যতে।৪ তৎ কিম্ অবিশেষেণ এব অহনি রাত্রৌ বা ম্রিয়মাণস্য রশ্ম্যনুসারিত্বম্, আহোস্বিৎ অহনি এব, ইতি সংশয়ে সতি অবিশেষশ্রবণাৎ অবিশেষেণৈব তাবৎ রশ্ম্যনুসারী ইতি প্রতিজ্ঞায়তে।৫॥৪।২।১৮॥

ভাষ্যানুবাদ

যে নাড়ীসকল", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া নাড়ী ও সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনাকরতঃ কথিত হইয়াছে—"অনন্তর যখন [বিদ্বান্ ও অজ্ঞ] এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করেন, তখন এই [নাড়ীসম্বদ্ধ] রশ্মিসকলের দ্বারাই উর্ধ্বে গমন করেন", ইত্যাদি।২ [শ্রুতিতে] পুনরায় বর্ণিত হইয়াছে—"তাহার (—সুষুম্না নাড়ীর) দ্বারা উর্ধ্বে গমনকরতঃ [সগুণব্রহ্মবিদ্] অমৃতত্ব লাভ করেন", ইত্যাদি।৩ সেইহেতু (—সূর্য্যরশ্মি ও নাড়ীসকলের এইপ্রকার সম্বন্ধ অবগত হওয়া যায় বলিয়া) এক শতের অধিক (—একাধিক শততম, সুষুম্না] নাড়ীর দ্বারা যিনি (—যে সগুণব্রহ্মবিৎ) নিষ্ক্রমণ করেন, তিনি সূর্য্যরশ্মিকে অনুসরণ (—অবলম্বন) করতঃ নিষ্ক্রমণ করেন (—শরীর হইতে নির্গত হন), ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।৪ সেইহেতু (—রশ্মি ও নাড়ীর সম্বন্ধবিষয়ে কোন কাল শ্রুতিতে বর্ণিত না হওয়ায় এবং রাত্রিকালে সূর্য্যরশ্মি না থাকায়) অবিশেষভাবে দিবসে, অথবা রাত্রিতে যিনি মৃত হন, তাঁহারই কি রশ্মি অবলম্বনে গতি হয়, অথবা দিবসেই যিনি মৃত হন, 'তাঁহার তাহা হয়' ; এইপ্রকার সংশয় হইলে, শ্রুতিতে [রশ্মি ও নাড়ীর সম্বন্ধ] অবিশেষভাবে পঠিত হওয়ায় (—অজ্ঞ ও বিদ্বান্, সকলেরই রশ্মিনাড়ীসম্বন্ধ যাবদ্দেহভাবী হওয়ায়, জীব দিবসে অথবা রাত্রিতে যখনই মৃত হউন্ না কেন] অবিশেষভাবেই রশ্মিকে অনুসরণ করেন (—সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে নির্গত হন), ইহা [সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক] প্রতিজ্ঞাত হইতেছে।৫॥৪।২।১৮॥

নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাদ্দর্শয়তি চ॥৪।২।১৯॥

পদচ্ছেদ—নিশি, ন, ইতি, চেৎ, ন, সম্বন্ধস্য, যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ, দর্শয়তি, চ।

সূত্রার্থ—[অহনি সূর্য্যরশ্মিনাড়ীসম্বন্ধস্য সত্ত্বাৎ তত্রৈব মৃতঃ রশ্ম্যনুসারী ভবতি। পরন্তু] **নিশি**—রাত্রৌ [মৃতস্য তথা] **ন**—ন ভবতি [রশ্ম্যভাবাৎ] ; **ইতি চেৎ ?** **ন, সম্বন্ধস্য**—নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধস্য, **যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ**—যাবন্তং কালং দেহঃ তিষ্ঠতি, তাবন্তং কালং বর্ত্তমানত্বাৎ। **দর্শয়তি**—"অমুষ্মাৎ আদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে, তাঃ আসু নাড়ীষু সৃপ্তাঃ" (ছাঃ ৮।৬।২) ইত্যাদিশ্রুতিঃ তৎ প্রতিপাদয়তি। **চকারঃ**—নিদাঘনিশাসু রশ্মীনাং স্পর্শোপলম্ভম্ আহ। [তস্মাৎ নিশ্যপি মৃতঃ রশ্ম্যনুসারী ইতি সিদ্ধম্।]

অনুবাদ—[দিবসে সূর্য্যরশ্মি ও নাড়ীর সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায় সেই সময়েই মৃত ব্যক্তি সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে গমন করেন। কিন্তু] **নিশি**—রাত্রিকালে [মৃতের সেইপ্রকার] **ন**—হয় না, [যেহেতু তখন সূর্য্যরশ্মি থাকে না] **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা হয় ? [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] **ন**—না, তাহা নহে, **সম্বন্ধস্য**—নাড়ী ও রশ্মির সম্বন্ধ, **যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ**—যেহেতু শরীর যতকাল থাকে, ততকাল বর্ত্তমান থাকে। **দর্শয়তি**—"ঐ আদিত্যমণ্ডল হইতে বিকীর্ণ হইতেছে, তাহারা (—রশ্মিসকল) এই নাড়ী-সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছে", ইত্যাদি শ্রুতি তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন। **চ**কারটী—গ্রীষ্মকালীন রাত্রিসকলে স্পর্শের দ্বারা রশ্মিসকলের উপলব্ধির কথা বলিতেছে। [সেইহেতু রাত্রিকালেও মৃত ব্যক্তি সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে গমন করেন, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অস্তি অহনি নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধঃ ইতি অহনি মৃতস্য স্যাৎ রশ্ম্যনুসারিত্বম্, রাত্রৌ তু প্রেতস্য ন স্যাৎ, নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধবিচ্ছেদাৎ ইতি চেৎ ?১ ন, নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধস্য "যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ" ।২ যাবদ্দেহভাবী হি শিরাকিরণসম্পর্কঃ ।৩ "দর্শয়তি চ" এতম্ অর্থং শ্রুতিঃ—"অমুষ্মাৎ আদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে, তাঃ আসু নাড়ীষু সৃপ্তাঃ, আভ্যঃ নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে, তে অমুষ্মিন্ আদিত্যে সৃপ্তাঃ" (ছাঃ ৮।৬।২), **ইতি ।৪ নিদাঘসময়ে চ নিশাসু অপি কিরণানুবৃত্তিঃ উপলভ্যতে, প্রতাপাদিকার্য্যদর্শনাৎ ।৫ স্তোকানুবৃত্তেঃ**

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—সূর্য্যরশ্মি না থাকায় রাত্রিতে মৃত ব্যক্তির তদবলম্বনে গতি হয় না।]

[পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] দিবসে নাড়ীর সহিত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ থাকে, এইহেতু দিবসে মৃত ব্যক্তির সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে গতি হইতে পারে ; কিন্তু রাত্রিকালে পরলোকে প্রস্থানকারীর [তাহা] হইতে পারে না, যেহেতু [রাত্রিকালে] নাড়ীর সহিত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হইয়া পড়ে, এইপ্রকার যদি বলা হয় ?১

[সিঃ—রাত্রিতেও নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধ থাকায় রাত্রিতে মৃতেরও সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে উৎক্রমণ।]

[উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] না, তাহা নহে ; যেহেতু নাড়ীর সহিত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ 'যাবদ্দেহভাবী' ।২ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু শিরার (—নাড়ীর) সহিত সূর্য্যকিরণের সম্বন্ধ দেহ যতকাল থাকে, ততকাল থাকে ।৩ আর শ্রুতি এই বিষয়কেই প্রদর্শন করিতেছেন, যথা— ["সূর্য্যরশ্মিসকল] ঐ আদিত্য হইতে প্রসারিত হইতেছে, তাহারা এই নাড়ীসকলে প্রবিষ্ট রহিয়াছে, এই [নাড়ী-] সকল হইতে [রশ্মিসকল] প্রসারিত হইতেছে, তাহারা ঐ আদিত্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছে", ইত্যাদি ।৪ [রশ্মিনাড়ীসম্বন্ধ যাবদ্দেহভাবী, সুতরাং রাত্রিতেও থাকে, এই বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন করিয়া যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর গ্রীষ্মকালে রাত্রিসকলেও সূর্য্যকিরণের বর্ত্তমানতা উপলব্ধ হয়, যেহেতু [শরীরের] দাহ [স্বকীয় রশ্মিবিহীন চন্দ্রমার রশ্মি বিকিরণ] প্রভৃতি কার্য্য পরিদৃষ্ট হয় ।৫

শাঙ্করভাষ্যম্

তু দুর্লক্ষ্যত্বম্ ঋত্বন্তররজনীষু শৈশিরেষু ইব দুর্দ্দিনেষু।৬ "অহ-রেব এতৎ রাত্রৌ দধাতি", ইতি চ এতদ্ এব দর্শয়তি।৭ যদি চ রাত্রৌ প্রেতঃ বিনা এব রশ্ম্যনুসারেণ ঊর্ধ্বম্ আক্রমেত, রশ্ম্যনুসারানর্থক্যং ভবেৎ।৮ নহি এতৎ বিশিষ্য অধীয়তে * যঃ দিবা প্রৈতি সঃ রশ্মীন্ অপেক্ষ্য ঊর্ধ্বম্ আক্রমতে, যস্তু রাত্রৌ সঃ অনপেক্ষ্য এব ইতি।৯ অথ তু বিদ্বান্ অপি রাত্রিপ্রায়ণাপরাধমাত্রেণ ন ঊর্ধ্বম্ আক্রমেত পাক্ষিকফলা বিদ্যা ইতি অপ্রবৃত্তিঃ এব তস্যাং স্যাৎ, মৃত্যুকালানিয়মাৎ।১০ অথাপি রাত্রৌ উপরতঃ

* 'অভিধীয়তে', ইতি পাঠঃ

ভাষ্যানুবাদ

[আচ্ছা, রাত্রিতেও নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধ থাকিলে মেঘাচ্ছন্ন দিবসে এবং শীত ঋতুর রাত্রিতে শরীরের দাহ কেন উপলব্ধ হয় না ? উত্তর—] কিন্তু শীতকালীন রাত্রিসকলের ন্যায় অন্যান্য ঋতুর রজনীসকলে এবং দুর্দ্দিনসকলে (—মেঘাচ্ছন্ন দিবসসকলে, সূর্য্যরশ্মি] অল্পমাত্র বর্ত্তমান থাকায় দুর্লক্ষ্য হইয়া পড়ে (—শরীরের দাহ উপলব্ধ হয় না)।৬ [রাত্রিতেও সূর্য্যরশ্মি থাকে, এই বিষয়ে সাক্ষাৎ শ্রুতিবাক্য প্রদর্শন করিতেছেন—] আর ইনি (—সবিতা) রাত্রিকালেও দিবসকে ধারণ করেন", ইত্যাদি এই শ্রুতি ইহাই (—রাত্রিতে সূর্য্যরশ্মির বর্ত্তমানতাই) প্রদর্শন করিতেছেন।৭ [কিন্তু "সঃ যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ মনঃ তাবৎ আদিত্যং গচ্ছতি" (ছাঃ ৮।৬।৫), ইত্যাদি শ্রুতিতে রশ্মিনিরপেক্ষভাবে ঝটিতি গতি বর্ণিত হওয়ায় রাত্রিতে মৃতের রশ্মিসম্বন্ধ স্বীকারের আবশ্যকতা কি ? উত্তর—] আর রাত্রিতে মৃত যদি রশ্মিকে অবলম্বন না করিয়াই ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন, তাহা হইলে ["রশ্মিভিঃ ঊর্দ্ধম্ আক্রমতে" (ঐ) এই] রশ্মির অনুসরণ (—তদবলম্বনে গতি প্রতিপাদিকা এই শ্রুতিবাক্য) অনর্থক হইয়া পড়িবে।৮ [যদি বলা হয়—"রশ্মিভিঃ ঊর্দ্ধম্ আক্রমতে" (ছাঃ ৮।৬।৫), এই শ্রুতি দিবসে মৃতকে বিষয় করে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] ইহা নিশ্চয়ই বিশেষভাবে [শ্রুতিতে] পঠিত হইতেছে না যে, যিনি দিবসে পরলোকে গমন করেন, তিনি রশ্মিসকলকে অপেক্ষা করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করেন, কিন্তু যিনি রাত্রিতে মৃত হন, তিনি [রশ্মিকে] অপেক্ষা না করিয়াই 'গমন করেন', ইত্যাদি।৯ [আচ্ছা, উক্ত শ্রুতির সার্থকতার জন্য সগুণব্রহ্মবিদ্ রাত্রিতে মৃত হইলে ব্রহ্মলোকাত্মক ফল প্রাপ্ত হন না, এইপ্রকার অঙ্গীকার করা হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর যদি বিদ্বানও কেবলমাত্র রাত্রিমৃত্যুরূপ অপরাধবশতঃ ঊর্দ্ধলোকে গমন না করেন, [তাহা হইলে] ব্রহ্মবিদ্যা পাক্ষিক ফলপ্রদা হইবে (—কখনও ফলপ্রদা হইবে, কখনও হইবে না), এইহেতু তাহাতে [কাহারও] প্রবৃত্তিই হইবে না; কারণ মৃত্যুকালের নিয়ম নাই।১০

শাঙ্করভাষ্যম্

অহরাগমম্ উদীক্ষেত, অহরাগমেঽপি অস্য কদাচিৎ অরশ্মি-সম্বন্ধার্হং শরীরং স্যাৎ, পাবকাদিসম্পর্কাৎ।১১ "সঃ যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ মনঃ তাবৎ আদিত্যং গচ্ছতি" (ছা: ৮।৬।৫) ইতি চ শ্রুতিঃ অনুদীক্ষাং দর্শয়তি।১২ তস্মাৎ অবিশেষেণ* এব ইদং রাত্রিন্দিবং রশ্ম্যনুসারিত্বম্।১৩॥৪।২।১৯॥ ইতি দশমং রশ্ম্যধিকরণম্।

* 'তদবিশেষেণ', ইতি পাঠঃ

ভাষ্যানুবাদ

[আচ্ছা, সগুণব্রহ্মবিদ্ রাত্রিতে, মৃত হইলে রশ্মিসম্বন্ধের জন্য সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা করিবেন, ফলে বিদ্যা পাক্ষিকফলা হইবে না। উত্তর—] আর রাত্রিতে মৃত যদি দিবসের আগমনকে প্রতীক্ষা করেন, [তাহা হইলে] দিবসের আগমন হইলেও অগ্নি প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধবশতঃ (—মৃতদেহের দাহাদিবশতঃ) ইঁহার শরীর কদাচিৎ সূর্য্যরশ্মির সহিত সম্বন্ধের যোগ্য নাও থাকিতে পারে।১১ আর "তিনি যতটুকু সময়ে মনকে ক্ষেপণ করেন, ততটুকু সময়েই (—অতি ক্ষিপ্রভাবে) আদিত্যে গমন করেন", এই শ্রুতি [সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত] প্রতীক্ষার অভাব প্রদর্শন করিতেছেন।১২ সেইহেতু (—শ্রুতি ও যুক্তি অনুকূল হওয়ায়) রাত্রিতে ও দিবসে এই রশ্ম্যনুসারিতা (—সূর্য্যকিরণ অবলম্বনে গতি) অবিশেষভাবেই 'স্বীকার্য্য'।১৩॥৪।২।১৯॥ রশ্ম্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত (১)।

ভাবদীপিকা [জীবের উৎক্রমণক্রম]

(১) এতাবৎ পর্য্যন্ত বিচারে সগুণব্রহ্মবিদ্ এবং অজ্ঞ জীবের যে উৎক্রমণক্রম বর্ণিত হইল, পাঠকের বোধসৌকর্য্যের জন্য আমরা তাহা পুনঃ একত্রীকৃত করিয়া বিশদভাবে বর্ণনা করিতেছি। ১। বাগাদি ইন্দ্রিয়সকল (—ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল, ৪।২।১ অধিঃ) মনে বিলীন হয়; মুমূর্ষু তখন আর বাগ্‌ব্যবহার শ্রবণ ও দর্শনাদি করিতে পারেন না। ২। মন (—মনোবৃত্তি, ৪।২।২ অধিঃ) মুখ্যপ্রাণে বিলীন হয়। ফলে মুমূর্ষু তখন আর চিন্তা করিতে পারেন না। শ্বাসাদিক্রিয়া তখনও চলিতে থাকে। ৩। মুখ্যপ্রাণ (—মুখ্যপ্রাণবৃত্তি, ৪।২।৩ অধিঃ) জীবে বিলীন হয় (৪।২।৪ সূঃ), অর্থাৎ নির্ব্যাপার হইয়া জীবে অবস্থান করে। ফলে মুমূর্ষুর শ্বাসাদি ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া যায়। [জীব কিন্তু তখনও দেহেই অবস্থান করেন, শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হইলেও তখনও ইঁহার মৃত্যু হয় নাই।] ৪। অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব, সুতরাং "বাগাদি-বৃত্তিসহ মনোবৃত্তি যাহাতে লীন হইয়াছে, সেই মুখ্যপ্রাণ জীবে বিলীন হয়", ইহার পর্য্যবসিত অর্থ হইল—"পঞ্চপ্রাণ মন বুদ্ধি ও দশেন্দ্রিয়াত্মক লিঙ্গশরীর স্থূল শরীর হইতে উপসংহৃত হইয়া জীবোপাধি অন্তঃকরণে একত্রিত হয় (৪।২।৩ অধিঃ)"। ৫। অনন্তর সেই অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ জীব তেজঃসংজ্ঞক ভূতসূক্ষ্মকে আশ্রয় করে (৪।২।৩ অধিঃ)। ইহার অর্থ—যাহাতে লিঙ্গশরীর বিলীন হইয়াছে, অর্থাৎ নির্ব্যাপার হইয়া অবস্থান করিতেছে, সেই যে অন্তঃকরণ, তদযুক্ত সেই জীব পঞ্চীকৃতভূতসূক্ষ্মপঞ্চকে (—সূক্ষ্মশরীরে) অবস্থান করে (৪।২।৫ ও ৬ সূঃ)। অন্তঃকরণ মধ্যমপরিমাণ হইলেও (২।৬৪৮ পৃঃ), এই সময়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং নাড়ীর মধ্যে সঞ্চরণের উপযোগী সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্মশরীরকে আশ্রয় করে বুঝিতে হইবে, অন্যথা

ভাবদীপিকা [জীবের উৎক্রমণক্রম]

উৎক্রমণই সম্ভব হইবে না। আবার অপঞ্চীকৃতভূতোৎপন্ন লিঙ্গশরীর সূক্ষ্মশরীরাবলম্বনেই কার্য্যক্ষম হওয়ায় যদিও তাহা জীবদশাতেও লিঙ্গশরীরের আশ্রয়রূপে নিয়তই বর্ত্তমান থাকে (৮ সূঃ ৬ বাক্য), তাহা হইলেও এই সময়ে অন্তর্লীনলিঙ্গশরীর সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত অন্তঃকরণ নির্ব্যাপার হইয়া পড়ে এবং অন্তর্লীন তাদৃশ অন্তঃকরণযুক্ত সূক্ষ্মশরীর উদানবায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া উৎক্রমণের জন্য ধাবিত হয়। ['এবম্ উদানবৃত্ত্যৈব যুক্তঃ প্রাণঃ তং ভোক্তারং…যথাভিপ্রেতং লোকং নয়তি", ইত্যাদি প্রশ্নঃ ৩।১০ ভাষ্য দ্রঃ]। ৬। অনন্তর লিঙ্গ ও সূক্ষ্মশরীরযুক্ত সেই জীব পরমাত্মাতে বিলীন হন (৪।২।৫ অধিঃ)। ইহার অর্থ—এই সময় সূক্ষ্মশরীরাবলম্বী সেই জীব নির্ব্যাপার হইয়া ব্রহ্মে অবস্থান করেন (১৬০ পৃঃ, ১১ বাক্য)। ইহা সুষুপ্তির ন্যায় অবস্থা। কিন্তু ব্রহ্মে অবস্থান করিতে হইলে, অর্থাৎ সুষুপ্ত হইতে হইলে জীবকে হৃদয়ে আগমন করিতে হইবে, ইহা "হৃদয়ম্ এব অন্বক্রামতি" (বৃঃ ৪।৪।১), "করণানাং হৃদয়ে একীভাবঃ" (বৃঃ৷৪।৪।২ ভাষ্য), "নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি" (ছাঃ ৮।৬।৩), "নাড়ীভিঃ দ্বারভূতাভিঃ হৃদয়াকাশং গতঃ" (ঐ ভাষ্য), ইত্যাদি শ্রুতি এবং ভগবৎপাদীয় বচন হইতে অবগত হওয়া যায়। সুতরাং জীবসহ জীবোপাধি সূক্ষ্মশরীর এই সময়ে সঙ্কুচিত হইয়া নাড়ীর মধ্যে প্রবেশকরতঃ সেই দ্বারাবলম্বনে হৃদয়ে আগমন করিয়া ব্রহ্মে বিলীন হয়, বুঝিতে হইবে। [নির্গুণব্রহ্মবিদের এই স্থলেই জন্মমৃত্যুপ্রবাহ নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তিনি ব্রহ্মে চিরতরে বিলীন হইয়া যান (১৫৭ পৃঃ ১ ভাবদীঃ)। আর ব্যুত্থিত হন না]। সগুণব্রহ্মবিদ্ ও অজ্ঞেরও এই স্থলে পূর্ব্ব জন্ম শেষ হইয়া যায়, ইহা বৈয়াসিক ন্যায়মালার ব্যাখ্যাতে পূজ্যপাদ ভারতীতীর্থ "তদা পূর্ব্বজন্ম সমাপ্তং ভবতি" (৪।২।৯ অধিঃ), ইত্যাদি প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন *। ব্রাহ্মলৌকিক, বা ইহ লৌকিক শরীরগ্রহণের অনুকূল শক্তিশেষযুক্ত (—ভাবিফলপ্রদ প্রারব্ধযুক্ত) সগুণব্রহ্মবিদ্ ও অজ্ঞের এই সময়ে পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া নির্ব্যাপারভাবে কিয়ৎকাল অবস্থিতির ফলে লব্ধবিশ্রাম তাঁহাদের মৃত্যুযাতনা অপগত হইয়া যায় (৪।২।৯ অধিঃ ৬ ভাবদীঃ)। ৭। তদনন্তর স্বকর্ম্মোচিত জন্মান্তরের জন্য সেই জীব পুনঃ হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত

* বৈয়াসিক ন্যায়মালা ৪।২।৪ অধিকরণে কিন্তু "অসৃত্যুপক্রমং বর্ত্তমানং জন্ম"—"সগুণব্রহ্মবিদ্ ও অজ্ঞের দেবযানমার্গে, বা মার্গান্তরে প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান জন্ম চলিতে থাকে", এইপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে এই উভয় অধিকরণে ন্যায়মালাকারের স্বোক্তির বিরোধ প্রতিভাত হইতেছে। ইহার সমাধান সুধীগণের চিন্তনীয়। আমাদের কিন্তু মনে হয়, এই বিরোধের সমাধান এই—দৃষ্টিভেদে গ্রন্থকারের উভয়প্রকার উক্তিই সঙ্গত। (ক) মৃত্যুকালে পরমাত্মাতে বিলীন হইলে লিঙ্গ ও সূক্ষ্ম শরীরযুক্ত সগুণব্রহ্মবিদ্ ও অজ্ঞের তজ্জন্ম শেষ হইয়া যাইলেও (ন্যায়মালা ৪।২।৯ অধিঃ), অতঃপর পুনর্জ্জন্মের অনুকূল শক্ত্যবশেষযুক্ত হওয়ায় তাঁহার যে পুনঃ হৃদয়ে প্রাদুর্ভাব ও প্রদ্যোতাদি হয়, তাহা ভাবিজন্মপ্রদ ফলদানোন্মুখ প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রারম্ভাবস্থা। সুতরাং পরমাত্মাতে বিলীন হইবার সমকালেই তাঁহার পূর্ব্ব জন্ম শেষ হইয়া যায়, এই উক্তি অসঙ্গত নহে। (খ) অন্য দৃষ্টি এই—ভাবিজন্মপ্রদ ফলদানোন্মুখ প্রারব্ধের কার্য্যভূত যে প্রদ্যোতাদি হয়, তাহারা ক্ষয়োন্মুখ বর্ত্তমান জন্মপ্রদ প্রারব্ধের কার্য্যভূত পরিত্যক্তব্য শরীরের মধ্যেই হইতেছে বলিয়া উভয় প্রকার প্রারব্ধের সন্ধিস্থলভূত এই অবস্থাকে পূর্ব্বজন্মের শেষ অবস্থা বলা যাইতে পারে। অতঃপর জীবের নাড়ীদ্বারে মার্গে প্রবেশ হয়। তখন শরীরের সহিত আর সম্বন্ধ থাকে না। এই দৃষ্টিতে "আসৃত্যুপক্রমং বর্ত্তমানং জন্ম (বৈঃ ন্যাঃ ৪।২।৪), এইপ্রকার উক্তিও অসঙ্গত নহে।

১১। দক্ষিণায়নাধিকরণম্। [২০-২১ সূত্র]

[অয়নাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—দক্ষিণায়নে মৃত উপাসকেরও বিদ্যাবলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্বাধিকরণে রাত্রিতেও সূর্যরশ্মি থাকায় তদবলম্বনে উৎক্রান্ত সগুণব্রহ্মবিদের যথোক্ত ফলপ্রাপ্তিতে বাধা হয় না, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। আচ্ছা, রাত্রিতে মৃত তাঁহার না হয় তাহা হইল। কিন্তু দক্ষিণায়নে মৃত হইলে তাঁহার দেবযানমার্গ-প্রাপ্তি সম্ভব না হওয়ায় যথোক্ত ফলপ্রাপ্তি কিপ্রকারে হইবে? এই আক্ষেপের সমাধানের জন্য আরম্ভ হওয়ায় এই অধিকরণের আক্ষেপসঙ্গতি সিদ্ধ হয়। অথবা পূর্বাধি-করণের যুক্তিই অতিদিষ্ট হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের পৃথক্ সঙ্গতির অপেক্ষা নাই।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—দক্ষিণায়নে উৎক্রান্ত সগুণব্রহ্মবিদের বিদ্যাফলপ্রাপ্তি বর্ণিত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

অয়নে দক্ষিণে মৃত্বা ধীফলং নৈত্যপৈতি বা।
নৈত্যুত্তরায়ণাত্মাক্তের্ভীষ্মস্যাপি প্রতীক্ষণাৎ ॥
আতিবাহিকদেবোক্তের্বরথ্যাত্যৈ প্রতীক্ষণাৎ।
ফলৈকান্ত্যাচ্চ বিদ্যায়াঃ ফলং প্রাপ্নোত্যুপাসকঃ ॥

অন্বয়—দক্ষিণে অয়নে মৃত্বা ধীফলং ন এতি, অথবা এতি? উত্তরায়ণাত্মাক্তেঃ ভীষ্মস্য প্রতীক্ষণাৎ অপি ন এতি। আতিবাহিকদেবোক্তেঃ, বরথ্যাত্যৈ প্রতীক্ষণাৎ, বিদ্যায়াঃ ফলৈকান্ত্যাৎ চ উপাসকঃ ফলং প্রাপ্নোতি।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[দক্ষিণায়নে মৃতঃ বিদ্বান্ অত্র বিষয়ঃ। "দিবসশ্ শুক্লপক্ষশ্চ উত্তরায়ণমেবচ। মুমূর্ষতাং প্রশস্তানি বিপরীতং তু গর্হিতম্" ॥ ইতি উত্তরায়ণমরণপ্রাশস্ত্যপ্রসিদ্ধেঃ, "অথ যদু উ চ এব অস্মিন্ শব্যং কুর্বন্তি, যদি চ ন, অর্চিষম্ এব অভিসম্ভবন্তি" (ছাঃ ৪।১৫।৫), ইতি

ভাবদীপিকা [জীবের উৎক্রমণক্রম]

হন (৪।২।৯ অধিঃ ন্যায়মালা)। ৮। ফলে পরমাত্মাতে লীন যে জীবের সুষুপ্তির ন্যায় অবস্থা হইয়াছিল, তাহা হইতে তাঁহার কথঞ্চিৎ ব্যুত্থান হয়। ইন্দ্রিয়সকল বিলীন হওয়ায় এই ব্যুত্থান কিন্তু ঠিক জাগ্রদবস্থার ন্যায় নহে; আবার নাড়ী মধ্যে না হইয়া হৃদয়ের মধ্যেই জীব অবস্থান করায় ইহা ঠিক স্বপ্নাবস্থাও নহে। এই অবস্থাতে তাঁহার প্রদ্যোত ও স্বকর্মো-চিত নিষ্ক্রমণনাড়ীদ্বার প্রকাশিত হয় (৪।১।৯ অধিঃ ২ ভাবদীঃ)। ৯। সেই প্রকাশিত নাড়ীদ্বারাবলম্বনে জীব হৃদয় হইতে নাড়ীমধ্যে নির্গত হন। তখন জীবের ভাবি জন্মে প্রাপ্তব্য ভোগাদিবিষয়ক বিশেষ জ্ঞানাত্মক বিজ্ঞানের উদয় হয়। ভগবতী শ্রুতি এই অবস্থাকেই "সবিজ্ঞানো ভবতি" (বৃঃ ৪।৪।২) এবং "তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা" (বৃঃ ৪।৪।৩), ইত্যাদিপ্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। ১০। অনন্তর প্রাপ্তব্যভোগযোগ্য লোকে গমনের জন্য তদুচিত নাড়ী-দ্বারে নাড়ীমধ্যস্থ সূর্যরশ্মি অবলম্বনে জীব শরীর হইতে নির্গত হন। সগুণব্রহ্মবিৎ সুষুম্না-দ্বারে ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নির্গত হইয়া দেবযানমার্গাবলম্বনে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। অজ্ঞ জীব অন্য নাড়ীদ্বারে নির্গত হইয়া স্বকর্মোচিত মার্গাবলম্বনে অন্য লোকে, বা অন্য যোনিতে গমন করেন, ইহাই নিষ্কর্ষ। রশ্ম্যধিকরণ সমাপ্ত।

নিত্যবৎফলসম্বন্ধেন বিদ্যায়াঃ বিধানাৎ চ সংশয়ঃ ভবতি—] দক্ষিণে অয়নে মৃত্বা [উপাসকঃ] ধীফলং ন এতি, অথবা এতি ?

পূর্ব্বপক্ষ—[ব্রহ্মলোকমার্গস্থ উত্তরায়ণস্য শ্রুতিস্মৃত্যোঃ পাঠঃ বর্ত্ততে। দক্ষিণায়নে মৃতস্য চ বিদ্যাফলাঙ্গীকারে ভীষ্মস্য উত্তরায়ণপ্রতীক্ষণং নিরর্থকং স্যাৎ। অতঃ শাস্ত্রেষু] উত্তরায়ণাদ্যুক্তেঃ, ভীষ্মস্য [উত্তরায়ণায়] প্রতীক্ষণাৎ অপি [দক্ষিণায়নে মৃতঃ উপাসকঃ ধীফলং ব্রহ্মলোকং] ন এতি।

সিদ্ধান্ত—[উত্তরায়ণশব্দেন] আতিবাহিকদেবোক্তেঃ [কালঃ ন বিবক্ষিতঃ, ইতি ৪।৩।৪ আতিবাহিকাধিকরণে বক্ষ্যতি। পিতৃপ্রসাদলব্ধসচ্ছন্দমরণ-] বরখ্যাত্যৈ [ভীষ্মস্য] প্রতীক্ষণাৎ, বিদ্যায়াঃ ফলৈকান্ত্যাৎ চ [দক্ষিণায়নে মৃতঃ অপি] উপাসকঃ [ব্রহ্মলোকরূপং] ফলং প্রাপ্নোতি।

অনুবাদ

সংশয়—[দক্ষিণায়নে মৃত বিদ্বান্ (—সগুণব্রহ্মবিৎ প্রভৃতি উপাসক) এখানে বিষয়। "দিবস শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণই মুমূর্ষুগণের পক্ষে প্রশস্ত, বিপরীত (—রাত্রি কৃষ্ণপক্ষ এবং দক্ষিণায়ন) কিন্তু গর্হিত (—প্রশস্ত নহে") ; এইপ্রকারে উত্তরায়ণে মৃত্যুর প্রাশস্ত্য প্রসিদ্ধ থাকায় এবং "ইঁহার শব্যকর্ম্ম করা হউক্, বা না হউক্, [এই উপাসকগণ দেবযানমার্গস্থ] অর্চ্চিকেই প্রাপ্ত হন", এইপ্রকারে ফলের সহিত নিত্যসম্বন্ধরূপে বিদ্যার বিধান হওয়ায় সংশয় হইতেছে—দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করিয়া [উপাসক] বিদ্যার ফল প্রাপ্ত হন না, অথবা প্রাপ্ত হন ?

পূর্ব্বপক্ষ—[ব্রহ্মলোকের মার্গ উত্তরায়ণের পাঠ শ্রুতি এবং স্মৃতিতে আছে। আর দক্ষিণায়নে মৃতের বিদ্যার ফল অঙ্গীকার করিলে ভীষ্মের উত্তরায়ণের জন্য প্রতীক্ষা নিরর্থক হইয়া পড়িবে। এইহেতু শাস্ত্রসকলে] উত্তরায়ণ প্রভৃতি বর্ণিত হওয়ায় এবং ভীষ্মেরও [উত্তরায়ণের জন্য] প্রতীক্ষাবশতঃ [দক্ষিণায়নে মৃত উপাসক বিদ্যার ফল ব্রাহ্মলোককে] প্রাপ্ত হন না।

সিদ্ধান্ত—[উত্তরায়ণশব্দের দ্বারা] আতিবাহিক দেবতা বর্ণিত হওয়ায় [কাল বিবক্ষিত নহে, ইহা ৪।৩।৪ আতিবাহিকাধিকরণে [আচার্য্য] বলিবেন। পিতৃপ্রসাদলব্ধ স্বেচ্ছামৃত্যুরূপ] বরের প্রভাব খ্যাপনের জন্য [ভীষ্মের] প্রতীক্ষা বর্ণিত হওয়ায় এবং বিদ্যার ফল অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় [দক্ষিণায়নে মৃত হইলেও] উপাসক [ব্রহ্মলোকরূপ] ফল প্রাপ্ত হন।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, দক্ষিণায়নে মৃতের ব্রহ্মলোকরূপ ফল হয় না বলিয়া উত্তরায়ণে মৃত্যুর জন্য প্রযত্ন করিতে হইবে। সিদ্ধান্তে—বিদ্যার ফল অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় তাদৃশ প্রযত্নের অপেক্ষা নাই; তাদৃশ প্রযত্ন প্রারব্ধাধীনের সাধ্যায়ত্ত না হওয়ায় ফলাধায়কও নহে।

অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে ॥৪।২।২০॥

পদচ্ছেদ—অতঃ, চ, অয়নে, অপি, দক্ষিণে।

সূত্রার্থ—[দক্ষিণায়নে মৃতঃ বিদ্বান্ বিদ্যাফলং প্রাপ্নোতি, ন বা ইতি বিশয়ে, 'ন প্রাপ্নোতি', ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **অতশ্চ**—অতএব, মরণায় কালান্তরপ্রতীক্ষানুপপত্তেঃ বিদ্যাফলস্য চ নিয়তত্বাৎ ইত্যর্থঃ। **দক্ষিণে অয়নে অপি** [মৃতঃ বিদ্বান্ বিদ্যাফলং প্রাপ্নোতি এব]।

অনুবাদ—[দক্ষিণায়নে মৃত বিদ্বান্ বিদ্যার ফল প্রাপ্ত হন, অথবা হন না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; 'প্রাপ্ত হন না,' ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **অতশ্চ** এই হেতুবশতঃই, অর্থাৎ মরণের জন্য কালান্তরের প্রতীক্ষা যুক্তিসঙ্গত না হওয়ায় এবং বিদ্যার ফল নিয়ত (—অবশ্যম্ভাবী) হওয়ায়, **দক্ষিণে অয়নে অপি**—দক্ষিণায়নেও [মৃত বিদ্বান্ বিদ্যার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হন]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অতএব চ উদীক্ষানুপপত্তেঃ, অপাক্ষিকফলত্বাৎ চ বিদ্যায়াঃ, অনিয়তকালত্বাৎ চ মৃত্যোঃ দক্ষিণায়নে অপি ম্রিয়মাণঃ বিদ্বান্ প্রাপ্নোতি এব বিদ্যাফলম্।১ উত্তরায়ণমরণপ্রাশস্ত্যপ্রসিদ্ধেঃ, ভীষ্মস্য চ প্রতীক্ষাদর্শনাৎ, "আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষট্ উদঙ্ এতি মাসান্ তান্" (ছাঃ ৪।১৫।৫) ইতি চ শ্রুতেঃ, অপেক্ষিতব্যম্ উত্তরায়ণম্ ইতি ইমাম্ আশঙ্কাম্ অনেন সূত্রেণ অপনুদতি।২ প্রাশস্ত্যপ্রসিদ্ধিঃ অবিদ্বদ্বিষয়া।৩ ভীষ্মস্য * প্রতিপালনম্ আচার-প্রতিপালনার্থং, পিতৃপ্রসাদলব্ধস্বচ্ছন্দমৃত্যুতাখ্যাপনার্থং চ।৪ শ্রুতেস্তু অর্থং বক্ষ্যতি "অতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ" ইতি।৫।৪।২।২০॥

* 'তু উত্তরায়ণপ্রতি-', ইতি পাঠঃ

ভাষ্যানুবাদ

(সিঃ—দক্ষিণায়নে মৃত বিদ্বানেরও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি।)

আর এইহেতুবশতঃ (—মৃত সগুণব্রহ্মবিদাদি বিদ্বানের দিবসের জন্য প্রতীক্ষার অসঙ্গতিবশতঃ, উত্তরায়ণের জন্যও] প্রতীক্ষা যুক্তিসঙ্গত না হওয়ায়, ব্রহ্মবিদ্যা অপাক্ষিকফলা হওয়ায় (—কোন কালে মৃত হইলে ফলপ্রদা হয়, কোন কালে তাহা হয় না, এইপ্রকার না হওয়ায়) এবং [প্রারব্ধক্ষয়ে আয়ুক্ষয়াধীন] মৃত্যুর নিয়মিত কাল না থাকায় দক্ষিণায়নেও (১) যিনি মৃত হন, সেই বিদ্বান্ (২) বিদ্যার [ব্রহ্মলোকরূপ] ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হন।১ উত্তরায়ণে মৃত্যুর প্রশস্ততা প্রসিদ্ধ থাকায়, আর ভীষ্মের [উত্তরায়ণের জন্য] প্রতীক্ষা [মহাভারতে] পরিদৃষ্ট হওয়ায় এবং "শুক্লপক্ষ হইতে যে ছয় মাস [সূর্য্য] উত্তর দিকে গমন করেন, সেই মাসসকলকে (—উত্তরায়ণকে) প্রাপ্ত হন", এইপ্রকার শ্রুতি থাকায় 'উত্তরায়ণকে অপেক্ষা করা উচিত', ইত্যাদি [পূর্ব্বপক্ষীয়] এই আশঙ্কাকে [সিদ্ধান্তী ভগবান্ সূত্রকার] এই সূত্রের দ্বারা অপনোদন করিতেছেন।২ [ভগবান্ ভাষ্যকার সেই অপনোদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করিতেছেন—উত্তরায়ণে শরীরত্যাগের] প্রশস্ততার প্রসিদ্ধি অবিদ্বানকে (২ দ্রঃ)

ভাবদীপিকা

(১) শ্রাবণের প্রথম দিবস হইতে পৌষের শেষ দিবস পর্য্যন্ত ছয় মাস কালকে বলে দক্ষিণায়ন। আর মাঘের প্রথম দিবস হইতে আষাঢ়ের শেষ দিবস পর্য্যন্ত ছয় মাস কালকে বলে উত্তরায়ণ। এই উত্তর ও দক্ষিণায়নাভিমানিনী দেবতাগণ সঙ্ঘচারী, ছয়জন করিয়া একসঙ্গে থাকেন, ইহা বৃঃ ৬।২।১৫ ভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

(২) প্রস্তাবিত অধিকরণসকলে বিদ্বান্ শব্দে—সগুণপরব্রহ্মবিদ্, অপরব্রহ্মবিৎ, পঞ্চাগ্নি-

ভাষ্যানুবাদ

বিষয় করে।৩ ভীষ্মের [কিন্তু উত্তরায়ণ] প্রতিপালন (—সেই কালে শরীরত্যাগ, শিষ্টগণের] আচরণ প্রতিপালনের জন্য এবং পিতার প্রসাদে লব্ধ স্বেচ্ছামৃত্যু খ্যাপনের জন্য।৪ [পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক উদ্ধৃত ছাঃ ৪।১৫।৫] শ্রুতির অর্থ কিন্তু "আতি-বাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ" (৪ ৩।৪ সূঃ) এইপ্রকারে [ভগবান্ সূত্রকার] বলিবেন।৫॥৪।২।২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্—নন্ু চ "যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ। প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ"॥ (গীতা ৮।২৩), ইতি কালপ্রাধান্যেন উপক্রম্য অহরাদিকালবিশেষঃ স্মৃতৌ অপুনরাবৃত্তয়ে নিয়মিতঃ*।১ কথং রাত্রৌ দক্ষিণায়নে বা প্রয়াতঃ অনাবৃত্তিং যায়াৎ ইতি ?২ অত্র উচ্যতে—

* 'অনাবৃত্তয়ে নিয়তঃ', ইতি পাঠঃ

ভাষ্যানুবাদ—[শঙ্কা—] কিন্তু "হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, যে কালে প্রয়াণকারী যোগিগণ অনাবৃত্তিকে এবং আবৃত্তিকে প্রাপ্ত হন, সেই কালের বিষয় বলিতেছি", এইপ্রকারে প্রধানভাবে কালের দ্বারা বর্ণনারম্ভ করিয়া স্মৃতিতে অপুনরাবৃত্তির জন্য দিবসাদি বিশেষ কাল নিয়মিত হইয়াছে।১ [সুতরাং] রাত্রিতে বা দক্ষিণায়নে যিনি প্রয়াণ (—পরলোকে গমন) করেন, তিনি কিপ্রকারে অনাবৃত্তিকে প্রাপ্ত হইবেন ?২ [সিদ্ধান্ত—] এই বিষয়ে কথিত হইতেছে—

যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে ॥৪।২।২১॥

সূত্রার্থ—যোগিনঃ প্রতি—স্মার্ত্তবিদ্যোপাসকান্ প্রতি [অয়ম্ অহরাদিকাল-বিশেষঃ] **স্মর্য্যতে**—"যত্রকালে তু অনাবৃত্তিম্" (গীতা ৮।২৩), ইত্যাদিগীতাস্মৃতৌ বর্ণ্যতে, [ন শ্রৌতদহরাদ্যুপাসকান্ প্রতি। ননু অত্র যোগঃ দহরাদ্যুপাসনম্ এব অস্তু। তত্র আহ—ব্রহ্মার্পণবুদ্ধ্যা ভগবদারাধনবুদ্ধ্যা বা অনুষ্ঠিতং কর্ম্ম—যোগঃ, "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। সঃ সন্ন্যাসী চ যোগী চ" (গীতা ৬।১), ইতি স্মৃতেঃ। ধারণাপূর্ব্বকঃ অকর্ত্তৃত্বানুভবঃ—সাংখ্যঃ, "ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্" (গীতা ৫।৯) ইতি চ স্মৃতেঃ। এবম্] **স্মার্ত্তে চ এতে**—এতে যোগসাংখ্যে স্মার্ত্তে এব, [ন শ্রৌতে]। আদ্যঃ চকারঃ—ব্রহ্মবিদঃ প্রতি অস্মরণম্ আহ। [তথা চ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ অর্থভেদাৎ ন শ্রৌতোপাস্তিষু কালনিয়মঃ। যদি চ শ্রৌতার্থপ্রত্যভিজ্ঞয়া কালশব্দঃ তদভিমানিদেবতা-পরঃ, তদা ন কশ্চিৎ বিরোধঃ; যতঃ যদাকদাচিৎ মৃতঃ বিদ্বান্ বিদ্যাফলং

ভাবদীপিকা

বিদ্যাবিদ্, অশ্বমেধযাজী ও তদ্বিদ্যাবিদ্ এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী গ্রহণীয়; কারণ ইঁহারা সকলেই দেবযানমার্গাবলম্বনে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তন্মধ্যে কাহারও পুনরাবৃত্তি হয়, কাহারও বা হয় ক্রমমুক্তি, ইহা পরে আলোচিত হইবে। সুতরাং এখানে অবিদ্বান্ শব্দে উল্লিখিত সগুণব্রহ্মবিদাদি ব্যতিরিক্ত সাংখ্য, পাতঞ্জল ও গীতাদি শাস্ত্রে বর্ণিত যোগী ও নিষ্কাম কর্ম্মী প্রভৃতিকে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা পরবর্ত্তী সূত্রভাষ্যে পরিস্ফুট হইবে।

প্রাপ্নোতি এব। আতিবাহিকদেবতাঽনঙ্গীকারেণ কৃত্বাচিন্তা ইয়ম্ ইতি দ্রষ্টব্যম্]।

অনুবাদ—যোগিনঃ প্রতি—স্মৃতিতে বিহিত বিদ্যার উপাসকগণের প্রতি [এই দিবসাদি কালবিশেষ] **স্মর্য্যতে**—"কিন্তু যে কালে [মৃত যোগিগণ] অনাবৃত্তিকে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি গীতাস্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে, [পরন্তু শ্রৌত দহরাদি উপাসকগণের প্রতি নহে। আচ্ছা, এখানে দহরাদি উপাসনাই যোগশব্দে গৃহীত হউক্। সেই বিষয়ে [সিদ্ধান্তী] বলেন—ব্রহ্মার্পণবুদ্ধিতে বা ভগবদারাধনা বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত কর্ম্মই যোগ, যেহেতু "কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া যিনি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী", এই-প্রকার স্মৃতি আছে। আর ধারণাপূর্ব্বক (পাতঃ দঃ ৩।১) অকর্তৃত্বের অনুভবই সাংখ্য, যেহেতু "ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকলে প্রবৃত্ত হইতেছে, এইপ্রকার ধারণাকরতঃ", এইপ্রকার স্মৃতি আছে। এইপ্রকারে] **স্মার্ত্তে চ এতে**—এই যোগ ও সাংখ্য অবশ্যই স্মৃতিবিহিত, [শ্রুতিবিহিত নহে]। প্রথম **চ**কারটী—ব্রহ্মবিদ্গণের প্রতি ["যত্র কালে তু অনাবৃত্তিম্" (গীতা ৮।২৩), এই] স্মৃতিবাক্য প্রযোক্তব্য নহে, ইহা বলিতেছে। [এইপ্রকারে দেখা গেল—শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে প্রতিপাদ্য বিষয়ের ভেদ থাকায় শ্রৌত উপাসনাসকলে কালবিষয়ক নিয়ম নাই। আর যদি শ্রৌত বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞাবলে কালশব্দ তদভিমানিনী দেবতাকে সমর্পণ করে, তাহা হইলে কোনপ্রকার বিরোধ হয় না; যেহেতু যে কোন কালে মৃত বিদ্বান্ অবশ্যই বিদ্যার ফল প্রাপ্ত হন। ইহা (—এই সূত্রোক্ত বিচার) আতিবাহিক দেবতা অঙ্গীকার না করিয়া কৃত্বাচিন্তা (১।৪৪৯ পৃঃ), এইপ্রকার বুঝিতে হইবে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যোগিনঃ প্রতি চ অয়ম্ অহরাদিকালবিনিয়োগঃ* অনাবৃত্তয়ে স্মর্য্যতে।১ স্মার্ত্তে চ এতে যোগসাংখ্যে, ন শ্রৌতে।২ অতঃ

*'কালযোগঃ', ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত—অনাবৃত্তির জন্য দিবসে বা উত্তরায়ণে মরণবিষয়ক স্মৃতি স্মার্ত্ত যোগী ও নিষ্কাম কর্ম্মীর প্রতি প্রযোজ্য, শ্রৌত উপাসকের জন্য নহে]।

আর অনাবৃত্তির (—জন্মমৃত্যুপ্রবাহ অতিক্রমের) জন্য এই দিবস প্রভৃতি কালের বিনিয়োগ যোগিগণের প্রতি স্মৃতিতে পঠিত হইতেছে।১ [কিন্তু শ্রৌত দহরাদি উপাসককেও যোগী বলা উচিত। উত্তর—একই শাস্ত্রে পঠিত হওয়ায় নৈকট্যবশতঃ স্মার্ত্ত যোগ ও স্মার্ত্ত উপাসনাতেই স্মৃতিবর্ণিত কালাদির বিনিয়োগ যুক্তিসঙ্গত হয় বলিয়া, অনাবৃত্তির জন্য যাহা কালকে অপেক্ষা করে, সেই] এই যোগ ও সাংখ্য কিন্তু স্মার্ত্ত (৩), শ্রৌত নহে। [কারণ শ্রৌত উপাসনাতে কালাদির নিয়ম নাই, ইহা ৪।১।৭ অধিকরণে এবং "শব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ ন" (ছাঃ ৪।১৫।৫) ইত্যাদি শ্রুতিতে

ভাবদীপিকা

(৩) স্মৃতিতে যোগ ও সাংখ্য বলিতে কি বুঝায়, তাহা শাস্ত্রবাক্য সহিত সূত্রার্থমধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে—"যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" (যোগসূত্র ১।২), পাতঞ্জলশাস্ত্রোক্ত এই চিত্তবৃত্তিনিরোধাত্মক যোগ, যাহা বিপরীতভাবনার নিবর্ত্তক নিদিধ্যাসনের পরিপকাবস্থা, চিত্তবিক্ষেপনিরাকরণের দ্বারা তাহা শ্রৌত নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে ও দহরাদি

শাঙ্করভাষ্যম্

বিষয়ভেদাৎ প্রমাণবিশেষাৎ† চ ন অস্য স্মার্ত্তস্য কালবিনিয়োগস্য শ্রৌতেষু বিজ্ঞানেষু অবতারঃ।৩ ননু "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্", "ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্" (গীতা ৮।২৪-২৫) ইতি চ শ্রৌতৌ এতৌ দেবযানপিতৃযাণৌ প্রত্যভিজ্ঞায়েতে স্মৃতৌ অপি ইতি।৪ উচ্যতে—"তং কালং বক্ষ্যামি" (ঐ ৮।২৩), ইতি স্মৃতৌ কালপ্রতিজ্ঞানাৎ বিরোধম্

† 'প্রমাতৃভেদাৎ', ইতি পাঠঃ

ভাষ্যানুবাদ

বর্ণিত হইয়াছে]।২ সেইহেতু [শ্রৌত উপাসনা ও স্মার্ত্ত ব্রহ্মার্পণবুদ্ধিতে কর্ম্মাদিরূপ] বিষয়ের ভেদ এবং [শ্রুতি ও স্মৃতিরূপ] প্রমাণের বিশেষ (—ভেদ) বশতঃ এই স্মৃতিবর্ণিত কালের বিনিয়োগ শ্রৌত উপাসনাসকলে অবতরণ করে না (—সেই সকলে প্রযুক্ত হয় না)।৩ [শঙ্কা—] কিন্তু "অগ্নি জ্যোতিঃ (৪) দিবস শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণের ছয়টী মাস", এবং "ধূম রাত্রি কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়নের ছয় মাসটী", ইত্যাদিপ্রকারে এই শ্রৌত দেবযান ও পিতৃযাণ স্মৃতিতেও প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে (—শ্রুত্যুক্ত দেবযান ও পিতৃযাণই স্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং অন্য বিষয়ের ভেদ থাকিলেও এই দেবযানাদি বিষয়ে শ্রুতি এবং স্মৃতির মধ্যে ভেদ নাই।৪ সিদ্ধান্তীর সমাধান—] বলা হইতেছে—"সেই কালের কথা বলিব", এইপ্রকারে স্মৃতিতে কালবিষয়ক প্রতিজ্ঞা থাকায় [কেহ যদি কালশব্দে দিবসাদি কালাভিমানিনী (৫)

ভাবদীপিকা

সগুণব্রহ্মবিদ্যাতেও অপেক্ষিত হওয়ায় নিরাকৃত হইতেছে না। শ্রুত্যনুগামিগণ এই চিত্তবৃত্তিনিরোধকে ব্রহ্মাত্মৈক্যধ্যানে বিনিয়োগকরতঃ, অর্থাৎ ব্রহ্মে চিত্তবৃত্তির নিরোধকরতঃ বীপরীতভাবনাকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি", এই ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তিকে নিশ্চল করেন। যাহার ফলে অবিদ্যাধ্বংসদ্বারে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জন্মমৃত্যুপ্রবাহকে অতিক্রম করেন। সাংখ্যপাতঞ্জলগণ কিন্তু অন্যত্র বিনিয়োগকরতঃ প্রকৃতিপুরুষের বিবেকে প্রতিষ্ঠারূপ ফল এবং পাতঞ্জলদর্শনে বিভূতিপাদে বর্ণিত ফলসকলকে প্রাপ্ত হন। ইহাঁদের প্রকৃতিপুরুষের বিবেকজ্ঞান, যাহা বেদান্তসিদ্ধান্তে ত্বংপদার্থের বিবেকমাত্র, একমাত্র তাহাই মোক্ষের সাধন নহে ; ইহা ২।২ পাদে সাংখ্যমতখণ্ডনাবসরে প্রদর্শিত হইয়াছে। (যোজনা আমাদের)।

(৪) "তে অর্চ্চিঃ অভিসম্ভবন্তি" (বৃঃ ৬।২।১৫), ইত্যাদি শ্রুতিতে অর্চ্চিশব্দে যাহা (—যে অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা) বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই এখানে অগ্নি ও জ্যোতিঃ, এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। (গীতা ৮।২৪ শঙ্করানন্দী দ্রষ্টব্য)।

(৫) কালশব্দে কালাভিমানিনী দেবতা গৃহীত না হইলে যেপ্রকার সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা 'কৃষ্ণাচিন্তা' (১।৮৭৪ পৃঃ) দ্বারা প্রদর্শিত হইল। সুতরাং ইহা অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত মাত্র। কিন্তু দেবতার বর প্রভৃতি অতি বিরল কোন স্থলব্যতিরেকে যে মৃত্যু কাহারও আয়ত্তাধীন নহে, স্মার্ত্ত যোগী প্রভৃতিই বা তাহা কিপ্রকারে স্বেচ্ছাধীন করিবেন ? উত্তরে বলা যায়—ইহা তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, শ্রুত্যনুসরণকারী সিদ্ধান্তীর সেই জন্য শিরঃপীড়া নাই।

শাঙ্করভাষ্যম্

আশঙ্ক্য পরিহারঃ উক্তঃ।৫ যদা পুনঃ স্মৃতৌ অপি অগ্ন্যাদ্যাঃ দেবতাঃ এব আতিবাহিক্যঃ গৃহ্যন্তে, তদা ন কশ্চিৎ বিরোধঃ ইতি ।১।৪।২।২১।

ইতি একাদশং দক্ষিণায়নাধিকরণম্ ।

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবৎ-পূজ্যপাদকৃতৌ শারীরকমীমাংসাভাষ্যে চতুর্থাধ্যায়স্য 'উৎক্রান্তিগতিনিরূপণাখ্যঃ' দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

ভাষ্যানুবাদ

দেবতাকে গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে] বিরোধের আশঙ্কা করিয়া [তাহার] পরিহার কথিত হইল।৫ কিন্তু স্মৃতিতেও যদি ["অগ্নির্জ্যোতিঃ" ইত্যাদি স্থলে অগ্নি প্রভৃতি শব্দে] অগ্নিপ্রভৃতি আতিবাহিক দেবতাগণ গৃহীত হন, তাহা হইলে কোনপ্রকার বিরোধ নাই; [কারণ সেই আতিবাহিক (—ইহলোক অতিক্রম করাইয়া পরলোকে বহনকারী) দেবগণ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকায় যখনই মৃত্যু হউক্ না কেন, বিদ্বানের দেবযানমার্গে বাহিত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিতে বাধা হয় না] ।৬।৪।২।২১।

দক্ষিণায়নাধিকরণ সমাপ্ত।

চতুর্থাধ্যায়ের 'উৎক্রান্তি ও গতি নিরূপণ নামক' দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্রসংশয়ঃ॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

(গীতা ৮।৫-৬)

চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ [মার্গপাদঃ]

"দোর্ভির্যুক্তা চতুর্ভিঃ স্ফটিকমণিময়ীমক্ষমালাং দধানা,
হস্তেনৈকেন পদ্মং সিতমপি চ শুকং পুস্তকং চাপরেণ।
ভাসা কুন্দেন্দুশঙ্খস্ফটিকমণিনিভা ভাসমানা সমানা,
সা মে বাগ্‌দেবতেয়ং নিবসতু বদনে সর্ব্বদা সুপ্রসন্না"॥
"জড়ানাং জড়তাং হন্তি ভক্তানাং ভক্তবৎসলা।
মূঢ়তাং হর মে দেবী ত্রাহি মাং শরণাগতম্"॥

পাদপ্রতিপাদ্য—সগুণব্রহ্মবিদ্যার ফলপ্রাপ্তিতে উপযোগী দেবযানমার্গের ক্রম, সেই মার্গে গতি, ব্রহ্মলোকরূপ গন্তব্য এবং সগুণব্রহ্মবিৎ প্রভৃতি গন্তা নিরূপণ।

অবান্তর পাদসঙ্গতি—অপরবিদ্যার (—সগুণব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতির) ফলপ্রাপ্তির উপায়ভূত দেবযানমার্গের বর্ণনা করিবার জন্য সেই মার্গ প্রাপ্তির পূর্ব্বভাবী অঙ্গ যে উৎক্রমণ, তদ্বিষয়ক বিচার পূর্ব্বপাদে করা হইয়াছে। এক্ষণে অঙ্গী যে দেবযানমার্গ, তদ্বিষয়ক বিচারের জন্য এই পাদ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বপাদের সহিত এই পাদের **অঙ্গাঙ্গিভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতি—সগুণবিদ্যার ফলপ্রাপ্তির উপায়ভূত দেবযানমার্গ ও তাহার আনুষঙ্গিক বিষয়সকল বর্ণিত হওয়ায় এই ফলাধ্যায়ের সহিত এই পাদের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

১। অর্চ্চিরাদ্যধিকরণম্। [১ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ব্রহ্মলোকপ্রাপক নানা পর্ব্ববিশিষ্ট দেবযানমার্গের একত্ব।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে যে কোন সময়ে মৃত সগুণব্রহ্মবিৎ প্রভৃতি বিদ্বানের ব্রহ্মলোকরূপ ফলপ্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে। তদ্রূপ যে কোন মার্গে গমন করিলেও ফলপ্রাপ্তিতে বাধা হয় না, এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্য পাদসঙ্গতি—সগুণব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতির ফলপ্রাপ্তির উপায়ভূত দেবযানমার্গ বর্ণিত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

নানাবিধো ব্রহ্মলোকমার্গো যদ্বাঽর্চ্চিরাদিকঃ।
নানাবিধঃ স্যাদ্বিদ্যাসু বর্ণনাদন্যথাঽন্যথা॥
এক এবার্চ্চিরাদিঃ স্যান্নানাশ্রুত্যুক্তপর্ব্বকঃ।
যতঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং বিদ্যান্তরবতাং শ্রুতঃ॥

অন্বয়—ব্রহ্মলোকমার্গঃ নানাবিধঃ, যদ্বা অর্চ্চিরাদিকঃ? বিদ্যাসু অন্যথা অন্যথা বর্ণনাৎ নানাবিধঃ স্যাৎ। নানাশ্রুত্যুক্তপর্ব্বকঃ অর্চ্চিরাদিঃ একঃ এব স্যাৎ, যতঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং বিদ্যান্তরবতাং শ্রুতঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[দেবযানমার্গঃ অত্র বিষয়ঃ। দেবযানাখ্যঃ ব্রহ্মলোকমার্গঃ ছান্দোগ্য-বৃহদারণ্যকয়োঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং পঠিতঃ—"তে অর্চ্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি, অর্চ্চিষঃ অহঃ" (ছাঃ ৫।১০।২, বৃঃ ৬।২।১৫), ইতি। বিদ্যান্তরে তু বায়্বাদিকঃ পঠিতঃ—"সঃ বায়ুম্ আগচ্ছতি" (বৃঃ ৫।১০।১), ইতি। কৌষীতকিনঃ পর্য্যঙ্কবিদ্যায়াম্ অগ্নিলোকাদিকম্ আমনন্তি—"সঃ

এতং দেবযানং পন্থানম্ আপন্ন অগ্নিলোকম্ আগচ্ছতি" (কৌ: ১৩), ইতি। এবম্ অন্যত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। তত্র অনেকবিধশ্রুতিদর্শনাৎ সংশয়: ভবতি—] ব্রহ্মলোকমার্গ: নানাবিধ:, যদ্বা অর্চিরাদিক: [এক: এব] ?

পূর্ব্বপক্ষ—[বিভিন্নাসু] বিদ্যাসু অন্যথা অন্যথা বর্ণনাৎ [অয়ং ব্রহ্মলোকমার্গ:] নানাবিধ: স্যাৎ।

সিদ্ধান্ত—[শ্রুত্যন্তরোক্তানাং বায়্বাদীনাং গুণোপসংহারন্যায়েন অর্চিরাদিমার্গপ্রবেশে সতি] নানাশ্রুত্যুক্তপর্ব্বক: অর্চিরাদি: [মার্গ:] এক: এব স্যাৎ। [কুত: ?] যত: পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং ["যে ইত্থং বিদু:, যে চ ইমে অরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ: ইতি উপাসতে, তে অর্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি (ছা: ৫।১০।১), ইতি এবম্প্রকারেণ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদাং] বিদ্যান্তরবতাং [চ কৃতে অর্চিরাদিক: এক: এব মার্গ:] শ্রুত:।

অনুবাদ

সংশয়—[দেবযানমার্গ এখানে বিষয়। দেবযাননামক ব্রহ্মলোকমার্গ ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যকে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে পঠিত হইয়াছে, যথা—"তাঁহারা অর্চিকে (—তদভিমানিনী দেবতাকে) প্রাপ্ত হন, অর্চি হইতে দিবসকে (—তদভিমানিনী দেবতাকে) প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি। অন্য বিদ্যাতে কিন্তু বায়ু প্রভৃতি পঠিত হইয়াছে, যথা—"তিনি বায়ুর নিকট আগমন করেন", ইত্যাদি। কৌষীতকিশাখাধ্যায়িগণ পর্য্যঙ্কবিদ্যাতে অগ্নিলোক প্রভৃতিকে পাঠ করেন, যথা—"তিনি এই দেবযানপথকে প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে আগমন করেন", ইত্যাদি। অন্য স্থলেও এইপ্রকার [বিভিন্ন পাঠ আছে] বুঝিতে হইবে। সেই [দেবযান] বিষয়ে অনেকপ্রকার শ্রুতি পরিদৃষ্ট হওয়ায় সংশয় হয়—] ব্রহ্মলোকে গমনের মার্গ নানাবিধ, অথবা 'অর্চি যাহার আদিতে [পঠিত হইয়াছে'] এইরূপ একটীই ?

পূর্ব্বপক্ষ—[বিভিন্ন] বিদ্যাসকলে অন্য অন্য প্রকারে বর্ণিত হওয়ায় [এই ব্রহ্মলোকপ্রাপক মার্গ] নানাপ্রকার হইবে।

সিদ্ধান্ত—[অন্য শ্রুতিতে বর্ণিত বায়ু প্রভৃতির গুণোপসংহারন্যায়বলে অর্চিরাদি মার্গে প্রবেশ হইলে] বিভিন্ন শ্রুতিতে যাহার পর্ব্বসকল (—অংশসকল) বর্ণিত হইয়াছে, সেই অর্চিরাদি মার্গ একটীই হইবে। তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] যেহেতু পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে ["যাঁহারা এইরূপে [পঞ্চাগ্নিবিদ্যাকে] জানেন এবং এই যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপস্যাদির অনুশীলন করেন, তাঁহারা অর্চিকে (—তদভিমানিনী দেবতাকে) প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি এইপ্রকারে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্গণের এবং] অন্য বিদ্যানুশীলনকারিগণের [জন্য অর্চি যাহার আদি, এইপ্রকার একটীই মার্গ] শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, যে কোন মার্গে ব্রহ্মলোকে গতি হওয়ায় মার্গের বিকল্পসিদ্ধি। সিদ্ধান্তে—মার্গের একত্ববশত: বিকল্পের আশঙ্কাই নাই।

অর্চিরাদিনা তৎপ্রথিতে: ॥৪।৩।১॥

সূত্রার্থ—[ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিহেতৌ মার্গে শ্রুতীনাম্ অস্তি বিপ্রতিপত্তি:। কচিৎ অর্চিরাদি: (ছা: ৫।১০।১) শ্রূয়তে। কচিৎ চ 'অগ্নিলোক:' (কৌ: ১৩), কচিৎ 'বায়ু:' (বৃ: ৫।১০।১), কচিৎ 'সূর্য্য:' বা (মু: ১।২।১১), 'রশ্মি:' বা (ছা: ৮।৬।৫), ইত্যাদি শ্রূয়তে। তত্র

কিং পরস্পরবিভিন্নাঃ এব এতে মার্গাঃ, উত অনেকবিশেষণযুক্তঃ একঃ এব ইতি বিশয়ে; প্রকরণভেদাৎ পরস্পরবিভিন্নাঃ এব ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **অর্চিরাদিনা**—অর্চিরাদিনা পর্ব্বযুক্তেন একেন এব মার্গেণ [সর্ব্বঃ হি ব্রহ্মলোকপ্রেপ্সুঃ রংহতি। কুতঃ?] **তৎপ্রথিতেঃ**—'তস্য'—অর্চিরাদিমার্গস্য [পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপ্রকরণে পঞ্চাগ্ন্যুপাসকস্য ইব ইতরস্যাপি সগুণব্রহ্মোপাসকস্য] 'প্রথিতেঃ'—প্রসিদ্ধেঃ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির উপায়ভূত মার্গে শ্রুতিসকলের মতভেদ আছে। কোন স্থলে অর্চি প্রভৃতি শ্রুত হইতেছে। আর কোথাও 'অগ্নিলোক', কোথাও 'বায়ু', কোথাও বা 'সূর্য্য', অথবা 'রশ্মি' ইত্যাদি শ্রুত হইতেছে। সেই স্থলে এই মার্গসকল কি পরস্পর বিভিন্নই, অথবা অনেক বিশেষণযুক্ত একটীই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; প্রকরণের বিভিন্নতাবশতঃ পরস্পর বিভিন্নই, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **অর্চিরাদিনা**—অর্চিরাদি পর্ব্বযুক্ত একই মার্গের দ্বারা [ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিবিষয়ে ইচ্ছাযুক্ত সকলেই গমন করেন। তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] **তৎপ্রথিতেঃ**—যেহেতু 'তস্য'—তাহার, অর্থাৎ অর্চিরাদি মার্গের [পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রকরণে পঞ্চাগ্নির উপাসকের ন্যায় অপর সগুণব্রহ্মোপাসকেরও] 'প্রথিতেঃ'—প্রসিদ্ধি আছে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

"আসৃত্যুপক্রমাৎ" (৪।২।৭) **সমানা উৎক্রান্তিঃ ইতি উক্তম্।১ সৃতিস্তু শ্রুত্যন্তরেষু অনেকধা শ্রূয়তে।২ নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধেন একা—"অথ এতৈঃ এব রশ্মিভিঃ ঊর্ধ্বম্ আক্রমতে"** (ছাঃ ৮।৬।৫) **ইতি।৩ অর্চিরাদিকা একা—"তে অর্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি, অর্চিষঃ অহঃ"** (ছাঃ ৫।১০।১) **ইতি।৪ "সঃ এতং দেবযানং পন্থানম্ আসাদ্য অগ্নিলোকম্ আগচ্ছতি"** (কৌঃ ১।৩), **ইতি অন্যা।৫ "যদা বৈ পুরুষঃ অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি, সঃ বায়ুম্ আগচ্ছতি"** (বৃঃ ৫।১০।১), **ইতি অপরা।৬ "সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি"** (মুঃ ১।২।১১), **ইতি চ**

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—ব্রহ্মলোক প্রাপক মার্গসকল বিভিন্ন।]

"সৃতির উপক্রম পর্য্যন্ত (—দেবযানমার্গে প্রবেশের পূর্ব্ব পর্যান্ত, সগুণব্রহ্মবিদাদি বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের] উৎক্রমণ সমান, ইহা [৪।২।৪ অধিকরণে] বলা হইয়াছে।১ [দেবযান] সৃতি (—মার্গ) কিন্তু বিভিন্ন শ্রুতিসকলে অনেকপ্রকারে বর্ণিত হইতেছে।২ নাড়ী ও সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধের দ্বারা একটী 'মার্গ বর্ণিত হইতেছে', যথা—"অনন্তর এই রশ্মিসকলের দ্বারাই ঊর্ধ্বে গমন করেন", ইত্যাদি।৩ অর্চি (—তেজঃ) যাহার আদিতে পঠিত হইয়াছে, এইপ্রকার একটী 'মার্গ পঠিত হইতেছে', যথা—"তাঁহারা অর্চিকে প্রাপ্ত হন, অর্চি হইতে দিবসকে', ইত্যাদি।৪ "তিনি এই দেবযানপথকে প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে আগমন করেন", ইহা অন্যপ্রকার সৃতি।৫ "পুরুষ যখন ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনি বায়ুর নিকট আগমন করেন", ইহা অপর সৃতি।৬ আবার "বিরজঃ (—পাপশূন্য) তাঁহারা সূর্য্যদ্বারে গমন করেন",

শাঙ্করভাষ্যম্

অপরা।৭ তত্র সংশয়ঃ—কিং পরস্পরং ভিন্নাঃ এতাঃ সৃতয়ঃ, কিংবা একা এব অনেকবিশেষণা ইতি।৮ তত্র প্রাপ্তং তাবৎ ভিন্নাঃ এতাঃ সৃতয়ঃ ইতি, ভিন্নপ্রকরণত্বাৎ ভিন্নোপাসনাশেষত্বাৎ চ।৯ অপি চ "অথ এতৈঃ এব রশ্মিভিঃ" (ছাঃ ৮।৬।৫), ইতি অবধারণম্ অর্চিরাদ্যপেক্ষায়াম্ উপরুধ্যেত।১০ ত্বরাবচনং চ পীড্যেত "সঃ যাবৎ ক্ষিপেৎ মনঃ তাবৎ আদিত্যং গচ্ছতি" (ছাঃ ৮।৬।৫) ইতি।১১ তস্মাৎ অন্যোন্যভিন্নাঃ এব এতে পন্থানঃ ইতি।১২

এবং প্রাপ্তে অভিদধ্মহে—'অর্চিরাদিনা' ইতি।১৩ সর্ব্বঃ ব্রহ্ম প্রেপ্সুঃ অর্চিরাদিনা এব অধ্বনা রংহতি ইতি প্রতিজানীমহে।১৪ কুতঃ? ১৫ তৎপ্রথিতেঃ।১৬ প্রথিতঃ হি এষঃ মার্গঃ সর্ব্বেষাং বিদুষাম্।১৭ তথাহি পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপ্রকরণে "যে চ অমী অরণ্যে

ভাষ্যানুবাদ

ইহা অপর সৃতি (—মার্গ) ৭ সেই স্থলে সংশয় হয়—এই সৃতিসকল কি পরস্পর বিভিন্ন, কিম্বা অনেকবিশেষণযুক্ত একটাই? ৮ [পূর্ব্বপক্ষ—] তাহাতে প্রাপ্ত হওয়া গেল—এই মার্গসকল বিভিন্ন, যেহেতু বিভিন্ন প্রকরণতা আছে (—শ্রুতির বিভিন্ন প্রকরণে পঠিত হইয়াছে), এবং যেহেতু [তাহারা] বিভিন্ন উপাসনার অঙ্গ।৯ আর দেখ, অর্চি প্রভৃতিকে অপেক্ষা করিলে (—একই মার্গে অর্চি, দিবস প্রভৃতিকে গ্রহণ করিলে), "অনন্তর এই রশ্মিসকলদ্বারাই", এইপ্রকার অবধারণ বাধিত হইয়া পড়িবে।১০ আর [একটাই মার্গ অঙ্গীকার করিলে] "তিনি যতটুকু সময়ে মনকে ক্ষেপণ করেন, ততটুকু সময়েই আদিত্যে গমন করেন", এই ত্বরাবোধক বাক্য পীড়িত (—বাধিত) হইয়া পড়িবে, [কারণ বক্র ও ঋজু নানাপ্রকার মার্গ থাকিলেই ঋজু পথে শীঘ্র গমন সম্ভব]।১১ সেইহেতু (—উক্ত হেতুসকলবশতঃ মার্গের একত্ব সম্ভব না হওয়ায়, ব্রহ্মলোকে গমনের] এই পথসকল অবশ্যই পরস্পর বিভিন্ন, ইত্যাদি।১২

[সিঃ—বিদ্যাের উপসংহারের ন্যায় মার্গের বিশেষণসকলের উপসংহারের সঙ্গত হওয়ায়, মার্গাংশের প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় এবং গন্তব্য ব্রহ্মলোক অভিন্ন হওয়ায় অর্চিরাদি নানা পর্ব্বযুক্ত দেবযানমার্গের একত্ব।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—"অর্চিরাদিনা", ইত্যাদি।১৩ [ইহার ব্যাখ্যা—] ব্রহ্মকে (—কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভকে) প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক সকল ব্যক্তি, অর্চি যাহার আদিতে পঠিত হইয়াছে, সেই মার্গের দ্বারাই গমন করেন, ইহা আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি।১৪ তাহাতে হেতু কি? ১৫ [উত্তর—] যেহেতু তাহার প্রসিদ্ধি আছে।১৬ [ইহার ব্যাখ্যা—] যেহেতু সকল বিদ্বানের (—সগুণব্রহ্মবিদ্ ও পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিৎ প্রভৃতির) নিকট এই মার্গ প্রসিদ্ধ।১৭ যেমন দেখ, পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রকরণে "আর ঐ যাঁহারা অরণ্যে

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রদ্ধাং সত্যম্ উপাসতে" (বৃঃ ৬।২।১৫), ইতি বিদ্যান্তরশীলিনাম্ অপি অর্চিরাদিকাঃ সৃতিঃ শ্রাব্যতে।১৮ স্যাদেতৎ, যাসু বিদ্যাসু ন কাচিৎ গতিঃ উচ্যতে, তাসু ইয়ম্ অর্চিরাদিকা উপতিষ্ঠতাম্।১৯ যাসু তু অন্যা শ্রাব্যতে, তাসু কিমিতি অর্চিরাদ্যাশ্রয়ণম্ ইতি? ২০ অত্র উচ্যতে—ভবেৎ এতৎ এবং যদি অত্যন্তভিন্নাঃ এব এতাঃ সৃতয়ঃ স্যুঃ।২১ একা এব তু এষা সৃতিঃ অনেকবিশেষণা ব্রহ্মলোকপ্রপদনী ক্বচিৎ কেনচিৎ বিশেষণেন উপলক্ষিতা ইতি বদামঃ।২২ সর্ব্বত্র একদেশপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ ইতরেতরবিশেষণ-বিশেষ্যভাবোপপত্তেঃ।২৩ প্রকরণভেদে অপি হি বিদ্যৈকত্বে ভবতি ইতরেতরবিশেষণোপসংহারবৎ গতিবিশেষণানাম্ অপি উপসংহারঃ।২৪ বিদ্যাভেদে অপি তু গত্যেকদেশপ্রত্যভিজ্ঞা-

ভাষ্যানুবাদ

শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সত্যব্রহ্মের (—হিরণ্যগর্ভের) উপাসনা করেন", এইপ্রকারে অন্য বিদ্যার অনুশীলনকারিগণের জন্যও [শ্রুতি] অর্চিরাদি মার্গ শ্রবণ করাইতেছেন।১৮ [শঙ্কা—] আচ্ছা, ইহা না হয় হইল; [কিন্তু এইপ্রকার হইতে পারে—] যে সকল বিদ্যাতে কোনপ্রকার গতি (—গমনসাধনভূত মার্গ) বর্ণিত হইতেছে না, সেই সকলে এই অর্চিরাদিকা [গতি] বর্ত্তমান থাকুক।১৯ কিন্তু যে সকলে অন্য গতি (—মার্গ) শ্রবণ করান হইতেছে, সেই সকলে অর্চিরাদি মার্গকে কেন আশ্রয় (—গ্রহণ) করা হইতেছে? ২০ [সমাধান—] এই বিষয়ে বলা হইতেছে—ইহা এইপ্রকার হইতে পারিত, যদি এই মার্গসকল অত্যন্ত ভিন্ন হইত।২১ কিন্তু ব্রহ্মলোক প্রাপণকারিণী অনেক বিশেষণযুক্তা এই সৃতি (—মার্গ) একটীই, কোন স্থলে কোন বিশেষণের দ্বারা [তাহা] উপলক্ষিত হইয়াছে, ইহা আমরা বলিতেছি।২২ [তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] সর্ব্বত্র (—সকল শ্রুতিতে, দেবযানমার্গের অর্চিঃ অহঃ অগ্নিলোক ইত্যাদি] একাংশের প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় [এবং কল্পনার লাঘব হওয়ায়, সেই অংশসকলের] পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণভাব সঙ্গত (—সেই অংশসকল মিলিত হইয়া একটী মার্গকে সমর্পণ করে, ইহা অঙ্গীকার করাই সঙ্গত)।২৩ [পূর্ব্বপক্ষী বিভিন্ন প্রকরণে পঠিত হওয়ায় মার্গসকলের বিভিন্নতার কথা বলিয়াছেন, তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] প্রকরণ বিভিন্ন হইলেও, বিদ্যার একত্ব হইলে [বিভিন্ন শাখাপঠিত বিদ্যার] পরস্পরের বিশেষণের (—বিদ্যাঙ্গসকলের) উপসংহারের ন্যায় (৩।৩।২ অধিঃ দ্রঃ, বেদ্য ব্রহ্মের একত্ববশতঃ, ব্রহ্মলোকপ্রাপক] মার্গের [অর্চিঃ অহঃ বায়ুলোক ইত্যাদি] বিশেষণসকলেরও উপসংহার হইবে।২৪ [যদি বলা হয়, পঞ্চাগ্নি ও দহরাদি বিদ্যা এবং তদ্বিদ্যার বেদ্য বিভিন্ন হওয়ায় মার্গ বিভিন্ন হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] বিদ্যা বিভিন্ন হইলেও

শাঙ্করভাষ্যম্

মাৎ গন্তব্যাভেদাৎ চ গত্যভেদঃ এব।২৫ তথাহি "তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতঃ বসন্তি" (বৃঃ ৬।২।১৫) "তস্মিন্ বসতি* শাশ্বতীঃ সমাঃ" (বৃঃ ৫।১০।১), "সা যা ব্রহ্মণঃ জিতিঃ যা ব্যুষ্টিঃ তাং জিতিং জয়তি, তাং ব্যুষ্টিং ব্যশ্নুতে" (কৌঃ ১।৪), "তৎ যঃ এব এতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণ অনুবিন্দতি" (ছাঃ ৮।৪।৩), ইতি চ তত্র তত্র তদেব একং ফলং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিলক্ষণং প্রদর্শ্যতে।২৬ যত্তু "এতৈঃ এব" (ছাঃ ৮।৬।৫, ইতি অবধারণম্ অর্চ্চিরাদ্যাশ্রয়ণে ন স্যাৎ ইতি।২৭ নৈষঃ দোষঃ রশ্মিপ্রাপ্তিপরত্বাৎ অস্য।২৮ নহি একঃ

* 'বসন্তি' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

কিন্তু গতির (—গমনসাধন মার্গের) একাংশের প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় এবং [ব্রহ্মলোক-রূপ] গন্তব্য অভিন্ন হওয়ায় গতির অভিন্নতাই সিদ্ধ হয়।২৫ [গন্তব্যের অভিন্নতা প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, পর (—উৎকৃষ্টাবস্থাপ্রাপ্ত) তাঁহারা সেই ব্রহ্ম-লোকসকলে (১) পরাবতের (—দীর্ঘায়ু হিরণ্যগর্ভের) প্রকৃষ্ট সম্বৎসরসকল, (—বহু অবান্তর কল্প) বাস করেন", "সেখানে (—ব্রহ্মলোকে) নিত্য সম্বৎসরসকল (—বহু অবান্তর কল্প) বাস করেন", "ব্রহ্মার সেই যে জয় (—সর্ব্বত্র জয়, সর্ব্বনিয়-ন্তৃত্ব) ও ব্যাপ্তি (—সর্ব্বাত্মকতা), সেই জয়কে জয় করেন, সেই ব্যাপ্তিকে প্রাপ্ত হন", এবং "সেইহেতু যাঁহারাই ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা এই ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি সেই সেই স্থলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিরূপ সেই একই ফল প্রদর্শিত হইতেছে।২৬

[সিঃ—পূর্ব্বপক্ষীর যুক্তিসকলের নিরাকরণ]

আর যে বলা হইয়াছে, অর্চ্চিরাদিকে গ্রহণ করিলে "এতৈঃ এব" (—এই রশ্মিসকলের দ্বারাই), এইপ্রকার অবধারণ সঙ্গত হইবে না (১০ বাক্য) ইত্যাদি।২৭ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু ইহা (—অবধারণার্থক) 'এব'কার রাত্রিকালে] রশ্মিপ্রাপ্তি দ্যোতন করে (২)।২৮ যেহেতু এক 'এব'শব্দ

ভাবদীপিকা [ব্রহ্মলোক নানাস্তরে বিভক্ত]

(১) ন্যায়নির্ণয়কার বলেন—ব্রহ্মলোকে নানাপ্রকার ভোগপ্রদ দেশসকল থাকায় 'ব্রহ্ম-লোকসকলে', এইপ্রকার বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—ব্রহ্মলোকের অন্তর্গত ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রাদির ভোগভূমিসকল (—লীলাভূমিসকল) বহু হওয়ায় এইপ্রকার বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। পাতঞ্জলদর্শনের ৩।২৬ সূত্রের ব্যাসভাষ্যে জন তপঃ এবং সত্য, এই লোকত্রয়কে ব্রহ্মলোক বলা হইয়াছে। সেই লোকত্রয়েও আবার তত্তৎ লোকবাসিগণ উপর্য্যু-পরি স্তরে অবস্থিত। তাহাতে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, ব্রহ্মলোক নানাস্তরে বিভক্ত। ইহাও অত্রস্থ বহুবচনপ্রয়োগের হেতু হইলে অসঙ্গত হয় না।

(২) তাৎপর্য্য এই – ১০ সংখ্যক বাক্যে পূর্ব্বপক্ষী "এতৈঃ এব রশ্মিভিঃ" (ছাঃ ৮।৬।৫), অত্রস্থ 'এব' কারটীর 'অন্যযোগব্যবচ্ছেদরূপ অর্থ গ্রহণকরতঃ অর্চ্চি প্রভৃতিকে ব্যাবৃত্ত (—নিষেধ) করিয়া একমাত্র সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনেই মৃত সগুণব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মলোকে গমন করেন, ইহা

শাঙ্করভাষ্যম্

এবশব্দঃ রশ্মীন্ চ প্রাপয়িতুম্ অর্হতি, অর্চ্চিরাদীন্ চ ব্যাবর্ত্তয়িতুম্।২৯ তস্মাৎ রশ্মিসম্বন্ধঃ এব অয়ম্ অবধার্য্যতে ইতি দ্রষ্ট-

ভাষ্যানুবাদ

রশ্মিসকলকে প্রাপ্ত করাইতে এবং অর্চ্চি প্রভৃতিকে ব্যাবৃত্ত করাইতে যোগ্য নহে (৩)।২৯ সেইহেতু ইহা (—'এব'শব্দ, রাত্রিকালেও সূর্য্য-] রশ্মির সহিত সম্বন্ধই

ভাবদীপিকা

প্রতিপাদন করিয়াছেন। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—এই স্থলে "এতৈঃ এব রশ্মিভিঃ", অত্রস্থ 'এতদ্' শব্দরূপ বিশেষণের সহিত 'এব'কারের সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিতে হইবে। ফলে উক্ত 'এব' কারটীর অর্থ হইবে—'অযোগব্যবচ্ছেদ', 'অন্যযোগব্যবচ্ছেদ' নহে। রাত্রিতে মৃত সগুণব্রহ্মবিৎ প্রভৃতি বিদ্বানের সূর্য্যরশ্মির সহিত অযোগ (—সম্বন্ধহীনতা, অপ্রাপ্তি) আশঙ্কিত হইতেছিল, তাহার ব্যবচ্ছেদই (—নিরাকরণই) এই স্থলে 'এব' কারটীর অর্থ ; ফলে রাত্রিতেও মৃত জীব (—বিদ্বান্ ও অজ্ঞ) সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনেই উৎক্রমণ করেন (৪।২।১০ অধিঃ) ; এইপ্রকার অর্থই উক্ত 'এব' কারটী হইতে সিদ্ধ হয়।

['এব' কারের অর্থত্রয়]

বিষয়টীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে, 'এব' কারের অর্থ কি, তাহা অবগত হইতে হইবে। এবকারের অর্থ তিনপ্রকার, যথা—১। **অত্যন্তাযোগব্যবচ্ছেদ**। ক্রিয়ার সহিত অন্বিত 'এব' কারের এই অর্থ। যথা—"নীলং সরোজং ভবতি এব", এই স্থলে 'ভবতি' এই ক্রিয়াপদের সহিত 'এব'কারে অন্বয় হইতেছে। তাহাতে অর্থ হইল—সরোজের সহিত নীলতার সম্বন্ধ কখনই হয় না, অত্যন্ত অযোগ হয়, তাহা নহে (ব্যবচ্ছেদ)। অর্থাৎ সরোজ নীল হয়ই না, তাহা নহে ; তাহা নীলও হয়। ২। **অযোগব্যবচ্ছেদ**—বিশেষণের সহিত অন্বিত 'এব' কারের এই অর্থ। যথা—"শঙ্খঃ পাণ্ডুরঃ এব"। এই স্থলে পাণ্ডুর (—শ্বেত) এই বিশেষণের সহিত 'এব'কারের অন্বয় হইতেছে। তাহাতে অর্থ হইল—শঙ্খের সহিত পাণ্ডুরতার যে অযোগ (—সম্বন্ধহীনতা), তাহার ব্যবচ্ছেদ (—নিরাকরণ) ; অর্থ—শঙ্খ শ্বেতবর্ণ নহে (—অযোগ), তাহা নহে (ব্যবচ্ছেদ) ; অর্থাৎ সকল শঙ্খই শ্বেতবর্ণ। ৪।৪।৫ অধিঃ ১ এবং ২ ভাবদীঃ দ্রঃ)। ৩। **অন্যযোগব্যবচ্ছেদ**—বিশেষ্যের সহিত অন্বিত 'এব' কারের এই অর্থ। ইহার দ্বারা "ইতরব্যাবৃত্তিঃ গম্যতে" (ন্যায়নির্ণয়, ৪।৪।১০ সূঃ)—'কোন কিছুর নিরাকরণ অবগত হওয়া যায়'। যথা—"পার্থঃ এব ধনুর্দ্ধরঃ"। এই স্থলে 'পার্থ' এই বিশেষ্য পদের সহিত 'এব' কারের অন্বয় হইতেছে। তাহাতে অর্থ হইল—অপরের ধনুর্দ্ধরতা নাই, তাহা নহে ; কিন্তু পার্থের যাদৃশ ধনুর্দ্ধরতা আছে, অন্যের তাদৃশ ধনুর্দ্ধরতার যোগ (—অন্যযোগ) নাই (ব্যবচ্ছেদ) ; অর্থাৎ অপরে তাদৃশ ধনুর্দ্ধর নহে (—ইতরব্যাবৃত্তি)। [তর্কামৃত দ্রঃ]। **শঙ্কা**—কিন্তু এই 'এব'কারটীর অর্থ 'অন্যযোগব্যবচ্ছেদ' হইবে না কেন? উত্তর—**নহি**—'যেহেতু এক', ইত্যাদি (২৯ বাক্য)।

(৩) একই 'এব'শব্দ অপ্রাপ্ত সূর্য্যরশ্মিকে প্রাপ্ত করাইবে এবং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিতে অর্চ্চি প্রভৃতি ইতরের ব্যাবর্ত্তকও (—অর্চ্চিরাদি নিরপেক্ষও) হইবে, ইহা সঙ্গত নহে ; কারণ তাহাতে বাক্যভেদদোষ হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্যম্।৩০ ত্বরাবচনং তু অর্চ্চিরাদ্যপেক্ষয়াম্ অপি গন্তব্যান্তরা-পেক্ষয়া শৈঘ্র্যার্থত্বাৎ * ন উপরুধ্যতে, যথা 'নিমিষমাত্রেণ অত্র আগম্যতে', ইতি।৩১ অপিচ "অথ এতয়োঃ পথোঃ ন কতরেণচন" (ছাঃ ৫।১০।৮) ইতি মার্গদ্বয়ভ্রষ্টানাং কষ্টং তৃতীয়ং স্থানম্ আচক্ষাণা পিতৃযাণব্যতিরিক্তম্ একম্ এব দেবযানম্ অর্চ্চিরাদিপর্ব্বাণং পন্থানং প্রথয়তি।৩২ ভূয়াংসি অর্চ্চিরাদিশ্রুতৌ মার্গপর্ব্বাণি, অল্পীয়াংসি তু অন্যত্র।৩৩ ভূয়সাং চ আনুগুণ্যেন অল্পীয়সাং সন্নয়নং ন্যায্যম্ ইতি অতঃ অপি "অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ" (৪।৩।১) ইতি উক্তম্।৩৪॥৪।৩।১॥ ইতি প্রথমং অর্চ্চিরাদ্যধিকরণম্।

* 'শৈঘ্র্যার্থত্বাৎ', ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

অবধারণ করিতেছে, ইহা বুঝিতে হইবে।৩০ আর [দেবযানমার্গে] অর্চ্চিরাদির অপেক্ষা থাকিলেও ["যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ মনঃ" (ছাঃ ৮।৬।৫) ইত্যাদি] শীঘ্রতাবোধক বাক্য কিন্তু [পিতৃযাণ মার্গে (৩৪১ পৃঃ), অথবা লৌকিক মার্গে] অন্য গন্তব্য স্থানের অপেক্ষা [ব্রহ্মলোকগমনে] শীঘ্রতারূপ অর্থ দ্যোতন করে বলিয়া বাধিত হয় না; যেমন 'নিমিষমাত্রেই এখানে আগমন করিতেছেন' ইত্যাদি।৩১

[সিঃ—লিঙ্গপ্রমাণবলে নানাপর্ব্বযুক্ত দেবযানমার্গের একত্ব]

[দেবযানমার্গের একত্ববিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] আর দেখ, ["দেবযান ও পিতৃযাণ] এই উভয় পথের মধ্যে কোন পথেই গমন করে না", এইপ্রকারে মার্গদ্বয় হইতে ভ্রষ্ট জীবগণের কষ্টপ্রদ তৃতীয় স্থানের (—বিচ্ছেদবিহীন জন্মমৃত্যুপ্রবাহরূপ তৃতীয়প্রকার গতির) বর্ণনাকারিণী শ্রুতি পিতৃযাণ ব্যতিরিক্ত [অবশিষ্ট] অর্চ্চিরাদি পর্ব্বযুক্ত এক দেবযান পথকেই জ্ঞাপন করিতেছেন (৪)।৩২ [এক শ্রুতিবাক্যে বর্ণিত] অর্চ্চিরাদিমার্গে মার্গের পর্ব্বসকল (—অংশসকল) অনেক, অন্যত্র (—অন্য শ্রুতিবাক্যে) তাহা কিন্তু অল্প।৩৩ [সেইহেতু অল্প পর্ব্বযুক্ত মার্গে গন্তব্য দেশে গমন সম্ভব হইলে বহু পর্ব্বযুক্ত মার্গে বিবেচক ব্যক্তির প্রবৃত্তি হইবে না; ফলে বহু পর্ব্বের উপদেশিকা শ্রুতি বাধিতা হইয়া পড়িবেন। তাহা না হউক, সেইহেতু] বহুর অনুকূলে অল্পের গ্রহণ (—বহুর মধ্যে অল্পের অন্তর্ভাব) ন্যায্য, এইহেতুবশতঃও [অন্যত্র বর্ণিত তত্তৎ পর্ব্বকে গ্রহণের জন্য 'আদি'শব্দের প্রয়োগকরতঃ] "অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ", ইহা বলা হইয়াছে।৩৪॥৪।৩।১॥

অর্চ্চিরাদ্যধিকরণ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৪) সিদ্ধান্তী এই স্থলে দেবযানমার্গের একত্ববিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। দেবযানমার্গ যদি অনেক হইত, তাহা হইলে শ্রুতিতে তৃতীয় স্থানের (—সর্প দংশ ও মশকাদিজন্মরূপ তৃতীয়প্রকার গতির, বৃঃ ৬।২।১৬) বর্ণনা অসঙ্গত হইয়া পড়িত, ইহাই ভাব।

২। বায়্বধিকরণম্। [২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—দেবযানমার্গে বায়ু ও দেবলোকাদি পর্ব্বসকলের সন্নিবেশক্রম।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে অর্চ্চিরাদি মার্গৈকদেশের প্রত্যভিজ্ঞাবশতঃ দেবযানমার্গের একত্ব নির্ণীত হইয়াছে। এইরূপে অগ্নিরূপ মার্গৈকদেশের অনন্তর বায়ুরূপ মার্গৈকদেশবিষয়ক পাঠের প্রত্যভিজ্ঞাবশতঃ মার্গমধ্যে অগ্নির অনন্তর বায়ুর নিবেশ হইবে; এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

সন্নিবেশয়িতুং বায়ুরত্রাশক্যোঽথ শক্যতে।
ন শক্যো বায়ুলোকস্য শ্রুতক্রমবিবর্জ্জনাৎ ॥
বায়ুচ্ছিদ্রাদ্বিনিষ্ক্রম্য স আদিত্যং ব্রজেদিতি।
শ্রুতে রর্ব্বাগ্ রবের্বায়ুর্দেবলোকস্তুতোঽপ্যধঃ ॥

অন্বয়—অত্র বায়ুঃ সন্নিবেশয়িতুম্ অশক্যঃ, অথ শক্যতে? বায়ুলোকস্য শ্রুতক্রমবিবর্জ্জনাৎ ন শক্যঃ। 'বায়ুচ্ছিদ্রাৎ বিনিষ্ক্রম্য সঃ আদিত্যং ব্রজেৎ', ইতি শ্রুতেঃ রবেঃ অর্ব্বাক্ বায়ুঃ, দেবলোকঃ ততঃ অপি অধঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["অগ্নিলোকম্ আগচ্ছতি, সঃ বায়ুলোকং, সঃ আদিত্যলোকম্" (কৌঃ ১।৩), ইতি দেবযানশ্রুতিবাক্যে পরিপঠিতঃ মার্গপর্ব্বসন্নিবেশক্রমঃ অত্র বিষয়ঃ। "তে অর্চ্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি, অর্চ্চিষোঃ অহঃ, অহ্নঃ আপূর্য্যমাণপক্ষম্, আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষট্ উদঙ্ এতি মাসান্ তান্, মাসেভ্যঃ সংবৎসরম্, সংবৎসরাৎ আদিত্যম্" (ছাঃ ৫।১০।১-২), ইতি শ্রূয়মাণে অর্চ্চিরাদিমার্গে তু বায়ুঃ কুত্রাপি ন শ্রূয়তে। অতঃ ভবতি সংশয়ঃ—] অত্র [প্রসিদ্ধে অর্চ্চিরাদিমার্গে শাখান্তরে শ্রুতঃ] বায়ুঃ সন্নিবেশয়িতুম্ অশক্যঃ, অথ শক্যতে?

পূর্ব্বপক্ষ—বায়ুলোকস্য [নিবেশার্থম্ 'অস্য উপরি বায়ুঃ' ইতি এবম্প্রকারেণ] শ্রুতক্রমবিবর্জ্জনাৎ [ক্রমকল্পকাভাবাৎ চ অর্চ্চিরাদিমার্গে কেনাপি সন্নিবেশেন বায়ুঃ নিবেশয়িতুং] ন শক্যঃ।

সিদ্ধান্ত—[শ্রুত্যন্তরং ক্রমকল্পকং ভবতি। তথাহি—"সঃ বায়ুম্ আগচ্ছতি, তস্মৈ সঃ তত্র বিজিহীতে...তেন সঃ ঊর্ধ্বম্ আক্রমতে, সঃ আদিত্যম্ আগচ্ছতি" (বৃঃ ৫।১০।১), ইত্যাদিবাক্যে] 'বায়ুচ্ছিদ্রাৎ বিনিষ্ক্রম্য সঃ আদিত্যং ব্রজেৎ', ইতি শ্রুতেঃ রবেঃ অর্ব্বাক্ বায়ুঃ [নিবেশয়িতব্যঃ। এবং চ 'মাসেভ্যঃ সংবৎসরম্, সংবৎসরাৎ বায়ুম্, বায়োঃ আদিত্যম্', ইতি সন্নিবেশঃ কর্ত্তব্যঃ। বৃহদারণ্যকে তু "মাসেভ্যঃ দেবলোকম্" (বৃঃ ৬।২।১৫), ইতি মাসানন্তরং সংবৎসরং পরিত্যজ্য তস্য স্থানে দেবলোকঃ পঠিতঃ। সঃ] দেবলোকঃ ততঃ [বায়োঃ] অপি অধঃ [নিবেশনীয়ঃ, মাসসংবৎসরয়োঃ সম্বন্ধিত্বেন প্রসিদ্ধয়োঃ আনন্তর্য্যস্য অনিবারণীয়ত্বাৎ। তদেবং সংবৎসরাদিত্যয়োঃ মধ্যে দেবলোকবায়ুলোকৌ সন্নিবেশয়িতব্যৌ। তথাচ 'মাসেভ্যঃ

ভাবদীপিকা

আচ্ছা, তৃতীয় স্থান ও পিতৃযাণ ব্যতিরিক্ত মার্গ যদি দেবযানরূপ একটীই হয়, তাহা হইলে সূত্রে 'অর্চ্চিরাদিনা', এইপ্রকারে 'আদি' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে কেন? তদুত্তরে সিঃ বলিত ছেন—**ভূয়াংসি**—[এক শ্রুতিবাক্যে, ইত্যাদি (৩৩ বাক্য) । অর্চ্চিরাদ্যধিকরণ সমাপ্ত।

সংবৎসরম্, সংবৎসরাৎ দেবলোকম্, দেবলোকাৎ বায়ুম্, বায়োঃ আদিত্যম্', ইতি পর্ব্বাণাং সন্নিবেশক্রমঃ স্যাৎ]।

অনুবাদ

সংশয়— "অগ্নিলোকে আগমন করেন, তিনি বায়ুলোকে আগমন করেন, তিনি আদিত্যলোকে আগমন করেন", এই দেবযানশ্রুতিবাক্যে পরিপঠিত মার্গের পর্ব্বসন্নিবেশক্রম এখানে বিষয়। তাঁহারা অর্চ্চিকে প্রাপ্ত হন, অর্চ্চি হইতে দিবসকে, দিবস হইতে যে পক্ষ পরিপূরিত হয়, তাহাকে (—শুক্লপক্ষকে), শুক্লপক্ষ হইতে যে ছয় মাস [সূর্য্য] উত্তর দিকে গমন করেন, সেই [উত্তরায়ণ] মাসসকলকে, মাসসকল হইতে সম্বৎসরকে, সম্বৎসর হইতে আদিত্যকে প্রাপ্ত হন", এইপ্রকারে শ্রূয়মাণ অর্চ্চিরাদি মার্গে কিন্তু বায়ু কোন স্থলেও শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে না। সেইহেতু সংশয় হইতেছে—] এই [প্রসিদ্ধ অর্চ্চিরাদিমার্গে শাখান্তরে শ্রুত] বায়ু সন্নিবেশিত হইতে পারে না, অথবা পারে ?

পূর্ব্বপক্ষ—বায়ুলোকের [নিবেশের জন্য 'ইহার উপরে বায়ু', ইত্যাদি এইপ্রকারে] শ্রুতিবর্ণিত ক্রম না থাকায় [এবং ক্রমের কল্পক হেতু না থাকায় অর্চ্চিরাদি মার্গে কোনপ্রকার সন্নিবেশদ্বারাই বায়ু নিবেশিত হইতে] পারে না।

সিদ্ধান্ত—[ক্রমকল্পক অং শ্রুতি আছে। যথা—"তিনি বায়ুর নিকট আগমন করেন, তিনি (—বায়ু) তাঁহার (—উপাসকের) জন্য সেখানে (—বায়ুমণ্ডলে) ছিদ্র করেন,... তাহার দ্বারা তিনি উর্দ্ধে গমন করেন, তিনি আদিত্যের নিকট আগমন করেন", ইত্যাদি বাক্যে] 'বায়ুমণ্ডলস্থ ছিদ্র হইতে বিনির্গত হইয়া তিনি আদিত্যে গমন করেন', এইপ্রকার শ্রুত হওয়ায় আদিত্যের নিম্নভাগে বায়ুকে নিবেশ করিতে হইবে। [এইপ্রকারে 'মাসসকল (—উত্তরায়ণ) হইতে সম্বৎসরকে সম্বৎসর হইতে বায়ুকে, বায়ু হইতে আদিত্যকে প্রাপ্ত হন', এইপ্রকার সন্নিবেশ করিতে হইবে। বৃহদারণ্যকে কিন্তু মাসসকল হইতে দেবলোককে প্রাপ্ত হন", এইপ্রকারে মাসের (—উত্তরায়ণের) অনন্তর সম্বৎসরকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার স্থানে দেবলোক পঠিত হইয়াছে; সেই] দেবলোককে তাহারও (—বায়ুরও) নিম্নে নিবেশ করিতে হইবে, [কারণ সম্বন্ধিরূপে প্রসিদ্ধ মাস ও সম্বৎসরের আনন্তর্য্যকে নিবারণ করিতে পারা যায় না। এইপ্রকারে সম্বৎসর ও আদিত্যের মধ্যে দেবলোক ও বায়ুলোককে সন্নিবেশ করিতে হইবে। তাহার ফলে 'মাসসকল (—উত্তরায়ণ) হইতে সম্বৎসরকে, সম্বৎসর হইতে দেবলোককে, দেবলোক হইতে বায়ুকে, বায়ু হইতে আদিত্যকে', এইপ্রকারে পর্ব্বসকলের সন্নিবেশক্রম হইবে]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, পাঠক্রম অনুসরণীয়। সিদ্ধান্তে—অর্থক্রমদ্বারা পাঠক্রমের বাধ।

বায়ুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাম্ ॥৪।৩।২॥

পদচ্ছেদ—বায়ুম্, অব্দাৎ, অবিশেষবিশেষাভ্যাম্।

সূত্রার্থ—[সঃ এতং দেবযানং পন্থানম্ আপদ্য অগ্নিলোকম্ আগচ্ছতি, সঃ বায়ুলোকং সঃ আদিত্যলোকং, সঃ বরুণলোকং, সঃ ইন্দ্রলোকং, সঃ প্রজাপতিলোকং, সঃ ব্রহ্মলোকম্" (কৌঃ ১।৩), ইতি কৌষীতকিনঃ দেবযানমার্গম্ আমনন্তি। ছান্দোগাশ্চ এবম্ অধীয়তে—"তে অর্চ্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি, অর্চ্চিষোঃ অহঃ, অহ্নঃ আপূর্য্যমাণপক্ষম্... সম্বৎসরাৎ আদিত্যম্, আদিত্যাৎ

চন্দ্রমসম্" (ছাঃ ৫।১০।১-২) ইত্যাদি। তত্র শ্রুতিদ্বয়ে অপি অর্চ্চিরাত্মকঃ অগ্নিঃ আদৌ পঠিতঃ, পশ্চাৎ কৌষীতকিশ্রুতৌ বায়ুঃ পঠিতঃ। সঃ বায়ুঃ কিং কৌষীতকিপাঠানুসারেণ অর্চ্চিরাত্মকাগ্নেরনন্তরং নিবেশয়িতব্যঃ, উত ছন্দোগপাঠানুসারেণ আদিত্যস্য পূর্ব্বং নিবেশার্থং সংবৎসরাৎ পরম্ ইতি বিশয়ে ; অগ্নেঃ অনন্তরম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—গন্তারঃ]**অব্দাৎ**—সম্বৎসরাৎ [অনন্তরম্, আদিত্যাৎ অর্ব্বাক্] **বায়ুম্** [অভিসংবিশন্তি। কুতঃ?] **অবিশেষবিশেষাভ্যাম্**—কৌষীতকিশ্রুতৌ বায়োঃ কুতশ্চিৎ আনন্তর্য্যম্ অর্ব্বাকৃত্বং বা বিশেষঃ ন জ্ঞায়তে, তদ্বাচকপদাভাবাৎ ইতি 'অবিশেষঃ'। বৃহদারণ্যকে তু "সঃ বায়ুম্ আগচ্ছতি, তস্মৈ সঃ তত্র বিজিহীতে....তেন সঃ ঊর্দ্ধ্বম্ আক্রমতে, সঃ আদিত্যম্ আগচ্ছতি" (বৃঃ ৫।১০।১), ইতি আদিত্যাৎ অর্ব্বাকৃত্বং 'বিশেষঃ' দৃশ্যতে। তাভ্যাং অবিশেষবিশেষাভ্যাং সংবৎসরাৎ অনন্তরম্ আদিত্যাৎ অর্ব্বাক্ বায়ুঃ নিবেশয়িতব্যঃ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—["তিনি এই দেবযানপথকে প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে আগমন করেন, তিনি বায়ুলোকে, তিনি আদিত্যলোকে, তিনি বরুণলোকে, তিনি ইন্দ্রলোকে, তিনি প্রজাপতিলোকে, তিনি ব্রহ্মলোকে 'আগমন করেন", এইপ্রকারে কৌষীতকিশাখাধ্যায়িগণ দেবযানমার্গকে পাঠ করেন। ছন্দোগগণ কিন্তু এইপ্রকার পাঠ করেন—"তাঁহারা অর্চ্চিঃকে প্রাপ্ত হন, অর্চ্চি হইতে দিবসকে, দিবস হইতে শুক্লপক্ষকে...সম্বৎসর হইতে আদিত্যকে, আদিত্য হইতে চন্দ্রমাকে 'প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি। সেই শ্রুতিদ্বয়েই অর্চ্চিরাত্মক অগ্নি প্রথমে পঠিত হইয়াছে, কৌষীতকি শ্রুতিতে [অগ্নির] পরে বায়ু পঠিত হইয়াছে। কৌষীতকিপাঠানুসারে সেই বায়ুকে কি অর্চ্চিরাত্মক অগ্নির অনন্তর নিবেশ করিতে হইবে, অথবা ছন্দোগগণের পাঠানুসারে আদিত্যের পূর্ব্বে (—নিম্নদেশে) নিবেশ করিবার জন্য সম্বৎসরের পরে নিবেশ করিতে হইবে, এইপ্রকার সংশয় হইলে; 'অগ্নির অনন্তর', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—গমনকারিগণ] **অব্দাৎ**—সম্বৎসর হইতে [অব্যবহিত পরে (—ঊর্দ্ধ্বে), আদিত্যের নিম্নদেশে], **বায়ুম্**—বায়ুকে প্রাপ্ত হন। [তাহাতে প্রমাণ কি ? উত্তর—] **অবিশেষবিশেষাভ্যাম্**—কৌষীতকি শ্রুতিতে কোন কিছু হইতে বায়ুর আনন্তর্য্য (—ঊর্দ্ধ্বদেশস্থতা), অথবা নিম্নদেশস্থতারূপ বিশেষ অবগত হওয়া যাইতেছে না, যেহেতু তদ্বাচক পদ নাই, ইহাই 'অবিশেষ'। বৃহদারণ্যকে কিন্তু "তিনি বায়ুর নিকট আগমন করেন, তাঁহার জন্য তিনি (—বায়ুদেবতা) তাহাতে (—স্বোপাধিভূত বায়ুতে) ছিদ্র প্রস্তুত করেন... তদবলম্বনে তিনি ঊর্দ্ধ্বে গমন করেন, তিনি আদিত্যের নিকট গমন করেন", এইপ্রকারে আদিত্য হইতে নিম্নদেশস্থস্বরূপ 'বিশেষ' পরিদৃষ্ট হইতেছে। সেই অবিশেষ এবং বিশেষের দ্বারা সম্বৎসর হইতে পরে (—ঊর্দ্ধ্বে) আদিত্য হইতে নিম্নদেশে বায়ুকে নিবেশ করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

কেন পুনঃ সন্নিবেশবিশেষেণ গতিবিশেষণানাম্ ইতরেতরবিশেষণবিশেষ্যভাবঃ ইতি ?[১] তদেতৎ সুহৃদ্ভূত্বা আচার্য্যঃ গ্রথয়তি।[২] "সঃ এতং দেবযানং পন্থানম্ আপদ্য অগ্নিলোকম্ আগচ্ছতি, সঃ বায়ুলোকং, সঃ আদিত্যলোকং, সঃ বরুণলোকং, সঃ ইন্দ্রলোকং, সঃ প্রজাপতিলোকং, সঃ ব্রহ্মলোকম্" (কৌঃ ১।৩), ইতি

সংবৎসরম্, সংবৎসরাৎ দেবলোকম্, দেবলোকাৎ বায়ুম্, বায়োঃ আদিত্যম্', ইতি পর্ব্বাণাং সন্নিবেশক্রমঃ স্যাৎ]।

অনুবাদ

সংশয়—["অগ্নিলোকে আগমন করেন, তিনি বায়ুলোকে আগমন করেন, তিনি আদিত্যলোকে আগমন করেন", এই দেবযানশ্রুতিবাক্যে পরিপঠিত মার্গের পর্ব্বসন্নিবেশক্রম এখানে বিষয়। তাঁহারা অর্চ্চিকে প্রাপ্ত হন, অর্চ্চি হইতে দিবসকে, দিবস হইতে যে পক্ষ পরিপূরিত হয়, তাহাকে (—শুক্লপক্ষকে), শুক্লপক্ষ হইতে যে ছয় মাস [সূর্য্য] উত্তর দিকে গমন করেন, সেই [উত্তরায়ণ] মাসসকলকে, মাসসকল হইতে সম্বৎসরকে, সম্বৎসর হইতে আদিত্যকে প্রাপ্ত হন", এইপ্রকারে শ্রূয়মাণ অর্চ্চিরাদি মার্গে কিন্তু বায়ু কোন স্থলেও শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে না। সেইহেতু সংশয় হইতেছে—] এই [প্রসিদ্ধ অর্চ্চিরাদিমার্গে শাখান্তরে শ্রুত] বায়ু সন্নিবেশিত হইতে পারে না, অথবা পারে ?

পূর্ব্বপক্ষ—বায়ুলোকের [নিবেশের জন্য 'ইহার উপরে বায়ু', ইত্যাদি এইপ্রকারে] শ্রুতিবর্ণিত ক্রম না থাকায় [এবং ক্রমের কল্পক হেতু না থাকায় অর্চ্চিরাদি মার্গে কোনপ্রকার সন্নিবেশদ্বারাই বায়ু নিবেশিত হইতে] পারে না।

সিদ্ধান্ত—[ক্রমকল্পক অং[illegible] [illegible] আছে। যথা—"তিনি বায়ুর নিকট আগমন করেন, তিনি (—বায়ু) তাঁহার (—[illegible]গামীর) জন্য সেখানে (—বায়ুমণ্ডলে) ছিদ্র করেন,... তাহার দ্বারা তিনি উর্দ্ধে গমন করেন, তিনি আদিত্যের নিকট আগমন করেন", ইত্যাদি বাক্যে] 'বায়ুমণ্ডলস্থ ছিদ্র হইতে বিনির্গত হইয়া তিনি আদিত্যে গমন করেন', এইপ্রকার শ্রুত হওয়ায় আদিত্যের নিম্নভাগে বায়ুকে নিবেশ করিতে হইবে। [এইপ্রকারে 'মাসসকল (—উত্তরায়ণ) হইতে সম্বৎসরকে সম্বৎসর হইতে বায়ুকে, বায়ু হইতে আদিত্যকে প্রাপ্ত হন', এইপ্রকার সন্নিবেশ করিতে হইবে। বৃহদারণ্যক কিন্তু মাসসকল হইতে দেবলোককে প্রাপ্ত হন", এইপ্রকারে মাসের (—উত্তরায়ণের) অনন্তর সম্বৎসরকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার স্থানে দেবলোক পঠিত হইয়াছে। সেই] দেবলোককে তাহারও (—বায়ুরও) নিম্নে নিবেশ করিতে হইবে, [কারণ সম্বন্ধিরূপে প্রসিদ্ধ মাস ও সম্বৎসরের আনন্তর্য্যকে নিবারণ করিতে পারা যায় না। এইপ্রকারে সম্বৎসর ও আদিত্যের মধ্যে দেবলোক ও বায়ুলোককে সন্নিবেশ করিতে হইবে। তাহার ফলে 'মাসসকল (—উত্তরায়ণ) হইতে সম্বৎসরকে, সম্বৎসর হইতে দেবলোককে, দেবলোক হইতে বায়ুকে, বায়ু হইতে আদিত্যকে', এইপ্রকারে পর্ব্বসকলের সন্নিবেশক্রম হইবে]।

ফলভেদ পূর্ব্বপক্ষে, পাঠক্রম অনুসরণীয়। সিদ্ধান্তে—অর্থক্রমদ্বারা পাঠক্রমের বাধ।

বায়ুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাম্ ॥৪।৩।২॥

পদচ্ছেদ—বায়ুম, অব্দাৎ, অবিশেষবিশেষাভ্যাম্।

সূত্রার্থ—[সঃ এতং দেবযানং পন্থানম আপদ্য অগ্নিলোকম্ আগচ্ছতি, সঃ বায়ুলোকং সঃ আদিত্যলোকং, সঃ বরুণলোকং, সঃ ইন্দ্রলোকং, সঃ প্রজাপতিলোকং, সঃ ব্রহ্মলোকম্" (কৌঃ ১।৩), ইতি কৌষীতকিনঃ দেবযানমার্গম্ আমনন্তি। ছন্দোগাশ্চ এবম্ অধীয়তে—"তে অর্চ্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি, অর্চ্চিষোঃ অহঃ, অহ্নঃ আপূর্য্যমাণপক্ষম্... সম্বৎসরাৎ আদিত্যম্, আদিত্যাৎ

চন্দ্রমসম্" (ছাঃ ৫।১০।১-২) ইত্যাদি। তত্র শ্রুতিদ্বয়ে অপি অর্চ্চিরাত্মকঃ অগ্নিঃ আদৌ পঠিতঃ, পশ্চাৎ কৌষীতকিশ্রুতৌ বায়ুঃ পঠিতঃ। সঃ বায়ুঃ কিং কৌষীতকিপাঠানুসারেণ অর্চ্চিরাত্মকাগ্নেরনন্তরং নিবেশয়িতব্যঃ, উত ছন্দোগপাঠানুসারেণ আদিত্যস্য পূর্ব্বং নিবেশার্থং সংবৎসরাৎ পরম্ ইতি বিশয়ে ; অগ্নেঃ অনন্তরম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—গন্তারঃ]অব্দাৎ—সম্বৎসরাৎ [অনন্তরম্, আদিত্যাৎ অর্ব্বাক্] বায়ুম্ [অভিসংবিশন্তি। কুতঃ?] অবিশেষবিশেষাভ্যাম্—কৌষীতকিশ্রুতৌ বায়োঃ কুতশ্চিৎ আনন্তর্য্যম্ অর্ব্বাকৃত্বং বা বিশেষঃ ন জ্ঞায়তে, তদ্বাচকপদাভাবাৎ ইতি 'অবিশেষঃ'। বৃহদারণ্যকে তু "সঃ বায়ুম্ আগচ্ছতি, তস্মৈ সঃ তত্র বিজিহীতে....তেন সঃ ঊর্দ্ধ্বম্ আক্রমতে, সঃ আদিত্যম্ আগচ্ছতি" (বৃঃ ৫।১০।১), ইতি আদিত্যাৎ অর্ব্বাকৃত্বং 'বিশেষঃ' দৃশ্যতে। তাভ্যাং অবিশেষবিশেষাভ্যাং সংবৎসরাৎ অনন্তরম আদিত্যাৎ অর্ব্বাক্ বায়ুঃ নিবেশয়িতব্যঃ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—["তিনি এই দেবযানপথকে প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে আগমন করেন, তিনি বায়ুলোকে, তিনি আদিত্যলোকে, তিনি বরুণলোকে, তিনি ইন্দ্রলোকে, তিনি প্রজাপতিলোকে, তিনি ব্রহ্মলোকে 'আগমন করেন", এইপ্রকারে কৌষীতকিশাখাধ্যায়িগণ দেবযানমার্গকে পাঠ করেন। ছন্দোগগণ কিন্তু এইপ্রকার পাঠ করেন—"তাঁহারা অর্চ্চিঃকে প্রাপ্ত হন, অর্চ্চি হইতে দিবসকে, দিবস হইতে শুক্লপক্ষকে...সম্বৎসর হইতে আদিত্যকে, আদিত্য হইতে চন্দ্রমাকে 'প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি। সেই শ্রুতিদ্বয়েই অর্চ্চিরাত্মক অগ্নি প্রথমে পঠিত হইয়াছে, কৌষীতকি শ্রুতিতে [অগ্নির] পরে বায়ু পঠিত হইয়াছে। কৌষীতকিপাঠানুসারে সেই বায়ুকে কি অর্চ্চিরাত্মক অগ্নির অনন্তর নিবেশ করিতে হইবে, অথবা ছন্দোগগণের পাঠানুসারে আদিত্যের পূর্ব্বে (—নিম্নদেশে) নিবেশ করিবার জন্য সম্বৎসরের পরে নিবেশ করিতে হইবে, এইপ্রকার সংশয় হইলে; 'অগ্নির অনন্তর', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—গমনকারিগণ] অব্দাৎ—সম্বৎসর হইতে [অব্যবহিত পরে (—ঊর্দ্ধ্বে), আদিত্যের নিম্নদেশে], বায়ুম্—বায়ুকে প্রাপ্ত হন। [তাহাতে প্রমাণ কি ? উত্তর—] অবিশেষবিশেষাভ্যাম্—কৌষীতকি শ্রুতিতে কোন কিছু হইতে বায়ুর আনন্তর্য্য (—ঊর্দ্ধ্বদেশস্থতা), অথবা নিম্নদেশস্থতারূপ বিশেষ অবগত হওয়া যাইতেছে না, যেহেতু তদ্বাচক পদ নাই, ইহাই 'অবিশেষ'। বৃহদারণ্যকে কিন্তু "তিনি বায়ুর নিকট আগমন করেন, তাঁহার জন্য তিনি (—বায়ুদেবতা) তাহাতে (—স্বোপাধিভূত বায়ুতে) ছিদ্র প্রস্তুত করেন... তদবলম্বনে তিনি ঊর্দ্ধ্বে গমন করেন, তিনি আদিত্যের নিকট গমন করেন", এইপ্রকারে আদিত্য হইতে নিম্নদেশস্থত্বরূপ 'বিশেষ' পরিদৃষ্ট হইতেছে। সেই অবিশেষ এবং বিশেষের দ্বারা সম্বৎসর হইতে পরে (—ঊর্দ্ধ্বে) আদিত্য হইতে নিম্নদেশে বায়ুকে নিবেশ করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

কেন পুনঃ সন্নিবেশবিশেষেণ গতিবিশেষণানাম্ ইতরেতরবিশেষণবিশেষ্যভাবঃ ইতি ?১ তদেতৎ সুহৃদ্‌ভূত্বা আচার্য্যঃ গ্রথয়তি।২ "সঃ এতং দেবযানং পন্থানম্ আপদ্য অগ্নিলোকম্ আগচ্ছতি, সঃ বায়ুলোকং, সঃ আদিত্যলোকং, সঃ বরুণলোকং, সঃ ইন্দ্রলোকং, সঃ প্রজাপতিলোকং, সঃ ব্রহ্মলোকম্" (কৌঃ১।৩), ইতি

শাঙ্করভাষ্যম্

কৌষীতকিনাং দেবযানঃ পন্থাঃ পঠ্যতে।৩ তত্র অর্চ্চিরগ্নিলোক-শব্দৌ তাবৎ একার্থৌ জ্বলনবচনত্বাৎ ইতি ন অত্র সন্নিবেশক্রমঃ কচিৎ অন্বেষ্যঃ।৪ বায়ুস্তু অর্চ্চিরাদৌ বর্ত্মনি ন শ্রুতঃ*, কতমস্মিন্ স্থানে নিবেশয়িতব্যঃ ইতি ?৫ উচ্যতে—"তে অর্চ্চিষম্ এব অভি-সম্ভবন্তি, অর্চ্চিষঃ অহঃ, অহ্নঃ আপূর্য্যমাণপক্ষম্, আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষট্ উদঙ্ এতি মাসান্ তান্, মাসেভ্যঃ সংবৎসরম সংবৎ-

* 'ন শ্রুতঃ' ইতি পাঠঃ অসার্ব্বত্রিকঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। সংশয়ের হেতু।]

[দেবযানমার্গের একত্ব নিরূপণানন্তর উপাসনাকালে চিন্তনের জন্য এক্ষণে তাহার পর্ব্বসকলের পৌর্ব্বাপৌর্য্য নিরূপণের অভিপ্রায়ে বিচার উত্থাপন করিতে-ছেন—] কিপ্রকার বিশেষ সন্নিবেশের দ্বারা গতির (—গমনসাধনভূত মার্গের) বিশেষণসকলের (—পর্ব্বসকলের) পরস্পর বিশেষণ-বিশেষ্যভাব (—পূর্ব্বাপরভাব, (১) হইয়া থাকে ? ১ সেই ইহাকে আচার্য্য [বাদরায়ণ, সাধকগণের] সুহৃদ্ হইয়া গ্রথন করিতেছেন।২ [বিষয়বাক্য প্রদর্শন করিতেছেন—] "তিনি (—ব্রহ্ম-লোকগামী সেই উপাসক) এই দেবযান পথকে প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে আগমন করেন, তিনি বায়ুলোকে, তিনি আদিত্যলোকে, তিনি বরুণলোকে; তিনি ইন্দ্র-লোকে, তিনি প্রজাপতিলোকে (—সমষ্টি স্থূলাভিমানী বিরাটকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত মহ-র্লোকে), তিনি ব্রহ্মলোকে (—সমষ্টি (ব্যাপক) লিঙ্গশরীর ও অপঞ্চীকৃত ভূতাভিমানী হিরণ্যগর্ভকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত সত্যলোকে) আগমন করেন", এইপ্রকারে কৌষীতকি শাখাধ্যায়িগণের দেবযানমার্গ পঠিত হইতেছে।৩ সেই স্থলে অর্চ্চি ও অগ্নিলোক, এই শব্দদ্বয় একার্থক ; যেহেতু [তাহারা] অগ্নির বাচক, এইহেতু এখানে তাহাদের সন্নিবেশক্রম কোথাও অন্বেষণ করিতে হইবে না।৪ [ছান্দোগ্যে পঠিত] অর্চ্চিরাদি মার্গে বায়ু কিন্তু শ্রুত হয় নাই, [তাহাকে] কোন্ স্থানে নিবেশ করিতে হইবে ?৫

[সিঃ—কৌষীতকিশ্রুতিতে বিশেষ স্থল উপদিষ্ট না হইলেও বৃহদারণ্যকে তাহা হওয়ায় সম্বৎসরের ঊর্দ্ধে ও আদিত্যের নিম্নে বায়ু নিবেশনীয়।]

[সিদ্ধান্ত—] কথিত হইতেছে—"তাঁহারা অর্চ্চিকেই প্রাপ্ত হন, অর্চ্চি হইতে দিবসকে, দিবস হইতে শুক্লপক্ষকে, শুক্লপক্ষ হইতে যে ছয়মাস সূর্য্য উত্তর দিকে

ভাবদীপিকা

(১) গম্+করণবাচ্য ক্তিন্=গতি ; অর্থ—গমনসাধনভূত মার্গ। 'বিশেষ্য-বিশেষণভাব', ইহার অর্থ—প্রধান-অপ্রধানভাব। যাহা প্রধান, তাহাকে বলে—বিশেষ্য ; যাহা তাহার সহায়ক, সুতরাং অপ্রধান, তাহাকে বলে—বিশেষণ। মার্গমধ্যে আপাদানভূত পর্ব্বটী বিশেষণ, কারণ তাহা পরবর্ত্তী পর্ব্বে গমনের সহায়ক হেতু হওয়ায় হয় অপ্রধান। আর গন্তা সেই অপাদানভূত পর্ব্ব হইতে যে পর্ব্বে গমন করেন, উদ্দেশ্য হওয়ায় তাহা হয় প্রধান, সুতরাং বিশেষ্য। এইপ্রকারে বিশেষ্য-বিশেষণভাবের বিচারদ্বারা পর্ব্বসকলের পূর্ব্বাপরভাব নিরূ-পিত হইতেছে বলিয়া 'বিশেষ্য-বিশেষণভাব', ইহার পর্য্যবসিত অর্থ হইতেছে—'পূর্ব্বাপরভাব'।

শাঙ্করভাষ্যম্

সরাৎ আদিত্যম্" (ছাঃ ৪।১৫।৫ ৫।১০।১,২,), ইতি অত্র সংবৎসরাৎ পরাঞ্চম্ আদিত্যাৎ অর্ব্বাঞ্চং বায়ুম্ অভিসম্ভবন্তি।৬ কস্মাৎ ? ৭ অবিশেষবিশেষাভ্যাম্।৮ তথাহি—"সঃ বায়ুলোকম্" (কৌঃ ১।৩), ইতি অত্র অবিশেষোপদিষ্টস্য বায়োঃ শ্রুত্যন্তরে বিশেষোপদেশঃ দৃশ্যতে—"যদা বৈ পুরুষঃ অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি, সঃ বায়ুম্ আগচ্ছতি, তস্মৈ সঃ তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খং, তেন সঃ উর্দ্ধ্বম্ আক্রমতে, সঃ আদিত্যম্ আগচ্ছতি"(বৃঃ ৫।১০।১), ইতি।৯ এতস্মাৎ আদিত্যাৎ বায়োঃ পূর্ব্বত্বদর্শনাৎ বিশেষাৎ অব্দাদিত্যয়োঃ অন্তরালে বায়ুঃ নিবেশয়িতব্যঃ।১০ কস্মাৎ পুনঃ অগ্নেঃ পরত্বদর্শনাৎ বিশেষাৎ অর্চ্চিষঃ অনন্তরং বায়ুঃ ন নিবেশ্যতে? ১১ নৈষঃ অস্তি বিশেষঃ ইতি বদামঃ।১২ ননু উদাহৃতা শ্রুতিঃ—"সঃ এতং

ভাষ্যানুবাদ

গমন করেন, সেই মাসসকলকে (—উত্তরায়ণকে), মাসসকল হইতে সম্বৎসরকে, সম্বৎসর হইতে আদিত্যকে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি এই স্থলে সম্বৎসর হইতে পরে (—উর্দ্ধ্বে) এবং আদিত্য হইতে অধোদেশে [ব্রহ্মলোকগামিগণ] বায়ুকে প্রাপ্ত হন।৬ তাহাতে হেতু কি ? (—কৌষীতকি শ্রুতিস্থ পাঠক্রমানুসারে অগ্নির অনন্তর বায়ু নিবেশনীয় হইলেও কোন্ হেতুবলে তাহাকে সম্বৎসরের অনন্তর নিবেশ করিতেছ ? ৭ উত্তর—] যেহেতু অবিশেষ ও বিশেষ আছে।৮ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] "তিনি বায়ুলোকে আগমন করেন", ইত্যাদি এই স্থলে অবিশেষভাবে উপদিষ্ট (—কাহার উর্দ্ধ্বে, বা কাহার অধোদেশে; এইপ্রকার বিশেষযুক্তভাবে অনুপদিষ্ট) বায়ুর অন্য শ্রুতিতে (—কৌষীতকিশ্রুতি হইতে ভিন্ন বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে) বিশেষভাবে উপদেশ পরিদৃষ্ট হইতেছে, যথা—"যখন পুরুষ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনি বায়ুর নিকট আগমন করেন, তিনি (—বায়ুদেবতা) তাহাতে (—স্বোপাধিভূত বায়ুতে) রথচক্রের ছিদ্রের ন্যায় ছিদ্র নির্ম্মাণ করেন, তাহার দ্বারা তিনি (—গমনকর্ত্তা) উর্দ্ধে গমন করেন, তিনি আদিত্যের নিকট আগমন করেন", ইত্যাদি।৯ এই আদিত্য হইতে বায়ুর পূর্ব্বত্বরূপ (—অধোদেশে অবস্থিতিরূপ) বিশেষ পরিদৃষ্ট হওয়ায় সম্বৎসর ও আদিত্যের মধ্যস্থলে বায়ুকে নিবেশ করিতে হইবে।১০

[পূঃ—পাঠক্রমবলে অগ্নির অনন্তর বায়ু নিবেশনীয়।]

[পূর্ব্বপক্ষ—] আচ্ছা, [কৌঃ ১।৩ বাক্যে] অগ্নির পরবর্ত্তিত্বদর্শনরূপ বিশেষবশতঃ (—অগ্নির পরবর্ত্তিস্থলে বায়ু পঠিত হইয়াছে, এই পাঠক্রমরূপ বিশেষবশতঃ) অর্চ্চির (—অগ্নির) অনন্তর বায়ু কোন্ হেতুবশতঃ নিবেশিত হইবে না ? ১১ [সিদ্ধান্ত—পরবর্ত্তিত্বদর্শনরূপ] এই বিশেষ বিদ্যমান নাই, ইহা আমরা বলি-

শাঙ্করভাষ্যম্

দেবযানং পন্থানম্ আপদ্য ‍• অগ্নিলোকম্ আগচ্ছতি, সঃ বায়ুলোকং ...সঃ বরুণলোকম্" (কৌ: ১।৩) ইতি ।১৩ উচ্যতে—কেবলঃ অত্র পাঠঃ পৌর্ব্বাপৌর্য্যেণ অবস্থিতঃ, ন তত্র ক্রমবচনঃ কশ্চিৎ শব্দঃ অস্তি ।১৪ পদার্থোপদর্শনমাত্রং হি অত্র ক্রিয়তে 'এতম্ এতং চ আগচ্ছতি' ইতি ।১৫ ইতরত্র পুনঃ বায়ুপ্রত্তেন রথচক্রমাত্রেণ ছিদ্রেণ ঊর্ধ্বম্ আক্রম্য আদিত্যম্ আগচ্ছতি ইতি অবগম্যতে ক্রমঃ ।১৬ তস্মাৎ সু-উক্তম্ 'অবিশেষবিশেষাভ্যাম্" ইতি ।১৭

'আসাভ' ইতি পাঠঃ, সঃ চ ক্রতৌ ন দৃশ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ

তেছি ।১২ [পূর্ব্বপক্ষী—] কিন্তু [এই পাঠক্রমরূপ বিশেষবিষয়ে] শ্রুতি উদাহৃতা হইয়াছেন, যথা—"তিনি এই দেবযানপথকে প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে আগমন করেন, তিনি বায়ুলোকে আগমন করেন,...তিনি বরুণলোকে আগমন করেন", ইত্যাদি ।১৩

[সিঃ—পাঠক্রমাপেক্ষা বলবান্ অর্থক্রমবলে আদিত্যের নিম্নদেশে বায়ু নিবেশনীয় ।]

[সিদ্ধান্ত—এই বিষয়ে] কথিত হইতেছে—এই স্থলে (—উদাহৃত কৌষীতকি বাক্যে) কেবলমাত্র পাঠ পূর্ব্বাপরভাবে অবস্থিত আছে, এখানে ক্রমবাচক কোন শব্দ নাই ।১৪ যেহেতু 'এই স্থলে আগমন করেন', এবং 'এই স্থলে আগমন করেন', এইপ্রকারে পদার্থের উপদর্শন (— উল্লেখ) মাত্র এই স্থলে করা হইতেছে ।১৫ অন্যত্র (—বৃঃ ৫।১০।১ বাক্যে) কিন্তু 'বায়ুকর্ত্তৃক প্রদত্ত রথচক্রপরিমিত ছিদ্রের দ্বারা ঊর্দ্ধে গমনকরতঃ আদিত্যে আগমন করেন', এইপ্রকারে ক্রম অবগত হওয়া যাইতেছে (২) ।১৬ সেইহেতু (—অর্থক্রমবলে এইপ্রকার শ্রুত্যর্থ নির্ণীত হওয়ায়, সূত্রে] "অবিশেষ ও বিশেষের দ্বারা", ইহা ঠিকই বলা হইয়াছে ।১৭

[দেবযানমার্গে দেবলোক ও সম্বৎসরের নিবেশস্থান নিরূপণ ।]

[কিন্তু বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণের অর্চ্চিরাদিমার্গে (—বৃঃ ৫।১০।১, ৬।২।১৫ ইত্যাদি স্থলে) সম্বৎসর পঠিত হয় নাই, পরন্তু দেবলোক পঠিত হইয়াছে । সুতরাং

ভাবদীপিকা

(২) ভাব এই—"তেন সঃ ঊর্ধ্বম্ আক্রমতে, সঃ আদিত্যম্ আগচ্ছতি" (বৃঃ ৫।১০।১), এই শ্রুতিবাক্যপঠিত অর্থতঃ আদিত্যলোকের সম্পর্ক ঊর্ধ্বশব্দরূপ শ্রুতি (—অর্থগতসামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণ) এবং 'তেন' এই তৃতীয়াবিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণের বলে গমনকর্ত্তা প্রথমে নিম্নদেশস্থিত বায়ুতে এবং তদনন্তর তৎপ্রদত্ত ছিদ্রপথে ঊর্দ্ধ্বে আদিত্যলোকে গমন করেন, এইপ্রকার ক্রম শ্রুতির অর্থ পর্য্যালোচনা হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে ; ইহাকেই বলে অর্থক্রম (২।৮৮২ পৃঃ)। ইহা পাঠক্রমাপেক্ষা বলবান্ হওয়ায় তাহার বলে কৌষীতকির পাঠক্রম বাধিত হইয়া পড়ে। ফলে কৌষীতকিপাঠানুসারে অগ্নির (—অর্চ্চির) অনন্তর বায়ুলোকের নিবেশ না হইয়া ছান্দোগ্য ৪।১৫।৫ শ্রুতিতে বর্ণিত দেবযানমার্গে আদিত্যের নিম্নদেশে সম্বৎসরের পরে তাহার নিবেশ হইবে, ইহাই নির্ণীত হয়। কৌষীতকিতেও "সঃ বায়ুলোকম্, সঃ আদিত্যলোকম্ (কৌঃ ১।৩) এইপ্রকারে আদিত্য হইতে বায়ুর নিম্নদেশস্থতা পঠিত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

বাজসনেয়িনস্তু "মাসেভ্যঃ দেবলোকং, দেবলোকাৎ আদিত্যম্" (বৃঃ ৬।২।১৫) ইতি সমামনন্তি।১৮ তত্র আদিত্যানন্তর্য্যায় দেবলোকাৎ বায়ুম্ অভিসম্ভবেয়ুঃ।১৯ "বায়ুম্ অব্দাৎ" ইতি তু ছন্দোগশ্রুত্যপেক্ষয়া উক্তম্।২০ ছান্দোগ্যবাজসনেকয়োঃ তু একত্র দেবলোকঃ ন বিদ্যতে, পরত্র সংবৎসরঃ।২১ তত্র শ্রুতি-

ভাষ্যানুবাদ

সম্বৎসরের পরে কিপ্রকারে বায়ুর নিবেশ হইবে ? উত্তর—] বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণ কিন্তু "মাসসকল (—উত্তরায়ণ) হইতে দেবলোককে, দেবলোক হইতে আদিত্যকে প্রাপ্ত হন", এইপ্রকার পাঠ করেন।১৮ সেই স্থলে (—বৃঃ ৬।২।১৫ শ্রুতিতে) আদিত্যের সহিত [বায়ুর] আনন্তর্য্য (—অব্যবহিতত্ব) সিদ্ধির জন্য "দেবলোক হইতে [গমনকারিগণ] বায়ুকে প্রাপ্ত হইবেন", 'এইপ্রকার যোজনা করিতে হইবে'।১৯ [কিন্তু তাহা হইলে সূত্রে "বায়ুম্ অব্দাৎ", এইপ্রকার পাঠ না হইয়া 'দেবলোকাৎ বায়ুলোকম্', এইপ্রাকার পাঠ হওয়া উচিত ছিল। তদুত্তরে বলিতেছেন—] "বায়ুম্ অব্দাৎ" (—'সম্বৎসর হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হন', ইহা ৫।১০।২, ৪।১৫।৫ ইত্যাদি] ছান্দোগ্য শ্রুতিকে অপেক্ষা করিয়া কথিত হইয়াছে ; [যেহেতু সেই স্থলেই সম্বৎসর পঠিত হইয়াছে, অন্যত্র নহে (৩)।২০ আচ্ছা, তাহা হইলে সকল শ্রুতির সামঞ্জস্য করিয়া দেবলোক ও বায়ুলোককে গ্রহণকরতঃ পর্ববক্রম কিপ্রকার হইবে ? উত্তর—] ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়ক, এই দুইটীর মধ্যে একত্র —ছান্দোগ্যে) দেবলোক বিদ্যমান নাই, অপরত্র (—বৃহদারণ্যকে) সম্বৎসর বিদ্যমান নাই।২১ [তাহাতে একবাক্যতা কিপ্রকারে হইবে ? উত্তর-] সেই স্থলে (—দেবযানমার্গে) উভয়প্রকার শ্রুতির জ্ঞান হওয়ায় [তাহাদের একবাক্যতাসাধনের জন্য] উভয়কে

ভাবদীপিকা

(৩) **আশঙ্কা** হয়—দেবলোক বৃহদারণ্যক ৫।১০।১ শ্রুতিতে পঠিত হইলেও তাহাকে গ্রহণ না করিয়া ভগবান্ সূত্রকার একমাত্র ছান্দোগ্য শ্রুতির অনুরোধে সম্বৎসরকে গ্রহণকরতঃ "বায়ুম্ অব্দাৎ" এইপ্রকার সূত্ররচনা করিলেন কেন ? **তদুত্তরে** বলা যায়—সূত্রস্থ বায়ুশব্দটী দেবলোকেরও উপলক্ষণ, দেবযানমার্গগামী সম্বৎসর হইতে পথিমধ্যে দেবলোককে প্রাপ্ত হইয়া বায়ুকে প্রাপ্ত হন, ইহাই ভগবান্ সূত্রকারের বিবক্ষিত অর্থ (ন্যায়নির্ণয়)। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—"যো যঃ পবতে এষঃ দেবানাং গৃহঃ", এই অর্থবাদবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে, আকাশস্থিত দেবলোকসকলের স্তম্ভরূপে অবস্থিত এই বায়ু দেবগৃহের (—দেবলোকের) অন্তর্গত হওয়ায় 'বায়ুই দেবলোক', অর্থাৎ বায়ু ও দেবলোক সমানার্থক। সুতরাং "মাসেভ্যঃ দেবলোকম্" (বৃঃ ৬।২।১৫), এইপ্রকার বৃহদারণ্যকপাঠ থাকিলেও "বায়ুম্ অব্দাৎ", অর্থাৎ 'মাসসম্বদ্ধ সম্বৎসর হইতে বায়ুকে, অর্থাৎ দেবলোককে প্রাপ্ত হন', এইপ্রকার সূত্ররচনা অসঙ্গত হয় নাই। (ব্রহ্মবিদ্যাভরণে শ্রুতিবাক্যের বলাবলবিচারদ্বারা পর্ব্বক্রমনিরূপণবিষয়ক আরও বিচার দ্রষ্টব্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্বয়প্রত্যয়াৎ উভৌ অপি উভয়ত্র প্রথয়িতব্যৌ।২২ তত্রাপি মাস-সম্বন্ধাৎ সংবৎসরঃ পূর্ব্বঃ, পশ্চিমঃ দেবলোকঃ ইতি বিবেক্তব্যম্।২৩॥৪।৩।২॥

ইতি দ্বিতীয়ং বাযধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

উভয়ত্র যোজনা করিতে হইবে।২২ [তাহাতে দেবলোকের প্রাথম্য এবং সম্বৎসরের তৎপশ্চাদ্‌বর্ত্তিত্ব হউক্। তদুত্তরে বলিতেছেন—] সেই স্থলেও (—সেই যোজনাতেও) মাসের সহিত সম্বন্ধবশতঃ (—মাস সম্বৎসরেরই অবয়ব হওয়ায়, মাসের অব্যবহিত পরে] সম্বৎসর পূর্ব্বে (—প্রথমে) এবং দেবলোক পরবর্ত্তিস্থলে 'সন্নিবিষ্ট হইবে', এইপ্রকার বিশ্লেষণকরতঃ অবগত হইতে হইবে (৪)। ২৩॥৪।৩।২॥

বাযধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

৩। তড়িদধিকরণম্। [৩ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—দেবযানমার্গে বরুণলোকাদি পর্ব্বসকলের সন্নিবেশক্রম।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে কৌষীতকিতে পঠিত দেবযানমার্গে অগ্নির অনন্তর বায়ু শ্রুত হইলেও বৃঃ ৫।১০।১ শ্রুতিতে বায়ুর বিশেষ সন্নিবেশস্থান পঠিত হওয়ায় তাহার বলে মার্গমধ্যে বায়ু সেই স্থলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কৌষীতকিতে পঠিত বরুণলোক প্রভৃতির কোন বিশেষ সন্নিবেশস্থান কোন শ্রুতিতে পঠিত না হওয়ায় মার্গমধ্যে তাহাদের নিবেশ সম্ভব হইবে না। এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

বরুণাদেঃ সন্নিবেশো নাস্তি তত্রাথ বিদ্যতে।
নাস্তি বায়োরিবৈতস্য ব্যবস্থাশ্রুত্যভাবতঃ॥
বিদ্যুৎসম্বন্ধিবৃষ্টিস্থনীরস্যাধিপতিত্বতঃ।
বরুণো বিদ্যুতস্তূর্দ্ধ্বং তত ইন্দ্রপ্রজাপতী॥

অন্বয়—বরুণাদেঃ তত্র সন্নিবেশঃ নাস্তি, অথ বিদ্যতে? ব্যবস্থাশ্রুত্যভাবতঃ বায়োঃ ইব এতস্য নাস্তি। বিদ্যুৎসম্বন্ধিবৃষ্টিস্থনীরস্য অধিপতিত্বতঃ বরুণঃ তু বিদ্যুতঃ ঊর্দ্ধ্বং, ইন্দ্রপ্রজাপতী ততঃ।

ভাবদীপিকা [দেবযানমার্গের পর্ব্বক্রম]

(৪) এইপ্রকারে কৌষীতকি (১।৩), ছান্দোগ্য (৪।১৫।৫, ৫।১০।১,২) এবং বৃহদারণ্যক (৫।১০।১, ৬।২।১৫), এই শ্রুতিত্রয়ের পর্য্যালোচনাদ্বারা দেবযানমার্গের পর্ব্বসকলের সন্নিবেশক্রম হইল এইপ্রকার—১। অর্চ্চি (—অগ্নি), ২। দিবস, ৩। শুক্লপক্ষ, ৪। উত্তরায়ণের মাসসকল, ৫। সম্বৎসর, ৬। দেবলোক, ৭। বায়ু এবং ৮। আদিত্য। ইহার পরবর্ত্তি পর্ব্বসকলের সন্নিবেশক্রম পরবর্ত্তী অধিকরণে আলোচিত হইবে। বোধসৌকর্য্যের জন্য তাহা আমরা এখানেই বর্ণনা করিতেছি। যথা—৯। চন্দ্রমা, ১০। বিদ্যুৎ, ১১। বরুণ, ১২। ইন্দ্র, ১৩। প্রজাপতি এবং ১৪। ব্রহ্মলোক। 'বরুণ' প্রভৃতি পর্ব্ব নহেন, সহায়কমাত্র, ইহা ৪র্থ অধিকরণে বর্ণিত হইবে। [পিতৃযানমার্গের পর্ব্বক্রম ৩।৪১ পৃঃ দ্রঃ।] বাযধিকরণ সমাপ্ত।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["সঃ বরুণলোকং সঃ ইন্দ্রলোকং সঃ প্রজাপতিলোকম্" (কৌঃ ১।৩) ইত্যাদৌ শ্রুতঃ বরুণলোকাদিঃ বিষয়ঃ। বৃহদারণ্যকপঠিতস্য বায়োঃ ইব বরুণাদেঃ স্থানবিশেষা- শ্রবণাৎ, অর্চ্চিরাদিমার্গে "অর্চ্চিষঃ অহঃ" ইতি পঞ্চমীভিঃ পর্ব্বাণাং বদ্ধক্রমত্বাৎ, "আগন্তুকানাম্ অন্তে নিবেশঃ", ইতি লৌকিকন্যায়েন চ বিদ্যুদানন্তর্য্যসম্ভবাৎ দেবযানমার্গে তেষাং সন্নিবেশস্থানাসম্ভবসম্ভবাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—] বরুণাদেঃ তত্র [অর্চ্চিরাদিমার্গে] সন্নিবেশঃ নাস্তি, অথ বিদ্যতে ?

পূর্ব্বপক্ষ—ব্যবস্থাশ্রুত্যভাবতঃ বায়োঃ ইব এতস্য [বরুণাদেঃ লোকত্রয়স্য দেবযান- মার্গে সন্নিবেশঃ] নাস্তি।

সিদ্ধান্ত—[বিদ্যুল্লোকস্যোপরি বরুণলোকঃ সম্বন্ধবশাৎ ব্যবস্থাপ্যতে। কঃ সঃ সম্বন্ধঃ ? উচ্যতে—'বিদ্যুৎপূর্ব্বকবৃষ্টিগতনীরস্য বরুণঃ অধিপতিঃ', ইতি বিদ্যুদ্বরুণয়োঃ সম্বন্ধঃ। অতঃ] বিদ্যুৎ- সম্বন্ধিবৃষ্টিস্থনীরস্য অধিপতিত্বতঃ বরুণঃ তু বিদ্যুতঃ উর্ধ্বং [সন্নিবেশনীয়ঃ। স্থানান্তরাসম্ভবেঽপিচ "আগন্তুকানাম্ অন্তে নিবেশঃ", ইতি ন্যায়েন] ইন্দ্রপ্রজাপতী ততঃ [উর্ধ্বদেশে বরুণলোক- স্যোপরি সন্নিবেশনীয়ৌ। তদেবং বরুণাদীনাং সন্নিবেশাৎ অর্চ্চিরাদিমার্গঃ ব্যবস্থাপিতঃ]।

অনুবাদ

সংশয় ["তিনি বরুণলোকে, তিনি ইন্দ্রলোকে, তিনি প্রজাপতিলোকে 'আগমন করেন", ইত্যাদি স্থলে শ্রুত বরুণলোক প্রভৃতি এখানে বিষয়। বৃহদারণ্যকে (৫।১০।১) পঠিত বায়ুর ন্যায় বরুণ প্রভৃতির বিশেষ স্থান শ্রুত না হওয়ায়, অর্চ্চিরাদিমার্গে "অর্চ্চি হইতে দিবসকে", এইপ্রকারে পঞ্চমী বিভক্তিসকলের দ্বারা পর্ব্বসকলের ক্রম বদ্ধ (—নিয়মিত) হওয়ায় এবং "আগন্তুকগণের নিবেশ শেষভাগে হইয়া থাকে", এই লৌকিক ন্যায়ের বলে [তাহাদের] বিদ্যুতের অনন্তরতা (—পরবর্ত্তিস্থলে নিবেশ) সম্ভব হওয়ায় দেবযানমার্গে তাহাদের সন্নিবেশ- স্থানের অসম্ভাবনা ও সম্ভাবনাবশতঃ সংশয় হয়—] বরুণাদির সেই স্থলে (—অর্চ্চিরাদি- মার্গে) সন্নিবেশ নাই, অথবা আছে ?

পূর্ব্বপক্ষ—ব্যবস্থাপক শ্রুতিবাক্য না থাকায় বায়ুর ন্যায় ইহার (— বরুণাদি লোক- ত্রয়ের, দেবযানমার্গে সন্নিবেশ] নাই (—হয় না)।

সিদ্ধান্ত—[সম্বন্ধের বলে বিদ্যুল্লোকের উপরে বরুণলোক ব্যবস্থাপিত হইতেছে। সেই সম্বন্ধ কি ? বলা হইতেছে—'বিদ্যুৎপূর্ব্বক যে বৃষ্টি (—বর্ষণক্রিয়া (১), তদ্গত (—তজ্জন্য) যে জল, তাহার অধিপতি বরুণ', ইহাই বিদ্যুৎ ও বরুণের সম্বন্ধ। এইহেতু] বিদ্যুতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যে বর্ষণক্রিয়াজন্য জল, তাহার অধিপতি হওয়ায় বরুণ কিন্তু বিদ্যুৎ হইতে উর্ধ্বে [সন্নিবেশনীয়। আর অন্য স্থান অসম্ভব হইলেও "আগন্তুকগণের নিবেশ শেষভাগে", এই ন্যায়- বলে] ইন্দ্র ও প্রজাপতি (—সেই লোকদ্বয়) তাহা হইতে [উর্ধ্বদেশে বরুণলোকের উপরে সন্নিবেশনীয়। এইপ্রকারে বরুণ প্রভৃতির সন্নিবেশ হওয়ায় অর্চ্চিরাদিমার্গ ব্যবস্থাপিত হইল]।

ভাবদীপিকা

(১) বৃষ্+ভাববাচ্যে ক্তিন্—বৃষ্টি ; অর্থ - বর্ষণক্রিয়া। আর বৃষ্+কর্ম্মবাচ্যে ক্তিন্— বৃষ্টি ; অর্থ—বর্ষিত জল।

ফলভেদ--পূর্ব্বপক্ষে, মার্গপর্ব্বরূপে বরুণাদির সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—সিদ্ধ হয়।

তড়িতোঽধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥৪।৩।৩॥

সূত্রার্থ—[কিং কৌষীতকিবাক্যে শ্রুতঃ বরুণাদিঃ মার্গপর্ব্বত্বেন সম্বধ্যতে, ন বা ইতি বিশয়ে ; ন ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্ত—] **তড়িতঃ**—বিদ্যুল্লোকাৎ, **অধি**—উপরিষ্টাৎ, **বরুণঃ**—বরুণলোকঃ [সম্বধ্যতে। কুতঃ ?] **সম্বন্ধাৎ**—বরুণস্য অব্দ্বারা বিদ্যুৎসম্বন্ধাৎ। [তথাচ তড়িতঃ উপরি সজলাঃ মেঘাঃ দৃশ্যন্তে, জলাধিপতিশ্চ বরুণঃ ইতি তড়িদ্বরুণয়োঃ সম্বন্ধাৎ ইত্যর্থঃ। ততঃ যথাপাঠম্ ইন্দ্রপ্রজাপত্যোঃ ক্রমঃ দ্রষ্টব্যঃ, অত্র পাঠক্রমবাধকাভাবাৎ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[কৌষীতকিবাক্যে শ্রুত বরুণলোক প্রভৃতি কি দেবযানমার্গের পর্ব্বরূপে সম্বদ্ধ হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; 'হয় না', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তড়িতঃ**—বিদ্যুল্লোক হইতে, **অধি**—উপরিদেশে, **বরুণঃ**—বরুণলোক [সম্বদ্ধ হয়। তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **সম্বন্ধাৎ**—যেহেতু জলদ্বারা বিদ্যুতের সহিত বরুণের সম্বন্ধ আছে। [যেমন দেখ, বিদ্যুতের উপরিভাগে জলপূর্ণ মেঘসকল পরিদৃষ্ট হয়, আর বরুণ জলের অধিপতি, এইপ্রকারে যেহেতু তড়িৎ ও বরুণের সম্বন্ধ হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ। তদনন্তর পাঠক্রমানুসারে ইন্দ্রলোক ও প্রজাপতিলোকের ক্রম বুঝিতে হইবে, কারণ এখানে পাঠক্রমের বাধক নাই, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"আদিত্যাৎ চন্দ্রমসং, চন্দ্রমসঃ বিদ্যুতম্" (ছাঃ ৪।১৫।৫), **ইতি অস্যাঃ বিদ্যুতঃ উপরিষ্টাৎ "সঃ বরুণলোকম্"** (কৌঃ ১।৩), **ইতি অয়ং বরুণঃ সম্বধ্যেত** * ।১ **অস্তি হি সম্বন্ধঃ বিদ্যুদ্বরুণয়োঃ** ।২ **যদা হি বিশালাঃ বিদ্যুতঃ তীব্রস্তনিতনির্ঘোষাঃ জীমূতোদরেষু প্রনৃত্যন্তি, অথ আপঃ প্রপতন্তি** ।৩ **"বিদ্যোততে স্তনয়তি বর্ষিষ্যতি বা"** (ছাঃ ৭।১১।১), **ইতি চ ব্রাহ্মণম্** ।৪ **অপাং চ অধিপতিঃ বরুণঃ**

* 'সম্বধ্যতে', ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বিদ্যুল্লোকের উপরিদেশে বরুণলোকাদির সন্নিবেশস্থান প্রদর্শন।]

[পূর্ব্বাধিকরণে দেবযানমার্গে কৌষীতকিপঠিত বায়ুর সন্নিবেশস্থান প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে তদনন্তর পঠিত বরুণলোক প্রভৃতির তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] "আদিত্য হইতে চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হন, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎকে", ইত্যাদিপ্রকারে পঠিত এই বিদ্যুতের উপরিদেশে "তিনি বরুণলোকে আগমন করেন", এইপ্রকারে পঠিত এই বরুণ [দেবযানে] সম্বদ্ধ হইবে।১ যেহেতু বিদ্যুৎ ও বরুণের মধ্যে [স্বকার্য্যাধিপতিত্বরূপ] সম্বন্ধ আছে।২ [সেই সম্বন্ধসিদ্ধির জন্য প্রথমতঃ বিদ্যুৎ ও জলের মধ্যে কার্য্যকারণভাব প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু যখন তীব্র মেঘগর্জ্জনযুক্ত বিশাল (—দিগন্তপ্রসারী) বিদ্যুৎসকল মেঘের উদরে (—মেঘমধ্যে) প্রকৃষ্টভাবে নৃত্য করে, তখন জল বর্ষিত হয়।৩ [সেই বিষয়ে শ্রুতির সম্মতি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইতেছে মেঘগর্জ্জন হইতেছে, বারিবর্ষণ হইবে", এইপ্রকার ব্রাহ্মণপাঠ আছে।৪ [জল ও বিদ্যুতের মধ্যে কার্য্য ও

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধিঃ।৫ বরুণাৎ অধি ইন্দ্রপ্রজাপতী, স্থানান্তরাভাবাৎ, পাঠসামর্থ্যাৎ চ।৬ আগন্তুকত্বাৎ অপি বরুণাদীনাম্ অন্তে এব নিবেশঃ, বৈশেষিকস্থানাভাবাৎ, বিদ্যুৎ চ অন্ত্যা অর্চ্চিরাদৌ বর্ত্মনি।৭॥৪।৩।৩॥ ইতি তৃতীয়ং তড়িদধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

নিমিত্তকারণতারূপ সম্বন্ধ থাকিলে৭ বরুণের তাহাতে কি? উত্তর—] আর বরুণ জলের অধিপতি, ইহা শ্রুতি এবং স্মৃতির প্রসিদ্ধি। [সেইহেতু বিদ্যুতের কার্য্যভূত জলের অধিপতি বরুণ বিদ্যুতের অনন্তর সন্নিবিষ্ট হইবেন।৫ এক্ষণে কৌষীতকিপঠিত ইন্দ্রলোক ও প্রজাপতিলোকের স্থান প্রদর্শন করিতেছেন—] বরুণের উপরিদেশে ইন্দ্র ও প্রজাপতিকে (—সেই লোকদ্বয়কে) 'সন্নিবেশ করিতে হইবে'; যেহেতু [তাঁহাদের জন্য শ্রুতিতে] অন্য স্থানের অভাব আছে (—তাহা পঠিত হয় নাই) এবং যেহেতু পাঠের সামর্থ্য আছে (—কৌষীতকিস্থ পাঠক্রমের বাধক কিছু নাই।৬ ইঁহাদের নিবেশবিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—নক্ষত্রেষ্টিতে বিশেষ স্থান নির্দ্ধারিত না থাকায় 'কৃত্তিকা' প্রভৃতি উপহোমসকল যেমন শেষে অনুষ্ঠিত হয়, তদ্রূপ 'আগন্তুকানাম্ অন্তে নিবেশঃ', এই লৌকিকন্যায়বলে] আগন্তুক হওয়ায় বরুণ প্রভৃতির [দেবযানমার্গের] শেষভাগেই নিবেশ হইবে; যেহেতু [তাঁহাদের] বিশেষ স্থানের অভাব আছে (—শ্রুতিতে তাঁহাদের জন্য বিশেষ স্থান পঠিত হয় নাই) এবং যেহেতু বিদ্যুৎ অর্চ্চিরাদি মার্গে শেষ সীমা (২)।৭॥৪।৩।৩॥

তড়িদধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(২) **আশঙ্কা** হয়—বিদ্যুল্লোক যদি দেবযানমার্গের শেষ সীমা হয়, তাহা হইলে বরুণলোক প্রভৃতি কি? আর তাহা যে শেষ সীমা, ইহার বোধক কোন শ্রুতিবাক্যও তো নাই। উত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—ব্রহ্মলোকগামী পুরুষ বিদ্যুল্লোক পর্য্যন্ত তত্তৎ অর্চ্চিরাদিতে অভিমানী দেবগণকর্ত্তৃক বাহিত হন, তদনন্তর ব্রহ্মলোক হইতে আগত অমানব পুরুষ তাঁহাকে বহনকরতঃ ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। পথিমধ্যে বরুণ প্রভৃতি দেবগণ সেই বাহক অমানব পুরুষকে বাধা দান না করিয়া সহায়তা করেন মাত্র। [ইহা পরবর্ত্তী অধিকরণে ৬ সূত্রভাষ্যে আলোচিত হইবে]। এইরূপে বরুণ প্রভৃতি দেবযানমার্গে সহায়ক হইলেও সাক্ষাৎ বাহক না হওয়ায় অন্যান্য আতিবাহিক দেবতা হইতে ইঁহাদের প্রভেদ থাকায় ইঁহারা মার্গপর্ব্বরূপে গৃহীত হন না। পূজ্যপাদ ন্যায়নির্ণয়কারের "বিদ্যুদনন্তরং পর্ব্বান্তরস্য অনুক্তেঃ", ইত্যাদি বচন হইতেও এইপ্রকার পরিস্থিতিই অবগত হওয়া যাইতেছে। এই হেতুবশতঃই বিদ্যুল্লোককে দেবযানপথের শেষ সীমা (—শেষ পর্ব্ব) বলা হইতেছে। দেবযানমার্গের সমগ্র পর্ব্বক্রম পূর্ব্বাধিকরণের ৪ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে (২২২ পৃঃ) দ্রষ্টব্য। তড়িদধিকরণ সমাপ্ত।

৪। আতিবাহিকাধিকরণম্। [৪-৬ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—দেবযানমার্গস্থ অর্চ্চি প্রভৃতি পর্ব্বসকলের আতিবাহিক দেবত্ব।

অধিকরণসঙ্গতি—দেবযানমার্গে অর্চ্চিরাদি পর্ব্বসকলের সন্নিবেশক্রম নিরূপণ করিয়া তাহাদেরই স্বরূপ নিরূপিত হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **একবিষয়ত্বসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়। অথবা পূর্ব্বাধিকরণে যেমন তড়িৎ ও বরুণের সম্বন্ধবশতঃ তড়িতের অনন্তর বরুণের সন্নিবেশ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ন্যায় এখানেও লৌকিক মার্গচিহ্নের সাদৃশ্যরূপ সম্বন্ধবশতঃ অর্চ্চিরাদিও মার্গচিহ্নই হইবে, এইরূপে **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—সগুণব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতির ফলপ্রাপ্তির জন্য অর্চ্চিরাদিমার্গে গমনকারীর গময়িতৃবিষয়ক (—বাহক আতিবাহিক দেবতাবিষয়ক) বিচার করা হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

মার্গচিহ্নং ভোগভূর্বা নেতারো বার্চ্চিরাদয়ঃ।
আদ্যৌ স্যাতাং মার্গচিহ্নসারূপ্যাল্লোকশব্দতঃ॥
অন্তে গময়তীত্যুক্তের্নেতারস্তেষু চেদৃশঃ।
নির্দ্দেশোঽস্ত্যত্র লোকাখ্যা তন্নিবাসিজনান্ প্রতি।

অন্বয়—অর্চ্চিরাদয়ঃ মার্গচিহ্নং, ভোগভূঃ বা, নেতারঃ বা? মার্গচিহ্নসারূপ্যাৎ লোকশব্দতঃ আদ্যৌ স্যাতাম্। অন্তে 'গময়তি' ইতি উক্তেঃ নেতারঃ। তেষু চ ঈদৃশঃ নির্দ্দেশঃ অস্তি। তন্নিবাসিজনান্ প্রতি অত্র লোকাখ্যা।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[তে এব অর্চ্চিরাদয়ঃ অত্র বিষয়ঃ। "অর্চ্চিষঃ অহঃ, অহ্নঃ আপূর্য্যমাণপক্ষম্" (ছাঃ ৫।১০।২) ইত্যাদিবচনেষু 'গ্রামাৎ নির্গত্য নদীং ব্রজ, ততঃ পর্ব্বতম্, ততঃ ঘোষম্', ইত্যাদিপ্রকারেণ মার্গচিহ্ননির্দ্দেশসাম্যাৎ; "সঃ বায়ুলোকম্" (কৌঃ ১।৩), ইত্যাদিপ্রকারেণ ভোগভূমৌ প্রসিদ্ধস্য লোকশব্দস্য প্রয়োগাৎ; "সঃ এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছাঃ ৪।১৫।৫), ইতি অতিনেতৃত্বলিঙ্গেন পুরুষবিষয়স্যাপি নির্দ্দেশস্য দর্শনাৎ চ ভবতি অত্র সংশয়ঃ—] অর্চ্চিরাদয়ঃ [কিং] মার্গচিহ্নং [স্যাৎ], ভোগভূঃ বা [স্যাৎ], নেতারঃ বা?

পূর্ব্বপক্ষ—মার্গচিহ্নসারূপ্যাৎ লোকশব্দতঃ [চ] আদ্যৌ [পক্ষৌ] স্যাতাম্।

সিদ্ধান্ত—["তৎ পুরুষঃ অমানবঃ সঃ এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছাঃ ৪।১৫।৫), ইতি মার্গস্য] অন্তে 'গময়তি' ইতি উক্তেঃ [বিদ্যুৎপুরুষস্য নেতৃত্বাবগমাৎ তৎসাহচর্য্যেণ অর্চ্চিরাদয়ঃ অপি] নেতারঃ [ভবন্তি ইতি অবগম্যতে। যত্তু মার্গচিহ্নসারূপ্যম্ উক্তম্, তদপি ন বাধকং যতঃ 'গচ্ছ ত্বম্ ইতো বলবর্ম্মাণম্, ততঃ জয়গুপ্তম্, ততঃ দেবদত্তম্', ইত্যাদিপ্রকারেণ] তেষু চ [অর্চ্চিরাদিষু আতিবাহিকদেবতাসু] ঈদৃশঃ নির্দ্দেশঃ [সমানতয়া] অস্তি। [লোকশব্দপ্রয়োগে অপি ন ক্ষতিঃ, যতঃ উপাসকানাং ব্রহ্মলোকগন্তৄণাং তত্র ভোগাভাবেঽপি] তন্নিবাসিজনান্ প্রতি [আতিবাহিকদেবান্ প্রতি চ ভোগপ্রদত্বাৎ] অত্র লোকাখ্যা [উপপদ্যতে। তস্মাৎ আতিবাহিকাঃ অর্চ্চিরাদয়ঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[সেই অর্চ্চি প্রভৃতিই এখানে বিষয়। "অর্চ্চি হইতে দিবসকে, দিবস হইতে

তরুণককে", ইত্যাদি বচনসকলে 'গ্রাম হইতে নির্গত হইয়া নদীর নিকট গমন কর, তাহার পর পর্ব্বতের নিকট, তাহার পর ঘোষপল্লীর নিকট", ইত্যাদি প্রকারে পথচিহ্ননির্দ্দেশের সাদৃশ্যবশতঃ; "তিনি বায়ুলোকে আগমন করেন", ইত্যাদি প্রকারে ভোগভূমিতে প্রসিদ্ধ লোকশব্দের প্রয়োগবশতঃ এবং "তিনি ইঁহাদিগকে ব্রহ্ম প্রাপ্ত করান্ (—ব্রহ্মার নিকট লইয়া যান"), এইপ্রকার অতিবাহকস্বরূপ (—ইহলোক অতিক্রম করাইয়া পরলোকে বহনকারিস্বরূপ) লিঙ্গবলে পুরুষবিষয়ক নির্দ্দেশের দর্শনবশতঃ এই স্থলে সংশয় হয়—] অর্চি প্রভৃতি কি মার্গচিহ্ন, অথবা ভোগভূমি, অথবা নয়নকারী (—বাহক)?

পূর্ব্বপক্ষ—মার্গচিহ্নের সাদৃশ্যবশতঃ [এবং] লোকশব্দের প্রয়োগবশতঃ প্রথম পক্ষদ্বয় (—মার্গচিহ্ন, অথবা ভোগভূমি) হইবে।

সিদ্ধান্ত—["সেই স্থলে বিদ্যমান ইঁহাদিগকে অমানব (—মনুর সৃষ্টিতে অনুৎপন্ন, ব্রহ্মলোক হইতে আগত] সেই পুরুষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করান (—সত্যলোকস্থ ব্রহ্মার নিকট লইয়া যান)", এইপ্রকারে মার্গের] শেষভাগে 'প্রাপ্ত করান', ইহা বর্ণিত হওয়ায় [বিদ্যুল্লোকে আগত পুরুষের বাহকত্ব অবগত হওয়া যায় বলিয়া তাঁহার সাহচর্য্যবশতঃ অর্চি প্রভৃতিও হইবেন] বাহক, [ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। আর যে মার্গচিহ্নের সাদৃশ্য কথিত হইয়াছে, তাহাও বাধক নহে, যেহেতু 'এখান হইতে তুমি বলবর্ম্মার নিকট গমন কর, তাহার পর জয়গুপ্তের নিকট, তাহার পর দেবদত্তের নিকট', ইত্যাদি প্রকারে] সেই অর্চিরাদি আতিবাহিক দেবতাসকলে এইপ্রকার নির্দ্দেশও [সমানভাবে] আছে। [লোকশব্দের প্রয়োগেও ক্ষতি নাই, যেহেতু ব্রহ্মলোকগামী উপাসকগণের সেই স্থলে ভোগ না থাকিলেও] তাহাতে বাসকারী জনগণের প্রতি [এবং আতিবাহিক দেবতাগণের প্রতি ভোগপ্রদ হওয়ায়] এখানে (—অর্চি, অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতিতে) লোক আখ্যা [সঙ্গত। অতএব অর্চি প্রভৃতি আতিবাহিক দেবতা, ইহা সিদ্ধ হইল]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, মার্গচিহ্নসাদৃশ্যের, অথবা লোকশ্রুতির মুখ্যার্থ গ্রহণীয় হওয়ায় অর্চিরাদি দেবতা নহেন। সিদ্ধান্তে—ন্যায়যুক্ত লিঙ্গপ্রমাণবলে তাঁহাদের দেবত্ব সিদ্ধ হয়।

আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ ॥৪।৩।৪॥

পদচ্ছেদ—আতিবাহিকাঃ, তল্লিঙ্গাৎ।

সূত্রার্থ—[তে অর্চিরাদয়ঃ কিং মার্গচিহ্নভূতাঃ, উত গন্তৄণাং ভোগভূময়ঃ, উতাহো আতিবাহিকাঃ ইতি বিশয়ে; বৃক্ষনদ্যাদিবৎ মার্গচিহ্নভূতাঃ, অথবা "অগ্নিলোকম্...বায়ুলোকম্" (কৌঃ ১।৩), ইত্যাদিলোকশব্দশ্রুতেঃ ভোগভূময়ঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—অর্চিরাদয়ঃ] **আতিবাহিকাঃ**—[মার্গেষু সীমাবিশেষেষু স্থিতাঃ রাজনিযুক্তাঃ পুরুষাঃ যে গচ্ছন্ স্বসীয়ঃ সীমান্তরং প্রাপয়ন্তি, তে আতিবাহিকাঃ ইতি উচ্যন্তে। তথাচ অত্র] কার্য্যব্রহ্মগন্তৄণাং গময়িতারঃ ইত্যর্থঃ। [কুতঃ?] **তল্লিঙ্গাৎ**—"তৎ পুরুষঃ অমানবঃ, সঃ এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছাঃ ৪।১৫।৫), ইতি গময়িতৃত্বলিঙ্গাৎ।

অনুবাদ—[সেই অর্চি প্রভৃতি কি পথের চিহ্নস্বরূপ, অথবা [ব্রহ্মলোকে] গমনকারিগণের ভোগভূমি, অথবা আতিবাহিক, এইপ্রকার সংশয় হইলে; বৃক্ষ ও নদী প্রভৃতির ন্যায় [তাহারা] পথচিহ্নস্বরূপ, অথবা "অগ্নিলোককে...বায়ুলোককে", ইত্যাদিপ্রকার লোকশব্দরূপ শ্রুতি থাকায় [তাহারা] ভোগভূমি, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—অর্চি প্রভৃতি]

আতিবাহিকাঃ—[মার্গসকলে সীমাবিশেষসকলে অবস্থিত নৃপতিকর্ত্তৃক নিযুক্ত যে পুরুষসকল গমনকারিগণকে নিজ সীমা হইতে অপর সীমাকে প্রাপ্ত করায়, তাহারা আতিবাহিক, ইহা কথিত হয়। এইরূপে এখানে অর্থ হয়—] কার্য্যব্রহ্মের (—হিরণ্যগর্ভের) নিকট গমনকারিগণের গময়িতা-গণ (—বাহকগণ)। [কিপ্রকারে ইহা জানিলে? উত্তর—] তল্লিঙ্গাৎ—যেহেতু "সেখানে (—বিদ্যুল্লোকে) বর্ত্তমান ইঁহাদিগকে অমানব সেই পুরুষ ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত করান", এইপ্রকার গময়িতৃস্বরূপ (—গমনকারয়িতৃস্বরূপ, বাহকস্বরূপ) লিঙ্গপ্রমাণ আছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

তেষু এব অর্চ্চিরাদিষু সংশয়ঃ—কিম্ এতানি মার্গচিহ্নানি, উত ভোগভূময়ঃ, অথবা নেতারঃ গন্তৄণাম্ ইতি? ১ তত্র মার্গলক্ষণভূতাঃ অর্চ্চিরাদয়ঃ ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্, তৎস্বরূপত্বাৎ উপদেশস্য ।২ যথা হি লোকে কশ্চিৎ গ্রামং নগরং বা প্রতিষ্ঠাসমানঃ অনুশিষ্যতে 'গচ্ছ ইতঃ ত্বম্ অমুং গিরিং, ততঃ ন্যগ্রোধং, ততঃ নদীং, ততঃ গ্রামং, ততঃ নগরং বা প্রাপ্স্যসি ইতি; এবম্ ইহাপি "অর্চ্চিষঃ অহঃ, অহ্নঃ আপূর্য্যমাণপক্ষম্" (ছাঃ ৫।১০।১), ইত্যাদি আহ ।৩ অথবা ভোগভূময়ঃ ইতি প্রাপ্তম্ ।৪ তথাহি—লোকশব্দেন অগ্ন্যাদীন্ অনুবধ্নাতি "অগ্নিলোকম্ আগচ্ছতি" (কৌঃ ১।৩), ইত্যাদি।৫ লোকশব্দশ্চ প্রাণিনাং ভোগায়তনেষু ভাষ্যতে—"মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকঃ দেবলোকঃ" (বৃঃ ১।৫।১৬), ইতি চ ।৬ তথাচ ব্রাহ্মণম্—

ভাষ্যানুবাদ

(বিষয় ও সংশয়। পূঃ—অর্চ্চিরাদি মার্গচিহ্ন, অথবা ভোগভূমি)

[দেবযানমার্গে অর্চ্চিরাদি পর্ব্বসকলের সন্নিবেশক্রম নিরূপণ করিয়া এক্ষণে তাহাদের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন—] সেই অর্চ্চি প্রভৃতিতেই সংশয় হয়—ইহারা কি মার্গচিহ্ন, অথবা ভোগভূমি, অথবা [ব্রহ্মলোকে] গমনকারিগণের নয়নকারী (—বাহক) ?১ [পূর্ব্বপক্ষ—] তাহাতে (—এইপ্রকার সংশয় হইলে) অর্চ্চি প্রভৃতি পথচিহ্নস্বরূপ, ইহাই প্রাপ্ত হওয়া গেল ; যেহেতু উপদেশের তৎস্বরূপতা আছে (—লৌকিক মার্গচিহ্নের নির্দ্দেশের ন্যায় শ্রুতিতে ইহাদের নির্দ্দেশ পঠিত হইতেছে) ।২ যেমন দেখ, লোকমধ্যে গ্রাম বা নগরে যিনি গমন করিতে ইচ্ছা করেন, এইপ্রকার কেহ [এইরূপে] উপদিষ্ট হইয়া থাকেন—'এখান হইতে তুমি ঐ পর্ব্বতের নিকট গমন কর, তাহার পর বটবৃক্ষের নিকট, তদনন্তর নদীর নিকট, অতঃপর গ্রামকে, অথবা তাহার পর নগরকে প্রাপ্ত হইবে', ইত্যাদি ; এইপ্রকারে এখানেও [শ্রুতি] "অর্চ্চি হইতে দিবসকে, দিবস হইতে শুক্লপক্ষকে", ইত্যাদি বলিতেছেন ।৩ অথবা [এই অর্চ্চি, অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতি] ভোগভূমি, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল ।৪ যেহেতু দেখ, [শ্রুতি] লোকশব্দের দ্বারা অগ্নি প্রভৃতিকে সম্বন্ধ করিতেছেন, [যথা—] "অগ্নিলোকে আগমন করেন", ইত্যাদি ।৫ আর লোকশব্দ প্রাণিগণের ভোগায়তনসকলে কথিত (—প্রযুক্ত) হয়, [যেমন—] "মনুষ্যলোক, পিতৃ

শাঙ্করভাষ্যম্

"অহোরাত্রেষু তে লোকেষু সজ্জন্তে", ইত্যাদি।৭ তস্মাৎ ন আতিবাহিকাঃ অর্চিরাদয়ঃ।৮ অচেতনত্বাৎ অপি এতেষাম্ আতিবাহিকত্বানুপপত্তিঃ।৯ চেতনাঃ হি লোকে রাজনিযুক্তাঃ পুরুষাঃ দুর্গেষু মার্গেষু অতিবাহ্যান্ অতিবাহয়ন্তি ইতি।১০ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—আতিবাহিকাঃ এব এতে ভবিতুম্ অর্হন্তি।১১ কুতঃ? ১২ তল্লিঙ্গাৎ।১৩ তথাহি—"চন্দ্রমসঃ বিদ্যুতং, তৎ পুরুষঃ অমানবঃ সঃ এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছাঃ ৪।১৫।৫,৫।১০।২) ইতি সিদ্ধবৎ গময়িতৃত্বং

ভাষ্যানুবাদ

লোক এবং দেবলোক", ইত্যাদি।৬ [মার্গপর্ব্বসকল ভোগভূমি, এই বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] এই বিষয়ে ব্রাহ্মণও আছে, [যথা—] "তাহারা (—কর্ম্মী ও উপাসকগণ, দেবযান ও পিতৃযাণের পর্ব্বভূত] দিবস ও রাত্রি প্রভৃতি লোকসকলে আসক্ত হন (—ভোগ অনুভব করেন"), ইত্যাদি।৭ সেইহেতু (—মার্গচিহ্ন, অথবা ভোগভূমি হওয়ায়) অর্চি প্রভৃতি আতিবাহিক (—ইহলোক অতিক্রম করাইয়া পরলোকে বহনকারী) নহেন।৮ অচেতন হয় বলিয়াও ইহাদের আতিবাহিকত্ব যুক্তিসঙ্গত নহে।৯ দেখ, লোকমধ্যে রাজাকর্ত্তৃক নিযুক্ত চেতন পুরুষগণই দুর্গম পথসকলে বহনযোগ্য ব্যক্তিগণকে অতিবাহন করান (—পথ প্রদর্শনাদিদ্বারা স্বদেশের সীমা অতিক্রম করাইয়া পরদেশের সীমাতে গমন করান)।১০ [অতএব অচেতন অর্চিরাদির পক্ষে অতিবহন করা সম্ভব না হওয়ায় ইহাই সিদ্ধ হয় যে, বিদ্যুল্লোক হইতে অমানব পুরুষকর্ত্তৃক বাহিত হইলেও, তাহার নিম্নবর্ত্তী স্থানে অর্চিরাদি মার্গচিহ্নদৃষ্টে, অথবা উক্ত লোকসকলে ভোগানুভব করিতে করিতে ব্রহ্মলোকগামিগণ নিজেরাই গমন করেন]।

[সিঃ—অমানবত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে অর্চিরাদির আতিবাহিকদেবত্ব প্রতিপাদন।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—ইহারা (—মার্গপর্ব্বরূপে বর্ণিত এই অর্চি প্রভৃতি) আতিবাহিকই হওয়া সঙ্গত।১১ তাহাতে হেতু কি? ১২ [উত্তর—] যেহেতু তদ্বোধক লিঙ্গপ্রমাণ আছে।১৩ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, [ব্রহ্মলোকগামী পুরুষগণ দেবযানমার্গে] চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎকে প্রাপ্ত হন, সেই স্থলে বর্ত্তমান ইঁহাদিগকে অমানব (—মনুর সৃষ্টিতে অনুৎপন্ন, ১) সেই পুরুষ ব্রহ্মকে (—হিরণ্যগর্ভকে) প্রাপ্ত করান", এইপ্রকারে [শ্রুতি] সিদ্ধ পদার্থের ন্যায় গময়িতৃত্ব (—অমানব

ভাবদীপিকা

(১) এই স্থলে অর্চিরাদির আতিবাহিকদেবত্ববোধক অমানবত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। ইহা কিপ্রকারে অর্চিরাদিরও আতিবাহিকদেবত্ব প্রতিপাদন করে, তাহা পরবর্ত্তী ভাষ্যে প্রদর্শিত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

দর্শয়তি ।১৪ তদ্বচনং তদ্বিষয়ম্ এব উপক্ষীণম্ ইতি চেৎ ?১৫ ন, প্রাপ্তমানবত্বনিবৃত্তিপরত্বাৎ বিশেষণস্য ।১৬ যদি অর্চ্চিরাদিষু পুরুষাঃ গময়িতারঃ প্রাপ্তাঃ, তে চ মানবাঃ, ততঃ যুক্তং তন্নিবৃত্ত্যর্থং পুরুষবিশেষণম্ অমানবঃ ইতি ।১৭॥৪।৩।৪॥

ভাষ্যানুবাদ

পুরুষ গমনকারিগণকে গমন করান, পৌঁছান, বহন করেন, ইহা) প্রদর্শন করিতেছেন ।১৪ [শঙ্কা—] বিদ্যুল্লোক হইতে অমানব পুরুষকর্ত্তৃক বাহিত হওয়ার বোধক] সেই বচনটী সেই বিষয়েই (—বিদ্যুল্লোক হইতে বহনক্রিয়াতেই) উপক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, [অর্চ্চিরাদি স্থলেও তাহা অতিদিষ্ট হইবে না, কারণ, সেই স্থলসকলেও বহনকারী পুরুষগণের 'অমানবত্ব' ও 'নেতৃত্ব' এই উভয়প্রকার অর্থ স্বীকারে বাক্যভেদদোষ হইয়া পড়িবে। অতএব অর্চ্চিরাদি বাহক নহেন]; ইহা যদি বলা হয় ? ১৫[সিঃ সমাধান—] না, তাহা বলা যায় না; যেহেতু ['অমানবঃ' এই] বিশেষণটী প্রাপ্ত মানবত্বের নিবৃত্তিপর (—তাহা পূর্ব্বে প্রাপ্ত মানবত্বকে নিবৃত্ত করে) ।১৬ যদি অর্চ্চি প্রভৃতিতে পুরুষগণ গমনকারয়িতৃরূপে (—বাহকরূপে) প্রাপ্ত হন, আর তাঁহারা [যদি] মানব (—মনুর সৃষ্টিতে উৎপন্ন) হন, তাহা হইলে তাহার (—সেই প্রাপ্ত মানবত্বের) নিবৃত্তির জন্য পুরুষের 'অমানব', এই বিশেষণ যুক্তিসঙ্গত (২) ।১৭॥১।৩।৪॥

ভাবদীপিকা

(২) ভাব এই—ছাঃ ৪।৫।১৫ ইত্যাদি বাক্যে প্রযুক্ত 'অমানব'শব্দটী তাহা হইলেই সার্থক হয়, যদি অর্চ্চিরাদি স্থলে মানবত্বকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যথা শ্রুতিপঠিত উক্ত শব্দটী আকস্মিক হওয়ায় ব্যর্থ হইয়া পড়ে। ফলে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, অর্চ্চিরাদিস্থলে প্রাপ্ত মানব পুরুষের বিদ্যুল্লোকের উপরেও নেতৃত্ব (—বাহকত্ব) প্রাপ্ত হইয়া পড়িলে, তাহা নিরাকরণের জন্য প্রকরণপ্রমাণবলে [কারণ ইহা নেতৃত্বেরই প্রকরণ] প্রাপ্ত নেতৃত্বের অনুবাদকরতঃ শ্রুতিতে 'অমানব' এই শব্দের দ্বারা সেই নেতার 'অমানবত্বরূপ' একটী অর্থই প্রতিপাদিত হইতেছে। যদি ইহা নেতৃত্বের প্রকরণ না হইত, তাহা হইলে নেতৃত্বের অনুবাদ সম্ভব না হওয়ায় অর্চ্চিরাদি স্থলে অপঠিত অমানবত্ব ও নেতৃত্ব, উভয়ই সেই স্থলে গৃহীত হইলে শঙ্কাকর্ত্তার অভিপ্রেত বাক্যভেদদোষ হইয়া পড়িত। এই স্থলে তাহার সম্ভাবনা নাই, কারণ অর্চ্চিরাদিস্থলে অমানবত্ব গৃহীতই হইতেছে না। যাহাহউক্ এইরূপে উক্ত 'অমানব' শব্দের অর্থগতসামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণের বলে অর্চ্চিরাদি যে অতিবহনকারী মানবপুরুষ,* ইহাও প্রাপ্ত হওয়া গেল।

* এই 'মানব ও অমানব পুরুষ', ইঁহাদের লক্ষণ এই—অমানব পুরুষ, ইনি মনুর সৃষ্টিতে অনুৎপন্ন দেবতাবিশেষ। ব্রহ্মার মনঃসঙ্কল্পপ্রভাবে সৃষ্ট (বৃঃ ৬।২।১৫) ইনি ব্রহ্মলোকে অবস্থান করেন। সেই সময়ের মধ্যে বহু মন্বন্তর ও অবান্তর কল্প অতিবাহিত হইয়া যায়, সেইহেতু তিনি 'অমানব'—মনুর সৃষ্ট নহেন। মানবপুরুষ, ইনি মন্বন্তরের মধ্যে উৎপন্ন দেবতাবিশেষ। ভগবান্ মনুও কোন কোন প্রকার দেবতাকে সৃষ্টি করেন, ইহা "দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ" (মনু সং ১।৩৬), ইত্যাদি মনুবচন হইতে অবগত হওয়া যায়।

শাঙ্করভাষ্যম্—নন্বু তল্লিঙ্গমাত্রম্ অগমকং, ন্যায়াভাবাৎ।১ নৈষঃ দোষঃ।২

ভাষ্যানুবাদ—কিন্তু তদ্বোধক (—বিদ্যুল্লোকের অধোদেশে নেতৃত্বের বোধক) মাত্র লিঙ্গপ্রমাণটী নির্ণায়ক নহে, যেহেতু [অচেতন অর্চ্চিরাদির নেতৃত্ব-বিষয়ে কোনপ্রকার] যুক্তি নাই।১ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] এই দোষ হয় না (—যুক্তিও আছে। ২ তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—]

উভয়ব্যামোহাত্তৎসিদ্ধেঃ ॥৪।৩।৫॥

সূত্রার্থ—[যদি অর্চ্চিরাদয়ঃ অচেতনাঃ, তর্হি বিদুষাম্ অপি স্থূলদেহরহিতানাং লীনে ন্দ্রিয়াণাং জ্ঞানাভাবেন] **উভয়ব্যামোহাৎ**—উভয়োঃ—মার্গতদ্গয়োঃ, ব্যামোহাৎ—অজ্ঞত্বাৎ [বিদুষাম্ ঊর্দ্ধগতিঃ কার্য্যব্রহ্মপ্রাপ্তিশ্চ ন স্যাৎ। অতঃ "স্বয়ং প্রযত্নশূন্যঃ চেতনান্তরেণ নেয়ঃ, ইতি লৌকিকন্যায়ানুগৃহীতাৎ লিঙ্গাৎ অর্চ্চিরাদীনাং দেবতানাং] **তৎসিদ্ধেঃ**—নেতৃত্বসিদ্ধেঃ [ন ন্যায়হীনং লিঙ্গম্ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[যদি অর্চ্চি প্রভৃতি অচেতন হয়, তাহা হইলে স্থূলদেহরহিত ও লীনেন্দ্রিয় বিদ্বানেরও জ্ঞান না থাকায়] **উভয়ব্যামোহাৎ**—উভয়োঃ—অর্চ্চিরাদি মার্গ এবং তাহাতে গমনকারী, এই উভয়ের, ব্যামোহাৎ—জ্ঞানহীনতাবশতঃ [বিদ্বানগণের ঊর্দ্ধগতি এবং কার্য্যব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে না। অতএব "স্বয়ং প্রযত্নশূন্য অন্য চেতনকর্ত্তৃক নেয় (—গ্রহণীয়, বহনীয়"), এই লৌকিকন্যায়ানুগৃহীত লিঙ্গপ্রমাণবলে অর্চ্চিরাদি দেবতাগণের] **তৎসিদ্ধেঃ**—বাহকত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া [লিঙ্গপ্রমাণ যুক্তিহীন নহে, ইহাই অর্থ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যে তাবদ্ অর্চ্চিরাদিমার্গগাঃ তে দেহবিয়োগাৎ সম্পিণ্ডিত-করণগ্রামাঃ ইতি অস্বতন্ত্রাঃ।১ অর্চ্চিরাদীনাম্ অপি অচেতনত্বাৎ অস্বাতন্ত্র্যম ইতি অতঃ অর্চ্চিরাদ্যভিমানিনঃ চেতনাঃ দেবতাবিশেষাঃ অতিযাত্রায়াং নিযুক্তাঃ ইতি গম্যতে।২ লোকেঽপি হি

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সম্পিণ্ডিতকরণ গমনকর্ত্তা অচেতন ও পরাধীন এবং মার্গপর্ব্বসকল অচেতন ও অনবস্থিত হওয়ায় চেতন আতিবাহিক দেবতা স্বীকার্য্য।]

অর্চ্চিরাদি যাঁহাদের [গমনের] মার্গ, [স্থূল] দেহের বিয়োগবশতঃ তাঁহারা সম্পিণ্ডিত করণগ্রাম (৩), এইহেতু স্বাধীন থাকেন না।১ আর অচেতন হওয়ায় অর্চ্চিরাদির ও স্বাধীনতা নাই, এইহেতু অর্চ্চি প্রভৃতিতে অভিমানকারী চেতন দেবতা-বিশেষসকল অতিযাত্রাতে (—ইহলোক অতিক্রম করিয়া জীবের পরলোকযাত্রাতে, পরমেশ্বরকর্ত্তৃক] নিযুক্ত আছেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।২ দেখ, লোক-

ভাবদীপিকা

(৩) মৃত্যুকালে করণসকল (—লিঙ্গশরীর) কিপ্রকারে সম্পিণ্ডিত (—নির্ব্যাপার ও সঙ্কুচিত) হয় ও সূক্ষ্মশরীরকে আশ্রয় করে, ইহা ১৯৮ পৃঃ ভাবদীপিকাতে বর্ণিত হইয়াছে। হৃদয় জীবের সুষুপ্তিস্থান হইলেও হৃদয়স্থ নাড়ীমুখে (—পুরীতৎসমীপে, ৩।১১৭ পৃঃ ভাবদীঃ)

শাঙ্করভাষ্যম্

মত্তমূর্চ্ছিতাদয়ঃ সম্পিণ্ডিতকরণাঃ পরপ্রযুক্তবর্ত্মানঃ ভবন্তি।৩ অনবস্থিতত্বাৎ অপি অর্চ্চিরাদীনাং ন মার্গলক্ষণত্বোপপত্তিঃ।৪ নহি রাত্রৌ প্রেতস্য অহঃস্বরূপাভিসম্ভবঃ উপপদ্যতে।৫ ন চ প্রতিপালনম্ অস্তি ইতি উক্তং পুরস্তাৎ।৬ ধ্রুবত্বাৎ তু দেবতাত্মনাং ন অয়ং দোষঃ ভবতি।৭ অর্চ্চিরাদিশব্দতা চ এষাম্ অর্চ্চিরাদ্যভিমানাৎ উপপদ্যতে।৮ "অর্চ্চিষঃ অহঃ" (ছাঃ ৪।১৫।৫, ৫।১০।১) ইত্যাদিনির্দ্দেশস্তু আতিবাহিকত্বে অপি ন বিরুধ্যতে, 'অর্চ্চিষা হেতুনা অহঃ অভিসম্ভবতি', 'অহ্না হেতুনা আপূর্য্যমাণপক্ষম্',

ভাষ্যানুবাদ

মধ্যেও মত্ত ও মূর্চ্ছিত প্রভৃতি যাঁহাদের ইন্দ্রিয়সকল সম্পিণ্ডিত হইয়াছে, তাঁহারা পরপ্রযুক্তমার্গ হইয়া থাকেন (—অপরকর্তৃক বাহিত হইয়া পথ অতিক্রম করেন। অতএব এই লোকপ্রসিদ্ধ যুক্তিবলে বহনকারী দেবতা অঙ্গীকরণীয়।৩ এই বিষয়ে অন্য যুক্তি এই—] অনবস্থিত হয় বলিয়াও (—বিদ্বানের শরীরত্যাগকালে নিয়মিতভাবে বর্ত্তমান থাকে না বলিয়াও) অর্চ্চি প্রভৃতির মার্গলক্ষণতা (—মার্গের জ্ঞাপক চিহ্ন হওয়া) সঙ্গত নহে।৪ [কেন নহে? উত্তর—] যেহেতু রাত্রিতে মৃত ব্যক্তির দিবসস্বরূপকে প্রাপ্তি যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না।৫ [কেন হইতেছে না? তিনি দিবসের জন্য প্রতীক্ষা করিবেন। উত্তর—] আর প্রতিপালন (—প্রতীক্ষা) সম্ভব হয় না, ইহা পূর্ব্বে [১৯৮ পৃঃ ১১ বাক্যে] বর্ণিত হইয়াছে।৬ [কিন্তু শরীরত্যাগকালে নিয়মিতভাবে বর্ত্তমান না থাকায় অর্চ্চি প্রভৃতি আতিবাহিকই বা কিপ্রকারে হইবেন? উত্তর—] কিন্তু দেবতাগণ ধ্রুব (—স্থায়ী) হওয়ায় এই দোষ হয় না।৭ [কিন্তু অর্চ্চি প্রভৃতি শব্দ অচেতন পদার্থের বাচক হওয়ায় দেবতাবাচক কিপ্রকারে হইবে? উত্তর—] অর্চ্চি (—অগ্নি) প্রভৃতিতে অভিমানবশতঃ ইঁহাদের অর্চ্চিরাদিশব্দতা (—অর্চ্চিরাদিশব্দের লক্ষ্যার্থ হওয়া) সঙ্গত হইতেছে।৮

ভাবদীপিকা

আগত সম্পিণ্ডিতকরণগ্রাম উৎক্রমণোন্মুখ জীবের কিপ্রকারে প্রদ্যোত (—বাসনাময় (—সংস্কারাত্মক) অস্পষ্ট স্বপ্নবৎ প্রাপ্তব্য ভাবী লোক ও ভোগ্যবিষয়ক আলোচনাত্মক (২।২১৯ পৃঃ) সামান্য জ্ঞান) এবং নাড়ীমধ্যে (৩।১১৬ পৃঃ) নির্গত তাঁহার কিপ্রকারে বিজ্ঞান (—স্পষ্ট স্বপ্নবৎ বাসনাত্মক প্রাপ্তব্য ভোগাদিবিষয়ক বিশেষ জ্ঞান) হয়, আবার করণগ্রাম সম্পিণ্ডিত হইলেও আতিবাহিক দেবগণকর্তৃক বাহিত হইয়া মার্গমধ্যে গমনকালে কিপ্রকারে তাদৃশ বিজ্ঞানযুক্ত হইয়াই ["সবিজ্ঞানম্ এব অন্ববক্রামতি" (বৃঃ ৪।৪।২), "সবিজ্ঞানম্ এব গন্তব্যম্… অনুগচ্ছতি", ঐ ভাষ্য] জীব লোকান্তরে গমন করেন, এই সকল বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে (১৮৮ পৃঃ)। আবার ভোগযোগ্য স্থূলশরীর উৎপন্ন হইলেও তাহা পুষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত করণগ্রাম কথঞ্চিৎ সম্পিণ্ডিতই থাকিয়া যায়, স্ব স্ব ব্যাপারসম্পাদনের সামর্থ্য থাকে না, ফলে দেবনিয়ন্ত্র্য করণগ্রাম (২।৭৯২ পৃঃ) জীবের স্বাধীনতা থাকে না, ইহাও লক্ষণীয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি।৯ তথা চ লোকে প্রসিদ্ধেষু অপি আতিবাহিকেষু এবংজাতীয়কঃ উপদেশঃ দৃশ্যতে—'গচ্ছ ত্বম্ ইতঃ বলবর্ম্মাণং, ততঃ জয়সিংহং, ততঃ কৃষ্ণগুপ্তম্', ইতি।১০ অপিচ উপক্রমে "তে

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—মার্গপর্ব্বসকল দেবতাস্বরূপ হইলে অপাদানে পঞ্চমী সম্ভব না হওয়ায় হেত্বর্থে পঞ্চমী অঙ্গীকার্য্য।]

[কিন্তু "অর্চিষঃ অহঃ" ইত্যাদি স্থলে অপাদানে পঞ্চমী শ্রুত হওয়ায় চেতন দেবতাতে তাহা কিপ্রকারে উপপন্ন হইবে (৪)? উত্তর—] 'অর্চিরূপ হেতুবশতঃ দিবসকে প্রাপ্ত হন', 'দিবসরূপ হেতুবশতঃ শুক্লপক্ষকে প্রাপ্ত হন', এইপ্রকারে [হেতু-অর্থে পঞ্চমী অঙ্গীকৃত] হওয়ায় "অর্চিষঃ অহঃ", ইত্যাদি নির্দ্দেশ কিন্তু আতিবাহিকত্বপক্ষেও বিরুদ্ধ হইতেছে না (৫)।৯ যেমন দেখ লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ আতিবাহিকসকলেও (—সীমান্ত অতিক্রম করাইয়া পথপ্রদর্শক বাহকসকলেও) এই জাতীয় উপদেশ পরিদৃষ্ট হইতেছে, যথা—'তুমি এখান হইতে বলবর্ম্মার নিকট গমন কর, তাহা হইতে জয়সিংহের নিকট এবং তাহা হইতে কৃষ্ণগুপ্তের নিকট গমন কর', ইত্যাদি। [এই স্থলসকলে বলবর্ম্মা প্রভৃতি পথপ্রদর্শক হেতু ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে।১০

ভাবদীপিকা

(৪) পূর্ব্ববাদীর অভিপ্রায় এই—যে স্থান হইতে গমন হয় "ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্", এই সূত্রানুসারে সেই স্থানটী অপাদান এবং "অপাদানে পঞ্চমী", এই সূত্রানুসারে তাহাতেই পঞ্চমী বিভক্তি হয়। চেতন দেবতা কিন্তু সেইপ্রকার অপাদান হইতে পারেন না, যেহেতু অচেতন পদার্থই লোকমধ্যে অপাদান হইয়া থাকে। অতএব 'এক মার্গচিহ্ন হইতে মার্গচিহ্নান্তরে', অথবা 'এক ভোগভূমি হইতে অন্য ভোগভূমিতে', গমন সম্ভব হওয়ায় এবং অচেতন সেই সকলেই 'অপাদানে পঞ্চমী' সম্ভব হওয়ায় অর্চি প্রভৃতি মার্গচিহ্ন, অথবা ভোগভূমি।

[ব্যাকরণশাস্ত্রানুসারে অর্চি প্রভৃতির দেবতাত্ব প্রতিপাদন।]

(৫) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—"বৃক্ষাৎ পত্রং পততি", ইত্যাদি স্থলের ন্যায় যে স্থলে বিভাগানুকূল ক্রিয়া প্রথমে হয়, তাহাই অপাদান। পতনকালে শাখাদির সহিত পত্রের সংযোগ ও বিভাগ হইলেও সেই শাখা প্রভৃতি অপাদান নহে। সুতরাং যে শরীর হইতে বিদ্বানের উৎক্রমণ হয়, তাহাই অপাদান হওয়ায় সেই স্থলেই পঞ্চমী বিভক্তি সঙ্গত। তাহা হইলে প্রস্তাবিত অর্চিরাদিতে পঞ্চমী বিভক্তির হেতু কি? উত্তর—ব্রহ্মলোকগামীর পক্ষে এক আতিবাহিক দেবতা অন্য আতিবাহিক দেবতাপ্রাপ্তির প্রতি হেতু হন বলিয়া, এই স্থলে "হেতৌ তৃতীয়াপঞ্চম্যৌ", এই সূত্রানুসারে হেত্বর্থে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে। চেতনেও হেত্বর্থে পঞ্চমী হয়, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—তথা চ—'যেমন দেখ', ইত্যাদি (১০ বাক্য)। তাহাতে পূর্ব্ববাদী বলেন—এই স্থলে "হেত্বর্থে পঞ্চমী" হইতে পারে না; কারণ ভগবান্ পাণিনি বলিয়াছেন—"বিভাষাগুণেঽস্ত্রীয়াম্" (পাণিঃ সূঃ ২।৩।২৫)—'গুণবাচক শব্দ হেতুর দ্যোতন করিলে এবং তাহা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ না হইলে হেত্বর্থে পঞ্চমী হয়'। যেমন "জাড্যাৎ বদ্ধঃ"

শাঙ্করভাষ্যম্

অর্চ্চিঃ অভিসম্ভবন্তি" (বৃঃ ৬।২।১৫) ইতি সম্বন্ধমাত্রম্ উক্তং, ন সম্বন্ধ-বিশেষঃ কশ্চিৎ । ১১ **উপসংহারে তু "সঃ এনান্ (এতান) ব্রহ্ম গময়তি" (ছাঃ ৪।১৫।৫), ইতি সম্বন্ধবিশেষঃ অতিবাহ্যাতিবাহকত্ব-লক্ষণঃ উক্তঃ ।** ১২ **তেন সঃ এব উপক্রমে অপি ইতি নিশ্চা-**

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বাক্যশেষবলে অর্চ্চিরাদির আতিবাহিকত্ব প্রতিপাদন ।]

[অর্চ্চি প্রভৃতি কি মার্গচিহ্ন, অথবা বাহক, বাক্যশেষবলে তাহা নির্ণয় করিতেছেন—] আর দেখ, উপক্রমে "তাঁহারা অর্চ্চিকে প্রাপ্ত হন", এইপ্রকারে [সামান্য] সম্বন্ধমাত্র কথিত হইয়াছে, কিন্তু কোন বিশেষ সম্বন্ধ নহে ।১১ কিন্তু উপসংহারে "তিনি ইঁহাদিগকে ব্রহ্মার (—হিরণ্যগর্ভের) নিকট গমন করান (—লইয়া যান"), এইপ্রকারে অতিবাহ্য-অতিবাহকস্বরূপ বিশেষ সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে ।১২ সেইহেতু (—বাক্যশেষে এইপ্রকার বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় এবং "বিশে-

ভাবদীপিকা

'জড়তারূপ হেতুবশতঃ মনুষ্য বদ্ধ হয়'। এই স্থলে 'জাড্য' শব্দটী ক্লীবলিঙ্গ ও জড়তারূপ গুণের বাচক হওয়ায় হেত্বর্থে পঞ্চমী হইয়াছে। কিন্তু অর্চ্চি প্রভৃতি গুণ নহে এবং স্ত্রীলিঙ্গেও 'অর্চ্চিস্' শব্দের প্রয়োগ হয়। আর পিতৃযাণমার্গে বর্ণিত 'রাত্রি' (ছাঃ ৫।১০।১) শব্দও স্ত্রীলিঙ্গ। সুতরাং মার্গপর্ব্বসকলে হেত্বর্থে পঞ্চমী সম্ভব না হওয়ায় "অপাদানে পঞ্চমীই" অঙ্গীকার করিতে হইবে। ফলে তাহাদের অর্থরূপে চেতন দেবতাকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—এখানে 'গুণ' শব্দে ন্যায়বৈশেষিকসম্মত রূপাদি চতুর্বিবংশতি গুণপদার্থ নহে, ইহা 'জাড্যাৎ বদ্ধঃ', ইত্যাদি স্থলে তুমিও স্বীকার করিয়াছ। শাস্ত্রে যাহা সহকারী, তাহাকে 'গুণ' বলা হয়, যথা—"প্রমায়াস্তু গুণো ভবেৎ", (মুক্তাবলী ১৩১ কাঃ)। আবার যাহা আশ্রিতভাবে অবস্থান করে, তাহাকেও বলা হয় 'গুণ', যথা—পাণিনীয় বৃত্তিতে উদাহৃত 'জাড্য'; অন্তঃকরণে আশ্রিত হওয়ায় বিনয় ও দয়া ইত্যাদির ন্যায় ইহাও 'গুণ'। প্রস্তাবিতস্থলে লোকান্তরে গমনকারীর সহায়ক হওয়ায় এবং দেবযানমার্গকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকায় অর্চ্চিরাদি দেবগণকে 'গুণ' বলা যায়। আর পাণিনীয় সূত্রে "অস্ত্রীয়াম্", এইপ্রকার নির্দ্দেশ থাকিলেও দেবযান ও পিতৃযাণমার্গে পঠিত পর্ব্ববাচক শব্দসকলের অধিকাংশই পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দ হওয়ায় "ব্যত্যয়ো বহুলম্" (পাণিঃ সূঃ ৩।১।৮৫), [অথবা "বাহুলকাৎ পঞ্চমী হেতৌ"] এই সূত্রানুসারে রাত্রি ও অর্চ্চিস্ ইত্যাদি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দেও হেত্বর্থে পঞ্চমীর ছান্দস প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। অতএব চেতন দেবতা অর্চ্চি প্রভৃতিতে হেত্বর্থে পঞ্চমী বিভক্তি হওয়ায় কোনপ্রকার বিরোধ হয় না। পরিমলকার বলেন—"অর্চ্চি প্রভৃতি স্থলে "ব্যত্যয়ো বহুলম্". এই সূত্রানুসারে তৃতীয়ার্থে পঞ্চমীর ছান্দস প্রয়োগ হইয়াছে"। সুতরাং "বিভাষাগুণেঽস্ত্রীয়াম্" ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্রের প্রয়োগই এখানে হয় না। ফলে "অর্চ্চিরাদি দেবতাকর্ত্তৃক বাহিত হইয়া দিবস প্রভৃতিকে প্রাপ্ত হন", "অর্চ্চিষঃ অহঃ", ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের এইপ্রকার অর্থও সিদ্ধ হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

র্থ্যতে। ১৩ সম্পিণ্ডিতকরণত্বাৎ এব চ গন্তৃণাং ন তত্র উপভোগসম্ভবঃ। ১৪ লোকশব্দস্তু অনুপভুঞ্জানেষু অপি গন্তৃষু গময়িতুং শক্যতে, অন্যেষাং তল্লোকবাসিনাং ভোগভূমিত্বাৎ। ১৫ অতঃ অগ্নিস্বামিকং লোকং প্রাপ্তঃ অগ্নিনা অতিবাহ্যতে, বায়ুস্বামিকং প্রাপ্তঃ বায়ুনা ইতি যোজয়িতব্যম্। ১৬॥৪।৩।৫॥

ভাষ্যানুবাদ

ষের অপেক্ষাকারী সামান্য বচন পরিদৃষ্ট হইলে বিশেষের দ্বারা সামান্যকে নিয়মন করিতে হইবে", এই ন্যায়ের প্রাপ্তি হওয়ায়) উপক্রমেও তাহাই (—সেই অতিবাহ-অতিবাহকত্বরূপ বিশেষ সম্বন্ধই) নির্দ্ধারিত হইতেছে (—উপসংহারের বলে (১।৩৩৬ পৃঃ) উপক্রমে বর্ণিত অর্চ্চি প্রভৃতিও অতিবাহক, ইহাই নির্ণীত হইতেছে) ১৩

[সিঃ—লোকবাসীর ও লোকাধিপতির ভোগভূমি হওয়ায় লোকশব্দের উপপত্তি। লোকাধিপতির আতিবাহিকত্ব।]

['অর্চ্চি প্রভৃতি গমনকারীর ভোগভূমি', পূর্ব্ববাদীর এই অভিমত নিরাকরণ করিতেছেন—] আর [পরলোকে] গমনকারিগণের ইন্দ্রিয়সকল সম্পিণ্ডিত (—সঙ্কুচিত ও নির্ব্ব্যাপার) হইয়া পড়ে বলিয়া সেই স্থলে (—অগ্নি প্রভৃতি লোকে) উপভোগ সম্ভব হয় না। ১৪ [কিন্তু তাহা হইলে শ্রুতিতে "অগ্নিলোক, বায়ুলোক" (কৌঃ ১।৩) ইত্যাদি শব্দ কেন প্রযুক্ত হইয়াছে ? উত্তর —ব্রহ্মলোক প্রভৃতিতে] গমনকারিগণ ভোগ না করিলেও কিন্তু লোকশব্দকে অবগত করাইতে (—ব্যাখ্যা করিতে) পারা যায়, যেহেতু তল্লোকবাসী অপরসকলের তাহা ভোগভূমি। ১৫ সেইহেতু (—গমনকারিগণের ভোগভূমি না হওয়ায়) অগ্নি যাহার অধিপতি, সেই লোককে প্রাপ্ত হইয়া [গমনকারিগণ] অগ্নিকর্ত্তৃক অতিবাহিত (-অগ্নিলোকের সীমা অতিক্রম করাইয়া বাহিত) হন, বায়ু যাহার অধিপতি, সেই লোককে প্রাপ্ত হইয়া বায়ুকর্ত্তৃক অতিবাহিত হন, এইপ্রকারে যোজনা করিতে হইবে। ১৬॥৪।৩।৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কথং পুনঃ আতিবাহিকত্বপক্ষে বরুণাদিষু তৎসম্ভবঃ ? ১ বিদ্যুতঃ হি অধি বরুণাদয়ঃ উপক্ষিপ্তাঃ। ২ বিদ্যুতঃ তু অনন্তরম্ আব্রহ্মপ্রাপ্তেঃ অমানবস্য এব পুরুষস্য গময়িতৃত্বং শ্রুতম্ ইতি। ৩ অতঃ উত্তরং পঠতি—

ভাষ্যানুবাদ -[শঙ্কা—] আচ্ছা, [অর্চ্চিরাদির] আতিবাহিকত্বপক্ষে বরুণ প্রভৃতিতে তাহা (—আতিবাহিকতা) কিপ্রকারে সম্ভব হইবে ? ১ যেহেতু বরুণলোক প্রভৃতি বিদ্যুল্লোক হইতে উপরিদেশে উপন্যস্ত হইয়াছে। ২ কিন্তু বিদ্যুল্লোকের অনন্তর ব্রহ্মপ্রাপ্তি (—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি) পর্য্যন্ত অমানব পুরুষেরই গমনকারয়িতৃত্ব (—বহনকর্ত্তৃত্ব) শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। [সুতরাং কৌঃ ১।৩ শ্রুতিতে (২১৭ পৃঃ) পঠিত বরুণলোক প্রভৃতি ব্যর্থ হইয়া পড়ে]। ৩ এইহেতু (—এইপ্রকার সংশয় হওয়ায়, ভগবান্ সূত্রকার] উত্তর দিতেছেন—

বৈদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতেঃ ॥৪।৩।৬॥

পদচ্ছেদ—বৈদ্যুতেন, এব, ততঃ, তৎ-শ্রুতেঃ।

সূত্রার্থ—বৈদ্যুতেন এব – বিদ্যুল্লোকম্ আগতঃ অমানবঃ পুরুষঃ বৈদ্যুতঃ, তেন এব, **ততঃ**—বিদ্যুল্লোকপ্রাপ্তেঃ ঊর্ধ্বং, [বরুণলোকাদিষু নীয়মানাঃ বিদ্বাংসঃ কার্য্যব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি]; **তৎ-শ্রুতেঃ** – "তান্ বৈদ্যুতান্ পুরুষঃ মানসঃ এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি" (বৃঃ কাণ্বঃ ৬।২।১৫), ইতি মানসস্য এব —ব্রহ্মণা মনসা সৃষ্টস্য অমানবস্য পুরুষস্য এব গময়িতৃত্ব-শ্রবণাৎ। [বরুণাদীনাং তু অমানবোপসর্জ্জনত্বেন সাহায্যানুষ্ঠানেন নেতৃত্বম্, ন প্রাধান্যেন। অতঃ অর্চিরাদয়ঃ এব নেতারঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—বৈদ্যুতেন এব – বিদ্যুল্লোকে আগত মনুর সৃষ্টিতে অনুৎপন্ন পুরুষ—বৈদ্যুত, তৎকর্তৃকই **ততঃ**—বিদ্যুল্লোকপ্রাপ্তির অনন্তর [বরুণলোক প্রভৃতিতে নীয়মান বিদ্বানগণ কার্য্যব্রহ্মকে (—হিরণ্যগর্ভকে) প্রাপ্ত হন]; **তৎ-শ্রুতেঃ**—যেহেতু "বিদ্যু-দেবতা প্রাপ্ত তাঁহাদিগকে [ব্রহ্মলোক হইতে আগত] মানস (—ব্রহ্মার মনঃসৃষ্ট) পুরুষ [অধোঊর্দ্ধভূমিভেদে বিভিন্ন] ব্রহ্মলোকসকলকে প্রাপ্ত করান্", এইপ্রকারে মানসেরই—ব্রহ্মার মন হইতে সৃষ্ট, [সুতরাং] অমানব পুরুষেরই গমনকারয়িতৃত্ব (—বহনকর্ত্তৃত্ব) শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে। [কিন্তু অমানব পুরুষের সহায়করূপে সাহায্যানুষ্ঠানের দ্বারা বরুণ প্রভৃতির বহনকর্তৃত্ব বিবক্ষিত, প্রধানভাবে নহে। অতএব অর্চি প্রভৃতিই বহনকর্ত্তা, ইহা সিদ্ধ হইল]

শাঙ্করভাষ্যম্

ততঃ বিদ্যুদভিসম্ভবনাৎ ঊর্ধ্বং বিদ্যুদনন্তরবর্ত্তিনা এব অমানবেন পুরুষেণ বরুণলোকাদিষু অতিবাহ্যমানাঃ ব্রহ্মলোকং গচ্ছন্তি ইতি অবগন্তব্যম্।১ "তান্ বৈদ্যুতাৎ পুরুষঃ মানসঃ* এত্য † ব্রহ্মলোকান্ § গময়তি" (বৃঃ মাধ্যঃ ৬।১।১৮) ইতি তস্যৈব গময়িতৃত্বশ্রুতেঃ।২ বরুণাদয়স্তু তস্যৈব অপ্রতিবন্ধকরণেন সাহায্যানুষ্ঠানেন বা কেনচিৎ অনুগ্রাহকাঃ ইতি অবগন্তব্যম।৩ তস্মাৎ সাধু উক্তম্ আতিবাহিকাঃ দেবতাত্মানঃ অর্চিরাদয়ঃ ইতি।৪।৪।৩।৬।

ইতি চতুর্থং আতিবাহিকাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বিদ্যুল্লোকের ঊর্দ্ধে অমানব পুরুষই বহনকর্ত্তা, বরুণ প্রভৃতি তাঁহার সহায়ক।]

'তদনন্তর' অর্থাৎ বিদ্যুল্লোক প্রাপ্তির অনন্তর বিদ্যুল্লোকের পরবর্ত্তী স্থলে অবস্থিত (—উক্ত লোকের পরবর্ত্তী লোকসমূহে অতিবহনকর্ম্মে নিযুক্ত) অমানব পুরুষকর্তৃকই বরুণলোক প্রভৃতিতে অতিবাহিত হইয়া [ব্রহ্মলোকে গমনকারী বিদ্বানগণ] ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এইপ্রকার অবগত হইতে হইবে।১ যেহেতু "মানস (—ব্রহ্মার মনঃসঙ্কল্পপ্রভাবে সৃষ্ট) পুরুষ [ব্রহ্মলোক হইতে] আগমনকরতঃ তাঁহাদিগকে বৈদ্যুৎ (—বিদ্যুদভিমানী দেবতাধিষ্ঠিত লোক) হইতে [ঊর্ধ্বাধোভূমি-ভেদে বিভিন্ন] ব্রহ্মলোকসকলকে প্রাপ্ত করান", এইপ্রকারে তাঁহারই (—সেই

* 'অমানবঃ', † 'সঃ এত্য', § 'ব্রহ্মলোকম্', ইতি চ পাঠান্তরং ভাষ্যে দৃশ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ

মানস অমানব পুরুষেরই) প্রাপণকর্তৃত্ব (—বহনকর্তৃত্ব) শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে।২ [কিন্তু বহনকর্তৃত্ব অমানব পুরুষেরই হইলে বরুণ প্রভৃতির উপযোগিতা কি? উত্তর—] বরুণ প্রভৃতি কিন্তু তাঁহারই প্রতিবন্ধকতা না করিয়া, অথবা কোনপ্রকার সাহায্যানুষ্ঠানের দ্বারা অনুগ্রাহক (—সহকারী) হইয়া থাকেন, ইহা অবগত হইতে হইবে।৩ সেইহেতু (—এইপ্রকারে আশঙ্কাসকল নিরাকৃত হইয়া শ্রুতিবাক্য-সকলের ও যুক্তির আনুকূল্য হওয়ায়) অর্চি প্রভৃতি আতিবাহিক দেবতাস্বরূপ, ইহা ঠিকই বলা হইয়াছে।৪ (৬) ॥৪।৩।৬॥ আতিবাহিকাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

[দেবযান ও পিতৃযাণমার্গে বর্ণিত লোকসকলের অবস্থিতিস্থল নিরূপণ।]

(৬) এইরূপে "অগ্নিলোক বায়ুলোক আদিত্যলোক বরুণলোক" (কৌঃ ১।৩) ইত্যাদি শ্রুতিতে লোকশব্দের প্রয়োগ, "অহোরাত্রেষু তে লোকেষু সজ্জন্তে" (৪ সূঃ ৭ বাক্য), ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্য, ২৩৫ পৃঃ ১৫-১৬ সংখ্যক বাক্য এবং এই স্থলে বর্ণিত ভাষ্যকারীয় সিদ্ধান্ত-বলে অর্চি ও অগ্নিলোক প্রভৃতি শব্দে তত্তৎ আতিবাহিক দেবতা এবং সেই সেই দেবতা যাহার অধিপতি, সেই লোকসকলও গ্রহণীয়, ইহা নির্ণীত হইয়াছে। আবার সেই সেই লোকসকল মার্গে গমনকারিগণের ভোগভূমি না হইলেও তত্তৎ লোকবাসিগণের ভোগভূমি, ইহাও নির্ণীত হইয়াছে। তাহাতে স্বতঃই সংশয় হয়—লোক তো মাত্র সাতটী, যথা—১। ভূঃ, ২। ভুবঃ, ৩। স্বঃ, ৪। মহঃ, ৫। জন, ৬। তপঃ এবং ৭। সত্য। দেবযান ও পিতৃযাণমার্গে (ছাঃ ৫।১০।৩-৪, ২২২ পৃঃ), বর্ণিত লোকসকল তাহা হইলে কোথায় অবস্থিত? এই সংশয়ের সমাধান আমরা সাক্ষাদ্ভাবে কোথাও প্রাপ্ত হইতেছি না। কিন্তু তথাপি "ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ" (মহাভাঃ ১।১।২২৯),—'ইতিহাস ও পুরাণ অবলম্বনে বেদকে (—বেদার্থকে) বিশদ করিবে', এই ঋষিবাক্য অবলম্বনে এই বিষয়ে প্রযত্ন করিতেছি (ক) বিষ্ণু-পুরাণ ২।৭ অধ্যায়ে ভূর্লোকাদির স্থান এই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—সর্বোচ্চ পর্বতশিখর পর্যন্ত যতদূর পাদগম্য তাহা ১। ভূর্লোক। ভূমি ও সূর্যের মধ্যবর্তী সূর্যের নিম্নদেশস্থ গ্রহনক্ষত্রাদিরূপে বিরাজিত লোকসকল'কে বলে ২। ভুবর্লোক। ইহারই অপর নাম—'অন্তরিক্ষলোক' ও 'মরীচিলোক', ইহা "তে অন্তরিক্ষম্ আবিশতঃ, তে দিবম্ আবিশতঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১১।৪।৫।৬-৭), ইত্যাদি শ্রুতি এবং "দ্যুলোকাৎ অধস্তাৎ অন্তরিক্ষম্ যৎ তৎ মরীচয়ঃ" (ঐতঃ ১।১।২ ভাষ্য), ইত্যাদি ভাষ্যকারীয় বচনের পর্যালোচনা হইতে অবগত হওয়া যায়। সূর্য হইতে জ্যোতিশ্চক্রের নাভিস্বরূপ ধ্রুবনক্ষত্র পর্যন্ত স্থলে অবস্থিত লোকসকলকে বলে ৩। স্বর্লোক। "তে দিবম্ আবিশতঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১১।৪।৫।৭) ইত্যাদি শ্রুতি এবং তত্রস্থ "দ্যুলোকং স্বর্গাখ্যম্" ইত্যাদি সায়ণভাষ্য হইতে অবগত হওয়া যায়—ইহার অপর নাম 'স্বর্গ-লোক' ও 'দ্যুলোক'। "ঊর্ধ্বং যন্মণ্ডলং ব্যোম্নি ধ্রুবো যাবদ্ব্যবস্থিতঃ। স্বর্গলোকঃ সঃ সমাখ্যাতঃ" (কূর্মপুঃ, পূর্বঃ ৪০।৫) ইত্যাদি স্মৃতিবচন হইতেও ইহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধ্রুবের ঊর্ধ্বে ৪। মহর্লোক (বিষ্ণু পুঃ ২।৭।১২, কূর্মপুঃ ৪৩।১)। তাহার ঊর্ধ্বে ৫। জনলোক। তদূর্ধ্বে ৬। তপোলোক এবং তদুপরি নানাস্তরে বিভক্ত ৭। সত্যলোক।

ভাবদীপিকা [মার্গে বর্ণিত লোকসকলের অবস্থান]

(খ) পাতঞ্জলদর্শনের ৩।২৬ সূত্রের ব্যাসভাষ্যে এই বিষয়ে এইপ্রকার বর্ণনা আছে। যথা— 'অবীচি' নামক নরক হইতে সুমেরুপৃষ্ঠ পর্যন্ত স্থানকে বলে ১। ভূর্লোক। মেরুপৃষ্ঠ হইতে ধ্রুবনক্ষত্র, এই উভয়ের মধ্যবর্তী সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্রতারাসমন্বিত লোকসকলই ২। অন্তরিক্ষলোক। যোগবার্ত্তিককার বলেন—ইহারই অপর নাম—'ভুবর্লোক', 'দ্যুলোক' এবং 'তারালোক'। ধ্রুবের উপরিদেশে মাহেন্দ্রলোক, ইহাই ৩। স্বর্গলোক। ইহারই অপর নাম 'ইন্দ্রলোক' (যোগবার্ত্তিক)। তাহার উপরিদেশে ৪। প্রজাপতিলোক। ইহারই অপর নাম মহর্লোক। [এতদ্দ্বারা কৌঃ ১।৩ বাক্যে বর্ণিত প্রজাপতিলোক মহর্লোকের নামান্তর, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল]। তদুপরি ৫। জন, ৬। তপঃ এবং ৭। সত্য-সঙ্কেক ভূমিত্রয়বিশিষ্ট 'ব্রহ্মলোক'। [এতদ্দ্বারা এই লোকত্রয়কে ব্রহ্মলোক বলা হয়, ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।] এইরূপে দেখা যাইতেছে—'দ্যুলোক' কোন্ লোকের আখ্যা এই বিষয়ে, ভুবর্লোকের সীমাবিষয়ে এবং ধ্রুবের অধোবর্ত্তিত্ব ও উপরিবর্ত্তিত্বরূপে স্বর্লোকের অবস্থিতি বিষয়ে (ক) শ্রুতি ও পুরাণ এবং (খ) পাতঞ্জলমতের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হইতেছে। 'স্বর্লোকের' ঊর্দ্ধে 'মহর্লোক', এই বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। স্বপক্ষসমর্থনে ভাষ্যমধ্যে পুরাণবচনসকল পরিগৃহীত হওয়ায় এবং তাহা শ্রুতিসমর্থিত হওয়ায় ভাষ্যাপেক্ষা পুরাণের প্রামাণ্য অধিক; সেইহেতু সেই পক্ষ অবলম্বনে আমরা মার্গদ্বয়ে বর্ণিত লোকসকল মূল লোকসপ্তকের মধ্যে কোথায় অবস্থিত, তাহা নিরূপণের প্রয়াস করিতেছি। পিতৃযাণমার্গে (৩।৪১ পৃঃ) বর্ণিত লোকসকলের মধ্যে চন্দ্রমা সকলের ঊর্দ্ধে হওয়ায় তদধোবর্ত্তী অপর লোকগুলি ভুবর্লোকের মধ্যেই অবস্থিত, ইহা নির্ণীত হইতেছে। কিন্তু চন্দ্রমা কোথায় অবস্থিত? বলিতেছি—দেবযানমার্গে "আদিত্যাৎ চন্দ্রমসম্" (ছাঃ ৫।১০।২) এই বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়—চন্দ্রমা সূর্য্যের ঊর্দ্ধ দেশে সুতরাং স্বর্লোকের (—দ্যুলোকের) মধ্যে অবস্থিত। "অম্ভোঽমুঃ পরেণ দিবম্" (ঐতঃ ১।১।২), এই শ্রুতির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মাবিদ্যাভরণকার বলিয়াছেন—"বিপ্রকৃষ্টা আপঃ চান্দ্রমসঃ অন্তঃপদার্থঃ" (৩।৩।১৬ সূঃ); সুতরাং উক্ত ঐতরেয়ক শ্রুত্যুক্ত অম্ভঃশব্দে জলপূর্ণ চন্দ্রলোক গ্রহণীয়। "পরেণ দিবম্" এই বাক্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ তস্য অম্ভসো লোকস্য", ইত্যাদি। সুতরাং দ্যুলোকই যে চন্দ্রলোকের আশ্রয়, অর্থাৎ চন্দ্রলোক দ্যুলোকে অবস্থিত, ইহাই নির্ণীত হয়। কূর্ম্মপুরাণও তাহাই বলেন, যথা—"ভূমের্যোজনলক্ষে তু ভানোর্বৈ মণ্ডলং স্থিতম্। লক্ষে দিবাকরস্যাপি মণ্ডলং শশিনঃ স্মৃতম্"॥ (কূর্ম্মপুঃ ৪০।৮)। আবার "বৃহন্ পাণ্ডরবাসাঃ সোমো রাজা" (বৃঃ ২।১।৩), এই শ্রুতির "পাণ্ডরং শুক্লং বাসঃ—অপ্‌শরীরত্বাৎ চন্দ্রাভিমানিনঃ", ইত্যাদি ভাষ্য, "ভানুমণ্ডলতো যস্মাৎ দ্বিগুণং চন্দ্রমণ্ডলম্", "অম্ভোঽভিপাণ্ডরং বাসো যস্মাচ্চন্দ্রাভিমানিনঃ" (বৃঃ ভাষ্যবার্ত্তিক ২।৪।৫৪-৫৫), ইত্যাদি বার্ত্তিকগ্রন্থ এবং "পাণ্ডরত্বং চ অপাং প্রসিদ্ধম্" ইত্যাদি তত্রস্থ আনন্দগিরিকৃত টীকাগ্রন্থের আলোচনা হইতে প্রতিভাত হয় যে, চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্যমণ্ডল হইতে বৃহৎ এবং জলপূর্ণ। স্মৃতিও তাহাই বলেন—"দ্বিগুণঃ সূর্য্যবিস্তারাৎ বিস্তারঃ শশিনঃ স্মৃতঃ" (কূর্ম্মপুঃ ৪০।১৪) ইত্যাদি। এইসকল শ্রুতি এবং স্মৃতি হইতে অবগত হওয়া গেল—সূর্য্য ভুবর্লোকের শেষ সীমা হওয়ায়

ভাবদীপিকা [মার্গমধ্যে চন্দ্রমার স্থান]

চন্দ্রমা সূর্য্যের ঊর্ধ্বে দ্যুলোকের (—স্বর্গলোকের) মধ্যে অবস্থিত, তাহা জলপূর্ণ এবং সূর্য্যাপেক্ষা বৃহৎ। ভগবান্ ভাষ্যকারও অন্যত্র বলিয়াছেন—"দ্যুলোকং প্রাপ্য চন্দ্রত্বম্ আপন্নাঃ" (ছাঃ ৫।১০।৪ ভাষ্য) "চন্দ্রমণ্ডলে আপ্যম্ আরভন্তে" (ঐ) "শরীরম্ আরব্ধম্ অম্ময়ম্ (বৃঃ ৬।২।১৬ ভাষ্য) ইত্যাদি। সুতরাং চন্দ্রলোক দ্যুলোকে অবস্থিত এবং সেই স্থলে কর্ম্মীর জলপ্রধান শরীর লব্ধ হওয়ায় তাহা জলপূর্ণ, ইহাই নিশ্চিত হয়; যেমন ক্ষিতিস্থ অস্মদাদির শরীর ক্ষিতিপ্রধান। আর চন্দ্রলোক স্বর্লোকের অন্তর্গত হইলেই "স্বর্গকামো দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত", "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ", ইত্যাদি শ্রুতিরও সার্থকতা সিদ্ধ হয়; অন্যথা উক্ত বাক্যসকল ব্যাহত হইয়া পড়ে। **সংশয়**— কিন্তু চন্দ্রলোক সূর্য্যলোকের ঊর্ধ্বে দ্যুলোকে অবস্থিত হইলে নিম্নোক্ত দুইটী বিরোধ উপস্থিত হয়, যথা—(১) স্মৃতি বলেন—"দ্বাবিমৌ পুরুষব্যাঘ্র সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ। পরিব্রাড্‌যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ"॥ (মহাভাঃ উদ্‌যোগ, ৩৩।৬৭), ইত্যাদি। সুতরাং কেবল কর্ম্মী সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া কিপ্রকারে চন্দ্রলোকে গমন করিবেন? (২) ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"চন্দ্রমা যঃ এবঃ দৃশ্যতে অন্তরিক্ষে" (ছাঃ ৫।১০।৪ ভাষ্য)। সুতরাং অন্তরিক্ষে অর্থাৎ ভুবর্লোকে চন্দ্রমার অবস্থিতি বর্ণিত হওয়ায় পৃথিবীর উপগ্রহভূত পরিদৃশ্যমান এই চন্দ্রমাই কর্ম্মিগণের গম্য চন্দ্রলোক, ইহা নিশ্চিত হইতেছে। আর এই পক্ষ গৃহীত হইলে উপগ্রহভূত এই চন্দ্রমা সূর্য্যমণ্ডলের অধোদেশে হওয়ায় উদ্ধৃত "দ্বাবিমৌ" ইত্যাদি বচনের বিরোধও হয় না। এই বিরোধদ্বয়ের সমাধান কি? **সমাধান**—বলিতেছি—(১) উদ্ধৃত শ্রুতি স্মৃতি এবং ভাষ্যকারীয় বচনসকলের বলে সূর্য্যমণ্ডলের ঊর্ধ্বে চন্দ্রমার স্থান নিরূপিত হওয়ায় "দ্বাবিমৌ" ইত্যাদি এই একটী স্মৃতিবাক্য তাহার বিরোধ করিতে পারে না। উপরন্তু আতিবাহিক দেবগণ সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়াই চন্দ্রলোকে গমনে সমর্থ, এইপ্রকার নিয়মকল্পনার প্রতি কোন হেতুও নাই। পিতৃযাণবাহী অপেক্ষাকৃত কম শক্তিমান্ আতিবাহিক দেবগণ সূর্য্যমণ্ডলকে পরিত্যাগ করিয়া তির্য্যক্ মার্গাবলম্বনে চন্দ্রলোকে গমন করেন এবং দেবযানবাহী অধিকতর শক্তিমান্ তাঁহারা ঋজুমার্গাবলম্বনে সূর্য্যমণ্ডলকে ভেদ করিয়া ঝটিতি ["সঃ যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ মনঃ তাবৎ আদিত্যং গচ্ছতি" (ছাঃ ৮।৬।৫), ইত্যাদি দ্রঃ।] তথায় গমন করেন, এইপ্রকার বস্তুস্থিতিই নিরূপিত হয়। মার্গের ঋজুতা ও বক্রতা, "ত্বরাবচনম্...গন্তব্যান্তরাপেক্ষয়া শৈঘ্র্যার্থত্বাৎ' (২১৪ পৃঃ ৩১ বাক্য), ইত্যাদি **ভাষ্যকারীয়** বচন এবং "বক্রাধ্বনা গতিম্ অপেক্ষ্য অবক্রেণ গতিঃ ত্বরাবতী কল্প্যতে", ইত্যাদি উক্ত সূত্রস্থ ন্যায়নির্ণয়কারের বচন হইতেও অবগত হওয়া যায়। সুতরাং প্রথম বিরোধ নিরাকৃত হইয়া পড়ে। (২) সূর্য্যমণ্ডলের ঊর্ধ্বদেশে চন্দ্রমার অবস্থিতি প্রতিপাদিকা "আদিত্যাৎ চন্দ্রমসম্" (ছাঃ ৫।১০।২), সূর্য্যমণ্ডলাপেক্ষা চন্দ্রমার বৃহত্ত্ব ও জলপূর্ণত্ব প্রতিপাদিকা "বৃহন্ পাণ্ডরবাসাঃ" (বৃঃ ২।১।৩) এবং চন্দ্রমার দ্যুলোকে অবস্থিতি ও জলপূর্ণতা প্রতিপাদিকা "অদোঽন্তঃ পরেণ দিবম্" (ঐতঃ ১।১।২) ইত্যাদি শ্রুতি, "লক্ষে দিবাকরস্যাপি মণ্ডলং শশিনঃ স্মৃতম্" (কূর্ম্মপুঃ ৪০।৮) ইত্যাদি স্মৃতি এবং "দ্যুলোকং প্রাপ্য চন্দ্রত্বম আপন্নাঃ", "চন্দ্রমণ্ডলে আপ্যম্ আরভন্তে" (ছাঃ ৫।১০।৪ ভাষ্য), ইত্যাদি স্ববচনের বিরোধবশতঃ "ত্যজেৎ একং কুলস্যার্থে", এই ন্যায়বলে ভাষ্যকারীয় "চন্দ্রমা... দৃশ্যতে অন্তরিক্ষে" (ছাঃ ৫।১০।৪), এই বচনটীকে লিপি-

ভাবদীপিকা [উচ্চাবচ লোকলাভের হেতু]

বাদপ্রধানরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, অথবা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আর উপগ্রহভূত পরিদৃশ্যমান এই চন্দ্রমা যে জলপূর্ণ, সূর্য্যমণ্ডল হইতে বৃহৎ, এবং তাহার ঊর্দ্ধে অবস্থিত এই বিষয়ে শ্রুতি, স্মৃতি বা আধুনিক জ্যোতিষবিজ্ঞান, কোনপ্রকার প্রমাণই উপলব্ধ হয় না। সুতরাং দ্বিতীয় বিরোধও নিরাকৃত হইল *। যাহাহউক্, এতাবৎ পর্য্যন্ত বিচারে নির্ণিত হইল— পিতৃযাণমার্গে বর্ণিত চন্দ্রলোক ব্যতীত লোকসকল আদিত্যের নিম্নদেশে ভুবর্লোকের মধ্যে অবস্থিত। দেবযানমার্গে (২২২ পৃঃ) বর্ণিত ৮। আদিত্যের অধোবর্ত্তী লোকসকলও ভুবর্লোকের মধ্যে এবং আদিত্য হইতে ১২। ইন্দ্রলোক পর্য্যন্ত লোকসকল স্বর্লোকের মধ্যে অবস্থিত। ১৩। মহর্লোক (—প্রজাপতিলোক) তাহার ঊর্দ্ধে অবস্থিত। প্রজাপতিলোকের উপরিদেশে ক্রমশঃ ৫। জন, ৬। তপঃ এবং ৭। সত্যলোক অবস্থিত। পুরাণে সত্যলোককেই ব্রহ্মলোক বলা হয়; তাহা নানাস্তরে বিভক্ত (২১২ পৃঃ), ইহা "ব্রহ্মলোকান্ গময়ন্তি" (বৃঃ ৬।২।১৫) এই শ্রুতি এবং "অবান্তরভূমিভেদেন ভিন্নাঃ" ইত্যাদি তত্রস্থ ভাষ্যকারীয় বচন হইতেও অবগত হওয়া যায়। পাতঞ্জলমতে তো 'জন' 'তপঃ' ও 'সত্য', এই লোকত্রয়কেই ব্রহ্মলোক বলা হয়, ইহা আমরা উপরে বলিয়াছি। এইরূপে প্রসিদ্ধ ভুবঃ ও স্বর্লোকাদিমধ্যে দেবযান ও পিতৃযাণস্থ লোকসকলের অবস্থান নিরূপিত হইল।

[দেবযান ও পিতৃযাণমার্গস্থ উচ্চাবচ লোকলাভের হেতু।]

এক্ষণে স্বভাবতঃই প্রশ্ন হয়—এই মার্গদ্বয়ে বর্ণিত তত্তৎ লোকবাসিগণের ভোগভূমিভূত তত্তৎ উচ্চাবচ লোকসকলকে ভোগভূমিরূপে প্রাপ্তির প্রতি হেতু কি? তদুত্তরে বলা যায়— (১) "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" (বৃঃ ১।৫।১৬) এবং "ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তম্ ইতি উপাসতে" (ছাঃ ৫।১০।৩), ইত্যাদি শ্রুতিবচনানুসারে ইষ্টাপূর্ত্তাদি সকামকর্ম্মের তারতম্যানুসারে পিতৃযাণমার্গস্থ উচ্চাবচ লোকসকল লব্ধ হয়। (২) আর "বিদ্যয়া দেবলোকঃ" (বৃঃ ১।৫।১৬) এবং "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" (ছাঃ ১।১।১০), ইত্যাদি বচনানুসারে উপাসনাসমুচ্চিত সকামকর্ম্মের তারতম্যানুসারে দেবযানমার্গস্থ মহর্লোকের নিম্নবর্ত্তী উচ্চাবচ লোকসকল লব্ধ হয়। (৩) আর নিষ্কাম কর্ম্ম ও উপাসনার তারতম্যানুসারে দেবযানমার্গস্থ মহর্লোক ও তদূর্দ্ধবর্ত্তী লোকসকল লব্ধ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।১০।৯ শ্লোকের টীকাতে পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীর "ত্রৈলোক্য তু কাম্যকর্ম্মফলত্বাৎ", "মহঃপ্রভৃতীনাং তু উপাসনাসমুচ্চিত নিষ্কামকর্ম্মফলত্বাৎ", ইত্যাদি উক্তিসকলের পর্য্যালোচনা হইতে এইপ্রকার পরিস্থিতি অবগত হওয়া যায়। (৪) সগুণব্রহ্মাবস্থা প্রভৃতির ফলে ব্রহ্মলোকে গতি এবং (৪) সগুণপরব্রহ্মাবস্থামাত্রের ফলে ব্রহ্মলোকের সর্ব্বোচ্চ স্তরে গতি, ও ক্রমমুক্তি লব্ধ হয়, ইহা পরে আলোচিত হইবে। (বিচার আমাদের)। আতিবাহিকাধিকরণ সমাপ্ত।

* আধুনিক বিজ্ঞানবলে মনুষ্য পরিদৃশ্যমান এই চন্দ্রমণ্ডলে গমনোদ্যত হইয়াছে। তাহা সফল হইলে বৈদিক ধর্ম্মের উপর আঘাত ও অবিশ্বাস আসিয়া পড়িবে। তাহা না হউক্, এই জন্য শাস্ত্রাবলম্বনে যথার্থ বস্তুস্থিতি কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। আর চন্দ্রলোক স্বর্লোকের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় পাতঞ্জলমতে তো তাহা ধ্রুবের উপরিদেশে অবস্থিত। বলা বাহুল্য তাহাতেও "চন্দ্রলোক সূর্য্যের উপরিদেশে অবস্থিত", ইহার প্রতিপাদক বাক্যসকলের বিরোধ হয় না; কারণ 'ধ্রুবের ঊর্দ্ধবর্ত্তী' হইলে তাহা 'সূর্য্যের ঊর্দ্ধবর্ত্তী' হইয়াই পড়ে, ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে।

৫। কার্য্যাধিকরণম্। [৭–১৪ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—সিদ্ধ সগুণোপাসকের (—সালোক্য ও সামীপ্যাদি মুক্তি-প্রাপ্ত সগুণপরব্রহ্মবিদ্যাবিদ্, উপকোসলবিদ্যাবিদ্, হিরণ্যগর্ভবিদ্যাবিদ্ ও পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদের) দেবযানমার্গাবলম্বনে কার্য্যব্রহ্মস্বামিক ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ও পুনরাবৃত্তি এবং সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত দহর ও শাণ্ডিল্যাদি সগুণপরব্রহ্মবিদ্যাবিদের ব্রহ্মলোক হইতে ক্রমমুক্তি।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিকরণসকলে গন্তব্যপ্রাপ্তির হেতুভূত মার্গ, সেই মার্গে বহনকর্ত্তা প্রভৃতি নিরূপণ করিয়া এক্ষণে ফলভূত গন্তব্যস্থল নিরূপিত হওয়ায় উক্ত অধিকরণসকলের সহিত ইহার ফলফলিভাবসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

পরং ব্রহ্মাথবা কার্য্যমুদঙ্ মার্গেণ গম্যতে।
মুখ্যত্বাদমৃতত্বোক্তের্গম্যতে পরমেব তৎ॥
কার্য্যং স্যাদ্গতিযোগ্যত্বাৎ পরস্মিংস্তদসম্ভবাৎ।
সামীপ্যাদ্ব্রহ্মশব্দোক্তিরমৃতত্বং ক্রমাদ্ভবেৎ॥

অন্বয়—উদঙ্ মার্গেণ পরং ব্রহ্ম গম্যতে, অথবা কার্য্যম্? মুখ্যত্বাৎ অমৃতত্বোক্তেঃ তৎ পরমেব ব্রহ্ম গম্যতে। গতিযোগ্যত্বাৎ, পরস্মিন্ তদসম্ভবাৎ কার্য্যং স্যাৎ; ব্রহ্মশব্দোক্তিঃ সামীপ্যাৎ, অমৃতত্বং ক্রমাৎ ভবেৎ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["সঃ এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছাঃ ৫।১০।২), ইত্যাদিবাক্যপঠিতং ব্রহ্ম অত্র বিষয়ঃ। সর্ব্বগতে ব্রহ্মণি গত্যসম্ভবাৎ, অস্মিন্ বাক্যে গতিশ্রুতেশ্চ ভবতি সংশয়ঃ—উপাসকেন] উদঙ্ মার্গেণ পরং ব্রহ্ম গম্যতে, অথবা কার্য্যম্ [ব্রহ্ম] ?

পূর্ব্বপক্ষ—[পরস্মিন্ ব্রহ্মণি ব্রহ্মশব্দস্য] মুখ্যত্বাৎ, ["তয়োর্দ্ধ্বমায়ন্ অমৃতত্বম্ এতি" (ছাঃ ৮।৬।৬), ইতি] অমৃতত্বোক্তেঃ [চ] তৎ পরম্ এব ব্রহ্ম [উপাসকৈঃ] গম্যতে।

সিদ্ধান্ত—[উপাসকব্যতিরিক্তত্বাৎ পরিচ্ছিন্নত্বেন] গতিযোগ্যত্বাৎ, [সর্ব্বগতে উপাসকস্বরূপে] পরস্মিন্ [ব্রহ্মণি চ] তদসম্ভবাৎ, [সত্যলোকাখ্যং] কার্য্যং [ব্রহ্ম গতিপূর্ব্বকপ্রাপ্তিযোগ্যং] স্যাৎ। [অত্র ব্রহ্মশব্দস্য পরব্রহ্মরূপমুখ্যার্থাসম্ভবেন] ব্রহ্মশব্দোক্তিঃ সামীপ্যাৎ [ভবতি, তচ্চ সত্যলোকম্ আচষ্টে, সমীপঃ হি সত্যলোকঃ পরব্রহ্মণঃ; তল্লোকবাসিনাং তত্ত্বজ্ঞানে অবশ্যম্ভাবিনি সতি পুনর্জ্জন্মব্যবধানম্ অন্তরেণ মোক্ষমাণত্বাৎ। কার্য্যব্রহ্মলোকপ্রাপ্তানাং বিদুষাম্] অমৃতত্বং ক্রমাৎ ভবেৎ। [এবং চ সতি অমৃতত্বশ্রুতিঃ ক্রমমুক্ত্যভিপ্রায়া। তস্মাৎ উত্তরমার্গেণ প্রাপ্যং কার্য্যং ব্রহ্ম ইতি স্থিতম্]।

অনুবাদ

সংশয়—["তিনি ইঁহাদিগকে ব্রহ্মে গমন করান", ইত্যাদি বাক্যে পঠিত ব্রহ্ম এখানে বিষয়। সর্ব্বগত ব্রহ্মে গতি সম্ভব না হওয়ায় এবং এই বাক্যে গতি শ্রুত হওয়ায় সংশয় হয়—উপাসক] উত্তরমার্গাবলম্বনে (—দেবযানমার্গাবলম্বনে) পরব্রহ্মে (—নির্গুণব্রহ্মে) গমন করেন, অথবা কার্য্য ব্রহ্মে (—হিরণ্যগর্ভে) ?

পূর্ব্বপক্ষ—[ব্রহ্মশব্দ পরব্রহ্মে] মুখ্য হওয়ায়, [এবং "তদবলম্বনে ঊর্দ্ধ্বে গমনকরতঃ অমৃতত্ব লাভ করেন", এইপ্রকারে] অমৃতত্ব বর্ণিত হওয়ায় সেই পরব্রহ্মকেই [উপাসকগণ] প্রাপ্ত হন।

সিদ্ধান্ত—[উপাসক হইতে ভিন্ন হওয়ায় পরিচ্ছিন্ন হয় বলিয়া] গমনের যোগ্য হওয়ায়,

[এবং সর্ব্বগত [সুতরাং] উপাসকস্বরূপ] পরব্রহ্মে তাহা (—গতি) সম্ভব না হওয়ায়, [সত্যলোক নামক] কার্য্যব্রহ্ম [গতিপূর্ব্বক প্রাপ্তিযোগ্য] হইবেন। [এখানে ব্রহ্মশব্দের পরব্রহ্মরূপ মুখ্যার্থ সম্ভব না হওয়ায়] সামীপ্যবশতঃ ব্রহ্মশব্দের কথন হইতেছে। [আর তাহা (—ব্রহ্মশব্দ) সত্যলোকের কথা বলিতেছে, যেহেতু সত্যলোক পরব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী, কারণ তল্লোকবাসিগণের তত্ত্বজ্ঞান অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় পুনর্জ্জন্মরূপ ব্যবধানব্যতিরেকে মোক্ষ হইয়া থাকে। কার্য্যব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত (—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত) বিদ্বানগণের] অমৃতত্ব (—মুক্তি) ক্রমশঃ হইবে *। [আর এইপ্রকার বস্তুস্থিতি হওয়ায় অমৃতত্বশ্রুতি (ছাঃ ৮।৬।৬) ক্রমমুক্তিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। অতএব উত্তরমার্গাবলম্বনে প্রাপ্য হন কার্য্যব্রহ্ম, ইহা নির্ণীত হইল]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, দেবযানমার্গ মুক্তিরূপ প্রয়োজনসম্পাদক হওয়ায় নির্গুণব্রহ্মবিদেরও উৎক্রমণ ও গতি সিদ্ধ হয়। সিদ্ধান্তে—নির্গুণব্রহ্মবিদ্ হইতে ভিন্ন ব্যক্তিরই উৎক্রমণাদি নিয়ত হওয়ায় দেবযানমার্গ ভোগ, সালোক্যাদি মুক্তি ও ক্রমমুক্তিরূপ প্রয়োজন সম্পাদক।

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] **কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥৪।৩।৭॥**

পদচ্ছেদ—কার্য্যম্, বাদরিঃ, অস্য, গত্যুপপত্তেঃ।

সূত্রার্থ—["সঃ এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছাঃ ৪।১৫।৫), ইতি অত্র কিং পরং ব্রহ্ম গন্তব্যম্, উত কার্য্যং ব্রহ্ম ইতি সংশয়ে; পরং ব্রহ্ম ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **কার্য্যম্**—কার্য্যম্ এব ব্রহ্ম [গন্তব্যম্, ইতি] **বাদরিঃ**—আচার্য্যঃ বাদরিঃ [মন্যতে। কুতঃ ?] **অস্য**—কার্য্যস্য এব ব্রহ্মণঃ পরিচ্ছিন্নস্য, **গত্যুপপত্তেঃ**—গন্তব্যত্বোপপত্তেঃ ইত্যর্থঃ। [অপরিচ্ছিন্নস্য তু সর্ব্বব্যাপিনঃ নির্গুণপরব্রহ্মণঃ তদনুপপত্তিঃ]।

অনুবাদ—["তিনি ইঁহাদিগকে ব্রহ্মে গমন করান", ইত্যাদি 'এই স্থলে কি [নির্গুণ] পরব্রহ্ম গন্তব্য, অথবা কার্য্যব্রহ্ম (—হিরণ্যগর্ভ), এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; [নির্গুণ] পরব্রহ্ম, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **কার্য্যম্**—কার্য্যব্রহ্মই [গন্তব্য, ইহা] **বাদরিঃ**—আচার্য্য বাদরি [মনে করেন। তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **অস্য**—সসীম কার্য্যব্রহ্মেরই, **গত্যুপপত্তেঃ**—গন্তব্যতা (১) সঙ্গত, ইহাই ভাব। [কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন (—পরিচ্ছেদরহিত, অসীম) সর্ব্বব্যাপি নির্গুণপরব্রহ্মের তাহা (—গন্তব্য হওয়া) যুক্তিসঙ্গত নহে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"সঃ এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছাঃ ৪।১৫।৫), ইত্যত্র বিচিকিৎস্যতে—কিং কার্য্যম্ অপরং ব্রহ্ম গময়তি, আহোস্বিৎ পরম্ এব অবিকৃতং মুখ্যং ব্রহ্ম ইতি ।১ কুতঃ সংশয়ঃ ?২ ব্রহ্মশব্দপ্রয়োগাৎ গতিশ্রুতেশ্চ ।৩ তত্র কার্য্যম্ এব সগুণম্ অপরং ব্রহ্ম এনান্ গময়তি

ভাবদীপিকা

(১) গম্+অধিকরণবাচ্যে 'ক্তিন্' প্রত্যয়দ্বারা যে গতিশব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহার অর্থ—'গন্তব্য স্থান'। করণবাচ্যে ও ভাববাচ্যে 'ক্তিন্' প্রত্যয়দ্বারা উক্ত শব্দ নিষ্পন্ন হইলে তাহার অর্থ হয় যথাক্রমে—'গমনসাধন মার্গ' ও 'গমনক্রিয়া'।

* ভাষ্যমালাকারের এই মত ভগবান্ ভাষ্যকারের অনুমোদিত নহে; কারণ উপনিষদ্ভাষ্যে তিনি উপকোসলবিদ্যাবিৎ, পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিৎ প্রভৃতির, তাঁহারা ব্রহ্মলোকবাসী হইলেও ক্রমমুক্তি অঙ্গীকার করেন নাই। ইহা আমরা পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

শাঙ্করভাষ্যম্

অমানবঃ পুরুষঃ ইতি বাদরিঃ আচার্য্যঃ মন্যতে।৪ কুতঃ? ৫ অস্য গত্যুপপত্তেঃ।৬ অস্য হি কার্য্যব্রহ্মণঃ গন্তব্যত্বম্ উপপদ্যতে, প্রদেশবত্ত্বাৎ।৭ নতু পরস্মিন্ ব্রহ্মণি গন্তৃত্বং গন্তব্যত্বং গতিঃ বা অবকল্পতে সর্ব্বগতত্বাৎ।৮ প্রত্যগাত্মত্বাৎ চ গন্তৄণাম্।৯।৪।৩।৭॥

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। সিঃ—আচার্য্য বাদরির মতে সগুণব্রহ্মবিদ্গণের হিরণ্যগর্ভাধিষ্ঠিত ব্রহ্মলোকে গতি।]

"তিনি ইঁহাদিগকে ব্রহ্মে গমন করান", ইত্যাদি এই স্থলে সংশয় হইতেছে—[সেই অমানব পুরুষ] কি কার্য্যভূত (২) অপরব্রহ্মে (—হিরণ্যগর্ভে) গমন করান, অথবা অবিকৃত (—সর্ব্ববিকারাতীত) মুখ্য পরব্রহ্মেই 'গমন করান'।১ আচ্ছা সংশয় কেন হইতেছে? ২ [উত্তর—] যেহেতু ব্রহ্মশব্দের (১৯০ পৃঃ) প্রয়োগ হইয়াছে এবং যেহেতু [সেই সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মে] গতিবোধক শ্রুতিবাক্য আছে।৩ [সিদ্ধান্ত—] সেই বিষয়ে আচার্য্য বাদরি মনে করেন, অমানব পুরুষ ইঁহাদিগকে কার্য্যভূত সগুণ অপরব্রহ্মকে (—হিরণ্যগর্ভকে, অর্থাৎ তদধিষ্ঠিত ব্রহ্মলোককে) প্রাপ্ত করান।৪ কোন্ হেতুবলে বলিতেছ? ৫ [উত্তর—] যেহেতু ইঁহার গতি (—গন্তব্যতা) সঙ্গত।৬ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু এই কার্য্যব্রহ্মের গন্তব্যতা (—গমনের অধিকরণ হওয়া) যুক্তিসঙ্গত, কারণ [তিনি] প্রদেশবান্ (—পরিচ্ছিন্ন)।৭ পরব্রহ্মে (—নির্গুণপরব্রহ্মে) কিন্তু গমনকর্তৃত্ব, গন্তব্যতা, অথবা গমন সঙ্গত নহে, যেহেতু [তিনি] সর্ব্বব্যাপি।৮ [কিন্তু ঘটভঙ্গের অনন্তর ঘটাকাশের মহাকাশে গমনের ন্যায় উপাধিনাশে জীবেরও সর্ব্বব্যাপি পরব্রহ্মে গমন সম্ভব। উত্তরে সিঃ বলিতেছেন—তাহা সম্ভব নহে], যেহেতু [তিনি] গমনকারিগণের প্রত্যগাত্মস্বরূপ (—দেহেন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠান শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, ১৫০ পৃঃ। ভাব এই—গমনকারী জীব স্বস্বরূপভূত ব্রহ্মচৈতন্যস্বরূপতাকে সর্ব্বদা প্রাপ্ত হইয়াই আছেন, সুতরাং কে কোথায় গমন করিয়া কাহাকে প্রাপ্ত হইবেন?]।৯॥৪।৩।৭॥

ভাবদীপিকা [হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ]

(২) **কার্য্যভূত,** এই শব্দপ্রয়োগের তাৎপর্য্য এই—"হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বম্" (শ্বেঃ ৩।৪), "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বম্" (শ্বেঃ ৬।১৮), "হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানম্" (শ্বেঃ ৪।১২), "তস্মাৎ এতৎ ব্রহ্ম....জায়তে" (মুঃ ১।১।৯), "প্রাণম্ অসৃজত" (প্রশ্ন ৬।৩-৪), "ঋষিং প্রসূতং...যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ" (শ্বেঃ ৫।২), "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে" (ঋক্ সং ১০।১২১।১), "স বৈ শরীরী প্রথমঃ সবৈ পুরুষঃ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত:" (স্মৃতিবচন), "যন্মর্ত্ত্যঃ সন্ অমৃতান্ অসৃজত" (বৃঃ ১।৪।৬) "ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ। উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্মনীষিণঃ" (মনু সং ১২।৫০) ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিবচনসকল হইতে হিরণ্যগর্ভ যে উৎকৃষ্ট কর্ম্ম ও উপাসনার ফলে সাত্ত্বিকী গতি প্রাপ্ত প্রথমোৎপন্ন শরীরী (—জীব), ইহা অবগত হওয়া যায়। সেইহেতু

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] **বিশেষিতত্বাচ্চ** ॥৪।৩।৮॥

সূত্রার্থ—["ব্রহ্ম গময়তি" (ছা: ৫।১০।২), ইতি ছান্দোগ্যপাঠস্থানে বৃহদারণ্যকে "ব্রহ্মলোকান্ গময়তি" (বৃ: ৬।২।১৫), ইতি বহুবচনেন। গন্তব্যস্য ব্রহ্মণঃ] **বিশেষিতত্বাৎ** [সাবয়বস্য অবস্থাভেদেন ভিন্নস্য কার্য্যব্রহ্মণঃ এব গন্তব্যত্বম্ ; ন নির্বিশেষস্য]। লোকশব্দাৎ চ ভোগভূমেরেব প্রাপ্যত্বং, ন পরস্য ইতি চকারার্থঃ।

ভাবদীপিকা [হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ]

তাঁহাতে 'কার্য্য' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। **আবার** "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিম্ আহুঃ", "এষঃ ব্রহ্ম এষঃ ইন্দ্রঃ এষঃ প্রজাপতিঃ এতে সর্ব্বে দেবাঃ", (বৃ: ১।৪।৬ ভাষ্য দ্র:), "এষ উ হ্যেব সর্ব্বে দেবাঃ" (বৃ: ১।৪।৬), ইত্যাদি শ্রুতি এবং "এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্", "যোঽসাবতীন্দ্রিয়োঽগ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ। সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ" ॥ "জ্ঞানমপ্রতিঘং যস্য বৈরাগ্যং চ জগৎপতেঃ। ঐশ্বর্য্যং চৈব ধর্ম্মশ্চ সহসিদ্ধং চতুষ্টয়ম্" ॥ ইত্যাদি স্মৃতি হইতে হিরণ্যগর্ভের ঈশ্বরতা অবগত হওয়া যায়। এই বিরুদ্ধ বাক্যসকলের তাৎপর্য্যনির্ণয়প্রসঙ্গে ভগবান্ **ভাষ্যকার** বৃহদারণ্যক ১।৪।৬ ভাষ্যে বলিয়াছেন—"অতিশয় শুদ্ধ উপাধিকে অপেক্ষা করিয়া শ্রুতি ও স্মৃতিতে প্রায়ই ইঁহাকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে। [অত্রস্থ ৪।৩।৯ ভাষ্যেও সেইপ্রকারই বলা হইয়াছে।] আবার [তাঁহার উৎপত্তি, "সর্ব্বান্ পাপ্মনঃ ঔষৎ" (কৌ: ৪।২০), এই শ্রুতিকথিত পাপদাহ, "সঃ অবিভেৎ" (বৃ: ১।৪।২), "সঃ ভাণকরোৎ" (বৃ: ১।২।৪) ইত্যাদি প্রকারে বর্ণিত ভয়প্রাপ্তি, তাঁহার আত্মৈকত্বজ্ঞানোৎপত্তি (বৃ: ১।৪।২, শ্বে: ৫।২) ইত্যাদি হেতুসকলবশতঃ তাঁহাকে] কচিৎ সংসারীও (— জীবও) বলা হইয়াছে", ইত্যাদি। বৃহদারণ্যক ১।১ আভাসভাষ্য, ১।৪।১-২ ভাষ্য, "অশ্বমেধেন সংকারিকামনাভেদেন সমষ্টিং সমনুগতরূপাং ব্যষ্টীশ্চ ব্যাবৃত্তরূপাঃ দেবতাঃ প্রাপ্নোতি" (বৃ: ৩।৩।১, আনন্দগিরি), এবং "অশ্বমেধোপাসনস্য সাশ্বমেধস্য কেবলস্য বা ফলম্" (বৃ: ১।৩।১ আনন্দগিরি), ইত্যাদি স্থলে ভাষ্য ও টীকার আলোচনা হইতে প্রতিভাত হয় যে, "উষা বা অশ্বস্য" (বৃ: ১।১।১), ইত্যাদিপ্রকারে আরব্ধ অশ্বমেধবিদ্যা ও অশ্বমেধকর্ম্মের সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠান, অশ্বমেধে অনধিকারী ব্রাহ্মণাদির কেবল উক্ত বিদ্যার অনুষ্ঠান এবং কামনার তারতম্যবশতঃ সমষ্টিভূত হিরণ্যগর্ভত্ব এবং ব্যষ্টিভূত ইন্দ্রাদিদেবত্ব লব্ধ হয়। যিনি হিরণ্যগর্ভত্ব লাভ করেন, উপাধির আত্যন্তিক শুদ্ধতা ও জন্মান্তরকৃত কর্ম্ম ও উপাসনার প্রভাবে স্বীয় উদ্ভবের অনন্তরই পরমেশ্বর হইতে লব্ধ, সুতরাং সহসিদ্ধ নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের (শ্বে: ৫।২, বৃ: ১।৪।২ ভাষ্য) বলেই অধিকারশেষে তাঁহার বিদেহকৈবল্য (১১২১ পৃ:) লব্ধ হয়। অস্মদাদির জাগ্রৎকালীন স্থূলদেহাভিমান এবং স্বপ্নকালীন সূক্ষ্মদেহাভিমানের ন্যায় ত্রৈলোক্যশরীরাভিমানিস্বরূপ অবস্থাকে অপেক্ষা করিয়া ইঁহাকে **বিরাট্** ও **প্রজাপতি** ইত্যাদি নামে; সমষ্টি (—ব্যাপক) সূক্ষ্মশরীরাভিমানিস্বরূপ অবস্থাকে অপেক্ষা করিয়া **হিরণ্যগর্ভ** ও সূত্রাত্মা ইত্যাদি নামে ; সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন হওয়ায় '**কার্য্যব্রহ্ম**' প্রথমজ, প্রথমশরীরী ইত্যাদি নামে ; পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হওয়ায় এবং দেবতা মনুষ্য ও তির্য্যগাদির স্রষ্টা (বৃ: ১।৪।৪) হওয়ায় **অপরব্রহ্ম** ও "**অব্যাকৃতপ্রকৃতি**" ইত্যাদি নামে ইঁহাকে শাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে তত্ত্ব অভিন্ন হওয়ায় কোন স্থলেই এই বিষয়ে নিয়মিত শব্দপ্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয় না, প্রকরণদৃষ্টে অর্থনিরূপণ করিতে হইবে। (সংগ্রহ আমাদের)।

অনুবাদ—["ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করান", এইপ্রকার ছান্দোগ্যপাঠস্থলে বৃহদারণ্যকে "ব্রহ্মলোকসকলকে প্রাপ্ত করান", এইপ্রকারে বহুবচনের দ্বারা গন্তব্য ব্রহ্ম] **বিশেষিতত্বাৎ**—বিশেষিত হওয়ায় [সাবয়ব ও [উপবেশনাদি (কৌঃ ১।৫) এবং মনঃসঙ্কল্পপ্রভাবে বিভিন্ন শরীরগ্রহণাদিরূপ বৃঃ ১।৪।৩] অবস্থাভেদে ভিন্নভাবপ্রাপ্ত কার্য্যব্রহ্মেরই গন্তব্যতা 'যুক্তিসঙ্গত'; নির্বিশেষ ব্রহ্মের নহে]। আর লোকশব্দের প্রয়োগবশতঃ ভোগভূমিরই প্রাপ্যতা সিদ্ধ হয়, পরব্রহ্মের নহে, ইহা চকারের অর্থ।

শাঙ্করভাষ্যম্

"ব্রহ্মলোকান্ গময়তি, তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতঃ বসন্তি" (বৃঃ ৬।২।১৫), ইতি চ শ্রুত্যন্তরে বিশেষিতত্বাৎ কার্য্যব্রহ্মবিষয়া এব গতিঃ ইতি গম্যতে।১ নহি বহুবচনেন বিশেষণং পরস্মিন্ ব্রহ্মণি অবকল্পতে।২ কার্য্যে তু অবস্থাভেদোপপত্তেঃ সম্ভবতি বহুবচনম্।৩ লোকশ্রুতিরপি বিকারগোচরায়াম্ এব সন্নিবেশবিশিষ্টায়াং ভোগভূমৌ আঞ্জসী।৪ গৌণী তু অন্যত্র "ব্রহ্মৈব লোক এষঃ সম্রাট্" (বৃঃ মাধ্যঃ ৪।৩।৩২) ইত্যাদিষু।৫ অধি-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বহুবচনপ্রয়োগ, লোকশব্দের প্রয়োগ ও আধারাধেয়ভাব সম্ভব হওয়ায় ব্রহ্মলোকই সগুণোপাসকগণের গন্তব্য।]

আর [ঊর্ধ্বাধোভূমিভেদে বিভিন্ন, ২১২ পৃঃ] ব্রহ্মলোকসকলকে প্রাপ্ত করান, উৎকৃষ্টাবস্থাপ্রাপ্ত তাঁহারা [দীর্ঘায়ু হিরণ্যগর্ভের] প্রকৃষ্ট সম্বৎসরসকল (—বহু অবান্তর কল্প) সেই ব্রহ্মলোকসকলে বাস করেন", এইপ্রকারে অন্য শ্রুতিতে বিশেষিত হওয়ায় গতি কার্য্যব্রহ্মবিষয়কই (—দেবযানমার্গাবলম্বনে হিরণ্যগর্ভেই) হইয়া থাকে, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।১ যেহেতু [একরস ও একমাত্র] পরব্রহ্মে বহুবচনের দ্বারা বিশেষণ (—বিশেষিত করা) সঙ্গত হয় না।২ [কিন্তু বিশ্বব্যাপকলিঙ্গশরীরাভিমানী কার্য্যব্রহ্মও একই হওয়ায় তাঁহাতেই বা বহুবচনের প্রয়োগ কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে? উত্তর—প্রজাপতি ও সূত্রাত্মরূপ বিভিন্ন অবয়বধারণ, মনঃসঙ্কল্পপ্রভাবে দেবতির্য্যগাদি (বৃঃ ১।৪।৩-৪) শরীরগ্রহণ এবং উপবেশনাদি, কৌঃ ১।৫] অবস্থাভেদ যুক্তিসঙ্গত হওয়ায় কার্য্যব্রহ্মে কিন্তু বহুবচন [প্রয়োগ] সম্ভব।৩ [কিন্তু কার্য্যব্রহ্ম তো দেবতাবিশেষ, অধিকরণ না হওয়ায় তাঁহাতেই বা গমন কিপ্রকারে সম্ভব? তদুত্তরে সূত্রস্থ 'চ' শব্দের দ্বারা সূচিত অন্য যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—'ব্রহ্মলোকান্' ইত্যাদি] লোকবাচক শ্রুতিও বিকারের বিষয়ীভূত (—বিকারী) ও [বিভিন্নপ্রকার] সন্নিবেশবিশিষ্ট ভোগভূমিতে সম্যগ্রূপে উপপন্ন হয় (—হিরণ্যগর্ভ স্বয়ং অধিকরণ না হইলেও তদধিষ্ঠিত ও তদুপাধিভূত ব্রহ্মলোকশব্দিত ভোগভূমি তাহা হইতে পারে, ইহা সর্ব্বপ্রকারে যুক্তিসঙ্গত।৪ কিন্তু "ব্রহ্মৈব লোকঃ—ব্রহ্মলোকঃ", এইপ্রকার কর্ম্মধারয়সমাসবলে পরব্রহ্মেও তো লোকশব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়, তুমি হিরণ্যগর্ভাধিষ্ঠিত লোককেই কিপ্রকারে গ্রহণ করিতেছ?

শাঙ্করভাষ্যম্

করণাধিকর্ত্তব্যনির্দ্দেশঃ অপি পরস্মিন্ ব্রহ্মণি অসামঞ্জসঃ স্যাৎ।৬ তস্মাৎ কার্য্যবিষয়ম্ এব ইদং নয়নম্।৭।৪।৩।৮।

ভাষ্যানুবাদ

উত্তর—] পরন্তু "হে সম্রাট্, ব্রহ্মই এই লোক", ইত্যাদি অন্য স্থলে ["লোক্যতে—জ্ঞায়তে মুমুক্ষুভিঃ ইতি লোকঃ", এইপ্রকার যৌগিকার্থে লোকশব্দের] গৌণী বৃত্তিতে প্রয়োগ হইয়াছে।৫ [আর "তাঁহারা ব্রহ্মলোকসকলে গমন করেন", এই-প্রকারে] আধার-আধেয়ভাবের নির্দ্দেশও পরব্রহ্মে অসঙ্গত হইয়া পড়ে।৬ সেইহেতু (—পরব্রহ্মে অসঙ্গত ও কার্য্যব্রহ্মে সঙ্গত হওয়ায়) এই নয়ন (—অমানব-পুরুষকর্ত্তৃক লইয়া যাওয়া) কার্য্যব্রহ্মবিষয়কই হইবে (—সগুণ উপাসকগণ হিরণ্য-গর্ভাধিষ্ঠিত ব্রহ্মলোকেই গমন করিবেন)।৭।৪।৩।৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্—ননু কার্য্যবিষয়ে অপি ব্রহ্মশব্দঃ ন উপ-পদ্যতে, সমন্বয়ে হি সমস্তস্য জগতঃ জন্মাদিকারণং ব্রহ্ম ইতি স্থাপিতম্ ইতি।১ অত্র উচ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ—[শঙ্কা—] কিন্তু কার্য্যব্রহ্মবিষয়ে ব্রহ্মশব্দ সঙ্গত হই-তেছে না; যেহেতু সমন্বয়াধ্যায়ে (—১ম অধ্যায়ে, ১।১।২ অধিকরণে) ব্রহ্ম সমস্ত জগতের জন্মাদির (—জন্ম স্থিতি ও লয়ের) কারণ, ইহা স্থাপিত হইয়াছে।১ [সিদ্ধান্ত—] এই বিষয়ে বলা হইতেছে—

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ ॥৪।৩।৯॥

পদচ্ছেদ—সামীপ্যাৎ, তু, তদ্ব্যপদেশঃ।

সূত্রার্থ—তুশব্দঃ—শঙ্কানিরাসার্থঃ, সঃ চ ব্রহ্মশব্দানুপপত্তিং বারয়তি। ["ছায়াতপয়োঃ ইব ব্রহ্মলোকে" (কঠ ২।৩।৫) ইতি শ্রুতেঃ, উপাধেঃ অত্যন্তশুদ্ধত্বাৎ, সোপাধিকস্য চ পশ্চাৎ নিরুপাধিপ্রাপকত্বাৎ পরেণ ব্রহ্মণা কার্য্যস্য ব্রহ্মণঃ] **সামীপ্যাৎ**—সন্নিধানাৎ, **তদ্ব্য-পদেশঃ**—তস্য—কারণে পরব্রহ্মণি মুখ্যস্য ব্রহ্মশব্দস্য, [ব্রহ্মলোকোপাধিকে কার্য্যে ব্রহ্মণি হিরণ্যগর্ভে] ব্যপদেশঃ—লক্ষণয়া প্রয়োগঃ ইত্যর্থঃ; মুখ্যয়া বৃত্ত্যা অত্র প্রয়োগাসম্ভবাৎ।

অনুবাদ—তুশব্দ—আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য, তাহা ব্রহ্মশব্দের অসঙ্গতিকে বারণ করিতেছে। ["ব্রহ্মলোকে ছায়া ও আলোকের ন্যায় 'অতি বিবিক্তরূপে ব্রহ্মদর্শন হয়", এইপ্রকার শ্রুতি থাকায়, উপাধি অত্যন্ত শুদ্ধ হওয়ায় এবং উপাধিযুক্ত [হিরণ্যগর্ভ] পরবর্ত্তি-কালে উপাধিবিহীনের (—নির্গুণপরব্রহ্মের) প্রাপক হওয়ায় পরব্রহ্মের সহিত কার্য্যব্রহ্মের] **সামীপ্যাৎ**—নৈকট্যবশতঃ, **তদ্ব্যপদেশঃ**—তস্য—কারণস্বরূপ পরব্রহ্মে মুখ্যভাবে প্রযুক্ত ব্রহ্মশব্দের, [ব্রহ্মলোকরূপ উপাধিযুক্ত কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভে] ব্যপদেশঃ—লক্ষণাবৃত্তিতে প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাই ভাব; যেহেতু মুখ্যবৃত্তিবলে (—শক্তিবৃত্তিবলে) এখানে প্রয়োগ সম্ভব নহে (১৩ ভাবদীঃ দ্রঃ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুশব্দঃ আশঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ।১ পরব্রহ্মসামীপ্যাৎ অপরস্য ব্রহ্মণঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্মিন্ অপি ব্রহ্মশব্দপ্রয়োগঃ ন বিরুধ্যতে ।২ পরম্ এব হি ব্রহ্ম বিশুদ্ধোপাধিসম্বন্ধাৎ * ক্বচিৎ কৈশ্চিৎ বিকারধর্ম্মৈঃ মনোময়ত্বাদিভিঃ উপাসনায় উপদিশ্যমানম্ অপরম্ ইতি স্থিতিঃ ।৩॥৪।৩।৭॥

* 'বিশুদ্ধোপাধিসম্বন্ধং', ইতি পাঠঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—উপাধির অত্যন্ত শুদ্ধতা প্রভৃতিরূপ সামীপ্যবশতঃ কার্য্যব্রহ্মে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ ।]

[সূত্রস্থ] তুশব্দ আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য ।১ অপরব্রহ্ম (—হিরণ্যগর্ভ) পরব্রহ্মের (—সগুণ ও নির্গুণপরব্রহ্মের) সমীপবর্ত্তী হওয়ায় [লক্ষণাবৃত্তি-বলে] তাঁহাতেও ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ বিরুদ্ধ হইতেছে না ।২ যেহেতু যে পরব্রহ্ম বিশুদ্ধ উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ কোন কোন স্থলে মনোময়ত্ব (ছাঃ ৩।১৪।২, বৃঃ ৫।৬।১) প্রভৃতি কার্য্যবস্তুগত কোন কোন ধর্ম্মসকলের দ্বারা উপাসনার জন্য উপদিষ্ট হইতেছেন, তিনিই অপরব্রহ্ম, ইহাই বস্তুস্থিতি (৩) ।৩॥৪।৩।৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্—নন্নু কার্য্যপ্রাপ্তৌ অনাবৃত্তিশ্রবণং ন ঘটতে ।১ নহি পরস্মাৎ ব্রহ্মণঃ অন্যত্র ক্বচিৎ নিত্যতাং সম্ভা-

ভাষ্যানুবাদ—[শঙ্কা—] কিন্তু কার্য্যব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলে অনাবৃত্তিবোধক (—'পুনরায় জন্ম হয় না', ইহার বোধক) শ্রুতিবাক্য সমঞ্জস হইতেছে না ।১ যেহেতু পরব্রহ্মব্যতিরিক্ত অন্য কোথাও [শ্রুতি] নিত্যতাকে সম্ভাবনা করাইতেছেন না (—নিত্যব্রহ্মস্বরূপতারূপ মোক্ষপ্রাপ্তি বিষয়ক বোধ উৎপাদন করিতেছেন না ।২

ভাবদীপিকা

(৩) লক্ষ্য করিতে হইবে—"নন্নু কার্য্যবিষয়ে অপি", ইত্যাদি ভাষ্যে আশঙ্কা ছিল কার্য্য-ব্রহ্মবিষয়ক। সেই আশঙ্কার সমাধানপ্রসঙ্গে ভগবান্ ভাষ্যকার "অপরম্ ইতি স্থিতিঃ", এই-প্রকারে 'অপরব্রহ্ম' শব্দের প্রয়োগ করিলেন। সুতরাং 'অপরব্রহ্ম' ও 'কার্য্যব্রহ্ম' পর্য্যায়শব্দ, ইহারা এখানে হিরণ্যগর্ভরূপ একই বস্তুর সমর্পক, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। (প্রশ্নঃ ৫।২ ভাষ্য দ্রঃ) ! বস্তুতঃ কিন্তু নিরুপাধিক নির্গুণপরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, মায়া অথবা নামরূপ, এই উভয়প্রকার উপাধিযুক্ত ব্রহ্মকে **অপরব্রহ্ম** বলাই তাঁহার অভিপ্রেত (৩০ ভাবদী দ্রঃ)। **লক্ষ্য** করিতে হইবে—এই স্থলে যে 'মনোময়ত্ব' প্রভৃতি ধর্ম্ম গৃহীত হইয়াছে, তাহা বৃঃ ৫।৬ ব্রাহ্মণে বর্ণিত 'মনোময়ত্ব', অথবা ছাঃ ৩।১৪।২ বাক্যে বর্ণিত মনোময়ত্ব, তাহা চিন্তনীয়। কারণ বৃহদারণ্যকের উক্ত স্থলে পঠিত উক্ত ধর্ম্মসকল হিরণ্যগর্ভের ধর্ম্ম, ইহা তত্রস্থ ভাষ্য ও ভাষ্য-বার্ত্তিক আলোচনা হইতে প্রতিভাত হইলেও (৩।৩১৯ পৃঃ ৩ ভাবদীঃ পাদটীকা দ্রঃ), ১।২।১ এবং ৩।৩।১০ অধিকরণভাষ্য আলোচনাদ্বারা কিন্তু 'বৃঃ ৫।৬ ব্রাহ্মণে বর্ণিত মনোময়ত্বাদি গুণ সগুণপরব্রহ্মের, ইহাই প্রতিভাত হয়। যাহাহউক, মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট এই অপরব্রহ্ম সগুণপরব্রহ্মই হউন্, অথবা হিরণ্যগর্ভই হউন্, ক্রমমুক্তিপ্রাপ্ত বিদ্বানের মোক্ষপ্রাপ্তিতে কোন বাধা হয় না ; কারণ ক্রমমুক্তিপ্রাপ্ত সগুণপরব্রহ্মবিৎ সগুণপরব্রহ্মের বিশেষাভিব্যক্তিস্থানভূত ব্রহ্মলোকের সর্ব্বোচ্চ স্তরে গমন করেন, ইহা পরে বর্ণিত হইবে (৩১ ভাবদীঃ দ্রঃ)। হিরণ্যগর্ভ সমগ্র ব্রহ্মলোকের অধ্যক্ষ, সুতরাং পরবর্ত্তি সূত্রের বিরোধও হয় না। (পরিস্ফুতি আমাদের।)

[শাঙ্করভাষ্যম্—] ভবন্তি • ।২ দর্শয়তি চ দেবযানেন পথা প্রস্থিতানাম্ অনাবৃত্তিম্—"এতেন প্রতিপদ্যমানাঃ ইমং মানবম্ আবর্ত্তং ন আবর্ত্তন্তে" (ছাঃ ৪।১৫।৫) ইতি, "তেষাম্ ইহ ন পুনরাবৃত্তিঃ অস্তি" (বৃঃ মাধ্যঃ ৬।১।১৮), "তয়া উর্ধ্বম্ আয়ন্ অমৃতত্বম্ এতি" (ছাঃ ৮।৬।৬, কঠ ২।৩।১৬), ইতি চেৎ † ? ৩ অত্র ব্রূমঃ—

[ভাষ্যানুবাদ—] আচ্ছা, এখানে তো সগুণব্রহ্মবিদের কার্য্যব্রহ্মাধিষ্ঠিত ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিমাত্র বর্ণিত হইতেছে। তুমি অনাবৃত্তির প্রসঙ্গ কেন উত্থাপন করিতেছ ? উত্তর—] আর দেবযানমার্গাবলম্বনে [ব্রহ্মলোকে] গমনকারিগণের অনাবৃত্তি [শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"ইহার দ্বারা যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা এই মানব আবর্ত্তে (—বর্ত্তমান মন্বন্তরে) পুনরায় আগমন করেন না, ইত্যাদি ; "তাঁহাদের ইহলোকে পুনরাবৃত্তি হয় না", এবং "তদবলম্বনে ঊর্ধ্বে গমনকরতঃ অমৃতত্ব লাভ করেন" ইত্যাদি; ইহা যদি বলা হয় ?৩ এই বিষয়ে [সিদ্ধান্তী আমরা] বলিতেছি—

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ ॥৪।৩।১০॥

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] পদচ্ছেদ—কার্য্যাত্যয়ে, তদধ্যক্ষেণ, সহ অতঃ, পরম্, অভিধানাৎ।

সূত্রার্থ—কার্য্যাত্যয়ে—কার্য্যব্রহ্মলোকস্য অত্যয়ে—নাশে সতি, **তদধ্যক্ষেণ**—তল্লোকস্বামিনা হিরণ্যগর্ভেণ **সহ**, [উৎপন্ননির্গুণপরব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারাঃ সগুণপরব্রহ্মবিদঃ] **অতঃ**—কার্য্যাৎ ব্রহ্মণঃ, **পরম্**—নির্গুণং পরং ব্রহ্ম [প্রাপ্নুবন্তি]। **অভিধানাৎ**—অনাবৃত্তিশ্রুত্যভিধানাৎ [ইত্যম্ অবগন্তব্যম্ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—কার্য্যাত্যয়ে—কার্য্যব্রহ্মাধিষ্ঠিত ব্রহ্মলোকের 'অত্যয়ে'—নাশ হইলে, **তদধ্যক্ষেণ**—সেই লোকের অধিপতি হিরণ্যগর্ভের সহিত [যাঁহাদের নির্গুণপরব্রহ্মাত্ম-সাক্ষাৎকার হইয়াছে, সেই সগুণপরব্রহ্মবিদ্‌গণ] **অতঃ**—এই কার্য্যব্রহ্ম হইতে, **পরম্**—নির্গুণপরব্রহ্মকে [প্রাপ্ত হন]। **অভিধানাৎ**—অনাবৃত্তিবোধিকা শ্রুতিসকলের কথন হইতে [এইপ্রকার অবগত হইতে হইবে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

কার্য্যব্রহ্মলোকপ্রলয়প্রত্যুপস্থানে সতি তত্রৈব উৎপন্ন-সম্যগ্দর্শনাঃ সন্তঃ তদধ্যক্ষেণ হিরণ্যগর্ভেণ সহ অতঃ পরং পরিশুদ্ধং বিষ্ণোঃ পরমং পদং প্রতিপদ্যন্তে ইতি।১ ইত্থম্ ক্রমমুক্তিঃ অনাবৃত্ত্যাদিশ্রুত্যভিধানেভ্যঃ অভ্যুপগন্তব্যা।২ নহি অঞ্জসা এব গতিপূর্ব্বিকা পরপ্রাপ্তিঃ সম্ভবতি ইতি উপপাদিতম্ ।৩॥৪।৩।১০॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত সগুণপরব্রহ্মবিদ্‌গণের নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞানলাভান্তে কল্পান্তে বিদেহমুক্তি।]

কার্য্যব্রহ্মাধিষ্ঠিত লোকের প্রলয় সমুপস্থিত হইলে, সেই স্থলেই যাঁহাদের সম্যগ্‌দর্শন (—নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞান) উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারা তাহার (—ব্রহ্মলোকের)

* 'নিত্যতা সম্ভবতি' ইতি পাঠঃ। † 'ইতি চ' ইতি পাঠঃ

ভাষ্যানুবাদ

অধিপতি হিরণ্যগর্ভের সহিত ইঁহা (—কার্য্যব্রহ্ম) হইতে শ্রেষ্ঠকে, অর্থাৎ বিষ্ণুর পরিশুদ্ধ পরম পদকে (—নির্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুকে) প্রাপ্ত হন।১ অনাবৃত্তি [ও অমৃতত্ব-প্রাপ্তি] প্রভৃতির বোধক শ্রুতিবচনসকল হইতে এইপ্রকারে 'ক্রমমুক্তি' অঙ্গীকার করিতে হইবে ২ [কিন্তু সাক্ষাদ্ভাবেই পরব্রহ্মপ্রাপ্তি স্বীকার না করিয়া পরম্পরা-ভাবে তাহা করিতেছ কেন ? উত্তর—] যেহেতু গমনপূর্ব্বক পরব্রহ্মপ্রাপ্তি গম্যাগন্তৃরূপে সম্ভব হয় না, ইহা [পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রভাষ্যে] যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।৩॥৪।৩।১০॥

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] **স্মৃতেশ্চ ॥৪।৩।১১॥**

সূত্রার্থ—["ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে...প্রবিশন্তি পরং পদম্" (কূর্ম্ম-পুরাণ, পূর্ব্বঃ ১২।২৬৯) ইতি] **স্মৃতেঃ চ**—স্মৃতিবচনাৎ অপি [ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তানাং সগুণ-পরব্রহ্মবিদাং কল্পান্তে বিদেহমুক্তিঃ ভবতি ইতি গম্যতে]।

অনুবাদ—["প্রতিসঞ্চর (—প্রাকৃতপ্রলয়, ২।৭৩৩ পৃঃ) সমুপস্থিত হইলে ব্রহ্মার (—হিরণ্যগর্ভের) সহিত তাঁহারা সকলে পরম পদে (—নির্বিশেষ পরব্রহ্মে) প্রবেশ করেন", এইপ্রকার] **স্মৃতেঃ চ**—স্মৃতিবচন হইতেও [ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত সগুণপরব্রহ্মবিদ্গণের কল্পান্তে বিদেহমুক্তি হইয়া থাকে, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্মৃতিঃ অপি এতম্ অর্থম্ অনুজানাতি—"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্" ॥ (কূর্ম্ম পুঃ, পূর্ব্বঃ ১২।২৬৯) **ইতি।১ তস্মাৎ কার্য্যব্রহ্মবিষয়া গতিঃ শ্রূয়তে ইতি সিদ্ধান্তঃ** ।২॥৩।৪।১১॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত সগুণপরব্রহ্মবিদ্গণের বিদেহকৈবল্যবিষয়ে স্মৃতিসম্মতি।]

স্মৃতিও [সগুণপরব্রহ্মবিদ্গণের বিদেহমুক্তিরূপ] এই বিষয়কে অনুমোদন করিতেছেন, যথা—"পরের (—লোকাধিপতি হিরণ্যগর্ভের) অধিকার সমাপ্ত হইলে যখন মহাপ্রলয় সমুপস্থিত হয়, তখন কৃতাত্মগণ (—শুদ্ধচিত্ত নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্গণ) ব্রহ্মার (—হিরণ্যগর্ভের) সহিত পরম পদে (—নির্বিশেষব্রহ্মাত্মভাবরূপ মোক্ষে) প্রবেশ করেন", ইত্যাদি (৪)।১ [সিদ্ধান্তের উপসংহার করিতেছেন—] সেইহেতু (—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত সগুণপরব্রহ্মবিদ্গণের এইপ্রকারে মোক্ষ লব্ধ হয় বলিয়া) শ্রুতিতে কার্য্যব্রহ্মবিষয়ক গতি পঠিত হইতেছে, ইহাই সিদ্ধান্ত (৫)।২॥৩।৪।১১॥

ভাবদীপিকা [ব্রহ্মলোকেও জ্ঞান উপদেশসাপেক্ষ]

(৪) বিনা উপদেশে কিন্তু এই নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যার উদয় হয় না। কাশীমোক্ষবিচারে পূজ্যপাদ সুরেশ্বরাচার্য্য এই শাস্ত্রবাক্যসকল উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—"সগুণব্রহ্মবেত্তারঃ তেষাং জ্ঞানং সঃ ঈশ্বরঃ আচষ্টে", "তত্র ব্রহ্মোপদেষ্টা স্যাৎ অত্র সাক্ষাৎ মহেশ্বরঃ", ইত্যাদি। তত্র—ব্রহ্মলোকে। অত্র—কাশীতে। অপরার্থ স্পষ্ট। অতএব ইহা নির্ণীত হয় যে, হিরণ্যগর্ভের অধিকারশেষে মহাপ্রলয়কালে (২।৭৩৩ পৃঃ) যখন তাঁহার বিদেহমুক্তি (১।২৭১ পৃঃ)

ভাবদীপিকা [ক্রমমুক্তির অধিকারী নিরূপণ]

লয় হয়, তৎকালে তৎকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া ক্রমমুক্তিপ্রাপ্ত সগুণপরব্রহ্মবিদগণ নির্গুণপর-ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভান্তে বিদেহমুক্তি লাভ করেন।

[ব্রহ্মলোক হইতে মুক্তিলাভে অধিকারী নিরূপণ]

(৫) এই অধিকরণের ন্যায়মালার ব্যাখ্যা এবং ৪।৩।১০ সূত্রের অবতরণভাষ্যের আলোচনা হইতে প্রতিভাত হয়—যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা সকলেই হিরণ্যগর্ভের অধিকারশেষে প্রাকৃতপ্রলয়কালে (২।৭৩৩ পৃঃ) নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভকরতঃ বিদেহমুক্তি লাভ করেন। উপরন্তু ৪।৩।১০ সূত্রের অবতরণভাষ্যে (২৪৮ পৃঃ) উপকোসলবিদ্যা (ছাঃ ৪।১৫।৫), পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (বৃঃ মাধ্যঃ ৬।১।১৮) এবং দহরবিদ্যাতে (ছাঃ ৮।৬।৬) পঠিত বাক্য-সকল উদাহৃত হওয়ায় এবং সমাধান প্রসঙ্গে ভগবান্ ভাষ্যকার কোন্ বিদ্যাবিদের পুনরাবৃত্তি, বা অপুনরাবৃত্তি হয়, সেই বিষয়ে কিছু না বলিয়া মাত্র "উৎপন্নসম্যগ্দর্শনাঃ (২৪৮ পৃঃ ১ বাক্য) ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগ করায় "অপ্রতিষিদ্ধং পরমতম্ অনুমতং ভবতি", এই ন্যায়ানুসারে উপ-কোসলবিদ্যা এবং পঞ্চাগ্নিবিদ্যাও ক্রমমুক্তিপ্রদ (—ব্রহ্মলোক হইতে মুক্তিপ্রদ) এইপ্রকার বস্তু-স্থিতি পর্য্যবসিত হইতেছে। সম্ভবতঃ এইহেতুবশতঃই উপনিষদের কোন কোন অনুবাদগ্রন্থে উপ-কোসলবিদ্যাতে (ছাঃ ৪।১৫।৫ দ্রঃ) ঈশ্বরানুগ্রহে অপুনরাবৃত্তি বর্ণিত হইয়াছে। এক হিন্দী অনু-বাদ পুস্তকে তো পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে ছাঃ ৫।১০।২ কণ্ডিকার "অন্যত্র আবৃত্তিঃ কল্পনীয়া", এই ভাষ্যাংশের ব্যাখ্যাতে 'ব্রহ্মলোকের মহঃ ও জনাদি লোকরূপ এক স্তর হইতে স্তরান্তরে ক্রমশঃ গমনকরতঃ সত্যলোকে উপস্থিত হইয়া মোক্ষলাভ করেন ; এই যে ব্রহ্মলোকের অন্য স্তরে গমন, ইহাই "অন্যত্র আবৃত্তিঃ", এইপ্রকার পরিষ্কৃতি প্রদত্ত হইয়াছে !! এইপ্রকার নানা অদ্ভুত অপসিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসুগণকে বিভ্রান্ত করিতেছে। ঈশ্বরানুগ্রহ ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভ ও মোক্ষের অসা-ধারণ হেতু (২।৬৭৭ পৃঃ), ইহা "যম্ এব এষঃ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" (কঠ ১।২।২৩, আনন্দ-গিরি দ্রঃ) ইত্যাদি শ্রুতি, "তদনুগ্রহহেতুকেন এব চ বিজ্ঞানেন মোক্ষসিদ্ধিঃ" (২।৬৮০ পৃঃ ১৭ বাক্য) ইত্যাদি ভাষ্যকারীয় বচন এবং "তাঁর কৃপা না হইলে তাঁর দর্শন হয় না" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ১।৪।৭) ইত্যাদি শ্রীরামকৃষ্ণবাণী হইতে অবগত হওয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলেও ব্রহ্মলোকে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্ ও উপকোসলবিদ্যাবিদের প্রতিই তাহা হইবে, অন্যত্র অন্য কাহারও প্রতি হইবে না, ইহার নিয়ামক কিছুই নাই। ঈশ্বর কোন নিয়মের বশীভূতও নহেন। সুতরাং শ্রুতির অর্থনিরূপণপ্রসঙ্গে কর্ম্মানুরূপ ফলদাতা, আবার অশেষ কল্যাণগুণাকর হওয়ায় কর্ম্মনিরপেক্ষভাবে অনুগ্রহবশতঃও শুভফলদাতা *, "ভূতাধিপতি ভূতপাল সর্ব্বেশ্বর" (বৃঃ ৪।৪।২২) এবং স্বাধীন আচরণকারী † তাঁহার কৃপাবিষয়ক বিচার নিরর্থক। উপনিষদ্ভাষ্যে তত্তৎ বিদ্যার বিচারকালে ভগবান্ ভাষ্যকার কোন্ কোন্ বিদ্যাবিদের অপুনরাবৃত্তি, বা পুনরাবৃত্তি হয়, তাহা বিস্তৃতভাবে বিচার করিয়াছেন ; সেইহেতু এই স্থলে "উৎপন্নসম্যগ্দর্শনাঃ" ইত্যাদি

* "যং কাময়ে তমুগ্রং কৃণোমি" (ঋগ্বেদ সং ১০।১২৫।৫), "কর্ম্মানুরূপং কামান্ কর্ম্মফলানি স্বানুগ্রহনিমিত্তাংশ্চ কামান্" (কঠ ২।২।১৩ ভাষ্য) এবং "ঈশ্বর বালকস্বভাব···অনেকে চাচ্ছে,···বলে 'না আমি দেব না'। আবার যে চায়নি···দৌড়ে গিয়ে সেধে তাকে দিয়ে ফেলেন", এবং "ঈশ্বরের কৃপা হলে এক ক্ষণে সিদ্ধিলাভ হতে পারে" (কথামৃত ৩।১৫।১।১৮১ পৃঃ), ইত্যাদি শ্রীরামকৃষ্ণবাণী দ্রঃ।

† "বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ। একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরাচারী যথাসুখম্"। (মহাভাঃ শাঃ ৩৫১।৫) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

ভাবদীপিকা [ক্রমমুক্তির অধিকারী নিরূপণ]

বাক্যপ্রয়োগ করিয়াই বিচার শেষ করিলেন, সেই 'সম্যগ্দর্শন' কাহাদের হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ বিচার করিলেন না। আর তাহার আবশ্যকতাও এখানে নাই, কারণ ৪।৪।৭ অধিকরণে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তগণের ঐশ্বর্য্যের বিচারপ্রসঙ্গে তথা হইতে কাহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহা তিনি ৪।৪।১৭ সূত্রভাষ্যের প্রারম্ভেই "সহৈব মনসা ঈশ্বরসাযুজ্যং ব্রজন্তি", ইত্যাদিপ্রকারে বলিয়াছেন (৪।৪।৭ অধিঃ ২ ভাবদীঃ দ্রঃ)। পূজ্যপাদ **ন্যায়রক্ষামণিকার** ১।৪।৩ অধিকরণে (১৬৭-৬৮ পৃঃ) বলিয়াছেন—"ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাঃ ন আবর্ত্তন্তে ইতি নায়ং নিয়মঃ।....যাসাম্ উপাসনানাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিদ্বারা ক্রমমুক্তিফলকত্বে কিঞ্চিৎ প্রমাণম্ অস্তি, তাভিঃ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাঃ এব ন আবর্ত্তন্তে ইতি নিয়মঃ"। পূজ্যপাদ **ব্রহ্মবিদ্যা**ভরণকার ১।৩।১৩ সূত্রভাষ্যের ব্যাখ্যাতে (২৮৫ পৃঃ) বলিয়াছেন—"পরং তু যেষাম্ উপাসনানাং ক্রমমুক্তিফলকতায়াং কিঞ্চিৎ প্রমাণম্ অস্তি, তেষাম্ এব ব্রাহ্মলৌকিকতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারং বিনা তদনুপপত্তেঃ ব্রহ্মলোকে তত্ত্বসাক্ষাৎকারঃ ফলত্বেন কল্প্যতে", ইত্যাদি। অতএব 'ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেই ক্রমমুক্তি লব্ধ হয়', ইহা **নিশ্চিতভাবে অপসিদ্ধান্ত**। একণে জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসানিবৃত্তির জন্য কোন্ কোন্ বিদ্যাবলে ব্রহ্মলোক হইতে ক্রমমুক্তি লব্ধ হয় এবং কোন কোন্ বিদ্যার ফলে হয় পুনরাবৃত্তি, তাহা আমরা উপনিষদ্ভাষ্যাদি অবলম্বনে প্রদর্শন করিতেছি। যথা—**১। উপকোসলবিদ্যা**—ইহা কার্য্যব্রহ্ম ও কারণব্রহ্মের সমুচ্চিত উপাসনা, সুতরাং মিশ্রিত বিদ্যা (৩।৫৬২ পৃঃ পাদটীকা দ্রঃ)। কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ প্রথম জীব। সুতরাং এই বিদ্যা জীবোপাসনাসমুচ্চিত পরব্রহ্মোপাসনা। এই বিদ্যাবিদের পুনরাবৃত্তি হয়, ইহা "ইমং মানবং আবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" (ছাঃ ৪।১৫।৫), ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং তাহার ভাষ্যে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত স্থলে ভাষ্যব্যাখ্যাতে পূজ্যপাদ **আনন্দ**গিরি বলিয়াছেন—'ইমম্' ইতি বিশেষণাৎ অনাবৃত্তিঃ অস্মিন্ কল্পে, কল্পান্তরে তু আবৃত্তিঃ ইতি সূচ্যতে"। **ব্রহ্মবিদ্যা**ভরণকারও বলিয়াছেন—"তস্মিন্ মানবে নাবর্ত্তন্তে...মানবান্তরে তু অনিয়মঃ" (২৮৫ পৃঃ)। সুতরাং এই বিদ্যাবিদের [অবান্তর-] কল্পান্তে, বা সেই মন্বন্তরান্তে আবৃত্তি হয়, ইহাই নির্ণীত হইতেছে। পূজ্যপাদ **ন্যায়রক্ষামণিকারও** বলেন—উক্ত বিদ্যাবলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত বিদ্বান্ সেই মন্বন্তরমাত্র তথায় অবস্থান করেন ("বর্ত্তমানমন্বন্তরাবৃত্তিনিষেধাচ্চ", ন্যায়রক্ষামণি ১৬৭ পৃঃ দ্রঃ); পরে তাঁহার পুনরাবৃত্তি হয়। গুণযোগের ও বিদ্যার পরিপকতার তারতম্যবশতঃ [ইহা পরে বর্ণিত হইতেছে] সগুণপরব্রহ্মবিদ্যাবিদেরই যখন সাযুজ্য ও ক্রমমুক্তি লব্ধ হয় না, তখন জীবোপাসনাযুক্ত ব্রহ্মোপাসনার ফলে তাহা হইবে, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধও বটে। **২। পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে**—ছাঃ ৫।১০।২ শ্রুতিতে আবৃত্তি, বা অনাবৃত্তি কিছুই পঠিত হয় নাই। বৃঃ কাণ্বঃ ৬।২।১৫ শ্রুতিতে উক্ত বিদ্যাতে "তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ", এইপ্রকারে অনাবৃত্তি পঠিত হইলেও ভগবান্ ভাষ্যকার সেই স্থলে "ইহ" ইতি শাখান্তরপাঠাৎ" এইপ্রকারে মাধ্যন্দিনশাখাপঠিত বৃহদারণ্যক হইতে "তেষাং ইহ ন পুনরাবৃত্তিঃ অস্তিঃ", (বৃঃ মাধ্যঃ ৬।১।১৮) এই পাঠ সংক্ষেপে অধ্যাহারকরতঃ "অস্মাৎ কল্পাৎ ঊর্দ্ধ্বং আবৃত্তিঃ গম্যতে", এইপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "ব্রহ্মণঃ অনেকান্ কল্পান্ বসন্তি" (বৃঃ কাণ্বঃ ৬।২।১৫ ভাষ্য), এবং "কল্পশব্দঃ অবান্তরকল্পবিষয়ঃ" (ঐ, আনন্দগিরি), ইত্যাদি

ভাবদীপিকা [ক্রমমুক্তির অধিকারী নিরূপণ]

বচন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বহু অবান্তরকল্প ব্রহ্মলোকে বাসের অনন্তর ইঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয়। গীতা ৮।১৬ টীকাতে আচার্য্য মধুসূদনও এইপ্রকার সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়াছেন। **৩। হিরণ্যগর্ভবিদ্যা**— (ক) **পর্য্যঙ্ক**বিদ্যা একপ্রকার হিরণ্যগর্ভ-বিদ্যা; ব্রহ্মলোকে গতি, হিরণ্যগর্ভের ন্যায় জিতি (— সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব) এবং ব্যাপ্তি (— সর্ব্বাত্মকত্ব) ইহার ফল। কৌ: ১৩ দীপিকা দ্রষ্টব্য। মোক্ষলাভের কোন প্রসঙ্গই এই বিদ্যাতে নাই। (খ) **সম্বর্গ**বিদ্যা (ছা: ৪।১) এবং **প্রাণ**শ্রেষ্ঠ্যবিদ্যাও (বৃ: ১।৫।১) অধিদৈবাংশে একপ্রকার হিরণ্যগর্ভবিদ্যা; ইহাদের ফলে হিরণ্যগর্ভের সাযুজ্য ও সালোক্য বর্ণিত হওয়ায় এই বিদ্যাবিদ্-গণের ব্রহ্মলোকে গতি অবগত হওয়া যায়। অধ্যাত্মাংশে অব্রহ্মোপাসনা সমুচ্চিত এই বিদ্যা-দ্বয়ের ফলে ক্রমমুক্তির কোন প্রশ্নই উঠে না। বস্তুতঃ শ্রুতি বা স্মৃতি কোন স্থলেই **হিরণ্য-গর্ভ**বিদ্যাবিদ্‌গণের মুক্তি বর্ণিত হয় নাই। (গ) উপরন্তু **হৃদয়**বিদ্যা (বৃ: ৫।৩।১) হইতে আরম্ভ করিয়া **সত্য**বিদ্যা (বৃ: ৫।৪) প্রভৃতি যতগুলি বিদ্যা পঠিত হইয়াছে, সেই সকলগুলিই হিরণ্যগর্ভবিদ্যা, ইহা তত্রস্থ ভাষ্য, ভাষ্যবার্ত্তিক এবং আনন্দগিরিকৃত টীকা হইতে অবগত হওয়া যায়। "তস্মিন্ বসন্তি শাশ্বতীঃ সমাঃ" (বৃ: ৫।১০) ইত্যাদি শ্রুতিতে সেই বিদ্যাবিদ্-গণের "ব্রহ্মণঃ বহূন্ কল্পান্ বসন্তি", এই ভাষ্যবচনানুসারে বহু অবান্তর কল্প বাস মাত্র অবগত হওয়া যায়। সুতরাং তাঁহাদের পুনরাবৃত্তিই অঙ্গীকার্য্য। (ঘ) "অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যম্ উপাসতে" (বৃ: ৬।২।১৫), "অরণ্যে শ্রদ্ধা তপঃ ইতি উপাসতে" (ছা: ৫।১০।২), ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রদ্ধা ও তপঃশব্দে সত্যব্রহ্মের (— হিরণ্যগর্ভের) উপাসক, বানপ্রস্থী এবং পরিব্রাজক * গৃহীত হইয়াছেন। বৃ: ৬।২।১৫ ভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদের সহ ইঁহাদেরও পুনরাবৃত্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন। আবার "তদ্ বৈ বনৌকসাম্" (বিষ্ণু পু: ১।৬।৩৭), ইত্যাদি বাক্য এবং তাহার শ্রীধরী টীকা হইতে বানপ্রস্থিগণের তপোলোকে গতি বর্ণিত হইয়াছে। তপোলোক ব্রহ্মলোকের অন্তর্গত হইলেও ইঁহাদের মুক্তি হয় না, কারণ সাযুজ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত যাঁহারা ব্রহ্মলোকের সর্ব্বোচ্চ স্তরে গমন করেন, তাঁহাদেরই ক্রমমুক্তি লব্ধ হয়, অপরের নহে, ইহা পরে ৩১ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে আলোচিত হইবে। **৪। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর** ব্রহ্মলোকে গতি হয়, ইহা "ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণ অনুবিন্দতি" (ছা: ৮।৪।৩), "সর্ব্বে এতে পুণ্যলোকাঃ ভবন্তি" (ছা: ২।২৩।১), ইত্যাদি শ্রুতি, "সঃ গচ্ছতি উত্তমং স্থানম্" (মনু সং ২।২৪৯), "অষ্টাশীতিসহস্রাণামৃষীণামূর্দ্ধ্বরেতসাম্" (বৃ: ৬।২।১৫ ভাষ্য), ইত্যাদি স্মৃতি এবং "নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণাম্ উত্তরেণার্য্যম্ণঃ পন্থা" (ছা: ৫।১০।২ ভাষ্য), ইত্যাদি ভাষ্যকারীয় বচন হইতে অবগত হওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণ ১।৬।৩৬ শ্লোক এবং তাহার শ্রীধরী টীকা হইতে অবগত হওয়া যায়—'ইঁহারা ব্রহ্মলোকের নিম্নতম স্তর জনলোকে গমন করেন'। জনলোকবাসিগণের ক্রমমুক্তি লব্ধ হয় না, ব্রহ্মলোকের সর্ব্বোচ্চ স্তরবাসিগণের তাহা হয়,

---

* "কুটীচকবহূদকয়োঃ ভূর্লোকঃ, বহূদকস্য স্বর্গলোকঃ, হংসস্য তপোলোকঃ, পরমহংসস্য সত্যলোকঃ, তুরীয়াতীতাব-ধূতয়োঃ স্বাত্মনি এব কৈবল্যম্" (নারদপরিব্রাজক উপ: ৫।১), ইত্যাদি শ্রুতিবলে কেহ কেহ বলেন—তত্তৎপ্রকার সন্ন্যাসগ্রহণমাত্রেই স্বর্লোক ও তপোলোকসংজ্ঞক ব্রহ্মলোক লাভ হয়। ইহা সর্ব্বথা অসঙ্গত। বিদ্যাব্যতিরেকে স্বর্গাদি-লাভ কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে, "বিদ্যয়া দেবলোকঃ" (বৃ: ১।৫।১৬), "বিদ্যয়া তদারোহন্তি" (শত: ব্রা: ১০।৫।৪।১১), ইত্যাদি শ্রুতি তাহাই বলেন। ৩৫১৮ পৃ: ভাবদী: শেষাংশ এবং ৩।৩১৮ পৃ: ২৭ বাক্য ও (১০) ভাবদী: দ্র:।

ভাবদীপিকা [ক্রমমুক্তির অধিকারী নিরূপণ]

ইহা উপরেই বলা হইয়াছে। আবার "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" (ছাঃ ২।২৩।১) ইত্যাদি শ্রুতিতে তপস্বিগণের সহিত একই উপক্রমে বর্ণিত হওয়ায় এবং সেই স্থলে মাত্র "ব্রহ্মসংস্থেরই" অমৃতত্ব বর্ণিত হওয়ায় ইঁহাদের অমৃতত্ব (—ক্রমমুক্তি) লব্ধ হয় না, ইহা অবগত হওয়া যায়। ভগবান্ মনুও "ব্রহ্মচর্য্যম্ অবিপ্লুতঃ....ন চ ইহ জায়তে পুনঃ" (মনু সং ২।২৪৯), এই স্থলে প্রযুক্ত '**ইহ**' শব্দের দ্বারা এই মন্বন্তরে, অথবা এই অবান্তর কল্পে তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না, পরন্তু অন্য মন্বন্তরে, অথবা অবান্তর কল্পান্তরে তাহা হয়, ইহাই নির্ণয় করিয়াছেন। "ইহ" শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য, "ইমম্ ইহ ইতি চ বিশেষণাৎ অন্যত্র আবৃত্তিঃ কল্পনীয়া" (ছাঃ ৫।১০।২ ভাষ্য),"কল্পাৎ ঊর্দ্ধ্বম্ আবৃত্তিঃ গম্যতে" (বৃঃ ৬।২।১৫ ভাষ্য), ইত্যাদি ভাষ্যকারীয় বচনে দ্রষ্টব্য * । ৪।৪।২২ সূত্রভাষ্যের টীকাতে **ন্যায়**নির্ণয়কার ও **রত্ন**প্রভাকার ইঁহাদের পুনরাবৃত্তি স্পষ্টভাবেই অঙ্গীকার করিয়াছেন। **৫। অশ্বমেধযাজীর** ব্রহ্মলোকে গতি ও পুনরাবৃত্তি "মহাভিষক্প্রভৃতীনাম্ আবৃত্তিস্মরণাৎ", ইত্যাদি ন্যায়রক্ষামণিকারের (১৬৭ পৃঃ) বচন এবং ৪।৪।২২ সূত্রভাষ্যে "পঞ্চাগ্নিবিদ্যাশ্বমেধদৃঢ়ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনৈঃ যে গতাঃ তেষাং তত্ত্বজ্ঞাননিয়মাভাবাৎ আবৃত্তিঃ স্যাৎ", ইত্যাদি **রত্ন**প্রভাকারের বচন হইতে অবগত হওয়া যায়। **৬। প্রতীকাবলম্বনা** উপাসনার ফলে ব্রহ্মলোকে গতিই হয় না, ইহা পরবর্ত্তী অধিকরণে বর্ণিত হইবে। কিন্তু **প্রণব**প্রতীকাবলম্বনা ব্রহ্মবিদ্যার ফলে ব্রহ্মলোকে গতি ও **ক্রম**মুক্তি ১।৩।৪ ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণে বর্ণিত হইয়াছে। **৭। দহরাদি** সগুণপরব্রহ্মোপাসনার ফলে **ক্রমমুক্তি** হয়, ইহা "ন চ পুনরাবর্ত্ততে" (ছাঃ ৮।১৫।১), এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। **লক্ষ্য** করিতে হইবে— "প্রজাপতিঃ উবাচ, প্রজাপতিঃ উবাচ", (ছাঃ ৮।১২।৬), এইপ্রকারে নির্গুণদহরবিদ্যার (—প্রজাপতিবিদ্যার) বর্ণনা শেষ করিয়া ছাঃ ৮।১।১ কণ্ডিকা হইতে আরব্ধ সগুণদহরবিদ্যার (—হার্দ্দবিদ্যার) অবশিষ্টাংশ পুনরায় ছাঃ ৮।১৩।১ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা ভগবান্ ভাষ্যকারের "পূর্ব্ববাক্যবিচ্ছেদেন" (৪।৩।১৪ সূঃ ১১ বাক্য) ইত্যাদি বচন, পূজ্যপাদ প্রকটার্থকারের "পূর্ব্বপ্রকরণস্থদহরবিদ্যাসম্বন্ধাৎ" (১০৭৭ পৃঃ) ইত্যাদি বচন এবং পূজ্যপাদ আনন্দগিরির দহরবিদ্যায়াঃ শেষভূতম্" (ছাঃ ৮।১৩।১) ইত্যাদি বচন হইতে অবগত হওয়া যায় (১৬ ভাবদীঃ দ্র.)। সুতরাং দেখা যাইতেছে—ছা ৮।১৫।১ শ্রুতিতে 'ইহ' ইত্যাদি পদ প্রযুক্ত না হওয়ায় একমাত্র দহরাদি সগুণপরব্রহ্মোপাসনার ফলে ইহলোকে সিদ্ধ সাধকেরই ব্রহ্মলোক হইতে মুক্তি হয়, অপরের নহে। "যে তু দহরাদীশ্বরোপাস্ত্যা গতাঃ....তেষাং লব্ধাত্মজ্ঞানাৎ মুক্তিঃ ইতি নিয়মঃ" (৪।৪।২২ সূঃ রত্নপ্রভা) ইত্যাদি এবং "যে ক্রমমুক্তিফলাভিঃ উপাসনাভিঃ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাঃ তেষাম্ এব তত্র উৎপন্নসম্যগ্দর্শনানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষঃ" (গীতা ৮।১৬, মধুসূদন), ইত্যাদি বচন হইতেও ইহাই নির্ণীত হয়। ছাঃ৮।১৫।১ ভাষ্যে "প্রাক্ ততো নাবর্ত্ততে", ইত্যাদি ভাষ্যগ্রন্থে 'ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত অন্যান্য বিদ্যাবিদ্গণের যেমন মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে পুনরাবৃত্তি, অথবা পুনরাবৃত্তির জন্য মহাপ্রলয়ে অব্যক্তে বিলীনতা হয়, ব্রহ্মলোকবিলয়ান্তে দহরবিদ্যাবিদের সেইপ্রকার পুনরাবৃত্তি কল্পনীয় নহে; ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। যেহেতু তাঁহাদের

* মনুসংহিতার মেধাতিথিভাষ্যে এবং কুল্লূকভট্টকৃত টীকাতে ইঁহাদের মোক্ষ বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহারা ভগবান্ মনুকর্ত্তৃক এই স্থলে ব্যবহৃত "ইহ" শব্দটী লক্ষ্য করিলেন না, ইহা বিস্ময়ের বিষয়।

ভাবদীপিকা [ক্রমমুক্তির অধিকারী নিরূপণ]

কি গতি হয়, তাহা এই ১১ সূত্রভাষ্যে "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে", ইত্যাদি কূর্ম্মপুরাণবচনবলে নির্ণীত হইয়াছে। তবে এই **সগুণপরব্রহ্মোপাসনাতেও** একটু **বিশেষ** আছে। তাহা এই—**ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার** ১।১।৪ সূত্রভাষ্যের ব্যাখ্যাতে (১১৩ পৃঃ) বলিয়াছেন—"অহংগ্রহোপাসকানামপি "তেন উ এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি" (বৃঃ ১।৫।২৩) ইতি ফলতারতম্যং দর্শয়তি। যস্য ঈষদপরিপক্বম্ উপাসনম্, তস্য সলোকতা, অন্যস্য সাযুজ্যম্ ইতি হি তদর্থঃ। এবং গুণাদিতারতম্যেঽপি দ্রষ্টব্যম্", ইত্যাদি। ইহা হইতে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, দহরাদি অহংগ্রহোপাসকগণের মধ্যেও যাঁহাদের উপাসনা অপরিপক্ব, অথবা অপহতপাপ্মত্বাদি (ছাঃ ৮।১।৫) গুণযোগের তারতম্য আছে, তাঁহাদের ব্রহ্মলোকের কোন নিম্নতর স্তরে অবস্থিতিরূপ সালোক্য ও সামীপ্যাদি মুক্তিই লব্ধ হয়, সাযুজ্য মুক্তি নহে। সুতরাং ইঁহাদেরও পুরাণোক্ত জয় বিজয়ের ন্যায় পুনরাবৃত্তি অঙ্গীকার করিতে হইবে; যেহেতু ভগবান্ ভাষ্যকার ৪।৪।১৭ সূত্রভাষ্যে "যে....ঈশ্বরসাযুজ্যং ব্রজন্তি", ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগ করতঃ বিদ্যাপ্রভাবে সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্তগণেরই ক্রমমুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সালোক্যাদি মুক্তি-প্রাপ্তগণের নহে। ইহা আমরা সেই স্থলে পুনরায় আলোচনা করিব। **আরও** একটী বিষয় **লক্ষ্য** করিতে হইবে—১।৩।৮ দেবতাধিকরণন্যায়বলে দেবগণের নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সুতরাং রাজ্যাধিপতি ও রাজ্যবাসিগণের মনুষ্যত্বের ন্যায় দেবলোক ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তগণের তত্তৎ লোকাধিপতি দেবতার ন্যায় দেবত্ব সিদ্ধ হওয়ায় এবং ৩।২৬ পাত-ঞ্জলভাষ্যে মাহেন্দ্রলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত তত্তল্লোকনিবাসিগণ দেবশব্দে বর্ণিত হওয়ায়, সেই সেই লোকবাসী দেবগণেরও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার অঙ্গীকরণীয়। সুতরাং অশ্বমেধাদি যে কোন কর্ম্ম, বা যে কোন উপাসনার বলেই হউক না কেন, দেবলোক ও ব্রহ্মলোকগত দেবত্ব-প্রাপ্তগণ যদি তথায় ভোগবিতৃষ্ণ ও শমদমাদি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করতঃ তদাত্মবিজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে সেখানেই তাঁহাদের সদ্যো-মুক্তি লব্ধ হইতে কোন বাধা নাই। আর **পরমেশ্বর** যাঁহাকে **কৃপা** করেন, তিনি যে কোন বিদ্যাবিদ্ হউন, বা না হউন; যে কোন লোক হইতে যে কোন জীবের **সদ্যো-মুক্তি**তেও কোন বাধা নাই। সাধারণ নিয়মানুসারে কিন্তু ইহলোকে অনুষ্ঠিত দহরাদি সগুণ-পরব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি যে সকল বিদ্যাতে ফলরূপে ব্রহ্মলোক হইতে অপুনরাবৃত্তি, অথবা পরমেশ্বর-সাযুজ্য প্রাপ্তি [শাণ্ডিল্যবিদ্যা, ছাঃ ৩।১৪।৪ দ্রঃ] শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে, মাত্র সেই সকল **বিদ্যা ব্যতিরেকে** অন্য কোন বিদ্যাবলেই ব্রহ্মলোক হইতে আত্যন্তিক **অনাবৃত্তি লব্ধ হয় না,** ইহাই শাস্ত্রতাৎপর্য্য। **সংশয়** হয়—সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ও অসম্বদ্ধ বিষয় পূর্ব্ব-পক্ষরূপেও উপন্যস্ত হইতে পারে না। দহরাদি বিদ্যা ব্যতিরেকে উপকোসলাদি বিদ্যা যদি ব্রহ্মলোক হইতে অনাবৃত্তির হেতুই না হয়, তাহা হইলে ভাষ্যমধ্যে তাহারা আশঙ্কিত বিষয়রূপেই বা পরিগৃহীত হইয়াছে কেন? **বলিতেছি**—অনাবৃত্তি দুইপ্রকার—**১।** আত্যন্তিক (—ক্ষয়বিহীন) এবং **২।** অনাত্যন্তিক (—ক্ষয়শীল)। আর সালোক্যাদিভেদে মুক্তিও পঞ্চবিধ, ইহা পরে আলোচিত হইবে। সম্যগনুষ্ঠিত দহরাদি বিদ্যার ফলে হয় সগুণপরব্রহ্ম সাযুজ্যরূপ মুক্তি ও ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন সম্যগ্দর্শনবলে আত্যন্তিক অনাবৃত্তি। উপকোসলাদি

শাঙ্করভাষ্যম্—কং পুনঃ পূর্ব্বপক্ষম্ আশঙ্ক্য অয়ং সিদ্ধান্তঃ প্রতিষ্ঠাপিতঃ "কার্য্যং বাদরিঃ" (৪।৩।৭) ইত্যাদিনা ইতি? ১ সঃ ইদানীং সূত্রৈঃ এব উপদর্শ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ—আচ্ছা, কোন্ পূর্ব্বপক্ষকে আশঙ্কা করিয়া "কার্য্যং বাদরিঃ", ইত্যাদির দ্বারা এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইল? ১ [উত্তরে ভগবান্ ভাষ্যকার ব'লতেছেন—] তাহা (—সেই পূর্ব্বপক্ষ) এক্ষণে সূত্রসকলের দ্বারাই [ভগবান্ সূত্রকারকর্ত্তৃক] প্রদর্শিত হইতেছে—

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] **পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ॥৪।৩।১২॥**

পদচ্ছেদ—পরং, জৈমিনিঃ, মুখ্যত্বাৎ।

সূত্রার্থ—[অমানবঃ পুরুষঃ] **পরম্**—পরম্ এব নির্গুণং ব্রহ্ম [গময়তি, ইতি] **জৈমিনিঃ**—আচার্য্যঃ জৈমিনিঃ [মন্যতে। কুতঃ? নপুংসকব্রহ্মশব্দস্য নির্গুণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি এব] **মুখ্যত্বাৎ**—মুখ্যয়া বৃত্ত্যা প্রযুক্তত্বাৎ।

অনুবাদ—[অমানব পুরুষ] **পরম্**—নির্গুণপরব্রহ্মকে [প্রাপ্ত করান, ইহা] **জৈমিনিঃ** আচার্য্য জৈমিনি [মনে করেন। তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] যেহেতু [নপুংসকলিঙ্গান্ত ব্রহ্মশব্দের নির্গুণপরব্রহ্মেই] **মুখ্যত্বাৎ**—শক্তিবৃত্তিতে প্রয়োগ হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

জৈমিনিঃ তু আচার্য্যঃ "সঃ এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছাঃ ৪।১৫।৫), ইতি অত্র পরম্ এব ব্রহ্ম প্রাপয়তি ইতি মন্যতে। ১ কুতঃ? ২ মুখ্যত্বাৎ। ৩ পরং হি ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দস্য মুখ্যম্ আলম্বনং, গৌণম্ অপরম্। ৪ মুখ্যগৌণয়োশ্চ মুখ্যে সম্প্রত্যয়ঃ ভবতি। ৫॥৪।৩।১২॥

ভাষ্যানুবাদ

(পূঃ—শব্দের শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থই মুখ্য হওয়ায় নির্গুণপরব্রহ্মই গন্তব্য।)

[পূর্ব্বপক্ষ—] "তিনি (—সেই অমানব পুরুষ) ইঁহাদিগকে ব্রহ্ম (৬) প্রাপ্ত করান", ইত্যাদি এই স্থলে [নির্গুণ] পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত করান্, ইহা আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন। ১ কোন্ হেতুবলে তাহা করেন? ২ [উত্তর—] যেহেতু [নির্গুণ পরব্রহ্মই] মুখ্য। ৩ [ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—] পরব্রহ্মই (—নির্গুণ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মই) ব্রহ্মশব্দের মুখ্য অবলম্বন (—ব্রহ্মশব্দের শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থ নির্গুণপরব্রহ্ম), অপরব্রহ্ম গৌণ (—সেইপ্রকার অর্থ লক্ষণাবৃত্তিলভ্য)। ৪ আর গৌণ ও মুখ্যের মধ্যে মুখ্যে সম্প্রত্যয় (—শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থই বুদ্ধিতে প্রথমে সম্যগ্‌রূপে আরূঢ়) হয়। ৫॥৪।৩।১২॥

ভাবদীপিকা

বিদ্যার ফলে হয় সালোক্যাদি মুক্তি ও সম্যগ্দর্শন না হওয়ায় হয় অনাত্যন্তিক অনাবৃত্তি। সুতরাং সম্পূর্ণ অপবদ্ধ বিষয় গৃহীত না হওয়ায় কোন দোষ হয় না। চতুর্থাধ্যায়ান্তে ইহা পুনরায় আলোচিত হইবে। (সংগ্রহাত্মক এই বিচার সম্পূর্ণরূপেই আমাদের)।

(৬) পূর্ব্বপক্ষী এখানে নির্গুণপরব্রহ্মবোধক ব্রহ্মশব্দরূপ অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণ

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] **দর্শনাচ্চ ॥৪।৩।১৩॥**

সূত্রার্থ—দর্শনাৎ—"তয়া উর্দ্ধম্ আয়ন্ অমৃতত্বম্ এতি" (ছাঃ ৮।৬।৬), ইতি মুক্তেঃ গতিপূর্ব্বকত্বদর্শনাৎ, চ—অপি [অমানবঃ পুরুষঃ পরম্ এব ব্রহ্ম গময়তি ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—দর্শনাৎ চ—"সুদবুম্নদ্বারে ঊর্দ্ধে গমনকরতঃ অমৃতত্বকে প্রাপ্ত হন", এইপ্রকারে মুক্তির গতিপূর্ব্বকতা পরিদৃষ্ট হয় বলিয়াও [অমানব পুরুষ [নির্গুণ] পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত করান, ইহাই অর্থ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"তয়া ঊর্দ্ধম্ আয়ন্ অমৃতত্বম্ এতি" (ছাঃ ৮।৬।৬, কঠ ২।৩।১৬), ইতি চ গতিপূর্ব্বকম্ অমৃতত্বং দর্শয়তি ।১ অমৃতত্বং চ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি উপপদ্যতে, ন কার্য্যে বিনাশিত্বাৎ কার্য্যস্য ।২ "অথ যত্র অন্যৎ পশ্যতি...তৎ অল্পম্...তৎ মর্ত্ত্যম্" (ছাঃ ৭।২৪।১), ইতি প্রবচনাৎ পরবিষয়া এব চ এষা গতিঃ কঠবল্লীষু পঠ্যতে ।৩ নহি তত্র বিদ্যান্তরপ্রক্রমঃ অস্তি, "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্র অধর্ম্মাৎ" (কঠ ১।২।১৪), ইতি পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রক্রান্তত্বাৎ ।৪॥৪।৩।১৩॥

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—গতিপূর্ব্বক নির্গুণপরব্রহ্মপ্রাপ্তিতে শ্রুতিসম্মতি প্রদর্শন।]

"তদবলম্বনে ঊর্দ্ধে গমনকরতঃ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন", এইপ্রকারে [শ্রুতি] গমনপূর্ব্বক অমৃতত্বকে (৭) প্রদর্শন করিতেছেন।১ অমৃতত্ব কিন্তু পরব্রহ্মেই (—তৎস্বরূপতা প্রাপ্তিতেই) যুক্তিসঙ্গত, কার্য্যব্রহ্মে (—তৎপ্রাপ্তিতে) নহে; যেহেতু কার্য্য বিনাশী।২ [কার্য্যমাত্রই বিনাশী, এই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] "আর যাহাতে অন্য কিছু দর্শন করে, তাহা অল্প, তাহা মরণশীল", এইপ্রকার প্রবচন (—প্রকৃষ্ট বাণী, বেদবচন) থাকায় কঠবল্লীসকলে [নির্গুণ] পরব্রহ্মবিষয়েই এই গতি পঠিত হইতেছে।৩ [কিন্তু স্বস্বরূপভূত নিরুপাধিক, সুতরাং নির্বিশেষ পরব্রহ্মে তো গতি সম্ভব নহে। উত্তর—তাহা বলিতে পার না]; যেহেতু তাহাতে (—কঠবল্লীতে) অন্য বিদ্যার প্রক্রম (—বর্ণনা) নাই, কারণ "ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন", এইপ্রকারে [নির্গুণ] পরব্রহ্মই প্রক্রান্ত (—প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে পরিগৃহীত, ৮) হইয়াছেন।৪॥৪।৩।১৩॥

ভাবদীপিকা

প্রদর্শন করিলেন। যেহেতু "দেশতঃ কালতঃ বস্তুতশ্চ অনবচ্ছিন্নং বস্তু ব্রহ্মশব্দস্য মুখ্যম্ আলম্বনম্" (প্রকটার্থ)। "অর্চ্চিরাদিমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া অবিদ্যাকে পরিত্যাগকরতঃ উপাসক স্বস্বরূপভূত মুখ্য ব্রহ্মবস্তুতে অবস্থিত হন, শাস্ত্রবলে এইপ্রকার কল্পনা সঙ্গত" ব্রহ্মবিদ্যাভরণ)॥ ইহা আচার্য্য **জৈমিনির** পক্ষ।

(৭) **পূর্ব্ব**বাদী এখানে গতিপূর্ব্বক নির্গুণপরব্রহ্মরূপ অমৃতত্ব প্রাপ্তিতে **লিঙ্গ**প্রমাণ এবং (৮) এই স্থলে গতিপূর্ব্বক নির্গুণপরব্রহ্ম প্রাপ্তিতে **প্রকরণ**প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। ধর্ম্মাধর্ম্মাতীত নির্গুণপরব্রহ্মই কঠবল্লীতে প্রতিপাদ্যরূপে পরিগৃহীত হওয়ায় এবং সমানপ্রকরণে

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] **ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ॥৪।৩।১৪॥**

সূত্রার্থ—[নমু উপাসকস্য মরণকালে কার্য্যপ্রাপ্তিসঙ্কল্পশ্রুতেঃ ন পরং গন্তব্যম্ ইতি শঙ্কাং নিরস্যতি পূর্ব্ববাদী—"প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে" (ছাঃ ৮।১৪।১) ইতি অয়ং] **প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ**—[প্রতিপত্তিঃ—গতিঃ, পদেঃ গত্যর্থত্বাৎ। অভিসন্ধিঃ—সঙ্কল্পঃ। তথাচ অর্থঃ—] বেশ্মপ্রাপ্তিসঙ্কল্পঃ, **কার্য্যে**—কার্য্যব্রহ্মণি হিরণ্যগর্ভে, **ন চ**—নৈব সম্ভবতি। অপি তু প্রকরণাৎ নির্গুণপরব্রহ্মবিষয়কঃ এব, "তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৮।১৪।১), ইতি পরস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ]।

অনুবাদ—[কিন্তু উপাসকের মরণকালে কার্য্যব্রহ্ম প্রাপ্তিবিষয়ক সঙ্কল্প শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় পরব্রহ্ম গন্তব্য নহেন ; এইপ্রকার আশঙ্কাকে পূর্ব্ববাদী নিরাকরণ করিতেছেন—"আমি যেন প্রজাপতির সভাগৃহে গমন করি", ইত্যাদি এই] **প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ**—['প্রতিপত্তি'শব্দের অর্থ গতি, যেহেতু পদ্‌ধাতুর অর্থ গমন। অভিসন্ধি—সঙ্কল্প। তাহাতে অর্থ হয়—] সভাগৃহপ্রাপ্তিবিষয়ক সঙ্কল্প, **কার্য্যে**—কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভে, **ন চ**—কদাপি সম্ভব নহে। [পরন্তু প্রকরণপ্রমাণবলে তাহা নির্গুণপরব্রহ্মবিষয়কই হইবে, যেহেতু "তাহারা (—নাম ও রূপ) যাঁহার মধ্যে অবস্থিত, তিনি ব্রহ্ম", এইপ্রকারে শ্রেষ্ঠই (—নির্গুণ-পরব্রহ্মই) প্রস্তাবিত হইয়াছেন, ইহা পূর্ব্বপক্ষ।]

শাঙ্করভাষ্যম্

অপি চ "প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে" (ছাঃ ৮।১৪।১), ইতি নায়ং কার্য্যবিষয়ঃ প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ, "নামরূপয়োঃ নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম" (ঐ) ইতি কার্য্যবিলক্ষণস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রকৃতত্বাৎ ।১ "যশঃ অহং ভবামি ব্রাহ্মণানাম্" (ঐ), ইতি চ সর্ব্বা-

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—লিঙ্গ ও প্রকরণপ্রমাণবলে গতিপূর্ব্বক নির্গুণপরব্রহ্মপ্রাপ্তি প্রতিপাদন।]

[সিদ্ধান্তী বলেন—"প্রজাপতির সভাগৃহ যেন প্রাপ্ত হই", এইপ্রকার সঙ্কল্পকরতঃ উপাসক দেহত্যাগ করেন ; সুতরাং সঙ্কল্প কার্য্যব্রহ্মবিষয়ক হওয়ায় পরব্রহ্ম গন্তব্য নহেন। তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—] আর এক কথা "আমি যেন প্রজাপতির (—চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার) সভাতে এবং গৃহে গমন করি" ইত্যাদি ইহা কার্য্যব্রহ্মবিষয়ক প্রাপ্তিসঙ্কল্প (—কার্য্যব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবার সঙ্কল্প) নহে ; যেহেতু "নাম ও রূপের অভিব্যক্তির কারণ (৯), তাহারা (—নাম ও রূপ) যাঁহার মধ্যে অবস্থিত, তিনিই ব্রহ্ম", এইপ্রকারে কার্য্যব্রহ্ম হইতে ভিন্ন যে পরব্রহ্ম, তিনিই প্রস্তাবিত (—বর্ণনার বিষয়রূপে পরিগৃহীত) হইয়াছেন।১ আর যেহেতু "আমি হইতেছি ব্রাহ্মণগণের যশঃস্বরূপ (—আত্মস্বরূপ", ১০), এইপ্রকারে সকলের আত্মরূপে উপক্রান্ত

ভাবদীপিকা

পঠিত বিষয়সকলের মধ্যে পরস্পরাকাঙ্ক্ষা থাকায় এখানে প্রকরণপ্রমাণ সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাব। (৯) পূর্ব্ববাদী এই স্থলে নির্গুণপরব্রহ্মপ্রতিপাদক 'সর্ব্বকারণত্বরূপ' এবং (১০) এই

শাঙ্করভাষ্যম্

আত্মত্বেন উপক্রমণাৎ।১২ "ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহৎ যশঃ" (শ্বে: ৪।১৯), ইতি চ পরস্য এব ব্রহ্মণঃ যশোনামত্বপ্রসিদ্ধেঃ।১৩ সা চ ইয়ং বেশ্মপ্রতিপত্তিঃ গতিপূর্ব্বিকা হার্দ্দবিদ্যায়াম্ উদিতা "তদপরাজিতা পূঃ ব্রহ্মণঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্" (ছাঃ ৮।৫।৩), ইতি অত্র।১৪ পদেরপি চ গত্যর্থত্বাৎ মার্গাপেক্ষা অবসীয়তে।১৫ তস্মাৎ পরব্রহ্মবিষয়াঃ গতিশ্রুতয়ঃ ইতি পক্ষান্তরম্।১৬ তৌ এতৌ দ্বৌ পক্ষৌ আচার্য্যেণ সূত্রিতৌ গত্যুপপত্ত্যাদিভিঃ একঃ,

ভাষ্যানুবাদ

(—বর্ণিত) হইয়াছেন (১১)।১২ [কিন্তু 'যশঃ' শব্দের অর্থ তো সুখ্যাতি, তুমি তাহাকে আত্মরূপে ব্যাখ্যা করিতেছ কেন? উত্তর—] যেহেতু "যাঁহার নাম মহৎ যশঃ, তাঁহার প্রতিমা (—উপমা) নাই", এইপ্রকারে পরব্রহ্মেরই 'যশঃ' এই নাম প্রসিদ্ধ আছে।১৩ [আচ্ছা, প্রজাপতিগৃহপ্রাপ্তিসঙ্কল্প প্রকরণবলে না হয় পরব্রহ্মবিষয়ক হইল, কিন্তু গমনপূর্ব্বক তাহার প্রাপ্তি কিপ্রকারে হইবে? উত্তর—] "সেই স্থলে (—ব্রহ্মলোকে) ব্রহ্মার অপরাজিতা (—ব্রহ্মচর্য্যভিন্ন সাধনের দ্বারা অজেয়) নামক পুরী এবং প্রভু (—হিরণ্যগর্ভ) কর্ত্তৃক বিশেষভাবে নির্ম্মিত সুবর্ণময় 'মণ্ডপ' আছে", ইত্যাদি এই স্থলে সেই এই [প্রজাপতির] গৃহপ্রাপ্তি হার্দ্দবিদ্যাতে (—সগুণদহরবিদ্যাতে) গতিপূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে।১৪ আর ["প্রপদ্যে" (ছাঃ ৮।১৪।১), এই স্থলে প্রযুক্ত] 'পদ্'ধাতুরও অর্থ গতি হওয়ায় [গমনের জন্য] মার্গের অপেক্ষা সিদ্ধ হইতেছে।১৫ সেইহেতু (—এইপ্রকার প্রমাণ ও যুক্তিসকল থাকায়) গতিবোধক শ্রুতিবাক্যসকল পরব্রহ্মকেই বিষয় করে (১২), ইহা অন্য [পূর্ব্ব] পক্ষ।১৬

[সি:—এই অধিকরণের আদ্য সূত্রপঞ্চকের সিদ্ধান্তসূত্রতা প্রতিপাদন ও পূর্ব্বপক্ষবাদীর শ্রুতিপ্রমাণ নিরাকরণ।]

[কেহ যদি বলেন—পরে পঠিত হওয়ায় ৪।৩।১২ হইতে সূত্রত্রয়ই সিদ্ধান্তসূত্র, এবং পূর্ব্বে পঠিত হওয়ায় ৪।৩।৭ হইতে ৪।৩।১১ পর্য্যন্ত সূত্রপঞ্চকই পূর্ব্বপক্ষসূত্র। তাহা নিরাকরণ করিবার জন্য পাতনিকা করিতেছেন—] সেই এই দুইটী পক্ষ আচা-

ভাবদীপিকা

স্থলে "রাজ্ঞাং যশঃ, বিশাং যশঃ" (ছাঃ ৮।১৪।১), ইত্যাদি প্রকারে বর্ণিত 'সর্ব্বাত্মকত্বরূপ' লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। (১১) পূর্ব্ববাদী এই স্থলে সন্দংশন্যায় সূচিত নির্গুণ-পরব্রহ্মবোধক প্রকরণপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। "আকাশঃ বৈ" (ছাঃ ৮।১৪।১), ইত্যাদি ইহা সন্দংশের পূর্ব্বাংশ এবং "যশোঽহং ভবামি" (ঐ), ইত্যাদি ইহা তাহার উত্তরাংশ।

(১২) উক্ত প্রমাণসকলের বলে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া উপাসক ব্রহ্মলোকে গমনকরতঃ অবিদ্যাকে পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, ইহাই সিদ্ধ হয়। সুতরাং গতিবোধকশ্রুতিবাক্যসকল পরম্পরাভাবে পরব্রহ্মকেই বিষয় করে, ইহা নির্ণীত হইতেছে; ইহাই পূর্ব্ববাদীর অভিপ্রায়। লক্ষ্য করিতে হইবে—ভাষ্য ও টীকা প্রভৃতিতে পরব্রহ্মশব্দ নির্গুণ নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মে প্রযুক্ত হইতেছে, প্রকরণানুযায়ী অর্থ বুঝিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

মুখ্যত্বাদিভিঃ অপরঃ ।৭ তত্র গত্যুপপত্ত্যাদয়ঃ প্রভবন্তি মুখ্যত্বাদীন্ আভাসয়িতুং, নতু মুখ্যত্বাদয়ঃ গত্যুপপত্ত্যাদীন্, ইতি আদ্যঃ এব সিদ্ধান্তঃ ব্যাখ্যাতঃ, দ্বিতীয়ঃ পূর্ব্বপক্ষঃ ।৮ নহি অসতি অপি সম্ভবে মুখ্যস্যৈব অর্থস্য গ্রহণম্ ইতি কশ্চিৎ আজ্ঞাপয়িতা বিদ্যতে ।৯ পরবিদ্যাপ্রকরণে অপি চ তৎস্তুত্যর্থং বিদ্যান্তরাশ্রয়-

ভাষ্যানুবাদ

[২৬১ পৃঃ]

-র্য্যাকর্ত্তৃক সূত্রিত হইয়াছে, "গত্যুপপত্তেঃ" [৪।৩।৭] প্রভৃতির দ্বারা একটী এবং "মুখ্যত্ব" (৪।৩।১২) প্রভৃতির দ্বারা অপরটী ।৭ তাহাদের মধ্যে "গত্যুপপত্তিঃ" প্রভৃতি 'হেতুসকল' "মুখ্যত্ব" প্রভৃতি 'হেতুসকলকে' আভাসীকৃত (—দোষগ্রস্ত) করিতে সমর্থ; কিন্তু "মুখ্যত্ব" প্রভৃতি "গত্যুপপত্তিঃ" প্রভৃতিকে তাহা করিতে সমর্থ নহে, এইহেতু আদ্যই (—প্রথমে বর্ণিত পক্ষই) সিদ্ধান্তরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, দ্বিতীয়টী (—পরে বর্ণিত পক্ষটী) পূর্ব্বপক্ষরূপে 'ব্যাখ্যাত হইয়াছে' ।৮ [কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষে ব্রহ্মশব্দের শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থ (৬ ভাবদীঃ) লব্ধ হওয়ায় তাহাই তো সিদ্ধান্তপক্ষ হওয়া উচিত। উত্তর—] সম্ভব না হইলেও মুখ্যার্থেরই গ্রহণ হইবে, এই বিষয়ে আজ্ঞাকর্ত্তা নিশ্চয়ই কেহ বিদ্যমান নাই (১৩) ।৯

ভাবদীপিকা

[ছাঃ ৪।১৫।৫ বাক্যস্থ ব্রহ্মশব্দের লক্ষণাবৃত্তিবলে অপরব্রহ্মরূপ অর্থগ্রহণের হেতু প্রদর্শন ।]

(১৩) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—"সঃ এনান্ ব্রহ্ম গময়তি", (ছাঃ ৪।১৫।৫), অত্রস্থ ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ বলিতে কি বুঝিতেছ, ১। রূঢ়ার্থ, অথবা ২। যৌগিকার্থ ? * প্রথম পক্ষে—অপর ব্রহ্মেও রূঢ়ার্থে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ হয়, যথা—"এতদ্ বৈ সত্যকাম পরং চ অপরং

[রূঢ় ও যৌগিক প্রভৃতি পদের পরিচয় ।]

* পদ চারিপ্রকার—১। রূঢ়, ২। যৌগিক, ৩। যোগরূঢ় এবং ৪। যৌগিকরূঢ় । তন্মধ্যে ১। রূঢ়—পদের প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের দ্বারা একপ্রকার অর্থের বোধ হইলেও, সেই অর্থ গৃহীত না হইয়া যে স্থলে অপর প্রকার অর্থ গৃহীত হয়, তাহা 'রূঢ়'। যথা—'বিপ্র', এই স্থলে 'বপ্+রন্, পৃষোদরাদিত্বাৎ'; অথবা বি+প্রা+ড, এইপ্রকার প্রকৃতিপ্রত্যয়দ্বারা অর্থান্তরের বোধ হইলেও তাহা গৃহীত না হইয়া 'ব্রাহ্মণরূপ' অর্থ গৃহীত হয়। ২। যৌগিক—যে স্থলে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের আলোচনাদ্বারা অর্থবোধ হয়, তাহা 'যৌগিক', যথা—'পাচক'। এই স্থলে "পচতি ইতি" (পচ্+ণক কর্ত্তৃবাচ্যে)—'যিনি পাক করেন, সেই পুরুষ', এইপ্রকার অর্থবোধ হয়। ৩। যোগরূঢ়—যে স্থলে যৌগিক ও রূঢ়, এই উভয় অর্থে একই পদের প্রয়োগ হয়, তাহা যোগরূঢ়। যথা—'পঙ্কজ'। ইহার রূঢ়ার্থ 'পদ্ম'। 'যাহা পঙ্কে জন্মগ্রহণ করে' (পঙ্ক+জন্+ড কর্ত্তৃবাচ্য), তাহা পঙ্কজ', ইহা যৌগিকার্থ। এইপ্রকারে ইহা কুমুদকেও বুঝাইতে পারে। কিন্তু রূঢ়ার্থ বাধক হওয়ায় তাহাকে না বুঝাইয়া ইহা পঙ্কজাত পদ্মেরই বোধ উৎপাদন করে। আবার যৌগিকার্থ বাধক হওয়ায় রূঢ়ার্থরূপে স্থলপদ্মের বোধও উৎপাদন করিতে পারে না। সেইহেতু এই পঙ্কজপদ 'যোগরূঢ়'। ৪। যৌগিকরূঢ়—যাহা রূঢ়ার্থে এক পদার্থকে এবং যৌগিকার্থে অন্য পদার্থকে সমর্পণ করে, তাহা 'যৌগিকরূঢ়', যথা—'উদ্ভিদ্'। "মৃত্তিকাং ভিত্ত্বা উদ্ভিদ্যতে (উৎ+ভিদ্+কিপ্, কর্ত্তৃবাচ্যে) এইপ্রকারে যৌগিকার্থে ইহা 'বৃক্ষ' প্রভৃতিকে এবং রূঢ়ার্থে পশুরূপ ফলপ্রদ 'যজ্ঞবিশেষকে' সমর্পণ করে। (তর্কামৃত প্রভৃতি দ্রঃ)।

ভাবদীপিকা

চ ব্রহ্ম" (প্রশ্ন ৫।৪), ইত্যাদি। দ্বিতীয় পক্ষে—তাহা গ্রহণীয় নহে, কারণ "রূঢ়িঃ যোগম্ অপহরতি"—'রূঢ়ার্থ যৌগিকার্থকে বাধিত করে', এই ন্যায়বলে তাহা বাধিত হইয়া পড়ে। এইপ্রকারে অপরব্রহ্মও ব্রহ্মশব্দের রূঢ়ার্থ হওয়ায় পূর্ব্ববাদীর নির্গুণপরব্রহ্মমাত্রবোধক অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণ (৬ ভাবদী:) অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়িল। কিন্তু বিবেচকগণ একই শব্দের উভয়প্রকার রূঢ়ার্থ অঙ্গীকার করেন না। এই মতবাদ অঙ্গীকার করিয়াও পূর্ব্ববাদীর শ্রুতি-প্রমাণকে সিদ্ধান্তী নিরাকরণ করিতেছেন, যথা—দেখ, বৃংহ+মন্ প্রত্যয়ান্ত ব্রহ্মশব্দের যৌগিক অর্থ—'নিরতিশয় মহৎ বস্তু'; ফলে নির্গুণপরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া এবং নির্গুণপরব্রহ্মেও ব্রহ্মশব্দ রূঢ় হয় বলিয়া যোগরূঢ় উক্ত ব্রহ্মশব্দরূপ অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণটী (১।২৫৩ পৃ:) নির্গুণপরব্রহ্মে মুখ্যরূপে অঙ্গীকৃত হইলেও, (ক) সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মপদার্থ গমনের অধিকরণ হইতে পারেন না বলিয়া; (খ) 'ব্রহ্মৈব লোকঃ—ব্রহ্মলোকঃ', এইপ্রকার কর্ম্মধারয়-সমাসবলে নির্গুণপরব্রহ্মই ব্রহ্মলোকশব্দের অর্থরূপে গৃহীত হইলেও "ব্রহ্মলোকান্ গময়তি", "ব্রহ্মলোকেষু…বসন্তি" (বৃ: ৬।২।১৫), ইত্যাদি স্থলে ১। বহুবচনের প্রয়োগ, ২। "তৃতীয়স্যাম্ ইতো দিবি", ইত্যাদি স্থলে সংখ্যাশ্রবণ, ৩। প্রজাপতির সভাগৃহপ্রাপ্তি (ছা: ৮।১৪।১), ৪। পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মার সমীপে গমন ও দিব্য গন্ধাদির প্রাপ্তি (কৌ: ১।৩), ইত্যাদি এই সকল সর্ব্ববিকারাতীত নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মে সঙ্গত হয় না বলিয়া; (গ) সঙ্কল্পমাত্রবলেই পিতৃলোকাদি প্রাপ্তি (ছা: ৮।২।১) প্রভৃতি অসঙ্গত হইয়া পড়ে বলিয়া; (ঘ) পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রভৃতি অব্রহ্ম-বিদ্যাবলে এবং যাহা বিদ্যাও নহে, সেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের বলে পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হইলে "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি" (শ্বে: ৩।৮), "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" (ছা: ৭।১।৩) ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হয় বলিয়া; (ঙ) নির্গুণপরব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলে "মনসা এতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে" (ছা: ৮।১২।৫), "সঃ একধা ভবতি" (ছা: ৭।২৬।২), ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হয় বলিয়া; (চ) আবার উক্তপ্রকার শরীরবত্ত্ব অঙ্গীকার করিলে "অথ অয়ম্ অশরীর অমৃতঃ" (বৃ: ৪।৪।৭), ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়ে বলিয়া; (ছ) "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মু ৩।২।৯), ইত্যাদি শ্রুতিবলে নির্ব্বিশেষব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হইয়া যান, সেইহেতু "জগদ্ব্যাপার-বর্জ্জম্" (৪।৪।১৭), "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাৎ" (৪।৪।২১), ইত্যাদি সূত্রের অসামঞ্জস্য হইয়া পড়ে বলিয়া; (জ) নির্ব্বিশেষব্রহ্মাত্মবিদ্ মুক্ত জীবের সর্ব্বাত্মতা প্রাপ্তি হওয়ায় হিরণ্যগর্ভাদি জীবসমষ্টিস্থ ভোগৈশ্বর্য্য প্রভৃতির তাঁহাতে প্রাপ্তি অঙ্গীকারকরতঃ "কামান্ পশ্যন্ রমতে" (ছা: ৮।১২।৫) ইত্যাদি শ্রুতির সামঞ্জস্য ইচ্ছা করিলে তির্য্যক্ নারক ও স্থাবরান্ত যাবতীয় জীবের দুঃখ ও অনৈশ্বর্য্য তাঁহাতে প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষের অনর্থহেতুতা হইয়া পড়ে বলিয়া; এবং (ঝ) ব্রহ্মলোকপ্রাপক বিদ্যাসকলে উচ্চাবচভূমিভেদে প্রাপ্তব্য ঐশ্বর্য্যের সামীপ্য সালোক্য ও সাযুজ্য প্রভৃতি তারতম্য শ্রুত হওয়ায় উক্ত বিদ্যাসকলের বলে একরস নির্গুণপরব্রহ্মপ্রাপ্তি অঙ্গীকৃত হইলে "সাধনতারতম্যে ফলতারতম্য", এই শ্রুতিসিদ্ধ নিয়মের বিরোধ এবং নির্গুণ-ব্রহ্মবিৎ, সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপ তাঁহার "সর্ব্বেশ্বরতার" (বৃ: ৪।৪।২২) বিরোধ ইত্যাদি নানা দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া এতগুলি অসামঞ্জস্য হইতে রক্ষা প্রাপ্তির জন্য প্রয়োগমুখ্যত্বের অনুরোধে "ত্যজেৎ একং কুলস্যার্থে", এই ন্যায়বলে অর্থমুখ্যত্বের পরিত্যাগই অঙ্গীকরণীয়, অর্থাৎ নির্ব্বি-

[২৫৯ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

গত্যনুকীর্ত্তনম্ উপপদ্যতে "বিষঙ্ঙন্যাঃ উৎক্রমণে ভবন্তি" (ছাঃ ৮।৬।৬, কঠ ২।৩।১৬), ইতিবৎ ।১০ "প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে" (ছাঃ ৮।১৪।১), ইতি তু পূর্ব্ববাক্যবিচ্ছেদেন কার্য্যে অপি প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ন বিরুধ্যতে ।১১ সগুণে অপি চ ব্রহ্মণি সর্ব্বাত্মত্বসঙ্কী-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পূর্ব্ববাদীর প্রকরণপ্রমাণদ্বয় ও লিঙ্গপ্রমাণদ্বয়ের নিরাকরণদ্বারা স্বপক্ষ সমর্থন ।]

[কঠোপনিষদে প্রকরণবলে পরব্রহ্মবিষয়া গতি বর্ণিত হইয়াছে (৮ ভবদীঃ). পূর্ব্ববাদীর এই অভিমত সিঃ নিরাকরণ করিতেছেন —] আর [নির্গুণ] পরব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণ হইলেও, তাহার স্তুতির জন্য অন্য বিদ্যাতে আশ্রিত গতির বর্ণনা সঙ্গত, যেমন "নানাদিগ্‌গামী অপর [নাড়ী] সকল উৎক্রমণের জন্য", ইত্যাদি (১৪) ।১০ "প্রজাপতির সভাতে ও গৃহে যেন আমি গমন করি", এই স্থলে কিন্তু ["আকাশঃ বৈ" (ছাঃ ৮।১৪।১), ইত্যাদি] পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্য হইতে বিচ্ছেদের দ্বারা কার্য্যব্রহ্ম-বিষয়েও ["সভাগৃহ-] প্রাপ্তিবিষয়ক সঙ্কল্প" বিরুদ্ধ হইতেছে না (১৫) ।১১ আর

ভাবদীপিকা

শেষপরব্রহ্মে অসঙ্গত এতগুলি প্রয়োগের সামঞ্জস্যের জন্য অত্রস্থ একটীমাত্র ব্রহ্মশব্দের নির্গুণ-পরব্রহ্মরূপ মুখ্যার্থকে ত্যাগ করতঃ অপরব্রহ্মরূপ অমুখ্য অর্থকেই গ্রহণ করিতে হইবে। (বিশেষ প্রকটার্থবিবরণে দ্রঃ)। এইরূপে বহু শ্রুতি ও যুক্তির অনুরোধে পূর্ব্ববাদীর অস্থানে প্রযুক্ত এই ব্রহ্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ (৬ ভাবদীঃ) নির্গুণপরব্রহ্মকে সমর্পণ করিতে অসমর্থ হইয়া লক্ষণাবৃত্তিবলে অপরব্রহ্মকেই (৪।৩।৯ সূঃ) সমর্পণ করে, ইহা সিদ্ধ হইল।

(১৪) **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—"শতং চ একা" ইত্যাদি ছান্দোগ্য এবং কঠ বাক্যে যেমন সুষুম্নানাড়ীর স্তুতির জন্য বিদ্যার সহিত সম্পর্কশূন্য অন্য নাড়ীসকল পঠিত হইয়াছে; তদ্রূপ কঠোপনিষদে নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যার স্তুতির জন্য তাহার প্রকরণে দহরাদি সগুণবিদ্যাতে অপেক্ষিত গতি ও ফল পঠিত হইয়াছে। স্তুতির মর্ম্ম এই—'নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যা এমনই শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যযুক্ত যে, তাহাতে ব্রহ্মলোকে গতির অপেক্ষা না থাকিলেও সেই গতিসাধ্য অপরবিদ্যা-সকলে লভ্য ফলসকল লব্ধ হইয়া থাকে', ইত্যাদি। এইরূপে পরব্রহ্মপ্রকরণে পঠিত নাড়ীর ও গতির বর্ণনা স্তুতির জন্য হওয়ায় গতিপূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্তির প্রসঙ্গই উঠে না বলিয়া পূর্ব্ববাদীর **প্রকরণ**প্রমাণ (৮ ভাবদীঃ) নিরাকৃত হইয়া পড়িল। আর তাঁহার **লিঙ্গ**প্রমাণটীও (৭ ভাবদীঃ) বিঘটিত হইয়া পড়িল, কারণ স্তুতিমাত্র হওয়ায় গমনপূর্ব্বক অমৃতত্ব প্রাপ্তির প্রশ্নই উঠে না। **পূর্ব্বপক্ষী** যে "প্রজাপতির সভাগৃহ প্রাপ্তির সঙ্কল্পস্থলে" (১ বাক্য) সন্দংশ-ন্যায়সূচিত প্রকরণপ্রমাণবলে (১১ ভাবদীঃ) পরব্রহ্মপ্রাপ্তি প্রতিপাদন করিয়াছেন, তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**প্রজাপতেঃ**—'প্রজাপতির', ইত্যাদি (১১ বাক্য)।

(১৫) সগুণদহরবিদ্যাতে (—হার্দ্দবিদ্যাতে) "দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ" (ছাঃ ৮।১।১), ইত্যাদি প্রকারে যে দহরাকাশসংজ্ঞক ব্রহ্ম প্রস্তাবিত হইয়াছেন, তিনিই উপাসকের বোধ-সৌকর্য্যের জন্য "আকাশঃ বৈ নামরূপয়োঃ নির্বহিতা" (ছাঃ ৮।১৪।১), ইত্যাদি বাক্যে উপাস্য-

শাঙ্করভাষ্যম্

র্ত্তনং "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২) ইত্যাদিবৎ অবক-ল্পতে।১২ তস্মাৎ অপরবিষয়া এব গতিশ্রুতয়ঃ।১৩ কেচিৎ পুনঃ

ভাষ্যানুবাদ

সগুণব্রহ্মেও ["যশঃ অহং ভবামি" (ছাঃ ৮।১৪।১), ইত্যাদি প্রকারে] সর্ব্বাত্মকতার সঙ্কীর্ত্তন (—বর্ণনা), "সমগ্র বিশ্ব তাঁহার কর্ম্ম, তিনি শুদ্ধ কামনাসকলের আশ্রয়", ইত্যাদির ন্যায় [উপাস্যগুণের সমর্পণের জন্য, অথবা স্তুতির জন্য] সঙ্গত (১৬)।১২ সেইহেতু (—এইরূপে পূর্ব্ববাদীর প্রমাণসকল নিরাকৃত হইয়া শ্রুতিবাক্যসকলের ব্যাকোপ (—অসঙ্গত ব্যাখ্যা) পরিহৃত হওয়ায়) গতিবোধক শ্রুতিবাক্যসকল অপরব্রহ্মকেই বিষয় করে (—কার্য্যব্রহ্মাধিষ্ঠিত ব্রহ্মলোকেই সগুণোপাসকগণ গমন করেন)।১৩

ভাবদীপিকা

স্বরূপের স্মরণার্থে পুনরায় বর্ণিত হইয়াছেন। অনন্তর সেই বাক্য হইতে বিচ্ছিন্নভাবে উপাসকের জন্য প্রার্থনামন্ত্র পঠিত হইয়াছে—"প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে" (ঐ), ইত্যাদি। এই বাক্যে নির্গুণপরব্রহ্ম বর্ণিত হন নাই ; কারণ এই বাক্যস্থ "প্রজাপতেঃ", "সভাম্" ও "বেশ্ম", ইহারা শক্তিবৃত্তিবলে যথাক্রমে 'কার্য্যব্রহ্ম', 'সভা' ও 'গৃহের' বোধ উৎপাদন করে, নির্গুণপরব্রহ্মের নহে। সেইহেতু উক্ত শব্দত্রয়কে তত্তৎপদার্থের সমর্পক শ্রুতিপ্রমাণ এবং উক্ত বাক্যটীকে বাক্যপ্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এই শ্রুতিপ্রমাণত্রয় এবং তাহাদের সমষ্টিভূত এই বাক্যপ্রমাণের বলে কার্য্যব্রহ্ম ও তৎসম্বন্ধযুক্ত পদার্থসকলকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া পূর্ব্ববাদীর নির্গুণপরব্রহ্মবোধক প্রকরণপ্রমাণ (১১ ভাবদীঃ) বাধিত হইয়া পড়ে, ইহাই **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায়। এক্ষণে সন্দংশের অংশদ্বয়কে (১১ ভাবদীঃ) বিঘটিত করিতেছেন—**সগুণে**—'আর সগুণ' ইত্যাদি (১২ বাক্য)।

[সগুণ দহরবিদ্যাবিষয়ক শ্রুতিবাক্যের নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাবাক্যের সন্নিধি হইতে উৎকর্ষ ও উপযোগ প্রদর্শন।]

(১৬) **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—"আকাশঃ বৈ" (ছাঃ ৮।১৪।১) ইত্যাদি বাক্য সগুণদহরবিদ্যাতে উপাস্যের স্বরূপ পুনঃ স্মরণ করাইবার জন্য পঠিত হওয়ায় এবং "যশোঽহং ভবামি" (ঐ), ইত্যাদি বাক্য উপাস্যের স্তুতির জন্য, অথবা উপাসনাঙ্গভূত সর্ব্বাত্মকত্বরূপ গুণসমর্পণের জন্য হওয়ায় নির্গুণপরব্রহ্মকে সমর্পণ করিতে পারে না। [অত্রস্থ "যশঃ" শব্দের অর্থ—"আত্মা" (উপনিষদ্ভাষ্য, "যশঃ প্রকাশঃ আত্মা"—কল্পতরু), "ব্রাহ্মণানাং যশঃ" (ছাঃ ১৮।১৪।১)—"ব্রাহ্মণগণের আত্মা", ইত্যাদি এইপ্রকারে 'সর্ব্বাত্মকতা' জ্ঞাপিত হইয়াছে]। ফলে তাহারা সন্দংশরূপে নির্গুণপরব্রহ্মবোধক প্রকরণকে (১১ ভাবদীঃ) উপস্থাপন করিতে অসমর্থ হওয়ায় বিঘটিত হইয়া পড়িল। এইরূপে নির্গুণব্রহ্মকে সমর্পণ করিতে অসমর্থ হইয়া "সর্ব্বাত্মকত্বরূপ" (১০ ভাবদীঃ) লিঙ্গপ্রমাণটীও বাধিত হইয়া পড়িল, কারণ উক্ত সর্ব্বাত্মকত্ব সগুণদহরবিদ্যার স্তুতিরূপে, অথবা তদ্বিদ্যার অঙ্গভূত গুণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। **আশঙ্কা** হয়—ছাঃ ৮।১৪।১ কণ্ডিকাতে পঠিত কয়েকটী বাক্যকে এইভাবে প্রকরণ হইতে উৎকর্ষ (—আকর্ষণ, অপসরণ) করিয়া বহু পূর্ব্ববর্ত্তী সগুণদহরবিদ্যার (ছাঃ ৮।১।১) সহিত সম্বন্ধ করা

শাঙ্করভাষ্যম্

পূর্ব্বাণি পূর্ব্বপক্ষসূত্রাণি ভবন্তি, উত্তরাণি সিদ্ধান্তসূত্রাণি ইতি এতাং ব্যবস্থাম্ অনুরুধ্যমানাঃ পরবিষয়াঃ এব গতিশ্রুতীঃ প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি।১৪ তদনুপপন্নং গন্তব্যত্বানুপপত্তেঃ ব্রহ্মণঃ।১৫ যৎ সর্ব্বগতং সর্ব্বান্তরং সর্ব্বাত্মকং চ পরং ব্রহ্ম, "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ", "যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম" (বৃঃ ৩।৪।১), **"যঃ আত্মা সর্ব্বান্তরঃ"** (ঐ), **"আত্মা এব ইদং সর্ব্বম্"** (ছাঃ ৭।২৫।২), **"ব্রহ্ম এব ইদং বিশ্বম্ ইদং বরিষ্ঠম্"** (মুঃ ২।২।১১), **ইত্যাদিশ্রুতিনির্দ্ধারিতবিশেষং, তস্য গন্তব্যতা ন কদাচিদপি উপপদ্যতে।১৬ নহি গতম্ এব গম্যতে, অন্যঃ হি অন্যৎ গচ্ছন্তি ইতি প্রসিদ্ধং লোকে।১৭ ননু লোকে**

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অধিকরণের পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রসকল পূর্ব্বপক্ষ হইলে তাহাতে দোষ ; প্রাপ্ত নির্গুণপরব্রহ্ম কদাপি প্রাপ্তব্য নহেন।]

আবার [৪।৩।৭ হইতে ৪।৩।১১ পর্য্যন্ত] পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রসকল পূর্ব্বপক্ষ সূত্র এবং [৪।৩।১২ হইতে ৪।৩।১৪ পর্য্যন্ত] পরবর্ত্তী সূত্রসকল সিদ্ধান্ত সূত্র, ইত্যাদি এই ব্যবস্থাকে যাঁহারা অনুরোধ (—অনুসরণ) করেন, এইপ্রকার কেহ কেহ গমনবোধক শ্রুতিবাক্যসকলকে পরব্রহ্মবিষয়করূপে প্রতিপাদন করেন (—সগুণোপাসকগণ নির্গুণপরব্রহ্মে গমন করেন, এই প্রকার শ্রুত্যর্থ নিরূপণ করেন)।১৪ তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে ; যেহেতু [নির্গুণপর-] ব্রহ্মের গন্তব্যতা যুক্তিসঙ্গত নহে।১৫ যে [নির্গুণ-] পরব্রহ্ম সর্ব্বগত, সকলের অভ্যন্তরবর্ত্তি এবং সর্ব্বস্বরূপ, যিনি "আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য", "যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম (—যে ব্রহ্ম কোন কিছুর দ্বারা ব্যবহিত নহেন এবং দ্রষ্টার স্বরূপভূতরূপে অনুভূত হওয়ায় অগৌণ"), "যে আত্মা সকলের অভ্যন্তরবর্ত্তী", "এই সমস্ত আত্মাই", "এই বিশ্ব এই শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই", ইত্যাদি এই শ্রুতিসকলে যাঁহার বিশেষ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাঁহার গন্তব্যতা (—তিনি গন্তব্য, ইহা) কদাপিও যুক্তিসঙ্গত নহে।১৬ যেহেতু যিনি গত (—প্রাপ্ত হইয়াই আছেন), তিনি গমনের বিষয় হইতে পারেন না ; কারণ [বিভিন্ন দুইটী বস্তুর মধ্যেই] একে অপরে গমন করে, ইহা লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ (১৭)।১৭

ভাবদীপিকা

যুক্তিসঙ্গত নহে (২৫৩ পৃঃ ১৮ পংক্তি হইতে দ্রঃ)। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—শ্রুতিতে এইপ্রকার উৎকর্ষ অপ্রচলিত নহে। যেমন দর্শপূর্ণমাসের প্রকরণে পঠিত "তস্মাৎ পূষা প্রপিষ্টভাগঃ, অদন্তকঃ হি সঃ" (তৈঃ সং ২।৬।৮।৫)—'পূষা দেবতার চরু পিষ্ট তণ্ডুলদ্বারা তৈয়ারী করিবে, কারণ তাঁহার দন্ত নাই", এইপ্রকারে পঠিত পূষাদেবতাসম্বন্ধী যজ্ঞটী দর্শপূর্ণমাসের প্রকরণ হইতে অপহৃত হইয়া সৌর্য্যাদি বিকৃত যজ্ঞে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে (জৈঃ সূঃ ৩।৩।৪৪ দ্রঃ)। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ "আকাশঃ বৈ", ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য মধ্যস্থলে বর্ণিত প্রজাপতিবিদ্যাকে (—নির্গুণদহরবিদ্যাকে) অতিক্রম করিয়া দূরবর্ত্তী সগুণদহরবিদ্যার সহিত অন্বিত হইবে। (১৭) আশঙ্কা হয়—ব্যাপক শরীরবান্ কার্য্যব্রহ্মও সর্ব্বগত হওয়ায় প্রাপ্ত হইয়াই

শাঙ্করভাষ্যম্

গন্তুস্যাপি গন্তব্যতা দেশান্তরবিশিষ্টা দৃষ্টা, যথা পৃথিবীস্থঃ এব পৃথিবীং দেশান্তরদ্বারেণ গচ্ছতি ইতি।১৮ তথা অনন্যত্বে অপি বালস্য কালান্তরবিশিষ্টং বার্দ্ধকং স্বাত্মভূতম্ এব গন্তব্যং দৃষ্টম্।১৯ তদ্বৎ ব্রহ্মণঃ অপি সর্ব্বশক্ত্যুপেতত্বাৎ কথঞ্চিৎ গন্তব্যতা স্যাৎ ইতি।২০ ন, প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষত্বাৎ ব্রহ্মণঃ।২১ পক্ষিফলং

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ— দেশকালাবচ্ছেদে প্রাপ্তেরও প্রাপ্তির ন্যায় সর্ব্বশক্তিযুক্ত হওয়ায় প্রাপ্ত নির্গুণপরব্রহ্মই প্রাপ্তব্য।]

[পূর্ব্বপক্ষ—] কিন্তু লোকমধ্য যাহা গত (—প্রাপ্ত), তাহারও দেশান্তরবিশিষ্টরূপে গন্তব্যতা পরিদৃষ্ট হয়, যেমন যিনি পৃথিবীস্থ, তিনিই অন্যদেশদ্বারা পৃথিবীতেই গমন করেন (—দেশাবচ্ছেদে পৃথিবীর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করেন) ।১৮ এইপ্রকারে [বালক] অভিন্ন হইলেও [বয়োবৃদ্ধিপ্রযুক্ত] কালান্তরবিশিষ্ট যে বার্দ্ধক্য, [অবস্থা ও অবস্থাবান্ অভিন্ন হওয়ায়] যাহা তাহার স্বরূপই, তাহাকেই বালকের গন্তব্যরূপে দেখা গিয়াছে (—এক কালে যে বালক থাকে, কালান্তরে বিনা প্রযত্নে সেই বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়, এইপ্রকারে কালাবচ্ছেদে প্রাপ্ত বয়সেরই অন্যপ্রকারে প্রাপ্তি হয়, ইহা দেখা যায়।১৯ উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—দেশাবচ্ছেদে পৃথিবী এবং কালাবচ্ছেদে বালক বিভিন্ন হওয়ায় উক্ত প্রকারে প্রাপ্তের প্রাপ্তব্যতা কথঞ্চিৎ সঙ্গত। দেশকালানবচ্ছিন্ন নির্গুণপরব্রহ্ম কিন্তু গন্তার স্বরূপ, তিনি কিপ্রকারে গন্তব্য হইবেন ? উত্তরে পূর্ব্ববাদী বলিতেছেন—] সর্ব্বশক্তিযুক্ত হওয়ায় তদ্রূপ (—উক্ত পৃথিব্যাদির ন্যায়, স্বরূপভূত ও সর্ব্বগত] ব্রহ্মেরও কথঞ্চিৎ গন্তব্যতা হইবে, ইত্যাদি ।২০

[সিঃ—দেশকালাবচ্ছেদে পৃথিবী ও বয়স প্রাপ্তব্য হইলেও নির্বিশেষ পরব্রহ্ম তাহা নহেন।]

[সিদ্ধান্ত —] (১৮) না তাহা বলা যায় না ; যেহেতু ব্রহ্মের সকলপ্রকার বিশেষ

ভাবদীপিকা

আছেন, তিনিই বা কিপ্রকারে গন্তব্য (—প্রাপ্তব্য) হইবেন ? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—কার্য্যব্রহ্ম উপাধিতঃ ত্রৈলোক্যব্যাপী হইলেও ব্রহ্মলোকরূপ দেশান্তরে তাঁহার ভোগদেহ বিদ্যমান আছে। তদধিষ্ঠিত সেই লোকে গমন উপপন্ন হয় (প্রকটার্থবিবরণ ১০৭৮ পৃঃ)। তদুত্তরে **পূর্ব্ব**-বাদী বলেন—নির্গুণপরব্রহ্মেরও তদ্রূপ হইবে না কেন? পৃথিবী ও বয়সরূপ দৃষ্টান্তাবলম্বনে তিনি স্বাভিপ্রেত বিষয়টী উত্থাপন করিতেছেন—**ননু**—'কিন্তু লোকমধ্যে', ইত্যাদি (১৮ বাক্য)।

(১৮) **সিদ্ধান্তীর** গূঢ়াভিসন্ধি এই—পৃথিবীর যে অংশ প্রাপ্ত আছে, তাহাই প্রাপ্তব্য নহে, পরন্ত যাহা গন্তব্য দেশান্তর তাহা অপ্রাপ্তই বটে। এইরূপে বয়স শরীরাবলম্বনে কালান্তরের অভিব্যক্তি মাত্র ; সেইহেতু তাহাকে প্রাপ্তব্য, বা গন্তব্য বলা চলে না। এইরূপে পূর্ব্ববাদীর দৃষ্টান্তদ্বয় অসমঞ্জস হওয়ায় তদবলম্বনে কোনপ্রকার যুক্তি প্রয়োগ চলে না। কিন্তু তথাপি পূর্ব্বপক্ষীর দুর্ব্বল যুক্তি অঙ্গীকারকরতঃ **সিদ্ধান্তী** নির্গুণপরব্রহ্মে তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—**ন প্রতিষিদ্ধ**—'না তাহা', ইত্যাদি (২১ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" (শ্বেঃ ৬।১৯), "অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্" (বৃঃ ৩।৮।৮), "সবাহ্যাভ্যন্তরঃ হি অজঃ (মুঃ ২।১।২), "সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা অজরঃ অমরঃ অমৃতঃ অভয়ঃ ব্রহ্ম" (বৃঃ ৪।৪।২৫), "সঃ এষঃ নেতি নেতি আত্মা" (বৃঃ ৩।৯।২৬), ইত্যাদি-শ্রুতিস্মৃতিন্যায়েভ্যঃ ন দেশকালাদিবিশেষযোগঃ পরমাত্মনি কল্পয়িতুং শক্যতে; যেন ভূপ্রদেশবয়োবস্থান্যায়েন অস্য গন্তব্যতা স্যাৎ।২২ ভূবয়সোস্তু প্রদেশাবস্থাদিবিশেষযোগাৎ উপপদ্যতে দেশকালবিশিষ্টা গন্তব্যতা।২৩ জগদুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়-হেতুত্বশ্রুতেঃ অনেকশক্তিত্বং ব্রহ্মণঃ ইতি চেৎ? ২৪ ন, বিশে-

ভাষ্যানুবাদ

প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।২১ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] "তিনি নিষ্কল (—নিরবয়ব), ক্রিয়াবিহীন, শান্ত (—নির্বিকার), দোষবর্জ্জিত ও নির্লেপ", "তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন", "তিনি [দেহের] বাহিরে ও অভ্যন্তরে অবস্থিত, সেইহেতু জন্মরহিত", "সেই এই মহান্ ও জন্মরহিত আত্মা জরারহিত অবিনাশী মরণরহিত ভয়বর্জ্জিত এবং নিরতিশয় মহান্", "ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপে নির্দ্দিষ্ট সেই এই আত্মা", ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়সকলের বলে (১৯) দেশ ও কালাদি বিশেষের সহিত সম্বন্ধ পরমাত্মাতে কল্পনা করিতে পারা যায় না; যাহার দ্বারা পৃথিবীর প্রদেশ এবং [বাল্য ও বার্দ্ধক্যাদি] বয়সরূপ অবস্থাঘটিত যুক্তিবলে ইঁহার গন্তব্যতা [নিশ্চিত] হইবে।২২ [কিন্তু দৃষ্টান্ত পৃথিবী ও বয়স তো প্রাপ্ত হইয়াই আছে, তাহারাই বা কি প্রকারে গন্তব্য হইবে? উত্তর—] ভূমি ও বয়সের কিন্তু প্রদেশ ও অবস্থা [এবং অবয়বের পরিণাম] প্রভৃতি রূপ বিশেষের সহিত সম্বন্ধবশতঃ দেশ ও কালবিশিষ্ট গন্তব্যতা (—কোন দেশাবচ্ছেদে পৃথিবীতে গমন এবং কোন কালাবচ্ছেদে বয়সকে প্রাপ্ত হওয়া) উপপন্ন হয়।২৩

[পূঃ—গন্তব্য সগুণপরব্রহ্মই শ্রুতিপতিপাদ্য। নির্বিশেষ পরব্রহ্ম নামক কোন তত্ত্ব নাই।]

[সংশয়—] যদি বলা হয়—জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুতাবোধক শ্রুতি থাকায় (তৈঃ ৩।১) ব্রহ্ম অনেক শক্তিযুক্ত। [সুতরাং সূত্রাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বশক্তিযুক্ত সগুণপরব্রহ্মই গন্তব্য, নির্বিশেষ পরব্রহ্ম নামক কিছুই নাই]।২৪

[সিঃ—নির্বিশেষ ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদন। জগদুৎপত্তিবোধক শ্রুতিবাক্যসকল নির্বিশেষ বাক্যসকলের সহকারী।]

[তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—প্রমাণ না থাকায় নির্বিশেষ ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার

ভাবদীপিকা

(১৯) "অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে" (গীতা ১৩।১২), ইত্যাদি ইহাই স্মৃতি এবং "দৃশ্যসকল দ্রষ্টাতে কল্পিত হওয়ায় দ্রষ্টৃস্বরূপ আত্মা সর্ব্ববিশেষবর্জ্জিত; দৃশ্যসকল কল্পিত না হইয়া পৃথক্ সত্তাবান্ হইলে "নেতি নেতি", (বৃঃ ৩।৯।২৬), "অনন্তরঃ অবাহ্যঃ" (বৃঃ ৪।৫।১৩), ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হইবে", ইত্যাদি ইহাই ন্যায় (—যুক্তি)।

শাঙ্করভাষ্যম্

-ষনিরাকরণশ্রুতীনাম্ অনন্যার্থত্বাৎ।২৫ উৎপত্ত্যাদিশ্রুতীনাম্ অপি সমানম্ অনন্যার্থত্বম্ ইতি চেৎ? ২৬ ন, তাসাম্ একত্বপ্রতিপাদনপরত্বাৎ।২৭ মৃদাদিদৃষ্টান্তৈঃ হি সতঃ ব্রহ্মণঃ একস্য সত্যত্বং, বিকারস্য চ অনৃতত্বং প্রতিপাদয়ৎ শাস্ত্রং ন উৎপত্ত্যাদিপরং ভবিতুম্ অর্হতি।২৮ কস্মাৎ পুনঃ উৎপত্ত্যাদিশ্রুতীনাং বিশেষনিরাকরণশ্রুতিশেষত্বং, ন পুনঃ ইতরশেষত্বম্ ইতরাসাম্ ইতি?২৯ উচ্যতে—বিশেষনিরাকরণশ্রুতীনাং নিরাকাঙ্ক্ষার্থত্বাৎ।৩০ নহি আত্মনঃ একত্বনিত্যত্বশুদ্ধত্বাদ্যবগতৌ সত্যাং ভূয়ঃ কাচিৎ আকাঙ্ক্ষা উপজায়তে, পুরুষার্থসমাপ্তিবুদ্ধ্যুপপত্তেঃ।৩১ "তত্র কঃ মোহঃ

ভাষ্যানুবাদ

করিতেছ না? অথবা জগতের উৎপত্ত্যাদি শ্রুতির বিরোধবশতঃ তাহা করিতেছ না? প্রথম পক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—] না, তাহা বলা যায় না; যেহেতু [স্থূলত্বাদি, বৃঃ ৩।৮।৮] বিশেষসকলের নিরাকরণবোধক শ্রুতিবাক্যসকলের অন্যপ্রকার অর্থ সম্ভব নহে।২৫ [দ্বিতীয় পক্ষকে উত্থাপন করিতেছেন—] উৎপত্তি প্রভৃতির প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলেরও অন্যপ্রকার অর্থ সম্ভব নহে, ইহা সমান, ইহা যদি বলা হয়।২৬ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] না, তাহা নহে; যেহেতু তাহারা (—জগতের উৎপত্ত্যাদির বোধক শ্রুতিবাক্যসকল, ব্রহ্মের] একত্ব প্রতিপাদন করে। [সেইহেতু তাহারা নির্বিশেষ ব্রহ্মবোধক শ্রুতিবাক্যসকলের সহকারী।২৭ কিপ্রকারে তাহারা সহকারিতা করে? উত্তর—] দেখ, মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্তসকলের দ্বারা [ছাঃ ৬।১।৪-৬] সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সত্যতা এবং কার্য্যবস্তুর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করে যে শাস্ত্র, তাহা [জগতের পারমার্থিক] উৎপত্তি প্রভৃতি প্রতিপাদন করে, ইহা সঙ্গত হইতে পারে না।২৮ [অতএব জগতের উৎপত্ত্যাদিবোধক শ্রুতিবাক্যসকল নিষেধ্য জগদ্রূপ বিষয়ের সমর্পণদ্বারা এক নির্বিশেষ ব্রহ্মবোধক বাক্যসকলের সহকারী হওয়ায় তাহাদের মধ্যে বিরোধ নাই, ইহা সিদ্ধ হইল]।

[সিঃ—ঐ বিষয়ে যুক্তি। নির্বিশেষতাজ্ঞাপক বাক্যসকল নিরাকাঙ্ক্ষ সফল জ্ঞানের উৎপাদক হওয়ায় জগতের উৎপত্ত্যাদির জ্ঞাপক বাক্যসকল তাহার সহকারী, প্রথমোক্ত বাক্যসকল শেষোক্তের নহে।]

কিন্তু উৎপত্ত্যাদিবোধক শ্রুতিবাক্যসকল [ব্রহ্মনিষ্ঠ] বিশেষের নিরাকরণবোধক শ্রুতিবাক্যসকলের সহকারী হইবে, পরন্তু [বিশেষের নিরাকরণবোধক] অপর [শ্রুতিবাক্য-] সকল [জগতের উৎপত্ত্যাদির বোধক] অন্য [শ্রুতিবাক্য-] সকলের সহকারী হইবে না, ইহাতে হেতু কি? ২৯ [সিদ্ধান্ত—তাহা] বলা হইতেছে—যেহেতু [ব্রহ্মে যাবতীয়] বিশেষের নিরাকরণবোধিকা শ্রুতিসকলের অর্থ নিরাকাঙ্ক্ষ (—সেই শ্রুতিবাক্যসকলের যাহা অর্থ, তাহা স্বয়ংই শোকাদির নিরাকরণরূপ ফলের সমর্পক হওয়ায় অন্য কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে না)।৩০ [ফলবৎসন্নিধৌ অফলং

শাঙ্করভাষ্যম্

কঃ শোকঃ একত্বম্ অনুপশ্যতঃ" (ঈশঃ ৭), "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তো-ঽসি" (বৃঃ ৪।২।৪), "বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন (ইতি)। এতং হ বাব ন তপতি কিম্ অহং সাধু ন অকরবম্। কিম্ অহং পাপম্ অকরবম্" (তৈঃ ২।৯), ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।৩২ তথৈব চ বিদুষাং তুষ্ট্যনুভবা-দিদর্শনাৎ।৩৩ বিকারানৃতাভিসন্ধ্যপবাদাৎ চ "মৃত্যোঃ সঃ মৃ-ত্যুম্ আপ্নোতি যঃ ইহ নানেব পশ্যতি" (কঠ ২।১।১১) ইতি।৩৪ অতঃ

ভাষ্যানুবাদ

ভজন্ম্" (২০), এই ন্যায়াবলম্বনে উক্ত বিষয়টী পরিষ্কার করিতেছেন—] দেখ, আত্মার একত্ব নিত্যত্ব এবং শুদ্ধত্ব প্রভৃতির অবগতি হইলে পুনরায় কোনপ্রকার আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় না, কারণ পুরুষার্থের সম্যক্ প্রাপ্তিবিষয়িণী বুদ্ধি [সেই পুরুষে] উপপন্ন হয়।৩১ [আত্মবিষয়ক একত্বাদিজ্ঞানের ফলে সকলপ্রকার আকাঙ্ক্ষার শান্তি হয়, এই বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] "একত্বদর্শনকারীর মোহই বা কি, শোকই বা কি"? "হে জনক তুমি [জন্মমরণাদি] ভয়শূন্যকে প্রাপ্ত হইয়াছ", "বিদ্বান্ কোন কিছু হইত ভীত হন না, কেন আমি সৎ কর্ম্ম করি নাই, কেন আমি অসৎ কর্ম্ম করিয়াছিলাম, 'এইপ্রকার অনুতাপ কেবল তাঁহাকেই তাপিত করে না", ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতে 'নির্বিশেষব্রহ্মবিদের নিরাকাঙ্ক্ষতা অবগত হওয়া যায়'।৩২ [নির্বি-শেষ ব্রহ্মবিদ্যার ফলে বিদ্বানের আকাঙ্ক্ষারাহিত্যরূপ অনুভব প্রদর্শন করিতেছেন—] আর এইপ্রকারেই বিদ্বান্‌গণের তুষ্টির অনুভূতি প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হওয়ায় 'তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষারাহিত্য অবগত হওয়া যায়'।৩৩ আবার "যিনি ইঁহাতে স্বল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করেন, তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে (—পুনঃ পুনঃ জন্মমরণকে) প্রাপ্ত হন", এইপ্রকারে বিকারবিষয়ক মিথ্যাবুদ্ধির (—ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কার্য্যবস্তুসকল সত্যই বর্ত্তমান আছে, এইপ্রকার দ্বৈতাবগাহী মিথ্যাবুদ্ধির) অপবাদ (—নিন্দা) হইতেও 'ইহা (—একত্বাদিজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষারাহিত্য) অবগত হওয়ায় যায়'।৩৪ এইহেতু (—নিরাকাঙ্ক্ষ জ্ঞানের উৎপাদক হওয়ায়, ব্রহ্মনিষ্ঠ] বিশেষের নিরকরণবোধক

ভাবদীপিকা

(২০) "যাহা ফলাধায়ক, তাহার নিকট ফলবিহীন কিছু পঠিত হইলে তাহা হয় ফলা-ধায়কের অঙ্গ"। যেমন দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের প্রকরণে পঠিত প্রযাজ ও অনুযাজ প্রভৃতিতে যে ফলশ্রুতি, তাহা পূঃ মীঃ ৪।৩।১ অধিকরণের ন্যায়ানুসারে অর্থবাদ মাত্র হওয়ায় (৩।৪৩৬ পৃঃ পাদটীকা) হয় ফলবিহীন; অথচ তাহারা ফলাধায়ক দর্শপূর্ণমাসের প্রকরণে তাহার নিকটে পঠিত হওয়ায় প্রকরণপ্রমাণবলে (পূঃ মীঃ ৩।৩।১১ সূঃ) হয় তাহার অঙ্গ। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ ব্রহ্মের নির্বিশেষতা প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকল ফলাধায়ক হওয়ায় এবং জগতের উৎপত্ত্যাদি প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলের কোন ফল না থাকায়, শেষোক্ত বাক্যসকল হয় নিষেধ্য বিষয় সমর্পণের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বাক্যসকলের অঙ্গ (—সহকারী)।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন বিশেষনিরাকরণশ্রুতীনাম্ অন্যশেষত্বম্ অবগন্তুং শক্যতে ।৩৫ ন এবম্ উৎপত্ত্যাদিশ্রুতীনাং নিরাকাঙ্ক্ষার্থপ্রতিপাদনসামর্থ্যম্ অস্তি ।৩৬ প্রত্যক্ষং তু তাসাম্ অন্যার্থত্বং সমনুগম্যতে ।৩৭ তথাহি— "তত্র এতৎ শুঙ্গম্ উৎপতিতং সোম্য বিজানীহি, ন ইদং অমূলং ভবিষ্যতি" (ছা: ৬।৮।৩), ইতি উপন্যস্য উদর্কে সতঃ এব একস্য জগন্মূলস্য বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়তি ।৩৮ "যতঃ বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব, তৎ ব্রহ্ম" (তৈ: ৩।১।১), ইতি চ ।৩৯ এবম্ উৎপত্ত্যাদি-

ভাষ্যানুবাদ

শ্রুতিবাক্যসকল অন্যের (—জগদুৎপত্ত্যাদির জ্ঞাপক বাক্যসকলের) শেষ (—সহকারী), ইহা অবগত হইতে পারা যায় না ।৩৫ [আচ্ছা, জগতের উৎপত্ত্যাদি প্রতিপাদক বাক্যসকলও সেই প্রকার নিরাকাঙ্ক্ষ জ্ঞানের উৎপাদক হউক? উত্তর—] কোনপ্রকার ফলের উৎপাদক না হওয়ায়] উৎপত্তি প্রভৃতির প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলের এইপ্রকার নিরাকাঙ্ক্ষ বিষয় প্রতিপাদনের সামর্থ্য নাই ; [সেইহেতু তাদৃশ বাক্যসকলই তত্ত্ব নিষেধ্য বিষয়ের সমর্পণ দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিতে সহকারী] ।৩৬

[সি:—উৎপত্ত্যাদিবোধক বাক্যসকলই নির্বিশেষতাবোধক বাক্যের সহকারী, এই বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন ।]

[কেবলমাত্র যুক্তিবলেই যে জগতের উৎপত্ত্যাদিবোধক শ্রুতিবাক্যসকলের, ব্রহ্মের নির্বিশেষতাজ্ঞাপক শ্রুতিবাক্যসকলের প্রতি সহকারিতা অবগত হওয়া যায়, তাহা নহে ; শ্রুতি হইতেও তাহা অবগত হওয়া যায়, ইহা বলিতেছেন—] কিন্তু তাহাদের (—জগতের উৎপত্ত্যাদিজ্ঞাপিকা শ্রুতিসকলের) অন্যার্থতা (—অপরের প্রয়োজনসম্পাদকতা) প্রত্যক্ষভাবে সম্যগ্ অবগত হওয়া যায় ।৩৭ যেমন দেখ, "এইপ্রকার হইলে হে সোম্য, এই [দেহরূপ] অঙ্কুরকে [রসাদিভাবে পরিণত অন্ন হইতে] উদ্গত বলিয়া জানিবে, ইহা অমূল (—কারণরহিত) হইবে না", এই-প্রকারে [দেহাদিরূপ বিশেষের] উল্লেখ করিয়া উদর্কে (—পরে, ছা: ৮।৬।৪ বাক্যে] জগতের কারণস্বরূপ এক সদ্বস্তুরই বিজ্ঞেয়তা [শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন ।৩৮ আর "যাঁহা হইতে এই প্রাণীসকল জন্মলাভ করে, জাত [প্রাণিগণ] যাঁহার দ্বারা জীবিত থাকে এবং [বিনাশকালে] যাঁহাতে প্রত্যাগমন করে ও বিলীন হয়, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম", ইত্যাদি 'শ্রুতি হইতেও নির্বিশেষ ব্রহ্মেরই জ্ঞেয়তা অবগত হওয়া যায়' ।৩৯ [এইপ্রকারে সৃষ্ট্যাদিবোধক শ্রুতিবাক্য-সকল নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিতে সহকারী, ইহা শ্রুতি হইতেই প্রতিভাত হয়]।

সি:—পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম অনেক শক্তিযুক্ত নহেন। নির্গুণপরব্রহ্ম গন্তব্য নহেন, এই প্রসঙ্গের উপসংহার।]

[তৎপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকল প্রধান হওয়ায় নির্বিশেষ পরব্রহ্মতত্ত্বই শ্রুতির প্রধান প্রতিপাদ্য, ইহা নির্ণীত হইল। এক্ষণে সেই বিচারের পর্য্যবসিত ফল বর্ণনা

শাঙ্করভাষ্যম্

-শ্রুতীনাম্ ঐকাত্ম্যাবগমপরত্বাৎ ন অনেকশক্তিযোগঃ ব্রহ্মণঃ ।৪০ অতশ্চ গন্তব্যত্বানুপপত্তিঃ ।৪১ "ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি" (বৃঃ ৪।৪।৬), ইতি চ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি গতিং নিবারয়তি ।৪২ তদ্ব্যাখ্যাতং "স্পষ্টোহ্যেকেষাম্" (৪।২।১৩), ইত্যত্র ।৪৩ গতিকল্পনায়াং চ গন্তা জীবঃ গন্তব্যস্য ব্রহ্মণঃ অবয়বঃ, বিকারঃ বা, অন্যঃ বা ততঃ স্যাৎ? ৪৪ অত্যন্ততাদাত্ম্যে গমনানুপপত্তেঃ ।৪৫ যদি এবং ততঃ কিং স্যাৎ? ৪৬ উচ্যতে—যদি একদেশঃ তেন

ভাষ্যানুবাদ

করিতেছেন—] এইপ্রকারে জগতের উৎপত্ত্যাদিপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকল আত্মার একত্বজ্ঞানের প্রতিপাদক হওয়ায় [পারমার্থিক দৃষ্টিতে সৃষ্টি প্রভৃতির অনুকূল] অনেকপ্রকার শক্তির সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ নাই। ["নেতি নেতি" (বৃঃ ২।৩।৬) এবং "সত্যং জ্ঞানম্" (তৈঃ ২।১), ইত্যাদি ব্রহ্মস্বরূপবোধক বাক্যের বিরোধবশতঃ সৃষ্ট্যাদিবোধক বাক্যসকলকে ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে অবগত হইতে হইবে, ইহাই ভাব ।৪০ আচ্ছা, পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম অনেকশক্তিযুক্ত নহেন, ইহা নির্ণীত হইলেও নির্গুণপরব্রহ্মে গতি হয় না, তদভিমত এই প্রধান বিচার্য্য বিষয়ের কি হইল? উত্তর—] আর সেইহেতু (—সর্ববিশেষবিবর্জ্জিত হওয়ায়, নির্গুণপরব্রহ্মের] গন্তব্যতা যুক্তিসঙ্গত নহে (২১) ।৪১ আর "তাঁহার প্রাণসকল (—লিঙ্গশরীর) উৎক্রমণ করে না, ব্রহ্মস্বরূপই তিনি ব্রহ্মে বিলীন হন", এইপ্রকারে [শ্রুতি নির্গুণ] পরব্রহ্মে গতিকে নিবারণ করিতেছেন ।৪২ [কিন্তু "ন তস্মাৎ প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি", এই মাধ্যন্দিন বাক্যানুসারে তো নির্গুণপরব্রহ্মবিদেরও উৎক্রমণ সিদ্ধ হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—] "স্পষ্টোহ্যেকেষাম্", ইত্যাদি এই স্থলে (১৭০ পৃঃ) তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।৪৩

[সিঃ—জীব ব্রহ্মের অবয়ব, বা কার্য্য, এই উভয় পক্ষেই জীবের ব্রহ্মে গমন বা সংসারগমন অসম্ভব।]

[গন্তব্যবিষয়ক বিচারদ্বারা নির্গুণপরব্রহ্মে গতি নিরাকরণ করিয়া এক্ষণে গমনকারীর বিষয়ে বিচারদ্বারা তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—] আর গতি কল্পনা করিলে গমনকারী জীব, গন্তব্য ব্রহ্মের অবয়ব (— অংশ), অথবা বিকার (—কার্য্য), অথবা তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু হইবে ।৪৪ [আচ্ছা, জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এইপ্রকার বিকল্প কেন করা হইল না? উত্তর—] অত্যন্ত তাদাত্ম্যে (—জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে অত্যন্ত অভিন্নতা হইলে) গমন যুক্তিসঙ্গত হয় না ।৪৫ যদি এইপ্রকার,

ভাবদীপিকা

(২১) এইরূপে নির্বিশেষ ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় পূর্ব্ববাদীর ২৪ সংখ্যক বাক্যোক্ত 'নির্বিশেষ ব্রহ্ম নামক কিছুই নাই', এই অভিমত নিরাকৃত এবং সিদ্ধান্তীর ১৬ সংখ্যক বাক্যোক্ত অভিমত স্থাপিত হইল। এক্ষণে স্পষ্ট নিষেধ থাকায় নির্গুণপরব্রহ্ম গন্তব্য নহেন, ইহা বলিতেছেন—ন তস্য—"আর তাঁহার", ইত্যাদি (৪২ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

একদেশিনঃ নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ ন পুনঃ ব্রহ্মগমনম্ উপপদ্যতে।৪৭ একদেশৈকদেশিত্বকল্পনা* চ ব্রহ্মণি অনুপপন্না নিরবয়বত্ব-প্রসিদ্ধেঃ।৪৮ বিকারপক্ষে অপি এতৎ তুল্যং, বিকারেণাপি বিকারিণঃ নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ।৪৯ নহি ঘটঃ মৃদাত্মতাং পরিত্যজ্য অবতিষ্ঠতে, পরিত্যাগে বা অভাবপ্রাপ্তেঃ।৫০ বিকারাবয়বপক্ষ-য়োশ্চ তদ্বতঃ স্থিরত্বাৎ ব্রহ্মণঃ সংসারগমনম্ অপি অনবকপ্তম্।৫১

* 'একদেশিত্বকল্পনা', ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

তাহা হইলে [উক্ত পক্ষত্রয়ে] কি [দোষ] হইবে? ৪৬ [তাহা কথিত হইতেছে—জীব] যদি ব্রহ্মের একদেশ (—অবয়ব) হয়, তাহার (—সেই অবয়বের) দ্বারা একদেশী (—যাহার অবয়ব, সেই অবয়বি ব্রহ্ম) নিত্যপ্রাপ্ত থাকায় [অবয়বভূত জীবের] আবার ব্রহ্মে গমন যুক্তিযুক্ত হইতেছে না।৪৭ আর ব্রহ্মে একদেশ-এক-দেশিত্ববিষয়ক (—অবয়ব-অবয়বিত্ববিষয়ক) কল্পনা যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু [তাঁহার] নিরবয়বতা প্রসিদ্ধ। [সুতরাং 'অবয়ব' পক্ষের উত্থান সম্ভব নহে]।৪৮ বিকারপক্ষেও (—জীব ব্রহ্মের কার্য্য, এই দ্বিতীয় পক্ষেও) ইহা (—গমনের অসঙ্গতি) সমান, যেহেতু বিকারের দ্বারাও বিকারী (—কার্য্যের দ্বারাও কারণ) নিত্য প্রাপ্ত।৪৯ দেখ ঘট মৃৎস্বরূপতাকে পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতে পারে না; আর [তাহাকে] পরিত্যাগ করিলে যেহেতু [ঘটের] অভাব প্রাপ্ত হইয়া পড়ে ৫০ [এই উভয় পক্ষেই অন্য দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] আবার [জীব ব্রহ্মের] বিকার, বা অবয়ব, এই পক্ষদ্বয়ে যিনি তদ্বিশিষ্ট (—স্বীয় কার্য্যরূপ, বা স্বীয় অংশরূপ জীবযুক্ত) সেই ব্রহ্ম স্থির (—কূটস্থ ও অপরিণামি) হওয়ায় [জীবের] সংসারগমনও (—পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ গত্যাগতিও) কল্পনার অযোগ্য (২১)।৫১

ভাবদীপিকা [ভেদাভেদবাদ নিরাকরণ]

[সিঃ—জীব ব্রহ্মের অবয়ব, অথবা কার্য্য, এই উভয়মতবাদে জীবের গতি সম্ভব নহে; অদ্বৈতবাদে তাহা সম্ভব।]

(২১) সিদ্ধান্তীর ভাব এই—অবয়বী ঘট স্থির থাকিলে তাহার অবয়ব কপালের যেমন সক্রিয় হওয়া সম্ভব নহে; তদ্রূপ ব্রহ্ম স্থির ও অপরিণামি হওয়ায় তাঁহার অবয়ব-রূপে কল্পিত জীবেরও সক্রিয় (—গত্যাগতিযুক্ত) হওয়া সম্ভব নহে। আবার কারণভূত কপাল নিষ্ক্রিয় হইলে যেমন তাহার কার্য্যভূত ঘট সক্রিয় হইতে পারে না; তদ্রূপ কারণভূত ব্রহ্ম স্থির ও অপরিণামি হইলে তাঁহার কার্য্যভূত জীবও সক্রিয় হইতে পারে না। **শঙ্কা**—যদি বলা হয়—জীব ব্রহ্মের অবয়বই হউক, বা বিকারই হউক, তাঁহাদের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই (—ভেদাভেদবাদ) সত্য হওয়ায়, অর্থাৎ চেতনাংশে জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং জড় শরীরাংশে ভিন্ন হওয়ায়, যে অংশে জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, সেই শরীরাংশে তাহা অস্থির হয় বলিয়া জীবের গত্যাগতি সম্ভব। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—আলোক ও অন্ধ-কারের একত্র অবস্থিতির ন্যায় এই ভেদাভেদপক্ষ অত্যন্ত বিরুদ্ধ। ইহা অঙ্গীকার করিলেও অচেতন জীবশরীরের স্বর্গাদিতে গত্যাগতি অঙ্গীকার করিতে হইবে, কারণ তোমার মতে

শাঙ্করভাষ্যম্

অথ অন্যঃ এব জীবঃ ব্রহ্মণঃ, সঃ অণুঃ ব্যাপী মধ্যমপরিমাণঃ বা ভবিতুম্ অর্হতি।৫২ ব্যাপিত্বে গমনানুপপত্তিঃ।৫৩ মধ্যমপরিমাণত্বে চ অনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ।৫৪ অণুত্বে কৃৎস্নশরীরবেদনানুপপত্তিঃ।৫৫ প্রতিষিদ্ধে চ অণুত্বমধ্যমপরিমাণত্বে বিস্তরেণ পুরস্তাৎ।৫৬ পরস্মাৎ চ অন্যত্বে জীবস্য "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদিশাস্ত্রবাধপ্রসঙ্গঃ।৫৭ বিকারাবয়বপক্ষয়োঃ অপি সমানঃ অয়ং দোষঃ।৫৮ বিকারাবয়বয়োঃ তদ্বতঃ অনন্যত্বাৎ অদোষঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—দ্বৈতবাদে জীবের ব্যাপিত্ব ও অণুত্বাদি পক্ষত্রয়ে গতির অসঙ্গতি, অনিত্যতা ও শ্রুতিবাধ প্রদর্শন।]

[এক্ষণে জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এই তৃতীয় পক্ষে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর ব্রহ্ম হইতে জীব ভিন্নই, [এই পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে জীবের গত্যাগতি সম্ভব মনে হয় বটে, কিন্তু] সেই জীব অণুপরিমাণ, ব্যাপী, অথবা মধ্যমপরিমাণ হইবে, ইহা সঙ্গত।৫২ [জীব] ব্যাপী হইলে গমন যুক্তিসঙ্গত হয় না।৫৩ আর মধ্যমপরিমাণ (২।৬১১ পৃঃ) হইলে [জীব] অনিত্য হইয়া পড়িবে, [যথা ঘট]।৫৪ অণুপরিমাণ হইলে সমগ্র শরীরে [শৈত্যাদি] অনুভবের উপপত্তি হইবে না।৫৫ আর [জীবের] অণুপরিমাণতা ও মধ্যমপরিমাণতা পূর্ব্বে [২।২।৩৪ সূত্রভাষ্য, ২।৩।১৩ অধিঃ প্রভৃতি স্থলে] বিস্তৃতভাবে নিরাকৃত হইয়াছে।৫৬ [ভেদবাদে শ্রুতিবিরোধ প্রদর্শন করিতেছেন—] আবার জীব পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলে "তত্ত্বমসি", ইত্যাদি শাস্ত্র বাধিত হইয়া পড়িবে।৫৭ [জীব পরব্রহ্মের] কার্য্য অথবা অবয়ব, এই পক্ষদ্বয়েও [শ্রুতিবাধরূপ] এই দোষ সমান।৫৮

[সিঃ—জীব ব্রহ্মের অবয়ব, অথবা বিকার, এই পক্ষদ্বয়ে মুখ্য একত্ব অসম্ভব হওয়ায় শ্রুতিবিরোধ অপরিহার্য্য।]

[বিকার ও বিকারীর এবং অবয়ব ও অবয়বীর অযুতসিদ্ধি (২।৩২২ পৃঃ) অবলম্বনে ভেদাভেদবাদী বলিতেছেন—] কার্য্য ও অবয়ব তদ্বিশিষ্ট হইতে (—কার্য্যভূত বা

ভাবদীপিকা

জীব শরীরাংশেই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। ফলে সেই শরীর অচেতন হওয়ায় জীবের স্বর্গাদিতে ভোগই সম্ভব হইবে না। আর তোমার মতে চেতনাংশে জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, সেই চেতন ব্রহ্ম কিন্তু অংশাংশিভাবশূন্য কূটস্থ, সুতরাং গত্যাগতিশূন্য। কিন্তু সর্ব্বব্যাপী চেতন ব্রহ্ম তো স্বর্গাদিতেও বিদ্যমান আছেন। **সমাধান**—তাহাতে তোমার কি লাভ হইবে? ইহলোকাবচ্ছিন্ন চৈতন্যাংশে কর্ম্ম ও স্বর্গাদিলোকবচ্ছিন্ন চৈতন্যাংশে ভোগাঙ্গীকারে কর্ত্তা ও ভোক্তা বিভিন্ন হইয়া পড়িবে। সুতরাং তোমার এই মতবাদ কল্পনারও অযোগ্য। **শঙ্কা**—কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের **অত্যন্তাভেদ**বাদী তোমাদের মতে জীবের গত্যাগতি কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে? **সমাধান**—বলিতেছি—**অদ্বৈত**বাদী আমাদের মতে অজ্ঞানবলে কল্পিত লিঙ্গশরীররূপ উপাধিযুক্ত চেতন জীবের গত্যাগতিরূপ বিভ্রম সম্ভব। অন্তঃকরণ লিঙ্গশরীরের অন্তর্গত, তাহাতে চিৎপ্রতিবিম্বই অস্মৎসম্মত ব্যাবহারিক জীব, পরমার্থতঃ তাহা ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি চেৎ ?৫৯ ন, মুখ্যৈকত্বানুপপত্তেঃ।৬০ সর্ব্বেষু (চ) এতেষু পক্ষেষু অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ সংসার্য্যাত্মত্বানিবৃত্তেঃ।৬১ নিবৃত্তৌ বা স্বরূপনাশপ্রসঙ্গঃ।৬২ অস্মাত্মত্বানভ্যুপগমাৎ চ।৬৩ যত্তু

ভাষ্যানুবাদ

অবয়বভূত জীব, যাঁহার কার্য্য বা যাঁহার অবয়ব, সেই ব্রহ্ম হইতে) অভিন্ন হওয়ায় [শ্রুতিবাধরূপ উক্ত] দোষ হয় না ; ইহা যদি বলা হয় ?৫৯ [উত্তরে অদ্বৈতবাদী সিদ্ধান্তী বলেন—] তাহা বলা যায় না, যেহেতু [অযুতসিদ্ধ পদার্থের] মুখ্য একত্ব সম্ভব নহে। [ঘট ও কপাল অযুতসিদ্ধ হইলেও তাহাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিভিন্নতার ন্যায় জীব ও ব্রহ্মের বিভিন্নতা থাকিয়াই যায় বলিয়া শ্রুতিবাধদোষ হইয়াই পড়ে]।৬০

(সিঃ—অবয়ব, বিকার ও ভিন্নতা, এই পক্ষত্রয়ে অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গ ও জীবের আত্যন্তিক নাশ।)

এই সকল পক্ষেই (—জীব ব্রহ্মের অবয়ব, তাঁহার কার্য্য এবং তাঁহা হইতে ভিন্ন, এই পক্ষত্রয়েই) মোক্ষের অভাব হইয়া পড়িবে ; যেহেতু [জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানেরই নিবৃত্তি হওয়ায় উক্ত মতবাদত্রয়ে পরমার্থতঃ সত্য] সংসারিস্বরূপতার (—জীবস্বরূপতার) নিবৃত্তি হয় না।৬১ অথবা [পরমার্থতঃ সত্য সেই জীবভাবের] নিবৃত্তি হইলে [জীবের] স্বরূপের নাশ হইয়া পড়িবে (২৩)।৬২ আর [আমাদের ন্যায় তোমরা জীবের পারমার্থিক] ব্রহ্মস্বরূপতা অঙ্গীকার কর না বলিয়া 'তোমাদের মতেই উক্ত দোষ প্রসক্ত হইবে, আমাদের মতে নহে' (২৪)।৬৩ [এইপ্রকারে ভেদাভেদবাদ ও দ্বৈতবাদে গতির অসম্ভাবনা ও মোক্ষাভাবরূপ দোষ প্রদর্শিত হইল]।

ভাবদীপিকা

(২৩) ভাব এই—যাহার যাহা পারমার্থিক স্বরূপ, তাহার নাশ হইলে সেই বস্তুটাই বিনষ্ট হইয়া যায় ; যেমন উষ্ণতার নাশ হইলে বহ্নিস্বরূপেরই আত্যন্তিক নাশ হইয়া যায়। এইরূপে মোক্ষে ব্রহ্মের অবয়বাদিরূপ পারমার্থিক জীবস্বরূপতার নাশ হইলে জীবই বিনষ্ট হইয়া যাইবে, মোক্ষভাগী কেহ থাকিবে না। আর স্বরূপনাশের ভয়ে কোন জীবের মোক্ষলাভে প্রবৃত্তিই হইবে না। আবার অবয়বের নাশে অবয়বী ব্রহ্মও ঘটাদির ন্যায় বিকৃত হইয়া পড়িবেন। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—স্বাভাবিক জীবত্বের নিবৃত্তি হওয়ায় তোমার পক্ষেও উক্ত দোষ দুর্ব্বার হইবে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—অস্মাত্মত্ব—'আর আমাদের' ইত্যাদি (৬৩ বাক্য)।

(২৪) সিদ্ধান্তে স্বাভাবিক জীবত্ব নামক কিছুই নাই। প্রতিবিম্বভূত জীব বস্তুতঃ বিম্বভূত ব্রহ্মই। অনাদি অনির্ব্বচনীয়া অবিদ্যার বলে তাহার জীবত্ব কল্পিত মাত্র। ব্রহ্মাত্মজ্ঞানবলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে সেই কল্পিত জীবত্বের নিবৃত্তি হওয়ায় জীব ব্রহ্মাত্মতারূপ স্বীয় যথার্থস্বরূপেই অবস্থান করেন, সেইহেতু উক্ত দোষসকল হয় না, ইহাই ভাব। এক্ষণে প্রসঙ্গবশতঃ "সংসার কর্ম্মজন্য হওয়ায় কর্ম্মের অভাবে সংসারের অভাব সিদ্ধ হয় বলিয়া মুক্তি অনায়াসে লব্ধ হইবে, তাহার জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের আবশ্যকতা নাই", কর্ম্মমীমাংসকগণের (প্রকটার্থ ১০৮২ পৃঃ) এই একভবিকবাদ (—একই জন্মে যাবতীয় কর্ম্মের ফলভোগ শেষ করিয়া মোক্ষলাভ, এই মতবাদ) উদ্ভৃত করিতেছেন—যত্তু —'পরন্তু কেহ কেহ', ইত্যাদি (৬৪ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

কৈশ্চিৎ জল্প্যতে নিত্যানি নৈমিত্তিকানি কর্ম্মাণি অনুষ্ঠীয়ন্তে প্রত্যবায়ানুৎপত্তয়ে।৬৪ কাম্যানি প্রতিষিদ্ধানি চ পরিত্রিয়ন্তে স্বর্গনরকানবাপ্তয়ে।৬৫ সাম্প্রতদেহোপভোগ্যানি চ কর্ম্মাণি উপভোগেনৈব ক্ষপ্যন্তে, ইতি অতঃ বর্ত্তমানদেহপাতাৎ ঊর্দ্ধং দেহান্তরপ্রতিসন্ধানকারণাভাবাৎ স্বরূপাবস্থানলক্ষণং কৈবল্যং বিনাপি ব্রহ্মাত্মতয়া এবংবৃত্তস্য সেৎস্যতি ইতি।৬৬ তদসৎ, প্রমাণাভাবাৎ।৬৭ নহি এতৎ শাস্ত্রেণ কেনচিৎ প্রতিপাদিতং 'মোক্ষার্থী ইত্থং সমাচরেৎ' ইতি।৬৮ স্বমনীষয়া তু এতৎ তর্কিতং—'যস্মাৎ কর্ম্মনিমিত্তঃ সংসারঃ, তস্মাৎ নিমিত্তাভাবাৎ ন ভবিষ্যতি' ইতি।৬৯ ন চ এতৎ তর্কয়িতুম্ অপি শক্যতে, নিমিত্তাভাবস্য দুর্জ্ঞানত্বাৎ।৭০ বহূনি হি কর্ম্মাণি জাত্যন্তরসঞ্চিতানি ইষ্টানিষ্টবিপাকানি একৈকস্য জন্তোঃ সম্ভাব্যন্তে।৭১ তেষাং

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—একভবিকবাদ (৬৩৮ পৃঃ)—নিত্যাদি কর্ম্মের ফলে পাপনাশ এবং কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জনের ফলে পুণ্যপাপের অনুৎপত্তি হওয়ায় ভোগদ্বারা প্রারব্ধক্ষয়ে মুক্তি অঙ্গীকার্য্য।]

পরন্তু কেহ কেহ যে জল্পনা করেন—প্রত্যবায়ের (—পাপের) অনুৎপত্তির জন্য নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকল অনুষ্ঠিত হয়।৬৪ স্বর্গ ও নরকের অপ্রাপ্তির জন্য [যথাক্রমে] কাম্য ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মসকল পরিহৃত হয়।৬৫ আর সাম্প্রতিক (—বর্ত্তমান) দেহে উপভোগযোগ্য [প্রারব্ধ-] কর্ম্মসকল উপভোগের দ্বারাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এইহেতু বর্ত্তমান দেহনাশের পরবর্ত্তিকালে অন্য দেহপ্রাপ্তির কারণ না থাকায় এইপ্রকার আচরণশীলের স্বরূপে অবস্থানাত্মক কৈবল্য (—মুক্তি, জীবের] ব্রহ্মাত্মতা (—ব্রহ্মস্বরূপতা) ব্যতিরেকেও সম্ভব হইয়া থাকে, ইত্যাদি।৬৬

[সিঃ—একভবিকবাদ নিরাকরণ। একই জন্মে যাবতীয় কর্ম্মফলভোগ অসম্ভব হওয়ায় এবং ভাবিফলপ্রদ অবশিষ্ট কর্ম্ম থাকায় তাহার ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।]

[তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—এইপ্রকার আচরণ মোক্ষহেতু] তাহা (—এইপ্রকার শাস্ত্রার্থ) সাধু নহে, যেহেতু [সেই বিষয়ে] প্রমাণ নাই।৬৭ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু কোন শাস্ত্রের দ্বারা ইহা প্রতিপাদিত হয় নাই যে, 'মোক্ষার্থী এইপ্রকার আচরণ করিবেন', ইত্যাদি।৬৮ কিন্তু [উক্ত মতবাদিগণের] নিজ বুদ্ধিবলে এই-প্রকার তর্কের উত্থান হইয়াছে—'যেহেতু সংসার কর্ম্মরূপ নিমিত্তবশতঃ হইয়া থাকে, সেইহেতু নিমিত্তের অভাববশতঃ [তাহা আর] হইবে না', ইত্যাদি।৬৯ এইপ্রকার তর্কও কিন্তু করিতে পারা যায় না; যেহেতু নিমিত্ত (—সংসারের হেতুভূত কর্ম্ম) নাই, ইহা দুর্জ্ঞেয়।৭০ [ইহা স্পষ্ট করিতেছেন—] দেখ, এক একটী জীবের অন্য [অন্য] জন্মে সঞ্চিত ইষ্ট ও অনিষ্ট বিপাকযুক্ত (—ভোগপ্রদ) বহুপ্রকার কর্ম্ম সম্ভাবিত (—সম্যগরূপে অবস্থিত) থাকে।৭১ বিরুদ্ধফলপ্রদ তাহাদের যুগপৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

নিরুদ্ধফলানাং যুগপৎ উপভোগাসম্ভবাৎ কানিচিৎ লব্ধাবসরাণি ইদং জন্ম নিষ্পিমতে।৭২ কানিচিৎ তু দেশকালনিমিত্তপ্রতীক্ষাণি আসতে ইতি অতঃ তেষাম্ অবশিষ্টানাং সাম্প্রতেন উপভোগেন ক্ষপণাসম্ভবাৎ ন যথাবর্ণিতচরিতস্যাপি বর্তমানদেহপাতে দেহান্তরনিমিত্তাভাবঃ শক্যতে নিশ্চেতুম্।৭৩ কর্মশেষসম্ভাবসিদ্ধিশ্চ "তৎ যে ইহ রমণীয়চরণাঃ" (ছাঃ ৫।১০।৭), "ততঃ শেষেণ" (গৌতম সং ১১।২৯) ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ।৭৪ স্যাদেতৎ, নিত্যনৈমিত্তিকানি তেষাং ক্ষেপকাণি ভবিষ্যন্তি ইতি।৭৫ তন্ন, বিরোধাভাবাৎ।৭৬ সতি হি বিরোধে ক্ষেপ্যক্ষেপকভাবঃ ভবতি।৭৭ ন চ জন্মান্তরসঞ্চিতানাং সুকৃতানাং নিত্যনৈমিত্তিকৈঃ অস্তি বিরোধঃ,

ভাষ্যানুবাদ

[একই শরীরে] উপভোগ সম্ভব না হওয়ায় [অঙ্গীকার করিতে হইবে যে,] কোন কোন কর্ম [ফলপ্রদানের জন্য] অবসরলাভকরতঃ এই জন্মকে (—এই শরীরকে) নির্ম্মাণ করে।৭২ কেহ কেহ (—কোন কোন কর্ম) কিন্তু দেশ কাল ও নিমিত্তের প্রতীক্ষাকরতঃ অবস্থান করে, এইহেতু বর্তমান উপভোগের দ্বারা সেই অবশিষ্ট [কর্ম-] সকলের ক্ষয় সম্ভব না হওয়ায় যথাবর্ণিত (—পূর্বে বর্ণিত) আচরণশীলেরও বর্তমান শরীরের নাশ হইলে অন্য দেহের [উৎপত্তির] প্রতি নিমিত্তের অভাবকে নিশ্চয় করিতে পারা যায় না।৭৩ [কিন্তু তোমার এই ব্যাখ্যাও অমূলক তর্কমাত্র। তদুত্তরে মূলরূপে শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "সেইহেতু যাঁহারা এখানে রমণীয় আচরণযুক্ত (—সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন"), "তাহা হইতে অবশিষ্ট অংশের দ্বারা", ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিসকল হইতে অবশিষ্ট কর্ম্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।৭৪

[সিঃ—নিত্যাদিকর্ম্মের ফলে পাপক্ষয় হইলেও নিঃশেষে তাহা অসম্ভব হওয়ায় এবং পুণ্যোৎপত্তি হওয়ায় ব্রহ্মাত্মজ্ঞানহীনের মোক্ষ অসম্ভব।]

[সংশয়—] আচ্ছা, ইহা হইতে পারে, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকল তাহাদের (—অনারব্ধফল কর্ম্মসকলের) নাশক হইবে, [ফলে উক্তপ্রকার আচরণশীলের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী] ইত্যাদি।৭৫ [সিঃ সমাধান—] তাহা সম্ভব নহে, যেহেতু বিরোধ নাই।৭৬ দেখ, বিরোধ থাকিলেই নাশ্যনাশকভাব হইয়া থাকে।৭৭ [কীদৃশ কর্ম্মের সহিত বিরোধ নাই; তাহা বলিতেছেন—] আর জন্মান্তরে সঞ্চিত সুকৃতসকলের (—কাম্য (২৫) ও নিত্যনৈমিত্তিক শুভ কর্ম্মসকলের, ইহ জন্মে অনুষ্ঠিত] নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকলের সহিত বিরোধ নাই, যেহেতু তাহারা অবি-

ভাবদীপিকা

(২৫) স্বর্গাদিপ্রাপ্তির হেতুভূত কাম্য কর্ম্মসকলও তদঙ্গভূত সংযম, তপস্যা ও প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারে কর্ত্তার শুদ্ধতা সম্পাদনকরতঃ ক্রমশঃ তাঁহাকে নিষ্কাম কর্ম্ম ও উপাসনাদিতে অধিকারী করিয়া থাকে, সেইহেতু এই কর্ম্মসকলও সুকৃত (—শুভ কর্ম্ম)। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকল

শাঙ্করভাষ্যম্

শুদ্ধিরূপত্বাবিশেষাৎ। ৭৮ দুরিতানাং তু অশুদ্ধিরূপত্বাৎ সতি বিরোধে ভবতু ক্ষপণম্। ৭৯ নতু তাবতা দেহান্তরনিমিত্তাভাবসিদ্ধিঃ, সুকৃতনিমিত্তত্বোপপত্তেঃ ৮০ দুশ্চরিতস্যাপি অশেষক্ষপণানবগমাৎ। ৮১ ন চ নিত্যনৈমিত্তিকানুষ্ঠানাৎ প্রত্যবায়ানুৎপত্তিমাত্রং, ন পুনঃ ফলান্তরোৎপত্তিঃ ইতি প্রমাণম্ অস্তি, ফলান্তরস্যাপি অনুনিষ্পাদিনঃ সম্ভবাৎ। ৮২ স্মরতি হি আপস্তম্বঃ—"তদ্ যথা আম্রে ফলার্থে নির্ম্মিতে ছায়াগন্ধৌ অনূৎপদ্যেতে, এবং ধর্ম্মং চর্য্যমাণম্ অর্থাঃ অনূৎপদ্যন্তে" (আপঃ ধর্ম্মসূঃ ১।২০।৩), ইতি। ৮৩

ভাষ্যানুবাদ

-শেষভাবে শুদ্ধিস্বরূপ। ৭৮ পরন্তু অশুদ্ধিস্বরূপ হওয়ায় [পুণ্যকর্ম্মসকলের সহিত] বিরোধবশতঃ দুরিতসকলের (—পাপকর্ম্মসকলের) ক্ষয় হউক্। ৭৯ কিন্তু তাহার দ্বারা দেহান্তর প্রাপ্তির যাহা হেতু, তাহার অভাব সিদ্ধ হয় না; যেহেতু সুকৃতের [দেহান্তরোৎপত্তির প্রতি] নিমিত্ততা সঙ্গত। ৮০ আর যেহেতু [নিত্যাদি শুভ কর্ম্মের দ্বারা] দুশ্চরিতের (—আচরিত পাপকর্ম্মের) নিঃশেষে ক্ষয় অবগত হওয়া যায় না। [যেহেতু একই মনুষ্যশরীরে সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফলভূত সুখ ও দুঃখ পরিদৃষ্ট হয়। অতএব অবশিষ্ট দুরিতকর্ম্মের ফলে দেহান্তরোৎপত্তিতে বাধা নাই]। ৮১ আবার নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে কেবলমাত্র প্রত্যবায়ের (—পাপের) অনুৎপত্তি হয়, কিন্তু অন্য ফলের উৎপত্তি হয় না, এই বিষয়ে প্রমাণ নাই, কারণ পশ্চাদ্ভাবি অন্যপ্রকার ফলও সম্ভব (২৬)। ৮২ যেহেতু আপস্তম্ব বলেন—"ফলের জন্য আম্রবৃক্ষ রোপিত হইলে ছায়া ও গন্ধ যেমন আনুষঙ্গিকভাবে উৎপন্ন হয়, এই প্রকারে [প্রত্যবায় পরিহারের জন্য] ধর্ম্ম (—নিত্যাদি শুভ কর্ম্ম) আচরিত (—অনুষ্ঠিত) হইলে [স্বর্গাদিরূপ] অর্থসকল (—ফলসকল, পরবর্ত্তিকালে] আনুষঙ্গিকভাবে উৎপন্ন হয়", ইত্যাদি। ৮৩ আর [কাম্যাদি যাবতীয় কর্ম্মের ভুক্তাবশেষবশতঃ (ছাঃ ৫।১০।৭, গৌতম সং ১১।২৯) জন্মান্তর সিদ্ধ হওয়ায় উক্তপ্রকার আচরণশীল

ভাবদীপিকা

এই সুকৃতসকলের বিরোধী ও নাশক হইলে শাস্ত্রে কাম্য কর্ম্মের উপদেশ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে, সকাম পুরুষের ক্রমশঃ উন্নতিলাভের কোন উপায়ই থাকিবে না, ইহাই ভাব।

(২৬) ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—"দর্শপূর্ণমাসাদি যজ্ঞের অঙ্গভূত **অগ্ন্যন্বাধান** (৩।৭০৪ পৃঃ), **প্রস্তরযাগ** (—যজ্ঞশেষে বেদিস্থিত কুশসকলকে জুহুতে স্থাপন করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান। ইহার অপর নাম—'বর্হির্হোম'। কাঃ শ্রৌঃ ৩।৮।৫) ও **প্রস্তরপ্রহরণ** (—সূক্তবাকের শেষভাগে পঠিত 'দেবেভ্যঃ' এই মন্ত্রাংশ শ্রবণকালে অধ্বর্য্যু হস্ত বক্রকরতঃ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আহবনীয় কুণ্ডে কুশদ্বারা প্রহার করিয়াই কুশগুলিকে আকর্ষণ করিয়া নেন, ইহাকে বলে প্রস্তরপ্রহরণ। অধ্বর্য্যুপ্রেরিত হোতা "ইদং দ্যাবাপৃথিবী" ইত্যাদি যে মন্ত্রপাঠ করেন, তাহাকে বলে **সূক্তবাক্**। শ্রৌতপদার্থনির্ব্বচন]

শাঙ্করভাষ্যম্

ন চ অসতি সম্যগ্‌দর্শনে সর্ব্বাত্মনা, কাম্যপ্রতিষিদ্ধবর্জ্জনং জন্মপ্রায়ণান্তরালে কেনচিৎ প্রতিজ্ঞাতুং শক্যম্, সুনিপুণানাম্ অপি সূক্ষ্মাপরাধদর্শনাৎ ।৮৪ সংশয়িতব্যং তু ভবতি ।৮৫ তথাপি নিমিত্তাভাবস্য দুর্জ্ঞানত্বম্ এব ।৮৬ ন চ অনভ্যুপগম্যমানে জ্ঞানগম্যে ব্রহ্মাত্মত্বে কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বস্বভাবস্য আত্মনঃ কৈবল্যম্ আকাঙ্ক্ষিতুং শক্যম্, অগ্নেঃ ঔষ্ণ্যবৎ স্বভাবস্য অপরিহার্য্যত্বাৎ ।৮৭ স্যাদেতৎ, কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বকার্য্যম্ অনর্থঃ, ন তচ্ছক্তিঃ; তেন

ভাষ্যানুবাদ

হইলেও] সম্যগ্‌দর্শন (—ব্রহ্মাত্মজ্ঞান) না হইলে জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তিকালে কোন ব্যক্তি কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের সর্বতোভাবে বর্জ্জন প্রতিজ্ঞা করিতে সমর্থ নহেন ; যেহেতু অত্যন্ত নিপুণ ব্যক্তিগণেরও [প্রমাদবশতঃ মিথ্যাকথন, নিষ্কামকর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে অকস্মাৎ সুপ্ত কামনার অভিব্যক্তি, ইত্যাদি] সূক্ষ্ম অপরাধসকল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ।৮৪ [কিন্তু প্রমাদ বা কামনার উদয় হইবেই, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—সূক্ষ্ম অপরাধ বিষয়ে] সংশয় হওয়া সঙ্গত ।৮৫ [কিন্তু সূক্ষ্মাপরাধবিষয়ক সংশয়মাত্রের বলে পাপপুণ্যাদির অস্তিত্ব ও জন্মান্তরকল্পনা অনিশ্চত, সুতরাং অসিদ্ধ। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] তাহা হইলেও [সূক্ষ্ম অপরাধরূপ] নিমিত্তের অভাব অবশ্যই দুর্জ্ঞেয় ; [ফলে জন্মান্তরাভাবও দুর্জ্ঞেয় হওয়ায় তোমার পক্ষও সিদ্ধ হয় না ।৮৬ আর যে বলা হইয়াছে—এইপ্রকার আচরণশীলের ব্রহ্মাত্মতা ব্যতিরেকেই মোক্ষ সম্ভব (৬৬ বাক্য)। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] আর জ্ঞানগম্য (—ব্রহ্মাত্মজ্ঞানবলে প্রাপ্তব্য) ব্রহ্মস্বরূপতা অঙ্গীকার না করিলে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব যাহার স্বভাব, সেই [ব্রহ্মভিন্ন] জীবাত্মার মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করিতে পারা যায় না; যেহেতু অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় স্বভাব অপরিহার্য্য ।৮৭ [এইপ্রকারে কর্ম্মমীমাংসকের একভবিকবাদ (৩।৩৮ এবং ৪।২৭২ পৃঃ) নিরাকৃত হইয়া ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের মোক্ষহেতুতা স্থাপিত হইল।]

ভাবদীপিকা

প্রভৃতিতে যে ফলসকল শ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে, সেই ফলসকল কামনা না থাকিলেও যজমানের অবশ্যই হইয়া থাকে, ইহা স্বীকৃত হয় বলিয়া নিত্য [নৈমিত্তিক] কর্ম্মসকলের আনুষঙ্গিক ফল হইয়াই থাকে"। আর "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" (বৃঃ ১।৫।১৬), ইত্যাদি শ্রুতি অবিশেষভাবে নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য, সকলপ্রকার কর্ম্মের ফলদাতৃত্ব প্রতিপাদন করেন। গীতাভাষ্যে (১৮।৬৬) ভগবান্ ভাষ্যকারও বলিয়াছেন—"তস্মাৎ ন নিত্যানাং কর্ম্মণাম্ অদৃষ্টফলাভাবঃ কদাচিদপি উপপদ্যতে", ইত্যাদি। সুতরাং নিত্যাদি কর্ম্মের ফলে পাপক্ষয় হইলেও তজ্জনিত পুণ্যবলে পিতৃলোকাদিতে অন্ত জন্মরূপ ভাবি ফলও হইয়া থাকে, ইহা অঙ্গীকার্য্য। নিত্যাদি কর্ম্মের ফলে প্রত্যবায়পরিহার হইতে ভিন্ন পুণ্যও অর্জ্জিত হয়, এই বিষয়ে প্রমাণরূপে ভগবান্ আপস্তম্বের বচন উদ্ধৃত করিতেছেন—স্মরতি—'যেহেতু' ইত্যাদি (৮৩ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

শক্ত্যবস্থানে অপি কার্য্যপরিহারাৎ উপপন্নঃ মোক্ষঃ ইতি।৮৮ তচ্চ ন, শক্তিসদ্ভাবে কার্য্যপ্রসবস্য দুর্নিবারত্বাৎ।৮৯ অথাপি স্যাৎ, ন কেবলা শক্তিঃ কার্য্যম্ আরভতে অনপেক্ষ্য অন্যানি নিমিত্তানি।৯০ অতঃ একাকিনী সা স্থিতা অপি ন অপরাধ্যতি ইতি।৯১ তচ্চ ন,

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—'কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব জীবের স্বভাব নহে, কিন্তু শক্তি'; কর্ম্মিগণের এই মতান্তর নিরাকরণকরতঃ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের মোক্ষহেতুতা প্রতিপাদন।]

[কর্ম্মমীমাংসকগণের অন্যপ্রকার মতবাদ উত্থাপন করিতেছেন—] আচ্ছা, ইহা হইতে পারে, [জীবনিষ্ঠ] কর্তৃত্বভোক্তৃত্বের কার্য্য [সংসাররূপ] অনর্থ, তাহা (—সেই কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব, অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় জীবের] শক্তি (—স্বভাব) নহে; সেইহেতু [সেই কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব জীবে] শক্তিরূপে (—অনভিব্যক্ত সূক্ষ্মরূপে) অবস্থান করিলেও [সংসাররূপ] কার্য্যের পরিহার হয় বলিয়া মোক্ষ যুক্তিসঙ্গত (২৭)।৮৮ [সিদ্ধান্ত—] তাহা সম্ভব নহে, যেহেতু শক্তি বর্ত্তমান থাকিলে কার্য্যের প্রসব (—উৎপত্তি) দুর্নিবার হইয়া পড়ে (২৮)।৮৯ [সংশয়—] আচ্ছা, এইপ্রকারও হইতে পারে, [অদৃষ্টাদি] অন্য নিমিত্তসকলকে অপেক্ষা না করিয়া কেবলা (—সহায়হীনা) শক্তি কার্য্যোৎপাদন করিতে পারে না।৯০ অতএব [কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিরূপা] তাহা (—সেই শক্তি) একাকিনী বর্ত্তমান থাকিলেও অপরাধ করে না (—সংসাররূপ অনর্থকে উৎপাদন করে না)।৯১ [সিদ্ধান্ত—] তাহাও

ভাবদীপিকা

(২৭) এই বাক্যে 'শক্তি' শব্দের 'স্বভাব' ও 'কার্য্যগম্য কারণে লীন অনভিব্যক্ত কার্য্য' (২।১১৭ পৃঃ ২১ ভাবদীঃ) এই উভয়প্রকার অর্থ লক্ষ্য করিতে হইবে। **প্রকটার্থকার** ও **রত্নপ্রভাকারের** ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। যাহাহউক্ **সিদ্ধান্তী** বলিয়াছেন—"কর্তৃত্বাদি জীবের স্বভাব হইলে অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় তাহা অপরিহার্য্য হওয়ায় মোক্ষের আশা করা যায় না" (৮৭ বাক্য)। তদুত্তরে **কর্ম্মমীমাংসক** বলিতেছেন—কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব থাকিলে সংসাররূপ অনর্থ হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বজনসিদ্ধ। সেই কর্তৃত্বাদি কিন্তু অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় জীবের স্বভাব নহে; অথচ জীবের অন্যান্য নানা সংস্কারের ন্যায় তাহারা অনভিব্যক্তরূপে (—শক্তিরূপে) জীবেই অবস্থান করে। অরণ্যস্থ দণ্ডে ঘটোৎপাদন শক্তি থাকিলেও 'কুম্ভকারের হস্তসংযোগের অভাব-রূপ' প্রতিবন্ধকবশতঃ তাহা যেমন ঘটোৎপাদন করিতে পারে না; তদ্রূপ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব শক্তিরূপে জীবে অবস্থান করিলেও নিত্যাদিকর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ সংসাররূপ অনর্থকে উৎপাদন করিতে পারে না। ফলে কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব থাকিলেও জীবের মোক্ষ হইতে বাধা নাই।

(২৮) **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—কার্য্যের উৎপত্তিদৃষ্টে যে শক্তির অস্তিত্ব অনুমিত হয়; কার্য্যের যদি উৎপত্তিই না হয়, তাহা হইলে তাদৃশ শক্তির অস্তিত্ব অঙ্গীকার যুক্তিসঙ্গত নহে। সেইহেতু কর্তৃত্বাদিবিষয়ক তাদৃশ শক্তি যদি অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে কোন না কোন সময়ে তাহা অভিব্যক্ত হইয়া সংসাররূপ অনর্থকে উৎপাদন করিবেই। আর তুমি যে

শাঙ্করভাষ্যম্

নিমিত্তানাম্ অপি শক্তিলক্ষণেন সম্বন্ধেন নিত্যসম্বন্ধত্বাৎ।১২ তস্মাৎ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বস্বভাবে সতি আত্মনি অসত্যাং বিদ্যাগম্যায়াং ব্রহ্মাত্মতায়াং ন কথঞ্চন মোক্ষং প্রতি আশা অস্তি।১৩ শ্রুতিশ্চ "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়" (শ্বে: ৩।৮) ইতি জ্ঞানাৎ অন্যং মোক্ষমার্গং বারয়তি।১৪ পরস্মাৎ অনন্যত্বে অপি জীবস্য সর্ব্বব্যবহারলোপপ্রসঙ্গঃ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাপ্রবৃত্তেঃ ইতি চেৎ?১৫ ন, প্রাক্প্রবোধাৎ স্বপ্নব্যবহারবৎ তদুপপত্তেঃ।১৬ শাস্ত্রং চ "যত্র

ভাষ্যানুবাদ

সম্ভব নহে, যেহেতু নিমিত্তসকল শক্তিরূপ সম্বন্ধের সহিত নিত্যসম্বন্ধ (২৯)।১২ সেইহেতু (—এইপ্রকারে কর্ম্মবাদীর শক্তিপক্ষ নিরাকৃত হওয়ায়) কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব [জীবের] স্বভাব হইলে, ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা প্রাপ্তব্য ব্রহ্মাত্মতা জীবাত্মাতে না থাকিলে (—জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞান জীবাত্মাতে উদিত না হইলে) কোনপ্রকারেই মোক্ষের প্রতি আশা নাই।১৩ আর শ্রুতিও "পরমার্থলাভের অন্য উপায় নাই", এইপ্রকারে [ব্রহ্মাত্ম-]জ্ঞান হইতে ভিন্ন মোক্ষমার্গকে (—মোক্ষের উপায়কে) নিষেধ করিতেছেন।১৪ [এইপ্রকারে কর্ম্মমীমাংসকগণের অন্যপ্রকার মতবাদ নিরাকৃত হইল]।

[সি:—জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হইলেও অজ্ঞানাবস্থাতেই লোকব্যবহার, সম্যগ্জ্ঞানাবস্থাতে নহে।]

[এইরূপে প্রসঙ্গবশতঃ পরমত নিরাকরণ করিয়া স্বমতের পরিষ্কৃতির জন্য আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন—] জীব পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলে সকলপ্রকার ব্যবহারের বিলোপ হইয়া পড়িবে যেহেতু [সমস্তই অন্তর্বহির্ভাবশূন্য কূটস্থ ব্রহ্মস্বরূপ হইলে কর্ত্তা কর্ম্ম ও করণের অভাব হওয়ায়] প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রবৃত্তি হইবে না, এইপ্রকার যদি বলা হয়?১৫ [উত্তরে সি: অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন—] তাহা বলা যায় না; যেহেতু প্রবোধের (—ব্রহ্মাত্মজ্ঞানোৎপত্তির) পূর্ব্বে স্বপ্নকালীন ব্যবহারের ন্যায় তাহা (—প্রমাণপ্রমেয়াদি ব্যবহার) উপপন্ন হয়।১৬ [সেই বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর শাস্ত্রও "যেহেতু যখন (—যে অব-

ভাবদীপিকা

নিত্যাদিকর্ম্মকে প্রতিবন্ধক মনে করিতেছ, তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ প্রত্যবায়নিবৃত্তি ব্যতিরেকে পুণ্যেরও হেতু হওয়ায় (২৬ ভাবদী:) স্বর্গাদি ভোগপ্রদানকরতঃ তাহা সংসাররূপ অনর্থের উৎপাদনে সহকারীই হইয়া পড়ে, প্রতিবন্ধক নহে। অতএব কর্ত্তৃত্বাদি শক্তিরূপে থাকিলেও সংসার দুর্নিবার হইয়া পড়ে, মোক্ষলাভ সম্ভব হয় না।

(২৯) এই স্থলে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—"শক্তিঃ কার্য্যানুমেয়া"। সেই শক্তি (—কারণে বিলীন কার্য্যের সূক্ষ্মাবস্থা) হইতে যখনই কার্য্যের অভিব্যক্তি হয়, তখনই অদৃষ্ট দেশ ও কাল প্রভৃতি নিমিত্তসকল তাহার সহকারিরূপে পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং এই সহকারীসকলও শক্তির সহিত সদাই সম্বন্ধরূপে বর্ত্তমান আছে, ইহা অঙ্গীকার্য্য। অতএব কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বশক্তি সহায়হীনা হওয়ায় সংসাররূপ অনর্থকে উৎপাদন করে না, এইপ্রকার কল্পনা অসঙ্গত।

শাঙ্করভাষ্যম্

হি দ্বৈতম্ ইব ভবতি....তৎ ইতরঃ ইতরং পশ্যতি" (বৃঃ ২।৪।১৪, ৪।৫।১৫) ইত্যাদিনা অপ্রবুদ্ধবিষয়ে প্রত্যক্ষাদিব্যবহারম্ উক্ত্বা পুনঃ প্রবুদ্ধবিষয়ে "যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (ঐ), ইত্যাদিনা তদভাবং দর্শয়তি।৯৭ তদেবং পরব্রহ্মবিদঃ গন্তব্যাদিবিজ্ঞানস্য বাধিতত্বাৎ ন কথঞ্চন গতিঃ উপপাদয়িতুং শক্যা।৯৮ কিং বিষয়াঃ পুনঃ গতিশ্রুতয়ঃ ইতি ?৯৯ উচ্যতে—সগুণবিদ্যাবিষয়াঃ ভবিষ্যন্তি।১০০ তথাহি ক্বচিৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাং প্রকৃত্য গতিঃ উচ্যতে, ক্বচিৎ পর্য্যঙ্কবিদ্যাং, ক্বচিৎ বৈশ্বানরবিদ্যাম্।১০১ যত্রাপি ব্রহ্ম প্রকৃত্য গতিঃ উচ্যতে, যথা "প্রাণঃ ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৪।১০।৪) ইতি, "অথ যদিদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং

ভাষ্যানুবাদ

-স্থাতে, অবিদ্যাকল্পিত দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধিবশতঃ পরমার্থতঃ অদ্বৈত ব্রহ্মে] দ্বৈতের ন্যায় হয় (—আত্মা হইতে ভিন্ন বস্তুর প্রতিভাস হয়), তখন একে অপরকে দর্শন করে", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারসকলকে অজ্ঞানী ব্যক্তির বিষয়রূপে বর্ণনা করিয়া, পুনরায় "কিন্তু সমস্ত যখন ইঁহার (—ব্রহ্মাত্মবিদের) আত্মস্বরূপই হইয়া গেল, তখন কাহার (—কোন্ করণের) দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জ্ঞানীর বিষয়ে তাহার (—প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারের) অভাব প্রদর্শন করিতেছেন।৯৭ [প্রাসঙ্গিক আশঙ্কার পরিহার করিয়া এক্ষণে 'নির্গুণপরব্রহ্ম গন্তব্য নহেন' (১৫ বাক্য), এই পরম প্রস্তাবিতের উপসংহার করিতেছেন—] এইপ্রকারে [সম্যগ্জ্ঞানাবস্থাতে] গন্তব্যাদিবিষয়ক জ্ঞান বাধিত হয় বলিয়া [নির্গুণ-] পরব্রহ্মবিদের গতি কোনপ্রকারেই উপপাদন করিতে পারা যায় না।৯৮

[সিঃ—সগুণবিদ্যাতেই গতি সম্ভব, নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যাতে নহে।]

[এক্ষণে গতিবিষয়ে স্বমতের পরিস্ফুতির জন্য প্রশ্ন করিতেছেন—] আচ্ছা, গতিবোধিকা শ্রুতিসকল কাহাকে বিষয় করে ? ৯৯ [সিঃ সমাধান—তাহা] কথিত হইতেছে, [সেই শ্রুতিসকল] সগুণ বিদ্যাকে বিষয় করিবে।১০০ [সগুণ বিদ্যা বলিতে কি বুঝায়, তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেমন দেখ, কোন স্থলে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাকে প্রস্তাব করিয়া গতি বর্ণিত হইতেছে (ছাঃ ৫।১০।১, বৃঃ ৬।২।১৫), কোন স্থলে পর্য্যঙ্কবিদ্যাকে (কৌঃ ১।৩) এবং কোন স্থলে বৈশ্বানরবিদ্যাকে প্রস্তাব করিয়া গতি বর্ণিত হইতেছে (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।১, ছাঃ ৫।১১-৫।২৪।৪)।১০১ [কিন্তু ব্রহ্মের প্রস্তাব করিয়াই তো গতি বর্ণিত হইয়াছে, সেইহেতু [নির্গুণ] পরব্রহ্মেও গতি অঙ্গীকরণীয়। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] কিন্তু যে স্থলে ব্রহ্মকে প্রস্তাবিত বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া গতি বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"প্রাণ ব্রহ্ম, 'ক' ব্রহ্ম এবং 'খ' ব্রহ্ম", ইত্যাদি এবং "অনন্তর ব্রহ্মের নগরভূত এই শরীরে যে ক্ষুদ্র হৃদয়পদ্মরূপ গৃহ আছে"

শাঙ্করভাষ্যম্

পুণ্ডরীকং বেশ্ম" (ছাঃ ৮।১।১) ইতি চ তত্রাপি বামনীত্বাদিভিঃ সত্য-কামাদিভিশ্চ গুণৈঃ সগুণস্যৈব উপাস্যত্বাৎ সম্ভবতি গতিঃ। ১০২ ন ক্কচিৎ পরব্রহ্মবিষয়া গতিঃ শ্রাব্যতে, যথা গতিপ্রতিষেধঃ শ্রাবিতঃ "ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।৬) ইতি। ১০৩ "ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্" (তৈঃ ২।১।১), ইত্যাদিষু তু সত্যপি আপ্নোতেঃ গত্যর্থত্বে বর্ণিতেন ন্যায়েন দেশান্তরপ্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ স্বরূপপ্রতিপত্তিঃ এব ইয়ম্ অবিদ্যাধ্যারোপিতনামরূপপ্রবিলয়াপেক্ষয়া অভিধীয়তে, "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃঃ ৪।৪।৬), ইত্যাদিবৎ ইতি দ্রষ্টব্যম্। ১০৪ অপিচ পরবিষয়া গতিঃ ব্যাখ্যায়মানা প্ররোচনায় বা স্যাৎ, অনুচিন্তনায় বা? ১০৫ তত্র প্ররোচনং তাবৎ ব্রহ্মবিদঃ ন গত্যুক্ত্যা ক্রিয়তে, স্বসংবেদ্যেন এব অব্যবহিতেন বিদ্যাসমর্পিতেন স্বাস্থ্যেন তৎসিদ্ধেঃ। ১০৬ ন চ নিত্যসিদ্ধনিঃ-

ভাষ্যানুবাদ

ইত্যাদি, সেই স্থলেও (—উপকোসলবিদ্যা ও হার্দবিদ্যাতেও) বামনীত্ব (ছাঃ ৪।১৫।৩) এবং সত্যকামত্ব (ছাঃ ৮।১।৫) প্রভৃতি গুণসকলের যোগে সগুণব্রহ্মই উপাস্য হওয়ায় গতি সম্ভব। ১০২ [এক্ষণে নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ে গতির অভাব প্রদর্শন করিতেছেন—] "তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রমণ করে না", এইপ্রকারে [নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যাতে] যেমন [উৎক্রান্তি ও] গতির প্রতিষেধ শ্রবণ করান হইয়াছে, [সেই প্রকারে] কোন স্থলে [নির্গুণ-] পরব্রহ্মবিষয়া গতি শ্রবণ করান হইতেছে না। ১০৩

[সিঃ—সর্বব্যাপি নির্গুণব্রহ্মে গতির মুখ্যার্থতা অসম্ভব হওয়ায় গত্যর্থক 'আপ্' ধাতুর লাক্ষণিকার্থ স্বরূপজ্ঞান।]

[কিন্তু নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যাতেও গত্যর্থক 'আপ্' ধাতুর প্রয়োগ হওয়ায় সেই স্থলেও গতি অঙ্গীকরণীয়। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] "ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি স্থলে কিন্তু 'আপ্' ধাতুর অর্থ 'গতি' হইলেও [পূর্ব্বে ১৬ বাক্যে] বর্ণিত [ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব সর্ব্বান্তরত্ব ও সর্ব্বাত্মকত্ব ইত্যাদি] যুক্তির বলে [নির্গুণব্রহ্মবিদের] দেশান্তর প্রাপ্তি সম্ভব না হওয়ায়, অবিদ্যার দ্বারা অধ্যারোপিত নাম ও রূপের প্রবিলয়কে (—বাধকে) অপেক্ষা করিয়া "স্বরূপতঃ ব্রহ্ম থাকিয়াই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদির ন্যায় ইহা (—এই গতি, প্রাপ্তি) স্বরূপের প্রতিপত্তিই (— জ্ঞানই), এইপ্রকার বুঝিতে হইবে। ১০৪

[সিঃ—গত্যনুচিন্তন ও প্ররোচনা অনাবশ্যক হওয়ায় নির্গুণব্রহ্মবিদের গতি কল্পনীয় নহে; তাদৃশ ব্যাখ্যা ভ্রান্তিমূলক।]

[নির্গুণপরব্রহ্মবিদের গতি হয় না, এই বিষয়ে অন্য যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর দেখ, [নির্গুণ-] পরব্রহ্মবিষয়িণী যে গতি ব্যাখ্যাত হয়, তাহা প্ররোচনার জন্য হইবে, অথবা অনুচিন্তনের জন্য? ১০৫ তন্মধ্যে গতিকথনের দ্বারা [নির্গুণ-] পরব্রহ্মবিদ্গণকে প্ররোচনা করা যায় না, যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা সমর্পিত যে

শাঙ্করভাষ্যম্

-শ্রেয়সনিবেদনস্য অসাধ্যফলস্য বিজ্ঞানস্য গত্যনুচিন্তনে কাচিৎ অপেক্ষা উপপদ্যতে।১০৭ তস্মাৎ অপরব্রহ্মবিষয়া গতিঃ।১০৮ তত্র পরাপরব্রহ্মবিবেকানবধারণেন অপরস্মিন্ ব্রহ্মণি বর্ত্তমানাঃ গতিশ্রুতয়ঃ পরস্মিন্ অধ্যারোপ্যন্তে।১০৯ কিং দ্বে ব্রহ্মণি পরম্ অপরং চ ইতি?১১০ বাঢ়ং দ্বে, "এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চ অপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ" (প্রশ্নঃ ৫।২) ইত্যাদিদর্শনাৎ।১১১ কিং পুনঃ পরং ব্রহ্ম, কিম্ অপরম্ ইতি?১১২ উচ্যতে—যত্র অবিদ্যাকৃতনামরূপাদি-বিশেষপ্রতিষেধাৎ অস্থূলাদিশব্দৈঃ ব্রহ্ম উপদিশ্যতে, তৎ পরম্।১১৩ তদেব যত্র নামরূপাদিবিশেষেণ কেনচিৎ বিশিষ্টম্ উপাসনায় উপদিশ্যতে "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২),

ভাষ্যানুবাদ

স্বসংবেদ্য ও অব্যবহিত (—অপরোক্ষ) স্বাস্থ্য (—স্বস্বরূপে অবস্থিতি), তাহার দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হয়।১০৬ [যদি বলা হয়—শাস্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে বিহিত গতির অনুচিন্তনবলে নির্গুণব্রহ্মবিদের গতি হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর নিত্য-সিদ্ধ নিঃশ্রেয়সের (—নিত্যব্রহ্মস্বরূপতারূপ মোক্ষের) যাহা নিবেদন (—প্রকৃষ্ট প্রকাশ), যাহার ফল সাধ্য (—উৎপাদ্য) নহে, এতাদৃশ যে বিজ্ঞান (—নির্গুণ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান), তাহার গতিবিষয়ক অনুচিন্তনে কোনপ্রকার অপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত নহে।১০৭ সেইহেতু গতি অপরব্রহ্মকে (—সোপাধিক ব্রহ্মকে, ৩০ ভাবদীঃ) বিষয় করে (—ব্রহ্মলোকপ্রাপক বিদ্যাসকলেই গত্যনুচিন্তন বিহিত)।১০৮ [আচ্ছা, তাহা হইলে কোন কোন আচার্য্য নির্গুণপরব্রহ্মবিষয়া গতি কেন অঙ্গীকার করেন? উত্তর—সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাবে] সেই স্থলে (—ব্রহ্মবোধক শ্রুতিবাক্যসকলে) পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্যের অনিশ্চয়তাবশতঃ অপরব্রহ্মে বর্ত্তমান (—পঠিত) গতিবোধিকা শ্রুতিসকল [নির্গুণ-] পরব্রহ্মে আরোপিত হইতেছে। [অতএব ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত তাদৃশ ব্যাখ্যা অনাদরণীয়]।১০৯

[সিঃ—পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ ও অপরব্রহ্মোপাসনার ফল।]

[সংশয়—] আচ্ছা, ব্রহ্ম কি দুইপ্রকার, পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম?১১০ [সমাধান—] হাঁ ঠিকই, ব্রহ্ম দুইপ্রকার; যেহেতু "হে সত্যকাম, এই যে প্রসিদ্ধ পর এবং অপর ব্রহ্ম ইঁহারা ওঁকারস্বরূপ", ইত্যাদি [বাক্য] পরিদৃষ্ট হয়।১১১ আচ্ছা, পরব্রহ্ম কি, অপর ব্রহ্মই বা কি?১১২ [তাহা] কথিত হইতেছে—যে স্থলে অবি-দ্যাকৃত নামরূপাদি বিশেষসকলের প্রতিষেধ হওয়ায় "অস্থূল" (বৃঃ ৩।৮।৮), ইত্যাদি শব্দসকলের দ্বারা ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইতেছেন, তিনি [নির্গুণ-] পরব্রহ্ম।১১৩ [আর] তিনিই যে স্থলে নামরূপাদি কোন বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্টরূপে "তিনি মনোময়, প্রাণশরীর (—লিঙ্গশরীরই তাঁহার শরীর) ভারূপ (—চৈতন্যরূপ দীপ্তিই তাঁহার

শাঙ্করভাষ্যম্

ইত্যাদিশব্দৈঃ তদ্ অপরম্।১১৪ ননু এবম্ অদ্বিতীয়শ্রুতিঃ উপরুধ্যেত।১১৫ ন, অবিদ্যাকৃতনামরূপোপাধিকতয়া পরিহৃতত্বাৎ।১১৬ তস্য চ অপরব্রহ্মোপাসনস্য তৎসন্নিধৌ শ্রূয়মাণম্

ভাষ্যানুবাদ

রূপ"), ইত্যাদি শব্দসকলের দ্বারা উপাসনার জন্য উপদিষ্ট হইতেছেন, তিনি অপরব্রহ্ম (৩০) ১১৪ [সংশয়—] কিন্তু এইপ্রকার হইলে (—ব্রহ্ম দুইপ্রকার হইলে, "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১) ইত্যাদি] অদ্বিতীয়তাবোধক শ্রুতিবাক্য বাধিত হইয়া পড়িবে ১১৫ [সমাধান—না, তাহা হইবে না]; যেহেতু অবিদ্যাকৃত নাম ও রূপাত্মক উপাধিযুক্ত হওয়ায় [তাহা] পরিহৃত হইয়াছে (—উপাধি মিথ্যা হওয়ায় অদ্বিতীয়তাশ্রুতির বিরোধ হয় না) ১১৬ [আচ্ছা, এই মিথ্যা পরাপরবিভাগ অঙ্গীকারের আবশ্যকতা কি ? উত্তর—] আর তাহার (—অপরব্রহ্মোপাস-

ভাবদীপিকা

[পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম শব্দের বিবক্ষিত অর্থ।]

(৩০) লক্ষ্য করিতে হইবে—এই স্থলে **'পরব্রহ্ম'** শব্দে নামরূপাদি সর্ব্ব বিশেষবিবর্জ্জিত **নির্গুণপরব্রহ্ম** গৃহীত হইয়াছেন। **'অপরব্রহ্ম**শব্দে' এই স্থলে কি বিবক্ষিত, তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। ১১১ সংখ্যক বাক্যে উদ্ধৃত প্রশ্নঃ ৫।২ শ্রুতির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভগবান্ ভাষ্যকার **অপরব্রহ্ম**শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"প্রাণাখ্যং প্রথমজম্", ইত্যাদি (উপনিষদ্ভাষ্য দ্রঃ)। সুতরাং সেই স্থলে অপরব্রহ্মশব্দে **কার্য্য**ব্রহ্ম প্রথমজ **হিরণ্যগর্ভ** গৃহীত হইয়াছেন (২ ভাবদীঃ) প্রস্তাবিত স্থলে কিন্তু শাণ্ডিল্যবিদ্যারূপ সগুণপরব্রহ্মবিদ্যাতে পঠিত "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২) ইত্যাদি এই বাক্য, দহরবিদ্যারূপ সগুণপরব্রহ্মবিদ্যাতে পঠিত "সঃ যদি পিতৃলোককামঃ ভবতি" (ছাঃ ৮।২।১, ১১৭ সংখ্যক বাক্য দ্রঃ) ইত্যাদি বাক্য পরিগৃহীত হওয়ায় এবং উৎক্রমণপ্রসঙ্গে "অপরবিদ্যাবিষয়াম্ এব চিন্তাম্" (১৮৭ পৃঃ ২ বাক্য), ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত হওয়ায় অপরব্রহ্মশব্দে **সগুণপর**ব্রহ্মও গৃহীত হইতেছেন। "অপরবিদ্যাবিদঃ অবিদুষশ্চ উৎক্রান্তিঃ উক্তা" (ভামতী ৪।২।১৭), "অপরব্রহ্মবিদাং ফলার্থোৎক্রান্তেঃ দ্বারনিয়মোক্তা" (ন্যায়নির্ণয় ৪।২।১৭), ইত্যাদি টীকাগ্রন্থের আলোচনা হইতেও ইহাই প্রতিভাত হয়, কারণ সগুণপরব্রহ্মবিদেরও অবিদ্বানের ন্যায় উৎক্রমণ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সকল পর্য্যালোচনা করতঃ ইহাই প্রতিভাত হইতেছে যে, সর্ব্ববিশেষবিবর্জ্জিত নির্গুণপরব্রহ্ম ব্যতিরেকে উপাসনার জন্য উপদিষ্ট মায়া ও অপহতপাপ্মত্বাদি গুণোপহিত **সগুণপর**ব্রহ্মকে এবং নামরূপোপহিত কার্য্যব্রহ্ম **হিরণ্য**গর্ভকে অপরব্রহ্মশব্দে বর্ণনা করাই ভগবান্ ভাষ্যকারের অভিপ্রেত। **ব্রহ্মবিদ্যা**ভরণকারও ইহাই বলিয়াছেন, যথা—"প্রকৃতে তু সোপাধিকং বিশ্বরূপম্ অপরং নিরুপাধিকম্ এব পরম্ ইতি বিভাগঃ বিবক্ষিতঃ।....একস্যৈব ঈশ্বরস্য সোপাধিকত্বনিরুপাধিকত্বাভ্যাং পরাপরভাবো বিবক্ষিতঃ" (৮১১ পৃঃ), ইত্যাদি। সুতরাং **অপর**ব্রহ্মশব্দে কোথায় "**কার্য্য**ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ" এবং কোথায় তাঁহারও কারণস্বরূপ "মায়োপহিত **সগুণ**পরব্রহ্ম" গৃহীত হইয়াছেন, তাহা প্রকরণদৃষ্টে নিরূপণ করিতে হইবে। ৩।৫৬২ পৃঃ ৯ ভাবদীঃ দ্রঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

"সঃ যদি পিতৃলোককামঃ ভবতি" (ছাঃ ৮।২।১), ইত্যাদি জগদৈশ্বর্য্যলক্ষণং সংসারগোচরম্ এব ফলং ভবতি, অনিবর্ত্তিতত্বাৎ অবিদ্যায়াঃ। ১১৭ তস্য চ দেশবিশেষাববদ্ধত্বাৎ তৎপ্রাপ্ত্যর্থং গমনম্ অবিরুদ্ধম্। ১১৮ সর্ব্বগতত্বে অপি চ আত্মনঃ আকাশস্য ইব ঘটাদিগমনে, বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিগমনে গমনপ্রসিদ্ধিঃ ইতি অবাদিষ্ম "তদ্গুণ-

ভাষ্যানুবাদ

-নার সন্নিধিতে "তিনি যদি পিতৃলোককামী হন", ইত্যাদি যে জাগতিক ঐশ্বর্য্যাত্মক, নিশ্চিতভাবে সংসারান্তঃপাতি ফল শ্রুত হইতেছে, তাহা সেই অপরব্রহ্মোপাসনার ফল ; যেহেতু [তখনও উপাসকের] অবিদ্যা নিবৃত্ত হয় নাই। ১১৭

[সিঃ—ব্রহ্ম ও জীব সর্ব্বব্যাপী হইলেও সোপাধিক অবস্থাতে গন্তা-গন্তব্য ভাব সম্ভব। ব্রহ্মলোকে লীলাবিগ্রহ।]

[আচ্ছা, অপরব্রহ্মোপাসনার উক্তপ্রকার ফল হইলেও মায়া, অথবা সমষ্টি লিঙ্গশরীররূপ ব্যাপক উপাধিযুক্ত তিনি গন্তব্য কিপ্রকারে হইবেন ? উত্তর—] আর তাঁহার (—মায়োপাধিক, অথবা নামরূপোপাধিক অপরব্রহ্মের, ব্রহ্মলোকরূপ] দেশবিশেষের সহিত সম্বন্ধ থাকায় (—তল্লোকে বিগ্রহবানরূপে অবস্থিতি হওয়ায়) তাঁহাকে প্রাপ্তির জন্য গমন বিরুদ্ধ নহে (৩১)। ১১৮ কিন্তু তাহা হইলেও বিভু জীবাত্মার গতি কিপ্রকারে হইবে ? উত্তর—] জীবাত্মা [স্বরূপতঃ] সর্ব্বগত হইলেও] উপাধিভূত] ঘটাদির গমনে আকাশের [গমনের] ন্যায় বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির গমনে [জীবাত্মার] গমন প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হয়, ইহা আমরা "তদ্গুণসারত্বাৎ", ইত্যাদি এই

ভাবদীপিকা

[সগুণপরব্রহ্মবিৎ সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত পুরুষগণের গন্তব্য স্থল নিরূপণ।]

(৩১) "তস্য চ দেশবিশেষাববদ্ধত্বাৎ" ইত্যাদি ১১৮ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যে "সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ" (৪।৩।৯), এই সূত্রানুসারে "তৎ" শব্দে নামরূপাদি উপাধিযুক্ত হিরণ্যগর্ভরূপ অপরব্রহ্মের এবং "দেশবিশেষ" শব্দে ব্রহ্মলোকের গ্রহণ হইবে, ইহাতে কোন বিরোধ নাই ; কারণ ব্যাপক উপাধিযুক্ত হইলেও বিগ্রহবানরূপে ব্রহ্মলোকে তাঁহার অবস্থিতি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রস্তাবিত স্থলে অপরব্রহ্মশব্দে মায়োপাধিক পরমেশ্বরও (—সগুণপরব্রহ্মও, ৩০ ভাবদীঃ) গৃহীত হওয়ায় তাঁহাকে প্রাপ্তির জন্য কোন্ দেশবিশেষে গমন হইবে, কোথায় তাঁহার দেশবিশেষের সহিত সম্বন্ধ, সুতরাং বিগ্রহবান্ শরীর, এই বিষয়ে ব্যাখ্যাতৃগণ স্পষ্টভাবে কিছুই বলিলেন না। একমাত্র প্রকটার্থকার বলিয়াছেন—"সগুণস্য তু স্বরূপেণ সর্ব্বগতস্যাপি ভোগদেহস্য দেশান্তরবর্ত্তিত্বাৎ গমনম্ উপপদ্যতে" (১০৭৮ পৃঃ), ইত্যাদি। সেইহেতু ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ" (মহাঃ ১।১।২২৯) ইত্যাদি শাস্ত্রবচন ও সম্প্রদায়বিদ্ আচার্য্যগণের বচনানুসারে আমরা তাহা বর্ণনা করিতেছি। তাহা এই—জনলোক হইতে (২৩৮ পৃঃ) আরব্ধ হইয়া নানাস্তরে বিভক্ত ব্রহ্মলোকের সর্ব্বোচ্চ স্তরে বৈকুণ্ঠনামক লোক অবস্থিত, ইহা "সত্যলোকে এব কক্ষাভেদেন ব্রহ্মধিষ্ণ্যাৎ পরং বৈকুণ্ঠলোকাদি জ্ঞেয়ম্" (বিষ্ণুপুরাণ ২।৭।১৫, শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা), ইত্যাদি বচন হইতে অবগত হওয়ায় যায়। [ব্রহ্মধিষ্ণ্য—

শাঙ্করভাষ্যম্

-সংস্কৃত্বাৎ" (২।৩।২৯), ইত্যত্র।১১৯ তস্মাৎ "কার্য্যং বাদরিঃ" (৪।৩।৭), ইতি এবং এব সিদ্ধান্তঃ পক্ষঃ। ১২০ "পরং জৈমিনিঃ" (৪।৩।১২), ইতি

ভাষ্যানুবাদ

স্থলে বলিয়াছি ১১৯ সেইহেতু (— নির্গুণপরব্রহ্মে গতি সম্ভব না হওয়ায় এবং অপরব্রহ্মে তাহা সম্ভব হওয়ায়) "কার্য্যং বাদরিঃ", ইত্যাদি ইহাই সিদ্ধান্ত পক্ষ ১২০ [কিন্তু বাদরায়ণশিষ্য পূর্ব্বমীমাংসাকার জৈমিনিও তো অবেদজ্ঞ নহেন ;

ভাবদীপিকা

হিরণ্যগর্ভরূপ ব্রহ্মার নিবাস স্থল]। এই বিষয়ে অন্য বচন এই—"অস্যৈব কিঞ্চিদুপরি অধশ্চাণ্ডকপালতঃ। বৈকুণ্ঠভবনং রাজন্ মুক্তা যত্র বসন্তি বৈ॥ যত্র যোগেশ্বরঃ সাক্ষাৎ যোগিচিন্ত্যো জনার্দ্দনঃ। চৈতন্যবপুরাস্তে বৈ সান্দ্রানন্দাত্মকঃ প্রভুঃ। যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ স এব স্রষ্টা লোকানাং মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপধৃক্। রক্ষিতা রুদ্ররূপেণ সংহর্ত্তা লোকভাবনঃ"॥ (স্কন্দপুরাণ, বিষ্ণুখণ্ড, পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য ২২।৩৩-৩৬), "তত্র নারায়ণস্যাপি ভবনং ব্রহ্মণঃ পুরে।…স বিষ্ণুলোকঃ কথিতঃ পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতঃ" (কূর্ম্ম পুঃ পূর্ব্ব ৪৩।৯-১০) ইত্যাদি। [সান্দ্রানন্দাত্মক—আনন্দঘনস্বরূপ। অপর অর্থ স্পষ্ট]। সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্তগণেরই ক্রমমুক্তি হয় বলিয়া (১।১।৭ অধিঃ ১ ভাবদী) অত্র "মুক্তা যত্র বসন্তি", "ন নিবর্ত্তন্তে", "পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতঃ" ইত্যাদি বচন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত সগুণপরব্রহ্মের উপাসক ক্রমমুক্ত সিদ্ধ সাধকগণ এই স্থলে গমন করেন। এই যে 'আনন্দঘনতনু', সুতরাং মায়ারূপ উপাধিযুক্ত যোগিচিন্ত্য জনার্দ্দন, ইনিই বেদান্তসারগ্রন্থে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছেন— "ইয়ং সমষ্টিঃ উৎকৃষ্টোপাধিতয়া বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা, এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বেশ্বরত্বসর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদিগুণকম্ অব্যক্তম্ অন্তর্য্যামী ঈশ্বরঃ ইতি চ ব্যপদিশ্যতে", ইত্যাদি। উদ্ধৃত স্কন্দপুরাণবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়—ইনিই "বহু স্যাং প্রজায়েয়" (ছাঃ ৬।২।৩), ইত্যাদি প্রকারে বর্ণিত ঈক্ষণকর্ত্তা, হিরণ্যগর্ভরূপ ব্রহ্মারও কারণস্বরূপ জগৎস্রষ্টা **ব্রহ্মা** ; ইনিই জগতের পালনকর্ত্তা মৎস্য কূর্ম্ম রাম ও কৃষ্ণাদি অবতারবিগ্রহধারী **বিষ্ণু** ; ইনিই জগতের সংহারক **রুদ্র** (—শিব)। "জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাৎ ভবতি" (১।১।২ সূঃ ৯ ভাষ্যবাক্য) ইত্যাদি ভাষ্যকারীয় বচনে ইনিই বর্ণিত হইয়াছেন। সম্প্রদায়বিদ্ আচার্য্যগণ বলেন—ইনিই **বৈষ্ণব**গণের বিষ্ণু, **শৈব**গণের শিব, **শাক্ত**গণের শক্তি জগদম্বা *। ইঁহারই মায়াবিগ্রহের অভিব্যক্তিস্থল তত্তৎ উপাসকের ভাবানুযায়ী বৈকুণ্ঠ, বা স্তরভেদে **বিষ্ণু**লোক, **শিব**লোক †, **দেবী**লোক, ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। অতএব "মায়ারূপ ব্যাপক উপাধিযুক্ত হইলেও অপরব্রহ্ম (—সগুণপরব্রহ্ম) বিগ্রহবানরূপে বৈকুণ্ঠাদিসংজ্ঞক দেশবিশেষের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় তাঁহাকে প্রাপ্তির জন্য গমন বিরুদ্ধ নহে", এইপ্রকার ভাষ্যযোজনা অসঙ্গত হইবে না। (পরিষ্কৃতি আমাদের)।

---

* পূজ্যপাদ আচার্য্য মধুসূদনও তাহাই বলিয়াছেন, যথা—"একস্যৈব চতুর্ভুজচতুর্মুখপঞ্চমুখাভাঃ পুমাকারাঃ, শ্রীভারতীভবান্যাদ্যাশ্চ স্ত্র্যাকারাঃ, অন্তে চ মৎস্যকূর্ম্মাদ্যাঃ অনন্তাবতারাঃ লীলয়ৈবাবির্ভবন্তি ভক্তানুগ্রহার্থম্ ইতি অবধেয়ম্"। (সিদ্ধান্তবিন্দু, অষ্টম শ্লোক)।

† "ঊর্দ্ধং তদ্ব্রহ্মসদনাৎ পুরং জ্যোতির্ম্ময়ং শুভম্।…তত্রাস্তে ভগবান্ রুদ্রঃ। রুদ্রলোকঃ সঃ বৈ স্মৃতঃ", ইত্যাদি কূর্ম্মপুরাণবচন (৪৩।১১-১৩ দ্রষ্টব্য)।

শাঙ্করভাষ্যম

তু পক্ষান্তরপ্রতিভানমাত্রপ্রদর্শনং প্রজ্ঞাবিকাসনায় ইতি দ্রষ্টব্যম্ ।১২।৪।৩।১৪॥ ইতি পঞ্চমং কার্য্যাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

তাঁহার মত পূর্ব্বপক্ষরূপে কেন সূত্রিত হইল ? উত্তর—] "পরং জৈমিনিঃ", ইহা কিন্তু [শিষ্যের] বুদ্ধি বিকাশনের জন্য পক্ষান্তরের জ্ঞানমাত্র (—অন্য পক্ষ কি হইতে পারে, মাত্র তাহা) প্রদর্শন, এইপ্রকার বুঝিতে হইবে। [তত্ত্বনির্ণয়প্রসঙ্গে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে বাদস্থলে, ইহা দোষাবহ নহে ; অবেদজ্ঞতার কোন প্রসঙ্গই এখানে নাই, ইহাই ভাব] ।১২।৪।৩।১৪॥ কার্য্যাধিকরণ সমাপ্ত।

৬। অপ্রতীকালম্বনাধিকরণম্। [১৫-১৬ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—প্রতীকাবলম্বনে উপাসনাকারীর ব্রহ্মলোকে গতি নিরাকরণ।

অধিকরণসঙ্গতি—অর্চিরাদিমার্গে গন্তব্য নিরূপণ করিয়া গন্তৃবিষয়ক বিশেষ অবগতির ইচ্ছা বুদ্ধিতে উদিত হওয়ায় তাহা নিরূপণের জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **বুদ্ধিস্থত্বসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—বিদ্যার (—উপাসনার) ফললাভের জন্য দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোকে গমনকারী সাধকের বিশেষ বর্ণিত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

প্রতীকোপাসকান্ ব্রহ্মলোকং নয়তি বা ন বা।
অবিশেষশ্রুতেরেতান্ ব্রহ্মোপাসকবন্নয়েৎ ॥
ব্রহ্মক্রতোরভাবেন প্রতীকার্হফলশ্রবাৎ ।
ন তান্নয়তি পঞ্চাগ্নিবিদো নয়তি তচ্ছ্রুতেঃ ।

অন্বয়—প্রতীকোপাসকান্ ব্রহ্মলোকং নয়তি বা, ন বা ? অবিশেষশ্রুতেঃ ব্রহ্মোপাসকবৎ এতান্ নয়েৎ। ব্রহ্মক্রতোরভাবেন প্রতীকার্হফলশ্রবাৎ তান্ ন নয়তি। পঞ্চাগ্নিবিদঃ নয়তি, তৎ-শ্রুতেঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["তৎ পুরুষঃ অমানবঃ সঃ এনান্ ব্রহ্ম গময়তি", (ছাঃ৫।১০।২), ইতি শ্রূয়মাণম্ অমানবপুরুষনয়নম্ অত্র বিষয়ঃ। "সঃ এনান্ ব্রহ্ম গময়তি", ইতি অবিশেষশ্রুতেঃ তৎক্রতুন্যায়াৎ চ ভবতি সংশয়ঃ—অমানবঃ পুরুষঃ] প্রতীকোপাসকান্ ব্রহ্মলোকং নয়তি বা, ন বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—["সঃ এনান্ ব্রহ্ম গময়তি", ইতি] অবিশেষশ্রুতেঃ, [যুক্তেঃ চ শ্রুতেঃ বলীয়স্ত্বাৎ অমানবপুরুষঃ] ব্রহ্মোপাসকবৎ এতান্ [প্রতীকোপাসকান্ অপি ব্রহ্মলোকং] নয়েৎ।

সিদ্ধান্ত—["তং যথা যথা উপাসতে তদেব ভবতি" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।২।২০, মুদ্গলোপনিষৎ ৩।৩), ইত্যাদিশ্রুতৌ ব্রহ্মভাবনারূপঃ ক্রতুঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিহেতুঃ ইতি অবগম্যতে। প্রতীকোপাসকানাং তু] ব্রহ্মক্রতোরভাবেন [ন তে সত্যলোকং গচ্ছেয়ুঃ। কিঞ্চ "যাবৎ নাম্নঃ গতং তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি" (ছাঃ ৭।১।৫), ইত্যত্র নামব্রহ্মোপাসিতুঃ শব্দশাস্ত্রাদিলক্ষণে

নামবিশেষে স্বাতন্ত্র্যং ভবতি ইতি] প্রতীকার্হফলশ্রবাৎ [যথাপ্রতীকম্ অর্কাচীনানি ফলানি তে লভন্তে। অতঃ অমানবপুরুষঃ] তান্ [ব্রহ্মলোকং] ন নয়তি। [ননু কথং তর্হি পঞ্চাগ্নিবিদাং প্রতীকোপাসকানাং সত্যলোকপ্রাপ্তিঃ ? উচ্যতে—] পঞ্চাগ্নিবিদঃ নয়তি, তৎ-শ্রুতেঃ।

অনুবাদ

সংশয়—["মনুর সৃষ্টিতে অনুৎপন্ন পুরুষ তত্রস্থ ইঁহাদিগকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করান", এইপ্রকারে শ্রুত হইতেছে যে অমানব পুরুষকর্তৃক বহন, তাহা এখানে বিষয়। "তিনি ইঁহাদিগকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করান", এইপ্রকার অবিশেষভাবে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিবোধক শ্রুতিবাক্য থাকায় এবং 'তৎক্রতুন্যায়' (— যাদৃশ অধ্যবসায়যুক্ত, তাদৃশ ফললাভ, এই যুক্তি) থাকায় সংশয় হয়—অমানব পুরুষ] প্রতীকোপাসকগণকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, অথবা লইয়া যান না ? [প্রতীকোপাসনা ৩।৫৪৭ পৃঃ দ্রঃ]।

পূর্ব্বপক্ষ—["তিনি ইঁহাদিগকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করান", এইপ্রকার অবিশেষ শ্রুতি থাকায় [এবং যুক্তি হইতে শ্রুতি বলবতী হওয়ায় অমানব পুরুষ] ব্রহ্মোপাসকের ন্যায় ইঁহাদিগকেও (—প্রতীকোপাসকগণকেও, ব্রহ্মলোকে) লইয়া যান।

সিদ্ধান্ত—["তাঁহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করা হয়, তৎস্বরূপই হইয়া থাকে", ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মচিন্তনরূপ ক্রতু (—অধ্যবসায়) ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতু, ইহা অবগত হওয়া যায়। প্রতীকোপাসকগণের কিন্তু] ব্রহ্মক্রতু না থাকায় [তাঁহারা সত্যলোকে (—ব্রহ্মলোকে) গমন করেন না। আর "নামের যত দূর গতি, তাহাতে ইঁহার যথেচ্ছ গতি হয়", ইত্যাদি এই স্থলে নামব্রহ্মোপাসকের পরিশ্রাম্যাদিরূপ নাম বিশেষে স্বাতন্ত্র্য (—স্বাধীনতা পটুত্ব) হইয়া থাকে, এইপ্রকার] প্রতীকের যোগ্য ফল শ্রুত হওয়ায় [প্রতীকানুযায়ি নিকৃষ্ট ফলসকল তাঁহারা লাভ করেন। সেইহেতু অমানব পুরুষ] তাঁহাদিগকে [ব্রহ্মলোকে] লইয়া যান না। [কিন্তু তাহা হইলে পঞ্চাগ্নিবিদ্রূপ প্রতীকোপাসকগণের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় কিপ্রকারে ? বলা হইতেছে—] পঞ্চাগ্নিবিদ্গণকে লইয়া যান, যেহেতু তাহা শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, উপাসকমাত্রেরই উত্তরমার্গে ব্রহ্মলোকে গতি। সিদ্ধান্তে—প্রতীকোপাসনা ব্যতিরিক্ত ব্রহ্মোপাসকগণেরই তাহাতে গতি।

অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থাঽ-দোষাত্তৎক্রতুশ্চ ॥৪।৩।১৫॥

পদচ্ছেদ—অপ্রতীকালম্বনান্, নয়তি, ইতি, বাদরায়ণঃ, উভয়থা, অদোষাৎ, তৎক্রতুঃ, চ।

সূত্রার্থ—[এবং গন্তব্যং নিরূপ্য গন্তৃন্ নির্দ্ধারয়তি—কিম্ অমানবঃ পুরুষঃ সর্ব্বান্ এব উপাসকান্ ব্রহ্মলোকং নয়তি, উত অপ্রতীকালম্বনান্ ইতি সন্দেহে ; নিয়ামকাভাবাৎ 'সর্ব্বান্' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **অপ্রতীকালম্বনান্**—প্রতীকোপাসকভিন্নান্ উপাসকান্ [অমানবঃ পুরুষঃ ব্রহ্মলোকং] **নয়তি**—প্রাপয়তি, **ইতি, বাদরায়ণঃ**—আচার্য্যঃ বাদরায়ণঃ [মন্যতে। ননু তর্হি "অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্" (৩।৩।৩১), ইত্যত্র সর্ব্বোপাসনেষু কৃতস্য মার্গোপসংহারস্য বিরোধঃ স্যাৎ ইতি। অতঃ আহ—] **উভয়থা**—কাংশ্চিৎ উপাসকান্ নয়তি, কাংশ্চিৎ ন ইতি উভয়থা অভ্যুপগমে, **অদোষাৎ**—দোষাভাবাৎ ['অনিয়মস্য

চ প্রতীকভিন্নবিষয়কত্বাৎ ন তদ্বিরোধঃ। অত্র নিয়ামকম্ আহ—] চ—যতঃ, তৎক্রতুঃ—তস্য ব্রহ্মণঃ, ক্রতুঃ—ভাবনারূপম্ উপাসনং যস্য, সঃ তৎক্রতুঃ উপাসকঃ, [সঃ এব তৎপ্রাপ্তুম্ অর্হতি, "তং যথা যথা উপাসতে তদেব ভবতি" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।২।২০) ইতি শ্রুতেঃ। "নাম ব্রহ্ম" (ছাঃ ৭।১।৫), ইত্যাদিষু ব্রহ্মণঃ প্রতীকং প্রতি বিশেষণত্বেন প্রতীকস্যৈব প্রাধান্যাৎ ন তদুপাসকানাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ। পঞ্চাগ্ন্যুপাসকানাং চ অব্রহ্মোপাসকত্বেঽপি শ্রুতিবলাৎ তৎপ্রাপ্তিঃ ইতি বিবেকঃ]।

অনুবাদ—[এইপ্রকারে গন্তব্য নিরূপণ করিয়া গমনকারিগণকে নিরূপণ করিতেছেন—অমানব পুরুষ কি সকল উপাসককেই ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, অথবা যাঁহারা প্রতীকাবলম্বনে (৩,৫৪৭ পৃঃ) উপাসনা করেন না তাঁহাদিগকে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; নিয়ামক না থাকায় 'সকলকে লইয়া যান', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **অপ্রতীকালম্বনান্**—প্রতীকোপাসক হইতে ভিন্ন উপাসকগণকে [অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোকে] **নয়তি**—লইয়া যান। **ইতি**—ইহা, **বাদরায়ণঃ**—আচার্য্য বাদরায়ণ [মনে করেন। কিন্তু তাহা হইলে "অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্", ইত্যাদি এই স্থলে সকল উপাসনাতে কৃত মার্গোপসংহারের বিরোধ হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] **উভয়থা**—কোন উপাসককে লইয়া যান, কাহাকেও লইয়া যান না, এই উভয়প্রকার অঙ্গীকৃত হইলে, **অদোষাৎ**—দোষ না হওয়ায় [এবং 'অনিয়মাধিকরণে প্রদর্শিত যুক্তি' প্রতীকোপাসনা হইতে ভিন্ন উপাসনাকে বিষয় করায় তাহার সহিত বিরোধ হয় না। সেই বিষয়ে নিয়ামক কি, তাহা বলিতেছেন—] **চ**—যেহেতু, **তৎক্রতুঃ**—সেই ব্রহ্মবিষয়ক 'ক্রতু'—'ভাবনারূপ উপাসনা' যাঁহার আছে, তিনি তৎক্রতু (—ব্রহ্মক্রতু) উপাসক, [তিনিই তাঁহাকে (—ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইবেন, ইহা সঙ্গত ; যেহেতু "তাঁহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করা হয়, তৎস্বরূপই হইয়া থাকেন", এইপ্রকার শ্রুতি আছে। "নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে", ইত্যাদি স্থলসকলে ব্রহ্ম প্রতীকের বিশেষণ হওয়ায় প্রতীকের প্রাধান্যবশতঃ তদুপাসকগণের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয় না। কিন্তু শ্রুতির প্রমাণ্যবলে ব্রহ্মোপাসক না হইলেও পঞ্চাগ্নি উপাসকগণের তৎপ্রাপ্তি (—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি) হইয়া থাকে, ইহাই প্রভেদ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্থিতম্ এতৎ কার্য্যবিষয়া গতিঃ, ন পরবিষয়া ইতি। ১ ইদম্ ইদানীং সন্দিহ্যতে—কিং সর্ব্বান্ বিকারালম্বনান্ * অবিশেষেণ এব অমানবঃ পুরুষঃ প্রাপয়তি ব্রহ্মলোকম্, উত কাংশ্চিৎ এব

* 'বিকারালম্বান্', ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—সকলপ্রকার উপাসকেরই ব্রহ্মলোকে গতি।]

ইহা অবধারিত হইল যে, [ব্রহ্মোপাসকগণের দেবযানমার্গাবলম্বনে] কার্য্যবিষয়া গতি (—কার্য্যব্রহ্মাধিষ্ঠিত ব্রহ্মলোকে গমন) হয়, পরব্রহ্মবিষয়া নহে (—নির্গুণপরব্রহ্মে গমন হয় না)।১ এক্ষণে ইহা সন্দেহ হইতেছে—অমানব পুরুষ কি বিকারাবলম্বনকারী (—মায়া, নামরূপাদি ও মনঃ প্রভৃতি (ছাঃ ৩।১৮।১) উপাধি অবলম্বনে উপাসনাকারী) সকলকেই অবিশেষভাবে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করান, অথবা কাহাকেও কাহাকেও 'প্রাপ্ত করান'? ২ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি ? ২ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ?৩ সর্ব্বেষাম্ এব এষাং বিদুষাম্ অন্যত্র পরস্মাৎ ব্রহ্মণঃ গতিঃ স্যাৎ।৪ তথাহি "অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্" (৩।৩।৩১), ইতি অত্র অবিশেষেণ এব এষা বিদ্যান্তরেষু অবতারিতা ইতি।৫ এবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ—'অপ্রতীকালম্বনান্' ইতি।৬ প্রতীকালম্বনান্ বর্জ্জয়িত্বা সর্ব্বান্ অন্যান্ বিকারালম্বনান্ নয়তি ব্রহ্মলোকম্ ইতি বাদরায়ণঃ আচার্য্যঃ মন্যতে।৭ নহি এবম্ উভয়থা-

ভাষ্যানুবাদ

গেল ? ৩ [পূর্ব্বপক্ষ—] এই সকলপ্রকার বিদ্বান্‌গণেরই [নির্গুণ-] পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন স্থলে (—ব্রহ্মলোকে) গতি হইবে। [সেই বিষয়ে হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, "অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্", ইত্যাদি এই স্থলে ইহা (—এই গতি) অন্য বিদ্যাসকলে অবিশেষভাবেই অবতারিত (—বর্ণিত) হইয়াছে, ইত্যাদি (১)।৫

[সিঃ—অপ্রতীকালম্বী ব্রহ্মজ্ঞ উপাসকগণই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে [আচার্য্য] প্রত্যাখ্যান করিতেছেন—"অপ্রতীকালম্বনান্", ইত্যাদি।৬ ইহার ব্যাখ্যা—] প্রতীকাবলম্বনকারিগণকে বর্জ্জন করিয়া অন্য সকল বিকারালম্বনকারীকে (—মায়া ও নামরূপাদি উপাধি অবলম্বনে সগুণব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনকারিগণকে, অমানব পুরুষ] ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, ইহা আচার্য্য বাদরায়ণ মনে করেন।৭ [কিন্তু ইহা অঙ্গীকার করিলে, অবিশেষভাবে সকলপ্রকার উপাসকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিবোধক "অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্" ইত্যাদি সূত্রের বিরোধ হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] দেখ, [অমানব পুরুষ প্রতীকাবলম্বী ব্রহ্মোপাসকগণকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান না এবং প্রতীকানবলম্বী ব্রহ্মোপাসকগণকে লইয়া যান], এইরূপে উভয়প্রকার ভাব (—পরিস্থিতি)

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—নাম (ছাঃ ৭।১।৫) ও মন (ছাঃ ৩।১৮।১) প্রভৃতি প্রতীকাবলম্বনে উপাসনাকারিগণ অপ্রধানভাবে হইলেও ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন; সেইহেতু কর্ম্মিগণের ন্যায় তাঁহাদের পিতৃযাণমার্গে গতি, অথবা "জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইতি এতৎ তৃতীয়ং স্থানম্" (ছাঃ ৫।১০।৮), ইত্যাদি প্রকারে বর্ণিত ক্ষুদ্র প্রাণিরূপে জন্মরূপ তৃতীয় প্রকার গতি হইতে পারে না। সেইহেতু "যে চ ইমে অরণ্যে" (ছাঃ ৫।১০।১, বৃঃ ৬।২।১৫), ইত্যাদি বাক্যে অন্যান্য উপাসকগণের ন্যায় নামাদি প্রতীকোপাসকগণকেও গ্রহণ করিতে হইবে এবং "সঃ এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছাঃ ৫।১০।২), ইত্যাদি বাক্যবলে অমানব পুরুষ ইঁহাদিগকেও ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। আর প্রতীকোপাসক যে ব্রহ্মলোকে গমনই করেন না, তাহা নহে; "যে ইত্থং বিদুঃ" (ছাঃ ৫।১০।১), ইত্যাদি স্থলে পুরুষাদি প্রতীকাবলম্বনে পঞ্চাগ্নির উপাসকগণেরও ব্রহ্মলোকে গতি বর্ণিত হইয়াছে। আর ইহা অঙ্গীকৃত হইলেই অবিশেষভাবে সকলপ্রকার উপাসকের ব্রহ্মলোকে গতি প্রতিপাদক ৩।৩।৩১ অনিয়মাধিকরণেরও সার্থকতা সিদ্ধ হইবে। অতএব প্রতীকোপাসনার ফলেও ব্রহ্মলোকে গতি অঙ্গীকার্য্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

-ভাবাভ্যুপগমে কশ্চিৎ দোষঃ অস্তি, অনিয়মন্যায়স্য প্রতীকব্যতি-রিক্তেষু অপি উপাসনেষু উপপত্তেঃ ।৮ তৎক্রতুশ্চ অস্য উভয়থা-ভাবস্য সমর্থকঃ হেতুঃ দ্রষ্টব্যঃ ।৯ যঃ হি ব্রহ্মক্রতুঃ সঃ ব্রাহ্মম্ ঐশ্বর্য্যম্ আসীদেৎ ইতি শ্লিষ্যতে, "তং যথা যথা উপাসতে তদেব ভবতি" (শত: ব্রা: ১০।৫।২।২০), ইতি শ্রুতেঃ ।১০ ন তু প্রতীকেষু ব্রহ্ম-ক্রতুত্বম্ অস্তি, প্রতীকপ্রধানত্বাৎ উপাসনস্য ।১১ ননু অব্রহ্মক্রতুঃ অপি ব্রহ্ম গচ্ছতি ইতি শ্রূয়তে, যথা পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াম্ "সঃ এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছা: ৫।১০।২) ইতি ।১২ ভবতু যত্র এবম্ আহত্যবাদঃ উপলভ্যতে ।১৩ তদভাবে তু ঔৎসর্গিকেণ তৎক্রতুন্যায়েন ব্রহ্ম-ক্রতুনাম্ এব তৎপ্রাপ্তিঃ, ন ইতরেষাম্ ইতি গম্যতে ।১৪॥৪।৩।১৫॥

ভাষ্যানুবাদ

অঙ্গীকার করিলে কোনপ্রকার দোষ হয় না; যেহেতু [৩।৩।১৮] অনিয়মাধিকরণন্যায় প্রতীকোপাসনা হইতে ভিন্ন উপাসনাসকলেও সঙ্গত ।৮ আর তৎক্রতু (—তদ্বিষয়ক দৃঢ় অধ্যবসায়) এই উভয়প্রকার পরিস্থিতির সমর্থক হেতু, ইহা অবগত হইতে হইবে ।৯ যিনি নিশ্চিতভাবে ব্রহ্মক্রতু (—ব্রহ্মবিষয়ে দৃঢ় অধ্যবসায়যুক্ত), তিনি ব্রহ্মসম্বন্ধী ঐশ্বর্য্যকে প্রাপ্ত হন, ইহা সঙ্গত, যেহেতু "তাঁহাকে যে যে ভাবাবলম্বনে উপাসনা করে, তাহাই হইয়া থাকে", এইপ্রকার শ্রুতি আছে ।১০ প্রতীকসকলে (—মন ও নাম প্রভৃতি প্রতীকোপাসনাসকলে) কিন্তু ব্রহ্মক্রতুতা নাই, যেহেতু [সেই] উপাসনা প্রতীকপ্রধান (—প্রতীকই তাহাতে প্রধানভাবে ধ্যানের বিষয়) ।১১ [শঙ্কা—] কিন্তু যিনি ব্রহ্মক্রতু নহেন, তিনিও ব্রহ্মে (—ব্রহ্মলোকে) গমন করেন, ইহা শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে, যেমন পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে "তিনি ইঁহাদিগকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করান", ইত্যাদি ।১২ [সমাধান—] যে স্থলে এইপ্রকার আহত্য-বাদ (—সাক্ষাৎ অপবাদক শ্রুতিবাক্য) উপলব্ধ হয় [সেই স্থলে ব্রহ্মলোকে গতি] হউক; [কারণ বিশেষ বচন সামান্য বচনের অপবাদক (—বাধক), ইহা সর্ববাদি-সম্মত] ।১৩ তাহার (—আহত্যবাদের) অভাবে কিন্তু ঔৎসর্গিক 'তৎক্রতুন্যায়ের' (—'যিনি যদ্বিষয়ক ধ্যানরূপ অধ্যবসায়যুক্ত, তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন', এইপ্রকার সামান্য যুক্তির') বলে ব্রহ্মক্রতুগণেরই (—ব্রহ্মবিষয়ক ধ্যানরূপ দৃঢ় অধ্যাবসায়যুক্ত-গণেরই) তৎপ্রাপ্তি (—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি) হয়, অপরসকলের নহে, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে (২) ।১৪॥৪।৩।১৫॥

ভাবদীপিকা

[ব্রহ্মক্রতুতাই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির হেতু। প্রতীকোপাসকের বিদ্যুল্লোক পর্য্যন্ত গতি।]

(২) পূর্ব্বপক্ষীয় (১ ভাবদী:) বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তীয় অভিমত এই—"যে চ ইমে অরণ্যে (ছা: ৫।১০।১) ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্ববাদীর অভিমত নামাদি (ছা: ৭।১।৫) প্রতীকো-পাসকগণের প্রাপ্তিই হইতেছে না; কারণ সেই স্থলে "শ্রদ্ধা ও তপঃ" ইত্যাদি শব্দে তাহাদের

ভাবদীপিকা [প্রতীকোপাসকের বিদ্যুল্লোক পর্য্যন্ত গতি] গ্রহণ হয় নাই। সুতরাং, "সঃ এনান্ ব্রহ্ম গময়তি (ছাঃ ৫।১০।২), ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাদের গ্রহণ হইবে না। আর তৎক্রতুন্যায়বলে ব্রহ্মক্রতুগণই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির যোগ্য। যাঁহারা নামাদি প্রতীকাবলম্বনে ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মের উপাসনা করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের উপাসনাতে প্রতীকও অনুস্যূত থাকায় ব্রহ্মই তাঁহাদের উপাসনাতে প্রধানভাবে ধ্যেয় নহেন, সেইহেতু তাঁহারা ব্রহ্মক্রতু নহেন ; আর সেইহেতু ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির যোগ্যতা তাঁহাদের নাই। **শঙ্কা**—কিন্তু "তৎ যে ইত্থং বিদুঃ" (ছাঃ ৫।১০।১) এই স্থলে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্‌রূপ প্রতীকোপাসক তো গৃহীত হইয়াছেন। সেইহেতু পরবর্ত্তী "যে চ ইমে" (ঐ) ইত্যাদি বাক্যপঠিত 'চ'কার এবং 'যৎ'শব্দরূপ সর্ব্বনামের বলে যাবতীয় প্রতীকোপাসকেরও গ্রহণ হওয়া উচিত। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—সর্ব্বনাম পদ যে কেবলমাত্র পূর্ব্বপ্রস্তাবিতকেই গ্রহণ করে, তাহা নহে ; কিন্তু যাহা যোগ্য ও পূর্ব্বপ্রস্তাবিত, তাহাকেই গ্রহণ করে। **শঙ্কা**—তাহা হইলে প্রতীকোপাসনা হওয়ায় অযোগ্য পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে ব্রহ্মলোকে গতি কেন অঙ্গীকার করিতেছ ? **সমাধান**—বলিতেছি, উক্ত বাক্য পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রকরণে পঠিত হওয়ায় প্রকরণপ্রমাণবলে তাহার গ্রহণই ন্যায্য, বর্জ্জন নহে। সেইহেতু পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে 'তৎক্রতুন্যায়ের' বাধ অঙ্গীকৃত হইতেছে। এইরূপে সমর্থক প্রকরণাদি প্রমাণ না থাকায় ৩।৩।১৮ অনিয়মাধিকরণন্যায়ও প্রতীকোপাসনা হইতে ভিন্ন উপাসনাসকলকে সমর্পণ করিতেছে। **শঙ্কা**—আচ্ছা, "যে চ ইমে অরণ্যে শ্রদ্ধা তপঃ ইতি উপাসতে" (ছাঃ ৫।১০।১) ,ইত্যাদি বাক্যে যদি প্রতীকোপাসক গৃহীত না হন, তাহা হইলে শাণ্ডিল্য (ছাঃ ৩।১৪) ও বৈশ্বানরাদি (ছাঃ ৫।১১) বিদ্যাবিদ্ অহংগ্রহোপাসকগণেরও গ্রহণ হইবে না। ফলে তাঁহাদেরও ব্রহ্মলোকে গতি অঙ্গীকার করা যাইবে না। **সিদ্ধান্ত**—হাঁ সত্য, শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যাবিদ্‌গণ এই বাক্যের প্রতিপাদ্য নহেন। কিন্তু তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে গতি 'তৎক্রতুন্যায়' (ছাঃ ৩।১৪।১ দ্রঃ), "বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।৪।১৬), "তং যথা যথা উপাসতে তদেব ভবতি" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।২।২০) ইত্যাদি শ্রুতিবচন এবং উপকোসলবিদ্যাতে পঠিত "এষঃ দেবপথঃ ব্রহ্মপথঃ" (ছাঃ ৪।১৫।৫), ইত্যাদি ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিজ্ঞাপক সামান্য বচনবলে সিদ্ধ হয়। পুনঃ **আশঙ্কা** হয়—কর্ম্মিগণের ন্যায় প্রতীকোপাসকগণের পিতৃযাণে গতি হয় না, তৃতীয়প্রকার গতিও তাঁহাদের কল্পনা করা যায় না। সুতরাং তাঁহারা কিপ্রকার গতি লাভ করেন ? **সমাধান**—প্রতীকোপাসনাসকল অদৃষ্টোৎপাদনদ্বারা ফলপ্রসূ হইয়া থাকে (৩।৩।৩৫ অধিঃ)। নামাদি প্রতীকোপাসনাতে শব্দশাস্ত্রে প্রগাঢ়তম পাণ্ডিত্য ইত্যাদি লৌকিক ফললাভের জন্য গতির কোন প্রশ্নই উঠে না। আর কর্ম্মাঙ্গে অনাশ্রিত, বা কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত 'আকাশব্রহ্মোপাসনা' (ছাঃ ৭।১২।১) এবং কোন কোন প্রকার উদ্গীথোপাসনা (ছাঃ ১।৪।৫, ১।৭।৭) ইত্যাদি যে সকল প্রতীকোপাসনাতে জ্যোতির্ম্ময় দেবলোকলাভ (ছাঃ ৭।১২।২) এবং দেবত্বলাভ (ছাঃ ১।৭।৭, ১।৪।৫) ইত্যাদি পারলৌকিক ফলসকল শ্রুত হয়, সেই ফললাভের জন্য তাঁহাদের দেবযানমার্গে স্বীয় সাধনানুযায়ী বিদ্যুল্লোক পর্য্যন্ত উচ্চাবচ দেবলোকসমূহে গতি হয়। অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে তদূর্দ্ধ্বে লইয়া যান না। এইহেতু "অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তি", এই সূত্রে প্রতীকোপাসকগণের "নয়ন", অর্থাৎ অমানবপুরুষকর্তৃক ব্রহ্মলোকে 'বহন' নিষিদ্ধ হইয়াছে, অর্চ্চিরাদি মার্গে গতি নিষিদ্ধ হয় নাই ; ইহাই শাস্ত্রতাৎপর্য্য। (দ্রঃ ভাষ্য, বেদান্তসূত্রমুক্তাবলী ও পরিমলাদিঃ)।

বিশেষং চ দর্শয়তি ॥৪।৩।১৬॥

সূত্রার্থ—চ—অপিচ, ["যাবৎ নাম্নঃ গতং তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি" (ছাঃ ৭।১।৫), ইতি নামপ্রতীকোপাসনাফলাৎ উত্তরোত্তরবাগাদ্যুপাসনানাম্] **বিশেষম্**—উৎকৃষ্টফল-তারতম্যং ["বাগ্ বাব নাম্নঃ ভূয়সী" (ছাঃ ৭।২।১), ইত্যাদ্যা শ্রুতিঃ] **দর্শয়তি**। [অয়ং চ ফলবিশেষঃ প্রতীকানাম্ উৎকর্ষাপকর্ষবত্তাম্ উপাস্যত্বে যুজ্যতে, ন তু সর্ব্বত্র একরূপস্য ব্রহ্মণঃ উপাস্যত্বে। তস্মাৎ ব্রহ্মোপাসকানাম্ এব ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ, ন প্রতীকোপাসকানাম্ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—চ—আর এক কথা, ["নামের গতি যতদূর, ইহার সেই স্থলে যথেচ্ছ গতি হইয়া থাকে", এইপ্রকারে নামপ্রতীকোপাসনার ফল হইতে পরবর্ত্তী পরবর্ত্তী বাগাদি উপাসনাসকলের] **বিশেষম্**—উৎকৃষ্টফলের তারতম্য ["বাগিন্দ্রিয় নাম হইতে শ্রেষ্ঠতর", ইত্যাদি শ্রুতি] **দর্শয়তি**—প্রদর্শন করিতেছেন। [আর উচ্চাবচ প্রতীকসকল উপাস্য হইলে এই ফলতারতম্য সঙ্গত, কিন্তু সর্ব্বত্র একরূপ ব্রহ্ম উপাস্য হইলে তাহা সঙ্গত হয় না। সেইহেতু ব্রহ্মোপাসকগণেরই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, প্রতীকোপাসকগণের নহে, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

নামাদিষু প্রতীকোপাসনেষু পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্মাৎ ফলবিশেষম্ উত্তরস্মিন্ উত্তরস্মিন্ উপাসনে দর্শয়তি—"যাবৎ নাম্নঃ গতং তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি" (ছাঃ ৭।১।৫), "বাগ্ বাব নাম্নঃ ভূয়সী", "যাবৎ বাচঃ গতং তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি" (ছাঃ ৭।২।১-২), মনঃ বাব বাচঃ ভূয়ঃ (ছাঃ ৭।৩।১), ইত্যাদিনা।১ সঃ চ অয়ং ফল-বিশেষঃ প্রতীকতন্ত্রত্বাৎ উপাসনানাম্ উপপদ্যতে।২ ব্রহ্মতন্ত্রত্বে তু ব্রহ্মণঃ অবিশিষ্টত্বাৎ কথং ফলবিশেষঃ স্যাৎ?৩ তস্মাৎ ন প্রতীকালম্বনানাম্ ইতরৈঃ তুল্যফলত্বম্ ইতি।৪॥৪।৩।১৬॥

ইতি ষষ্ঠম্ অপ্রতীকালম্বনাধিকরণম্।

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-পূজ্যপাদকৃতৌ শারীরকমীমাংসাভাষ্যে চতুর্থাধ্যায়স্য "মৃতস্য সগুণবিদ্যাবতঃ উত্তরমার্গাভিধানাখ্যঃ" তৃতীয়ঃ পাদঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—প্রতীকতারতম্যে ফলতারতম্যবশতঃ প্রতীকোপাসকের ব্রহ্মলোকে গতি অসম্ভব, ব্রহ্মোপাসকের তাহা সম্ভব।]

নামাদি প্রতীকাবলম্বনা উপাসনাসকলে "নামের গতি যতদূর, সেই স্থলে ইঁহার যথেচ্ছ গতি (—শব্দশাস্ত্রে প্রগাঢ়তম পাণ্ডিত্য) হইয়া থাকে", "বাগিন্দ্রিয় [বর্ণাত্মক] নাম হইতে শ্রেষ্ঠতর", "বাগিন্দ্রিয়ের গতি যতদূর, সেই স্থলে ইহার যথেচ্ছ গতি (—শাস্ত্রব্যাখ্যানে প্রগাঢ়তম সামর্থ্য) হইয়া থাকে", "মন অবশ্যই বাগিন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা [শ্রুতি] পূর্ব্ববর্ত্তী পূর্ব্ববর্ত্তী [উপাসনা] হইতে পরবর্ত্তী পরবর্ত্তী উপাসনাতে বিশেষ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।১ আর উপাসনা-সকলের সেই এই বিশেষ ফল সঙ্গত হইতেছে, যেহেতু [সেই উপাসনাসকল]

ভাষ্যানুবাদ

প্রতীকের অধীন।২ কিন্তু [উপাসনা] ব্রহ্মতন্ত্র (—ব্রহ্মের অধীন, ব্রহ্মাবলম্বনে অনুষ্ঠিত) হইলে, ব্রহ্ম অবিশিষ্ট (—একরূপ, উচ্চাবচভাববর্জ্জিত) হওয়ায় ফলের বিভিন্নতা কিপ্রকারে হইবে ?৩ সেইহেতু অপরসকলের (—অপ্রতীকাবলম্বী সগুণ-ব্রহ্মোপাসকগণের) সহিত প্রতীকাবলম্বনকারিগণের সমান ফল হয় না (—অপ্রতীকাবলম্বী সগুণব্রহ্মোপাসকগণের ব্রহ্মলোকে গতি হয়, প্রতীকাবলম্বনে ব্রহ্মোপাসকগণের তাহা হয় না, ৩) ।৪।৪।৩।১৬। অপ্রতীকালম্বনাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

[স্মার্ত্ত প্রতীকাবলম্বনা ব্রহ্মোপাসনাও মোক্ষপ্রদ।]

(৩) এইরূপে নির্ণীত হইল যে, ১।৩।৪ ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণন্যায় এবং প্রস্তাবিত অপ্রতীকালম্বনাধিকরণন্যায়বলে ওঁকার ভিন্ন প্রতীকোপাসকগণের ব্রহ্মলোকে গতি হয় না। তাহাতে সংশয়ের উদয় হয়—বর্ত্তমানকালে আর্য্যসন্তানগণ বৈদিক উপাসনা প্রায় বিস্মৃতই হইয়া পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি স্মৃতিতে বর্ণিত শিবলিঙ্গ' 'শালগ্রাম' ইত্যাদি প্রতীক (৩।৫৪৭ পৃ:) এবং দুর্গা ও কালিকা প্রভৃতি প্রতিমা (৩।৫৪৮ পৃ:, পাদটীকা দ্র:) অবলম্বনেই উপাসনার অনুষ্ঠান করেন। ইঁহাদের তাহা হইলে ব্রহ্মলোকে গতি ও ক্রমমুক্তি লব্ধ হয় না, ইহাই আপতিত হইয়া পড়িতেছে। ইহার মীমাংসা কি ? তাহা আলোচিত হইতেছে—যে কোন স্মার্ত্ত প্রতীক, বা প্রতিমা অবলম্বনে উপাসনা আরব্ধ হউক্ না কেন, সাধক সদাই তাহাতে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট একটী রূপের (—আকারের) আরোপ করিয়া থাকেন, যথা—শালগ্রামে "সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণের", শিবলিঙ্গে "রজতগিরিনিভ মহেশ্বরের", ইত্যাদি। এইপ্রকার আকারের আরোপদ্বারা ধ্যান শ্রুতিতেও প্রসিদ্ধ, যথা—"হিরণ্ময়: পুরুষ: দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রু:" (ছা: ১।৬।৬), ইত্যাদি। পরমেশ্বর এতাদৃশ আকাররূপ উপাধি অবলম্বনে দর্শনদানকরত: জীবকে কৃতার্থ করেন, ইহাও শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ, যথা—"স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্" (কেন ৩।১২), ইত্যাদি। যাহাহউক্, প্রবর্ত্তক সাধক প্রতিমাদি প্রতীকাবলম্বনে সাধনে প্রবৃত্ত হইলেও প্রথমাবস্থাতে উক্ত প্রতিমারূপ প্রতীকই থাকে তাহার নিকট প্রধান, তদবলম্বন ব্যতিরেকে সে কিছুই চিন্তা করিতে পারে না। ইহাই অধিষ্ঠানপ্রধান অধ্যাসোপাসনা (১।১৬৩ পৃ:)। চক্ষুতে অঞ্জন প্রযুক্ত হইলে যেমন তাহা সূক্ষ্মবস্তু প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় (শ্রীমদ্ভা: ১১।১৪।২৫-২৬), তদ্রূপ উক্তপ্রকারে উপাসনার অভ্যাস করিতে করিতে সাধকের চিত্ত ক্রমশ: সূক্ষ্মবস্তুর ধারণা করিতে সমর্থ হয়। তখন সাধকের বাহ্য জপ ক্রমশ: মানস জপে * এবং বাহ্য পূজা ক্রমশ: মানস পূজাতে পরিণতি লাভ করে। সেই বিষয়ে প্রমাণ এই—"যোগী জিতেন্দ্রিয়গ্রামস্তানি ধৃত্বা দৃঢ়ং হৃদি। আত্মানং পরমং ধ্যায়েৎ সর্ব্বধাতারমচ্যুতম্" ॥ (বৃ: নারদীয় পু: ৩১।১৩৪-৩৬), "প্রত্যক্ষীকৃত্য হৃদয়ে হৃদিস্থাং পূজয়েচ্ছিবাম্" (মুণ্ডমালা তন্ত্র), "অন্ত:পূজা মহেশানি বাহ্যাৎ কোটিগুণং ভবেৎ" (ভূতশুদ্ধি তন্ত্র), "নিত্যান্তর্যজনং কৃত্বা সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মময়ো

* "জপস্ত্রিবিধ: প্রোক্তো বাচিকোপাংশুমানসৈ:। জপেম্বেতেষু বিপ্রেন্দ্রা: পূর্ব্বাৎ পূর্ব্বাৎ পরো বর: ॥... ধিয়া যদক্ষরশ্রেণ্যা: বর্ণবর্ণার্থবিচারণম্। মানসস্তু জপ: প্রোক্তো যোগসিদ্ধিপ্রদায়ক: ॥ জপেন দেবতা নিত্যং স্তূয়মানা প্রসীদতি" । (বৃ: নারদীয়পুরাণ ৩১।৯৩-৯৭)।

ভাবদীপিকা [স্মার্ত্ত প্রতীকোপাসনাও মোক্ষপ্রদ]

ভবেৎ" (শাক্তানন্দতরঙ্গিনী), ইত্যাদি। এই অবস্থাতে উপনীত সাধক দেবতার তত্তৎ রূপের ধ্যানেই নিবিষ্ট হইতে থাকেন ; তখন আরোপ্য দেবতারূপই তাঁহার নিকট প্রধান ও প্রতীকটী হইয়া পড়ে অপ্রধান। ইহাই **আরোপ্য**প্রধান **সম্পদুপা**সনা (১।১৬২ পৃঃ)। এইভাবে অন্তর্যজনে প্রবৃত্ত সাধক ক্রমশঃ বাহ্য প্রতিমাদি প্রতীকনিরপেক্ষ হইয়া স্বীয় হৃদয়স্থ দেবতার মানসযজনেই তন্ময় হইয়া পড়েন, তখন বাহ্য পূজা তাঁহার নামমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তাহা তাঁহার স্বান্তঃস্থ দেবতার স্মারক ও উদ্দীপকরূপেই অবস্থান করে। তখন তিনি "অষ্টারে হৃৎসরোজে (—স্বীয় হৃদয়স্থ অষ্টদলকমলে"*) 'শ্রীবৎসবক্ষসং দেবং সুরাসুরনমস্কৃতম্" (বৃঃ নারদীয় পুঃ ৩১।১৩৪-৩৬) স্বীয় ইষ্টদেবতার ; "হৃৎপদ্মম্ আসনং দদ্যাৎ, সহস্রারাচ্যুতামৃতৈঃ পাদ্যং চরণয়োঃ দদ্যাৎ" (মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৫।১৪৩), ইত্যাদিপ্রকারে মানসপূজাতেই তন্ময় হইয়া পড়েন। এই অবস্থাতে উপনীত সাধক **প্রতীকো**পাসনার স্তরকে অতিক্রম করেন, বুঝিতে হইবে। তখন "লোহমাকর্ষকো যথা" (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৩০)—'চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে', তদ্রূপ সাধকের চিত্ত সর্ব্বতোভাবেই স্বান্তঃস্থ দেবতার দিকেই আকৃষ্ট হইতে থাকে'। এইভাবে পরমপ্রেমাস্পদের দিকে ধাবিতচিত্ত সাধক "তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা। ভগবচ্ছরণত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাসপাকতঃ"॥ (উদ্ধৃত, ন্যায়রত্নাবলী ৮ম শ্লোক), ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রতিপাদিত প্রকারে প্রথমতঃ 'আমি তাঁহার', অতঃপর সাধনাভ্যাসের পরিপকতাবশতঃ 'তিনি আমার' এবং অভ্যাস আরও পরিপক হইলে 'তিনিই আমি', এইপ্রকারে শ্রীভগবানেই নিবিষ্টচিত্ত হইয়া পড়েন। শেষোক্ত অবস্থাতে উপনীত সাধকের জন্য শাস্ত্র **অহংগ্রহো**পাসনার বিধান করেন, যথা—"অহমেব পরো বিষ্ণুঃ মত্তস্সর্ব্বমিদং জগৎ। ইতি যঃ সততং পশ্যেত্তং বিদ্যাদুত্তমোত্তমম্"। (ন্যায়রত্নাবলী ৮ম শ্লোকে উদ্ধৃত বৃঃ নারদীয়পুরাণবচন)। অর্থ স্পষ্ট। এতদ্বিষয়ক অপর শাস্ত্রবাক্য এই—"যদা চ ধারণা তস্মিন্ অবস্থানবতী ততঃ। কিরীটকেয়ূরমুখৈর্ভূষণৈরহিতং স্মরেৎ॥ তদেকাবয়বং দেবং সোঽহং চেতি পুনর্বুধঃ। কুর্য্যাৎ ততোঽহমিতি প্রণিধানপরো ভবেৎ"॥ (বিষ্ণুপুরাণ † ৬।৭।৮৭-৮৮)—'যখন সাধকের চিত্ত স্বান্তঃস্থ দেবতাতে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে, তখন শ্রীভগবানের মূর্ত্তিকে কিরীট ও কেয়ূর ইত্যাদি ভূষণরহিতভাবে ধ্যান করিবে। অনন্তর [পদযুগল, হাস্যবিকসিত মুখমণ্ডল ইত্যাদি] এক একটী অবয়বযুক্ত দেবতাকে চিন্তা করিবে। তদনন্তর 'তিনিই আমি' এবং 'আমিই তিনি' এইপ্রকার (৩।৩।২৩ ব্যতিহারাধিকরণ দ্রঃ) ধ্যানপর হইবেন'। ইহাই অহংগ্রহোপাসনা। তখন "ভবেন্নিরন্তরং ধ্যানাদভেদপ্রতিপাদনম্" (বৃঃ নারদীয় পুঃ ৩১।১৪২), এই প্রকারে সাধক স্বীয় ইষ্টদেবতার সহিত নিজের অভিন্নতা অনুভব করিতে থাকেন। ভগবৎ-

---

* এই অষ্টদল হৃৎকমল দ্বাদশদল অনাহতচক্রের নিম্নদেশে অবস্থিত, সদা ঊর্দ্ধমুখ ও রক্তবর্ণ। ইষ্টদেবতার মানসপূজা এবং ধ্যান এই স্থলে বিহিত। 'ষট্চক্রনিরূপণ', ২৫ শ্লোক, তাহার ব্যাখ্যা এবং "Serpent Power" উক্ত স্থলে দ্রষ্টব্য।

† এই শ্লোক আমরা পাতঞ্জলদর্শন, ৩৬ তত্ত্ববৈশারদী হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। প্রচলিত মুদ্রিত বিষ্ণুপুরাণে পাঠান্তর ঘটাইয়া শ্লোকটীকে বিকৃতকরতঃ ব্রহ্মহত্যা করা হইয়াছে। (১।৬৮১ পৃঃ পাদটীকা দ্রঃ)। এই প্রকার অহংগ্রহোপাসনা প্রতিপাদক অন্যান্য বাক্য শ্রীমদ্ভাঃ ১১।৩।৫৫, ১১।১৪।৪১-৪৩ ; নীলতন্ত্র ৪র্থ পটল, গন্ধর্ব্বতন্ত্র ৯ম এবং ১২শ পটল ইত্যাদি স্থলে দ্রষ্টব্য।

কৃপাপ্রভাবে এইপ্রকার ধ্যানে সিদ্ধ সাধকই সিদ্ধিলাভ করিলেন বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রে সিদ্ধাবস্থা এইপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে—"ব্রহ্মভূতিস্ততোহন্তথা যেচ্ছয়া কর্মকুর্বতঃ। নাপয়াতি যদা চিত্তাং সিদ্ধাং মন্যেত তাং তদা"। (বিষ্ণুপুঃ ৬।৭।৮৫)। এতাদৃশ সিদ্ধ সাধকের শ্রৌত দহরাদি অহংগ্রহোপাসকগণের ন্যায় সাযুজ্যমুক্তি (৪।৪।৭ অধিঃ ২ ভাষদীঃ), দেবযান-মার্গে ব্রহ্মলোকে গতি ও ক্রমমুক্তি লব্ধ হয়; যেহেতু শ্রুতিতে সগুণপরব্রহ্মের অহংগ্রহোপাসক-গণের জন্যই উক্তপ্রকার ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। লক্ষ্য করিতে হইবে—'সাধনাধিক্যে ফলাধিক্য' যুক্তিসঙ্গত হওয়ায় সগুণপরব্রহ্মের অহংগ্রহোপাসনাই ঈশ্বরসাযুজ্যদ্বারে ক্রমমুক্তির হেতু। সুতরাং অপরিপক্ব ও ন্যূনগুণযোগে অত্যন্ত শ্রৌত দহরাদি উপাসনার ফলে যেপ্রকার সালোক্যাদি মুক্তি লব্ধ হয় (২৫৪ পৃঃ), সখ্যদাস্যাদি ভেদভাবযোগী স্মার্ত উপাসনার ফলে সেইপ্রকার সালোক্যাদি মুক্তিই লব্ধ হইবে; সাযুজ্য ও ক্রমমুক্তি নহে। এইপ্রকারে প্রতীকা-বলম্বনে উপাসনা আরব্ধ হইলেও ভগবৎকৃপায় সাধকের ঈশ্বরসাযুজ্য ও ক্রমমুক্তি লব্ধ হয়। আবার নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানেরও উদয় হইয়া সদ্যোমুক্তিও লব্ধ হইতে পারে, ইহা বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৯২-৯৮; বৃঃ নারদীয়পুরাণ ৩১।১৪২-৪৮ ইত্যাদি স্থলে দ্রষ্টব্য।

[মনোময়ী প্রতিমার প্রতীকত্ব নিরাকরণ।]

আশঙ্কা হয়—এইপ্রকারে প্রতীকোপাসনার ফলে ব্রহ্মলোকে গতি ও ক্রমমুক্তি অঙ্গীকৃত হওয়ায় উত্তরমীমাংসার এই অধিকরণের বিরোধ হইয়া পড়িতেছে। তদুত্তরে বলা যায়—এই মনোময়ী প্রতিমা প্রতীক নহে। সেই বিষয়ে প্রথম যুক্তি এই—অনাত্মবস্তুতে আত্মবস্তুর আরোপ হইলে সেই অনাত্মবস্তুকে বলে 'প্রতীক' (৩।৫৪৭-৪৮ পৃঃ দ্রঃ)। প্রস্তাবিত উপাসনাতে সর্বব্যাপী, সুতরাং হৃদয়স্থ আত্মবস্তুতে অনাত্মবস্তু 'দুর্গা' 'কালিকা' প্রভৃতি নাম ও শাস্ত্রোপদিষ্ট তত্তৎ রূপ আরোপিত হইতেছে। আর দেবতাদৃষ্টি দ্বারা সেই হৃদয়স্থ আত্ম-বস্তুকে সংস্কারও করা হইতেছে না। সেইহেতু হৃদয়স্থ মনোময়ীপ্রতিমারূপ উপাধিযুক্ত এই আত্মবস্তু প্রতীক নহেন। ইহা অঙ্গীকার না করিলে আত্মবস্তুতে সত্যকামত্বাদি (ছাঃ ৮।১।৫) গুণরূপ অনাত্মবস্তু আরোপিত হওয়ায় দহরাদি বৈদিক অহংগ্রহোপাসনাসকলকেও প্রতীকো-পাসনা বলিতে হইবে; ইহা সর্বথা অসঙ্গত, কারণ তাহাতে অপ্রতীকালম্বনা উপাসনা নামক কিছুই থাকিবে না। দ্বিতীয় যুক্তি এই—এখানে "অনাত্মবস্তুরূপ অন্য আশ্রয়ে আশ্রয়ান্তর-প্রত্যয়ও নিক্ষিপ্ত" (৩।৫৪৭ পৃঃ) হইতেছে না, পরন্তু হৃৎকমলমধ্যগত, সদা বিদ্যমান পরমাত্ম-বস্তুরূপ আশ্রয়ে অনাত্মভূত, কিন্তু শাস্ত্রনির্দিষ্ট এবং সিদ্ধসাধকগণের প্রত্যক্ষীকৃত ঈশ্বরীয় নাম রূপাদি আরোপিত হইতেছে। সুতরাং ইহা প্রতীক নহে। তৃতীয় যুক্তি এই—শাস্ত্রে "শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা। মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা"॥ (শ্রীমদ্ভাঃ ১১।২৭।১২) এইরূপে আটপ্রকার প্রতিমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে "হে উদ্ধব, জীবের হৃদয় মন্দিরে যে অচলা মনোময়ী প্রতিমা, তাহা স্থির, শ্রীভগবান্ তাহাতে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত, তাহাতে আবাহন ও বিসর্জন নাই" (শ্রীমদ্ভাঃ ১১।২৭।১৩)। প্রতীকরূপ প্রতিমাতে কিন্তু আবাহন ও বিসর্জন শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। মনোময়ী প্রতিমাতে তাহা নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহা প্রতীক নহে, ইহাই নির্ণীত হয়। চতুর্থ যুক্তি এই—এই মনোময়ী প্রতিমাতে উপরে বর্ণিতপ্রকারে

ভাবদীপিকা [স্মার্ত্ত প্রতীকোপাসনাও মোক্ষপ্রদ]

অহংগ্রহধ্যান বিহিত হইয়াছে। ৪।১।৩ প্রতীকাধিকরণে কিন্তু প্রতীকে অহংগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। সেইহেতু মনোময়ী প্রতিমা প্রতীক নহে। পঞ্চম যুক্তি এই—৪।১।৩ সূত্রভাষ্যে ১৯-২০ সংখ্যক বাক্যে বলা হইয়াছে—"যেখানে প্রতীকদৃষ্টি অভিপ্রেত, সেখানে বচনটী একবার মাত্র পঠিত হয়, যথা—"মনই ব্রহ্ম", "আদিত্যই ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৮।১, ৩।১৯।১) ইত্যাদি। এখানে কিন্তু শাস্ত্র 'আমিই তুমি, তুমিই আমি', (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৮৮) এইপ্রকারে উভয়বিধ ধ্যানের বিধান করিতেছেন। সেইহেতু মনোময়ী প্রতিমাতে উপাসনা প্রতীকোপাসনা নহে, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। অতএব ১।২।৭ বৈশ্বানরাধিকরণে প্রতিপাদিত বৈশ্বানরবিদ্যাতে যেমন জাঠরাগ্নিরূপ উপাধি অবলম্বনে পরমাত্মার অহংগ্রহোপাসনা (ছাঃ ৫।১৮।২, টীকা) প্রতিপাদিত হইয়াছে, প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ শিব ও বিষ্ণু প্রভৃতি নামরূপাত্মক উপাধি অবলম্বনে পরমেশ্বরের অহংগ্রহোপাসনা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাই নির্ণীত হইতেছে। সেইহেতু 'অপহতপাপ্মত্বাদি' (ছাঃ ৮।১।৫) গুণরূপ উপাধি অবলম্বনে সগুণপরব্রহ্মের দহরাদি অহংগ্রহোপাসনার ফলে যেমন ব্রহ্মলোকে গতি, ঈশ্বরসাযুজ্যপ্রাপ্তি ও ক্রমমুক্তি লব্ধ হয়, প্রতীকাবলম্বনে আরব্ধ হইলেও প্রস্তাবিত স্মার্ত্ত অহংগ্রহ-উপাসনাসকলের বলেও তদ্রূপ সিদ্ধ সাধকের ব্রহ্মলোকে গতি, ঈশ্বরসাযুজ্যপ্রাপ্তি ও ক্রমমুক্তি লব্ধ হয়, ইহাই শাস্ত্রতাৎপর্য্যরূপে নির্ণীত হইতেছে। (বিচার সম্পূর্ণরূপেই আমাদের) অপ্রতীকালম্বনাধিকরণ সমাপ্ত।

"তীর্থানি তোয়পূর্ণানি দেবান্ পাষাণমৃন্ময়ান্। যোগিনো ন প্রপদ্যন্তে আত্মজ্ঞানপরায়ণাঃ॥
অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্। প্রতিমাল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র বিদিতাত্মনাম্"॥

চতুর্থাধ্যায়ের 'মৃত সগুণবিদ্যাবিদের উত্তরমার্গকথন নামক' তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

"সর্ব্বেষু ভূতেষু চতুর্ব্বিধেষু স্থিতো হরিস্তত্র হরৌ চ তানি।
সোঽহং হরিঃ সর্ব্বমিদং স এবেত্যুৎপদ্যতে যস্য মতিঃ স মুক্তঃ"॥

চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ। [ব্রহ্মপাদঃ]

"নমস্কৃত্য জগন্নাথং মায়য়া চন্দ্রশেখরম্। গঙ্গাধরং বিষচ্ছায়ানীলকণ্ঠমুপাস্মহে"॥

"কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী। কৌমারী নিগমার্থগোচরকরী ওঁকারবীজাক্ষরী॥
মোক্ষদ্বারকপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী। ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী"॥

পাদপ্রতিপাদ্য—প্রথম হইতে সপ্তম সূত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্বভাগে নির্গুণপরব্রহ্মাত্মবিদের নির্বিশেষব্রহ্মস্বভাবাবির্ভাব ও সদ্যোমুক্তি এবং অষ্টম সূত্র হইতে গ্রন্থসমাপ্তি পর্য্যন্ত উত্তরভাগে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত সগুণপরব্রহ্মবিদের (—ক্রমমুক্তের) সবিশেষপরব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তরূপে অবস্থিতি (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ), পরমেশ্বরতুল্য ঐশ্বর্য্য ও ভোগপ্রাপ্তি এবং কল্পান্তে সদ্যোমুক্তি।

অব্যবহিতপাদসঙ্গতি—পূর্ব্বপাদে যেমন সগুণোপাসকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিরূপ অপূর্ব্ব (—আগন্তুক) ফল বর্ণিত হইয়াছে। নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদেরও তদ্রূপ অপূর্ব্ব ফল লব্ধ হউক, এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানকল্পে বিলীনপ্রাণ নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদের বিশুদ্ধচিৎস্বরূপ নির্বিশেষ-ব্রহ্মাত্মস্বভাবাবির্ভাবরূপ স্বাভাবিক ফল এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিরূপ আরোপিত ফল (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ) বর্ণিত হওয়ায় পূর্ব্বপাদের সহিত আক্ষেপসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতি—সাক্ষাদ্ভাবে বিদ্যাফল বর্ণিত হওয়ায় এই ফলাধ্যায়ের সহিত এই পাদের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

পূর্ব্বভাগ—নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যার ফলনিরূপণ

১। সম্পদ্যাবির্ভাবাধিকরণম্। [১-৩ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—সদ্যোমুক্তির স্বরূপ। পূর্ব্বসিদ্ধ স্বস্বরূপে অবস্থিতিই মুক্তি।

অধিকরণসঙ্গতি—পাদের আদি অধিকরণ হওয়ায় ইহার অপেক্ষা নাই।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—নিত্যসিদ্ধ নির্গুণব্রহ্মাত্মভাবের আবির্ভাবরূপ নির্গুণপরব্রহ্ম-বিদ্যার ফল বর্ণিত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

আকবন্নূতনং মুক্তিরূপং যদ্বা পুরাতনম্।
অভিনিষ্পত্তিবচনাৎ ফলত্বাদপি নূতনম্॥
স্বেন রূপেণেতি বাক্যে স্বশব্দাত্তৎপুরাতনম্।
আবির্ভাবোঽভিনিষ্পত্তিঃ ফলং চাজ্ঞানহানিতঃ॥

অন্বয়—মুক্তিরূপং আকবৎ নূতনং, যদ্বা পুরাতনম্? অভিনিষ্পত্তিবচনাৎ ফলত্বাৎ অপি নূতনম্। 'স্বেন রূপেণ', ইতি বাক্যে স্বশব্দাৎ তৎ পুরাতনম্, আবির্ভাবঃ অভিনিষ্পত্তিঃ, অজ্ঞানহানিতঃ ফলং চ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["এষঃ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" (ছাঃ ৮।১২।৩), ইতি বাক্যম্ অত্র বিষয়ঃ। "স্বেন রূপেণ" ইত্যত্র স্বশব্দস্য স্বকীয়বাচিত্বেন আগন্তুকত্বপ্রতিভানাৎ, স্বরূপবচনত্বেন চ অনাগন্তুকত্বপ্রতিভানাৎ ভবতি সংশয়ঃ—জীবস্য এতৎ] মুক্তিরূপং [ফলং] আকবৎ নূতনং, যদ্বা পুরাতনম্?

পূর্ব্বপক্ষ—["অভিনিষ্পদ্যতে" ইতি] অভিনিষ্পত্তিবচনাৎ, [নির্গুণদহরবিদ্যায়াঃ ফলত্বাৎ

অপি [চ এতৎ মুক্তিরূপং ফলং স্বর্গবৎ] নূতনম্। [তৎ যদি পূর্ব্বসিদ্ধং স্যাৎ, তর্হি সংসার-দশায়াম্ অপি সত্ত্বাৎ তস্য ফলত্বম্ এব ন স্যাৎ ইতি ভাবঃ]।

সিদ্ধান্ত—"স্বেন রূপেণ [অভিনিষ্পদ্যতে"] ইতি বাক্যে স্বশব্দাৎ [তৎ মুক্তিরূপং ফলং] পুরাতনম্। [ন চ অত্র স্বশব্দঃ স্বকীয়ম্ অভিধত্তে, বিশেষণবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। যৎ যদ্‌ রূপং মুক্তৌ উপাদত্তে, তৎ তৎ স্বকীয়ম্ এব ইতি কস্য ব্যাবৃত্তয়ে বিশেষ্যেত ? আত্মস্বরূপবাচিত্বে তু স্বশব্দস্য স্বকীয়ব্যাবৃত্তিঃ প্রয়োজনম্। অতঃ পূর্ব্বম্ অপি বিদ্যতে এব ইদং মুক্তিরূপং ফলম্ ইত্যর্থঃ। ন চ অভিনিষ্পত্তিঃ উৎপত্তিঃ, পূর্ব্বসিদ্ধস্য উৎপত্তেঃ অসম্ভবাৎ। অতঃ তত্ত্বজ্ঞানেন ব্রহ্মাত্মত্বস্য] আবির্ভাবঃ [এব] অভিনিষ্পত্তিঃ। [ন চ 'পূর্ব্বসিদ্ধত্বে মুক্তিরূপস্য ফলত্ববিরোধঃ, প্রাগপ্রাপ্তস্য প্রাপ্তৌ ফলত্বপ্রসিদ্ধেঃ' ইতি বাচ্যম্। যতঃ] অজ্ঞানহানিতঃ [নিবৃত্তাজ্ঞানত্বাকারেণ পূর্ব্বসিদ্ধত্বাভাবাৎ তৎ] ফলং চ [ভবতি]।

অনুবাদ

সংশয়—["এই সম্প্রসাদ (—উপাধির উপশমবশতঃ সম্যগ্‌ভাবে কালুষ্যরহিত জীব) এই শরীর হইতে উত্থিত (—শরীরত্রয়াভিমানবর্জ্জিত) হইয়া পরম জ্যোতিঃকে (—পরমাত্মাকে) লাভকরতঃ স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হন", এই বাক্য এখানে বিষয়। "স্বেন রূপেণ" ইত্যাদি এই স্থলে স্বশব্দ স্বকীয়ের বাচক হওয়ায় আগন্তুকতার জ্ঞান হয় বলিয়া (১) এবং স্বরূপের বাচক হওয়ায় অনাগন্তুকতার (২) জ্ঞান হয় বলিয়া সংশয় হইতেছে—জীবের এই] মুক্তিরূপ ফল স্বর্গের ন্যায় নূতন, অথবা পুরাতন (—পূর্ব্বসিদ্ধ) ?

পূর্ব্বপক্ষ—["অভিনিষ্পদ্যতে" এইপ্রকার] উৎপত্তিবোধক বচন থাকায়, [এবং নির্গুণ-দহরবিদ্যার (—প্রজাপতিবিদ্যার] ফলস্বরূপ হওয়ায় [এই মুক্তিরূপ ফল স্বর্গের ন্যায়] নূতন (—আগন্তুক)। [তাহা যদি পূর্ব্বসিদ্ধ হইত (—পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান থাকিত), তাহা হইলে সংসারদশাতেও বর্ত্তমান থাকায় তাহার ফলাত্মকতাই হইত না, ইহাই ভাব]।

সিদ্ধান্ত—"স্বস্বরূপে [অভিব্যক্ত হয় "], এই বাক্যে স্বশব্দের প্রয়োগ থাকায় [সেই মুক্তিরূপ ফল] পুরাতন (—পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান)। [আর এখানে স্বশব্দ স্বকীয়রূপ অর্থকে প্রতিপাদন করে না, যেহেতু তাহা হইলে ['স্ব' এই] বিশেষণের ব্যর্থতা হইয়া পড়িবে। যে যে রূপ মুক্তিতে লাভ করে, তাহা তাহা অবশ্যই স্বকীয়, এইহেতু কাহার ব্যাবৃত্তির জন্য বিশেষিত হইবে ? কিন্তু স্বশব্দ আত্মস্বরূপের বাচক হইলে স্বকীয়ের ব্যাবৃত্তি আবশ্যক। সেইহেতু এই মুক্তিরূপ ফল পূর্ব্বেও অবশ্যই বর্ত্তমান থাকে (—অনাগন্তুক), ইহাই ভাব। আর 'অভিনিষ্পত্তি'শব্দের অর্থ উৎপত্তি নহে, কারণ পূর্ব্বসিদ্ধের উৎপত্তি অসম্ভব। সেইহেতু তত্ত্ব-জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মাত্মতার] আবির্ভাবই অভিনিষ্পত্তি। [আর 'পূর্ব্বসিদ্ধ হইলে মুক্তিরূপের ফলতার বিরোধ হয় (—মুক্তিকে ফল বলা চলে না), কারণ পূর্ব্বে অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি হইলে ফলতার প্রসিদ্ধি আছে (—তাহাকে ফল বলা হয়'), ইহা বলা উচিত নহে। যেহেতু]

ভাবদীপিকা

(১) যাহা 'স্বকীয়' অর্থাৎ নিজের, তাহা হইতে 'স্ব'এর ভেদ থাকায়, তাহা হয় আগন্তুক, যেমন 'আমার ঘট আমা হইতে ভিন্ন', সুতরাং আগন্তুক। (২) যাহা স্বরূপ, তাহা স্থায়ী ধর্ম্ম, সুতরাং অনাগন্তুক, ইহাই ভাব।

অজ্ঞানের নাশবশতঃ [নিবৃত্তাজ্ঞানাকারে পূর্ব্বসিদ্ধ না থাকায় তাহা] ফলও হইয়া থাকে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, স্বর্গ ও মোক্ষের মধ্যে পার্থক্য নাই। সিদ্ধান্তে—তাহা আছে।

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ ॥৪।১।১॥

পদচ্ছেদ—সম্পদ্য, আবির্ভাবঃ, স্বেন, শব্দাৎ।

সূত্রার্থ—["এষঃ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে (ছাঃ ৮।১২।৩) ইতি শ্রূয়তে। তত্র কিং স্বর্গাদৌ সুকৃতিনঃ ইব নির্গুণ-ব্রহ্মবিদঃ অপি আগন্তুকেন কেনচিৎ বিশেষেণ অভিনিষ্পত্তিঃ বর্ণ্যতে, উত আত্মমাত্রেণ স্থিতিঃ, ইতি সংশয়ে ফলত্বাবিশেষাৎ স্বর্গবৎ অভিনিষ্পত্তিঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **সম্পদ্য**—স্বপ্রকাশম্ আত্মানং সাক্ষাৎ অনুভূয়, [তেনৈব আত্মরূপেণ বিদুষঃ] **আবির্ভাবঃ** ভবতি। [কুতঃ ?] **স্বেন**—"স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" ইতি, **শব্দাৎ**—স্বশব্দপ্রয়োগাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—["এই সম্প্রসাদ (—উপাধিকালুষ্যরহিত জীব) এই শরীর হইতে উত্থিত (—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, এই শরীরত্রয়াভিমানবর্জ্জিত) হইয়া পরম জ্যোতিঃকে লাভকরতঃ স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হন", শ্রুতিতে এইপ্রকার পঠিত হইতেছে। সেই স্থলে কি স্বর্গাদিতে পুণ্যকারিগণের ন্যায় নির্গুণব্রহ্মবিদেরও আগন্তুক [শরীর ও ভোগাদি] কোনপ্রকার বিশেষের দ্বারা উৎপত্তি বর্ণিত হইতেছে, অথবা আত্মমাত্ররূপে স্থিতি ? এইপ্রকার সংশয় হইলে 'অবিশেষভাবে ফল হওয়ায় স্বর্গের ন্যায় [বিশেষ শরীরাদির] উৎপত্তি', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **সম্পদ্য**—স্বয়ংপ্রকাশ আত্মাকে সাক্ষাদ্ভাবে অনুভব করিয়া [সেই আত্মরূপেই বিদ্বানের] **আবির্ভাবঃ**—অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। [তাহাতে প্রমাণ কি ? উত্তর—] **স্বেন**—যেহেতু "স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হয়", এইপ্রকারে **শব্দাৎ**—স্বশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

"এবম্ এব এষঃ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" (ছাঃ ৮।১২।৩) ইতি শ্রূয়তে।১ তত্র সংশয়ঃ—কিং দেবলোকাদ্যুপভোগস্থানেষু ইব আগন্তুকেন কেনচিৎ বিশেষেণ অভিনিষ্পদ্যতে, আহোস্বিৎ আত্মমাত্রেণ ইতি ?২ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ?৩ স্থানান্তরেষু ইব

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়, পূঃ—মোক্ষাবস্থাতে পুরুষের মোক্ষফলভোগোপযোগী বিশেষ দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্ততা।]

"এইপ্রকারেই এই সম্প্রসাদ (—উপাধিকালুষ্যরহিত জীব) এই শরীর হইতে উত্থিত (—শরীরত্রয়াভিমানবর্জ্জিত) হইয়া পরম জ্যোতিঃকে (—পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া (—সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া) স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত (—আবির্ভূত, অবস্থিত) হন", শ্রুতিতে এইপ্রকার পঠিত হইতেছে।১ সেই স্থলে সংশয় হয়—দেবলোকাদি উপভোগস্থানসকলে যেপ্রকার হয় (—ভোগসাধনভূত দেহেন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি হয়), সেইপ্রকারে আগন্তুক কোনপ্রকার [ধর্ম্ম-] বিশেষের দ্বারা কি [মুক্তপুরুষ] উৎপন্ন (—আগন্তুক বিলক্ষণ শরীরাদিসম্পন্ন) হন, অথবা আত্মমাত্ররূপে 'অভিব্যক্ত হন' ?২ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ?৩ [পূর্ব্বপক্ষ—স্বর্গাদি]

শাঙ্করভাষ্যম্

আগন্তুকেন কেনচিৎ রূপেণ অভিনিষ্পত্তিঃ স্যাৎ।৪ মোক্ষস্যাপি ফলত্বপ্রসিদ্ধেঃ।৫ অভিনিষ্পদ্যতে ইতি চ উৎপত্তিপর্য্যায়ত্বাৎ।৬ স্বরূপমাত্রেণ চেৎ অভিনিষ্পত্তিঃ, পূর্ব্বাসু অপি অবস্থাসু স্বরূপানপায়াৎ বিভাব্যেত।৭ তস্মাৎ বিশেষেণ কেনচিৎ অভিনিষ্পদ্যতে ইতি।৮ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—কেবলেন এব আত্মনা আবির্ভবতি, ন ধর্ম্মান্তরেণ ইতি।৯ কুতঃ?১০ "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে", ইতি স্বশব্দাৎ।১১ অন্যথা হি স্বশব্দেন ইতি বিশেষণম্ অনবক্লৃপ্তং স্যাৎ।১২ ননু আত্মীয়াভিপ্রায়ঃ স্বশব্দঃ ভবিষ্যতি।১৩ ন, তস্য অবচনীয়ত্বাৎ।১৪ যেনৈব হি কেনচিৎ রূপেণ অভিনিষ্পা-

ভাষ্যানুবাদ

অন্য স্থানসকলে যেপ্রকার হয়, সেইপ্রকারে আগন্তুক কোনপ্রকার রূপাবলম্বনে উৎপত্তি হইবে।৪ যেহেতু মোক্ষেরও ফলরূপে প্রসিদ্ধি আছে (৩)।৫ আর যেহেতু 'অভিনিষ্পন্ন হয়', ইহা উৎপত্তির পর্য্যায় শব্দ (—যাহা পূর্ব্বে ছিল না, তাহার উৎপত্তিই ইহার অর্থ।৬ "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে", এই বাক্যটীর অর্থ] যদি স্বরূপমাত্রের দ্বারা অভিনিষ্পত্তি (—স্বস্বরূপের অভিব্যক্তি) হইত, তাহা হইলে স্বরূপের নাশ না হওয়ায় [মোক্ষের] পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাসকলেও [তাহা] অনুভূত হইত। [তাহা কিন্তু হয় না]।৭ সেইহেতু (—উক্ত অনুমান ও উৎপত্তিবোধক অভিনিষ্পত্তিশব্দ থাকায়, মুক্ত পুরুষ শরীরাদি] কোনপ্রকার বিশেষযুক্তরূপে উৎপন্ন হন, ইত্যাদি।৮

[সিঃ—মোক্ষে শুদ্ধ আত্মস্বরূপের অভিব্যক্তি।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—[মোক্ষাবস্থাতে জীব] কেবল (—শুদ্ধ) আত্মস্বরূপেই আবির্ভূত হন, কিন্তু [বিশেষ দেহেন্দ্রিয়াদি] অন্য ধর্ম্মযোগে নহে।৯ তাহা কিপ্রকারে সম্ভব (—উক্তপ্রকার অনুমান প্রতিকূল হওয়ায় মোক্ষ অনাগন্তুক কিপ্রকারে হইবে)?১০ উত্তর—] যেহেতু "স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হন", এইপ্রকার [অনাগন্তুকতার বোধক] স্বশব্দের প্রয়োগ আছে (—এই বিশেষ শ্রুতিবচনবলে উক্ত অনুমান বাধিত হইয়া পড়ে)।১১ দেখ, অন্যপ্রকার (—মোক্ষ দেহেন্দ্রিয়াদি বিশেষ ধর্ম্মযুক্ত) হইলে "স্ব" এই শব্দের দ্বারা বিশেষিত করা অসঙ্গত হইয়া পড়িবে।১২ [শঙ্কা—] কিন্তু স্বশব্দ 'আত্মীয় (—স্বসম্বন্ধী'), এই অভিপ্রায়ের প্রকাশক হইবে।১৩ [সিদ্ধান্ত—] না, তাহা বলা যায় না ; যেহেতু [তাহা] বলিবার যোগ্য নহে (—শ্রুতিবাক্যের অজ্ঞাতজ্ঞাপকতা সম্ভব হইলে জ্ঞাতবিষয়ের অনুবাদক হওয়া সঙ্গত নহে।১৪ ইহা বিবৃত করিতেছেন—] দেখ, [আগন্তুক বা অনাগন্তুক] যে কোন রূপাবলম্বনেই

ভাবদীপিকা

(৩) এই স্থলে পূর্ব্ববাদীর অনুমান এই—"মুক্তিরূপফলম্ আগন্তুকং, ফলত্বাৎ স্বর্গাদিবৎ"।

শাঙ্করভাষ্যম্

-ভবেৎ, তস্যৈব আত্মীয়ত্বোপপত্তেঃ 'স্বেন' ইতি বিশেষণম্ অনর্থকং স্যাৎ। ১৫ আত্মবচনতায়াং তু অর্থবৎ। ১৬ কেবলেন এব আত্মরূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে, ন আগন্তুকেন অপররূপেণ অপি ইতি। ১৭॥৪।৪।১॥

ভাষ্যানুবাদ

অভিব্যক্ত হউন না কেন, তাহারই আত্মীয়তা সঙ্গত হওয়ায় "স্বেন" এই বিশেষণটী অনর্থক হইয়া পড়ে। ১৫ কিন্তু ['স্ব' শব্দটী] আত্মার বাচক হইলে হয় সার্থক। ১৬ [কিপ্রকারে? উত্তর—] কেবলমাত্র (—শুদ্ধ, উপাধিকালুষ্যরহিত) আত্মস্বরূপে অভিব্যক্ত হন, কিন্তু আগন্তুক [দেহাদি] অপর রূপাবলম্বনেও নহে। [এইপ্রকার অজ্ঞাত অর্থ জ্ঞাপিত হইলেই হয় শ্রুতির সার্থকতা, ইহাই ভাব]। ১৭॥৪।৪।১॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কঃ পুনঃ বিশেষঃ পূর্ব্বাসু অবস্থাসু ইহ চ স্বরূপানপায়সাম্যে সতি ইতি? অতঃ আহ—

ভাষ্যানুবাদ—আচ্ছা, পূর্ব্ববর্ত্তী [বদ্ধ] অবস্থাসকলে এবং এখানে (—মোক্ষাবস্থাতে) স্বরূপের নাশহীনতা সমান হইলে (—সর্ব্বাবস্থাতে আত্মার স্বরূপ একইপ্রকার থাকিলে, বদ্ধাবস্থা ও মোক্ষাবস্থার] বিশেষ (—প্রভেদ) কি? এই-হেতু (—এইপ্রকার আশঙ্কা হওয়ায়, সিদ্ধান্তী] বলিতেছেন—

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥৪।৪।২॥

সূত্রার্থ—[পূর্ব্বম্ অবস্থাত্রয়কলুষিতঃ সংসারী ইব অবস্থিয়মানঃ অপি] **মুক্তঃ**—সংসারানর্থব্রাতাৎ বিনির্মুক্তঃ [স্বপ্রকাশনিরতিশয়ানন্দাত্মনা অবতিষ্ঠতে ইতি মহান্ অয়ং বিশেষঃ। কুতঃ পুনঃ অয়ম্ অবগম্যতে? তত্রাহ—] **প্রতিজ্ঞানাৎ**—"যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা" (ছাঃ ৮।৭।১), ইতি উপক্রম্য "এতং তু এব তে ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি" (ছাঃ ৮।৯।৩), ইতি সকলানর্থবিনির্মুক্তস্য এব আনন্দাত্মনঃ ব্যাখ্যেয়ত্বেন প্রতিজ্ঞানাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[পূর্ব্বে (—বদ্ধাবস্থাতে, জাগ্রদাদি] অবস্থাত্রয়ের দ্বারা কলুষিত সংসারীর ন্যায় অবস্থিত থাকিলেও] **মুক্তঃ**—সংসারের অনর্থসমূহ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া [স্বয়ংপ্রকাশ ও নিরতিশয় আনন্দাত্মকরূপে অবস্থান করেন, ইহাই এই মহান্ প্রভেদ। কিপ্রকারে ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **প্রতিজ্ঞানাৎ**—"যে আত্মা নিষ্পাপ", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া ["পূর্ব্বোক্ত] এই আত্মাকেই পুনরায় তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব", এইপ্রকারে সকলপ্রকার অনর্থ হইতে বিনির্মুক্ত আনন্দস্বরূপ আত্মাই যেহেতু ব্যাখ্যেয়রূপে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

যঃ অত্র অভিনিষ্পদ্যতে ইতি উক্তঃ, সঃ সর্ব্ববন্ধবিনির্মুক্তঃ শুদ্ধেন এব আত্মনা অবতিষ্ঠতে। ১ পূর্ব্বত্র তু "অন্ধঃ ভবতি" (ছাঃ ৮।৯।১), "অপি রোদিতি ইব" (ছাঃ ৮।১০।২), "বিনাশম্ এব অপীতঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

ভবতি" (ছাঃ ৮।১১।১). ইতি চ অবস্থাত্রয়কলুষিতেন আত্মনা ইতি অয়ং বিশেষঃ।২ কথং পুনঃ অবগম্যতে মুক্তঃ অয়ম্ ইদানীং ভবতি ইতি ?৩ 'প্রতিজ্ঞানাৎ' ইতি আহ।৪ তথাহি—"এতং তু এব তে ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি" (ছাঃ ৮।৯।৩, ৮।১০।৪, ৮।১১।৩), ইতি অবস্থাত্রয়-দোষবিহীনম্ আত্মানং ব্যাখ্যেয়ত্বেন প্রতিজ্ঞায় "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" (ছাঃ ৮।১২।১). ইতি চ উপন্যস্য "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে সঃ উত্তমঃ পুরুষঃ" (ছাঃ ৮।১২।৩), ইতি চ উপসংহরতি।৫ তথা আখ্যায়িকোপক্রমে অপি "যঃ আত্মা অপ-হতপাপ্মা" (ছাঃ ৮।৭।১), ইত্যাদি মুক্তাত্মবিষয়ম্ এব প্রতিজ্ঞানম্।৬

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অবিদ্যা নিবৃত্ত হওয়ায় শুদ্ধ আত্মরূপে অবস্থিতিই সদ্যোমুক্তি। বদ্ধাবস্থা হইতে তাহার প্রভেদ।]

যিনি এখানে (—ছাঃ ৮।১২।৩ বাক্যে) 'অভিনিষ্পদ্যতে', এইপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছেন তিনি সর্ব্ববন্ধনবিনির্ম্মুক্ত হইয়া শুদ্ধ আত্মস্বরূপেই অবস্থান করেন।১ পূর্ব্বে (—বদ্ধাবস্থাতে) কিন্তু [জাগ্রদবস্থাতে দেহ অন্ধ হইলে জীব যেন] "অন্ধ হইয়া পড়েন", [স্বপ্নাবস্থাতে আহত হইয়া] "যেন ক্রন্দনও করেন" এবং [সুষুপ্তি-কালে বিশেষ জ্ঞানের অভাববশতঃ] "যেন বিনাশই প্রাপ্ত হন", এইপ্রকারে অবস্থাত্রয়ের দ্বারা কলুষিত স্বরূপে অবস্থিত ছিলেন, ইহাই [বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তা-বস্থার] প্রভেদ।২ আচ্ছা, কিপ্রকারে ইহা অবগত হওয়া যায় যে, ইনি (—ছাঃ ৮।১২।৩ বাক্যে বর্ণিত জীব) এক্ষণে মুক্ত হন ?৩ [তদুত্তরে ভগবান্ সূত্রকার] বলিতেছেন—"যেহেতু প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন"।৪ [ইহার ব্যাখ্যা—] যেমন দেখ, "ইঁহাকেই (—এই আত্মাকেই) পুনরায় তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব", এইপ্রকারে [জাগ্রদাদি] অবস্থাত্রয়গত দোষবিহীন আত্মাকে ব্যাখ্যেয়রূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং [আত্মজ্ঞানবলে দেহাভিমানরাহিত্যরূপ] "অশরীরভাবকে যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে সুখদুঃখ স্পর্শ করে না", এইপ্রকারে উপস্থাপন করিয়া "স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হন (—অবস্থান করেন), তিনি [ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত হইতে ভিন্ন] উত্তম পুরুষ", এইপ্রকারে উপসংহার করিতেছেন।৫ ["প্রতিজ্ঞানাৎ", ইহার অন্য উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন—]' এইপ্রকারে আখ্যায়িকার প্রারম্ভেও "যে আত্মা পাপবিনির্ম্মুক্ত", ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা অবশ্যই মুক্ত আত্মাকে বিষয় করে (৪)।৬

ভাবদীপিকা

(৪) এই বাক্যদ্বয়ের তাৎপর্য্য এই—উপক্রমে "যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা" (ছাঃ ৮।৭।১), ইত্যাদি প্রকারে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত যে আত্মা প্রতিপাদ্যরূপে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন, মধ্যে অবিদ্যাপ্রভাবে যাঁহার জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়যুক্ততারূপ বদ্ধাবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে (ছাঃ ৮।৯।১, ৮।১০।১, ৮।১১।১), উপসংহারে বিদ্যাপ্রভাবে অবিদ্যা ধ্বস্ত হওয়ায় অবস্থাত্রয়বিনির্ম্মুক্ত বিনষ্ট-সর্ব্বদুঃখ সেই মুক্ত আত্মাই স্বস্বরূপেঅভিব্যক্ত উত্তমপুরুষরূপে" (ছাঃ ৮।১২।৩) সমর্পিত হইয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

ফলত্বপ্রসিদ্ধিঃ অপি মোক্ষস্য বন্ধনিবৃত্তিমাত্রাপেক্ষা, ন অপূর্বোপজননাপেক্ষা।৭ যদপি ‘অভিনিষ্পদ্যতে’ ইতি উৎপত্তিপর্য্যায়ত্বং, তদপি পূর্ব্বাবস্থাপেক্ষং, যথা রোগনিবৃত্তৌ অরোগঃ অভিনিষ্পদ্যতে ইতি তদ্বৎ।৮ তস্মাৎ অদোষঃ ।১০॥৪।৪।২॥

ভাষ্যানুবাদ

[আর যে বলা হইয়াছে ফল হওয়ায় মোক্ষও আগন্তুক। তদুত্তরে বলিতেছেন—] মোক্ষের ফলরূপে প্রসিদ্ধিও বন্ধনের নিবৃত্তিমাত্রকে অপেক্ষা করে, কিন্তু অপূর্ব্বের (—পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত কোন কিছুর) উৎপত্তিকে অপেক্ষা করে না (—সর্ব্ব বন্ধনের নাশ হওয়ায় মোক্ষকে গৌণভাবে ফল বলা হয়, কিন্তু অপ্রাপ্ত রূপান্তরের প্রাপ্তিবশতঃ মুখ্যভাবে নহে)।৭ আর যে ‘অভিনিষ্পদ্যতে’ ইহাকে উৎপত্তির পর্য্যায়শব্দ ‘বলা হইয়াছে’ (২৯৯ পৃঃ ৬ বাক্য), তাহাও পূর্ব্বাবস্থাসাপেক্ষ, যেমন রোগ নিবৃত্ত হইলে অরোগ উৎপন্ন হয়, ‘এইপ্রকার গৌণভাবে বলা হয়’, তাহার ন্যায়।৮ সেইহেতু (—পূর্ব্ববাদীর অনুমান শ্রুতিবাধিত হওয়ায়, বন্ধধ্বংসে ফলশব্দের গৌণপ্রয়োগ হওয়ায় এবং উৎপত্তিবাচক অভিনিষ্পত্তিশব্দও গৌণার্থে প্রযুক্ত হওয়ায়) কোন দোষ হয় না (—মুক্তিতে আগন্তুক রূপাদির উৎপত্তি হয় না, অথচ বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থার প্রভেদও সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাব)।৯॥৪।৪।২॥

আত্মা প্রকরণাৎ ॥৪।৪।৩॥

সূত্রার্থ—[নন্ন জ্যোতিঃশব্দস্য ভৌতিকে রূঢ়ত্বাৎ কথং জ্যোতিরূপসম্পন্নস্য মুক্তত্বম্? অতঃ আহ—জ্যোতিঃশব্দেন অত্র] **আত্মা**—পরমাত্মা [অভিধীয়তে, ন ভৌতিকং তেজঃ। কুতঃ?] **প্রকরণাৎ**—“যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা” ইতি আত্মপ্রকরণাৎ, তস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ।

অনুবাদ—[কিন্তু জ্যোতিঃশব্দ ভৌতিক জ্যোতিতে রূঢ় হওয়ায় জ্যোতিঃপ্রাপ্তের মুক্তি কিপ্রকারে হইবে? এইহেতু বলিতেছেন—এখানে জ্যোতিঃশব্দে] **আত্মা**—পরমাত্মা [অভিহিত হইতেছেন, ভৌতিক তেজঃ নহে। তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] **প্রকরণাৎ**—যেহেতু “যে আত্মা পাপবর্জ্জিত”, ইহা আত্মবিষয়ক প্রকরণ, কারণ তিনিই প্রস্তাবিত হইয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

কথং পুনঃ মুক্তঃ ইতি উচ্যতে? যাবতা “পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য” (ছাঃ ৮।১২।৩), ইতি কার্য্যগোচরম্ এব এনং শ্রাবয়তি, জ্যোতিঃশব্দস্য ভৌতিকে জ্যোতিষি রূঢ়ত্বাৎ।১ ন চ অনতিবৃত্তঃ বিকারবিষয়াৎ কশ্চিৎ মুক্তঃ ভবিতুম্ অর্হতি, বিকারস্য

ভাবদীপিকা

সুতরাং যে আত্মা অবিদ্যাপ্রভাবে বদ্ধরূপে প্রতিভাত হইতেছিলেন, আরোপিত সেই অবিদ্যা ধ্বস্ত হওয়ায় অধিষ্ঠানস্বরূপ সেই আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন, অর্থাৎ স্বস্বরূপে প্রকাশিত হন, ইহাই সদ্যোমুক্তাবস্থা, ইহা সিদ্ধ হয়। অতএব ছাঃ ৮।১২।৩ বাক্যে বর্ণিত জীব মুক্ত, ইহাই নির্ণীত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

আর্ত্তত্বপ্রসিদ্ধেঃ ইতি।২ নৈষঃ দোষঃ, যতঃ আত্মা এব অত্র জ্যোতিঃশব্দেন আবেদ্যতে, প্রকরণাৎ।৩ "যঃ আত্মা অপহত-পাপ্মা বিজরঃ বিমৃত্যুঃ" (ছাঃ ৮।৭।১), ইতি হি প্রকৃতে পরস্মিন্ আত্মনি ন অকস্মাৎ ভৌতিকং জ্যোতিঃ শক্যং গ্রহীতুম্, প্রকৃত-হানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপ্রসঙ্গাৎ।৪ জ্যোতিঃশব্দঃ তু আত্মনি অপি দৃশ্যতে "তৎ দেবাঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" (বৃঃ ৪।৪।১৬) ইতি।৫ প্রপঞ্চিতং চ এতৎ "জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ" (১।৩।৪০) ইত্যত্র।৬॥৪।৪।৩॥

ইতি প্রথমং সম্পদ্যাবির্ভাবাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—জ্যোতিঃপ্রাপ্ত পুরুষ মুক্ত নহেন, কারণ জ্যোতিঃশব্দ সূর্য্যাদি কার্য্যজ্যোতির বোধক।]

[সংশয়—] আচ্ছা [জ্যোতিঃপ্রাপ্ত পুরুষকে] 'মুক্ত', ইহা বলা হইতেছে কেন ? যেহেতু "পরম জ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হইয়া", এইপ্রকারে [সূর্য্যাদি] কার্য্য জ্যোতির গোচররূপেই (—বিষয়রূপেই) ইঁহাকে শ্রবণকরান হইতেছে (—'মুক্ত পুরুষ আদিত্যালোকে গমনকরতঃ স্বীয় স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যযুক্ত স্বরূপকে প্রাপ্ত হন', ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য), যেহেতু জ্যোতিঃশব্দ ভৌতিক জ্যোতিতে রূঢ়।১ [কিন্তু ভৌতিক-জ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হইলে মুক্ত হইবেন না কেন? উত্তরে পূঃ বলিতেছেন—] আর বিকারাত্মক বিষয়সকল হইতে যিনি অতিবৃত্ত (—অতিক্রান্ত, নিবৃত্ত) নহেন, এমন কেহ মুক্ত হইবেন, ইহা সঙ্গত নহে, কারণ 'বিকারের আর্ত্তত্ব' (—বিনাশিত্ব, বৃঃ ৩।৪।২ শ্রুতিতে] প্রসিদ্ধ আছে, ইত্যাদি।২

[সিঃ—মুক্তপুরুষ পরমাত্মরূপ স্বস্বরূপকেই প্রাপ্ত হন, কারণ জ্যোতিঃশব্দের অর্থ পরমাত্মা।]

[সিদ্ধান্ত—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু প্রকরণপ্রমাণবলে আত্মাই এখানে জ্যোতিঃশব্দের দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইতেছেন।৩ [সেই প্রকরণ প্রদর্শন করিতেছেন—] "যে আত্মা পাপবিনির্ম্মুক্ত জরাহীন ও মৃত্যুহীন", এইপ্রকারে নিশ্চিতভাবে পরমাত্মা প্রস্তাবিত হইলে [মধ্যস্থলে] অকস্মাৎ (—প্রকরণকে বিচ্ছেদ না করিয়া, আদিত্যাদি] ভৌতিক জ্যোতিঃকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না, যেহেতু প্রস্তাবিতের পরিত্যাগ এবং অপ্রস্তাবিতের গ্রহণ [-রূপ দোষ] হইয়া পড়িবে।৪ [কিন্তু প্রয়োগ না থাকায় প্রকরণবলেই বা জ্যোতিঃশব্দের আত্মরূপ অর্থ কিপ্রকারে গৃহীত হইবে ? উত্তর—] জ্যোতিঃশব্দ কিন্তু আত্মাতেও পরিদৃষ্ট হইতেছে, যথা—["সূর্য্যাদি] জ্যোতিষ্কসকলের জ্যোতিঃকে দেবতাগণ উপাসনা করেন", ইত্যাদি।৫ "জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ", ইত্যাদি এই স্থলে (—সূত্রে] ইহা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, [তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে]।৬ ॥৪।৪।৩॥ ১সম্পদ্যাবির্ভাবাধিকরণ সমাপ্ত

২। অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণম্। [৪ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদ্ মুক্ত পুরুষের নির্গুণব্রহ্মাভিন্নতা।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে মুক্তির স্বরূপ নিরূপণদ্বারা বস্তুতঃ মুক্তের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। এক্ষণে মুক্তের সেই স্বরূপাবলম্বনে তাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, অথবা অভিন্ন, ইহা নির্ণীত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **উপজীব্য-উপজীবকভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—ব্রহ্মের সহিত মুক্তের অত্যন্ত অভিন্নতা প্রতিপাদিত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

মুক্তরূপাদ্ ব্রহ্ম ভিন্নমভিন্নং বা বিভিদ্যতে।
সম্পদ্য জ্যোতিরিত্যেবং কর্ম্মকর্ত্তৃভিদোক্তিতঃ ॥
অভিনিষ্পন্নরূপস্য স উত্তমপুমানিতি।
ব্রহ্মত্বোক্তেরভিন্নং তদ্ভেদোক্তিরুপচারতঃ ॥

অন্বয়—ব্রহ্ম মুক্তরূপাৎ ভিন্নম্, অভিন্নং বা? 'জ্যোতিঃ সম্পদ্য', ইতি এবং কর্ম্মকর্ত্তৃভিদোক্তিতঃ বিভিদ্যতে। ভেদোক্তিঃ উপচারতঃ। অভিনিষ্পন্নরূপস্য 'সঃ উত্তমপুমান', ইতি ব্রহ্মত্বোক্তেঃ তদ্ অভিন্নম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" (ছাঃ ৮।১২।৩), ইতি বাক্যং বিষয়ঃ। মোক্ষে স্বরূপাবস্থানং পূর্ব্বত্র উক্তম্। তদপি বৈশেষিকাদিপক্ষবৎ ভেদেন, উত অভেদেন ইতি বাদিবিপ্রতিপত্তেঃ ভবতি সংশয়ঃ—] ব্রহ্ম মুক্তরূপাৎ ভিন্নম্, অভিন্নং বা?

পূর্ব্বপক্ষ—'জ্যোতিঃ সম্পদ্য' (ছাঃ ৮।১২।৩) ইতি এবং কর্ম্মকর্ত্তৃভিদোক্তিতঃ [ব্রহ্ম মুক্তাৎ জীবাত্মনঃ] বিভিদ্যতে। ["এষঃ সম্প্রসাদঃ...পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য", ইত্যত্র সম্প্রসাদশব্দোদিতঃ জীবঃ উপসম্পত্তা কর্ত্তৃত্বেন ব্যপদিশ্যতে, জ্যোতিঃশব্দবাচ্যং চ ব্রহ্ম কর্ম্মত্বেন। তস্মাৎ মুক্তস্য জীবস্য স্বরূপং ব্রহ্মণঃ ভিন্নম্ ইতি প্রতীয়তে ইতি ভাবঃ]।

সিদ্ধান্ত—["জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য", ইতি বাক্যং তৎপদার্থশুদ্ধিবিষয়ম্ উক্তম্। অতঃ তদানীং] ভেদোক্তিঃ উপচারতঃ [ভবতি। অতঃ তদানীং ভেদঃ অস্তু নাম। ততঃ উপরি "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে", ইতি বাক্যং বাক্যার্থদশাপন্নং মুক্তিরূপং ফলং প্রতিপাদয়তি। ন চ তত্র ব্রহ্মণা ভেদঃ অস্তি। কুতঃ] অভিনিষ্পন্নরূপস্য [জীবস্য] 'সঃ উত্তমপুমান্' (ছাঃ ৮।১২।৩) ইতি ব্রহ্মত্বোক্তেঃ [মুক্তাৎ জীবাত্মনঃ] তদ্ [ব্রহ্ম] অভিন্নং [ভবতি]।

অনুবাদ

সংশয়—["পরম জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হন (—অবস্থান করেন"), এই বাক্য বিষয়। মোক্ষে 'স্বরূপে অবস্থিতি' পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাও বৈশেষিকাদি পক্ষের ন্যায় ভিন্নভাবে হয়, অথবা অভিন্নভাবে, এইপ্রকার বাদিবিপ্রতিপত্তিবশতঃ (—বিভিন্ন মতাবলম্বীর এই বিষয়ে মতভেদবশতঃ) সংশয় হইতেছে—] ব্রহ্ম মুক্তরূপ (—মুক্তিপ্রাপ্ত জীবাত্মার স্বরূপ) হইতে ভিন্ন, অথবা অভিন্ন?

পূর্ব্বপক্ষ—'জ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হইয়া', ইত্যাদি এইপ্রকারে কর্ম্ম ও কর্ত্তৃরূপে ভেদের বর্ণনা

থাকায় [ব্রহ্ম মুক্ত জীবাত্মা হইতে] ভিন্নই হইতেছেন। ["এই সম্প্রসাদ (—উপাধিকালুষ্য-রহিত জীব) পরম জ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হইয়া," ইত্যাদি এই স্থলে সম্প্রসাদশব্দের দ্বারা কথিত জীব [জ্যোতিঃ-] প্রাপ্তিতে কর্তৃরূপে এবং জ্যোতিঃশব্দবাচ্য ব্রহ্ম কর্ম্মরূপে বর্ণিত হইতেছেন। সেইহেতু মুক্ত জীবের স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, ইহা প্রতিভাত হইতেছে, ইহাই ভাব]।

সিদ্ধান্ত—["জ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হইয়া", এই বাক্য তৎপদার্থের শুদ্ধিবিষয়ে কথিত হইয়াছে। এইহেতু তখন [জীব ও ব্রহ্মের] ভেদকথন গৌণভাবে হইয়া থাকে। [এইহেতু তখন [জীব ও ব্রহ্মের] ভেদ থাকে থাকুক্। তাহার পরবর্ত্তী স্থলে "স্বস্বরূপে অবস্থান করেন", এই বাক্য বাক্যার্থদশাপন্ন (—"তত্ত্বমসি" এই বাক্যবলে অভিব্যক্ত) মুক্তিরূপ ফলকে প্রতিপাদন করিতেছে। আর তাহার (—মুক্তিরূপ ফলের) ব্রহ্মের সহিত ভেদ নাই। কেন? উত্তর—] যাহার স্বরূপ সর্ব্বতোভাবে নিষ্পন্ন (—অভিব্যক্ত) হইয়াছে, তাহার (—সেই জীবের) "তিনি উত্তম পুরুষ", এইপ্রকারে ব্রহ্মতা কথিত হওয়ায় [মুক্ত জীবাত্মা হইতে] তিনি (—ব্রহ্ম) হন অভিন্ন।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, জীব ও ব্রহ্মের অত্যন্ত ভিন্নতা। সিদ্ধান্তে—তাঁহাদের অত্যন্ত অভিন্নতা।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥৪।৪।৪॥

সূত্রার্থ—[মুক্তঃ জীবঃ কিং ব্রহ্মভিন্নত্বেন অবতিষ্ঠতে, উত ব্রহ্মাভিন্নত্বেন ইতি সন্দেহে ; "জ্যোতিরুপসম্পদ্য" (ছাঃ ৮।১২।৩) ইতি কর্ম্মকর্তৃত্বেন ভেদোক্তেঃ 'ব্রহ্মভিন্নত্বেন অবতিষ্ঠতে', ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **অবিভাগেন**—নিরতিশয়ানন্দব্রহ্মাভিন্নত্বেন এব [অবতিষ্ঠতে। কুতঃ?] **দৃষ্টত্বাৎ**—"ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃঃ ৪।৪।৬), "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭), ইত্যাদিশ্রুতিষু অভেদস্যৈব দৃষ্টত্বাৎ।

অনুবাদ—[মুক্ত জীব কি ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে অবস্থান করেন, অথবা ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; "জ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হইয়া", এইপ্রকারে কর্ম্ম ও কর্তৃরূপে ভেদের কথন থাকায় 'ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে অবস্থান করেন', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **অবিভাগেন**—নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপেই [অবস্থান করেন। তাহাতে প্রমাণ কি? উত্তর—] **দৃষ্টত্বাৎ**—যেহেতু ["পূর্ব্বেও স্বরূপতঃ] ব্রহ্ম থাকিয়াই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন", "তুমি তৎস্বরূপ", ইত্যাদি শ্রুতিসকলে অভিন্নতাই পরিদৃষ্ট হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে যঃ, সঃ কিং পরস্মাৎ আত্মনঃ পৃথগেব ভবতি, উত অবিভাগেনৈব অবতিষ্ঠতে ইতি বীক্ষায়াম্ "সঃ তত্র পর্য্যেতি" (ছাঃ ৮।১২।৩), ইতি অধি-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—মুক্তিতে ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্ভাবে জীবের অবস্থিতি।]

যিনি পরম জ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হইয়া (—পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া) স্বস্বরূপে অবস্থান করেন, তিনি কি পরমাত্মা হইতে পৃথকই হন (—পৃথগ্ভাবেই অবস্থান করেন), অথবা অভিন্নভাবেই অবস্থান করেন, ইহা বিচার করিলে "তিনি সেখানে

শাঙ্করভাষ্যম্

-করণাধিকর্ত্তব্যনির্দ্দেশাৎ, "জ্যোতিরুপসম্পদ্য" (ঐ) ইতি চ কর্ত্তৃ-কর্ম্মনির্দ্দেশাৎ ভেদেন এব অবস্থানম্ ইতি যস্য মতিঃ, তং ব্যুৎ-পাদয়তি—অবিভক্তঃ এব পরেণ আত্মনা মুক্তঃ অবতিষ্ঠতে।১ কুতঃ?২ দৃষ্টত্বাৎ।৩ তথাহি—"তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭), "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০), "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" (ছাঃ ৭।২৪।১), "ন তু তদ্দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ" (বৃঃ ৪।৩।২৩) ইতি এবমাদীনি বাক্যানি অবিভাগেন এব পরমাত্মানং দর্শয়ন্তি।৪ যথাদর্শনম্ এব চ ফলং যুক্তং 'তৎক্রতুন্যায়াৎ'।৫ "যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম"॥ (কঠ ২।১।১৫), ইতি চ এবমাদীনি মুক্তস্বরূপনিরূপণপরাণি বাক্যানি অবিভাগম্ এব দর্শয়ন্তি।৬ নদীসমুদ্রাদিনিদর্শনানি চ।৭ ভেদনির্দ্দেশস্তু অভেদে অপি উপচর্য্যতে, "সঃ ভগবঃ কস্মিন্ প্রতি-

ভাষ্যানুবাদ

পরিভ্রমণ করেন", এইপ্রকার আধার-আধেয়ভাবের নির্দ্দেশ থাকায় এবং "জ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হইয়া", এইপ্রকার কর্ত্তৃ-কর্ম্মভাবের নির্দ্দেশ থাকায় [পরমাত্মা হইতে মুক্ত পুরুষের] ভিন্নভাবেই অবস্থিতি হয়, এইপ্রকার যাঁহার মতি (—যে পূর্ব্বপক্ষীয় বুদ্ধি); [সিঃ—মুক্তিতে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা।]

[সিদ্ধান্তী] তাঁহাকে বুঝাইতেছেন—মুক্ত পুরুষ পরমাত্মার সহিত অবিভক্তভাবেই অবস্থান করেন।১ তাহাতে প্রমাণ কি?২ [উত্তর—] যেহেতু পরিদৃষ্ট হইতেছে।৩ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেমন দেখ' "তুমি তৎস্বরূপ", "আমিই ব্রহ্ম", "যাঁহাতে অন্য কিছু দর্শন করে না," "কিন্তু তাঁহা (—সেই দ্রষ্টা) হইতে ভিন্ন বিভক্ত সেই দ্বিতীয় বস্তু নাই, যাহাকে দর্শন করিবে", ইত্যাদি এই সকল বাক্য পরমাত্মাকে [মুক্ত জীবের সহিত] অবিভক্তভাবেই প্রদর্শন করিতেছে।৪ আর "তৎক্রতুন্যায়" (২৮৯ পৃঃ ১৪ বাক্য) থাকায় যেপ্রকার দর্শন (—জ্ঞান), সেইপ্রকার ফলই সঙ্গত।৫ ['মুক্ত পুরুষ পরমাত্মার সহিত আত্যন্তিক অভিন্নতা প্রাপ্ত হন', এই বিষয়ে প্রমাণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "হে গৌতম, যেমন নির্ম্মল বারিতে নির্ম্মল বারি প্রক্ষিপ্ত হইলে সেইরূপই হইয়া যায়, জ্ঞানবান্ (—একত্বদর্শী) মুনির আত্মা এইপ্রকার (—একত্বপ্রাপ্ত) হইয়া থাকেন", ইত্যাদি মুক্ত পুরুষের স্বরূপ-নিরূপণপর এই বাক্যসকল [পরমাত্মার সহিত মুক্তপুরুষের] অবিভক্ততাই প্রদর্শন করিতেছে।৬ আর নদী ও সমুদ্র (প্রশ্নঃ ৬।৫, মুঃ ৩।২।৮) প্রভৃতি দৃষ্টান্তসকলও 'ইহাই প্রদর্শন করিতেছে'।৭ [কিন্তু কর্ত্তৃকর্ম্মাদিভাবে উক্তপ্রকার ভেদনির্দ্দেশের গতি কি? উত্তর—] ভেদের নির্দ্দেশ কিন্তু অভিন্নতাতেও গৌণভাবে প্রযুক্ত হয়, যেহেতু "হে ভগবন্, তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত? স্বমহিমাতে প্রতিষ্ঠিত", ইত্যাদি

শাঙ্করভাষ্যম্

-ষ্টিতঃ ইতি স্বে মহিম্নি" (ছাঃ ৭।২৪।১) ইতি, "আত্মরতি আত্মক্রীড়ঃ" (ছাঃ ৭।২৫।২) ইতি চ এবমাদিদর্শনাৎ ।৮।৪।৪।৪।

ইতি দ্বিতীয়ম্ অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

এবং "আত্মাতেই যাঁহার আনন্দ, আত্মাতেই যাঁহার ক্রীড়া", ইত্যাদি এই সকল [শ্রুতি-বাক্য] পরিদৃষ্ট হয় (১) ।৮।৪।৪।৪। অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

ভাবদীপিকা

[অন্যান্য মতে মোক্ষের স্বরূপ ও তাহাতে দোষ]

(১) এইরূপে সর্ব্বদুঃখের বীজভূতা অবিদ্যার আত্যন্তিক নিবৃত্ত্যুপলক্ষিত পরমানন্দ-স্বরূপ শুদ্ধব্রহ্মাভিন্নতাই মোক্ষ (—সদ্যোমুক্তি), ইহা নির্ণীত হইল। ইহাই বেদান্ত-সিদ্ধান্ত। শুদ্ধ ব্রহ্মই জীবের স্বরূপ হওয়ায়, মিথ্যা মায়াকৃত আবরণই জীবের জীবত্বহেতু হওয়ায় এবং ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানবলে মায়া ও তৎকার্য্যের নিঃশেষে নিবৃত্তিবশতঃ জীবের ব্রহ্মস্বরূপতারূপ স্বস্বরূপের অভিব্যক্তি হওয়ায় এই মতে আগন্তুকত্বাদি কোনপ্রকার দোষের প্রসক্তি হয় না। অন্যান্য মতাবলম্বিগণ মুক্তি বলিতে কি বুঝেন এবং তাহাতে কি দোষ, তাহা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি—

১। চার্ব্বাকগণ বলেন—অধিকারীর অভাবে মোক্ষই সিদ্ধ হয় না, কারণ বিনশ্বর দেহে-ন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন আত্মা নামক কিছুই নাই, যাহার মোক্ষ হইবে। দুঃখের নাশকে যদি মোক্ষ বলিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে দেহেন্দ্রিয়াদিই দুঃখের হেতু হওয়ায় মৃত্যুকেই মোক্ষ বলিতে হইবে, ইত্যাদি। এই মতবাদ অসঙ্গত, কারণ উচ্চাবচ যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে নিশ্চিত হয় যে, মৃত্যুই মোক্ষ নহে। বিশেষ ৩।৩।৩০ অধিকরণে দ্রষ্টব্য।

২। ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলেন—(ক) বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের উদয়ই মোক্ষ (২।৩৪২ পৃঃ)। এই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানশব্দে 'নির্ব্বিকল্পক বিজ্ঞান ধারা'* এবং 'বিষয়োপরাগ-বিরহিত' (—'বিষয়ের সহিত সম্বন্ধশূন্য') বিজ্ঞানধারা উভয়ই গৃহীত হইয়াছে (২।৩৭১ পৃঃ)। (খ) কোন কোন বিজ্ঞানবাদিমতে "সর্ব্বজ্ঞবিজ্ঞানসন্তানের অন্তর্ভাবই (—তাহার অন্তর্গত হওয়াই) মোক্ষ"। (গ) অপর বৌদ্ধগণ বলেন—সন্তানের উচ্ছেদই মোক্ষ। (ক) প্রথম পক্ষ অসঙ্গত, যেহেতু (১) বিশুদ্ধ বিজ্ঞানশব্দে নির্ব্বিকল্পক বিজ্ঞানধারা গৃহীত হইলে, নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানেও (২।৩১৪ পৃঃ) বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাবগাহিরূপে না হইলেও বিষয়োপপ্লব (—বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ) থাকেই। আর বিষয়সম্বন্ধই দুঃখের হেতু হওয়ায় তাদৃশ জ্ঞানসন্তানের উদয়কে সর্ব্বদুঃখের উপশমস্বরূপ মোক্ষ বলা যায় না। (২) বিশুদ্ধ বিজ্ঞানশব্দে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধশূন্য নির্ব্বিষয় বিজ্ঞানধারা গৃহীত হইলেও মোক্ষ সম্ভব হয় না; কারণ যে বিজ্ঞান ক্ষণিক, যাহা ইতি পূর্ব্বে সবিষয় ছিল, তাহার পক্ষে নির্ব্বিষয় হওয়া সম্ভব নহে; যেহেতু দ্বিতীয়ক্ষণনাশ্য তাহা নির্ব্বিষয় হইবার পূর্ব্বে স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া যায়। (৩) কোন কোন বিজ্ঞানবাদিমতে

* ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বাহ্যাস্তিত্ববাদি বৌদ্ধমতখণ্ডনপ্রসঙ্গে নির্ব্বিকল্পক আলয়বিজ্ঞানধারাকে এবং বিজ্ঞান-বাদি বৌদ্ধমতখণ্ডনপ্রসঙ্গে বিষয়োপরাগবর্জ্জিত নিরাকারজ্ঞানসন্ততিকে মোক্ষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, প্রথমোক্ত মতবাদ বাহ্যাস্তিত্ববাদি বৌদ্ধগণের মোক্ষবিষয়ক মতবাদ।

ভাষ্যদীপিকা [অন্যান্য মতে মোক্ষ, তাহাতে দোষ]

"ক্ষণিকবিজ্ঞানসন্তান সর্ব্বদাই সোপপ্লব (—বিষয়সম্বন্ধযুক্ত), ইহাই তাহার স্বভাব"। তাঁহাদিগকে বলা যায়—তাহার সোপপ্লবতারূপ স্বভাব নিবৃত্ত হইলে তাহার নিজেরই অভাব হইয়া পড়িবে, ফলে মোক্ষ কাহার হইবে? আর নিজের নাশ কেহ আকাঙ্ক্ষা করে না বলিয়াদুঃখের জীবনই আকাঙ্ক্ষিত হইবে, ফলে মোক্ষাকাঙ্ক্ষী কেহ থাকিবে না, ইত্যাদি। (খ) দ্বিতীয় মতবাদও সঙ্গত নহে; কারণ সর্ব্বজ্ঞের যে বিজ্ঞান, তাহা সকল জীবের সকলপ্রকার জ্ঞানাকার হওয়ায় সংসারী তত্তৎ জীবের যাবতীয় দুঃখকে বিষয় করে বলিয়া অত্যন্তদুঃখস্বরূপ হইয়া পড়িবে। এতাদৃশ মোক্ষ কাহারও আকাঙ্ক্ষিত হইতে পারে না। আর একের পক্ষে অন্যের অন্তর্ভূত হওয়াও সম্ভব নহে, কারণ তাহাতে বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ অভিন্ন হইয়া পড়িবে। আর তাদৃশ অন্তর্ভুক্তি সম্ভবও নহে, কারণ ক্ষণিক হওয়ায় তৎপূর্ব্বেই বিজ্ঞানের বিনাশ হইয়া পড়িবে। আর সর্ব্বজ্ঞবিজ্ঞানসন্তানের সহিত মুমুক্ষুর বিনশ্বর ক্ষণিকবিজ্ঞানসন্তান অভিন্ন হইলে সর্ব্বজ্ঞবিজ্ঞানসন্তানও বিনশ্বর হইয়া পড়িবে। তাহা অবিনশ্বর, সুতরাং স্থির হইলে সর্ব্বক্ষণিকত্বরূপ স্বসিদ্ধান্তের হানি হইয়া পড়িবে। (গ) তৃতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে, কারণ তাদৃশ মোক্ষ কাহার পুরুষার্থ? তাহা সন্তানের নহে, কারণ নিজের উচ্ছেদ কাহারও কাম্য না হওয়ায় পুরুষার্থ হইতে পারে না। তাহা সন্তানীর (—ব্যষ্টি বিজ্ঞানের) হইতে পারে না, কারণ তাহা স্বভাবতঃই দ্বিতীয়ক্ষণনাশ্য হওয়ায় মোক্ষফলভাগী কেহ থাকিবে না, ইত্যাদি।

৩। **শূন্যবাদী** বৌদ্ধমতে অভাবাত্মক শূন্যভাবপ্রাপ্তিই মোক্ষ। তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ যিনি মোক্ষ কামনা করিবেন এবং যে মোক্ষ কামনার বিষয়, তাহারা কালত্রয়ে অসৎ হওয়ায় কে কাহাকে কামনা করিবে?

৪। **জৈনগণ** বলেন—(ক) পিঞ্জরমুক্ত পক্ষীর ন্যায় অলোকাকাশে সতত ঊর্দ্ধগমনই মোক্ষ। এই বিষয়ে অন্য গ্রন্থ মত ২।৪৫৮ পৃঃ তে দ্রঃ। (ক) এই পক্ষও সঙ্গত নহে; কারণ সতত ঊর্দ্ধগমন ক্রিয়া হওয়ায় হয় বিনাশী। আর তাহা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য হওয়ায় পুরুষার্থও হইতে পারে না। (খ) মুনিগণের নিকট গমনও মোক্ষপদবাচ্য হইতে পারে না, কারণ তাহা ক্রিয়া, সুতরাং বিনাশী। (গ) জ্ঞানাদিগুণের আবির্ভাব এবং স্বরূপে অবস্থানও মোক্ষ হইতে পারে না, কারণ অপূর্ব্ব যাহার আবির্ভাব হয়, তাহা আগন্তুক, সুতরাং বিনাশী। আর যে স্বরূপ আবির্ভূত হয়, তাহা (১) নিত্য, অথবা (২) আগন্তুক? (১) নিত্যতাপক্ষে—তাহাতে নূতনভাবে অবস্থানের প্রশ্নই উঠে না। তাহার আবরণ স্বীকার করিলে, তাহা সত্য, অথবা মিথ্যা? সত্য হইলে নাশাভাব, মিথ্যা হইলে বেদান্তমতে প্রবেশবশতঃ স্বমত ত্যক্ত হইবে। (২) আগন্তুকতা পক্ষে—তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় মোক্ষপদবাচ্য হইতে পারে না। (ঘ) সুখস্বরূপ আত্মার অলোকাকাশে অবস্থানও মোক্ষ নহে, কারণ স্বভিন্ন কোথাও অবস্থান ক্রিয়া হওয়ায় হয় স্বর্গাদির ন্যায় বিনাশী। সেইহেতু তাহা অপুনরাবৃত্তিরূপ মোক্ষ না হওয়ায় কামনার যোগ্য নহে। সুখও মোক্ষপদবাচ্য নহে, কারণ পূর্ব্বে অননুভূত তাহা জন্য হওয়ায় হয় বিনাশী। তাহা অজন্য, সুতরাং নিত্য বর্ত্তমান হইলে মুক্ত পুরুষ ও সংসারী, অবিশেষভাবে উভয়েরই তাহা অনুভবগোচর হইবে; তাহা কিন্তু হয় না। সংসারদশাতে তাহা কর্ম্মাষ্টকের দ্বারা আবৃত থাকে, ইহাও বলা যায় না, কারণ কর্ম্মের আবরকতা কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। অন্য কোন আবরক

ভাবদীপিকা [অন্যান্য মতে মোক্ষ, তাহাতে দোষ]
তোমরা স্বীকারও কর না। স্বীকার করিলে তাহা সত্য, অথবা মিথ্যা? প্রথম পক্ষে—সেই আবরণের নাশাভাব। দ্বিতীয় পক্ষে—স্বমত ত্যক্ত হইয়া পড়িবে। (৪) বন্ধনের নাশই মুক্তি, ইহাও কথার কথা মাত্র, কারণ সেই বন্ধন সত্য, বা মিথ্যা হইলে উক্ত দোষদ্বয় হইয়া পড়িবে; ইত্যাদি।

৫। **ন্যায়-বৈশেষিক** মতাবলম্বিগণ বলেন—(ক) "আত্মার নয়টী বিশেষ গুণের (২।৭১২ পৃঃ) যুগপৎ অত্যন্ত অনুৎপত্তিই মোক্ষ। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—আত্মার এই নয়টী বিশেষ গুণ তাহার ১। স্বাভাবিক ধর্ম্ম, অথবা ২। আগন্তুক? **দ্বিতীয়** পক্ষে—আগন্তুক ধর্ম্মের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় মোক্ষের জন্য সাধনের আবশ্যকতা না থাকায় তাঁহাদের শাস্ত্রের প্রবৃত্তি ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। **প্রথম** পক্ষে—ঘটরূপ ধর্ম্মী বর্ত্তমান থাকিলে যেমন তাহার কম্বুগ্রীবাদিমত্তারূপ স্বাভাবিক ধর্ম্মের নাশ হয় না, তদ্রূপ আত্মরূপ ধর্ম্মী বর্ত্তমান থাকিলে তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্মসকলের উচ্ছেদ সম্ভব না হওয়ায় কোন আত্মারই মোক্ষ হইবে না। আর আত্মার সুখাদি যাবতীয় গুণের উচ্ছেদ হইলে শুষ্ককাষ্ঠসদৃশ তাদৃশ অবস্থাপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষে কাহারও প্রবৃত্তিই হইবে না। (খ) এই মতাবলম্বী অপরে বলেন—'চরমদুঃখধ্বংসই মোক্ষ'। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—দুঃখধ্বংস অভাব পদার্থ। তাহা কিপ্রকার অভাব, ইহা তোমাকে বলিতে হইবে। ইহা যদি (১) **ধ্বংসাভাব** হয়, তাহা মোক্ষরূপ পুরুষার্থ হইবে না, কারণ এক দুঃখের ধ্বংস হইলে দুঃখান্তরের উৎপত্তি সম্ভব, যেমন ইদানীন্তনকালীন দুঃখধ্বংস। আর অদৃষ্টপূর্ব্ব হওয়ায় যাবতীয় দুঃখের যুগপৎ ধ্বংসবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। ইহা যদি (২) **প্রাগভাব** হয়, তাহা হইলে ঘটপ্রাগভাবধ্বংসে ঘটোৎপত্তির ন্যায় দুঃখপ্রাগভাবের ধ্বংস হইলে দুঃখের উৎপত্তি হইয়া পড়িবে; তাহা মোক্ষ নহে। ফলে তাঁহাদের শাস্ত্রে উপদিষ্ট সাধনসকল দুঃখোৎপত্তির হেতু হওয়ায় অনর্থহেতু হইয়া পড়িবে। আর যদি যাবতীয় দুঃখপ্রাগভাবের যুগপৎ ধ্বংস হয়, তাহা হইলে যাবতীয় দুঃখোৎপত্তিরূপ মোক্ষ হইতে সকলে দূরেই পলায়ন করিবে! আবার প্রাগভাবের নিবৃত্তি পুরুষব্যাপারসাধ্য না হওয়ায় তাহার জন্য সাধনাভ্যাসও ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। আবার এই দুঃখধ্বংসরূপ অভাব যদি (৩) **অত্যন্তাভাব** হয়, তাহা হইলে তাহা ত্রৈকালিক নিত্য পদার্থ হওয়ায় তাদৃশ মোক্ষ সদাই বর্ত্তমান থাকায় বন্ধ ও মোক্ষের ব্যবস্থাই অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িবে। আবার প্রতিযোগীর জ্ঞান ব্যতিরেকে কোনপ্রকার অভাবেরই জ্ঞান হয় না বলিয়া দুঃখাভাবের প্রতিযোগী দুঃখও মোক্ষান্তর্গত হওয়ায় তাদৃশ মোক্ষ পুরুষার্থ হইবে না, ইত্যাদি।

৬। **সাংখ্য-পাতঞ্জল**গণ বলেন—পুরুষ স্বরূপতঃ অসঙ্গ, দুঃখ বুদ্ধির ধর্ম্ম। প্রকৃতিপুরুষের বিবেকবলে তদ্বিষয়ক অবিবেকের নিবৃত্তি হইলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিবলে পুরুষের যে অসঙ্গস্বরূপে অবস্থিতি এবং ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, তাহাই মোক্ষ। ইহাও সঙ্গত নহে; কারণ (১) দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অভাব পদার্থ হওয়ায় ন্যায়-বৈশেষিকমতে প্রদর্শিত দোষসকল এই মতেও প্রসক্ত হইয়া পড়িবে। আর (২) দুঃখ যদি সৎ পদার্থ হয়, তাহার নিবৃত্তি সম্ভব হইবে না। অসৎ পদার্থ হইলে, সদা নিবৃত্ত তাহার নিবৃত্তির প্রশ্নই উঠিবে না। অনির্ব্বচনীয় হইলে বেদান্তমতে প্রবেশ হইয়া স্বমত ত্যক্ত হইয়া পড়িবে। আর (৩) মোক্ষে আনন্দস্বরূপতার অভিব্যক্তি এই মতে অঙ্গীকৃত না হওয়ায় তাহা কাহারও কাম্য হইবে না।

ভাবদীপিকা [অন্যান্য মতে মোক্ষ, তাহাতে দোষ]

(৪) প্রকৃতিপুরুষের অবিবেক সত্য বস্তু হইলে বিবেকজ্ঞানবলে তাহার নিবৃত্তি হইবে না, যেহেতু মিথ্যাই জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। অসত্য হইলে তাহা সংসারের হেতু হইবে না। (৫) সত্য দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিও সম্ভব হয় না, কারণ তাহাতে 'সত্তের নাশ', এই অসঙ্গত বিষয় স্বীকৃত হইয়া পড়িবে। (৬) আর পুরুষের যে 'অসঙ্গস্বরূপে অবস্থিতি', তাহা আগন্তুক, অথবা স্বাভাবিক? প্রথম পক্ষে—তাহা বিনাশী হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয় পক্ষে—সংসারবন্ধন অনুপপন্ন হইয়া পড়িবে, কারণ স্বভাবের নাশ হয় না, ইত্যাদি। ২।২৪৯ পৃঃ, ২।২৬৯ পৃঃ, ২।৭১২পৃঃ দ্রঃ।

৭। **ভাট্টমতাবলম্বিগণ** বলেন—জীবাত্মা জড়বোধাত্মক (—জড় ও চেতনের মিশ্রণ-স্বরূপ)। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠানদ্বারা সেই জীবাত্মাতে নিত্যজ্ঞান ও নিত্যসুখের অভিব্যক্তিই মুক্তি। ইহাও সঙ্গত নহে; কারণ সেই নিত্যসুখাদি জীবাত্মা হইতে (১) ভিন্ন, অথবা (২) অভিন্ন, ইহা বলিতে হইবে। (২) অভিন্ন হইলে প্রত্যেকের নিকট ['আমি আছি', এইরূপে] আত্মস্বরূপ অনাবৃত হওয়ায় সংসারদশাতেও নিত্যসুখের অভিব্যক্তি স্বীকার্য্য হইয়া পড়িবে, ফলে বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে। (১) জীবাত্মা হইতে ভিন্ন হইলে, তাহা (ক) জন্য, অথবা (খ) স্বাভাবিক, ইহা বলিতে হইবে। (ক) জন্য হইলে বিনাশী হইয়া পড়িবে। (খ) স্বাভাবিক (—অজন্য) হইলে তাহার জ্ঞাপক কি, তাহা বলিতে হইবে। জীবভিন্ন সেই নিত্যসুখাদি জড় হওয়ায় স্বয়ংপ্রকাশ নহে, তাহা তোমরা অঙ্গীকারও কর না। মোক্ষকালে জ্ঞানের হেতু মনঃসংযোগাদিও থাকে না। ফলে জ্ঞাপকের অভাবে সেই নিত্যসুখাদি অবেদ্য (—জ্ঞানের অবিষয়, অজ্ঞাত) হওয়ায় পুরুষার্থ হইতে পারিবে না। মোক্ষকালেও সেই সুখাদিবিষয়ক জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়সংযোগাদি অঙ্গীকারে সংসারাবস্থা হইতে পার্থক্য থাকিবে না। সেই নিত্যসুখাদির আবরণ অঙ্গীকার করিলে, তাহা সত্য, অথবা মিথ্যা, নিত্য সুখাদি হইতে তাহা ভিন্ন, অথবা অভিন্ন ইত্যাদি বিকল্প সহনে অসমর্থ হওয়ায় অনির্ব্বচনীয় মায়াবাদের প্রাপ্তি হইয়া স্বমত ত্যক্ত হইয়া পড়িবে। বিরোধী হওয়ায় জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠানও অসম্ভব, ইহা গীতাভাষ্যাদিতে বিস্তৃতভাবে বিচারিত হইয়াছে। আত্মার জড়বোধাত্মকতাও উপেক্ষণীয়, কারণ তাদৃশ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্রাবস্থান সম্ভব নহে। তাহা আত্মার স্বরূপ হইলে সর্ব্বদাই সকলের অনুভব হইত। নিজের জড়তা কিন্তু কেহ অনুভব করে না। মূর্চ্ছা ও সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাতেও তাদৃশ আত্মস্বভাবের অনুভব হয় না, পরন্তু 'আমার তাদৃশ অবস্থা হইয়াছিল', এইপ্রকারে সেই অবস্থাসকলের প্রকাশকরূপেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা অবস্থান করেন, ইত্যাদি।

৮। **প্রাভাকরগণ** বলেন—বিহিত আত্মজ্ঞানপূর্ব্বক বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের ক্ষয় হইলে দেহেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধের আত্যন্তিক উচ্ছেদই মোক্ষ। এই মতও অসঙ্গত, কারণ জ্ঞান বিহিত (—বিধির বিষয়) নহে, যেহেতু তাহাকে "করিতে, না করিতে, অথবা অন্যপ্রকারে করিতে পারা যায় না" (১।১৭৭ পৃঃ)। আর এই যে বিহিত আত্মজ্ঞান, তাহা কি জ্ঞানেচ্ছাদিবিশিষ্ট আত্মবিষয়ক জ্ঞান, অথবা শুদ্ধ আত্মবিষয়ক? প্রথম পক্ষে—সাংসারিক জ্ঞান হইতে তাহার পার্থক্য থাকে না। দ্বিতীয় পক্ষে—ব্রহ্মবাদীর মত স্বীকৃত হইয়া পড়িবে। আর এই মতে ভ্রমজ্ঞান অঙ্গীকৃত না হওয়ায় আত্মজ্ঞানের উপযোগ কি, তাহা বলিতে হইবে।

ভাবদীপিকা [অন্যান্য মতে মোক্ষ, তাহাতে দোষ]

"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" (মু: ২।২।৮), এই বাক্যবলে জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মক্ষয় অঙ্গীকার্য্য, ইহাই তাহার উপযোগ, ইহাও বলা যায় না ; কারণ "আমি বর্ত্তমান আছি", এই আত্মজ্ঞান সকলের সদাই বিদ্যমান থাকিলেও কর্ম্মক্ষয় পরিদৃষ্ট হয় না *। আর জ্যোতিষ্টোমাদি বৈদিক কর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তিই হয়, ক্ষয় নহে ; যেহেতু যাহা উৎপাদক, তাহা নাশক নহে। আর দেহধারীর পক্ষে নিত্যাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের বর্জ্জনদ্বারা নিঃশেষে ধর্ম্মাধর্ম্মের ক্ষয় ও আগামি কর্ম্মের অনুৎপাদ সম্ভব না হওয়ায় একই জন্মে আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে মাত্র উপভোগ দ্বারা যাবতীয় কর্ম্মের ক্ষয় যে মতবাদে অঙ্গীকৃত হয় সেই **একভবিক**বাদও অসঙ্গত, ইহা পূর্ব্বে (৩।৩৮, ৪।২৭৩ পৃ: দ্র:) প্রদর্শিত হইয়াছে। এই মত এতই অসঙ্গত যে, তাহা নিরাকরণে প্রবৃত্ত নিরাকর্ত্তার লজ্জাজনক হইয়া পড়ে। আর দেহেন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধের আত্যন্তিক উচ্ছেদ আগন্তুক হওয়ায় বিনাশী হইয়া পড়িবে, ফলে পুনঃ বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি এই সকল অসঙ্গতি দুর্নিবার হইয়া পড়ে।

৯। **ত্রিদণ্ডিগণ** (—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ) বলেন—**১।** ব্রহ্ম কারণ এবং জীব তাঁহার কার্য্য। কারণ মৃত্তিকা ও কার্য্য ঘটের মধ্যে ভেদাভেদসম্বন্ধের ন্যায় কারণ ব্রহ্ম ও কার্য্য জীবের মধ্যে ভেদাভেদসম্বন্ধ অঙ্গীকরণীয়। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠানের দ্বারা কার্য্য জীব এবং কারণ ব্রহ্মের মধ্যে কর্ম্মবাসনাসহিত ভেদাংশের নিবৃত্তি হয়, ইহাই মোক্ষ। **২।** অপর কেহ কেহ বলেন—সমুদ্র যেমন সতরঙ্গ এবং নিস্তরঙ্গ ভেদে অবস্থাদ্বয়যুক্ত, ব্রহ্মও তদ্রূপ সবিকার ও নির্বিকার ভেদে অবস্থাদ্বয়যুক্ত। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠানের দ্বারা সবিকারাবস্থাকে পরিত্যাগকরতঃ নির্বিকারাবস্থা প্রাপ্তিই মোক্ষ। ইঁহাদের এই উভয় মতবাদই অসঙ্গত। কারণ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদাভেদই সিদ্ধ হয় না। **১। (ক)** দেখ, তোমার দৃষ্টান্ত যে ঘট ও মৃত্তিকা, তাহাদের মধ্যেও ভেদাভেদ নাই ; পরন্তু অভিন্নতাই বিদ্যমান আছে। মৃত্তিকাই মিথ্যা নামরূপাবলম্বনে ঘটরূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র। শ্রুতিও তাহাই বলেন—"মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্" (ছা: ৬।১।৪)। আর যদি মৃত্তিকা ও ঘটের মধ্যে ভেদাভেদ অঙ্গীকারও করা হয়, তাহা হইলেও সাবয়ব, সুতরাং সসীম তাহাদের মধ্যে তাহা সম্ভব হইলেও স্বগতাদিভেদহীন ব্রহ্মবস্তুতে তাহা সম্ভব নহে। (খ) এই মতে ব্রহ্ম স্বরূপতঃ চিদচিদাত্মক হওয়ায় এবং জীবজগৎ তাঁহার শরীরস্বরূপ হওয়ায় এইপ্রকার ভেদাভেদ সঙ্গত, ইহাও বলা যায় না ; কারণ শরীরমাত্রই বিনশ্বর হওয়ায় বিনশ্বর ব্রহ্ম আর ব্রহ্মপদবাচ্যই থাকিবেন না। সেইহেতু জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদাভেদ সর্ব্বপ্রমাণবিরুদ্ধ। (গ) তথাপি এই পক্ষে আগ্রহ প্রকাশ করিলে তোমাকে বলিব—যে ধর্ম্মদ্বয়ের ভেদবশতঃ মৃত্তিকা ও ঘটের ন্যায় তোমার মতে ব্রহ্ম ও জীব বিভিন্ন, সেই পারমার্থিক ধর্ম্মদ্বয়াবলম্বনে মোক্ষদশাতেও তাঁহারা ভিন্নই থাকিয়া যাইবেন, ফলে ভেদাংশের নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ সম্ভব হইবে না। (ঘ) আর যদি স্বীকারও করা হয় যে, মোক্ষে ভেদাংশের নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলে তোমাকে বলিতে হইবে—তাহা (১) পারমার্থিক, অথবা (২) আগন্তুক। (১) প্রথম পক্ষে তাহার নিবৃত্তি হইবে না। (২) দ্বিতীয় পক্ষে তাহার নিবর্ত্তক কি, বলিতে হইবে। (ক) তত্ত্বজ্ঞান তাহার নিবর্ত্তক নহে, কারণ জ্ঞান

* সিদ্ধান্তে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানবলে কর্ম্মের কারণ মিথ্যা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হওয়ায় কর্ম্মের ক্ষয় হয়, জ্ঞান ও কর্ম্মের সাক্ষাৎ বিরোধবশতঃ নহে, ইহা লক্ষ্যণীয়।

৩। ব্রাহ্মাধিকরণম্। [৫-৭ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—দৃষ্টিভেদে নির্গুণব্রহ্মবিদের যুগপৎ সবিশেষ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদ্ মুক্ত জীবের ব্রহ্মাভিন্নতা প্রতিপাদিত

ভাবদীপিকা [অন্যান্য মতে মোক্ষ, তাহাতে দোষ]

অজ্ঞানেরই নিবর্ত্তক, অন্য কিছুর নহে। (খ) তাহা জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইলে মিথ্যা হইয়া পড়িবে, ইহা অঙ্গীকারে তোমার স্বসিদ্ধান্তহানি। (গ) কর্ম্মও তাহার নিবর্ত্তক নহে, কারণ ভেদজ্ঞানাশ্রয়ে যাহার প্রবৃত্তি, তাহা ভেদাংশকে নিবৃত্ত করিতে পারে না। (ঘ) কর্ম্ম ভেদকে নিবৃত্ত করে, ইহা পরিদৃষ্ট হয় না, শ্রুতিও তাহা বলেন না। (ঙ) যাহা কর্ম্মজন্য, তাহা বিনাশী হওয়ায় ভেদাংশ-নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ অনিত্য হইয়া পড়িবে। (চ) জ্ঞানের দ্বারা মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, ইহাও বলিতে পার না; কারণ ভেদাভেদবাদিমতে মিথ্যা জ্ঞান অঙ্গীকৃত হয় না। (ছ) আর ঐ যে ভেদাংশের নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ, তাহা আগন্তুক হওয়ায় স্বতঃই বিনাশী হইয়া পড়িবে, ফলে জ্ঞান-কর্ম্মের সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠানরূপ তাহার নাশকের কল্পনাও নিষ্প্রয়োজন। ২। আর নির্ব্বিকারাবস্থা-প্রাপ্তিও মোক্ষ নহে, কারণ (ক) যাহার প্রাপ্তি হয়, তাহার নাশ অবশ্যম্ভাবী। (খ) ব্রহ্মের অবস্থান্তরও অঙ্গীকার করা যায় না, কারণ তদঙ্গীকারে স্বগতভেদবিশিষ্ট তিনি বিনশ্বর হইয়া পড়িবেন এবং "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" (শ্বে ৬।১৯), "অনন্তরম্ অবাহ্যম্" (বৃঃ ২।৫।১১), ইত্যাদি শ্রুতিরও বিরোধ হইয়া পড়িবে। (গ) আত্মজ্ঞান কর্ম্মের বিরোধী হওয়ায় জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়ানুষ্ঠানরূপ সাধনও সম্ভব নহে। (ঘ) জ্ঞানশব্দে উপাসনা গৃহীত হইলে কর্ম্মের সহিত তাহার সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠান সম্ভব বটে, কিন্তু তাহার ফলে ক্ষয়িষ্ণু স্বর্গাদিই লব্ধ হইবে, যেহেতু শ্রুতি বলেন—"বিদ্যয়া দেবলোকঃ" (বৃঃ ১।৫।১৬), "তৎ যথা ইহ কর্ম্মজিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে এবম্ এব অমুত্র পুণ্যজিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে" (ছাঃ ৮।১।৬), ইত্যাদি। (ঙ) উপসনাবলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেও, পুনরাবৃত্তি অঙ্গীকার করিতে হইবে, কারণ "ইহ নাবর্ত্তন্তে" এই শ্রুতি বর্ত্তমান মনুসৃষ্টিতে আবৃত্তি নিরাকরণ করিতেছেন মাত্র, ইহা পূর্ব্বে বিচারিত হইয়াছে। (চ) আর সিদ্ধান্তীর ন্যায় দহরাদি উপাসকগণের আত্যন্তিক অনাবৃত্তি এই মতে স্বীকৃত হইতে পারে না; কারণ সিদ্ধান্তে ব্রহ্মলোকেও নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞানবলে ধ্বস্তাবিদ্যেরই তাদৃশ অনাবৃত্তি লব্ধ হয়। তাদৃশ নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান তোমরা অঙ্গীকার কর না। তাহা অঙ্গীকারে তোমাদের স্বমত ত্যক্ত হইয়া পড়িবে। (৪।৩।৫ অধিঃ ৫ ভাবদীঃ দ্রঃ)। অতএব উক্ত দূষণসমূহগ্রস্ত প্রমাণশূন্য এই উভয়প্রকার ত্রিদণ্ডিমতই অসঙ্গত।

১০। **পাশুপতগণ** বলেন—পাশুপত ধর্ম্মের আচরণদ্বারা পশুপতির সমীপে গমনই পুনরাবৃত্তিরহিত মোক্ষ। ১১। **বৈষ্ণবগণ** বলেন—বিষ্ণুভক্তিরূপ ধর্ম্মাচরণ দ্বারা বিষ্ণুলোকে গমনই মুক্তি। ১২। **হিরণ্যগর্ভবিদ্যাবিদ্** এবং ১৩। **পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিৎ** প্রভৃতি অন্যান্য মতবাদিগণ ব্রহ্মলোকে হিরণ্যগর্ভের সমীপে গমনকেই মুক্তি বলেন। এই সকল পক্ষেই আগন্তুক হওয়ায় মোক্ষ অবশ্যই অনিত্য হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি। [ইহা দিগ্‌দর্শন মাত্র। বিস্তৃত বিচার প্রকটার্থবিবরণ (৪।৪।৩ অধিঃ) এবং আচার্য্যপাদ মধুসূদনকৃত 'বেদান্তকল্পলতিকাতে' দ্রষ্টব্য]।

অবিভাগেনদৃষ্টত্বাধিকরণ সমাপ্ত

হইয়াছে। একণে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর দৃষ্টিভেদে সেই ব্রহ্মাভিন্ন মুক্ত জীবের যুগপৎ ঈশ্বরভাব ও শুদ্ধব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি প্রতিপাদিত হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **উপজীব্য-উপজীবক ভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদ্ মুক্তপুরুষের যে ব্রহ্মভাবের আবির্ভাব হয়, দৃষ্টি-ভেদে তাহার সপ্রপঞ্চতা ও নিষ্প্রপঞ্চতা, উভয়ই প্রতিপাদিত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

ক্রমেণ যুগপদ্বাঽস্য সবিশেষাবিশেষতে।
বিরুদ্ধত্বাৎ কালভেদাদ্ব্যবস্থা শ্রুতয়োস্তয়োঃ ॥
মুক্তামুক্তদৃশোর্ভেদাদ্ব্যবস্থাসম্ভবে সতি।
অবিরুদ্ধং যৌগপদ্যমশ্রুতং ক্রমকল্পনম্ ॥

অন্বয়—অস্য সবিশেষাবিশেষতে ক্রমেণ, যুগপৎ বা? বিরুদ্ধত্বাৎ শ্রুতয়োঃ তয়োঃ ব্যবস্থা কালভেদাৎ। মুক্তামুক্তদৃশোঃ ভেদাৎ ব্যবস্থা সম্ভবে সতি যৌগপদ্যম্ অবিরুদ্ধম্। ক্রমকল্পনম্ অশ্রুতম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[ব্রহ্মাভেদেন অভিব্যক্তং মুক্তস্বরূপম্ অত্র বিষয়ঃ। মুক্তস্য স্বরূপভূতং তৎ ব্রহ্ম শ্রুতিষু দ্বিধা প্রতিপাদ্যতে। কচিৎ সবিশেষম্, যথা—"যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরঃ বিমৃত্যুঃ···সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" (ছাঃ ৮।৭।১) ইতি। কচিৎ নির্ব্বিশেষম্, যথা—"যথা সৈন্ধব-ঘনঃ অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ রসঘনঃ এব,...এবম্ বৈ অরে অয়ম্ আত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব" (বৃঃ ৪।৫।১৩) ইতি। অস্য ব্রহ্মাভিন্নস্য মোক্ষস্বরূপস্য অসমঞ্জসত্বসমঞ্জসত্ব-বিশেষবুভুৎসায়াং মুনিবিপ্রতিপত্তেঃ ভবতি সংশয়ঃ—] অস্য [নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদঃ মুক্তজীবস্য] সবিশেষাবিশেষতে ক্রমেণ [ভবতঃ], যুগপৎ বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[তে এতে সবিশেষত্বনির্ব্বিশেষত্বে মুক্তিদশায়াং ন যুগপৎ সম্ভবতঃ] বিরুদ্ধ-ত্বাৎ। [অতঃ] শ্রুতয়োঃ তয়োঃ ব্যবস্থা কালভেদাৎ [ভবিষ্যতি]।

সিদ্ধান্ত—[মুক্তপ্রতিপত্ত্যা ব্রহ্মাভিন্নস্য স্বস্য নির্ব্বিশেষত্বম্ এব অবভাসতে। নহি মুক্তাঃ পুরুষাঃ কদাচিদপি 'সর্ব্বজ্ঞত্বসত্যসঙ্কল্পত্বাদিগুণযুক্তাঃ বয়ম্' ইতি প্রতিপদ্যন্তে, তৎপ্রতিপত্তিহেতু-ভূতায়াঃ অবিদ্যায়াঃ বিনষ্টত্বাৎ। বদ্ধপ্রতিপত্ত্যা তু সবিশেষং ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্টং সৎ জগৎকারণত্বেন অবভাসতে, অবিদ্যায়াঃ অনিবৃত্তত্বাৎ। অবিদ্যাযুক্তাঃ তে নির্ব্বিশেষম্ এব ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্টং কল্পয়ন্তি। অতঃ] মুক্তামুক্তদৃশোঃ ভেদাৎ ব্যবস্থা সম্ভবে সতি [সবি-শেষত্বাবিশেষত্বয়োঃ] যৌগপদ্যং অবিরুদ্ধম্। [কালভেদেন তু] ক্রমকল্পনম্ অশ্রুতম্।

অনুবাদ

সংশয়—[ব্রহ্মাভিন্নরূপে অভিব্যক্ত মুক্ত পুরুষের স্বরূপ এখানে বিষয়। মুক্ত পুরুষের স্বরূপভূত সেই ব্রহ্ম শ্রুতিসকলে দুইপ্রকারে প্রতিপাদিত হইতেছেন। কোন স্থলে সবিশেষ ব্রহ্ম 'প্রতিপাদিত হইতেছেন' যথা—"যে আত্মা নিষ্পাপ জরাহীন মৃত্যুহীন····সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প", ইত্যাদি। কোনস্থলে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যথা—"সৈন্ধবপিণ্ড যেমন অন্তর্বহির্ভাবশূন্য সম্পূর্ণরূপেই একরস; হে মৈত্রেয়ি, এইরূপেই এই আত্মা অন্তর্বহির্ভাবশূন্য সম্পূর্ণরূপেই প্রজ্ঞান-ঘন", ইত্যাদি। এই ব্রহ্মাভিন্নতারূপ মোক্ষস্বরূপের অসমঞ্জসতা ও সমঞ্জসতারূপ বিশেষবিষয়ে

জিজ্ঞাসা হইলে মুনিগণের বিরুদ্ধমতবশতঃ সংশয় হয়—ইঁহার (—নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদ্ এই মুক্ত জীবের) সবিশেষতা ও অবিশেষতা ক্রমশঃ হইয়া থাকে, অথবা যুগপৎ?

পূর্ব্বপক্ষ—[মুক্তিদশাতে সেই এই সবিশেষতা এবং নির্বিশেষতা যুগপৎ সম্ভব নহে], যেহেতু [তাহারা পরস্পর] বিরুদ্ধ। [এইহেতু] শ্রুতিবর্ণিত সেই উভয়ের ব্যবস্থা কালভেদে হইবে।(—মুক্তপুরুষ প্রথমে ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন, পরে শুদ্ধ নির্গুণব্রহ্মভাব)।

সিদ্ধান্ত—[মুক্ত পুরুষের দৃষ্টিতে ব্রহ্মাভিন্ন নিজের নির্বিশেষতাই প্রতিভাত হয়। যেহেতু মুক্ত পুরুষগণ কখনও 'আমরা সর্ব্বজ্ঞ ও সত্যকামত্বাদিগুণযুক্ত', এইপ্রকার অবগত হন না; কারণ তাদৃশ অবগতির হেতুভূতা অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বদ্ধ পুরুষের জ্ঞানে কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্ট হইয়া জগৎকারণরূপে প্রতিভাত হন, যেহেতু অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় নাই। অবিদ্যাযুক্ত তাহারা নির্বিশেষ ব্রহ্মকেই সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপে কল্পনা করে। এইহেতু] মুক্ত এবং অমুক্তের দৃষ্টিদ্বয়ের বিভিন্নতাবশতঃ ব্যবস্থা সম্ভব হইলে [সবিশেষতা ও নির্বিশেষতার] যৌগপদ্য (—একই কালে একই অবচ্ছেদে জ্ঞান) বিরুদ্ধ নহে। [কালভেদে প্রথমে ঈশ্বরভাব, পরে নির্গুণব্রহ্মভাব, এইপ্রকার] ক্রমকল্পনা [কিন্তু] শ্রুতিতে বর্ণিত হয় নাই।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, সবিশেষ শ্রুতির, অথবা নির্বিশেষ শ্রুতির মুখ্যার্থতা। সিদ্ধান্তে—দৃষ্টিভেদে উভয় শ্রুতির মুখ্যার্থতা।

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] **ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ॥৪।৪।৫॥**

পদচ্ছেদ—ব্রাহ্মেণ, জৈমিনিঃ, উপন্যাসাদিভ্যঃ।

সূত্রার্থ—[সঃ কিং নির্বিশেষব্রহ্মাত্মকঃ মুক্তঃ জীবঃ সত্যেন সর্ব্বজ্ঞত্বাদিনা যুক্তঃ অবতিষ্ঠতে, উত সর্ব্বজ্ঞত্বাদেঃ শশবিষাণবৎ অত্যন্তাসত্ত্বাৎ চিন্মাত্রাত্মনা অবতিষ্ঠতে, আহোস্বিৎ বস্তুতঃ নিষ্প্রপঞ্চঃ চিন্মাত্রঃ সন্ জীবান্তরব্যবহারদৃষ্ট্যা কল্পিতসর্ব্বজ্ঞত্বাদিমান্ ইব অবতিষ্ঠতে ইতি সন্দেহে]; **ব্রাহ্মেণ**—ব্রহ্মসম্বন্ধিনা সত্যেন সর্ব্বজ্ঞত্বাদিনা [যুক্তঃ অবতিষ্ঠতে, ইতি] **জৈমিনিঃ**—আচার্য্যঃ জৈমিনিঃ [মন্যতে। কুতঃ?] **উপন্যাসাদিভ্যঃ**—উপন্যাস-বিধিব্যপদেশেভ্যঃ। ["যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা" (ছাঃ ৮।৭।১), ইত্যাদিঃ উপদেশঃ—'উপন্যাসঃ'। "তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারঃ ভবতি" (ছাঃ ৭।২৫।২), ইত্যাদ্যজ্ঞাতজ্ঞাপকং বাক্যং—'বিধিঃ'। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (মু: ১।১।৯), ইত্যাদি বাক্যং—'ব্যপদেশঃ'। তেভ্যঃ হেতুভ্যঃ সপ্রপঞ্চঃ এব মুক্তাত্মা ইত্যর্থঃ। ইতি আদ্যঃ পূর্ব্বপক্ষঃ]।

অনুবাদ—[সেই নির্বিশেষব্রহ্মাত্মক মুক্ত জীব কি [পারমার্থিক] সত্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণের সহিত যুক্ত হইয়া অবস্থান করেন, অথবা শশশৃঙ্গের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞত্বাদি অত্যন্ত অসৎ হওয়ায় চৈতন্যমাত্ররূপে অবস্থান করেন, অথবা বস্তুতঃ সর্ব্বপ্রপঞ্চহীন চৈতন্যমাত্র হইলেও অন্য জীবের ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে যেন কল্পিত সর্ব্বজ্ঞত্বাদিযুক্ত হইয়া অবস্থান করেন, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে]; **ব্রাহ্মেণ**—ব্রহ্মসম্বন্ধী [পারমার্থিক] সত্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণযুক্ত হইয়া [অবস্থান করেন, ইহা] **জৈমিনিঃ**—আচার্য্য জৈমিনি [মনে করেন। তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] **উপন্যাসাদিভ্যঃ**—যেহেতু উপন্যাস, বিধি এবং ব্যপদেশ আছে। ["যে আত্মা পাপ-বর্জ্জিত", ইত্যাদি উপদেশই 'উপন্যাস' (১)। "সমস্ত লোকে তাঁহার স্বচ্ছন্দ গতি হয়", ইত্যাদি

অজ্ঞাতজ্ঞাপক বাক্যই 'বিধি' (২)। "যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ", ইত্যাদি বাক্যই 'ব্যপদেশ' (৩) সেই সকল হেতুবশতঃ মুক্ত আত্মা প্রপঞ্চযুক্ত, ইহা প্রথম পূর্ব্বপক্ষ]।

ভাবদীপিকা

(১) "**উপন্যাসঃ** নাম উদ্দেশঃ, সঃ চ অন্যত্র জ্ঞাতস্য অন্যবিধানায় অনুবাদঃ" (ন্যায়নির্ণয়)—'অন্য কিছু বিধান করিবার জন্য জ্ঞাত বস্তুর যে অন্যত্র অনুবাদ, তাহাকে বলে 'উপন্যাস', ইহার অপর নাম—**উদ্দেশ**'। যেমন সগুণদহরবিদ্যার (—হার্দ্দিবিদ্যার) প্রকরণে অপহতপাপ্মত্ব (ছাঃ ৮।১।৫) প্রভৃতি যে গুণাষ্টক পঠিত হইয়াছে, "সঃ অন্বেষ্টব্যঃ" (ছাঃ ৮।৭।১), এইরূপে নিগুর্ণদহরবিদ্যার (—প্রজাপতিবিদ্যার) বিধানের জন্য সেই জ্ঞাত গুণসকলের অনুবাদ হইয়াছে। সেইহেতু ছাঃ ৮।৭।১ পঠিত 'অপহতপাপ্মত্বাদি' হইল 'উপন্যাস'। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলিয়াছেন—উপন্যাসশব্দের অর্থ 'উপক্রম'।

(২) **বিধি**—"অজ্ঞাতজ্ঞাপনং বিধিঃ" (ন্যায়নির্ণয়)—'অজ্ঞাতার্থ জ্ঞাপক বেদভাগকে বলে 'বিধি'। বিধি যাহা জ্ঞাপন করে, তাহাকে অন্য প্রমাণবলে অবগত হওয়া যায় না। যেমন নিগুর্ণব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে পঠিত মুক্ত পুরুষ যে "ভক্ষণ ও ক্রীড়াদিতে রত থাকেন" (প্রজাপতিবিদ্যা, ছাঃ ৮।১২।৩), অথবা তাঁহার যে "সর্ব্ব লোকে স্বচ্ছন্দ গতি হয়" (ভূমবিদ্যা, ছাঃ ৭।২৫।২), ইত্যাদি এই সকলকে শ্রুতি ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রমাণদ্বারা অবগত হওয়া যায় না। সেইহেতু এই বাক্যসকল হইল 'বিধি'। "এই বাক্যসকলে সগুণব্রহ্মবিদ্যার ফল বর্ণিত হয় নাই; কারণ নিগুর্ণব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে পঠিত এই সকল বাক্য সগুণব্রহ্মবিদ্যাকে বিষয় করে, এইপ্রকার কল্পনা অসঙ্গত" (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ। ৫ ভাবদীঃ ২ এবং ৫ অধিঃ ৩ ভাবদীঃ দ্রঃ)।

(৩) **ব্যপদেশ**—"বিধেয়ান্তররহিতত্বেন অনুদ্দেশত্বে, অপ্রতিপাদ্যত্বেন অবিধেয়ত্বে চ সিদ্ধবৎ অভিধানং "ব্যপদেশঃ" (ন্যায়নির্ণয়)—'অন্য বিধেয় না থাকায় যাহা উদ্দেশ (—উপন্যাস) নহে এবং প্রতিপাদ্য না হওয়ায় যাহা বিধেয় নহে, তাহার যে [পূর্ব্ববিজ্ঞাত] সিদ্ধ বস্তুর ন্যায় কথন, তাহাকে বলে 'ব্যপদেশ'। লক্ষ্য করিতে হইবে—শ্রুতির যাহা প্রতিপাদ্য, তাহাকে অন্য প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায় না। সেইহেতু তাহাকে বলে 'বিধি'। এখানে লক্ষণে 'অপ্রতিপাদ্য'শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায়, তাহা বিধি নহে, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। অতএব লক্ষণের পর্য্যবসিত অর্থ হইল—উপন্যাস (—অনুবাদ, উদ্দেশ) নহে, এবং বিধিও নহে, এতাদৃশ পদার্থের যে সিদ্ধ পদার্থের (—পূর্ব্ববিজ্ঞাত পদার্থের) ন্যায় কথন, তাহাই 'ব্যপদেশ'। যেমন মুণ্ডকে পঠিত "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (মুঃ ১।১।৯) ইত্যাদি এবং মাণ্ডুক্যে পঠিত "সর্ব্বেশ্বরত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব" (মাঃ ৬) ইত্যাদি গুণসকল কোন কিছু বিধান করিবার জন্য পঠিত না হওয়ায় 'উপন্যাস' নহে। আর "পরমেশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ জগদুপাদানগোচরাপরোক্ষজ্ঞানচিকীর্ষা-কৃতিমত্বাৎ"—'পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, যেহেতু তিনি জগতের উপাদানবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানযুক্ত, চিকীর্ষাযুক্ত (—জগদুৎপাদনে ইচ্ছাযুক্ত) এবং কৃতি (—প্রযত্ন-) যুক্ত", এইপ্রকার অনুমানবলে পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকে অবগত হওয়া যায় বলিয়া উক্ত বাক্যসকল 'বিধি' নহে। অথচ তাহারা সিদ্ধবস্তুর ন্যায় পঠিত হইতেছে। সেইহেতু এই বাক্যসকল হইল 'ব্যপদেশ'। বলা বাহুল্য ইহা হইল 'উপন্যাস' ও 'ব্যপদেশ' শব্দের পারিভাষিক অর্থ। বহু স্থলে ইহারা এইপ্রকার অর্থে প্রযুক্ত না হইয়া 'উপস্থাপন', 'উল্লেখ', ইত্যাদি সাধারণ অর্থবোধনের জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্থিতম্ এতৎ "স্বেন রূপেণ" (ছাঃ ৮।৩।৪), ইতি অত্র আত্মমাত্র-রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে, ন আগন্তুকেন অপররূপেণ ইতি ।১ অধুনা তু তদ্বিশেষবুভুৎসায়াম্ অভিধীয়তে—স্বম্ অস্য রূপং ব্রাহ্মম্ অপহতপাপ্মত্বাদিসত্যসঙ্কল্পত্বাবসানং, তথা সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বং চ তেন স্বরূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে, ইতি জৈমিনিঃ আচার্য্যঃ মন্যতে ।২ কুতঃ ? ৩ উপন্যাসাদিভ্যঃ তথাত্বাবগমাৎ ।৪ তথাহি "যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদিনা "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" (ছাঃ ৮।৭।১) ইতি এবমন্তেন উপন্যাসেন এবমাত্মকতাম্ আত্মনঃ বোধয়তি ।৫ তথা "সঃ তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ (ছাঃ ৮ ১২।৩), ইতি ঐশ্বর্য্যরূপম্ আবেদয়তি ।৬ "তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" (ছাঃ ৭।২৫।২) ইতি চ ।৭ "সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ" (মাঃ ৬), ইত্যাদিব্যপদেশাশ্চ এবম্ উপপন্নাঃ ভবিষ্যন্তি ইতি ।৮।৪।৪।৫।।

ভাষ্যানুবাদ

[জৈমিনিমতে—মুক্ত পুরুষের ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্যযুক্ত ঈশ্বরভাব প্রাপ্তি।]

"স্বেন রূপেণ" (— 'স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হন'), ইত্যাদি এই স্থলে ইহা নির্ণীত হইল যে, [মুক্ত পুরুষ] আত্মমাত্ররূপে (—শুদ্ধ আত্মরূপে) অভিব্যক্ত হন (—অবস্থান করেন), কিন্তু আগন্তুক অপর [কোন] রূপে নহে (—মুক্তিতে ঐশ্বর্য্যযুক্ত শরীরাদি রূপান্তরের উৎপত্তি হয় না) ।১ এক্ষণে কিন্তু সেই [শুদ্ধব্রহ্মরূপে অবস্থিতি] বিষয়ে বিশেষ জিজ্ঞাসা হইলে [পূর্ব্বপক্ষী] বলিতেছেন—পাপরাহিত্য প্রভৃতি হইতে সত্যসঙ্কল্পতা (ছাঃ ৮।৭।১) পর্য্যন্ত এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্বাত্মক ইঁহার যে ব্রহ্মসম্বন্ধি রূপ, সেই স্বরূপের দ্বারা অভিনিষ্পন্ন হন (—সেই সকল ধর্ম্মযুক্ত ব্রহ্মভাব, অর্থাৎ ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন), ইহা আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন ।২ তাহাতে হেতু কি ? ৩ [উত্তর—] যেহেতু উপন্যাস প্রভৃতি হইতে সেইপ্রকার অবগত হওয়া যায় ।৪ [সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, "যে আত্মা পাপ-বর্জ্জিত", ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া "সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প", ইত্যাদি এই পর্য্যন্ত 'উপন্যাসের' (১ ভাবদীঃ) দ্বারা [শ্রুতি] আত্মার এইপ্রকার স্বরূপযুক্ততা বোধ করাইতেছেন ।৫ [আদিশব্দের দ্বারা সূচিত 'বিধি' (২ ভাবদীঃ) প্রদর্শন করিতে-ছেন—] এইপ্রকারে "তিনি সেখানে ভক্ষণ [অথবা হাস্য], ক্রীড়া ও আনন্দ করিতে করিতে (—এই সকল ব্যাপারে নিরত থাকিয়া) পরিভ্রমণ করেন", এইপ্রকারে [শ্রুতি ব্রহ্মস্বরূপাপন্ন মুক্ত আত্মার] ঐশ্বর্য্যযুক্ত স্বরূপ জ্ঞাপন করিতেছেন ।৬ আর "সকল লোকে তাঁহার স্বচ্ছন্দ গতি হয়", এইপ্রকারেও 'ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিতে-ছেন' ।৭ [আদিশব্দসূচিত 'ব্যপদেশ' (৩ ভাবদীঃ) প্রদর্শন করিতেছেন—] আবার "সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর", ইত্যাদি ব্যপদেশসকল এইপ্রকারে (—মুক্ত আত্মা এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইলে) যুক্তিসঙ্গত হইবে, ইত্যাদি ।৮।৪।৪।৫।।

[পূঃ সূঃ—] চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥৪।৪।৬॥

পদচ্ছেদ—চিতিতন্মাত্রেণ, তদাত্মকত্বাৎ, ইতি, ঔড়ুলোমিঃ।

সূত্রার্থ—[জীবাত্মনঃ] **তদাত্মকত্বাৎ**—চৈতন্যাত্মকত্বাৎ [মুক্তিদশায়াং] **চিতিতন্মাত্রেণ**—চৈতন্যমাত্রাত্মনা [অবস্থিতেঃ ব্রহ্মাভিন্নে মুক্তে আত্মনি সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-শব্দাঃ নিরর্থকাঃ এব প্রযুজ্যন্তে], **ইতি, ঔড়ুলোমিঃ**—আচার্য্যঃ ঔড়ুলোমিঃ [মন্যতে। ইতি দ্বিতীয়ঃ পূর্ব্বপক্ষঃ]।

অনুবাদ—[জীবাত্মা] **তদাত্মকত্বাৎ**--চৈতন্যস্বরূপ হওয়ায় [মুক্তিদশাতে তাঁহার] **চিতিতন্মাত্রেণ**--চৈতন্যমাত্রস্বরূপে [অবস্থিতি হয় বলিয়া ব্রহ্মাভিন্ন মুক্ত আত্মাতে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি শব্দসকল নিরর্থকভাবেই প্রযুক্ত হইতেছে], **ইতি**—ইহা, **ঔড়ুলোমিঃ**—আচার্য্য ঔড়ুলোমি [মনে করেন। ইহা দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদ্যপি অপহতপাপ্মত্বাদয়ঃ ভেদেন এব ধর্ম্মাঃ নির্দ্দিশ্যন্তে, তথাপি শব্দবিকল্পজাঃ এব এতে।১ পাপ্মাদিনিবৃত্তিমাত্রং হি তত্র গম্যতে।২ চৈতন্যম্ এব তু অস্য আত্মনঃ স্বরূপম্ ইতি তন্মাত্রেণ স্বরূপেণ অভিনিষ্পত্তিঃ যুক্তাঃ।৩ তথাচ শ্রুতিঃ—"এবং বৈ অরে অয়ম্ আত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব" (বৃঃ ৪।৫।১৩), **ইতি এবংজাতীয়কা অনুগৃহীতা ভবিষ্যতি।৪ সত্যকামত্বাদয়স্তু যদ্যপি বস্তুস্বরূপেণ এব ধর্ম্মাঃ উচ্যন্তে 'সত্যাঃ কামাঃ**

ভাষ্যানুবাদ

[ঔড়ুলোমিমতে—মুক্ত পুরুষের শুদ্ধচৈতন্যমাত্ররূপে অবস্থিতি।]

যদিও পাপরাহিত্য প্রভৃতি ধর্ম্মসকল [ধর্ম্মী হইতে] ভিন্নভাবেই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তাহা হইলেও ইহারা অবশ্যই শব্দের বিকল্পবৃত্তি (২।৩৯০ পৃঃ) হইতে উৎপন্ন (—বস্তুতঃ সেই ধর্ম্মসকল ব্রহ্মে বিদ্যমান না থাকিলেও বিদ্যমানরূপে প্রতিভাত হয়)।১ সেই স্থলে (—মুক্তাবস্থাতে) পাপ প্রভৃতির নিবৃত্তিমাত্রই অবগত হওয়া যাইতেছে।২ [তাঁহার বাস্তব স্বরূপ তাহা হইলে কি ? উত্তর—] চৈতন্যই কিন্তু এই আত্মার স্বরূপ, এইহেতু সেই চৈতন্যমাত্রস্বরূপতার দ্বারা অভিনিষ্পত্তি (—অভিব্যক্তি, অবস্থিতি) যুক্তিসঙ্গত।৩ [সেই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর তাহা (—সেইপ্রকারে অবস্থিতি) হইলে "প্রিয়ে, এইপ্রকারে এই আত্মা অন্তর্বহির্ভাবশূন্য এবং সমগ্রভাবেই জ্ঞানৈকরস", ইত্যাদি এই জাতীয় শ্রুতি অনুগৃহীতা হইবেন (—তাঁহার অনুকূল ব্যাখ্যা করা হইবে।৪ কিন্তু 'অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকলের উক্তপ্রকারে পাপাদিনিবৃত্তিমাত্ররূপে ব্যাখ্যা সম্ভব হইলেও, সত্যকামত্ব প্রভৃতি ভাবপদার্থবোধক ধর্ম্মসকলের সেইপ্রকার ব্যাখ্যা সম্ভব নহে বলিয়া ব্রহ্মের চৈতন্যমাত্রস্বরূপতা কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে ? উত্তর—] কিন্তু সত্যকামত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকল 'ইঁহার কামনাসকল সত্য (—অব্যর্থ'), এইপ্রকারে যদিও বস্তু-

শাঙ্করভাষ্যম্

অস্তু' ইতি।৫ তথাপি উপাধিসম্বন্ধাধীনত্বাৎ তেষাং ন চৈতন্যবৎ স্বরূপত্বসম্ভবঃ, অনেকাকারত্বপ্রতিষেধাৎ।৬ প্রতিষিদ্ধং হি ব্রহ্মণঃ অনেকাকারত্বম্ "ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গম্" (৩।২।১১) ইত্যত্র।৭ অতএব চ জক্ষণাদিসঙ্কীর্তনম্ অপি দুঃখাভাবমাত্রাভিপ্রায়ং স্তুত্যর্থম্ "আত্মরতিঃ" (মু: ৩।১।৪, ছা: ৭।২৫।২) ইত্যাদিবৎ।৮ নহি মুখ্যানি এব রতিক্রীড়ামিথুনানি আত্মনি শক্যন্তে বর্ণয়িতুং দ্বিতীয়বিষয়ত্বাৎ তেষাম্।৯ তস্মাৎ নিরস্তাশেষপ্রপঞ্চেন প্রসন্নেন অব্যপদেশ্যেন বোধাত্মনা অভিনিষ্পদ্যতে ইতি ঔড়ুলোমিঃ আচার্য্যঃ মন্যতে।১০॥৪।৪।৬॥

ভাষ্যানুবাদ

স্বরূপভাবারই (—বিদ্যমান বস্তুরূপেই) বর্ণিত হইতেছে।৫ তাহা হইলেও তাহারা উপাধির সহিত সম্বন্ধের অধীন হওয়ায় (—সোপাধিক অবস্থাতেই উক্ত ধর্ম্মসকল সম্ভব হওয়ায়) চৈতন্যের ন্যায় [আত্মার] স্বরূপ হইবে, ইহা সম্ভব নহে; যেহেতু [আত্মার, ব্রহ্মের] অনেক আকারতা (—অনেক ধর্ম্মযুক্ততা) প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।৬ [কোথায়? উত্তর—] যেহেতু "ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গম্", ইত্যাদি এই স্থলে ব্রহ্মের অনেকাকারতা (—অনেক আকার, অর্থাৎ অনেক ধর্ম্মযুক্ত হওয়া) প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।৭ [এইভাবে 'উপন্যাসের' নিরাকরণ করিয়া 'বিধি' ও 'ব্যপদেশের' নিরাকরণ করিতেছেন—] আর এইহেতুবশতঃই (—ব্রহ্মের অনেকাকারতা নিষিদ্ধ হওয়ায়) ভক্ষণাদির বর্ণনাও দুঃখের অভাবমাত্ররূপ অভিপ্রায়ের প্রকাশক, "আত্মরতি" ইত্যাদির ন্যায় স্তুতির জন্য।৮ [কিন্তু তাঁহার মুখ্য ভক্ষণাদিই বা কেন অঙ্গীকার করিতেছ না? উত্তর—] যেহেতু আত্মাতে রতি ক্রীড়া ও মিথুন প্রভৃতিকে মুখ্যভাবে বর্ণনা করিতে পারা যায় না, কারণ তাহারা দ্বিতীয়কে বিষয় করে (—দ্বিতীয় ব্যক্তিসাপেক্ষ। সেই অবস্থাতে দ্বৈত কিন্তু কিছুই থাকে না, ইহাই ভাব]।৯ সেইহেতু (—এইপ্রকারে উপন্যাস প্রভৃতি হেতুসকল অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়ে বলিয়া) যাঁহা হইতে অশেষ জগৎপ্রপঞ্চ নিবৃত্ত হইয়াছে, যিনি প্রসন্ন (—উপাধিকালুষ্যরহিত), অব্যপদেশ্য (—'ইহা এইপ্রকার', এইরূপে নির্দ্দেশের অযোগ্য) এবং জ্ঞানস্বরূপ, [মুক্তজীব] তৎস্বরূপে অবস্থান করেন, ইহা আচার্য্য ঔড়ুলোমি মনে করেন (৪)।১০॥৪।৪।৬॥

ভাবদীপিকা

[সিঃ—মুক্তপ্রাপ্য নির্গুণব্রহ্মে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি স্বীকারে দোষ]

(৪) দ্বৈতবাদিপক্ষ এই স্থলে বলেন—যদি নির্বিশেষ চৈতন্যমাত্ররূপে অবস্থানই মোক্ষ হয়, জ্ঞানজ্ঞেয়াদি বিভাগ না থাকায় তাহা পুরুষার্থ হইতে পারে না। সেইহেতু মোক্ষে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণযুক্ত ঈশ্বরভাবেরই প্রাপ্তি হয়, এই জৈমিনিমতই গ্রহণীয়। তদুত্তরে ঔড়ুলোমি পক্ষ বলেন—মুক্তাবস্থাতে প্রাপ্তব্য এই যে স্বতভিপ্রেত সর্ব্বজ্ঞতা, তাহা ১। আগন্তুক, অথবা ২। স্বাভাবিক? ১। প্রথম পক্ষে—তাহার কারণরূপে মন-আদি ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার

ভাবদীপিকা [ব্রহ্মে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি স্বীকারে দোষ]

করিতে হইবে, ফলে (ক) ব্রহ্মেরও মন-আদিসাপেক্ষ সর্ব্বজ্ঞত্ব স্বীকার্য্য হইয়া পড়িবে। (খ) "গতাঃ কলাঃ" (মুঃ ৩।২।৭), "অপ্রাণঃ হ্যমনাঃ শুভ্রঃ" (মুঃ ২।১।২), ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হইবে এবং (গ) আগন্তুক হওয়ায় তাহা বিনাশী হইয়া পড়িবে। ২। দ্বিতীয় পক্ষে—(ক) জ্ঞান ও জ্ঞেয় পরস্পরসাপেক্ষ হওয়ায় স্বাভাবিক সর্ব্বজ্ঞতাতে স্বাভাবিক বিষয়সত্তা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে; ফলে "অসঙ্গঃ হি অয়ং পুরুষ" (বৃঃ ৪।৩।১৫), ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়িবে। (খ) এই সর্ব্বজ্ঞতা ব্রহ্মের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলে, তিনি যাবতীয় সংসারদুঃখকে অনুভব করিতে থাকিবেন, ফলে এতাদৃশ মোক্ষ হইতে মাত্র নিজ দুঃখের অনুভবাত্মক সংসারই কাম্য হইয়া পড়িবে। (গ) 'ব্রহ্ম নিজেতে দুঃখ অনুভব করেন না, পরন্তু আমাদের সুখদুঃখকে স্বভিন্নভাবেই অনুভব করেন', ইহা স্বীকার করিলে "যত্র অন্যৎ পশ্যতি···তদল্পং তৎ মর্ত্ত্যম্" (ছাঃ ৭।২৪।১), ইত্যাদি বাক্যানুসারে ভেদদর্শনকারি সেই ব্রহ্ম ক্ষুদ্র ও বিনশ্বর হইয়া পড়িবেন, ইত্যাদি দোষসকল হইয়া পড়িবে। অতএব আচার্য্য জৈমিনি পক্ষ সঙ্গত নহে।

[ব্রহ্মে নিরানন্দস্বরূপতার নিরাকরণ]

অপরে বলেন—চৈতন্যমাত্রস্বরূপে অবস্থানই যদি মোক্ষ হয়, তাহা হইলে তাহা নিরানন্দস্বরূপ হইয়া পড়িবে; কারণ চৈতন্যস্বরূপতাই আনন্দস্বরূপতা নহে। তাহা যদি তাহা হইত, তাহা হইলে দুঃখাবস্থাতেও আনন্দের অভিব্যক্তি হইত, যেহেতু আত্মার চৈতন্যস্বরূপতা দুঃখাবস্থাতেও বিদ্যমান থাকে। দেখ, "যাহা অভিব্যক্ত হইলে যাহার অভিব্যক্তি হয় না, তাহা তাহার স্বভাব নহে"; যেমন নীলতা অভিব্যক্ত হইলে পীততার অভিব্যক্তি না হওয়ায় পীততা নীলতার স্বভাব নহে। অতএব দুঃখাবস্থাতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হইলেও আনন্দস্বরূপতার অভিব্যক্তি না হওয়ায় ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ নহেন, ইহাই সিদ্ধ হয়। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—ত্বৎপ্রদর্শিত ব্যাপ্তি ব্যভিচারগ্রস্ত। দেখ, চৈত্রের রূপ গৌরবর্ণ হইলেও কৃপাণাদিতে চৈত্রশরীরের যে প্রতিবিম্ব, তাহা তাদৃশ গৌরবর্ণরূপে প্রতিভাত হয় না; বরং কথঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণেরই তাহাতে অভিব্যক্তি হয়। অতএব গৌরতা চৈত্রের স্বরূপগত হইলেও "যাহা অভিব্যক্ত হইলে যাহার অভিব্যক্তি হয় না, তাহা তাহার স্বভাব নহে", এই ব্যাপ্তি বিঘটিত হইয়া পড়িল। সুতরাং জীবে চৈতন্যস্বরূপতার অভিব্যক্তি হইলেও দুঃখাবস্থাতে আনন্দস্বরূপতার অভিব্যক্তি না হইলে ব্রহ্মে আনন্দস্বরূপতার অভাব নিশ্চয় করা যায় না। **প্রশ্ন**—আচ্ছা, ব্রহ্ম যদি আনন্দস্বরূপই হন, দুঃখাবস্থাতে তাহার অভিব্যক্তি হয় না কেন? **উত্তর**—উপাধির মহিমাই তাহার হেতু। যেমন দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধির প্রভাবে ব্রহ্মস্বরূপ জীবে ব্রহ্মস্বরূপতার জ্ঞান হয় না, তদ্রূপ উপাধির প্রভাবেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মাভিন্ন জীবের আনন্দস্বরূপতার অভিব্যক্তি হয় না। দর্পণের স্বচ্ছতার তারতম্যানুসারে যেমন তদ্গত প্রতিবিম্বের স্বচ্ছতার তারতম্য হয়; তদ্রূপ শুভাশুভ কর্ম্মের তারতম্যানুসারে প্রিয়াপ্রিয় বিষয়-সংস্পর্শের তারতম্যবশতঃ অন্তঃকরণরূপ উপাধিগত স্বচ্ছতার তারতম্য হওয়ায় আনন্দস্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্বরূপে অভিব্যক্তিরও তারতম্য হইয়া থাকে। অতএব অশুভ কর্ম্মের বলে অপ্রিয় বিষয়ের সহিত সংস্পর্শবশতঃ দুঃখাবস্থাতে চঞ্চল, সুতরাং অস্বচ্ছ চিত্তবৃত্তিতে সুখস্বরূপতার অভিব্যক্তি না হইলেও ব্রহ্মে আনন্দস্বরূপতার অভাব নিশ্চয় করা যায় না। চৈতন্যস্বরূপ

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥৪।৪।৭॥

পদচ্ছেদ—এবম্, অপি, উপন্যাসাৎ, পূর্ব্বভাবাৎ, অবিরোধম্ বাদরায়ণঃ।

সূত্রার্থ—[জৈমিন্যৌড়ুলোমিমতয়োঃ পরস্পরবিরোধাৎ মোক্ষে অনাশ্বাসে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তী আহ—] **এবম্ অপি**—মুক্তস্য পারমার্থিকশুদ্ধচৈতন্যমাত্রস্বরূপত্বাভ্যুপগমেঽপি, **উপন্যাসাৎ**—পূর্ব্বোক্তোপন্যাসাদিভ্যঃ হেতুভ্যঃ, **পূর্ব্বভাবাৎ**—পূর্ব্বস্য—পূর্ব্বোক্তস্য ব্রাহ্মস্য রূপস্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদেঃ ব্যাবহারিকস্য, ভাবাৎ—সত্ত্বাৎ [ব্রহ্মাভিন্নস্য মুক্তাত্মনঃ সপ্রপঞ্চত্বনিষ্প্রপঞ্চত্বয়োঃ] **অবিরোধম্**—বিরোধাভাবম্, **বাদরায়ণঃ**—ব্রহ্মসূত্রকারঃ আচার্য্যঃ বাদরায়ণঃ [মন্যতে]।

সূত্রার্থ—[জৈমিনি ও ঔড়ুলোমির মতদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় মোক্ষবিষয়ে অবিশ্বাস প্রাপ্ত হইলে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] **এবম্ অপি**—মুক্ত পুরুষের পারমার্থিক শুদ্ধচৈতন্যমাত্রস্বরূপতা স্বীকার করিলেও, **উপন্যাসাৎ**—পূর্ব্বোক্ত উপন্যাস প্রভৃতি হেতুসকলবশতঃ, **পূর্ব্বভাবাৎ**—পূর্ব্বস্য—পূর্ব্বে বর্ণিত ব্রহ্মসম্বন্ধী সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ব্যাবহারিক স্বরূপের, ভাবাৎ—অস্তিত্ব থাকায় [ব্রহ্মাভিন্ন মুক্ত আত্মার সপ্রপঞ্চতা ও নিষ্প্রপঞ্চতার মধ্যে] **অবিরোধম্**—বিরোধের অভাব, **বাদরায়ণঃ**—ব্রহ্মসূত্রকার আচার্য্য বাদরায়ণ [মনে করেন]।

ভাবদীপিকা [ব্রহ্মে নিরানন্দস্বরূপতা নিরাকরণ]

ব্রহ্ম যদি আনন্দস্বরূপ না হইতেন, তাহা হইলে জীবের যখন আনন্দানুভূতি হয়, তখন অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে আনন্দের স্ফুরণ কিপ্রকারে হয়? (ক) আনন্দ জড় অন্তঃকরণের ধর্ম্ম নহে, কারণ জড় ঘটে তাহা উপলব্ধ হয় না। তাহা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম হইলে সদাই উপলব্ধ হইত, তাহা কিন্তু হয় না। (খ) আত্মমনঃসংযোগও আনন্দের হেতু নহে; কারণ সুষুপ্তিতে মন বিদ্যমান না থাকিলেও "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম", এইপ্রকারে পূর্ব্বানুভূত সুখের সত্তা স্মৃত হয়। (গ) "আনন্দ অবিদ্যার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, অবিদ্যার কার্য্য অন্তঃকরণে শুভকর্ম্মযোগে তাহার অভিব্যক্তি হয়," ইহাও বলা যায় না; কারণ স্বাভাবিক ধর্ম্মের অভিব্যক্তি নিমিত্তসাপেক্ষ নহে, যেমন অগ্নির উষ্ণতার অভিব্যক্তি, (ঘ) "খদির ও তাম্বূলাদির মিলনে উৎপন্ন মদশক্তির ন্যায় আনন্দ চৈতন্য ও অবিদ্যার মিলনজ ধর্ম্ম", ইহাও বলা যায় না; কারণ তাহা হইলে 'অসৎ হইতে সত্তের উৎপত্তি' স্বীকৃত হইয়া পড়িবে। 'অসৎ হইতে সদুৎপত্তি' নিরাকরণের জন্য যেমন খদির ও তাম্বূলাদিতে মদশক্তির কিয়ৎপরিমাণে অবস্থিতি অঙ্গীকার করিতে হয়; তদ্রূপ অবিদ্যাতেও কিয়ৎপরিমাণে আনন্দের সত্তা স্বীকার্য্য হইয়া পড়িবে। তাহা কিন্তু সম্ভব নহে; কারণ তাহা হইলে অবিদ্যার কার্য্য অন্তঃকরণে সদাই কিয়ৎপরিমাণে আনন্দের অভিব্যক্তি হইতে থাকিবে; তাহা কিন্তু হয় না। (ঙ) সেইহেতু পরিশেষন্যায়বলে আনন্দ চৈতন্য ব্যতীত অপর কাহারও ধর্ম্ম নহে, ইহাই নিশ্চিত হয়। "আনন্দঃ ব্রহ্ম" (তৈঃ ৩।৬), "আকাশঃ আনন্দ" (তৈঃ ২।৭), ইত্যাদি শ্রুতি তাহাই বলেন। অতএব উপাধির স্বচ্ছতাদির তারতম্যানুসারে আনন্দস্বরূপ যাঁহার প্রতিবিম্বরূপে অভিব্যক্তির তারতম্য হয়, অথবা মোটেই অভিব্যক্তি হয় না, সেই সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম স্বতঃই আনন্দস্বরূপ, ইহাই সিদ্ধ হয়। সেইহেতু মোক্ষে চৈতন্যমাত্ররূপে অবস্থিতি হইলেও নিরানন্দস্বরূপতার প্রসক্তি হয় না। (প্রকটার্থাদি অবলম্বনে)।

শাঙ্করভাষ্যম্

এবমপি পারমার্থিকচৈতন্যমাত্রস্বরূপাভ্যুপগমে অপি ব্যবহারাপেক্ষয়া পূর্ব্বস্য অপি উপন্যাসাদিভ্যঃ অবগতস্য ব্রাহ্মস্য ঐশ্বর্য্যরূপস্য অপ্রত্যাখ্যানাৎ অবিরোধং বাদরায়ণঃ আচার্য্যঃ মন্যতে ॥৪।৪।৭॥ ইতি তৃতীয়ং ব্রাহ্মাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বদ্ধ ও মুক্তপুরুষের দৃষ্টিভেদে ঈশ্বরভাব ও শুদ্ধব্রহ্মভাবের সামঞ্জস্য।]

এইপ্রকার হইলেও, অর্থাৎ [ব্রহ্মাভিন্ন মুক্ত জীবের] পারমার্থিক চৈতন্যমাত্র-স্বরূপতা অঙ্গীকৃত হইলেও, [বদ্ধ পুরুষান্তরের] ব্যবহারকে অপেক্ষা করিয়া 'উপন্যাস' (৩১৫ পৃঃ) প্রভৃতি হেতুসকলের বলে অবগত যে পূর্ব্ববর্ণিত ব্রহ্মসম্বন্ধী [অপহতপাপ্মত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বলোকে কামচারিত্ব প্রভৃতি] ঐশ্বর্য্যস্বরূপ, তাহারও প্রত্যাখ্যান হয় না বলিয়া [কোনপ্রকার] বিরোধ হয় না, ইহা আচার্য্য বাদরায়ণ মনে করেন (৫) ॥৪।৪।৭॥ ব্রাহ্মাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

[প্রতিবিম্ববাদে ব্রহ্মাভিন্ন মুক্ত জীবের বদ্ধ ও মুক্তের দৃষ্টিভেদে ঈশ্বরভাব ও শুদ্ধব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি।]

(৫) এই স্থলে তাৎপর্য্য এই—মুক্ত জীবের যে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্যযুক্ত ঈশ্বরভাব-প্রাপ্তি, তাহা বদ্ধ জীবান্তরের দৃষ্টিতে বুঝিতে হইবে ; কারণ বদ্ধ জীব ব্রহ্মকেই জগতের উৎপত্ত্যাদির হেতুভূত সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণযুক্ত পরমেশ্বর বলিয়া মনে করে, ইহা **আচার্য্য জৈমিনির** পক্ষ। কিন্তু মুক্ত যে ব্রহ্মাভিন্ন জীব, তাঁহার স্বদৃষ্টিতে সর্ব্ববিশেষবিবর্জ্জিত শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপতাই প্রতিভাত হয়, ইহাই **আচার্য্য ঔড়ুলোমির** পক্ষ। ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপ একই হইলেও কেন এইপ্রকারে প্রতিভাত হন ? বলিতেছি—যেমন অনেক দর্পণে একই সূর্য্যের প্রতিবিম্বপাত হইলে, একটী দর্পণ যদি অপসৃত হয়, তাহা হইলে সেই দর্পণে আর সূর্য্য-প্রতিবিম্ব পতিত হয় না, কিন্তু ইতি পূর্ব্বে তাহাতে যে সূর্য্যপ্রতিবিম্ব ছিল, তাহা কোথায় গেল ? তাহা অবশ্যই সূর্য্যরূপে পর্য্যবসিত হইল, অর্থাৎ দর্পণরূপ উপাধি অপসৃত হওয়ায় সূর্য্য স্বস্বরূপে অবস্থিত হইলেন, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও অন্য নানা দর্পণরূপ উপাধিতে তাঁহার প্রতিবিম্বপাত হইতেই থাকে। আর সেই প্রতিবিম্বসকলকে অপেক্ষা করিয়া সেই সূর্য্যকে বিম্বও বলিতেই হইবে ; যেহেতু বিম্ব ও প্রতিবিম্ব পরস্পরসাপেক্ষ ধর্ম্ম। পরমার্থতঃ কিন্তু সূর্য্যে বিম্বত্ব নামক কিছুই নাই, তাহা সদাই শুদ্ধ। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ অজ্ঞের দৃষ্টিতে শুদ্ধ ব্রহ্ম বিম্বত্বধর্ম্মাক্রান্ত হওয়ায় জগৎকারণ পরমেশ্বররূপে (২।৬৩৯ পৃঃ) এবং অবিদ্যার কার্য্যভূত নানা অন্তঃকরণে তাঁহার যে প্রতিবিম্ব, তাহাই নানা জীবরূপে বর্ণিত হই-তেছেন। এই প্রতিবিম্বরূপ জীব যতকাল থাকে, শুদ্ধব্রহ্মনিষ্ঠ বিম্বতাও ততকালই থাকে, কারণ ইহারা পরস্পরসাপেক্ষ। এই বিম্বভাবপ্রাপ্তিই, অর্থাৎ তদ্রূপে বর্ণিত হওয়াই শুদ্ধব্রহ্মের ঈশ্বরতা। বস্তুতঃ কিন্তু শুদ্ধ ব্রহ্ম ও ঈশ্বর অভিন্ন তত্ত্ব, বিম্বত্বরূপ কোন ধর্ম্মই পরমার্থতঃ তাঁহাতে নাই, তিনি সদাই সর্ব্বপ্রকার বিশেষ বিবর্জ্জিত শুদ্ধ। বস্তুস্থিতি এইপ্রকার হওয়ায় কোন জীবে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হইলে, সেই প্রতিবিম্বভূত জীবের উপাধিভূত মায়ার কার্য্য অন্তঃকরণের

ভাবদীপিকা

বাধবশতঃ তাহাতে প্রতিবিম্বিত যে জীবচৈতন্য, তিনি বস্তুতঃ উপরে বর্ণিত সূর্য্যদৃষ্টান্তের ন্যায় শুদ্ধব্রহ্মরূপে পর্য্যবসিত হন। কিন্তু তাহা হইলেও অন্য বদ্ধ জীবের দৃষ্টিতে তিনি বিম্বত্বধর্ম্মাক্রান্ত জগৎকারণ ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হন, কারণ তাঁহাতে বিম্বশব্দপ্রয়োগের হেতুভূত অন্য বদ্ধ জীবরূপ প্রতিবিম্বসকল তখনও বর্ত্তমান থাকে। অন্য প্রতিবিম্বসকলকে অপেক্ষা করিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মের যে এই বিম্বতা, তাহাই তাঁহার জগৎকারণতা। আর যিনি জগৎকারণ, তিনি অবশ্যই সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণযুক্ত *। এইহেতু অবিদ্যাবিলয়ে অন্তঃকরণের বিলয়বশতঃ জীব যখন শুদ্ধ ব্রহ্মরূপে পর্য্যবসিত হন, তখন অন্য বদ্ধজীবের দৃষ্টিতে তিনি বিম্বত্বধর্ম্মাক্রান্ত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণযুক্ত জগৎকারণ ঈশ্বরভাবই প্রাপ্ত হন। ১।৩।১৯ সূত্রভাষ্যেও (১।৬৪৯ পৃঃ ৫২ বাক্য) "অপহতপাপ্মত্বাদিগুণকং পারমেশ্বরং স্বরূপং বিদ্যয়া প্রতিপাদ্যতে", ইত্যাদি ভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার এই কথাই বলিয়াছেন; ব্রহ্মাত্মবিদের স্বদৃষ্টিতে কিন্তু স্বীয় অন্তঃকরণাদি উপাধি বাধিত হওয়ায় তিনি শুদ্ধব্রহ্মরূপ স্বস্বরূপে অবস্থিত হন, উক্ত গুণসকলকে নিজেতে অনুভব করেন না, ইহাই রহস্য। এইরূপে আচার্য্য **জৈমিনি** ও আচার্য্য **ঔডুলোমির** মতদ্বয়ের মধ্যে কোনপ্রকার বিরোধ নাই †, ইহাই আচার্য্য **বাদরায়ণ** এই সূত্রে প্রতিপাদন করিলেন। প্রতিবিম্ববাদী বিবরণকারসম্মত এই পক্ষই শ্রুতি, স্মৃতি, সূত্র এবং ভাষ্যকারসম্মত। [সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, চৌখাম্বা ৪।৫।৫১৪ পৃঃ এবং সিদ্ধান্তকল্পবল্লী ৪।১৬-১৭ শ্লোক কেসরবল্লী ব্যাখ্যা দ্রঃ]।

["সর্ব্বমুক্তিতে একের মুক্তি", এই মতবাদের তাৎপর্য্য]

এই প্রসঙ্গে আরও কোন কোন বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—১। "সকল জীবের যতকাল না মুক্তি হয়, ততকাল কোন জীবেরই শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপতার আবির্ভাবরূপ সদ্যোমুক্তি লব্ধ হয় না, পরন্তু তিনি অপহতপাপ্মত্বাদি গুণযুক্ত ঈশ্বররূপে অবস্থান করেন" ††, ইত্যাদি এই যে বেদান্তসম্মত মতবাদ, তাহাকে উপরে বর্ণিত দৃষ্টিভেদ অবলম্বনেই বুঝিতে হইবে। আচার্য্য সদাশিবেন্দ্র সরস্বতীকৃত সিদ্ধান্তকল্পবল্লীর কেসরবল্লী ব্যাখ্যাতে (৪।১৭) এইপ্রকারই বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"মুক্তস্য সর্ব্বমুক্তিপর্য্যন্তং ঈশ্বরভাবাপত্তিরপি বদ্ধপুরুষান্তরদৃষ্ট্যা। বস্তুতস্তু অস্পৃষ্টেশ্বরত্বাদিধর্ম্ম....অখণ্ডৈকরসব্রহ্মাত্মনাবস্থানম্ ইতি পরমসিদ্ধান্তমাহ", ইত্যাদি। ইহা অঙ্গীকার না করিলে কোন জীবের কোন কালেই নির্বিশেষ ব্রহ্মাত্মভাবের অভিব্যক্তিরূপ সদ্যোমুক্তি লব্ধ হইবে না; কারণ অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে অনাদি অনন্ত সৃষ্টিতে মায়ারূপা ঈশ্বরীয় শক্তি কখনও থাকিবে না, এইপ্রকার পরিস্থিতি কখনও হইবে না। আর মায়া থাকিলেই তাহাতে, বা তাহার কার্য্যভূত অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত জীব থাকিবেই, ফলে অজ্ঞের দৃষ্টিতে শুদ্ধ ব্রহ্মও বিম্বত্বধর্ম্মাক্রান্ত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণযুক্ত ঈশ্বররূপেই অবস্থিত থাকিবেন, নির্বিশেষব্রহ্মরূপে নহে।

---

* বিম্বভূত পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণ কিপ্রকারে প্রাপ্ত হয়, তাহা ৩৪ পৃঃ ৪ ভাবদীঃ দ্রঃ।

† "মায়াতে চিৎপ্রতিবিম্বই ঈশ্বর", এই যে মতবাদ, ইহাকে বলে—প্রতিবিম্বেশ্বরবাদ। এই মতবাদী প্রকটার্থকার কিন্তু এইপ্রকার ব্যাখ্যা অঙ্গীকার করেন নাই। তিনি বলেন—"পরমার্থব্রহ্মবিদ্ (—নির্গুণব্রহ্মবিদ্) নির্বিশেষচৈতন্যমাত্ররূপে অবস্থান করেন, আর সোপাধিকব্রহ্মবিৎ (—সগুণব্রহ্মবিৎ) সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। সুতরাং জৈমিনি ও ঔডুলোমির মতে কোনপ্রকার বিরোধ নাই" (প্রকটার্থবিবরণ ১০৯৬ পৃঃ)। বিম্বেশ্বরবাদী ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার এই মত অঙ্গীকার করেন নাই। ৩২৩ পৃঃ ২ ভাবদীঃ দ্রঃ।

†† "তেন মুক্তিকালে জীবস্য যাবৎসর্ব্বমুক্তিঃ অপহতপাপ্মত্বাদিনা ব্রাহ্মেণ রূপেণ অবস্থানং, তদনন্তরং নির্বিশেষচিদানন্দাত্মনাবস্থানম্" ইত্যাদি ব্রহ্মবিদ্যাভরণ (১।৩।১৯ সূ., ৩০৩ পৃঃ) এবং সিদ্ধান্তলেশ ৪।৫, চৌখাম্বা ৫১৪ পৃঃ দ্রঃ।

ভাবদীপিকা

[নিগু'ণব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে পঠিত 'কামচার' ও 'ভক্ষণ' প্রভৃতির উপপত্তি।]

২। আশঙ্কা হয়—বদ্ধ জীবের দৃষ্টিতে ব্রহ্মাভিন্ন মুক্ত জীবে অপহতপাপ্মত্ব ও সর্বজ্ঞত্বাদি ঈশ্বরীয় গুণের উপপত্তি না হয় হইল। কিন্তু শ্রুতিতে নিগু'ণব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে যে "সঃ তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" (ছাঃ ৮।১২।৩), "লোকেষু কামচারো ভবতি" (ছাঃ ৭।২৫।২), ইত্যাদি প্রকারে জৈব ভোগসকল বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নির্বিশেষব্রহ্মাভিন্ন মুক্ত জীবে কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে ? উত্তরে ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার ৪।৪।৭ সূত্রে বলিয়াছেন—"সর্বাত্মকত্বাৎ এব জীবান্তরগতং ব্রাহ্মলৌকিকং জক্ষণাদিকম্ উপপদ্যতে", ইত্যাদি। ভাব এই—"নিগু'ণ-ব্রহ্মবিদ্ মুক্ত জীবের সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্তি হওয়ায় ব্রহ্মলোকবাসী ক্রমমুক্ত ও অপর সকলের যে ভক্ষণ ও ক্রীড়াদিরূপ ভোগ, সেই সকলই বদ্ধ জীবান্তরের দৃষ্টিতে উক্ত সর্ব্বাত্মক (—সকলের আত্মভূত) নিগু'ণব্রহ্মবিদ্ মুক্ত জীবে প্রাপ্ত হইয়া পড়ে"। চিদেকরস তাঁহার স্বদৃষ্টিতে কিন্তু এই সকল কিছুই নাই। (৫ অধিঃ ৩ ভাবদীঃ দ্রঃ)।

[সিঃ—আভাসবাদ, অবচ্ছেদবাদ ও একজীববাদে শুদ্ধব্রহ্মরূপে অবস্থিতিই মোক্ষ।]

প্রতিবিম্ববাদীর এতদ্বিষয়ক মতবাদ উপরে ৩২১ পৃঃ হইতে আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে অন্যান্য মতবাদিগণের এতদ্বিষয়ক অভিমত আলোচিত হইতেছে। ৩। আভাসবাদে (২।২০৪, ৬৩৮) জীব ও ঈশ্বর, উভয়ই প্রতিবিম্বস্বরূপ হওয়ায় মুক্তপুরুষ আচার্য্য ঔড়ুলোমিসম্মত বিম্বভূত শুদ্ধব্রহ্মচৈতন্যরূপে অবস্থান করেন ; কারণ অনেক অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে একই চৈতন্যের প্রতিবিম্বপাত হইলে, যখন একটী উপাধি বিলীন হয়, তখন তৎস্থ সেই প্রতিবিম্বের বিম্বরূপে অবস্থিতিই যুক্তিসঙ্গত ; যেহেতু কল্পিত অন্তঃকরণরূপ জীবোপাধি বাধিত হইলে অধিষ্ঠানভূত শুদ্ধ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। মায়াতে প্রতিবিম্বিত ঈশ্বররূপ অন্য প্রতিবিম্বে মুক্ত জীবের অবস্থিতি সঙ্গত নহে ; কারণ (ক) তৎপ্রাপ্তির কোন হেতু নাই ; যেহেতু প্রতিবিম্ব বিম্বরূপেই পর্য্যবসিত হয়, অন্য প্রতিবিম্বরূপে নহে। আর এক প্রতিবিম্বকে পরিত্যাগকরতঃ অন্য প্রতিবিম্বের প্রাপ্তি হইলে, তাহা মুক্তিপদবাচ্য হইতে পারিবে না। (খ) এক প্রতিবিম্বের অন্য প্রতিবিম্বভাবপ্রাপ্তি যদি সম্ভবও হয়, তাহা হইলে কদাচিৎ অন্য জীবরূপ অন্য প্রতিবিম্বভাবপ্রাপ্তিও সম্ভব হওয়ায় মুক্ত জীবের পুনঃ বন্ধনদশা হইয়া পড়িবে। (গ) নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ মুক্তিনামক কিছুই থাকিবে না এবং (ঘ) "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" (শ্বেঃ ৬।১৯), ইত্যাদি শ্রুতিরও বিরোধ হইয়া পড়িবে। তাহা সঙ্গত নহে। ৪। অবচ্ছেদবাদেও (২।৬৩৯ পৃঃ) পরিস্থিতি একই প্রকার। ঘটধ্বংসে ঘটাকাশের মহাকাশস্বরূপতা প্রাপ্তির ন্যায় অন্তঃকরণরূপ অবচ্ছেদের নাশে জীবের মহাকাশস্বরূপ অনবচ্ছিন্ন শুদ্ধব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিই সঙ্গত। ব্রহ্মাত্মজ্ঞানবলে স্বোপাধিভূত অন্তঃকরণের বিলয় হইলে মুক্তের যদি পুনরায় মায়া, বা অবিদ্যারূপ ঈশ্বরীয় অবচ্ছেদের প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে কদাচিৎ অন্য অন্তঃকরণরূপ অবচ্ছেদের প্রাপ্তি সম্ভব হওয়ায় তাঁহার পুনরায় বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইয়া পড়িবে * (সিদ্ধান্তলেশ চৌখাম্বা, ৪।৫, ৫১৩ পৃঃ দ্রঃ)। উপরে আভাস-

* কৃষ্ণালঙ্কারকার বলেন—"মুক্ত জীবের অন্য অন্তঃকরণের সহিত সংসর্গ হইলে তাহা অন্য জীবই হইয়া পড়িবে। ফলে 'যে আমি পূর্ব্বে সংসারী ছিলাম, পরে কোনপ্রকারে মুক্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে সেই আমার পুনঃ বন্ধনদশা প্রাপ্তি হইয়াছে', এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব না হওয়ায় এবং উপাধির একত্ব না থাকায় মুক্ত জীবের পুনঃ বন্ধনপ্রাপ্তিরূপ উক্ত দোষ হয় না"। আমরা বলি—মুক্ত জীবের অন্য উপাধিপ্রাপ্তির প্রশ্নই উঠে না ; কারণ নিগু'ণ-

ভাবদীপিকা

-বাদে বর্ণিত অপর দোষগুলিও এই মতে প্রসক্ত হইয়া পড়িবে। তাহা সঙ্গত নহে। ৫। **একজীববাদে** অবিদ্যা একই হওয়ায় এবং বিদ্যাবলে তাহা বাধিত হওয়ায় জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ইত্যাদি যাবতীয় জগৎপ্রপঞ্চ বাধিত হইয়া পড়ে: ফলে জীব আচার্য্য ঔডুলোমিসম্মত নির্বিশেষ ব্রহ্মচৈতন্যরূপেই অবস্থান করেন। এই মতে জীবান্তরের অস্তিত্বই নাই। তাহাদের অস্তিত্ব ও শুকদেবাদির মুক্তি স্বাপ্নপদার্থের ন্যায় অলীক। এইরূপে দেখা গেল—**আভাসবাদ, অবচ্ছেদবাদ** এবং **একজীববাদে** আচার্য্য ঔডুলোমিসম্মত শুদ্ধব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিই হইয়া থাকে; আচার্য্য জৈমিনিসম্মত (৪।৪।৫ সূঃ) ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি নহে।

[একজীববাদ এবং জীবাবচ্ছেদবাদ সূত্রকারসম্মত নহে।]

৬। লক্ষ্য করিতে হইবে—**একজীববাদে** জীবান্তরের ব্যাবহারিক অস্তিত্বও স্বীকৃত না হওয়ায় বদ্ধের দৃষ্টিতে মুক্তের ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না বলিয়া ৪।৪।৭ সূত্রের বিরোধবশতঃ এই মতবাদ সূত্রকারসম্মত নহে। "এতেনাম্বুবচ্চ একজীববাদপারমার্থিকজীবভেদবাদয়োরপি দোষঃ", ইত্যাদি সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ (চৌখাম্বা ৫৩৬ পৃঃ) দ্রঃ। "জীব ও ঈশ্বর পরমার্থতঃ ভিন্ন", এই মতেও মুক্ত পুরুষের শুদ্ধব্রহ্মভাব, বা ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি না হওয়ায় ৪।৪।৭ সূত্রের বিরোধ হইয়াই পড়ে।

(সিদ্ধান্তে নানা অংশযুক্তা এক মূলাবিদ্যা অঙ্গীকৃত হওয়ায় সকলপ্রকার ব্যবহারের সামঞ্জস্য।)

৭। আশঙ্কা হয়—সিদ্ধান্তী তোমরা জীবের উপাধিরূপে (ক) একটী মায়াশক্তি (—একটি অজ্ঞান, বা একটি অবিদ্যা) অঙ্গীকার কর, অথবা (খ) বহু? (খ) **দ্বিতীয়** পক্ষে—প্রপঞ্চভেদ হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ মায়ারূপ পরিণামী উপাদান প্রত্যেক জীবে বিভিন্ন হওয়ায় প্রত্যেক জীবের উপলব্ধ জগৎ বিভিন্ন হইয়া পড়িবে। ফলে এক জীব ঘটাদি মায়াকার্য্যকে যেপ্রকারে উপলব্ধি ও ব্যবহার করিবে, অন্য জীবও যে তদ্রূপ করিবে, তাহা সম্ভব হইবে না (১।৭৫৩ পৃঃ)। (ক) প্রথম পক্ষে—একজীববাদের প্রসক্তি হইয়া ৪।৪।৭ সূত্রের বিরোধ হইয়া পড়িবে। ইহার ব্যবস্থা কি? উত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—আমরা মূলাবিদ্যাকে (—মায়াশক্তিকে) 'এক' রূপেই অঙ্গীকার করি। ফলে প্রত্যেক জীবের জগৎ বিভিন্ন হইয়া পড়ে না। কিন্তু সেই এক মূলাবিদ্যা অনেক অংশযুক্তা (২।৬৪০ পৃঃ)। শ্রুতিও বলেন—"পরাস্য শক্তিঃ বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বেঃ ৬।৮), "ইন্দ্রঃ মায়াভিঃ পুরুরূপঃ ঈয়তে" (বৃঃ ২।৫।১৯, ঋক্ সং ৬।৪৭।১৮), ইত্যাদি। [পুরুরূপ—বহুরূপ। ইন্দ্র (—পরমেশ্বর) মায়াসকলের দ্বারা বহুরূপে প্রতিভাত হন, ইহাই ভাব]। মূলাবিদ্যার সেই এক এক অংশে যে চিৎপ্রতিবিম্ব, তাহাই এক একটী জীব *। এইরূপে আমাদের মতে মায়া এক হইলেও বহু জীব অঙ্গীকৃত হওয়ায় বন্ধমোক্ষব্যবস্থা এবং বদ্ধ জীবান্তরের দৃষ্টিতে মুক্তের ঈশ্বরাবস্থাপ্রাপ্তি ইত্যাদি ৪।৪।৭ সূত্রে প্রতিপাদিত সকলই হয় সমঞ্জস। ইহাই সম্প্রদায়বৃদ্ধগণের সিদ্ধান্ত (রত্নপ্রভা দ্রঃ) ব্রাহ্মাধিকরণ সমাপ্ত।

-ব্রহ্মাত্মৈকজ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যা বাধিত হওয়ায় সোপাধিক যাবতীয় প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হইলে চিন্মাত্রস্বরূপে অবস্থিত মুক্তাত্মার বদ্ধত্বা, বদ্ধ জীবদশত্বা, বা ঈশ্বরত্ব, কোনপ্রকার উপাধিসংসর্গই সম্ভব না হওয়ায় পুনঃ জন্মান্তরের, অথবা ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তির প্রসঙ্গই অপ্রাসঙ্গিক। অতএব অবচ্ছেদবাদে মুক্তজীবের শুদ্ধ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিই অঙ্গীকার্য্য।

* লক্ষ্য করিতে হইবে—এইরূপে মূলাবিদ্যার একত্বাঙ্গীকার করিয়াও অবিদ্যার নানা অংশে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে নানা জীবরূপে অঙ্গীকার করায় ব্যাপক একটী জীব অঙ্গীকৃত না হওয়ায় ২।৩।১৩ অধিকরণে প্রতিপাদিত জীবের স্বরূপতঃ বিভুত্ব পরিত্যক্ত হইতেছে না। কারণ সেই অধিকরণে প্রতিপাদিত যে জীববিভুত্ব, তাহা ব্রহ্মা-

উত্তরভাগ—সগুণপরব্রহ্মবিদ্যার ফলনিরূপণ

৪। সঙ্কল্পাধিকরণম্। [৮-৯ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ব্রহ্মলোকস্থ ক্রমমুক্ত সগুণপরব্রহ্মবিদের সঙ্কল্পই ভোগ্যবস্তু সৃষ্টির হেতু।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে ব্রহ্মাভিন্ন মুক্তজীববিষয়ক সবিশেষ ও নির্বিশেষ শ্রুতিবাক্যসকলের বিরোধ দৃষ্টিভেদাবলম্বনে পরিহৃত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণে কিন্তু "সঙ্কল্পাৎ এব অস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" (ছাঃ ৮।২।১) ইত্যাদি বাক্যপ্রতিপাদ্য বিষয়ে যোগী ও অযোগীর সামর্থ্যভেদে সেইপ্রকার ব্যবস্থা সম্ভব হইবে না ; কারণ যোগীগণেরও সঙ্কল্পাতিরিক্ত সাধনগ্রহণ পরিদৃষ্ট হয়। এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—ঈশ্বরসাযুজ্যপ্রাপ্ত ক্রমমুক্ত সগুণপরব্রহ্মবিদের ঈশ্বরতুল্য বিভূতি ও ভোগ্য পদার্থসৃষ্টির সাধন নিরূপিত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

ভোগ্যসৃষ্টাবস্তি বাহ্যো হেতুঃ সঙ্কল্প এব বা।
আশামোদকবৈষম্যাদ্ধেতুর্বাহ্যোঽস্তি লোকবৎ ॥
"সঙ্কল্পাদেব পিতরঃ" ইতি শ্রুত্যাবধারণাৎ।
সঙ্কল্প এব হেতুঃ স্যাদ্বৈষম্যং চানুচিন্তনাৎ ॥

অন্বয়—ভোগ্যসৃষ্টৌ বাহ্যঃ হেতুঃ অস্তি, সঙ্কল্পঃ এব বা ? আশামোদকবৈষম্যাৎ লোকবৎ বাহ্যঃ হেতুঃ অস্তি। "সঙ্কল্পাৎ এব পিতরঃ", ইতি শ্রুত্যা অবধারণাৎ সঙ্কল্পঃ এব হেতুঃ স্যাৎ ; বৈষম্যং চ অনুচিন্তনাৎ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[পূর্ব্বাধিকরণত্রয়েণ সদ্যোমুক্তৌ বিচারিতায়াং ব্রহ্মলোকলক্ষণায়াঃ মুক্তেঃ অবশিষ্টত্বাৎ তদ্বিচারঃ আপাদসমাপ্তেঃ প্রবর্ত্ততে। "সঃ যদি পিতৃলোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" (ছাঃ ৮।২।১), ইত্যাদিবাক্যম্ অত্র বিষয়ঃ। "সঙ্কল্পাৎ এব", ইত্যত্র প্রযুক্তস্য এবকারস্য অযোগান্যযোগব্যবচ্ছেদসাধারণত্বাৎ ভবতি সংশয়ঃ—অর্চ্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তস্য উপাসকস্য [ভোগ্যসৃষ্টৌ বাহ্যঃ হেতুঃ অস্তি, সঙ্কল্পঃ এব বা [তত্র হেতুঃ] ?

পূর্ব্বপক্ষ—[মানসসঙ্কল্পমাত্রং তু ন তস্য হেতুঃ, তথাত্বে সতি আশামোদকসমত্বেন পুষ্কলভোগাভাবপ্রসঙ্গাৎ। অতঃ সগুণপরব্রহ্মবিদঃ যঃ ভোগঃ, তস্য] আশামোদকবৈষম্যাৎ [ভোগ্যসৃষ্টৌ] লোকবৎ বাহ্যঃ হেতুঃ [অপি অপেক্ষিতঃ] অস্তি।

সিদ্ধান্ত—"সঙ্কল্পাৎ এব পিতরঃ", ইতি শ্রুত্যা [পিতৃমাতৃভ্রাতৃগন্ধমাল্যাদিভোগ্যসৃষ্টৌ বাহ্যসাধনান্তরাভাবস্য] অবধারণাৎ সঙ্কল্পঃ এব [তত্র] হেতুঃ স্যাৎ। [ন চ সঙ্কল্পকার্য্যাণাম্ আশামোদকসমানত্বং শঙ্কনীয়ম্, উপার্জ্জিতমোদকসমানত্বস্যাপি সঙ্কল্পয়িতুং শক্যত্বাৎ, সঙ্কল্পশক্তেঃ উপাসনাপ্রসাদেন নিরঙ্কুশত্বাৎ। অতঃ আশামোদকাৎ] বৈষম্যং চ অনুচিন্তনাৎ [ভবতি]।

অনুবাদ

সংশয়—[পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণত্রয়ের দ্বারা সদ্যোমুক্তি বিচারিত হইলে, ব্রহ্মলোকরূপ মুক্তি (—ক্রমমুক্তি) অবশিষ্ট থাকায় তদ্বিষয়ক বিচার পাদ সমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত (—আরব্ধ) হইতেছে। "তিনি যদি পিতৃলোক কামনা করেন, ইঁহার সঙ্কল্প হইতেই পিতৃগণ সমুত্থিত হন",

-ভেদ্রষ্টা দৃষ্টিতে (২।৬২৮ পৃঃ ৫ বাক্য দ্রঃ), মূলাবিদ্যার একত্বদৃষ্টিতে নহে। অবিদ্যা এক, বা বহু যাহাই হউক্, ব্রহ্মবস্তু একই এবং জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মাভিন্নই, সুতরাং বিভু। ব্রাহ্মাধিকরণ সমাপ্ত।

ইত্যাদি বাক্য এখানে বিষয়। "সঙ্কল্পাৎ এব", এই স্থলে প্রযুক্ত 'এব'কার অযোগ ও অন্যযোগ ব্যবচ্ছেদ (১) সাধারণ হওয়ায় (—'এব'কারের উক্ত উভয়প্রকার অর্থ সম্ভব হওয়ায়) সংশয় হইতেছে—অর্চ্চিরাদিমার্গাবলম্বনে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত উপাসকের] ভোগ্যবস্তুর সৃষ্টিতে বাহ্য হেতু আছে, অথবা সঙ্কল্পমাত্রই 'সেখানে হেতু' ?

সংশয়—[মানস সঙ্কল্পমাত্র কিন্তু তাহার (—ভোগ্যবস্তু সৃষ্টির) হেতু নহে, যেহেতু তাহা হইলে আশামোদকের (—কাল্পনিক মিষ্টান্নের) সমান হওয়ায় সম্যগ্ ভোগের অভাব হইয়া পড়িবে। সেইহেতু সগুণপরব্রহ্মবিদের যে ভোগ, তাহার] আশামোদক হইতে বৈষম্য থাকায় [ভোগ্যবস্তু সৃষ্টিতে] লোকমধ্যে যেপ্রকার হয়, সেইরূপে বাহ্য হেতুও [অপেক্ষিতরূপে] আছে।

সিদ্ধান্ত—"সঙ্কল্প হইতেই পিতৃগণ সমুত্থিত হন", ইত্যাদি শ্রুতিবলে [পিতা মাতা ভ্রাতা গন্ধ ও মাল্যাদি ভোগ্যবস্তুর সৃষ্টিতে অন্য বাহ্য সাধনের অভাব] অবধারিত হওয়ায় সঙ্কল্পই [তাহাতে] হেতু হইবে। [আর সঙ্কল্পের কার্য্যসকল আশামোদকের সমান, এইপ্রকার আশঙ্কা করা উচিত নহে; কারণ উপার্জ্জিত মোদকের সমানতা সঙ্কল্প করিবার সামর্থ্যও [তাঁহাদের] আছে, যেহেতু উপাসনার প্রসাদে সঙ্কল্প করিবার শক্তি বাধাহীন হইয়া থাকে। সেইহেতু [আশামোদক হইতে] বৈষম্য অনুচিন্তনের (—সঙ্কল্পের) বলেই হইয়া থাকে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, লোকবৃত্তির অনুসরণ (—লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে বাহ্য সাধন-সামগ্রীর আবশ্যকতা) সিদ্ধ হয়। সিদ্ধান্তে—শ্রৌতবৃত্তির অনুসরণ (—শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় বাহ্য সাধনসামগ্রীর অনাবশ্যকতা ও সঙ্কল্পেরই আবশ্যকতা) সিদ্ধ হয়।

সঙ্কল্পাদেব তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥৪।৪।৮॥

পাদচ্ছেদ—সঙ্কল্পাৎ, এব, তু, তৎ-শ্রুতেঃ।

সূত্রার্থ—[দহরবিদ্যায়াং শ্রূয়তে—"সঃ যদি পিতৃলোককামঃ ভবতি সঙ্কল্পাৎ এব অস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" (ছাঃ ৮।২।১) ইতি। তত্র কিং ব্রহ্মলোকস্থস্য বিদুষঃ সঙ্কল্পাদেব পিত্রাদিবিভূতিপ্রাপ্তিঃ, উত যত্নান্তরসহকৃতাৎ তস্মাৎ ইতি সন্দেহে; "মুক্তস্য পিত্রাদিভোগসম্পত্তিঃ সঙ্কল্পাতিরিক্তযত্নাদিসাপেক্ষা, ভোগসম্পত্তিত্বাৎ, অস্মদাদিভোগসম্পত্তিবৎ", ইতি অনুমানেন যত্নান্তরসহকৃতাৎ সঙ্কল্পাৎ বিভূতিপ্রাপ্তিঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **সঙ্কল্পাৎ এব**-কেবলাৎ সঙ্কল্পাৎ [অস্য বিদুষঃ পিত্রাদিবিভূতিপ্রাপ্তিঃ। কুতঃ?] **তৎ-শ্রুতেঃ**—"সঙ্কল্পাৎ এব", ইতি সাধনান্তরনিরাসকৈবকারশ্রুতেঃ। শ্রুত্যা লৌকিকানুমানস্য বাধঃ ইতি তুশব্দেন সূচ্যতে।

অনুবাদ—[দহরবিদ্যাতে পঠিত হইতেছে—"তিনি যদি পিতৃলোক কামনা করেন,

ভাবদীপিকা

(১) অযোগব্যবচ্ছেদ প্রভৃতির অর্থ ২১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। প্রস্তাবিত স্থলে পূর্ব্ববাদী মনে করেন—এই 'এব'কারটীর অর্থ—'অযোগব্যবচ্ছেদ', অর্থাৎ বাহ্য সাধনের যে অযোগ (—সম্বন্ধহীনতা), তাহার ব্যবচ্ছেদ (—নিরাকরণ)। ফলে ভোগ্যবস্তুসৃষ্টিতে বাহ্য সাধনের অপেক্ষা আছে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়। সিদ্ধান্তী মনে করেন—এই 'এব' কারের অর্থ—'অন্যযোগব্যবচ্ছেদ', অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুসৃষ্টিতে অন্যের যে প্রকার বাহ্য সাধনের যোগ (—অপেক্ষা) আছে, ইঁহার সেইপ্রকার নাই।

সঙ্কল্প হইতেই পিতৃগণ সমুত্থিত হন", ইত্যাদি। সেই স্থলে কি ব্রহ্মলোকস্থ বিদ্বানের সঙ্কল্প হইতেই পিত্রাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়, অথবা যত্নান্তরসংকৃত তাহা (—সঙ্কল্প) হইতে হয়, এই-প্রকার সন্দেহ হইলে "মুক্ত পুরুষের পিত্রাদিভোগপ্রাপ্তি সঙ্কল্পাতিরিক্ত প্রযত্নাদি সাপেক্ষ, যেহেতু তাহা ভোগপ্রাপ্তি, যেমন অস্মদাদির ভোগপ্রাপ্তি", এইপ্রকার অনুমানের দ্বারা যত্নান্তরসংকৃত সঙ্কল্প হইতে ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **সঙ্কল্পাৎ এব**—কেবলমাত্র সঙ্কল্প হইতেই [এই বিদ্বানের পিত্রাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। তাহাতে প্রমাণ কি? উত্তর—] **তৎ-শ্রুতেঃ**—যেহেতু সাধনান্তরের নিরাসক "সঙ্কল্পাৎ এব" এইপ্রকারে 'এব'কার শ্রুতি আছে। শ্রুতির বলে লৌকিক অনুমানের বাধ হয়, ইহা তুশব্দটীর দ্বারা সূচিত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

হার্দ্দবিদ্যায়াং শ্রূয়তে—"সঃ যদি পিতৃলোককামঃ ভবতি সঙ্কল্পাৎ এব অস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" (ছাঃ ৮।২।১) ইত্যাদি।১ তত্র সংশয়ঃ—কিং সঙ্কল্পঃ এব কেবলঃ পিত্রাদিসমুত্থানে হেতুঃ, উত নিমিত্তান্তরসহিতঃ ইতি।২ তত্র সত্যপি "সঙ্কল্পাৎ এব" ইতি শ্রবণে লোকবৎ নিমিত্তান্তরাপেক্ষতা যুক্তা।৩ যথা লোকে অস্মদাদীনাং সঙ্কল্পাৎ গমনাদিভ্যশ্চ হেতুভ্যঃ পিত্রাদিসম্পত্তিঃ ভবতি, এবং মুক্তস্যাপি স্যাৎ।৪ এবং দৃষ্টবিপরীতং ন কল্পিতং ভবিষ্যতি।৫ "সঙ্কল্পাৎ এব" ইতি তু রাজ্ঞঃ ইব সঙ্কল্পিতার্থসিদ্ধি-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—ক্রমমুক্তপুরুষের ভোগ্যসৃষ্টিতে সঙ্কল্প ও বাহ্য সাধন উভয়ই আবশ্যক।]

হার্দ্দবিদ্যাতে শ্রুত হইতেছে—"তিনি যদি পিতৃলোককামী হন (—পূর্ব্বপুরুষ-গণের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করেন), ইঁহার সঙ্কল্প হইতেই পিতৃগণ সমুত্থিত হন", ইত্যাদি।১ সেই স্থলে সংশয় হয়—কেবল সঙ্কল্পই কি পিতা প্রভৃতির সমুত্থানের প্রতি হেতু, কিম্বা অন্য নিমিত্তের সহিত 'সঙ্কল্প'? ২ [পূর্ব্বপক্ষ—] সেই স্থলে "সঙ্কল্পাৎ এব" (—কেবলমাত্র সঙ্কল্প হইতে), এইপ্রকার শ্রবণ (—পাঠ) থাকিলেও, লোকের ন্যায় (—লোকমধ্যে যেপ্রকার হয়, সেইপ্রকারে) অন্য নিমি-ত্তের অপেক্ষা থাকা যুক্তিসঙ্গত।৩ যেমন লোকমধ্যে অস্মদাদির সঙ্কল্প এবং গমন প্রভৃতি হেতুসকলবশতঃ পিতা প্রভৃতির সম্পত্তি (—নৈকট্যপ্রাপ্তি) হইয়া থাকে, মুক্ত পুরুষেরও (—ক্রমমুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরও) এইপ্রকার হইবে (২)।৪ [অনু-মানের ফল বর্ণনা করিতেছেন—] এইপ্রকারে যাহা পরিদৃষ্ট হয়, তাহার বিপরীত কিছু কল্পিত হইবে না।৫ [কিন্তু লৌকিক অনুমানের বলে এই স্থলে শ্রুতির অর্থনিরূপণ করিলে "সঙ্কল্পাৎ এব", এইপ্রকার অবধারণ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] "সঙ্কল্পাৎ এব", ইহা কিন্তু রাজার ন্যায় (—রাজার যেপ্রকার

ভাবদীপিকা

(২) এই স্থলে প্রদর্শিত পূর্ব্বপক্ষীয় অনুমান ৩২৬ পৃঃ সূত্রার্থমধ্যে এবং তদনুবাদমধ্যে দ্রঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

-কন্তীং সাধনান্তরসামগ্রীং সুলভাম্ অপেক্ষ্য উচ্যতে।৬ ন চ সঙ্কল্পমাত্রসমুত্থানাঃ পিত্রাদয়ঃ মনোরথবিজৃম্ভিতবৎ চলত্বাৎ পুষ্কলং ভোগং সমর্পয়িতুং পর্যাপ্তাঃ স্যুঃ ইতি।৭ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—সঙ্কল্পাদেব তু কেবলাৎ পিত্রাদিসমুত্থানম্ ইতি।৮ কুতঃ?৯ তচ্ছ্রুতেঃ।১০ "সঙ্কল্পাৎ এব অস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" ইত্যাদিকা হি শ্রুতিঃ নিমিত্তান্তরাপেক্ষায়াং পীড্যেত।১১ নিমিত্তান্তরম্ অপি তু যদি সঙ্কল্পানুবিধায়ি এব স্যাৎ, ভবতু; ন তু প্রযত্নান্তরসম্পাদ্যং নিমিত্তান্তরম্ ইতি ইষ্যতে, প্রাক্ তৎসম্পত্তেঃ বন্ধ্যসঙ্কল্পত্বপ্রসঙ্গাৎ।১২ ন চ শ্রুত্যবগম্যে অর্থে 'লোকবৎ' ইতি সামান্যতোদৃষ্টং ক্রমতে।১৩ সঙ্কল্পবলাৎ এব চ এষাং যাবৎপ্রয়োজনং স্থৈর্য্যোপপত্তিঃ, প্রাকৃতসঙ্কল্পবিলক্ষণত্বাৎ মুক্তসঙ্কল্পস্য।১৪।৪।৪।৮॥

ভাষ্যানুবাদ

হয়, সেইপ্রকারে) সঙ্কল্পিত বিষয়ের সিদ্ধিকরা অন্য সুলভ সাধনসামগ্রীকে অপেক্ষা করিয়া কথিত হইতেছে (—সাধনসামগ্রী রাজার যেপ্রকার সুলভ, বিদ্বানেরও তদ্রূপ, ইহাই উক্ত 'এব' কারটীর অর্থ)।৬ আর সঙ্কল্পমাত্র হইতে যাহাদের উত্থান (—প্রাপ্তি) হয়, সেই পিতা প্রভৃতি মনোরথবিজৃম্ভিতের (— মনঃকল্পিত বস্তুর) ন্যায় চঞ্চল (—ভঙ্গুর, প্রয়োজনসাধনে অসমর্থ) হওয়ায় সম্যগ্ভাবে ভোগপ্রদান করিতে সমর্থ হয় না। [সেইহেতু সঙ্কল্প ও বাহ্য সাধন উভয়েরই অপেক্ষা আছে]।৭

। সিঃ—ক্রমযুক্ত পুরুষের সকলই ভোগ্যবস্তু ও তাহার স্থিরতার হেতু। নিমিত্তান্তরও সঙ্কল্পাধীন।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—কেবলমাত্র সঙ্কল্প হইতেই কিন্তু পিতা প্রভৃতির সমুত্থান হয়।৮ তাহাতে হেতু কি?৯ [উত্তর—] যেহেতু তাহা শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে।১০ যেহেতু অন্য নিমিত্তকে অপেক্ষা করিলে "ইঁহার সঙ্কল্প হইতেই পিতৃগণ সমুত্থিত হন", ইত্যাদি শ্রুতি পীড়িতা (—কদর্থিতা) হইয়া পড়িবেন। [অতএব তোমার অনুমান শ্রুতিবাধিত।১১ কিন্তু বাহ্য নিমিত্তব্যতিরেকে তো কোন ভোগ্যবস্তুর উৎপত্তি দেখা যায় না। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—সেই নিমিত্ত কি সঙ্কল্পের অধীন, অথবা যত্নান্তরের? প্রথম পক্ষ অঙ্গীকার করতঃ দ্বিতীয় পক্ষে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] কিন্তু অন্য নিমিত্তও যদি সঙ্কল্পের অনুগামীই হয়, তো হউক; পরন্তু [সেই] অন্য নিমিত্ত প্রযত্নান্তরসম্পাদ্য নহে, ইহা অঙ্গীকৃত হইতেছে; যেহেতু তাহার (—প্রযত্নান্তরসাধ্য সেই নিমিত্তান্তরের) সম্যক্ প্রাপ্তির পূর্ব্বে [বিদ্বানের] সঙ্কল্প বন্ধ্যা (—প্রতিবন্ধকযুক্ত) হইয়া পড়িবে (—অন্য নিমিত্তের অপেক্ষাবশতঃ ভোগ্য বস্তুর প্রাপ্তিতে বিলম্ব হইয়া পড়িবে, "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" (ছাঃ ৮।১।৫) ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধবশতঃ তাহা সঙ্গত নহে]।১২ আর শ্রুতিগম্য বিষয়ে 'লোকবৎ' (৩ বাক্য), এইপ্রকারে সামান্যতোদৃষ্ট

ভাষ্যানুবাদ

[অনুমান (৩)] প্রবৃত্ত হয় না।১৩ [আর যে বলা হইয়াছে—মনোরথবিজৃম্ভিত, সুতরাং চঞ্চল হওয়ায় তাদৃশ বস্তু ভোগপ্রদানে সমর্থ নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] যতকাল প্রয়োজন, ততকাল সঙ্কল্পবলেই ইহাদের (—সঙ্কল্পিত ভোগ্যবস্তুসকলের) স্থিরতা সঙ্গত, যেহেতু [ক্রম-] মুক্তের যে সঙ্কল্প, তাহার প্রাকৃত [পুরুষের] সঙ্কল্প হইতে বিলক্ষণতা (—বিশেষত্ব) আছে (—পরমেশ্বরপ্রসাদে তাঁহাদের সঙ্কল্পশক্তি নির্বাধ)।১৪॥৪।৪।৮॥

অতএব চানন্যাধিপতিঃ ॥৪।৪।৯॥

পদচ্ছেদ—অতএব, চ, অনন্যাধিপতিঃ।

সূত্রার্থ—**চ**—কিঞ্চ, **অতএব**—সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ এব, [বিদ্বান্]। **অনন্যাধিপতিঃ**—[ন বিদ্যতে অধিপতিঃ—নিয়ন্তা অন্যঃ অস্য ইতি] স্বতন্ত্রঃ ভবতি ইত্যর্থঃ। [যদি কশ্চিৎ অধিপতিঃ স্যাৎ, তর্হি তদধীনভোগস্য সঙ্কল্পমাত্রসাধ্যত্বাভাবাৎ বিদুষঃ সত্যসঙ্কল্পত্বং ন স্যাৎ। তস্মাৎ ব্রহ্মাত্মকস্য বিদুষঃ সঙ্কল্পাদেব সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—**চ**—আর, **অতএব**—সত্যসঙ্কল্প হন বলিয়াই, [বিদ্বান্ (—সগুণপরব্রহ্মবিদ্)] **অনন্যাধিপতিঃ**—[ইঁহার অন্য অধিপতি—নিয়ন্তা বিদ্যমান নাই, এইহেতু ইনি] স্বাধীন, ইহাই ভাব। [যদি কোন অধিপতি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অধীন ভোগ সঙ্কল্পমাত্রসাধ্য না হওয়ায় বিদ্বানের সত্যসঙ্কল্পতা হইবে না। সেইহেতু ব্রহ্মস্বরূপ (—পরমেশ্বরসাযুজ্যপ্রাপ্ত) বিদ্বানের সঙ্কল্প হইতেই সকলপ্রকার ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি হয়, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অতএব চ অবন্ধ্যসঙ্কল্পত্বাৎ অনন্যাধিপতিঃ বিদ্বান্ ভবতি, ন

ভাবদীপিকা

(৩) **সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান**—যে স্থলে মহানসাদিতে বহ্নি ও ধূমাদির ন্যায় সাধ্যবিশেষের সহিত হেতুবিশেষের প্রত্যক্ষভাবে সাহচর্য্যগ্রহণ হয় না; পরন্তু সামান্য ধর্ম্মযোগে সাহচর্য্যগ্রহণ হয়, এতাদৃশ ব্যাপ্তিবলে যে অনুমানের প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে বলে 'সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান'। যেমন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত না হইলেও 'ক্রিয়ামাত্রেরই করণ আছে', এইপ্রকার সামান্য ব্যাপ্তিবলে "রূপাদিজ্ঞানং ইন্দ্রিয়করণকং ক্রিয়াত্বাৎ, ছিদিক্রিয়াবৎ", এইপ্রকারে ইন্দ্রিয়ের অনুমিতি হয় বলিয়া এতাদৃশ অনুমানকে বলা হয় 'সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান'। ইহা প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের পরিভাষা। প্রস্তাবিত স্থলে ব্রহ্মলোকবাসী মুক্তপুরুষের সঙ্কল্প ও ভোগাদি অস্মদাদির প্রত্যক্ষের বিষয় নহে; অথচ অস্মদাদির ভোগ ও প্রযত্নের মধ্যে সামান্য ব্যাপ্তিবলে সেই ব্রাহ্মলৌকিক ভোগের সঙ্কল্পাতিরিক্ত প্রযত্নসাধ্যতা অনুমিত হইতেছে (সূত্রার্থ দ্রঃ)। সেইহেতু সেই অনুমান হইল 'সামান্যতোদৃষ্ট'। কিন্তু অনুমানপ্রমাণ আগমপ্রমাণাপেক্ষা দুর্ব্বল হওয়ায় এবং অতীন্দ্রিয় বিষয়ে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ হওয়ায় যাহার প্রত্যক্ষভাবে ব্যাপ্তিগ্রহই হয় না, এতাদৃশ দুর্ব্বলতর অনুমান সেই অতীন্দ্রিয় বিষয়কে বাধা দিতে পারে না, ইহাই সিদ্ধান্তীর ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্য অন্যঃ অধিপতিঃ ভবতি ইত্যর্থঃ।১ ন হি প্রাকৃতঃ অপি সঙ্কল্পয়ন্ অন্যস্বামিকত্বম্ আত্মনঃ সত্যাং গতৌ সঙ্কল্পয়তি।২ শ্রুতিশ্চ এতৎ দর্শয়তি—"অথ যে ইহ আত্মানম্ অনুবিদ্য ব্রজন্তি এতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারঃ ভবতি" (ছাঃ ৮।১।৬) ইতি ।৪।৪।৯॥ ইতি চতুর্থং সঙ্কল্পাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সত্যসঙ্কল্পত্বাদি ঈশ্বরীয় ধর্ম্মযুক্ত হওয়ায় ভোগ্যবস্তু নির্ম্মাণে সগুণপরব্রহ্মবিৎ স্বাধীন।]

আর এইহেতুবশতঃ, অর্থাৎ প্রতিবন্ধহীন সঙ্কল্পযুক্ত হওয়ায় বিদ্বান্ (—সগুণ-পরব্রহ্মবিদ্) হন অনন্যাধিপতি, অর্থাৎ ইঁহার অন্য অধিপতি থাকে না, ইহাই ভাব (৪)।১ সঙ্কল্প করিতে প্রবৃত্ত প্রাকৃত (—সাধারণ) ব্যক্তিও অন্য উপায় থাকিলে নিজের অন্যস্বামিকতা (—অন্যের অধীনতা) সঙ্কল্প করে না।২ শ্রুতিও [বিদ্বান্ অন্যের অধীন নহেন], ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—"আর যাঁহারা ইহ লোকে আত্মাকে এবং [আত্মাশ্রিত] এই সত্যকামনাসকলকে অবগত হইয়া [ইহ লোক হইতে] প্রয়াণ করেন, সমস্ত লোকে তাঁহাদের অপ্রতিহত গতি হয় (—ইচ্ছামাত্রেই তত্তৎ লোকে গমন করেন এবং তত্তৎ লোকোপযোগী ভোগসকল প্রাপ্ত হন, অনন্ত ঐশ্বর্য্যযুক্ত হন"), ইত্যাদি ।৩।৪।৪।৯॥ সঙ্কল্পাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

৫। অভাবাধিকরণম্। [১০-১৪ সূত্র]

[বাদর্য্যধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ব্রহ্মীভূত (—পরমেশ্বরসাযুজ্যপ্রাপ্ত) ক্রমমুক্ত পুরুষের ভোগানুকূল শরীরগ্রহণ স্বেচ্ছাধীন।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে ক্রমমুক্ত সগুণপরব্রহ্মবিদের সঙ্কল্পমাত্রদ্বারাই ভোগ্যপদার্থসৃষ্টি প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণে তদ্রূপ সঙ্কল্পমাত্রদ্বারাই তাঁহার শরীরধারণ করা, অথবা 'তাহা না করা' প্রতিপাদিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ভাবদীপিকা

(৪) সগুণপরব্রহ্মবিদও পরমেশ্বরের অধীন। পরমেশ্বরপ্রসাদে লব্ধভোগ তাঁহার ভোগা-বিষয়ক সঙ্কল্পে পরমেশ্বর বাধক হন না এবং কোন লোকাধিপতিকেও তিনি ইঁহাদের সঙ্কল্পিত ভোগে বাধক হইতে দেন না (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ)। আর অহংগ্রহোপাসনা প্রভাবে সত্যসঙ্কল্প (ছাঃ ৮।১।৫) প্রভৃতি ঈশ্বরীয় ধর্ম্মসকল এতাদৃশ বিদ্বানে আবির্ভূত হয়, সেইহেতু ইঁহাদের সঙ্কল্প কখনও বাধাপ্রাপ্ত হয় না (রত্নপ্রভা)। এইসকল হেতুবশতঃ ঈশ্বরাধীন হইলেও ইঁহা-দিগকে 'অনন্যাধিপতি' বলা হইতেছে, ইহাই ভাব। সঙ্কল্পাধিকরণ সমাপ্ত।

ন্যায়মালা

ব্যবস্থিতাবৈচ্ছিকৌ বা ভাবাভাবৌ তনোর্যতঃ।
বিরুদ্ধৌ তেন পুংভেদাদুভৌ স্যাতাং ব্যবস্থিতৌ॥
একস্মিন্নপি পুংস্যেতাবৈচ্ছিকৌ কালভেদতঃ।
অবিরোধাৎ স্বপ্নজাগ্রদ্ভোগবদ্ যুজ্যতে দ্বিধা॥

অন্বয়—তনোঃ ভাবাভাবৌ ব্যবস্থিতৌ, ঐচ্ছিকৌ বা? যতঃ বিরুদ্ধৌ তেন পুংভেদাৎ উভৌ ব্যবস্থিতৌ স্যাতাম্। একস্মিন্ অপি পুংসি এতৌ কালভেদতঃ ঐচ্ছিকৌ। অবিরোধাৎ স্বপ্নজাগ্রদ্ভোগবৎ দ্বিধা যুজ্যতে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[অবান্তরমুক্তৌ ব্রহ্মীভূতস্য শরীরেন্দ্রিয়াণি বিষয়ঃ। "মনসা এতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে যে এতে ব্রহ্মলোকে" (ছাঃ ৮।১২।৫), ইতি মানসং ভোগং উপপাদয়ন্তী শ্রুতিঃ বাহ্যদেহস্য সেন্দ্রিয়স্য অভাবম্ আহ। "সঃ একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি" (ছাঃ ৭।২৬।২), ইতি চ শ্রুতিঃ দেহসদ্ভাবং ব্রূতে। অতঃ বাদিবিপ্রতিপত্তেঃ ভবতি সংশয়ঃ—সগুণপরব্রহ্মবিদুষঃ ব্রহ্মীভূতস্য] তনোঃ ভাবাভাবৌ ব্যবস্থিতৌ [স্যাতাম্], ঐচ্ছিকৌ বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[তৌ এতৌ দেহেন্দ্রিয়ভাবাভাবৌ একস্মিন্ পুরুষে] যতঃ বিরুদ্ধৌ, তেন পুংভেদাৎ উভৌ ব্যবস্থিতৌ স্যাতাম্।

সিদ্ধান্ত—একস্মিন্ অপি পুংসি এতৌ [দেহেন্দ্রিয়ভাবাভাবৌ] কালভেদতঃ ঐচ্ছিকৌ। [যদা দেহম্ ইচ্ছতি, তদা সঙ্কল্পেন দেহং সৃষ্ট্বা তত্র অবস্থিতঃ জাগ্রদ্দশায়াম্ ইব ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে। যদা পুনঃ দেহং ন ইচ্ছতি, তদা সঙ্কল্পেন তমেব দেহং উপসংহৃত্য স্বপ্নাবস্থায়াম্ ইব মনসা এব ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে। অতঃ] অবিরোধাৎ স্বপ্নজাগ্রদ্ভোগবৎ [বিদুষঃ ভোগঃ] দ্বিধা যুজ্যতে।

অনুবাদ

সংশয়—[ক্রমমুক্তিতে ব্রহ্মীভূতের (—ঈশ্বরসাযুজ্যপ্রাপ্তের) শরীর ও ইন্দ্রিয়সকল বিষয়। "ব্রহ্মলোকে এই যাহারা (—যে কাম্যবস্তুসকল), মনের দ্বারা এই কামনাসকলকে (—কাম্যবস্তুসকলকে) দর্শনকরতঃ আনন্দিত হন", এইপ্রকারে মানস ভোগ প্রতিপাদনকারিণী শ্রুতি ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য দেহের অভাবের কথা বলিতেছেন। আর "তিনি একপ্রকার হন, তিনপ্রকার হন", এই শ্রুতি দেহের অস্তিত্বের কথা বলিতেছেন। সেইহেতু বাদিগণের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় সংশয় হয়—ব্রহ্মীভূত সগুণপরব্রহ্মবিদের] দেহের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব ব্যবস্থিত (—নিয়মিতভাবে থাকে, অথবা নিয়মিতভাবে থাকে না), অথবা ঐচ্ছিক (—শরীর থাকা, বা না থাকা তাঁহার স্বেচ্ছাধীন)?

পূর্ব্বপক্ষ—[দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সেই এই সদ্ভাব ও অসদ্ভাব একই পুরুষে] যেহেতু বিরুদ্ধ, সেইহেতু পুরুষভেদে উভয়ই ব্যবস্থিত (—কোন পুরুষের নিয়মিতভাবে দেহেন্দ্রিয় থাকে কাহারও বা নিয়মিতভাবে তাহা থাকে না)।

সিদ্ধান্ত—এক পুরুষেও ইহারা (—দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সত্তা ও অসত্তা) কালভেদে স্বেচ্ছাধীন। [যখন দেহকে ইচ্ছা করেন, তখন সঙ্কল্পের দ্বারা দেহকে সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অবস্থানকরতঃ জাগ্রদ্দশাতে যেপ্রকার হয়, সেইপ্রকারে ভোগসকলকে ভোগ করেন। কিন্তু যখন দেহকে ইচ্ছা করেন না, তখন সঙ্কল্পবলে সেই দেহকেই উপসংহার করিয়া স্বপ্নাবস্থাতে যেপ্রকার হয়, সেইপ্রকারে মনের দ্বারাই ভোগসকলকে ভোগ করেন]। অতএব বিরোধ না হওয়ায়

স্বপ্নকালীন ও জাগ্রৎকালীন ভোগের ন্যায় [সগুণপরব্রহ্মবিদের ভোগ] দুইপ্রকারে যুক্তিসঙ্গত।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, "মনসা এতান্ কামান্" (ছাঃ ৮।১২।৫), ইত্যাদি শ্রুতির, অথবা, "একধা ভবতি" (ছাঃ ৭।২৬।২), ইত্যাদি শ্রুতির মুখ্যার্থতা। সিদ্ধান্তে—বিদ্বান্ সত্যসঙ্কল্প হওয়ায় উভয় শ্রুতির মুখ্যার্থতা।

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্ ॥৪।৪।১০॥

পদচ্ছেদ—অভাবম্, বাদরিঃ, আহ, হি, এবম্।

সূত্রার্থ—["সঙ্কল্পাৎ এব" (ছাঃ ৮।২।১), ইতি শ্রুত্যা বিদুষঃ মনঃ অস্তি ইতি অবগতম্। কিং তস্য শরীরেন্দ্রিয়াণি ন সন্তি, উত সন্তি, আহোস্বিৎ কদাচিৎ সন্তি, কদাচিৎ ন সন্তি চ ইতি সংশয়ে], **বাদরিঃ**—আচার্য্যঃ বাদরিঃ [বিদুষঃ শরীরেন্দ্রিয়াণাম্] **অভাবম্** [মন্যতে]। **হি**—যস্মাৎ, ["মনসা এতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে" (ছাঃ ৮।১২।৫), ইতি শ্রুতিঃ বিদুষঃ] **এবম্**—শরীরাদ্যভাবম্, **আহ**। [ইতি একঃ পূর্ব্বপক্ষঃ]

অনুবাদ—["সঙ্কল্প হইতেই", এই শ্রুতির দ্বারা বিদ্বানের মন থাকে, ইহা অবগত হওয়া গিয়াছে। তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয়সকল কি থাকে না, অথবা থাকে ; অথবা কখনও থাকে এবং কখনও থাকে না, এইপ্রকার সংশয় হইলে], **বাদরিঃ**—আচার্য্য বাদরি, [বিদ্বানের শরীর ও ইন্দ্রিয়সকলের] **অভাবম্**—অভাব হয়, ইহা [মনে করেন]। **হি**—যেহেতু, ["এই কাম্যসকলকে মনের দ্বারা দর্শনকরতঃ আনন্দলাভ করেন", এই শ্রুতি বিদ্বানের] **এবম্**—শরীরাদির অভাবের কথা, **আহ**—বলেন। [ইহা একটী পূর্ব্বপক্ষ]।

শাঙ্করভাষ্যম

"সঙ্কল্পাৎ এব অস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" (ছাঃ ৮।২।১), ইত্যাদি-শ্রুতেঃ মনঃ তাবৎ সঙ্কল্পসাধনং সিদ্ধম্।১ শরীরেন্দ্রিয়াণি পুনঃ প্রাপ্তৈশ্বর্য্যস্য বিদুষঃ সন্তি, ন বা সন্তি ইতি সমীক্ষ্যতে।২ তত্র বাদরিঃ তাবৎ আচার্য্যঃ শরীরস্য ইন্দ্রিয়াণাং চ অভাবং মহীয়-মানস্য বিদুষঃ মন্যতে।৩ কস্মাৎ ?৪ এবং হি আহ আম্নায়ঃ—"মনসা এতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে, যে এতে ব্রহ্মলোকে" (ছাঃ ৮।১২।৫) ইতি।৫ যদি মনসা শরীরেন্দ্রিয়ৈশ্চ বিহরেৎ "মনসা" ইতি বিশে-ষণং ন স্যাৎ।৬ তস্মাৎ অভাবঃ শরীরেন্দ্রিয়াণাং মোক্ষে ॥৭॥৪।৪।১০॥

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—আচার্য্য বাদরির মতে—ক্রমমুক্ত পুরুষের মনের দ্বারাই ভোগ।]

"ইঁহার সঙ্কল্প হইতেই পিতৃগণ সমুত্থিত হন", ইত্যাদি শ্রুতি হইতে সঙ্কল্পের সাধনভূত মন (—ক্রমমুক্ত (১২৭১ পৃঃ) পুরুষের মনের অস্তিত্ব) সিদ্ধ হয়।১ যিনি [ঐশ্বরীয়] ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বিদ্বানের শরীর ও ইন্দ্রিয়সকল থাকে, অথবা থাকে না, ইহা বিচারিত হইতেছে।২ [পূর্ব্বপক্ষ—] সেই বিষয়ে আচার্য্য বাদরি মনে করেন—যিনি মহিমাযুক্ত (—প্রাপ্তৈশ্বর্য্য) হইয়াছেন, সেই বিদ্বানের শরীর ও ইন্দ্রিয়সকলের অভাব হয়।৩ তাহাতে হেতু কি ?৪ [উত্তর—] যেহেতু শ্রুতিতে

ভাষ্যানুবাদ

এইপ্রকার পাঠ আছে—"ব্রহ্মলোকে এই যাহারা (—যে কাম্যবস্তুসকল), মনের দ্বারা এই কামনাসকলকে (—কাম্যবস্তুসকলকে) দর্শনকরতঃ আনন্দলাভ করেন", ইত্যাদি।৫ [যদি বলা হয়—অযোগব্যবচ্ছেদের জন্য 'মনসা' এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে ; সুতরাং 'তিনি মনের দ্বারা ভোগ করেন না, তাহা নহে ; পরন্তু মনের দ্বারাও ভোগ করেন, তদতিরিক্ত শরীরাদির দ্বারাও ভোগ করেন', এইপ্রকার অর্থই গ্রহণীয়। তদুত্তরে পূঃ বলিতেছেন—] যদি মনের দ্বারা এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা [বিদ্বান্] বিহার করিতেন, তাহা হইলে 'মনসা' (—মনের দ্বারা), এইপ্রকার 'বিশেষণ' থাকিত না (১)।৬ সেইহেতু (—এই স্থলে অন্যযোগব্যবচ্ছেদের জন্যই 'মনসা' এই বিশেষণ প্রযুক্ত হওয়ায়) মোক্ষে (—ক্রমমুক্তিতে, ভোগসাধনরূপে] শরীর ও ইন্দ্রিয়সকলের অভাব 'অঙ্গীকার করিতে হইবে' ।৭॥৪।৪।১০॥

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] **ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ ॥৪।৪।১১॥**

পদচ্ছেদ—ভাবম্, জৈমিনিঃ, বিকল্পামননাৎ।

সূত্রার্থ—[মনসঃ ইব শরীরেন্দ্রিয়াণাং] **ভাবম্**—সত্ত্বং, **জৈমিনিঃ**—আচার্য্যঃ জৈমিনিঃ [মন্যতে। কুত ?] **বিকল্পামননাৎ**—"সঃ একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি" (ছাঃ ৭।২৬।২) ইত্যাদিনা বিদুষঃ অনেকধাভাববিকল্পস্য, আমননাৎ—পঠিতত্বাৎ। [নহি শরীরভেদং বিনা কদাচিদ্ একধাভাবঃ, কদাচিদ্ অনেকধাভাবঃ সম্ভবতি, ইতি অপরঃ পূর্ব্বপক্ষঃ]।

অনুবাদ—[মনের ন্যায় শরীর ও ইন্দ্রিয়সকলের] **ভাবম্**—অস্তিত্ব থাকে, **জৈমিনিঃ**—আচার্য্য জৈমিনি [ইহা মনে করেন। তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **বিকল্পামননাৎ**—যেহেতু "তিনি একপ্রকার হন, তিনপ্রকার হন", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিদ্বানের অনেকপ্রকার ভাববিকল্প (—যুগপৎ বা ক্রমশঃ বিভিন্নভাবে বর্ত্তমানতা) পঠিত হইয়াছে। [বিভিন্ন শরীরধারণ ব্যতিরেকে কখনও একপ্রকারে অবস্থিতি, কখনও অনেকপ্রকারে অবস্থিতি নিশ্চয়ই সম্ভব নহে, ইহা অপর পূর্ব্বপক্ষ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

জৈমিনিস্তু আচার্য্যঃ মনোবৎ শরীরস্যাপি সেন্দ্রিয়স্য ভাবং

ভাবদীপিকা

(১) অযোগব্যবচ্ছেদ ও অন্যযোগব্যবচ্ছেদের অর্থ ২১৩ পৃঃ দ্রঃ। আচার্য্য বাদরিপক্ষ মনে করিতেছেন—এখানে 'মনসা' এই বিশেষণ 'অন্যযোগব্যবচ্ছেদের' জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে "বামেন পশ্যতি" বলিলে যেমন দক্ষিণচক্ষুর দ্বারা দর্শন নিরাকৃত হয়, "পার্থঃ এব ধনুর্দ্ধরঃ" বলিলে যেমন অপরের তাদৃশ ধনুর্দ্ধরতা নিরাকৃত হয়, তদ্রূপ প্রস্তাবিতস্থলে 'মনসা' এই 'বিশেষণ' প্রযুক্ত হওয়ায় শরীর ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ নিরাকৃত হইতেছে (ইতরব্যাবৃত্তি)। তিনি মাত্র মনের দ্বারাই ভোগ করেন, অপরের ন্যায় শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা তাঁহার নাই, ইহাই ভাব। [লক্ষ্য করিতে হইবে—এখানে মনকে ইন্দ্রিয়রূপে গ্রহণ করা হইতেছে না, ১।৭৪১ পৃঃ দ্রঃ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

মুক্তং প্রতি মন্যতে।১ যতঃ "সঃ একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি" (ছাঃ ৭।২৬।২) ইত্যাদিনা অনেকধা ভাববিকল্পম্ আমনন্তি।২ নহি অনেক-বিধতা বিনা শরীরভেদেন আঞ্জসী স্যাৎ।৩ যদ্যপি নির্গুণায়াং ভূমবিদ্যায়াম্ অয়ম্ অনেকধাভাববিকল্পঃ পঠ্যতে, তথাপি বিদ্য-মানম্ এব ইদং সগুণাবস্থায়াং ঐশ্বর্য্যং ভূমবিদ্যাস্তুতয়ে সঙ্কীর্ত্য-তে ইতি অতঃ সগুণবিদ্যাফলভাবেন উপতিষ্ঠতে ইতি।৪।৪।৪।১১।

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—আচার্য্য জৈমিনির মতে—শরীর ইন্দ্রিয় ও মন, এই সকলের দ্বারাই ক্রমমুক্তের ভোগ।]

আচার্য্য জৈমিনি কিন্তু মুক্তের প্রতি মনের ন্যায় ইন্দ্রিয়সহ শরীরেরও অস্তিত্ব (—ক্রমমুক্ত পুরুষের মনের ন্যায় সেন্দ্রিয়শরীরও বর্ত্তমান থাকে, ইহা) মনে করেন (২)।১ যেহেতু "তিনি একপ্রকার হন, তিনপ্রকার হন", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা [বেদাধ্যায়িগণ বিদ্বানের] অনেকপ্রকার ভাববিকল্প (—যুগপৎ, বা ক্রমশঃ বিভিন্নভাবে বর্ত্তমানতা) পাঠ করেন।২ [কিন্তু বিভিন্ন মনকে অবলম্বন করিয়াও তো অনেকপ্রকারে বর্ত্তমান থাকা যায়। উত্তরে বলিতেছেন—] বিভিন্ন শরীরব্যতিরেকে অনেকপ্রকারতা নিশ্চয়ই সম্যগ্রূপে সঙ্গত হয় না, [কারণ দেহের বিভিন্নতা না হইলে মনেরও তাহা সম্ভব নহে।৩ কিন্তু ভূমবিদ্যারূপ নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে পঠিত হওয়ায় উক্ত "একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি", ইত্যাদি বাক্যবলে সগুণব্রহ্মবিদের তাদৃশ ঐশ্বর্য্যলাভ কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে ? উত্তর—] যদিও নির্গুণ ভূমবিদ্যাতে এই অনেকপ্রকার ভাববিকল্প পঠিত হইতেছে, তাহা হইলেও সগুণাবস্থাতে অবশ্যম্ভাবি-রূপে বিদ্যমান এই ঐশ্বর্য্য ভূমবিদ্যার স্তুতির জন্য বর্ণিত হইতেছে, এইহেতু [দহরাদি] সগুণবিদ্যার ফলরূপে [উক্ত ফলশ্রুতি] উপস্থিত হইতেছে (৩)।৪।৪।৪।১১।

ভাবদীপিকা

(২) এখানে 'অযোগব্যবচ্ছেদ' অঙ্গীকার করত: অর্থ নির্ণীত হইতেছে। অর্থ—মন, শরীর ও ইন্দ্রিয়, এই সকলের সহিতই অযোগের (—সম্বন্ধহীনতার) ব্যবচ্ছেদ (—নিরাকরণ)। "অযোগ-ব্যবচ্ছেদেনাপি বিশেষণাৎ।....তস্মাৎ মনঃশরীরেন্দ্রিয়যোগঃ ঐশ্বর্য্যশালিনাং নিয়মেন ইতি মেনে জৈমিনিঃ", ইত্যাদি ভামতীগ্রন্থ দ্রষ্টব্য। অন্যযোগব্যবচ্ছেদের ন্যায় কোন কিছুর ব্যাবৃত্তির বোধ অযোগব্যবচ্ছেদের দ্বারা হয় না ইহা "অযোগব্যবচ্ছেদে তু ন তথা", ইত্যাদি ৪।৪।১০ সূঃ ন্যায়-নির্ণয় হইতে অবগত হওয়া যায় এই স্থলে জৈমিনিপক্ষের অভিপ্রায় এই—'মনসা' এই বিশে-ষণ ভোগসাধনের অনুবাদমাত্র ; শরীর ও ইন্দ্রিয় যেমন ইঁহার ভোগসাধন, মনও তদ্রূপ, ইহাই উক্ত বিশেষণের তাৎপর্য্য, কোন কিছুর নিরাকরণ (—অন্যযোগব্যবচ্ছেদ) নহে (ব্রঃ ভরণ)।

[নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে সগুণব্রহ্মবিদ্যার ঐশ্বর্য্য পঠিত হইবার হেতু।]

(৩) সবিশেষবিদ্যার ফলভূত যে অনেক শরীরগ্রহণাদিরূপ ঐশ্বর্য্য, ভূমবিদ্যারূপ নির্গুণ-পরব্রহ্মবিদ্যার স্তুতির জন্য সেই প্রকরণে তাহা অনূদিত হইতেছে ; যেহেতু সালম্বনা স্তুতি সম্ভব হইলে নিরালম্বনা স্তুতি স্বীকার অসঙ্গত। আর নির্গুণব্রহ্মাত্মবিৎ সর্ব্বাত্মক হইয়া পড়েন;

শাঙ্করভাষ্যম্—উচ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ—[এইপ্রকার মতভেদ প্রাপ্ত হইলে সিদ্ধান্তী ভগবান্ সূত্রকারকর্ত্তৃক] কথিত হইতেছে—

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] **দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ ॥৪।৪।১২॥**

পদচ্ছেদ—দ্বাদশাহবৎ, উভয়বিধম্, বাদরায়ণঃ, অতঃ।

সূত্রার্থ—অতঃ—অতএব, "মনসা" (ছাঃ ৮।১২।৫) ইতি বিশেষণাৎ, "ত্রিধা ভবতি" (ছাঃ ৭।২৬।২) ইতি অনেকধাভাববিকল্পাভিধানাৎ চ লিঙ্গদ্বয়াৎ ইত্যর্থঃ। **উভয়বিধম্**—যদা শরীরাদিসঙ্কল্পঃ তদা শরীরেন্দ্রিয়বত্ত্বম্ ; যদা তু তৎসঙ্কল্পাভাবঃ, তদা শরীরেন্দ্রিয়বত্ত্বাভাবঃ ইতি উভয়বিধং [বিদুষঃ ঐশ্বর্য্যং ভবতি ; ইতি] **বাদরায়ণঃ**—আচার্য্যঃ বাদরায়ণঃ [মন্যতে]। **দ্বাদশাহবৎ**—যথা দ্বাদশাহঃ সত্রম্ অহীনশ্চ ভবতি, তদ্বৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—অতঃ—অতএব, অর্থাৎ "মনসা", এইপ্রকারে বিশেষিত হওয়ারূপ এবং "ত্রিধা ভবতি", এইপ্রকারে অনেকপ্রকার ভাববিকল্পের (—যুগপৎ, বা ক্রমশঃ বিভিন্নভাবে বর্ত্তমানতার) বর্ণনারূপ লিঙ্গপ্রমাণদ্বয় থাকায় ; **উভয়বিধম্**—যখন শরীরাদিগ্রহণ-বিষয়ক সঙ্কল্প হয়, তখন শরীরেন্দ্রিয়যুক্ততা ; কিন্তু যখন তদ্বিষয়ক সঙ্কল্পের অভাব হয়, তখন শরীরেন্দ্রিয়যুক্ততার অভাব, এইপ্রকারে উভয়প্রকার [ঐশ্বর্য্য বিদ্বানের হইয়া থাকে ; ইহা] **বাদরায়ণঃ**—আচার্য্য বাদরায়ণ [মনে করেন]। **দ্বাদশাহবৎ**—যেমন দ্বাদশাহযজ্ঞ (৩।৪১০ পৃঃ) সত্র (৩।৩৪০ পৃঃ) এবং অহীন [উভয়ই] হইয়া থাকে, তাহার ন্যায়, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

বাদরায়ণঃ পুনঃ আচার্য্যঃ অতএব উভয়লিঙ্গশ্রুতিদর্শনাৎ উভয়বিধত্বং সাধু মন্যতে, যদা সশরীরতাং সঙ্কল্পয়তি তদা সশরীরঃ ভবতি, যদা তু অশরীরতাং তদা অশরীরঃ ইতি ; সত্য--সঙ্কল্পত্বাৎ সঙ্কল্পবৈচিত্র্যাৎ চ। ১ দ্বাদশাহবৎ। ২ যথা দ্বাদশাহঃ

ভাষ্যানুবাদ

(সিঃ—আচার্য্য বাদরায়ণের মতে—ক্রমমুক্তপুরুষের ভোগ শরীরাদিযুক্তভাবে, বা তদ্বিহীনভাবে হইয়া থাকে।)

[সূত্রকার] আচার্য্য বাদরায়ণ কিন্তু এই হেতুবশতঃই, অর্থাৎ [মনোমাত্রের অস্তিত্বজ্ঞাপক "মনসা এতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে" এবং দেহেন্দ্রিয়াদির অস্তিত্ব-জ্ঞাপক "একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি" (ছাঃ ৮।১২।৫ ৭।২৬।২), এই] উভয়প্রকার লিঙ্গযুক্ত শ্রুতি পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া [ক্রমমুক্ত পুরুষের] উভয়বিধতাকেই সঙ্গত মনে করেন ; যখন তিনি সশরীরতাকে সঙ্কল্প করেন, তখন শরীরযুক্ত হন ; কিন্তু যখন অশরীরতাকে সঙ্কল্প করেন, তখন শরীরবিহীন হন ; যেহেতু তিনি সত্যসঙ্কল্প এবং যেহেতু সঙ্কল্পের বিচিত্রতা আছে (—পুরুষের সঙ্কল্প নানাপ্রকারই হইয়া

ভাবদীপিকা

সেইহেতু অপরের দৃষ্টিতে তাঁহার তাদৃশ ভোগ অনুপপন্নও নহে (৩২৩ পৃঃ) ; এইহেতু নিগুণ-ব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে ইহারা পঠিত হইতেছে, ইহাই ভাব (ব্রঃ ভরণ।)

শাঙ্করভাষ্যম্

সত্রম্ অহীনশ্চ ভবতি উভয়লিঙ্গশ্রুতিদর্শনাৎ ; এবম্ ইদম্ অপি ইতি ।৪।৪।১২।

ভাষ্যানুবাদ

থাকে) ।১ [উভয়বিধতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] দ্বাদশাহযজ্ঞের ন্যায় ।২ উভয়প্রকার লিঙ্গযুক্ত (৪) শ্রুতি পরিদৃষ্ট হওয়ায় দ্বাদশাহ যেমন সত্র এবং অহীন হইয়া থাকে, [উভয়প্রকার লিঙ্গযুক্ত শ্রুতি পরিদৃষ্ট হওয়ায়] ইহাও (—ক্রমমুক্ত পুরুষের ভোগও) এইপ্রকার হইয়া থাকে ।৪।৪।১২।

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ ॥৪।৪।১৩॥

পদচ্ছেদ—তন্বভাবে, সন্ধ্যবৎ, উপপত্তেঃ।

সূত্রার্থ—[নন্ বিদুষঃ শরীরাদ্যভাবে কথং ভোগঃ ? তত্রাহ—যদা শরীরং ন ইচ্ছতি, তদা] **তন্বভাবে**—তনোঃ—সেন্দ্রিয়স্য শরীরস্য, অভাবে—অভাবকালে, **সন্ধ্যবৎ**—স্বপ্নবৎ [স্যাৎ। যথা স্বপ্নে মানসিকবিষয়ভোগঃ জাগ্রদ্বিলক্ষণঃ, তদ্বৎ বিদুষঃ অপি ইত্যর্থঃ। কুতঃ ?] **উপপত্তেঃ**—"মনসা এতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে" (ছাঃ ৮।১২।৫) ইতি ভোগং প্রতি সাধনান্তরং বারয়ন্ত্যাঃ শ্রুত্যাঃ এবম্ এব উপপত্তেঃ ইত্যর্থঃ ।

অনুবাদ—[আচ্ছা, বিদ্বানের শরীরাদি না থাকায় ভোগ কিপ্রকারে হইবে ? সেই বিষয়ে বলিতেছেন—যখন শরীর ইচ্ছা করেন না, তখন] **তন্বভাবে**—তনোঃ—ইন্দ্রিয়সহ শরীরের, অভাবে—অভাবকালে, **সন্ধ্যবৎ**—স্বপ্নের ন্যায় [হইবে। স্বপ্নকালে যেমন মানসিক বিষয়ভোগ জাগ্রৎ (—জাগ্রৎকালীন বিষয়ভোগ) হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে, বিদ্বানেরও (—ক্রমমুক্ত সগুণপরব্রহ্মবিদেরও) সেইপ্রকার হইয়া থাকে, ইহাই ভাব। তাহাতে প্রমাণ কি ? উত্তর—] **উপপত্তেঃ**—যেহেতু "এই কাম্যবস্তুসকলকে মনের দ্বারা দর্শনকরতঃ আনন্দিত হন", ভোগের প্রতি অন্য সাধনের নিষেধকারিণী এই শ্রুতি হইতে এইপ্রকারই যুক্তিসঙ্গত হইতেছে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদা তনোঃ সেন্দ্রিয়স্য শরীরস্য অভাবঃ, তদা যথা সন্ধ্যে স্থানে শরীরেন্দ্রিয়বিষয়েষু অবিদ্যমানেষু অপি উপলব্ধিমাত্রাঃ এব পিত্রাদিকামাঃ ভবন্তি, এবং মোক্ষে অপি স্যুঃ ; এবং হি এতৎ উপপদ্যতে ।৪।৪।১৩।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ক্রমমুক্তিতে স্বেচ্ছায় দেহধারণ না করিলে স্বপ্নভোগের ন্যায় প্রাতিভাসিক ভোগ।]

যখন তনুর, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সহ শরীরের অভাব হয়, তখন সন্ধ্যস্থানে (—জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির সন্ধিস্থান স্বপ্নাবস্থাতে) শরীর ইন্দ্রিয় ও বিষয় বিদ্যমান না থাকিলেও পিত্রাদিবিষয়ক কামনাসকল (—কাম্যবস্তুসকল) যেমন উপলব্ধিমাত্রই (—সংস্কারের পরিণামমাত্রই) হইয়া থাকে, মোক্ষেও (—ক্রমমুক্তিতেও) এইপ্রকার

ভাবদীপিকা

(৪) 'উভয়প্রকার লিঙ্গ' বলিতে অহীনযজ্ঞের বোধক 'যজতিচোদনাকে' এবং সত্রযজ্ঞের বোধক 'উপায়িচোদনা', বা 'আসনচোদনাকে' (৩।৪১০ পৃঃ) গ্রহণ করিতে হইবে।

ভাষ্যানুবাদ

হইবে; এইপ্রকারেই ইহা (—অবান্তরমুক্তের ভোগ) যুক্তিসঙ্গত (—ভোগেচ্ছা হইলেও স্বেচ্ছায় শরীরগ্রহণ না করিলে স্বপ্নকালে প্রাতিভাসিক বিষয়ভোগের ন্যায় ক্রমমুক্তপুরুষেরও প্রাতিভাসিক বিষয়ের ভোগ হয়) ॥৪।৪।১৩॥

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] ভাবে জাগ্রদ্বৎ ॥৪।৪।১৪॥

সূত্রার্থ—[নমু দেহাদ্যভাবেঽপি ভোগসত্ত্বে শরীরাদিসত্ত্বাঙ্গীকারঃ ব্যর্থঃ স্যাৎ। অতঃ আহ—যদা শরীরম্ ইচ্ছতি, তদা] **ভাবে**—দেহাদিভাবে, **জাগ্রদ্বৎ**—যথা জাগ্রদ্ভোগঃ স্বপ্নভোগবিলক্ষণঃ ভবতি, তদ্বৎ [ক্রমমুক্তস্যাপি পুরুষস্য পুষ্কলঃ ভোগঃ ভবতি ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[কিন্তু দেহাদির অভাবেও ভোগ হইলে শরীরাদির অস্তিত্ব অঙ্গীকার ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। এইহেতু (—এইপ্রকার আশঙ্কা হওয়ায়) বলিতেছেন—যখন শরীর [ধারণ করিতে] ইচ্ছা করেন, তখন] **ভাবে**—শরীরাদির অস্তিত্ব হইলে, **জাগ্রদ্বৎ**—জাগ্রৎকালীন ভোগ যেমন স্বপ্নকালীন ভোগ হইতে বিলক্ষণ (—ভিন্নপ্রকার) হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় [ক্রমমুক্ত পুরুষেরও সম্যক্ ভোগ হইয়া থাকে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভাবে পুনঃ তনোঃ যথা জাগরিতে বিদ্যমানাঃ এব পিত্রাদি-কামাঃ ভবন্তি, এবং মুক্তস্যাপি উপপদ্যতে ॥৪।৪।১৪॥

ইতি পঞ্চমম্ অভাবাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ক্রমমুক্তিতে স্বেচ্ছায় দেহধারণ করিলে জাগ্রদ্ভোগের ন্যায় ব্যাবহারিক বিষয়ের ভোগ।]

আর [ক্রমমুক্তের ইচ্ছাবশতঃ] শরীরের অস্তিত্ব হইলে, জাগ্রদবস্থাতে পিত্রাদি-বিষয়ক কামনাসকল (ছাঃ ৮।২।১-১০) যেমন বিদ্যমানই (—ব্যাবহারিক সত্তাযুক্ত স্থূল ভৌতিক বিষয়াবলম্বীই) হইয়া থাকে; [ক্রম-] মুক্তেরও এইপ্রকার সঙ্গত হইতেছে (—স্বেচ্ছায় স্থূল শরীর ধারণকারী তাঁহার তখন জাগ্রৎকালীন ব্যাবহারিক ভোগের ন্যায় ভোগ হয়) ॥৪।৪।১৪॥ অভাবাধিকরণ সমাপ্ত।

৬। প্রদীপাধিকরণম্। [১৫-১৬ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ক্রমমুক্ত পুরুষের আত্মযুক্ত কায়ব্যূহাবলম্বনে ভোগ।

অধিকরণসঙ্গতি—ক্রমমুক্তপুরুষ স্বেচ্ছানুযায়ী ভোগানুকূল অনেক শরীর ধারণ করেন, ইহা "ভাবং জৈমিনিঃ" (৪।৪।১১) ইত্যাদি সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহা কিন্তু ব্যর্থ; কারণ তন্নির্মিত সেই শরীরসকল নিরাত্মক, সুতরাং ভোক্তৃবিহীন হওয়ায় তদ্দ্বারা ভোগ সম্ভব হয় না। এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানকল্পে এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—সগুণপরব্রহ্মবিদ্যার ফলভূতা অবান্তরমুক্তিতে (১।২৭১ পৃঃ) সঙ্কল্পবলে সৃষ্ট দেহসকলে ক্রমমুক্তাত্মার প্রবেশপ্রকার বর্ণনাদ্বারা সগুণপরব্রহ্মবিদ্যার ফলই নির্ণীত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

নিরাত্মানোঽনেকদেহাঃ সাত্মকা বা নিরাত্মকাঃ।
অভেদাদাত্মমনসোরেকস্মিন্নেব বর্ত্তনাৎ ॥
একস্মান্মনসোঽন্যানি মনাংসি স্যুঃ প্রদীপবৎ।
আত্মভিস্তদবচ্ছিন্নৈঃ সাত্মকাঃ স্যুস্ত্রিধেত্যতঃ ॥

অন্বয়—অনেকদেহাঃ নিরাত্মানঃ সাত্মকাঃ বা? আত্মমনসোঃ অভেদাৎ, একস্মিন্ এব বর্ত্তনাৎ নিরাত্মকাঃ। প্রদীপবৎ একস্মাৎ মনসঃ অন্যানি মনাংসি স্যুঃ, তদবচ্ছিন্নৈঃ আত্মভিঃ সাত্মকাঃ স্যুঃ, অতঃ "ত্রিধা" ইতি।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["সঃ একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি" (ছাঃ ৭।২৬।২) ইত্যাদিশ্রুতিপঠিতানি ক্রমমুক্তস্য সাঙ্কল্পিকানি শরীরাণি অত্র বিষয়ঃ। নিরাত্মকানাং শরীরাণাং ভোগাসম্ভবাৎ, সাত্মকানাং চ তৎসম্ভবাৎ তত্র ভবতি সংশয়ঃ—বিদুষঃ] অনেকদেহাঃ নিরাত্মানঃ, সাত্মকাঃ বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[যদ্যপি ব্যাপকস্য আত্মনঃ সর্ব্বশরীরসম্বন্ধিতা সম্ভবতি, তথাপি অন্তঃকরণোপহিতস্যৈব পরিচ্ছিন্নস্য তস্য প্রমাতৃত্বসম্ভবাৎ, তাদাত্ম্যাধ্যাসবশেন চ] আত্মমনসোঃ অভেদাৎ [জীবাত্মা পরিচ্ছিন্নঃ ভবতি। পরিচ্ছিন্নস্য চ তস্য] একস্মিন্ এব [শরীরে] বর্ত্তনাৎ [বিদুষঃ এক দেহ সাত্মকঃ ভবতি, ইতরে চ অন্তঃকরণরহিতাঃ সন্তঃ] নিরাত্মকাঃ [ভবন্তি। আত্মমনসোঃ বহুভাবস্য অশ্রুতত্বাৎ তৎকল্পকাভাবাৎ চ অয়ম্ এব পক্ষঃ সমীচীনঃ ইতি ভাবঃ]।

সিদ্ধান্ত—[অস্তি কল্পকং যুগপদনেকদেহভোগানুপপত্তিরূপম্। ভোগায় হি বহবঃ দেহাঃ নির্ম্মিতাঃ। ন চ একেন এব আত্মনা মনসা চ যুগপৎ বহুদেহানাং ভোগঃ দৃষ্টচরঃ। তস্মাৎ আত্মমনসোঃ বহুত্বং কল্পয়িতব্যম্। যদ্যপি আত্মানঃ ন উৎপাদ্যাঃ, তথাপি] প্রদীপবৎ একস্মাৎ মনসঃ অন্যানি মনাংসি [উৎপন্নানি] স্যুঃ। [অবচ্ছেদকং চ মনঃ ত্যক্ত্বা অবচ্ছিন্নস্য জীবচৈতন্যস্য সত্তাসম্ভবাৎ] তদবচ্ছিন্নৈঃ [জীব-] আত্মভিঃ [ইতরে দেহাঃ] সাত্মকাঃ স্যুঃ। অতঃ "ত্রিধা" (ছাঃ ৭।২৬।২) ইতি [শ্রুতিঃ সঙ্গচ্ছতে]।

অনুবাদ

সংশয়—["তিনি একপ্রকার হন, তিনপ্রকার হন", ইত্যাদি শ্রুতিতে পঠিত ক্রমমুক্তের সাঙ্কল্পিক শরীরসকল এখানে বিষয়। নিরাত্মক (—জীবশূন্য) শরীরসকলের ভোগ সম্ভব না হওয়ায় এবং আত্মযুক্ত শরীরসকলের তাহা সম্ভব হওয়ায় সেই স্থলে সংশয় হয়—বিদ্বানের] অনেক দেহ জীবাত্মশূন্য, অথবা জীবাত্মযুক্ত?

পূর্ব্বপক্ষ—[যদিও ব্যাপক আত্মার সকল শরীরের সহিত সম্বন্ধ সম্ভব, তাহা হইলেও অন্তঃকরণোপহিত পরিচ্ছিন্ন তাহারই (—সেই আত্মারই) প্রমাতৃত্ব সম্ভব হওয়ায় এবং তাদাত্ম্যাধ্যাসের বলে] জীবাত্মা ও মনের অভিন্নতা হওয়ায় [জীবাত্মা পরিচ্ছিন্ন। আর পরিচ্ছিন্ন তাহার] একই শরীরে অবস্থিতিবশতঃ [বিদ্বানের একটী দেহ জীবাত্মযুক্ত, অন্তঃকরণরহিত হওয়ায় অপর দেহসকল] নিরাত্মক (—জীবাত্মশূন্য)। [জীবাত্মা ও মনের বহু হওয়া শ্রুতিতে বর্ণিত না হওয়ায় এবং তৎকল্পনায় প্রতি হেতু না থাকায় এই পক্ষই সমীচীন, ইহাই ভাব]।

সিদ্ধান্ত—অনেক দেহে যুগপৎ (—একই কালে) ভোগের অনুপপত্তিরূপ কল্পক (—জীবাত্মা ও মনের বহুত্ব কল্পনায় প্রতি হেতু) আছে। দেখ, ভোগের জন্যই অনেক দেহ সৃষ্ট হয়। আর একই আত্মা ও মনের দ্বারা যুগপৎ বহু দেহের ভোগ পরিদৃষ্ট হয় না। সেইহেতু

জীবাত্মা ও মনের বহুত্ব কল্পনা করিতে হইবে। যদিও আত্মাসকল উৎপাদ্য নহে, তাহা হইলেও] প্রদীপের ন্যায় এক মন হইতে অন্য মনসকল উৎপন্ন হয়। [আর অবচ্ছেদক মনকে পরিত্যাগ করিয়া অবচ্ছিন্ন জীবচৈতন্যের সত্তা সম্ভব না হওয়ায়] তদবচ্ছিন্ন (—মনোঽবচ্ছিন্ন) জীবাত্মাসকলের দ্বারা [অপর দেহসকল] জীবাত্মযুক্ত হইবে। অতএব "তিনপ্রকার হন", ইত্যাদি [শ্রুতি সঙ্গত হইতেছে]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, এক অনাদি লিঙ্গশরীর একটী দেহে বর্ত্তমান থাকায় একই দেহে ভোগসিদ্ধি। সিদ্ধান্তে—নির্ম্মিত নানা লিঙ্গশরীরযোগে তদবচ্ছিন্ন নানা চৈতন্যদ্বারা নানা দেহে ভোগসিদ্ধি।

প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি ॥৪।৪।১৫॥

পদচ্ছেদ—প্রদীপবৎ, আবেশঃ, তথা, হি, দর্শয়তি।

সূত্রার্থ—[কিং বিদুষা সৃজ্যমানানি শরীরাণি দারুযন্ত্রবৎ নিরাত্মকানি, উত অস্মদাদিশরীরবৎ সাত্মকানি ইতি সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী ব্রূতে—অনাদ্যন্তঃকরণপরিচ্ছিন্নস্য ভোক্তুঃ বিদুষঃ শরীরান্তরেষু প্রবেশাযোগাৎ সৃষ্টানি অন্যানি শরীরাণি নিরাত্মকানি ইতি। তত্র সিদ্ধান্তী ব্রূতে—বিদুষা সৃজ্যমানেষু অনেকেষু শরীরেষু বিদুষঃ] **আবেশঃ**—অভিব্যক্তিঃ [বিদ্যাসামর্থ্যেন বিদ্বল্লিঙ্গস্য ব্যাপিত্বাৎ উপপদ্যতে]। **প্রদীপবৎ**—যথা প্রদীপঃ একঃ অনেকবর্ত্তিষু প্রবিশতি তদ্বৎ [বিদ্বান্ স্বসৃষ্টানেকাগন্তুকান্তঃকরণদ্বারা অনেকেষু দেহেষু প্রবিশতি]। **হি**—যস্মাৎ ["সঃ ত্রিধা ভবতি" (ছাঃ ৭।২৬।২) ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ] **তথা**—তাদৃগেব **দর্শয়তি**। [তস্মাৎ সর্ব্বাণি সৃজ্যমানানি শরীরাণি সাত্মকানি এব ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[বিদ্বান্ (—ক্রমমুক্ত সগুণপরব্রহ্মবিৎ) কর্ত্তৃক যে শরীরসকল সৃষ্ট হয়, তাহারা কি দারুযন্ত্রের (—কাষ্ঠপুত্তলিকার) ন্যায় জীবাত্মশূন্য, অথবা অস্মদাদির শরীরের ন্যায় জীবাত্মযুক্ত, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—] অনাদি অন্তঃকরণের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ভোক্তা বিদ্বানের অন্য শরীরসকলে প্রবেশ সম্ভব না হওয়ায় সৃষ্ট অন্য শরীরসকল নিরাত্মক (—জীবাত্মশূন্য), ইত্যাদি। তাহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—বিদ্বান্‌কর্ত্তৃক যাহারা সৃষ্ট হয়, সেই অনেক শরীরে 'বিদ্বানের] **আবেশঃ**—অভিব্যক্তি [বিদ্যার সামর্থ্যবশতঃ বিদ্বানের লিঙ্গশরীর ব্যাপক হওয়ায় উপপন্ন হয়]। **প্রদীপবৎ**—যেমন একটী প্রদীপ অনেক বর্ত্তিকাতে (—বাতিতে) প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় [বিদ্বান্ স্বসৃষ্ট অনেক আগন্তুক অন্তঃকরণের দ্বারা অনেক দেহে প্রবেশ করেন]। **হি**-যেহেতু ["তিনি তিনপ্রকার হন", ইত্যাদি শ্রুতি] **তথা**—সেইপ্রকারই, **দর্শয়তি**—প্রদর্শন করিতেছেন। [অতএব সৃজ্যমান সকল শরীর অবশ্যই জীবাত্মযুক্ত, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"ভাবং জৈমিনির্ব্বিকল্পামননাৎ" (৪।৪।১১) ইত্যত্র সশরীরত্বং মুক্তস্য উক্তম্।১ তত্র ত্রিধাভাবাদিষু অনেকশরীরসর্গে কিং নিরাত্মকানি শরীরাণি দারুযন্ত্রাণি ইব সৃজ্যন্তে, কিম্বা সাত্মকানি অস্মদাদিশরীরবৎ ইতি ভবতি বীক্ষা।২ তত্র চ আত্ম-

শাঙ্করভাষ্যম্

-মনসোঃ ভেদানুপপত্তেঃ একেন শরীরেণ যোগাৎ ইতরাণি শরীরাণি নিরাত্মকানি ইতি।৩ এবং প্রাপ্তে প্রতিপাদ্যতে*—'প্রদীপবৎ আবেশঃ' ইতি।৪ যথা প্রদীপঃ একঃ অনেকপ্রদীপভাবম্ আপদ্যতে বিকারশক্তিযোগাৎ, এবম্ একঃ অপি সন্ বিদ্বান্ ঐশ্বর্য্যযোগাৎ অনেকভাবম্ আপদ্য সর্ব্বাণি শরীরাণি আবিশতি।৫ কুতঃ?৬ তথাহি দর্শয়তি শাস্ত্রম্ একস্য অনেকভাবম্—"সঃ একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা" (ছাঃ ৭।২৬।২) ইত্যাদি।৭ ন এতৎ† দারুযন্ত্রোপমাভ্যুপগমে অব-

* 'প্রতিপদ্যতে', ইতি পাঠঃ। † 'ন এবং', ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—ক্রমমুক্ত পুরুষকর্তৃক সৃষ্ট শরীরসকল জীবাত্মশূন্য।]

"ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ", ইত্যাদি এই স্থলে [ক্রম-] মুক্তের সশরীরতা বর্ণিত হইয়াছে।১ সেই স্থলে [ছাঃ ৭।২৬।২ শ্রুতিতে বর্ণিত] ত্রিধাভাব প্রভৃতিতে অনেক শরীরসৃষ্টিতে শরীরসকল কি দারুযন্ত্র (—কাষ্ঠপুত্তলিকা) সকলের ন্যায় জীবাত্মশূন্যভাবে সৃষ্ট হয়, কিম্বা অস্মদাদির শরীরের ন্যায় জীবাত্মযুক্তরূপে 'সৃষ্ট হয়', এইপ্রকার বীক্ষা (—বিচার) উপস্থিত হয়।২ সেই স্থলে [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—অন্তঃকরণে চিৎপ্রতিবিম্বই জীবাত্মশব্দবাচ্য হওয়ায়] জীবাত্মা ও মনের (—অন্তঃকরণের) বিভিন্নতা যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া একটী শরীরের সহিত [একটী অনাদি মনের, অর্থাৎ অনাদি লিঙ্গশরীরের] সম্বন্ধবশতঃ [সৃষ্ট] অপর শরীরসকল নিরাত্মক (—জীবাত্মশূন্য ইত্যাদি ৩

[সিঃ—সগুণব্রহ্মবিদ্যারূপ যোগবলে বিদ্বান্ সৃষ্ট শরীরসকলে অভিব্যক্ত হওয়ায় সেই শরীরসকল জীবাত্মযুক্ত।]

এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে প্রতিপাদিত হইতেছে—"প্রদীপবৎ আবেশঃ", ইত্যাদি।৪ [ইহার ব্যাখ্যা—] বিকারশক্তির যোগবশতঃ (—বিভিন্ন দীপশিখারূপ কার্য্যের উৎপাদনানুকূল শক্তির সদ্ভাববশতঃ) যেমন একটী প্রদীপ অনেক প্রদীপভাব প্রাপ্ত হয়, এইপ্রকারে বিদ্বান্ এক হইলেও ঐশ্বর্য্যের যোগবশতঃ (—সগুণব্রহ্মবিদ্যাজনিত ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে) অনেকভাবকে প্রাপ্ত হইয়া (—বহু সমনস্ক শরীর সৃষ্টি করিয়া, সেই] সকল শরীরে আবেশ করেন (—অভিব্যক্ত হন)।৫ কোন্ হেতুবলে এইপ্রকার কল্পনা করিতেছ ?৬ [উত্তর—] দেখ, শাস্ত্র যেইপ্রকারেই একের অনেকভাব (—অনেক শরীর পরিগ্রহ) প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"তিনি একপ্রকার থাকেন, তিনপ্রকার হন, পাঁচপ্রকার সাতপ্রকার নয়প্রকার হন", ইত্যাদি।৭ ইহা (—এক বিদ্বানের এই অনেক শরীরপরিগ্রহ) দারুযন্ত্রের উপমা—(কাষ্ঠপুত্তলিকাসকল যদ্রূপ জীবাত্মবিহীন, বিদ্বান্‌কর্তৃক সৃষ্ট শরীরসকলও তদ্রূপ, ইহা) অঙ্গীকার করিলে সঙ্গত হয় না, [কারণ জীবাত্মবিহীন সেই শরীরসকলে

শাঙ্করভাষ্যম্

-কল্পন্তে, নাপি জীবান্তরাবেশঃ।৮ ন চ নিরাত্মকানাং শরীরাণাং প্রবৃত্তিঃ সম্ভবতি।৯ যত্তু আত্মমনসোঃ ভেদানুপপত্তেঃ অনেকশরীরযোগাসম্ভবঃ ইতি।১০ নৈষঃ দোষঃ, একমনোনুবর্ত্তীনি সমনস্কানি এব অপরাণি শরীরাণি সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ স্রক্ষ্যতি।১১ সৃষ্টেষু চ তেষু উপাধিভেদাৎ আত্মনঃ অপি ভেদেন অধিষ্ঠাতৃত্বং

ভাষ্যানুবাদ

[৩৪০ পৃঃ]

ভোগ সম্ভব না হওয়ায় সেই সকলের সৃষ্টিই ব্যর্থ হইয়া পড়ে]; আবার [সেই নির্ম্মিত শরীরসকলে] অন্য জীবের আবেশ (—অভিব্যক্তি) হইলেও সঙ্গত হয় না, [কারণ তদঙ্গীকারে সেই শরীরসকল অবলম্বনে অন্য জীবের ভোগ অঙ্গীকৃত হইয়া পড়িবে, বিদ্বানের নহে এবং "একের অনেকধাভাববোধিকা শ্রুতির" বিরোধও হইয়া পড়িবে]।৮ আর নিরাত্মক (—জীবাত্মশূন্য) শরীরসকলের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না, [সেইহেতু নির্ম্মিত সেই শরীরসকলকে জীবাত্মযুক্তরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে] ৷৯ কিন্তু [অন্তঃকরণে চিৎপ্রতিবিম্বই জীবাত্মশব্দবাচ্য হওয়ায়] জীবাত্মা ও মনের বিভিন্নতা সঙ্গত হয় না বলিয়া [বিদ্বানের] অনেক শরীরের সহিত সংযোগ সম্ভব নহে, এই যাহা 'বলা হইয়াছে' (৩ বাক্য)।১০ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] ইহা দোষ নহে, সত্যসঙ্কল্প হওয়ায় [সেই ক্রমমুক্ত বিদ্বান্ বিদ্যাবলে ব্যাপকভাবপ্রাপ্ত পূর্ব্বসিদ্ধ অনাদি] একটী মনের অনুবর্ত্তি (—তদভিপ্রায়ানুসরণকারি) অপর শরীরসকলকে মনোযুক্তরূপেই সৃষ্টি করিবেন।১১ সেই সকল [সেন্দ্রিয় সমনস্ক শরীর] সৃষ্ট হইলে [অন্তঃকরণরূপ] উপাধির বিভিন্নতাবশতঃ জীবাত্মারও (১) বিভিন্নভাবে [বিভিন্নশরীরে] অধিষ্ঠাতৃত্ব (—প্রমাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা-রূপে

ভাবদীপিকা

[বিদ্বানের কায়ব্যূহে অভিব্যক্তির প্রক্রিয়াতে নানা মত।]

(১) **আশঙ্কা** হয়—পাতঞ্জলাদির মতে জীবাত্মা বিভু হওয়ায় সৃষ্ট সমনস্ক শরীরসকলে বিদ্বানের অভিব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত। বেদান্তমতে কিন্তু জীব স্বরূপতঃ, অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে বিভু হইলেও (২।৬২৮ পৃঃ ৫ বাক্য) অন্তঃকরণরূপ উপাধিযোগে পরিচ্ছিন্ন (২।৬৩৩ পৃঃ, ২১ বাক্য)। সুতরাং সেই পরিচ্ছিন্ন জীবাত্মা কিপ্রকারে সৃষ্ট বিভিন্ন শরীরে কর্ত্তা ও ভোক্তা-রূপে অধিষ্ঠিত হইবে? তদুত্তরে আমরা বিভিন্ন টীকাকারের মত উদ্ধৃত করিতেছি। **১। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকারের** অভিপ্রায় এই—অন্তঃকরণই প্রমাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা রূপে জীবের বিশেষাভিব্যক্তির স্থান হইলেও (২।৬৪০ পৃঃ ভাবদীঃ) এক ব্যাপক অবিদ্যাই জীবের উপাধি হওয়ায় অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত জীব ব্যাপক, পরিচ্ছিন্ন নহে। অমোঘ সঙ্কল্পবলে সৃষ্ট বিভিন্ন সেন্দ্রিয় সমনস্ক শরীরে সেই ব্যাপক জীবের অধিষ্ঠাতৃত্ব ও নিয়মন বিরুদ্ধ নহে। **বিবরণমতবর্ণন-**প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ **সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহকারও** এইপ্রকারই বলিয়াছেন—"**নৈতাবতা**" ইত্যাদি (চৌখাম্বা, ১০৫ পৃঃ)। ভাব এই—"ইহার দ্বারা (—অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত ব্যাপক জীবের কর্তৃভোক্তৃরূপে বিশেষ অভিব্যক্তির স্থান অন্তঃকরণ হইলেও, তাহার দ্বারা) অজ্ঞানরূপ

ভাবদীপিকা [কায়ব্যূহবিষয়ে নানা মত]

উপাধি পরিত্যক্ত হইতেছে না, যেহেতু অন্তঃকরণরূপ উপাধিপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব হইলে যোগিগণের কায়ব্যূহে অধিষ্ঠান যুক্তিসঙ্গত হইবে না", ইত্যাদি। কিন্তু যাঁহারা একমূলাবিদ্যার নানা অংশে চিৎপ্রতিবিম্বকে নানা জীবরূপে অঙ্গীকার করেন (২।৬৪০ পৃঃ (খ) এবং ৪।৩২৪ পৃঃ দ্রঃ) এবং যাঁহারা অন্তঃকরণে ও ব্যষ্টি অজ্ঞানে চিদাভাসকে, অথবা অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন ও ব্যষ্টি অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে জীবরূপে অঙ্গীকার করেন, অর্থাৎ আভাসবাদ ও অবচ্ছেদবাদে (২।৬৩৮-৩৯ পৃঃ) পরিচ্ছিন্ন উপাধিযোগে জীবও পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় বিভিন্ন শরীরে তাঁহার কর্তৃ ও ভোক্তৃরূপে অধিষ্ঠান কিপ্রকারে হইবে? এই বিষয়ে ,২। ন্যায়প্রভাকার বলেন—"বিদ্যাযোগবলাৎ বিদুষোলিঙ্গস্য ব্যাপিত্বাৎ অনেকদেহেষু যুগপদাবেশঃ", অর্থাৎ 'ব্রহ্মবিদ্যারূপ যোগবলে বিদ্বানের লিঙ্গশরীর ব্যাপক হইয়া পড়ে বলিয়া যুগপৎ অনেক দেহে অভিব্যক্তি হইয়া থাকে'। [লক্ষ্য করিতে হইবে—বিদ্বানের এই ব্যাপক লিঙ্গশরীরের অন্তর্গত ব্যাপক অন্তঃকরণ তৎসৃষ্ট সমনস্ক (—অব্যাপক অন্তঃকরণযুক্ত) অন্যান্য শরীরসকলে অভিব্যক্ত হইয়া তাহাদের নিয়ামক হইয়া থাকে; ইহাই ন্যায়প্রভাকারের অভিপ্রায়। ভগবান্ ভাষ্যকার ১১ সংখ্যক বাক্যে ইহা বলিয়াছেন; পরে পাতঞ্জলসূত্রের ব্যাখ্যাতেও ইহা পরিস্ফুট হইবে]। ৩। ভামতীকার বলেন—"ন চ সর্বগতস্য বস্তুতঃ বিগলিতপ্রায়াবিদ্যস্য বিদুষঃ পৃথগ্জনস্য ইব ঔৎপত্তিকান্তঃকরণবশ্যতা"—'যাঁহার অবিদ্যা বস্তুতঃ প্রায় বিগলিত হইয়াছে, সেই সর্বগত বিদ্বানের সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় ঔৎপত্তিক (—স্বাভাবিক, নিত্যপ্রাপ্ত) অন্তঃকরণের বশীভূত হওয়া সম্ভব নহে', ইত্যাদি। ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ৪। কল্পতরুকার বলিয়াছেন "বিদ্যাসামর্থ্যাৎ ব্যাপ্তিরপি সম্ভবতি", "যোগপ্রভাবাৎ ব্যাপ্তিসম্ভবাৎ অন্তঃকরণান্তরেষু সৃষ্টেষু অস্য আত্মনঃ অভিব্যক্তিঃ সম্ভবেৎ", ইত্যাদি। অর্থ স্পষ্ট। এই স্থলে সংশয় হয় -যোগপ্রভাবে বিদ্বান্ ব্যাপক হন কিপ্রকারে? (ক) তাঁহার চৈতন্যাংশ ব্যাপক হইয়া পড়ে, অথবা (খ) উপাধি অংশ? (ক) প্রথম পক্ষ অসঙ্গত, কারণ অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং স্বতঃ সর্বব্যাপক তাঁহার ব্যাপক হইবার, বা বিভিন্ন শরীরাবলম্বনে ভোগের প্রসঙ্গই আসে না। (খ) দ্বিতীয় পক্ষে—ক্ষুদ্র ঘটাপেক্ষা বৃহৎ ঘটে সর্বব্যাপ্ত আকাশের ব্যাপ্তির ন্যায় উপাধির ব্যাপ্তি ব্যতিরেকে উপহিত প্রমাতৃচৈতন্যের ব্যাপ্তি সম্ভব নহে বলিয়া বিদ্বানের অন্তঃকরণ, অর্থাৎ লিঙ্গশরীর বিদ্যা ও অমোঘ সঙ্কল্পের বলে ব্যাপক হইয়া পড়ে, ইহা স্বীকার্য। ফলে বিভিন্ন সৃষ্ট শরীরে তাঁহার যুগপৎ অভিব্যক্তি ও সেই সকলের নিয়মন সম্ভব। ন্যায়প্রভাকার এই পক্ষই অঙ্গীকার করিয়াছেন। অত্রস্থ কল্পতরুর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ৫। ভামতীমতাবলম্বী পরিমলকার কিন্তু অবিদ্যাকে জীবের উপাধিরূপে অঙ্গীকারকরতঃ তাহার ব্যাপকতা অঙ্গীকার করিয়াছেন, যথা—"অবিদ্যোপহিতস্য সগুণবিদ্যাত্মনঃ তত্তদন্তঃকরণেষু যা অভিব্যক্তিঃ তদভিপ্রায়ঃ অত্র ব্যাপ্তিশব্দঃ", "অবিদ্যোপহিতরূপেণ ব্যাপ্তিমত্ত্বম্", ইত্যাদি। ফলে ইনি বিবরণমতানুসারিগণের ন্যায় এক ব্যাপক মূলাবিদ্যাকেই জীবের উপাধিরূপে অঙ্গীকার করিলেন। [ইহাতে ভামতীসম্মত "অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন, অথবা ব্যষ্টি অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব", এই মতবাদের (—অবচ্ছেদবাদের, ২।৬৩৯ পৃঃ) গতি কি হইবে, তাহা সুধীগণের চিন্তনীয়]।

[৩৪১ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

যোক্ষ্যতে ।১২ এষা এব চ যোগশাস্ত্রেষু যোগিনাম্ অনেকশরীর-যোগপ্রক্রিয়া ।১৩।৪।৪।১৫॥

ভাষ্যানুবাদ

অবস্থিতি) যুক্তিসঙ্গত হইবে।১২ আর ইহাই [পাতঞ্জলাদি] যোগশাস্ত্রসকলে যোগিগণের অনেক শরীরযোগের (—গ্রহণের) প্রক্রিয়া (২) ।১৩।৪।৪।১৫॥

ভাবদীপিকা

[যোগশাস্ত্রোক্ত কায়ব্যূহনির্ম্মাণ প্রক্রিয়া]

(২) ভগবান্ ভাষ্যকার এখানে পাতঞ্জলোক্ত "**নির্ম্মাণ**চিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ" এবং "**প্রবৃত্তি**ভেদে প্রযোজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্" (যোঃ সূঃ ৪।৪,৫), এই সূত্রদ্বয়োক্ত প্রক্রিয়ার উল্লেখ করিলেন। **শঙ্কর**ভগবৎপাদপ্রণীত [পণ্ডিতগণ বলেন—'ইনিই এই শারীরকভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য] **যোগ**সূত্রভাষ্যবিবরণ এবং বাচস্পতিমিশ্র (—ভামতীকার) বিরচিত **তত্ত্ব**বৈশারদী অবলম্বনে আমরা উদ্ধৃত সূত্রদ্বয়ের মর্ম্ম বর্ণনা করিতেছি। যোগিগণ যখন বহু শরীর সৃষ্টি করেন, তখন কি সেই সকলকে বহু মনোযুক্তরূপে সৃষ্টি করেন, অথবা [স্বীয় পূর্ব্বসিদ্ধ] এক মনোযুক্তরূপে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'**নির্ম্মাণ**' ইত্যাদি। অর্থ—"যোগী অস্মিতা (— অহঙ্কারতত্ত্ব *) হইতে নির্ম্মাণচিত্তসকলকে (—নবনির্ম্মিত মনসকলকে) উৎপাদন করেন"। ব্যাখ্যা—উদাহরণের জন্য চিত্তশব্দ গৃহীত হইয়াছে ; তিনি ইন্দ্রিয়সকলকেও সৃষ্টি করেন, ইহাই ভাব। বহু মন ও বহু ইন্দ্রিয়সমন্বিত বহু শরীর (— চৈত্র ও মৈত্রের শরীরের ন্যায় প্রত্যেক শরীর এক একটী মন ও তত্তৎ এক একটী ইন্দ্রিয়যুক্ত, এইপ্রকার বহু শরীর) তিনি অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে সৃষ্টি করেন ; স্বীয় পূর্ব্বসিদ্ধ এক মনোযুক্তরূপে নহে। কারণ তাহা হইলে পূর্ব্বসিদ্ধ শরীর ও নবনির্ম্মিত শরীরসকলের মধ্যে প্রধান ও অপ্রধানভাব এবং বিভিন্ন শরীরে বিভিন্নপ্রকার প্রবৃত্তি সম্ভব হইবে না। ইহাই প্রথম সূত্রের তাৎপর্য্য। তাহাতে **আশঙ্কা** হয়—বহু মনোযুক্ত এই বিভিন্ন শরীরসকল কিপ্রকারে যোগীর এক অনাদি মনের অভিপ্রায়ানুসারে বিভিন্ন ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'**প্রবৃত্তিভেদে**' ইত্যাদি। অর্থ—"নির্ম্মিত অনেক সচিত্ত (—সমনস্ক) শরীরের বিভিন্ন প্রবৃত্তির প্রতি প্রযোজক হয় একটী চিত্ত"। **বেদান্তি**গণ এই 'একটী চিত্তকে' যোগীর পূর্ব্বসিদ্ধ চিত্তরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন (রত্নপ্রভা দ্রঃ), তাহাই নবনির্ম্মিত চিত্তসকলের নিয়ামক। **তত্ত্ব**বৈশারদীকার ও **ভাষ্য**বিবরণকার এই স্থলে যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাব এই—"যোগী শরীরান্তরে নায়কস্থানীয় (—প্রভুস্থানীয়) একটী প্রযোজক চিত্ত নির্ম্মাণ করেন। নির্ম্মাণচিত্তসকল (—নবনির্ম্মিত চিত্তসকল) যোগিচিত্তের অনুসরণকারী সেই নায়কচিত্তের অভিপ্রায়ানুসারে বিভিন্ন ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয়"। **যোগ**বার্ত্তিককার ও **বৃত্তি**কার **ভোজ**দেব এইপ্রকার অর্থ অঙ্গীকার করেন নাই। ইঁহারা বলেন—'যোগীর পূর্ব্বসিদ্ধ অনাদি চিত্তই অন্যান্য চিত্তসকলের নিয়ামক, নায়কচিত্তের কোন প্রয়োজন নাই'। **তত্ত্ব**বৈশারদীকার বলেন—"একস্তু প্রভুশক্ত্যাবৈ বহুধা ভবতীশ্বরঃ" (বায়ুপুরাণ ৬৬।১৪৩), ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধ বিষয়ে বাদপ্রতিবাদ উচিত নহে", ইত্যাদি। বিস্তৃত আকরে দ্রষ্টব্য।

* সাংখ্যপাতঞ্জল মতে অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে তত্তৎগুণের প্রাবল্য ও দৌর্ব্বল্যবশতঃ যাবতীয় সৃষ্টি হইয়া থাকে,

শাঙ্করভাষ্যম্—কথং পুনঃ মুক্তস্য অনেকশরীরাবেশাদিলক্ষণম্ ঐশ্বর্য্যম্ অভ্যুপগম্যতে? ১ যাবতা "তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ" (বৃঃ ৪।৫।১৫, ২।৪।১৪), "ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ" (বৃঃ ৪।৩।৩০), "সলিলঃ একঃ দ্রষ্টা অদ্বৈতঃ ভবতি" (বৃঃ ৪।৩।৩২), ইতি চ এবংজাতীয়কা শ্রুতিঃ বিশেষবিজ্ঞানং বারয়তি ইতি ।২ অতঃ উত্তরং পঠতি—

ভাষ্যানুবাদ—[সংশয়—] আচ্ছা, মুক্ত পুরুষের অনেক শরীরে আবির্ভাব প্রভৃতিরূপ ঐশ্বর্য্য কিপ্রকারে স্বীকার করা হইতেছে? ১ যেহেতু "তখন কাহার (—কোন্ করণের) দ্বারা কাহাকে জানিবে", "কিন্তু তাঁহা (—সেই দ্রষ্টা) হইতে বিভক্ত সেই অন্য দ্বিতীয় বস্তু নাই, যাহাকে অবগত হইবেন" এবং "সলিলসদৃশ (—জলের ন্যায় স্বচ্ছ) এক দ্রষ্টা (—সাক্ষী) এবং অদ্বৈতস্বরূপ হইয়া পড়েন", ইত্যাদি এই জাতীয় শ্রুতি বিশেষ বিজ্ঞানকে নিষেধ করিতেছেন, ইত্যাদি।২ এইহেতু (—এইপ্রকার সংশয় হওয়ায়, সিদ্ধান্তী] উত্তর দিতেছেন—

স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃতং হি ॥৪।৪।১৬॥

পদচ্ছেদ—স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোঃ, অন্যতরাপেক্ষম্, আবিষ্কৃতম্, হি।

সূত্রার্থ—**স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোঃ**—সুষুপ্তিপরমমুক্ত্যোঃ, **অন্যতরাপেক্ষম্**—একতরাপেক্ষম্ [ইদং বিশেষজ্ঞানাভাবশ্রবণম্]। **হি**—যতঃ, [প্রকরণাৎ এব ইদম্] **আবিষ্কৃতম্**—প্রকটীকৃতম্। [সুষুপ্তিপ্রকরণাপেক্ষয়া "ততঃ অন্যৎ বিভক্তম্" (বৃঃ ৪।৩।৩০) ইত্যাদি শ্রুতম্। পরমমুক্তিপ্রকরণাপেক্ষয়া চ "তৎ কেন" (বৃঃ ৪।৫।১৫) ইত্যাদি। তস্মাৎ ন ইদং সগুণব্রহ্মবিদঃ শরীরাঙ্গীকারে বাধকম্ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—**স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোঃ**—সুষুপ্তি এবং পরমা মুক্তি (—সদ্যোমুক্তি), এই দুইটীর মধ্যে, **অন্যতরাপেক্ষম্**—একটীকে অপেক্ষা করিয়া [এই বিশেষ জ্ঞানের অভাব শ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে]। **হি**—যেহেতু, [প্রকরণপ্রমাণ বলেই ইহা] **আবিষ্কৃতম্**—প্রকটীকৃত হইয়াছে। [সুষুপ্তিবিষয়ক প্রকরণকে অপেক্ষা করিয়া "ততঃ অন্যৎ বিভক্তম্" ইত্যাদি বাক্য শ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে। আর পরমা মুক্তিবিষয়ক প্রকরণকে অপেক্ষা করিয়া "তৎ কেন" ইত্যাদি বাক্য শ্রুত হইয়াছে। সেইহেতু সগুণব্রহ্মবিদের শরীর অঙ্গীকারে ইহা (—বিশেষ জ্ঞানাভাববোধক উক্ত শ্রুতিবাক্যসকল) বাধক নহে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

'স্বাপ্যয়ঃ' সুষুপ্তম্, "স্বম্ অপীতঃ ভবতি, তস্মাৎ এনং স্বপিতি ইতি আচক্ষতে" (ছাঃ ৬।৮।১) ইতি শ্রুতেঃ।১ 'সম্পত্তি' কৈবল্যম্, "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃঃ ৪।৪।৬) ইতি শ্রুতেঃ।২ তয়োঃ অন্যতরাম্ অবস্থাম্ অপেক্ষ্য এতৎ বিশেষসংজ্ঞাভাববচনম্।৩

সুতরাং তাহাই এই সূত্রে গৃহীত হইতেছে। বেদান্তমতে আকাশাদি তন্মাত্রার সত্ত্বাদিভাগে মন ও ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি এবং পঞ্চীকৃত ভূতসকল হইতে স্থূল ভোগময় স্থূলশরীরের উৎপত্তি, ইহা বিদিত হওয়া উচিত।

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্বচিৎ সুষুপ্তাবস্থাম্ অপেক্ষ্য উচ্যতে, ক্বচিৎ কৈবল্যাবস্থাম্ ।৪ কথম্ অবগম্যতে ?৫ যতঃ তত্রৈব এতদ্ অধিকারবশাৎ 'আবিষ্কৃতম্', "এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনুবিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি ইতি" (বৃঃ ২।৪।১২), "যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ" (বৃঃ ৪।৫।১৫), "যত্র সুপ্তঃ ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি" (বৃঃ ৪।৩।১৯, মাঃ ৫) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ।৬ সগুণবিদ্যা-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শ্রুতিবাক্যবিচারের দ্বারা সুষুপ্তি, মুক্তি ও ক্রমমুক্তির ভেদ প্রদর্শন ।]

[সূত্রস্থ] 'স্বাপ্যয়' শব্দের অর্থ—সুষুপ্তি, যেহেতু "নিজের স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়, সেইহেতু ইঁহাকে 'স্বপিতি' (—সুষুপ্ত) ইহা বলা হয়", এইপ্রকার শ্রুতি আছে ।১ [সূত্রস্থ] 'সম্পত্তি' শব্দের অর্থ—কৈবল্য (—মোক্ষ), যেহেতু [পূর্ব্বে স্বরূপতঃ] ব্রহ্ম থাকিয়াই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন", এইপ্রকার শ্রুতি আছে ।২ সেই দুইটীর মধ্যে একটী অবস্থাকে অপেক্ষা করিয়া এই বিশেষ সংজ্ঞার (—ইহা ঘট, ইহা পট, 'আমি', 'তুমি' ইত্যাদি বিশেষ জ্ঞানের) অভাববোধক বচন প্রবৃত্ত হইতেছে ।৩ কোন স্থলে (—বৃঃ ৪।৩।২৩-৩০ ইত্যাদি স্থলে) সুষুপ্তাবস্থাকে অপেক্ষা করিয়া [বিশেষ জ্ঞানের অভাব] কথিত হইতেছে, কোন স্থলে (—বৃঃ ২।৪।১৪, ৪।৫।১৫ ইত্যাদি স্থলে) মোক্ষাবস্থাকে অপেক্ষা করিয়া [তাহা] কথিত হইতেছে ।৪ [শঙ্কা—] কিপ্রকারে [ইহা] অবগত হওয়া যাইতেছে ?৫ [উত্তর—] যেহেতু সেই স্থলেই (—উক্ত বাক্যসকল শ্রুতির যে প্রকরণে পঠিত হইতেছে, সেই স্থলেই) "এই ভূতসকল হইতে উত্থিত হইয়া (—ভূতসকলের পরিণামভূত শরীর ও ইন্দ্রিয়রূপ উপাধিবশতঃ কর্ত্তৃ ও ভোক্তৃরূপে প্রকাশিত হইয়া, ব্রহ্মবিদ্যাবলে সেই ভূতসকল বাধিত হইলে] তৎপশ্চাৎ [ইহাও, অর্থাৎ এই কর্ত্তৃভোক্তৃভাবাত্মক জীবভাবও] বিনষ্ট (—বাধিত) হইয়া থাকে, মৃত্যু হইলে (—দেহেন্দ্রিয়সংঘাত বাধিত হইলে, 'আমি অমুক', অমুকের পুত্র', ইত্যাদিপ্রকার বিশেষ] সংজ্ঞা থাকে না" (৩) ; "কিন্তু যখন সমস্ত ইঁহার আত্মস্বরূপই হইয়া গেল", "যেখানে সুপ্ত হইয়া কোনপ্রকার কাম্যবিষয়কে কামনা করে না, কোনপ্রকার স্বপ্নদর্শন করে না", ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতে অধিকারবশে (—প্রকরণপ্রমাণবলে) ইহা আবিষ্কৃত (—নির্ণীত) হইয়াছে ।৬ [কিন্তু অনেকশরীরগ্রহণাদিরূপ ঐশ্বর্য্য তবে কাহাদের জন্য বর্ণিত হইয়াছে ?

ভাবদীপিকা

(৩) ন্যায়নির্ণয়কার বলেন—"স্বাপাধিকারে পঠিত "ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়" (বৃঃ ২।৪।১২) ইত্যাদিবাক্য সুষুপ্তিবোধক"। কিন্তু উক্ত শ্রুতিভাষ্যের আলোচনা করিলে ইহা মোক্ষবোধক বাক্য, ইহাই প্রতিভাত হয়। রত্নপ্রভাকার এই পক্ষই সমর্থন করিয়াছেন। "যত্র তু" (বৃঃ ৪।৫।১৫) ইত্যাদি বাক্যও মোক্ষবোধক।

শাঙ্করভাষ্যম্

-বিপাকাবস্থানং* তু এতৎ স্বর্গাদিবৎ অবস্থান্তরং যত্র এতৎ ঐশ্বর্য্যম্ উপবর্ণ্যতে।তস্মাৎ অদোষঃ ৷৷৪৷৪৷১৬৷৷ ইতি ষষ্ঠং প্রদীপাধিকরণম্।

*'বিপাকস্থানম্' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

উত্তর—] যে স্থলে এই ঐশ্বর্য্য বর্ণিত হইতেছে, ইহা কিন্তু সগুণ [পরব্রহ্ম-] বিদ্যার বিপাকাবস্থাতে (—ভোগপ্রদানের অবস্থাতে) অবস্থিতিরূপ স্বর্গাদির ন্যায় অন্য-প্রকার অবস্থা।৭ সেইহেতু (—পূর্ব্ববাদিকর্তৃক উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসকল সুষুপ্তি ও সদ্যোমুক্তির বোধক হওয়ায় এবং অনেকশরীরধারণাদিরূপঐশ্বর্য্য ক্রমমুক্ত সগুণপর-ব্রহ্মবিদের হওয়ায়) কোনপ্রকার দোষ হয় না ৷৷৪৷৪৷১৬৷৷ প্রদীপাধিকরণ সমাপ্ত।

৭। জগদ্ব্যাপারাধিকরণম্। [১৭-২২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—সগুণপরব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্তের ক্রমমুক্তি; তাঁহাদের অপ্রতিহত ঐশ্বর্য্য জগদ্ব্যাপারে সঙ্কুচিত।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে স্বীয় ভোগসিদ্ধির জন্য জীবাত্মযুক্ত কায়ব্যূহের সৃষ্টিতে ক্রমমুক্ত সগুণপরব্রহ্মবিদের সামর্থ্যের কথা বলা হইয়াছে। তাহাতে বস্তুতঃ তাঁহাকে উৎসর্গতঃ (—সাধারণভাবে) সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত ও সর্ব্বশক্তিমানরূপেই অঙ্গীকার করা হইয়াছে। এক্ষণে জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহার সেই ঐশ্বর্য্য ও সর্ব্বশক্তিমত্তার অপবাদ (—সঙ্কোচ) করা হইতেছে বলিয়া সেই অধিকরণের সহিত **উৎসর্গাপবাদসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—সগুণপরব্রহ্মবিদ্যার ফলভূত ঐশ্বর্য্যের নিয়তিশয়তা নিবারিত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

জগৎস্রষ্টৃত্বমস্ত্যেষাং যোগিনামথ নাস্তি বা।
অস্তি স্বারাজ্যমাপ্নোতীত্যুক্তৈশ্বর্য্যানবগ্রহাৎ ॥
সৃষ্টাবপ্রকৃতত্বেন স্রষ্টৃতা নাস্তি যোগিনাম্।
স্বারাজ্যমীশো ভোগায় দত্তে † মুক্তিং চ বস্তুয়া ॥

অন্বয়—এষাং যোগিনাং জগৎস্রষ্টৃত্বম্ অস্তি, অথবা নাস্তি? "আপ্নোতি স্বারাজ্যম্", ইতি। উক্তৈশ্বর্য্যান-বগ্রহাৎ অস্তি। সৃষ্টৌ অপ্রকৃতত্বেন যোগিনাং স্রষ্টৃতা নাস্তি। ঈশঃ ভোগায় স্বারাজ্যং দত্তে, বিস্তয়া মুক্তিং চ।

† 'দত্তে', 'দদে', ইতি চ পাঠঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[দহরাদ্যন্যতমোপাসনাবলেন ব্রহ্মলোকগতানাং সগুণপরব্রহ্মণা সাযুজ্য-প্রাপ্তানাম্ উপাসকানাম্ ঐশ্বর্য্যম্ অত্র বিষয়ঃ। "আপ্নোতি স্বারাজ্যম্" (তৈঃ ১।৬।২), ইত্যাদিশ্রুতৌ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তানাং বিদুষাং নিরবগ্রহৈশ্বর্য্যং বর্ণ্যতে। "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" (শ্বেঃ ৬৮), ইত্যাদিশ্রুতৌ তু পরমেশ্বরভিন্নানাং তন্নিষেধশ্চ প্রতিভাতি। অতঃ ভবতি সংশয়ঃ—] এষাং যোগিনাং জগৎস্রষ্টৃত্বম্ অস্তি, অথবা নাস্তি?

পূর্ব্বপক্ষ—"আপ্নোতি স্বারাজ্যম্" ইতি উক্তৈশ্বর্য্যানবগ্রহাৎ [ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তানাম্ উপা-

-কাশাদীনাং যথা ভোগযোগ্যদেহেন্দ্রিয়স্রষ্টৃত্বম্ অস্তি, তথা বিয়দাদিজগৎস্রষ্টৃত্বম্ অপি] অস্তি।

সিদ্ধান্ত—[বিয়দাদিজগৎসৃষ্টিপ্রতিপাদকেষু প্রকরণেষু সর্ব্বত্র পরমাত্মা এব স্রষ্টা, যেন অবগম্যতে, ন কাপি যোগিনঃ তথা অবগম্যন্তে। অতঃ জগতঃ] সৃষ্টৌ অপ্রকৃতত্বেন যোগিনাং স্রষ্টৃতা নাস্তি। [অন্যথা অনেকেশ্বরত্বে সতি কশ্চিৎ সিসৃক্ষতি, কশ্চিৎ সংজিহীর্ষতি ইতি জগদ্ব্যবস্থা ন সিধ্যেৎ। কথং তর্হি স্বারাজ্যশ্রুতিঃ? 'ঈশ্বরাধীনস্বারাজ্যাভিপ্রায়েণ' ইতি ব্রূমঃ। উপাসনয়া তোষিতঃ হি] ঈশঃ [বিদুষাং] ভোগায় স্বারাজ্যং দত্তে, বিদ্যয়া মুক্তিং চ। [তস্মাৎ বিদুষাং জগৎসৃষ্টৌ স্বাতন্ত্র্যাভাবেঽপি ভোগেষু তদস্তি]।

অনুবাদ

সংশয়—[দহরাদি অহংগ্রহ উপাসনাসকলের বলে ব্রহ্মলোকগত ও সগুণপরব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যভাবপ্রাপ্ত (—সমানধর্ম্মযুক্ত) উপাসকগণের ঐশ্বর্য্য এখানে বিষয়। "স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত বিদ্বান্‌গণের অপ্রতিহত ঐশ্বর্য্য বর্ণিত হইতেছে। "তাঁহার সমান, অথবা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ পরিদৃষ্ট হন না", ইত্যাদি শ্রুতিতে কিন্তু পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহার নিষেধও প্রতিভাত হইতেছে। সেইহেতু সংশয় হয়—] এই যোগিগণের জগৎস্রষ্টৃত্ব আছে, অথবা নাই?

পূর্ব্বপক্ষ—"স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন", এইপ্রকারে বর্ণিত ঐশ্বর্য্য অপ্রতিহত হয় বলিয়া [ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত উপাসকগণের যেমন ভোগযোগ্য দেহেন্দ্রিয়াদির স্রষ্টৃত্ব থাকে, তদ্রূপ আকাশাদি জগতের স্রষ্টৃত্বও] আছে।

সিদ্ধান্ত—[আকাশাদি জগতের সৃষ্টিপ্রতিপাদক প্রকরণসকলে সর্ব্বত্র পরমাত্মাই স্রষ্টৃরূপে বিজ্ঞাত হইতেছেন, যোগিগণ কোন স্থলেও তদ্রূপে বিজ্ঞাত হন না। সেইহেতু জগতের] সৃষ্টিতে প্রস্তাবিত (—বর্ণিত) না হওয়ায় যোগিগণের স্রষ্টৃতা নাই। [অন্যথা (—তাঁহাদের জগৎস্রষ্টৃত্ব অঙ্গীকৃত হইলে) ঈশ্বর অনেক হওয়ায় কেহ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিবেন, কেহ সংহার করিতে ইচ্ছা করিবেন, এইপ্রকারে জগদ্ব্যবস্থা সিদ্ধ হইবে না। আচ্ছা, তাহা হইলে স্বারাজ্য প্রাপ্তিবোধিকা শ্রুতির গতি কি? [উত্তর—] 'ঈশ্বরের অধীনভাবে স্বারাজ্যপ্রাপ্তি হয়, এই অভিপ্রায়ে' উক্ত শ্রুতির প্রবৃত্তি হইয়াছে, ইহা আমরা বলিতেছি। যেহেতু উপাসনার দ্বারা তোষিত] ঈশ্বর [বিদ্বান্‌গণের] ভোগের জন্য স্বারাজ্য প্রদান করেন এবং বিদ্যার (—তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদনের) দ্বারা মুক্তি প্রদান করেন। [সেইহেতু জগৎসৃষ্টিতে বিদ্বান্‌গণের স্বাধীনতা না থাকিলেও ভোগসকলে তাহা আছে]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, নানা ঈশ্বর সিদ্ধ হওয়ায় জগদুৎপত্ত্যাদির ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—তাদৃশ উপাসক যোগিগণ ঈশ্বরাধীন হওয়ায় নিত্যসিদ্ধ এক ঈশ্বরই জগৎকর্ত্তা, সেইহেতু জগদ্ব্যবস্থা সিদ্ধ হয়।

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥৪।৪।১৭॥

পদচ্ছেদ—জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্, প্রকরণাৎ, অসন্নিহিতত্বাৎ, চ।

সূত্রার্থ—[দেহাদিসর্গে সগুণপরব্রহ্মবিদুষঃ ঐশ্বর্য্যম্ উক্তম্। তদৈশ্বর্য্যং কিম্ ঈশ্বরস্য ইব নিরঙ্কুশম্, উত সাতিশয়ম্ ইতি বিশয়ে; 'নিরঙ্কুশম্' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—]

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্—জগদুৎপত্ত্যাদিব্যাপারবর্জং [সাতিশয়ম্ এব ঐশ্বর্য্যং ভবতি বিদুষঃ। জগদ্ব্যাপারস্ত পরমেশ্বরস্যৈব। কুতঃ? উচ্যতে—সৃষ্টিবাক্যেষু সর্ব্বত্র তস্যৈব] **প্রকরণাৎ**—প্রকৃতত্বাৎ। **অসন্নিহিতত্বাৎ**—মহাপ্রলয়ান্তে সর্গসময়ে বিদুষঃ জীবস্য অসত্ত্বাৎ ইত্যর্থঃ। চকারঃ—মহাভূতসৃষ্টৌ যোগিনাম্ অশক্যত্বম্ আহ।

অনুবাদ—[সগুণপরব্রহ্মবিদের দেহাদি সৃষ্টিতে ঐশ্বর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। সেই ঐশ্বর্য্য কি ঈশ্বরের [ঐশ্বর্য্যের] ন্যায় বাধাবিহীন, অথবা তারতম্যযুক্ত, এইপ্রকার সংশয় হইলে; 'বাধাবিহীন', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্**—[বিদ্বানের ঐশ্বর্য্য] জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারবর্জ্জিত, [সুতরাং অবশ্যই তারতম্যযুক্ত। জগতের উৎপাদন প্রভৃতি ব্যাপার কিন্তু পরমেশ্বরেরই। তাহাতে হেতু কি? তাহা কথিত হইতেছে—সৃষ্টিবোধক বাক্যসকলে সর্ব্বত্র তাঁহারই] **প্রকরণাৎ**—যেহেতু প্রস্তাব হইয়াছে। **অসন্নিহিতত্বাৎ**—[আর] যেহেতু মহাপ্রলয়ান্তে সৃষ্টিকালে বিদ্বান্ জীবের সত্তা থাকে না, ইহাই ভাব। চকারটী—[ক্ষিত্যাদি] মহাভূতসকলের সৃষ্টিতে যোগি-গণের সামর্থ্যহীনতার কথা বলিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

যে সগুণব্রহ্মোপাসনাৎ সহৈব মনসা ঈশ্বরসাযুজ্যং ব্রজন্তি, কিং তেষাং নিরবগ্রহম্ ঐশ্বর্য্যং ভবতি, আহোস্বিৎ সাবগ্রহম্ ইতি সংশয়ঃ।১ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? ২ নিরঙ্কুশম্ এব এষাম্ ঐশ্ব-র্য্যং ভবিতুম্ অর্হতি, "আপ্নোতি স্বারাজ্যম্" (তৈঃ ১।৬।২), "সর্ব্বে অস্মৈ দেবাঃ বলিম্ আবহন্তি" (তৈঃ ১।৫।৩), "তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারঃ ভবতি" (ছাঃ ৮।১।৬, ৭।২৫।২ দ্রঃ), ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ

ভাষ্যানুবাদ

[৩৫১ পৃঃ]

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—সগুণপরব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্তের নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি।]

সগুণ [পর-] ব্রহ্মের উপাসনাপ্রভাবে যাঁহারা মনের (১) সহিত ঈশ্বরসাযুজ্য (২) প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য কি প্রতিবন্ধরহিত হইয়া থাকে, অথবা প্রতি-বন্ধযুক্ত, ইহাই [এখানে] সংশয়।১ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল? ২ [পূর্ব্বপক্ষ—] ইঁহাদের ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ হওয়াই উচিত, যেহেতু "স্বারাজ্য প্রাপ্ত

ভাবদীপিকা

(১) 'মনের সহিত', অর্থ—'মন উপলক্ষিত লিঙ্গশরীরের সহিত'। নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদ্ না হওয়ায় এই সগুণপরব্রহ্মবিদ্‌গণের অবিদ্যা বিনষ্ট হয় নাই; সুতরাং "ন তস্য প্রাণাঃ উৎ-ক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।৬), এই অবস্থা ইঁহারা প্রাপ্ত হন না। ফলে উৎক্রমণকালে লিঙ্গশরীর ও সূক্ষ্মশরীর সহ ইঁহাদের উৎক্রমণ ও ব্রহ্মলোকে গতি হয়, ইহাই ভাব।

[সালোক্যাদি মুক্তিপঞ্চক। সাযুজ্যমুক্তির স্বরূপ। সাযুজ্যমুক্তের ক্রমমুক্তি।]

(২) 'ঈশ্বরসাযুজ্য' বলিতে কি বুঝায়, তাহা বর্ণিত হইতেছে। সগুণব্রহ্মবিদ্‌গণের মুক্তি পাঁচপ্রকার, যথা—১। **সালোক্য**—ইষ্টদেবতাসহ একই লোকে বাস। ২। **সামীপ্য**—নিকটবর্ত্তিত্ব, অর্থাৎ পার্ষদ, বা পার্শ্বচররূপে ইষ্টদেবতার নিকট অবস্থিতি। ৩। **সারূপ্য**—সমানবিগ্রহবত্তা, অর্থাৎ ইষ্টদেবতার ন্যায় চতুর্ভুজাদি সমানরূপতা।

ভাবদীপিকা [সাযুজ্যমুক্তির স্বরূপ]

৪। সাষ্টি—ইষ্টদেবতার ন্যায় সমান ঐশ্বর্য্য এবং **৫। সাযুজ্য**। এই সাযুজ্যমুক্তি কি, তাহা অবধারণ করিতে হইবে। **ব্রহ্মবিদ্যাভরণ**কার ৩।৩।৪৩ সূত্রের ব্যাখ্যাতে (৭১০ পৃঃ) সাযুজ্যশব্দের অর্থ করিয়াছেন—'সমান ভোগ'। কিন্তু হিরণ্যগর্ভাদির সহিত তদুপাসকের সমান ভোগ সম্ভব হইলেও সগুণপরব্রহ্মোপাসকের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে; কারণ নিত্যতৃপ্ত অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের অস্মদাদির ন্যায় ভোগ সম্ভব নহে। সেইহেতু তাঁহার সহিত সমান ভোগের প্রশ্নই উঠে না বলিয়া প্রস্তাবিত স্থলে এই অর্থ গ্রহণীয় নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।২৯।১৩ শ্লোকের টীকাতে পূজ্যপাদ **শ্রীধরস্বামী** সাযুজ্যশব্দের অর্থ করিয়াছেন—'একত্ব'। এই অর্থ নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যার ফলভূতা সদ্যোমুক্তিতেই সম্ভব, যেহেতু উক্ত বিদ্যাবলে অবিদ্যা বিনষ্ট হওয়ায় বিদ্বান্ নির্গুণব্রহ্মের সহিত এক (—অভিন্ন) হইয়া পড়েন। অবিদ্যা বিনষ্ট না হওয়ায় সগুণপরব্রহ্মবিৎ ক্রমমুক্তের পক্ষে এই অর্থ গৃহীত হইতে পারে না। উক্ত শ্লোকের **ক্রমসন্দর্ভ** টীকাতে টীকাকার বলিয়াছেন—সাযুজ্য দুইপ্রকার, (১) ভগবৎসাযুজ্য (—পরমেশ্বরসাযুজ্য) এবং (২) ব্রহ্মসাযুজ্য। বলা বাহুল্য ব্রহ্মশব্দের শক্যার্থ নির্গুণপরব্রহ্ম (১।২৯৭ পৃঃ, ৭ ভাবদীঃ) হওয়ায় (২) 'ব্রহ্মসাযুজ্য' উপরোক্ত 'একত্বের' ন্যায় নির্গুণব্রহ্মবিদের সদ্যোমুক্তিতেই সম্ভব। সুতরাং এই অর্থও প্রস্তাবিত স্থলে গ্রহণীয় নহে। (১) 'ভগবৎসাযুজ্য' অর্থই গ্রহণীয়। তাহার স্বরূপ কি, তাহা ক্রমশঃ পরিস্ফুত হইতেছে। ভগবান্ **ভাষ্যকার** বৃঃ ১।৩।২২ এবং ১।৫।২৩ শ্রুতির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সাযুজ্যশব্দের অর্থ করিয়াছেন যথাক্রমে 'সমানদেহেন্দ্রিয়াভিমানিতা', এবং 'একাত্মতা' (—সমানদেহতা)। ৩।৩।৪৩ এবং ৪।৪।২১ সূত্রভাষ্যের ব্যাখ্যাতে **ব্রহ্মপ্রভাকার**, **ন্যায়নির্ণয়**কার এবং **প্রকটার্থ**কার ইহার অর্থ করিয়াছেন—'সমানদেহতা'। ফলে দেখা যাইতেছে—ইঁহারা সকলেই মোটামুটী একই প্রকার অর্থ অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু 'সমান-দেহেন্দ্রিয়াভিমানিতা' বলিতে **(ক)** 'একই দেহেন্দ্রিয়াভিমানিতা' এবং **(খ)** 'সদৃশদেহেন্দ্রিয়া-ভিমানিতা', এই উভয়প্রকার অর্থই গৃহীত হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রস্তাবিত স্থলে **(ক)** প্রথম প্রকার অর্থ গৃহীত হইতে পারে না, কারণ মায়া পরমেশ্বরের উপাধিরূপ শরীর হওয়ায় তাহাতে আত্মাভিমান কোন জীবের পক্ষেই সম্ভব নহে। ক্রমমুক্ত পুরুষ যদি উপাস্য মায়োপাধিক সগুণপরব্রহ্মের (—পরমেশ্বরের) সহিত একই দেহেন্দ্রিয়ে (২৮৩ পৃঃ ৩১ ভাবদীঃ) অভিমানী হন, তাহা হইলে তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য সমান হইয়া পড়িবে। ফলে প্রস্তাবিত "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্", এই সূত্র ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। সুতরাং এখানে **(খ) দ্বিতীয়**প্রকার অর্থই গ্রহণীয়। কিন্তু সেই 'সাদৃশ্য' কিপ্রকার? যদি যথাশ্রুত 'সদৃশদেহেন্দ্রিয়াভি-মানিতা' হয়, তাহা উপরোক্ত **৩। সারূপ্যমুক্তির** অন্তর্গত হইয়া পড়িবে; তাহা সঙ্গত নহে। তাহা হইলে এখানে সদৃশদেহেন্দ্রিয়াভিমানিতারূপ সাযুজ্যশব্দের বিবক্ষিত অর্থ কি? বলিতেছি—'সাদৃশ্য'শব্দের অর্থ—"তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গতভূয়োধর্ম্মবত্ত্ব"—'তাহা হইতে ভিন্ন হইয়াও তন্নিষ্ঠ বহুধর্ম্মযুক্ততা'। সুতরাং প্রস্তাবিত স্থলে 'সদৃশদেহেন্দ্রিয়াভিমানিতার' অর্থ হইবে—"ঈশ্বরীয় শরীর হইতে ভিন্ন, অথচ ঈশ্বরীয় ভূয়োধর্ম্মযুক্ত দেহেন্দ্রিয়াভিমানিতা", অর্থাৎ 'ক্রমমুক্ত পুরুষের শরীর ও ইন্দ্রিয় মায়োপাধিক পরমেশ্বরের লীলাবিগ্রহ (২৮৩ পৃঃ) হইতে ভিন্ন হইলেও তাহা ঈশ্বরীয় বহুধর্ম্মযুক্ত'। আচ্ছা, কি সেই ঈশ্বরীয় ধর্ম্ম? বলিতেছি—

ভাবদীপিকা [সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্তের ক্রমমুক্তি]

পরমেশ্বরের অনন্ত গুণসকলের মধ্যে যে যে গুণযোগে উপাসনা করিয়া উপাসক ক্রমমুক্তিলাভ করেন, সেই গুণসকলই সেই ধর্ম ; যথা—দহরবিদ্যাতে "অপহতপাপ্মত্ব, বিজরত্ব, সত্যকামত্ব" (ছাঃ ৮।১।৫) ইত্যাদি গুণাষ্টক। এইপ্রকারে ক্রমমুক্তিপ্রদ সেই সেই বিদ্যাসকলে যে যে গুণসকল শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে, সেই সেই ঈশ্বরীয় গুণসকল সেই সেই ক্রমমুক্ত পুরুষে আবির্ভূত হয়, ইহাই ভাব। এইপ্রকার ব্যাখ্যা অঙ্গীকৃত হইলেই ২৫৪ পৃঃতে উদ্ধৃত ব্রহ্মবিদ্যাভরণকারের "সমগ্র গুণযোগে পরিপক্ব উপাসনাযুক্তের সাযুজ্যমুক্তি লব্ধ হয়", এই অভিপ্রায়ও সমর্থিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।২৯।১৩ শ্লোকের ভাগবতচন্দ্রিকা ব্যাখ্যাতে পূজ্যপাদ বীরবরাচার্য্য এইপ্রকার অর্থই করিয়াছেন, যথা—"তত্র সাযুজ্যং নাম সমানগুণযোগঃ, গুণাষ্টকাবির্ভাবরূপঃ। যুজ্যতে ইতি যুগ্ ধর্মঃ, ধর্মঃ হি ধর্ম্মিণা যুজ্যতে ; সমানঃ যুগ্ যস্য সঃ সযুক্, সযুজো ভাবঃ সাযুজ্যং সাধর্ম্ম্যম্। তথাচ গীতং ভগবতা "মম সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ" (গীতা ১৪।২) ইতি"। অর্থ স্পষ্ট। অতএব ক্রমমুক্ত পুরুষে এই যে ঈশ্বরীয় গুণের আবির্ভাব, ইহাই উপরে ক্রমসন্দর্ভানুসারে বর্ণিত 'ভগবৎসাযুজ্য' এবং অত্রস্থ শারীরকভাষ্যে বর্ণিত 'ঈশ্বরসাযুজ্য', ইহাই নির্ণীত হইতেছে। এই স্থলে আরও কয়েকটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে, যথা—১। সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় এই সাযুজ্য মুক্তির অন্তর্গত, ইহা লব্ধ হইলে অপরগুলিও ফলতঃ লব্ধ হয়ই (ঐ, ভাগবতচন্দ্রিকা)। ২। এই পাদের চতুর্থ অধিকরণ হইতে সগুণপরব্রহ্মবিদ্যার ফল বর্ণিত হইতেছে। এই অধিকরণের উপক্রমে ভগবান্ ভাষ্যকার "ঈশ্বরসাযুজ্যং ব্রজন্তি", এইপ্রকারে সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্তগণকে গ্রহণ করায় ইহাই সিদ্ধ হয় যে, উপসংহারে "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" (৪।৪।২২) এইপ্রকারে যাঁহাদের আত্যন্তিক অনাবৃত্তি বর্ণিত হইবে, তাঁহারা সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত, অর্থাৎ সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্তগণেরই ক্রমমুক্তি লব্ধ হয়, সালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্তগণের নহে। ইহা অঙ্গীকার না করিলে এই অধিকরণের একবাক্যতা ভঙ্গ হইয়া পড়িবে। তাহা সঙ্গত নহে।

[সালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্তগণেরও ঐশ্বর্য্যলাভ।]

৩। সংশয় হয়—সগুণপরব্রহ্মবিদ্গণের ঐশ্বর্য্যবর্ণনপ্রসঙ্গে ভগবান্ ভাষ্যকার "মুখ্যই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণীয়", এই লৌকিক ন্যায়বলে সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্তগণের উল্লেখ করিলেন। তাহা হইলে কি সালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্তগণের ঐশ্বর্য্য লব্ধ হয় না ? উত্তরে বলা যায়—এইপ্রকার সংশয়ের কোন হেতু নাই। একই অহংগ্রহবিদ্যাতে গুণযোগের তারতম্য এবং বিদ্যার অপরিপক্বতা ও পরিপক্বতার তারতম্যবশতঃ উপাসকের যথাক্রমে সালোক্য ও সাযুজ্যাদি বিভিন্নপ্রকার মুক্তি লব্ধ হয়। ইহা "এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি" (বৃঃ ১।৫।২৩, এবং বৃঃ ৫।১৩।১ ৪ দ্রঃ) ইত্যাদি শ্রুতি এবং "বিজ্ঞানপ্রকর্ষাপেক্ষং সাযুজ্যং, তন্নিকর্ষাপেক্ষং চ সালোক্যম্" (বৃঃ ১।৫।২৩ আনন্দগিরি) এবং ২৫৪ পৃষ্ঠাতে উদ্ধৃত ব্রহ্মবিদ্যাভরণকারের বচন হইতে অবগত হওয়া যায়। সুতরাং বিদ্যা অভিন্ন হইলেও "সাধনাধিক্যে ফলাধিক্য" এই যুক্তি অনুসারে সাযুজ্যমুক্তপ্রাপ্তগণের ঐশ্বর্য্যের উৎকৃষ্টতা সিদ্ধ হইলেও সালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্তগণের ঐশ্বর্য্যই লব্ধ হয় না, ইহা বলা যায় না। ব্রহ্মলোকাপেক্ষা নিম্নতর লোকবাসী দেবগণেরই যখন অস্মদাদির কল্পনাতীত ঐশ্বর্য্য লব্ধ হয়, তখন পরমেশ্বরের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত ব্রহ্মলোকবাসী

[৩৪৮ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

ইতি ।৩ এবং প্রাপ্তে পঠতি—"জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্", ইতি ।৪ জগদুৎপত্ত্যাদিব্যাপারং বর্জ্জয়িত্বা অন্যদ্ অণিমাদ্যাত্মকম্ ঐশ্বর্য্যং মুক্তানাং ভবিতুম্ অর্হতি ।৫ জগদ্ব্যাপারস্তু নিত্যসিদ্ধস্য এব ঈশ্বরস্য ।৬ কুতঃ? ৭ তস্য তত্র প্রকৃতত্বাৎ, অসন্নিহিতত্বাৎ চ ইতরেষাম্ ।৮

ভাষ্যানুবাদ

হন", "সকল দেবতা ইঁহার জন্য উপহার আনয়ন করেন", "সকল লোকে তাঁহাদের স্বচ্ছন্দ গতি হয়", ইত্যাদি শ্রুতিসকল আছে, ইত্যাদি ।৩

[সিঃ—জগদ্ব্যাপারে সামর্থ্য না থাকায় সগুণপরব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্তের ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ নহে।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে [আচার্য্য] বলিতেছেন—"জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্", ইত্যাদি ।৪ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] জগতের উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ক (—উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় বিষয়ক) ব্যাপারকে বর্জ্জন করিয়া অণিমা প্রভৃতি অন্যপ্রকার ঐশ্বর্য্য [ঈশ্বরসাযুজ্যপ্রাপ্ত ক্রম-] মুক্তগণের হইয়া থাকে, ইহাই সঙ্গত ।৫ জগতের [উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ক] ব্যাপার কিন্তু নিত্যসিদ্ধ (—সদাই বর্ত্তমান) পরমেশ্বরেরই ।৬ তাহাতে হেতু কি ? ৭ [উত্তর—] যেহেতু তাহাতে (—জগদ্ব্যাপারে) তিনি প্রস্তাবিত (—শ্রুতিতে বর্ণিত) হইয়াছেন এবং যেহেতু অপরসকল (—জগদুৎপত্তির পরবর্ত্তিকালে যাঁহাদের অস্তিত্ব সম্ভব হয়, সেই সগুণপরব্রহ্মবিদ্‌গণ, প্রলয়ান্তে নবকল্পারম্ভে] অসন্নিহিত (—বর্ত্তমান থাকেন না ।৮

ভাবদীপিকা [সালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্তেরও ঐশ্বর্য্য]

এই পুরুষশ্রেষ্ঠগণের ঐশ্বর্য্য সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্তগণের ঐশ্বর্য্যাপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন হইলেও দেবগণেরও কল্পনাতীত ঐশ্বর্য্য লব্ধ হয়, ইহা শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণবলে নির্ণীত হয় ; অন্যথা সগুণপরব্রহ্মোপাসকের ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিবোধিকা "সর্ব্বে চ লোকাঃ আপ্তাঃ, সর্ব্বে চ কামাঃ" (ছাঃ ৮।১২।৬), "সর্ব্বম্ আপ্নোতি সর্ব্বশঃ" (ছাঃ ৭।২৬।২), "আপ্নোতি স্বারাজ্যম্" (তৈঃ ১।৬।২) ইত্যাদি শ্রুতিই ব্যর্থ হইয়া পড়িবেন। ৪। আরও লক্ষ্য করিতে হইবে—মনুষ্য মোক্ষলাভের জন্য পরমেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হয়, ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য নহে। কিন্তু শ্রীভগবানের এমনই মহিমা যে, তদ্ধ্যানপরায়ণগণ চুম্বকর্ত্তৃক আকৃষ্ট লৌহের ন্যায় তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হন *। তখন তাঁহাদিগের নিকট এই সালোক্য ও সাযুজ্যাদি মুক্তিও অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে†। ফলের জন্য বৃক্ষ রোপিত হইলেও যেমন বিনা প্রযত্নে ছায়া লব্ধ হয়, তদ্রূপ মোক্ষলাভের জন্য ভগবদুপাসনাতে প্রবৃত্ত হইলেও ছায়াস্থানীয় এই ঐশ্বর্য্যসকল বিনা প্রযত্নেই তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হয় ; তাঁহারা কিন্তু এই সকলকে আকাঙ্ক্ষাই করেন না‡। বস্তুস্থিতি এইপ্রকার হওয়ায় উক্তপ্রকার সংশয়ের অবকাশ নাই। (সংগ্রহাত্মক এই বিচার আমাদের)

* "আত্মভাবং নয়ত্যেনং তদ্ব্রহ্মধ্যায়িনং মুনিম্। বিকার্য্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা"॥ (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৩০)। "মামনুস্মরতশ্চিত্তং মষ্যেব প্রবিলীয়তে" (শ্রীমদ্ভাঃ ১১।১৪।২৭)।

† "সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ"॥ (শ্রীমদ্ভাঃ৩।২৯।১৩)।

‡ "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ"॥ (শ্রীমদ্ভাঃ ১।৭।১০)। অর্থ ১০৪ পৃঃ দ্রঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

পরঃ এব হি ঈশ্বরঃ জগদ্ব্যাপারে অধিকৃতঃ, তমেব প্রকৃত্য উৎপত্ত্যাদ্যুপদেশাৎ, নিত্যশব্দনিবন্ধনত্বাৎ চ।৯ তদন্বেষণবিজিজ্ঞাসনপূর্ব্বকং তু ইতরেষাম্ অণিমাদি ঐশ্বর্য্যং শ্রূয়তে।১০ তেন অসন্নিহিতাঃ তে জগদ্ব্যাপারে।১১ সমনস্কত্বাৎ এব চ এতেষাম্ অনৈকমত্যে কস্যচিৎ স্থিত্যভিপ্রায়ঃ, কস্যচিৎ সংহারাভিপ্রায়ঃ ইতি এবং বিরোধঃ অপি কদাচিৎ স্যাৎ।১২ অথ কস্যচিৎ সঙ্কল্পম্ অনু অন্যস্য সঙ্কল্পঃ ইতি অবিরোধঃ সমর্থ্যেত, ততঃ পরমেশ্বরাকূততন্ত্রত্বম্ এব ইতরেষাম্ ইতি ব্যবতিষ্ঠতে।১৩॥৪।৪।১৭॥

ভাষ্যানুবাদ

নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বরই জগদুৎপত্ত্যাদির কর্ত্তা, এই বিষয়ে সূত্রস্থ 'প্রকরণাৎ', এই হেতুটীর ব্যাখ্যা করিতেছেন—] একমাত্র শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরই (—পরমেশ্বরই) জগতের [উৎপত্ত্যাদি] ব্যাপারে অধিকারী, যেহেতু [শ্রুতিতে] তাঁহাকেই [বর্ণনীয়রূপে] প্রস্তাব করিয়া [জগতের] উৎপত্তি প্রভৃতির উপদেশ হইয়াছে এবং যেহেতু ["নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং…ভূতযোনিম্" (মুঃ ১।১।৬), ইত্যাদি শ্রুতিতে] 'নিত্য' এই শব্দের দ্বারা [তাঁহার] নিবন্ধন (—উপদেশ) হইয়াছে।৯ [যাঁহাদের ঐশ্বর্য্য সাধনলব্ধ, তাঁহাদের পক্ষে 'জগদ্ব্যাপার' সম্ভব নহে, সূত্রস্থ "অসন্নিহিতত্বাৎ", এই হেতুটীর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—] তাঁহার (—পরমেশ্বরের) অন্বেষণ (—উপাসনা) এবং জিজ্ঞাসা (—বিচার) পুর্ব্বক কিন্তু অপরের (—জীবগণের) অণিমাদি ঐশ্বর্য্য ["তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারঃ ভবতি" (ছাঃ ৮।১।৬), ইত্যাদি] শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে।১০ সেইহেতু তাঁহারা জগদ্ব্যাপারে অসন্নিহিত (—নিকটবর্ত্তী নহেন, অর্থাৎ জগদুৎপত্তিকালে অস্তিত্ব না থাকায় তাহাতে তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব নাই।১১ এই বিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] আর মনোযুক্ত হওয়ায় ইঁহাদের ঐকমত্য (—একমতাবলম্বিতা) না হইলে কাহারও [জগতের] স্থিতিবিষয়ক অভিপ্রায় হইবে, কাহারও সংহারবিষয়ক অভিপ্রায় হইবে, ইত্যাদি এইপ্রকার বিরোধও কদাচিৎ হইতে পারে ; [ফলে জগতের সৃষ্টি ও স্থিতিবিষয়ে কোনপ্রকার নিয়ম থাকিবেনা, অথবা পরস্পরের ঐশ্বর্য্যের ব্যাঘাতক হওয়ায় কাহারও ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হইবে না, সৃষ্টিক্রিয়ারও ব্যাঘাত হইয়া পরিবে]।১২ আর ['তাদৃশ ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে] কাহারও সঙ্কল্পকে অনুসরণকরতঃ অপরের সঙ্কল্প উদিত হয়', এইপ্রকারে যদি [জগতের সৃষ্টি ও সংহার ব্যাপারে] অবিরোধকে সমর্থন করা হয়, তাহা হইলে [আগন্তুক ঐশ্বর্য্যবান্ অপেক্ষা নিত্যসিদ্ধ ঐশ্বর্য্যবান্] পরমেশ্বরের আকূতের (—সঙ্কল্পের) অধীনতাই অপরসকলের হইয়া থাকে, ইহাই ব্যবস্থিত (—দৃঢ়ভাবে নির্ণীত) হইতেছে।১৩॥৪।৪।১৭॥

প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডল-স্থোক্তেঃ ॥৪।৪।১৮॥

পদচ্ছেদ—প্রত্যক্ষোপদেশাৎ, ইতি, চেৎ, ন, আধিকারিক মণ্ডলস্থোক্তেঃ।

সূত্রার্থ—[নমু "আপ্নোতি স্বারাজ্যম্" (তৈঃ ১।৬।২), ইতি) **প্রত্যক্ষোপদেশাৎ**—প্রত্যক্ষশ্রুত্যা ঐশ্বর্য্যোপদেশাৎ [নিরঙ্কুশং বিদুষঃ ঐশ্বর্য্যম্] **ইতি চেৎ ; ন ; আধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ**—অধিকারে—তত্তজ্জগদ্ব্যাপারে নিযোজয়তি আদিত্যাদীন্ ইতি 'আধিকারিকঃ', সঃ চ অসৌ 'মণ্ডলস্থঃ'—সূর্য্যমণ্ডলস্থঃ পরমাত্মা, তস্য 'উক্তেঃ'—"আপ্নোতি মনসস্পতিম্" (তৈঃ ১।৬।২), ইতি উত্তরবাক্যে প্রাপ্যত্বেন কথনাৎ [বিদুষঃ সাতিশয়ম্ ঐশ্বর্য্যম্ ইতি গম্যতে। যদি পূর্ব্ববাক্যে এব নিরতিশয়ম্ ঐশ্বর্য্যম্ উক্তং স্যাৎ, তর্হি ইদম্ ঈশ্বরপ্রাপ্তিবচনম্ অনর্থকং স্যাৎ। অতঃ সাতিশয়ং বিদুষঃ ঐশ্বর্য্যম্ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[কিন্তু "স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন", এইপ্রকার] **প্রত্যক্ষোপদেশাৎ**—প্রত্যক্ষ শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ঐশ্বর্য্য উপদিষ্ট হওয়ায় [বিদ্বানের নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য 'লব্ধ হয়'], **ইতি চেৎ**—যদি এইপ্রকার বলা হয় ? [উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] **ন**—না, তাহা বলা যায় না ; **আধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ**—যেহেতু 'অধিকারে'—সেই সেই জগদ্ব্যাপারে যিনি আদিত্যাদিকে নিয়োজিত করেন, তিনি 'আধিকারিক', আর তিনিই ঐ 'মণ্ডলস্থঃ'—সূর্য্যমণ্ডলস্থ পরমাত্মা, 'তস্য উক্তেঃ'—"মনসকলের অধিপতিকে প্রাপ্ত হন", এই পরবর্ত্তি বাক্যে প্রাপ্তব্যরূপে তাঁহারই বর্ণনা থাকায় [বিদ্বানের ঐশ্বর্য্য তারতম্যযুক্ত, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। যদি পূর্ব্ববর্ত্তি বাক্যেই নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য বর্ণিত হয়, তাহা হইলে ["মনসস্পতিম্"], এই ঈশ্বরপ্রাপ্তিবোধক [পরবর্ত্তি] বচন অনর্থক হইয়া পড়িবে। অতএব বিদ্বানের ঐশ্বর্য্য তারতম্যযুক্ত, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অথ যদুক্তম্—"আপ্নোতি স্বারাজ্যম্" (তৈঃ ১।৬।২), ইত্যাদি-প্রত্যক্ষোপদেশাৎ নিরবগ্রহম্ ঐশ্বর্য্যং বিদুষাং ন্যায্যম্ ইতি, তৎ পরিহর্ত্তব্যম্।১ অত্র উচ্যতে—নায়ং দোষঃ, "আধিকারিকমণ্ডল-স্থোক্তেঃ"।২ আধিকারিকঃ যঃ সবিতৃমণ্ডলাদিষু বিশেষায়তনেষু অবস্থিতঃ পরঃ ঈশ্বরঃ, তদায়ত্তা এব ইয়ং স্বারাজ্যপ্রাপ্তিঃ উচ্যতে,

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বিদ্বানের "স্বারাজ্যপ্রাপ্তি" ইত্যাদি ঐশ্বর্য্য পরমেশ্বরপ্রসাদলভ্য, নিরঙ্কুশ নহে।]

আর যে বলা হইয়াছে—"স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি প্রত্যক্ষ উপদেশ থাকায় বিদ্বান্‌গণের ঐশ্বর্য্য প্রতিবন্ধরহিত, ইহা সঙ্গত ইত্যাদি; তাহাকে পরিহার করিতে হইবে।১ এই বিষয়ে বলা হইতেছে—ইহা দোষ নহে, "যেহেতু মণ্ডলস্থ আধিকারিক বর্ণিত হইতেছেন"।২ [ইহার ব্যাখ্যা—] সূর্য্যমণ্ডল প্রভৃতি বিশেষ অধিষ্ঠানসকলে অবস্থিত যে আধিকারিক (—অন্তর্যামিরূপে আদিত্য প্রভৃতিকে জগদ্ব্যাপাররূপ অধিকারে নিয়োগকারী) পরমেশ্বর, এই স্বারাজ্যপ্রাপ্তি অবশ্যই তাঁহার আয়ত্ত

শাঙ্করভাষ্যম্

যৎকারণম্ অনন্তরম্ "আপ্নোতি মনসস্পতিম্ (তৈঃ ১।৬।২), ইতি আহ।৩ যঃ হি সর্ব্বমনসাং পতিঃ পূর্ব্বসিদ্ধঃ ঈশ্বরঃ, তং প্রাপ্নোতি ইতি এতদুক্তং ভবতি।৪ তদনুসারেণ এব চ অনন্তরং "বাক্পতিঃ চক্ষুষ্পতিঃ শ্রোত্রপতিঃ বিজ্ঞানপতিঃ" (ঐ), চ ভবতি ইতি আহ।৫ এবম্ অন্যত্রাপি যথাসম্ভবং নিত্যসিদ্ধেশ্বরায়ত্তম্ এব ইতরেষাম্ ঐশ্বর্য্যং যোজয়িতব্যম্।৬॥৪।৪।১৮॥

ভাষ্যানুবাদ

(—অধীন), ইহা কথিত হইতেছে ; যেহেতু অব্যবহিত পরেই "মনের অধিপতিকে (—পরমেশ্বরকে) প্রাপ্ত হন", [শ্রুতি] ইহা বলিতেছেন।৩ [বিবক্ষিত বিষয়ের পরিস্ফুর্তির জন্য উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ বর্ণনা করিতেছেন—] যিনি সকল মনের অধিপতি পূর্ব্বসিদ্ধ ঈশ্বর, তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, ইত্যাদি ইহাই কথিত হইতেছে (৩)।৪ [বিদ্বানের স্বারাজ্যপ্রাপ্তিরূপ ঐশ্বর্য্য পরমেশ্বরের অধীন, ইহা বাক্যশেষবলে প্রদর্শন করিতেছেন—] আর [পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইলে যেপ্রকার হওয়া উচিত] তদনুযায়িভাবেই অব্যবহিত পরে [শ্রুতি] বলিতেছেন—["তিনি] বাগিন্দ্রিয়ের পতি, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের পতি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের পতি এবং বিজ্ঞানের (—বুদ্ধিবৃত্তিসকলের) পতি হইয়া থাকেন" (—পরমেশ্বরসাযুজ্যপ্রাপ্তের এই সকল ঐশ্বর্য্য সিদ্ধ পদার্থের ন্যায় স্বাভাবিকভাবেই আবির্ভূত হয়), ইত্যাদি।৫ এইপ্রকারে [সকল লোকে স্বচ্ছন্দগতি, ছাঃ ৮।১।৬, ৮।২।১-১০, ইত্যাদি] অন্যান্য স্থলেও অপর সকলের (—ক্রমমুক্তগণের) ঐশ্বর্য্য অবশ্যই নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের অধীন, ইহা যথাসম্ভব যোজনা করিতে হইবে।৬॥৪।৪।১৮॥

ভাবদীপিকা

[সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী পরমেশ্বরের উপাসনা। গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ।]

(৩) এই স্থলে অভিপ্রায় এই—"আপ্নোতি স্বারাজ্যম্" (তৈঃ ১।৬।২), এই পূর্ব্ববর্ত্তি বাক্যে যদি নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি বর্ণিত হইত, তাহা হইলে "আপ্নোতি মনসস্পতিম্" এইপ্রকারে পরবর্ত্তি বাক্যে পরমেশ্বরপ্রাপ্তি বর্ণিত হইত না ; কারণ ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ হইলে পরে আর কোন কিছুর প্রাপ্তির প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং উক্ত স্বারাজ্যপ্রাপ্তি যে ভোগের জন্য স্বাধীনতা প্রাপ্তি মাত্র, জগতের সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে নহে, ইহাই সিদ্ধ হয়। শঙ্কা—কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন—"তিনি মনের অধিপতিকে প্রাপ্ত হন"। এই স্থলে সকলকরণাধিষ্ঠাতা (তৈঃ ১।৬ আনন্দগিরি.), সমষ্টিকরণাভিমানী হিরণ্যগর্ভেরই গ্রহণ হওয়া উচিত ; তুমি সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী আধিকারিক পরমেশ্বরকে কিপ্রকারে প্রাপ্ত হইতেছ ? সমাধান—বলিতেছি—উপাসনার জন্য পরমেশ্বর সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিরূপে শ্রুতিতে বহু স্থলেই বর্ণিতহইতেছেন, যথা—প্রসিদ্ধ গায়ত্রীমন্ত্র। তাহা এই—"তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" (তৈঃ আঃ ১০।২৭)। পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্যকৃত ইহার ভাষ্য এই—"সবিতুঃ—প্রেরকস্য অন্তর্যামিণঃ দেবস্য, বরেণ্যং—বরণীয়ং শ্রেষ্ঠং, তৎ

বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ ॥৪।৪।১৯॥

সূত্রার্থ—[নমু উপাস্যস্য ব্রহ্মণঃ নিরঙ্কুশম্ ঐশ্বর্য্যম্ অস্তি, "তম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্" (শ্বেঃ ৬।৭), ইতি শ্রুতেঃ। তৎ কিমিতি তদুপাসনাৎ ন প্রাপ্যতে উপাসকৈঃ ইতি? উচ্যতে—সগুণে ব্রহ্মণি] **বিকারাবর্ত্তি**—বিকারাতীতং [নির্গুণং স্বরূপম্ অস্তি]। ন কেবলং বিকারমাত্রগোচরং রূপম্ ইতি চকারাৎ সূচিতম্। **হি**—যতঃ, **তথা**—তেন প্রকারেণ [ব্রহ্মণি সগুণত্বনির্গুণত্বয়োঃ] **স্থিতিম্**—অবস্থানম্। ["তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ" (ছাঃ ৩।১২।৬), ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ] **আহ**—কথয়তি। [অয়ং ভাবঃ—যথা সগুণে স্থিতং নির্গুণস্বরূপম্ উপাসকঃ ন প্রাপ্নোতি, তজ্জ্ঞানাভাবাৎ। এবং তদ্গতং জগদুৎপাদকত্বাদিকম্ ঐশ্বর্য্যম্ অপি ন প্রাপ্নোতি, তদুপাস্ত্যভাবাৎ। উপাস্ত্যভাবশ্চ শ্রুত্যভাবাৎ ইতি]।

অনুবাদ—[কিন্তু উপাস্য ব্রহ্মের নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য আছে, যেহেতু "সেই [যম ও ইন্দ্র প্রভৃতি] ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বরকে (—নিরঙ্কুশ মহাধিপতিকে"), এইপ্রকার শ্রুতি আছে। তাঁহার উপাসনা হইতে তাহা (—সেই নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য) উপাসকগণকর্তৃক কেন লব্ধ হয় না? তাহা কথিত হইতেছে—সগুণ ব্রহ্মে] **বিকারাবর্ত্তি**—বিকারাতীত [নির্গুণস্বরূপ বিদ্যমান আছে]। কেবল বিকারমাত্রবিষয়ক (—সোপাধিক) রূপ নহে, ইহা চকার হইতে সূচিত

ভাবদীপিকা [গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ]

ভর্গঃ—তেজঃ, **ধীমহি**—ধ্যায়েম। **যঃ**—সবিতা পরমেশ্বরঃ, **নঃ**—অস্মদীয়াঃ, **ধিয়ো**—বুদ্ধিবৃত্তীঃ, **প্রচোদয়াৎ**—প্রকর্ষেণ তত্ত্ববোধে প্রেরয়তু। তস্য তেজো ধ্যায়েম ইতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ"। ভাবার্থ এই—"সবিতার, অর্থাৎ 'প্রেরক অন্তর্যামী দেবতার', বরণীয় (—শ্রেষ্ঠ) সেই তেজকে আমরা ধ্যান করি; যে সবিতা (—পরমেশ্বর) আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিসকলকে তত্ত্ববোধের জন্য প্রকৃষ্টরূপে প্রেরণ করুন"। **লক্ষ্য** করিতে হইবে—'সবিতা শব্দের অর্থ—'সূর্য্য', এখানে উক্ত শব্দের লক্ষণাবৃত্তিবলে সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী প্রেরক অন্তর্যামী দেবতা, অর্থাৎ পরমেশ্বর গৃহীত হইতেছেন। ইহা 'সন্ধ্যাভাষ্যসমুচ্চয়ে' গায়ত্রীমন্ত্রের ব্যাখ্যাতে "তদিত্যবাঙ্‌মনোগম্যং ধ্যেয়ং যৎ সূর্য্যমণ্ডলে", ইত্যাদি বিদ্যারণ্যস্বামীর বচন এবং প্রচলিত গায়ত্রীর ত্রিবিধ ধ্যানমন্ত্রে "সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্", "সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাম্", ইত্যাদি পাঠদৃষ্টে প্রতিভাত হয়। অতএব শ্রুত্যুক্ত "মনসস্পতিঃ" শব্দে যিনি মনসকলের, অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিসকলের প্রেরয়িতা, সেই পরমেশ্বর সূর্য্যমণ্ডলস্থরূপে গৃহীত হওয়ায় কোনপ্রকার বিরোধ হয় না *। [প্রস্তাবিত স্থলে বর্ণনীয় না হইলেও জিজ্ঞাসুর তৃপ্তির জন্য বলিতেছি—গায়ত্রী মন্ত্রের পূর্ব্বে যে "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ", এই ব্যাহৃতিত্রয় উচ্চারিত হয়, ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য তাহার সারার্থ এইপ্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন—"ভূরাদয়ঃ সর্ব্বলোকাঃ ওঁকারবাচ্যব্রহ্মাত্মকাঃ, ন তদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তি, ইতি ব্যাহৃতয়ঃ সর্ব্বাত্মকব্রহ্মবোধিকাঃ"।—"সন্ধ্যাভাষ্যসমুচ্চয়"]।

---

* আমরা মন্ত্রভাষ্যকারের পদার্থানুসরণকরতঃ এই ব্যাখ্যা যোজনা করিলাম। "আধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ" (৪।৪।১৮), এই সূত্রের সামঞ্জস্যের জন্য এইপ্রকার ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে গত্যন্তর নাই। অন্যান্য টীকাকারও এখানে পরমেশ্বরকেই গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যার সহিত কিন্তু তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ১৫ এবং ১৬ অনুবাকের ভাষ্যবার্ত্তিক ও আনন্দগিরিকৃত টীকার বিরোধ প্রতিভাত হইতেছে। সেই স্থলে ইঁহাদের মতে 'ব্যাহৃতি-আত্মক ব্রহ্মের (—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ও মহঃ, এই ব্যাহৃতিচতুষ্টয়রূপ শরীরে অভিমানী হিরণ্যগর্ভের) উপাসনা বিহিত হইয়াছে। এই বিরোধের সমাধান সুধীগণের চিন্তনীয়।

হইতেছে। হি—যেহেতু, তথা—সেইপ্রকারে [ব্রহ্মে সগুণত্ব এবং নির্গুণত্বের] স্থিতিম্—অবস্থান, ["ইহার (—গায়ত্রীরূপ উপাধিযুক্ত ব্রহ্মের) মহিমা ততটা [যতটা এই প্রপঞ্চ], তাঁহা (—সেই গায়ত্র্যুপাধিক ব্রহ্ম) হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠতর", ইত্যাদি শ্রুতি] আহ—বলিতেছেন। [ভাব এই—যেমন তদ্বিষয়ক জ্ঞান না থাকায় সগুণ ব্রহ্মে অবস্থিত নির্গুণস্বরূপকে উপাসক প্রাপ্ত হন না। এইপ্রকারে তদ্গত (—সগুণব্রহ্মনিষ্ঠ) জগতের উৎপাদকত্ব প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যকেও প্রাপ্ত হন না, যেহেতু তাহার (—তাদৃশ ঐশ্বর্য্যযুক্ত ব্রহ্মের) উপাসনার অভাব আছে। আর শ্রুতির অভাববশতঃ (—শ্রুতিতে তাদৃশ উপাসনা বিহিত না হওয়ায়, তাদৃশ] উপাসনার অভাব হইয়া থাকে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিকারাবর্ত্তি অপি চ নিত্যমুক্তং পারমেশ্বরং রূপং, ন কেবলং বিকারমাত্রগোচরং সবিতৃমণ্ডলাদ্যধিষ্ঠানম্ ।১ তথা হি অস্য দ্বিরূপাং স্থিতিম আহ আম্নায়ঃ—"তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" (ছাঃ ৩।১২।৬). ইতি এবমাদিঃ ।২ ন চ তৎ নির্বিকারং রূপম্ ইতরালম্বনাঃ প্রাপ্নুবন্তি ইতি শক্যং বক্তুম্, অতৎক্রতুত্বাৎ তেষাম্ ।৩ অতশ্চ যথৈব দ্বিরূপে পরমেশ্বরে নির্গুণং রূপম্ অনবাপ্য সগুণে এব অবতিষ্ঠন্তে; এবং সগুণে অপি নিরবগ্রহম্ ঐশ্বর্য্যম্ অনবাপ্য সাবগ্রহে এব অবতিষ্ঠন্তে ইতি দ্রষ্টব্যম্ ।৪।৪।৪।১৯॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—উপাস্য সগুণপরব্রহ্ম নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যবান্ হইলেও তাদৃশ ধ্যানে অনধিকারী তদুপাসক তাহা প্রাপ্ত হন না।]

[কিন্তু উপাস্য সগুণপরব্রহ্ম নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যবান্ হইলেও অহংগ্রহোপাসনাপ্রভাবে তদাত্মভাবপ্রাপ্ত উপাসক তাহা প্রাপ্ত হন না কেন? উত্তর—] আর নিত্যমুক্ত পরমেশ্বরসম্বন্ধি রূপ (—পরমেশ্বরের স্বরূপ) বিকারাতীতও বটে, কিন্তু কেবল সূর্য্যমণ্ডলাদিতে অধিষ্ঠিত বিকারমাত্রবিষয়ক (—সোপাধিক) নহে।১ যেহেতু আম্নায় (—বেদ) সেইপ্রকারেই ইহার দুইপ্রকার অবস্থিতির কথা বলেন, যথা—"ইহার (—গায়ত্রীরূপ উপাধিযুক্ত ব্রহ্মের) মহিমা ততটা [যতটা এই প্রপঞ্চ, ৪] তাঁহা হইতে পুরুষ (—নির্গুণপরব্রহ্ম) শ্রেষ্ঠতর (৫)। ভূতসকল ইহার (—এই পুরুষের) এক পাদ (৬), ইহার অমৃতস্বরূপ তিনটী পাদ দ্যুলোকে (—প্রকাশাত্মক স্বস্বরূপে) অবস্থিত" (৭), ইত্যাদি এই সকল।২ আর [পরব্রহ্মের] সেই নির্বিকার স্বরূপকে ইতরাবলম্বনকারিগণ (—নির্গুণস্বরূপ হইতে ভিন্ন সগুণস্বরূপাবলম্বনকারিগণ) প্রাপ্ত হন, ইহা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু তাঁহারা তৎক্রতু (—নির্গুণব্রহ্মবিষয়ক ধ্যানশীল) নহেন।৩ আর এইহেতু (—নির্গুণব্রহ্মক্রতু না হওয়ায়) যেমন পরমেশ্বর

ভাবদীপিকা

(৪) লক্ষ্য করিতে হইবে—(৪) ও (৬) চিহ্নিত স্থলে পরমেশ্বরের সোপাধিক স্বরূপ এবং (৫) ও (৭) চিহ্নিত স্থলে তাঁহার সর্ব্ববিকারাতীত নির্গুণস্বরূপ প্রতিপাদিত হইতেছে।

ভাষ্যানুবাদ

[নির্গুণ ও সগুণ] দুইপ্রকার রূপযুক্ত (—স্বরূপসম্পন্ন) হইলেও [সগুণোপাসকগণ] নির্গুণস্বরূপকে প্রাপ্ত না হইয়া সগুণস্বরূপেই অবস্থান করেন (– সগুণপরব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হন) ; এইপ্রকারে [নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যযুক্ত ব্রহ্মধ্যানবিষয়ক বিধি না থাকায় উপাসক তাদৃশ ধ্যানে অনধিকারী হওয়ায়] সগুণেও (—সগুণপরব্রহ্মেও, তন্নিষ্ঠ] নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যকে প্রাপ্ত না হইয়া প্রতিবন্ধযুক্তেই অবস্থান করেন (—প্রতিবন্ধযুক্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন), ইহা অবগত হইতে হইবে (৮) ।৪।৪।৪।১৯॥

ভাবদীপিকা

[সাযুজ্যপ্রাপ্তের ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ নহে ; উপাসনাতে তৎক্রতুন্যায়ের সঙ্কোচ ।]

(৮) এই স্থলে তাৎপর্য্য এই—(ক) উপাসনাতে অনুষ্ঠেয় অঙ্গকলাপবিষয়ে পুরুষের স্বাতন্ত্র্য নাই, শ্রুতিতে যে যে অঙ্গসংযোগে যেপ্রকারে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, সেইপ্রকারেই তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। শ্রুতিতে জগৎকর্তৃত্বাদিগুণযুক্ত পরমেশ্বরের উপাসনা কোন স্থলেই বিহিত হয় নাই ; সেইহেতু উপাসক তাদৃশ গুণযুক্ত পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে পারেন না ; ফলে জগৎকর্তৃত্বাদি ঐশ্বর্য্যও তাঁহার লব্ধ হয় না (বেদান্তসূত্রমুক্তাবলী দ্রঃ)। বস্তুস্থিতি এইপ্রকার হওয়ায় ব্রহ্মের যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য উপাসককর্তৃক সেই সমস্তই লব্ধ হইবে, এইপ্রকার নিয়ম নাই, ইহাই সিদ্ধ হয় (প্রকটার্থ)। (খ) আবার শ্রুতিতে সত্যকামত্বাদিগুণযুক্ত পরমেশ্বরের উপাসনা বিহিত হইয়াছে, কিন্তু "নিরবগ্রহসত্যকামত্বাদিগুণকং পরমেশ্বরম্ উপাসীত", এই প্রকারে নিরঙ্কুশ সত্যকামত্বাদিগুণযুক্ত তাঁহার উপাসনা বিহিত হয় নাই। সেইহেতু উপাসকের নিরঙ্কুশ সত্যকামত্বাদিগুণযুক্ত পরমেশ্বরের উপাসনাতে অধিকার না থাকায় সাযুজ্যমুক্তিতেও তাঁহার তাদৃশ সত্যকামত্বাদি ঐশ্বর্য্য লব্ধ হয় না। কেহ যদি শ্রুতিনিরপেক্ষভাবে নিরবগ্রহ (—নিরঙ্কুশ) তাদৃশ গুণযুক্ত পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তাহা হইলে তাহা **প্রাভিভ** হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ মানসজ্ঞানমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে, শাস্ত্রোক্ত ফল লব্ধ হইবে না। (ভামতী ও কল্পতরু দ্রঃ)। (গ) কিন্তু এই বিচারে এইপ্রকার **সংশয়** হয়—"কৢপ্তেন হি বিশেষশাস্ত্রেণ সামান্যশাস্ত্রস্য সঙ্কোচঃ, ন তু কল্প্যেন" (পরিমল)—'কৢপ্ত (—স্বীকৃত, বেদপঠিত) বিশেষ শাস্ত্রের (—বিধির) বলেই সামান্য শাস্ত্রের (—সামান্য বিধির) সঙ্কোচ যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু কল্পিত শাস্ত্রের বলে নহে'। উপরে সত্যকামত্বাদিগুণে যে "নিরবগ্রহত্ব" বিশেষণ প্রদত্ত হইতেছে, তাহা শ্রুতিতে পঠিত হয় নাই;পরন্তু উপাসকে সত্যকামত্বাদি গুণকে সঙ্কুচিত করিবার জন্য তাহা কল্পিত হইয়াছে; সুতরাং উপরোক্ত শাস্ত্রার্থ সঙ্গত নহে। ফলে অহংগ্রহোপাসনাতে সিদ্ধ উপাসকের নিরঙ্কুশ সত্যকামত্বাদিই লব্ধ হওয়া উচিত। আর শাস্ত্রও "কারণং ধ্যেয়ঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যঃ সম্পন্নঃ সর্ব্বেশ্বরশ্চ শম্ভুঃ আকাশমধ্যে" (অথর্ব্বশিখোপনিষৎ ৩), [আকাশমধ্যে—হৃদয়াকাশে]। "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২), ইত্যাদিপ্রকারে নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যযুক্ত ঈশ্বরের উপাসনাই উপদেশ করিতেছেন। সেইহেতু উপাস্যগুণের সঙ্কোচের প্রতি কোন হেতুই নাই, ইত্যাদি (পরিমল দ্রঃ)। ইহার **সমাধান** এই—(১) শ্রুতি বলেন—"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে·····স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" (শ্বেঃ ৬৮)। উপাসকের ঐশ্বর্য্য যদি উপাস্য পরমেশ্বরের সমান হয়, তাহা হইলে উক্ত শ্রুতির

দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে ॥৪।৪।২০॥

পদচ্ছেদ—দর্শয়তঃ, চ, এবম্, প্রত্যক্ষানুমানে।

সূত্রার্থ—[পূর্ব্বস্মিন্ সূত্রে দৃষ্টান্তত্বেন ব্রহ্মণঃ নির্গুণস্বরূপম্ উক্তম্। তত্র প্রমাণান্তরম্ আহ—] **চ**—কিঞ্চ, **এবম্**—ব্রহ্মণঃ নির্গুণত্বম্, **প্রত্যক্ষানুমানে**—শ্রুতিস্মৃতী, **দর্শয়তঃ**। [তদ্‌যথা—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি" (মু: ২।২।১০) ইত্যাদ্যা শ্রুতিঃ, "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যঃ" (গীতা ১৫।৬) ইত্যাদ্যা স্মৃতিঃ ইতি]।

অনুবাদ—[পূর্ব্ব সূত্রে দৃষ্টান্তরূপে ব্রহ্মের নির্গুণস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সেই বিষয়ে অন্য প্রমাণ বলিতেছেন—] **চ**—আর, **এবম্**—ব্রহ্মের নির্গুণত্ব, **প্রত্যক্ষানুমানে**—শ্রুতি এবং স্মৃতি, **দর্শয়তঃ**—প্রদর্শন করিতেছেন। [তাহা এই—"সেখানে (—ব্রহ্মে) সূর্য্য প্রকাশ প্রাপ্ত হন না", ইত্যাদি শ্রুতি ; "সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশিত করেন না", ইত্যাদি স্মৃতি]।

শাঙ্করভাষ্যম্

দর্শয়তশ্চ বিকারাবর্ত্তিত্বং পরস্য জ্যোতিষঃ শ্রুতিস্মৃতী।১ "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্। নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ॥ (কঠ ২।২।১৫, শ্বে: ৬।১৪, মু: ২।২।১০) **ইতি।২ "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যঃ ন শশাঙ্কঃ ন পাবকঃ"** (গীতা ১৫।৬) **ইতি চ।৩ তদেবং বিকা-**

ভাবদীপিকা [উপাসনাতে তৎক্রতুন্যায়ের সঙ্কোচ।]

বিরোধ হইয়া পড়িবে। (২) আর যাহা স্বাভাবিক, তাহা হইতে যাহা সাধনলব্ধ, তাহা নিকৃষ্ট, ইহা লোকসিদ্ধ। সেইহেতু উক্ত শ্রুতিবলে পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য স্বাভাবিক, সুতরাং উৎকৃষ্ট হওয়ায় হয় নিরঙ্কুশ। ফলে উপাসকের সাধনলব্ধ ঐশ্বর্য্যকে সাবগ্রহ (—বাধাযুক্ত), ও নিকৃষ্ট-রূপেই কল্পনা করিতে হইবে। (৩) আর এক কথা—পরমেশ্বর নিত্যসিদ্ধ ঐশ্বর্য্যবান্ এবং উপাসক সাধনলব্ধ আগন্তুক, সুতরাং অনিত্য ঐশ্বর্য্যবান্। ফলে উপাসকের অনিত্য ঐশ্বর্য্যকে যদি ঈশ্বরীয় নিত্য ঐশ্বর্য্যের সমানরূপে অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে 'নিত্যানিত্যসংযোগ-বিরোধরূপ' দোষও হইয়া পড়িবে ; তাহা সঙ্গত নহে। (৪) আবার পরমেশ্বরের ও উপাসকের ঐশ্বর্য্য সমান হইলে পরমেশ্বরের একত্বজ্ঞাপক "একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" (কঠ ২।১।১২), "একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" (শ্বে: ৬।১৩), "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু (গীতা ৯।২৯), "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা" (শ্রীশ্রীচণ্ডী ১০।৫), ইত্যাদি একত্বজ্ঞাপিকা শ্রুতি ও স্মৃতির এবং সমানগুণযুক্ত, সুতরাং সমান ঐশ্বর্য্যবান্ ঈশ্বর অনেক হইলে সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে অনিয়ম (৪।১।১৭ সূ: ১২ বাক্য), ইত্যাদি যুক্তির বিরোধ হইয়া পড়িবে ; তাহা সঙ্গত নহে। সেইহেতু পরমেশ্বর নিরঙ্কুশ সত্যকামত্বাদিগুণযুক্ত হইলেও তৎসাযুজ্যপ্রাপ্ত উপাসককর্ত্তৃক লব্ধ সেই গুণসকল নিরঙ্কুশ হইবে না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুস্থিতি এইপ্রকার হওয়ায় উক্ত শ্রুতি স্মৃতি ও যুক্তিবলে অহংগ্রহ উপাসনার অভ্যাসকালে "তৎক্রতু-ন্যায়ের" সঙ্কোচ হইবে, অর্থাৎ "নিরঙ্কুশ সত্যকামত্বাদিগুণযুক্ত পরমেশ্বরের সহিত আমি অভিন্ন", উপাসক এইপ্রকারে উপাসনা করিবেন না, পরন্তু "সত্যকামত্বাদিগুণযুক্ত পরমেশ্বরের সহিত স্বীয় অভিন্নতাবুদ্ধিতেই" তাহা করিবেন, ইহাই নির্ণীত হইতেছে। (দ্র: ভ: ৪।৪।১৭ দ্র:)।

শাঙ্করভাষ্যম্

-বিকারাবর্ত্তিত্বং পরস্য জ্যোতিষঃ প্রসিদ্ধম্ ইতি অভিপ্রায়ঃ ।৪॥৪।৪।২০॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পরমেশ্বরের নির্গুণস্বরূপবিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতি প্রদর্শন ।]

শ্রুতি এবং স্মৃতি পরম জ্যোতির (—পরব্রহ্মের) বিকারাতীততা প্রদর্শন করিতেছেন।১ [যথা—] "সেখানে (—ব্রহ্মে) সূর্য্য প্রকাশিত হয় না, চন্দ্র ও তারকা প্রকাশিত হয় না, এই বিদ্যুৎসকল প্রকাশিত হয় না, এই [অল্পবীর্য্য] অগ্নি [তাঁহাতে] কিপ্রকারে 'প্রকাশিত হইবে'? (—এই ভৌতিক জ্যোতিঃসকল তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না"), ইত্যাদি।২ আর "সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশিত করে না, শশাঙ্ক করে না, অগ্নিও নহে", ইত্যাদি।৩ সেইহেতু (—এইপ্রকার শ্রুতি ও স্মৃতিবচন সুলভ হওয়ায়) পরব্রহ্মের এইপ্রকার বিকারাতীততা প্রসিদ্ধ, ইহাই অভিপ্রায়।৪ ॥৪।৪।২০॥

ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥৪।৪।২১॥

সূত্রার্থ—[উপাসকস্য অনিরঙ্কুশম্ ঐশ্বর্য্যং প্রতি হেত্বন্তরম্ আহ—"আপঃ বৈ খলু মীয়ন্তে", ইত্যাদিশ্রুতৌ] **ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাৎ**—উপাস্যদেবতয়া সহ উপাসকস্য ভোগমাত্রেণ সাম্যং শ্রুতং, ন জগদ্ব্যাপারেণ; তস্মাৎ সাম্যলিঙ্গাৎ, **চ**—অনেকেশ্বরাদিদোষ-প্রসঙ্গাৎ চ [বিদুষঃ সাতিশয়ম্ ঐশ্বর্য্যং গম্যতে ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[উপাসকের অনিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যের প্রতি অন্য হেতু বলিতেছেন—"মৎকর্ত্তৃক এই অমৃতময় জলই উপভুক্ত হয়", ইত্যাদি শ্রুতিতে] **ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাৎ**—উপাস্য দেবতার সহিত উপাসকের কেবলমাত্র ভোগের দ্বারা সমতা শ্রুত হইয়াছে, [স্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি] জগদ্ব্যাপারের দ্বারা নহে; সেই সমতারূপ লিঙ্গপ্রমাণবশতঃ, **চ**—এবং ঈশ্বর অনেক হইয়া পড়িবেন, ইত্যাদি দোষের সম্ভাবনাবশতঃ [বিদ্বানের তারতম্যযুক্ত ঐশ্বর্য্য অবগত হওয়া যাইতেছে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ ন নিরঙ্কুশং বিকারালম্বনানাম্ ঐশ্বর্য্যং, যস্মাৎ ভোগমাত্রম্ এব এষাম্ অনাদিসিদ্ধেন ঈশ্বরেণ সমানম্ ইতি শ্রূয়তে—"তম্ আহ আপঃ বৈ খলু মীয়ন্তে লোকঃ অসৌ" ইতি।১

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শ্রৌতলিঙ্গপ্রমাণবলে উপাস্যের সহিত ব্রহ্মলোকগত উপাসকের ভোগমাত্রে সমতা প্রদর্শন।]

আর এইহেতুবশতঃও বিকার (—ব্রহ্মের উপাধিযুক্তস্বরূপ) অবলম্বনকারিগণের ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ (—বাধাহীন) নহে, যেহেতু অনাদিসিদ্ধ ঈশ্বরের সহিত ইঁহাদের ভোগমাত্রই সমান, ইহা শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে, যথা—[ব্রহ্মলোকে স্বসমীপাগত] "তাঁহাকে (—উপাসককে, পর্য্যঙ্কস্থ হিরণ্যগর্ভ] বলেন—[মৎকর্ত্তৃক অমৃতময়] জলই উপভুক্ত হয়, [অমৃতময় জলরূপ] ঐ লোক (—ভোগ্যবস্তু, তোমারও হউক, [যথাসুখে তাহা ভোগ কর"] ইত্যাদি।১ [উপাস্যের সহিত ভোগমাত্রে সমতা-

শাঙ্করভাষ্যম্

"সঃ যথা এতাং দেবতাং সর্ব্বাণি ভূতানি অবন্তি, এবং হ এবংবিদং সর্ব্বাণি ভূতানি অবন্তি" (বৃঃ ১।৫।২০), **"তেন উ এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি"** (বৃঃ ১।৫।২৩), **ইত্যাদিভেদব্যপদেশ-লিঙ্গেভ্যঃ** ।৪।৪।২১॥

ভাষ্যানুবাদ

বিষয়ে অন্য শ্রৌতলিঙ্গ প্রদর্শন করিতেছেন—] "তিনি (—দার্ষ্টান্তিক উপাসক) সেইপ্রকার, এই দেবতাকে যেমন সকল প্রাণী [যজ্ঞাদি দ্বারা] ভজনা (—পূজা) করে, এইপ্রকারেই এবংবিৎকে (—এতাদৃশ জ্ঞানী উপাসককে) সকল প্রাণী পূজা করে", "তাহার (—ব্রতধারণের) দ্বারা [উপাসক স্বীয় ভাবনার উৎকর্ষানুসারে] এই [প্রাণরূপ] দেবতার সাযুজ্য ও সলোকতাকে জয় করেন", ইত্যাদি ভেদ-কথনরূপ লিঙ্গপ্রমাণসকল হইতে 'উপাস্যের সহিত উপাসকগণের ভোগমাত্রবিষয়ে সমতা অবগত হওয়া যায়' ।২ [অতএব সগুণপরব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্ত ক্রমমুক্তগণের ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ নহে, জগদ্ব্যাপারে তাঁহাদের সামর্থ্য নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়] ॥৪।৪।২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্—ননু এবং সতি সাতিশয়ত্বাৎ অন্তবত্ত্বম্ ঐশ্বর্য্যস্য স্যাৎ, ততশ্চ এষাম্ আবৃত্তিঃ প্রসজ্যেত ইতি।১ অতঃ উত্তরং ভগবান্ বাদরায়ণঃ আচার্য্যঃ পঠতি—

ভাষ্যানুবাদ—কিন্তু এইপ্রকার হইলে (—সগুণপরব্রহ্মবিদ্গণের ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ না হইলে) সাতিশয়তাবশতঃ (—তারতম্যযুক্ততাবশতঃ) ঐশ্বর্য্যের বিনশ্বরতা (৯) হইয়া পড়িবে, আর তাহার ফলে ইঁহাদের আবৃত্তি (—পুনরায় জন্মমরণ-প্রবাহে পতন) প্রসক্ত হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি।১ এইহেতু (—এইপ্রকার আশঙ্কা হওয়ায়) আচার্য্য ভগবান্ বাদরায়ণ (১০) উত্তর দিতেছেন—

ভাবদীপিকা

(৯) এখানে প্রদর্শিত অনুমান এই—"বিদুষাম্ ঐশ্বর্য্যং বিনাশি সাতিশয়ত্বাৎ, লৌকিকৈশ্বর্য্যবৎ"।

(১০) ভগবান্ ভাষ্যকার এই স্থলে বেদান্তদর্শনের রচয়িতা আচার্য্য বাদরায়ণ, ইহা স্পষ্ট-ভাবে উল্লেখ করিয়া 'আচার্য্য' ও 'ভগবান্' এই শব্দদ্বয়ের প্রয়োগদ্বারা তাঁহার বন্দনা করিলেন। সূত্ররচনাকরতঃ শিষ্যগণকে সদাচারে স্থাপন এবং স্বয়ং তদনুরূপ আচরণকরারূপ হেতুবশতঃ তিনি 'আচার্য্য'পদবাচ্য *। আবার সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণযুক্ততা ব্যতিরেকে এতাদৃশ শাস্ত্রপ্রণয়ন অসম্ভব, সেইহেতু তিনি 'ভগবান্' †। এই পদদ্বয়ের প্রয়োগকরতঃ সূত্রকারে এইগুণসকলের উৎকর্ষও প্রদর্শন করিলেন। আর 'বাদরায়ণ' এই শব্দের প্রয়োগদ্বারা আচার্য্যের বদরিকাশ্রমে বাসের উল্লেখকরতঃ বদরিকাশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীমন্নারায়ণের প্রসাদলভ্য এই শাস্ত্র অভ্রান্ত, ইহাও সূচিত হইল।

* "আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্ত স আচার্য্য ইতি স্মৃতঃ"।

† "উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি"। "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা"। "জ্ঞানবৈরাগ্যয়োঃ ষণ্ণাং স্মৃতা ভগ ইতীরণা", ইতি পাঠঃ প্রকটার্থবিবরণে। ইঙ্গনা—সংজ্ঞা। (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৭৮,৭৪)।

অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥৪।৪।২২॥

পদচ্ছেদ—অনাবৃত্তিঃ, শব্দাৎ ; অনাবৃত্তিঃ, শব্দাৎ।

সূত্রার্থ-[অর্চ্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তানাম্] **অনাবৃত্তিঃ**—জন্মমৃত্যুপ্রবাহরূপে সংসারে অপুনরাগমনং [ভবতি। কুতঃ?] **শব্দাৎ**—"তয়োর্দ্ধ্বমায়ন্ অমৃতত্বম্ এতি" (ছাঃ ৮।৬।৬), "ন চ পুনরাবর্ত্ততে" (ছাঃ ৮।১৫।১), ইত্যাদিক্রমমুক্ত্যভিধায়কশব্দাৎ ইত্যর্থঃ। [নির্গুণপরব্রহ্মবিদাং তু আবৃত্তিশঙ্কা এব নাস্তি, যতঃ সগুণপরব্রহ্মবিদাম্ অপি নির্গুণাশ্রয়ণেন এব অনাবৃত্তিঃ, ন অন্যথা। তস্মাৎ পরব্রহ্মবিদাং নিরস্তসমস্তপ্রপঞ্চস্বপ্রকাশচিদেকরসনিরতিশয়ানন্দাত্মনা অবস্থিতিঃ ইতি অতিশোভনম্]। **অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ** ইতি সূত্রাবৃত্তিঃ শাস্ত্রসমাপ্তিদ্যোতনার্থা।

অনুবাদ—[অর্চ্চিরাদিমার্গাবলম্বনে যাঁহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের] **অনাবৃত্তিঃ**—জন্মমৃত্যুপ্রবাহরূপ সংসারে পুনরাগমন হয় না। [তাহাতে প্রমাণ কি? উত্তর—] **শব্দাৎ**—যেহেতু "তদবলম্বনে ঊর্দ্ধে গমনকরতঃ অমৃতত্বলাভ করেন", "আর পুনরায় আগমন করেন না", ইত্যাদি ক্রমমুক্তি প্রতিপাদক শব্দ (—শ্রুতিবাক্য) আছে, ইহাই ভাব। [নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্‌গণের সংসারে পুনরাগমনবিষয়ক সংশয়ই নাই; যেহেতু সগুণপরব্রহ্মবিদ্‌গণেরও নির্গুণভাবকে আশ্রয়দ্বারাই অনাবৃত্তি হইয়া থাকে, অন্যথা নহে। সেইহেতু যাঁহা হইতে সমস্ত প্রপঞ্চ বাধিত হইয়াছে, সেই স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যমাত্ররসস্বরূপ নিরতিশয় আনন্দস্বরূপে পরব্রহ্মবিদ্‌গণের অবস্থিতি হয়, ইহা অতিশয় শোভন (—অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত)]। **অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ**, এই সূত্রের আবৃত্তি শাস্ত্রের সমাপ্তি সূচনার জন্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

নাড়ীরশ্মিসমন্বিতেন অর্চ্চিরাদিপর্ব্বণা দেবযানেন পথা যে ব্রহ্মলোকং শাস্ত্রোক্তবিশেষণং গচ্ছন্তি, যস্মিন্ "অরশ্চ হ বৈ ণ্যশ্চ অর্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যাম্ ইতো দিবি" (ছাঃ ৮।৫।৩), যস্মিন্ "ঐরং মদীয়ং সরঃ" (ঐ), যস্মিন্ "অশ্বত্থঃ সোমসবনঃ" (ঐ), যস্মিন্ "অপরাজিতা পূঃ ব্রহ্মণঃ" (ঐ), যস্মিংশ্চ "প্রভুবিমিতং

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত সগুণপরব্রহ্মবিদ্‌গণের অপুনরাবৃত্তি।]

[সুষুম্না] নাড়ী ও [সূর্য্য-] রশ্মি (৪।২।১৮ সূঃ) সমন্বিত এবং অর্চ্চিরাদিরূপ পর্ব্বযুক্ত (৪।৩।১ সূঃ) দেবযান পথদ্বারা যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত বিশেষণযুক্ত ব্রহ্মলোকে গমন করেন; [সেই ব্রহ্মলোক কিপ্রকার বিশেষণযুক্ত, তাহা বলিতেছেন—] যাহাতে "এখান হইতে (—এই ভূর্লোক হইতে, গণনা করিয়া ভুবর্লোকের ঊর্দ্ধে] তৃতীয় স্থানীয় দ্যুলোকে যে ব্রহ্মলোক, তাহাতে 'অর' এবং 'ণ্য' নামে প্রসিদ্ধ দুইটী সমুদ্রোপম সরোবর আছে", যাহাতে "হর্ষোৎপাদক অন্নমণ্ডপূর্ণ (—মত্ততা উৎপাদক মণ্ডপূর্ণ) সরোবর আছে", যাহাতে "সোমস্রাবী (—অমৃতবর্ষী) অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে", যাহাতে "ব্রহ্মার অপরাজিতা নামক পুরী আছে" এবং যাহাতে "প্রভু (—ব্রহ্মা)

শাঙ্করভাষ্যম্

হিরণ্ময়ং" (ঐ) বেশ্ম, যশ্চ অনেকধা মন্ত্রার্থবাদাদিপ্রদেশেষু প্রপঞ্চ্যতে, তে তং প্রাপ্য ন চন্দ্রলোকাৎ ইব ভুক্তভোগাঃ আবর্ত্তন্তে।১ কুতঃ?২ "তয়া ঊর্ধ্বম্ আয়ন্ অমৃতত্বম্ এতি" (ছাঃ ৮৬৬, কঠ ২৩১৬), "তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ" (বৃঃ কাণ্বঃ ৬২১৫), "এতেন প্রতিপদ্যমানাঃ ইমং মানবম্ আবর্ত্তং ন আবর্ত্তন্তে" (ছাঃ ৪১৫৫), "ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্পদ্যতে, ন চ পুনরাবর্ত্ততে" (ছাঃ ৮১৫১), ইত্যাদিশব্দেভ্যঃ।৩ অন্তবত্ত্বে অপি তু ঐশ্বর্য্যস্য যথা অনাবৃত্তিঃ তথা বর্ণিতম্ "কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরম্" (৪৩১০) ইত্যত্র।৪ সম্যগ্দর্শনবিধ্বস্ততমসাং তু নিত্যসিদ্ধ-

ভাষ্যানুবাদ

[৩৬৫ পৃঃ]

কর্তৃক বিশেষভাবে নির্ম্মিত সুবর্ণময় গৃহ আছে", আর যাহা মন্ত্র ও অর্থবাদ প্রভৃতি প্রদেশসকলে (—বেদভাগসকলে) বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইতেছে; তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা (—সেই সগুণপরব্রহ্মবিদ্গণ) ভুক্তভোগ হইয়া (—তত্রস্থ ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্য্যসকল ভোগ করিয়া) চন্দ্রলোক হইতে যেমন [পুনরাবৃত্তি] হয়, সেইপ্রকারে পুনরায় [এই জন্মমরণপ্রবাহাত্মক সংসারে] আগমন করেন না।১ তাহাতে প্রমাণ কি?২ [উত্তর—] "তদবলম্বনে ঊর্ধ্বে গমনকরতঃ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন", "তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না", "এই মার্গাবলম্বনে যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা এই মানব আবর্ত্তে (—মনুর সৃষ্টিতে, সেই মন্বন্তরে) পুনরায় আগমন করেন না", "ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত হন, আর পুনরায় [সংসারে] আগমন করেন না", ইত্যাদি শব্দ-(—শ্রুতি-) সকল হইতে 'ইহা অবগত হওয়া যায়'।৩ [কিন্তু যৎকর্তৃক উদ্ধৃত কোন কোন শ্রুতিবাক্যে 'ইমম্' 'মানবম্' 'ইহ', ইত্যাদি বিশেষণ থাকায় অন্য কল্পে, বা অন্য মন্বন্তরে তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি প্রতিভাত হইতেছে। সুতরাং ব্রহ্মলোকে গমন করিলেই পুনরাবৃত্তি হয় না, ইহা কিপ্রকারে বলিতেছ? উত্তর—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তগণের] ঐশ্বর্য্য বিনাশী হইলেও [তাঁহাদের] অনাবৃত্তি যেপ্রকারে [নির্গুণব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞানের বলে] হয়, তাহা "কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহ অতঃ পরম্" (৪৩১০) ইত্যাদি এই স্থলে (—সূত্রে) বর্ণিত হইয়াছে (১১)।৪ [কিন্তু এখানে ভগবান্ সূত্রকার

ভাষদীপিকা

[ক্রমমুক্তির অধিকারিবিষয়ে উপনিষদ্ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতাভাষ্যের বিরোধ পরিহার।]

(১১) উক্ত ৪৩১০ সূত্রভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার যাঁহাদের সম্যগ্দর্শন (—নির্গুণব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান) উৎপন্ন হয়, তাঁহাদেরই কল্পান্তে হিরণ্যগর্ভের সহিত নির্বিশেষব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ বিদেহ-মুক্তি (১২৭১ পৃঃ) লব্ধ হয়", ইহা বলিয়াছেন। কাহাদের তৎকালে সম্যগ্দর্শন হয়, তাহা আমরা ২৫০ পৃঃ ৫ ভাষ্যদীপিকাতে উপনিষদ্ভাষ্যাবলম্বনে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। আশঙ্কা হয়—ভগবান্ ভাষ্যকার অপুনরাবৃত্তি প্রতিপাদনের জন্য "তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ" (বৃঃ কাণ্বঃ ৬২১৫) এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যার ফলবোধক বাক্য এবং "এতেন প্রতিপদ্যমানাঃ ইমং মানবম্ আবর্ত্ত

ভাবদীপিকা [ক্রমমুক্তিতে বিরোধ পরিহার]

ন আবর্ত্তন্তে" (ছাঃ ৪।১৫।৫), এই উপকোসলবিদ্যার ফলবোধক বাক্য কেন উদ্ধৃত করিলেন? উপনিষদ্ভাষ্যে তো উক্ত বিদ্যাদ্বয়ে পুনরাবৃত্তিই বর্ণিত হইয়াছে। এই ভাষ্যবিরোধের সমাধান কি? বলিতেছি—**রত্নপ্রভাকার** বলিয়াছেন—"যদ্যপি তেষাম্ ইহ ন পুনরাবৃত্তিঃ" (বৃঃ মাধ্যঃ ৬।১।১৮), "ইমং মানবম্" (ছাঃ ৪।১৫।৫) ইতি চ শ্রুতিষু 'ইহ' 'ইমম্' ইতি বিশেষণাৎ অস্মিন্ কল্পে ব্রহ্মলোকং গতানাং কল্পান্তরে আবৃত্তিঃ ভাতি, তথাপি ঈশ্বরোপাস্তিং বিনা **পঞ্চাগ্নিবিদ্যাশ্রমধর্ম্মব্রহ্মচর্য্যা**দিসাধনৈঃ যে গতাঃ, তেষাং তত্ত্বজ্ঞাননিয়মাভাবাৎ আবৃত্তিঃ স্যাৎ। যে তু দহরাদীশ্বরোপাস্ত্যা গতাঃ তেষাং সগুণবিদ্যাফলক্ষয়ে অপি নিরব-গ্রহৈশ্বর্য্যগ্রহলক্যাত্মজ্ঞানাৎ মুক্তিঃ ইতি নিয়মঃ"। লক্ষ্য করিতে হইবে—ভাষ্যমধ্যে পঞ্চাগ্নি-বিদ্যাবিদের অনাবৃত্তিবোধক বৃঃ কাণ্বশাখাস্থ বাক্য উদ্ধৃত হইলেও ইনি তাঁহাদের অনাবৃত্তি অঙ্গীকার না করিয়া বৃঃ মাধ্যন্দিনশাখাস্থ বাক্যবলে আবৃত্তিই অঙ্গীকার করিলেন। উপকো-সলবিদ্যাবিষয়ে কিন্তু ইনি স্পষ্ট কিছু বলিলেন না। সেইহেতু মনে হয়, "দহরাদীশ্বরোপাস্ত্যা", অত্রস্থ 'আদি' শব্দের দ্বারা ইনি উক্ত বিদ্যাবিদের অনাবৃত্তি অঙ্গীকার করিলেন। তাহাতে কিন্তু উপনিষদ্ভাষ্যের সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। **ন্যায়নির্ণয়**কার বলিয়াছেন—"যে তাবৎ ঊর্দ্ধরেতসঃ স্বাশ্রমধর্ম্মমাত্রনিষ্ঠাঃ ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রহ্মলোকম্ অধিরূঢ়াঃ তেষাম্ অন্তরেণ বিদ্যাং বন্ধধ্বংসাসিদ্ধেঃ অস্তি এব আবৃত্তিঃ। যে তু সগুণোপাসকাঃ তেষাম্ ঐশ্বর্য্যস্য কল্পমাত্র-স্থায়িত্বে অপি ক্রমমুক্তিবিবক্ষয়া অনাবৃত্তিঃ অবিরুদ্ধাঃ ইত্যর্থঃ"। লক্ষ্য করিতে হইবে—ইনি মাত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর আবৃত্তি অঙ্গীকার করিয়া তদ্ভিন্ন পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিৎ প্রভৃতি যাবতীয় সগুণোপাসকের অনাবৃত্তি অঙ্গীকার করিলেন। [পঞ্চাগ্নিবিদ্যাকেও সগুণবিদ্যাশব্দে গ্রহণ করিতে হইবে, ৩।৩৮৬ পৃঃ ২ ভাষ্যবাক্য দ্রঃ]। সুতরাং উপনিষদ্ভাষ্যের সহিত ইঁহার ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য রক্ষিত না হইয়া বিরোধই হইয়া পড়িল। **প্রকটার্থ**কারও মাত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর আবৃত্তি প্রতিপাদন করিয়া সগুণোপাসকগণের অপকমুক্তি (—ক্রমমুক্তি) প্রতিপাদন করিয়া-ছেন। **বেদান্তসূত্রমুক্তাবলী**কার এই সূত্রের ব্যাখ্যাতে 'ইহ' এবং 'ইমম্' শব্দের প্রয়োগবশতঃ "বর্ত্তমানকল্পবোধকত্বেন কল্পমাত্রে অনাবৃত্তিলাভাৎ", এইপ্রকারে সেই কল্পে (—অবান্তরকল্পে) অনাবৃত্তি অঙ্গীকারকরতঃ উপকোসলাদি সেই সেই বিদ্যাবিদের অবান্তরকল্পান্তে আবৃত্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন। উপনিষদ্ভাষ্যবিরোধের সমাধানের ইঙ্গিতমাত্র এই স্থলে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ইহার পরিষ্কৃতি আমরা পরে প্রদর্শন করিতেছি। আমাদের পরিদৃষ্ট অন্যান্য টীকাসকলেও এই বিষয়ে স্পষ্ট কোন সমাধান প্রাপ্ত হওয়া গেল না বলিয়া আমরা আর সেই সকল উদ্ধৃত করিলাম না। **অধ্যাপকগণ** এই বিরোধের দুইপ্রকার সামঞ্জস্য প্রদর্শন করেন, যথা—১। কোন কোন অধ্যাপক বলেন—প্রকটার্থবিবরণ ও ন্যায়নির্ণয় হইতে ভাষ্যরত্নপ্রভা টীকা পরবর্ত্তিকালে রচিত। সেইহেতু ইঁহাদের বিবক্ষিত অর্থই রত্নপ্রভাতে পরিহৃত হইয়াছে। অত্রস্থ ভাষ্যে ক্রমমুক্তির প্রতিপাদকরূপে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার ফলবোধক বাক্য উদ্ধৃত হইলেও তিনি উক্ত বিদ্যাবিদের আবৃত্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইহা উপকোসলবিদ্যারও উপলক্ষণ (২।৭৪২ পৃঃ), অর্থাৎ উক্ত বাক্যবলেই উপকোসলবিদ্যাবিদেরও আবৃত্তি প্রতিপাদন ইঁহার অভিপ্রেত। এইপ্রকারেই উপনিষদ্ভাষ্যের সহিত অত্রস্থ শারীরকভাষ্যের অবিরোধ

ভাবদীপিকা [ক্রমমুক্তিতে বিরোধ পরিহার]

প্রদর্শন করিতে হইবে। [কিন্তু এই ব্যাখ্যা অঙ্গীকার করিলে অনুপযোগি শ্রুতিবাক্য প্রদর্শনকারী ভগবান্ ভাষ্যকার শ্রুত্যর্থবিষয়ে অনভিজ্ঞ, এইপ্রকার আক্ষেপ হইয়া পড়ে; সেইহেতু ইহা গ্রহণীয় নহে]। ২। অপর অধ্যাপকগণ বলেন—অত্রস্থ ভাষ্যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ও উপকোসলবিদ্যার ফলবোধক বাক্য উদ্ধৃত হইলেও কোনপ্রকার বিরোধ হয় না। কারণ ভগবান্ সূত্রকার এখানে সগুণবিদ্যাবিদ্গণের অনাবৃত্তির কথা বলিয়াছেন। সেই অনাবৃত্তি আত্যন্তিক ও অনাত্যন্তিক ভেদে দ্বিবিধ, ইহা ২৫৪ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই অধিকরণের উপক্রমে "ঈশ্বরসাযুজ্যং ব্রজন্তি", এইপ্রকারে যে সগুণপরব্রহ্মবিদ্গণের সাযুজ্যমুক্তি বর্ণিত হইয়াছে, এই উপসংহারসূত্রে তাঁহাদেরই আত্যন্তিক অনাবৃত্তি বর্ণিত হইতেছে। আর একই দহরাদিবিদ্যার অনুশীলন করিলেও গুণযোগের তারতম্য ও বিদ্যার অপরিপক্কভাবশতঃ যাঁহাদের সালোক্যাদি মুক্তি লব্ধ হয় (২৫৪ পৃঃ), তাঁহাদের হয় অনাত্যন্তিক অনাবৃত্তি। সুতরাং উভয়ত্র অনাবৃত্তি সমান হওয়ায় সূত্রের বিরোধ হয় না। সংশয়—আচ্ছা তাহা না হয় হইল; কিন্তু পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ও উপকোসলবিদ্যাতে উপনিষদ্ভাষ্যবিরোধের কি হইল? সমাধান—বলিতেছি, এই অধিকরণের উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতাবলে যেমন পরমেশ্বরসাযুজ্যপ্রাপ্তগণের 'আত্যন্তিক অনাবৃত্তি' অঙ্গীকৃত হইতেছে; তদ্রূপ পরম উপক্রমে, অর্থাৎ পূর্ব্ববর্তী গ্রন্থভাগে যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (৩।২০১ পৃঃ) এবং উপকোসলবিদ্যা (১।৪৫৪ পৃঃ) বিচারিত হইয়াছে, তাহাদেরও ফল বর্ণনাকরতঃ গ্রন্থের উপসংহার করিতে হইবে। সেইহেতু সেই পরম উপক্রমের সহিত এই উপসংহার সূত্রের একবাক্যতাবলে উক্ত বিদ্যাসকলের ফলরূপে 'অনাত্যন্তিক অনাবৃত্তি' বর্ণনা করিবার জন্য অত্রস্থ ভাষ্যে উক্ত বিদ্যাদ্বয়ের ফলবোধক বাক্যও উদাহৃত হইয়াছে। সুতরাং উপনিষদ্ভাষ্যের সহিত অত্রস্থ ভাষ্যের কোনপ্রকার বিরোধ হয় না। উপরে উদ্ধৃত বেদান্ত-সূত্রমুক্তাবলীকারের ব্যাখ্যাও এই পক্ষে সমঞ্জস হয়। বলা বাহুল্য অত্রস্থ ভাষ্যে হিরণ্যগর্ভবিদ্যা প্রভৃতি (৩।৩।১৮ এবং ২৪ অধিঃ দ্রঃ) ব্রহ্মলোকপ্রাপিকা বিদ্যার ফলবাক্য উদ্ধৃত না হইলেও এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ও উপকোসলবিদ্যার ফলবোধক বাক্যদ্বয়কেই সেই বিদ্যাসকলের ফলবোধক বাক্যের উপলক্ষণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভবিদ্যা প্রভৃতির ফলেও 'অনাত্যন্তিক অনাবৃত্তি' লব্ধ হয়, ইহাও এই সূত্র এবং ভাষ্য হইতে অবগত হইতে হইবে। যেহেতু সূত্রের অর্থ 'বিশ্বতোমুখ' *, অর্থাৎ সূত্রের নানাপ্রকার অর্থ ভূষণস্বরূপ, দূষণস্বরূপ নহে। অতএব এই সূত্রে ব্রহ্মলোকপ্রাপক যাবতীয় বিদ্যার যথাযোগ্য আত্যন্তিক ও অনাত্যন্তিক অনাবৃত্তি বর্ণিত হওয়ায় এই সূত্রের সহিত এবং অত্রস্থ ভাষ্যের সহিত উপনিষদ্ভাষ্যের কোনপ্রকার বিরোধ নাই, ইহা সিদ্ধ হইল। আরও লক্ষ্য করিতে হইবে—শ্রুতি বলেন, "ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে" (কঠ ২।৩।৫)—'ব্রহ্মলোকে অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় অতি বিবিক্তভাবে আত্মদর্শন হয়'। এতাদৃশ পরিস্থিতিতে যে কোন বিদ্যা, বা অশ্বমেধাদি যে কোন কর্ম্মের ফলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তগণ যদি সেই স্থলে ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হইয়া ভগবৎকৃপাবলে নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞানলাভ করিতে পারেন;

* "অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ"।

[৩৬২ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

-নির্ব্বাণপরায়ণানাং সিদ্ধা এব অনাবৃত্তিঃ ।৫ তদাশ্রয়ণেন এব হি সগুণশরণানাম্ অপি অনাবৃত্তিসিদ্ধিঃ ইতি। ৬ "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ", "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ", ইতি সূত্রাভ্যাসঃ শাস্ত্রপরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ।৭।৪।৪।২২॥ ইতি সপ্তমং জগদ্ব্যাপারাধিকরণম্ ।

ইতি শ্রীমদ্‌গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-পূজ্যপাদকৃতৌ শারীরকমীমাংসাভাষ্যে চতুর্থাধ্যায়স্য "ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্রহ্মলোক-স্থিতিনিরূপণাখ্যঃ" চতুর্থঃ পাদঃ।

"স্বাজ্ঞানেন বিবর্ত্তিতত্রিভুবনাকারেণ যঃ সর্ব্বতঃ
স্বস্মৈ যঃ স্বয়মেব চোপদিশতি স্বং শিষ্যগুর্ব্বাত্মনা।
স্বজ্ঞানেন চ যোঽদ্বিতীয়সুখসবোধাত্মনা শিষ্যতে
তস্মৈ বিস্ময়নীয়শক্তিনিধয়ে কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ" ॥

"অচতুর্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাহুরপরো হরিঃ। অভাললোচনঃ শম্ভুর্ভগবান্ বাদরায়ণঃ" ॥

"কৃতে বিশ্বগুরুর্ব্রহ্মা * ত্রেতায়াং মুনিসত্তমঃ† । দ্বাপরে ব্যাসনামা তু কলৌ শঙ্করনামধৃৎ" ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যে ফলাখ্যঃ চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ।

সমাপ্তশ্চ অয়ং গ্রন্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ

মাত্র সগুণপরব্রহ্মবিদ্‌গণের অপুনরাবৃত্তি বর্ণনা করিলেন, নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্‌গণের, তাহা করিলেন না কেন ? উত্তর—] সম্যগ্‌দর্শনের দ্বারা যাঁহাদের তমঃ (—অবিদ্যা, অজ্ঞান,) বিধ্বস্ত হইয়াছে, সেই নিত্যসিদ্ধ নির্ব্বাণপরায়ণগণের (—নিত্যসিদ্ধ যে মোক্ষরূপ পরম আশ্রয়, তৎপ্রাপ্তগণের] অনাবৃত্তি কিন্তু সিদ্ধই আছে।৫ তাহাকে (—ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন সেই নির্গুণপরব্রহ্মাত্মজ্ঞানকে) আশ্রয়দ্বারাই সগুণবিদ্যার অনুশীলনকারিগণেরও অনাবৃত্তি সিদ্ধ হয় (১২); [সুতরাং নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্‌গণের পুনরাবৃত্তি হয় না, এইবিষয়ে বলিবার আর কি আছে?৬ যে স্থলে অধ্যায়ের সমাপ্তি হয়, সেই স্থলে সূত্রস্থ একটী পদের আবৃত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে শাস্ত্রসমাপ্তি সূচনার জন্য সমগ্র সূত্রটীরই আবৃত্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ", "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ", এইপ্রকারে সূত্রের অভ্যাস (—দ্বিরুক্তি) শাস্ত্রের পরিসমাপ্তি দ্যোতনা করিতেছে (১৩) ।৭।৪।৪।২২॥ জগদ্ব্যাপারাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাষ্যদীপিকা

তাহা হইলে তাঁহাদের 'আত্যন্তিক অনাবৃত্তি' হইয়াই থাকে (২৫৪ পৃঃ দ্রঃ) এই সূত্রের এই-প্রকার তাৎপর্য্যও অবগত হইতে হইবে। রত্নপ্রভাকারের—"তত্ত্বজ্ঞাননিয়মাভাবাৎ" (৩৬৩ পৃঃ),

* "কৃতে জ্ঞানপ্রদঃ সত্যঃ" ইত্যপি পাঠঃ। সত্যঃ—ব্রহ্মা। † মুনিসত্তমঃ—বশিষ্ঠ। "স্বস্ত এব চ", ইতি পাঠঃ।

ভাবদীপিকা

ইত্যাদি উক্তিরও ইহাই তাৎপর্য্য। ভগবান্ ভাষ্যকার ৪।৩।১০ সূত্রভাষ্যে যে বলিয়াছেন— "তত্রৈব উৎপন্নসম্যগ্দর্শনাঃ" ইত্যাদি, তাহার তাৎপর্য্যও এই ভাবেই বুঝিতে হইবে। তবে সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত দহরাদিবিদ্যাবিদের নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান যেমন নিয়মিত, প্রযত্নসাধ্য হওয়ায় অপরের তদ্রূপ নহে, ইহাই নিষ্কর্ষ। [এই দ্বিতীয়প্রকার ব্যাখ্যাতে সূত্র, শারীরকভাষ্য এবং উপনিষদ্বাক্যের বিরোধ পরিহৃত হয় বলিয়া ইহাই গ্রহণীয়]। (বিচার আমাদের)।

(১২) ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞানই আত্যন্তিক অনাবৃত্তির, অর্থাৎ নির্বাণ-মুক্তির হেতু, ইহা এই স্থলে ভগবান্ ভাষ্যকার স্পষ্টভাবেই বলিলেন। এই বিষয়ে বার্ত্তিককার পূজ্যপাদ সুরেশ্বরাচার্য্যের অভিমত আমরা ২৪৯ পৃষ্ঠাতে উদ্ধৃত করিয়াছি। পূজ্যপাদ প্রকটার্থকারও এই স্থলে "কিঞ্চ নির্গুণবিদ্যায়াম্ আত্যন্তিকানাবৃত্তিঃ * ভবতি ইতি অত্র ন কস্যাপি বিবাদঃ, যতঃ সগুণশরণানাম্ অপি নির্বিশেষব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকারপ্রসূতা-বিদ্যানিবৃত্ত্যা বিদ্যাপ্রয়ণেনৈব অনাবৃত্তিঃ ইত্যর্থঃ", এইপ্রকারে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন নির্গুণ-ব্রহ্মাত্মজ্ঞানবলে নির্বাণমুক্তি লব্ধ হয়, ইহা বলিয়াছেন।

(১৩) এইরূপে ৩।৩।২৩ ব্যতিহারাধিকরণ প্রভৃতি তত্তৎ স্থলে অহংগ্রহোপাসনার অনুষ্ঠান-প্রকার ও তাহার ফল ইত্যাদি তত্তৎ বিষয়ের বিচারদ্বারা ইহাই নির্ণীত হইল—১। সগুণ-পরব্রহ্মোপাসনা অপ্রতীকাবলম্বনা ও অহংগ্রহযুক্ত হইলে তাহাতে সিদ্ধিলাভের ফলে পরমেশ্বর-সাযুজ্যপ্রাপ্ত সাধকের ব্রহ্মলোকের সর্ব্বোচ্চ স্তরে (২৮৩ পৃঃ) গমন, ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্য্যভোগ ও ক্রমমুক্তি লব্ধ হয়। ২। উক্ত উপাসনাতে অপহতপাপ্মত্বাদি তত্তৎ গুণযোগের তারতম্য হইলে, অথবা উপাসনা ঈষৎ অপরিপক্ব হইলে সালোক্যাদি মুক্তি লব্ধ হয় (২৫৪ পৃঃ), সেই স্থলে নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞান লব্ধ না হইলে ইঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয়। [এই সালোক্যাদি মুক্তির স্থায়িত্ব ইন্দ্রাদির স্থায়িত্ব হইতেও অতি দীর্ঘ (শ্রীমদ্ভাঃ ১।৪।৩১, ভাবগতচন্দ্রিকা]। [৩। এই স্থলে লক্ষ্য করিতেহইবে—বিদ্যা অভিন্ন হইলেও তাহার পরিপক্বতা ও অপরিপক্বতা ইত্যাদি বশতঃ যেমন সালোক্য ও সাযুজ্যাদি ভেদে ফলের তারতম্য হইয়া থাকে (২৫৪ পৃঃ); তদ্রূপ স্মার্ত্ত ওবৈদিক অহংগ্রহোপাসনাতেও লব্ধব্য স্থান ও ঐশ্বর্য্যের তারতম্য হইয়া পড়িবে। যথা— যাঁহারা নামরূপহীন নিরাকার ব্রহ্মের হরি ও হরাদি নাম ও চতুর্ভুজাদি সাকার রূপাবলম্বনে স্মার্ত্ত অহংগ্রহোপাসনাতে (২৯২-৯৫) সিদ্ধিলাভবশতঃ পরমেশ্বরসাযুজ্য (৩৫০ পৃঃ) প্রাপ্ত হন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকের যে স্তরে গমন করেন এবং যাদৃশ ঐশ্বর্য্য লাভ করেন; তদপেক্ষা যাঁহারা তাদৃশ ব্রহ্মে মাত্র অপহতপাপ্মত্বাদি (ছাঃ ৮।১।৫) গুণাষ্টকযোগে দহরাদি বৈদিক অহংগ্রহোপাসনাতে সিদ্ধিলাভবশতঃ পরমেশ্বরসাযুজ্য প্রাপ্ত হন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর স্তরে গমন এবং উৎকৃষ্টতর ঐশ্বর্য্য লাভ করেন; ইহা "সাধনোৎকর্ষে ফলোৎকর্ষ", এই ন্যায়ানুসারে অবগত হইতে হইবে। কল্পান্তে লব্ধব্য নির্গুণব্রহ্মাত্মস্বরূপতারূপ সদ্যোমুক্তি ও বিদ্যাজনিত প্রারব্ধক্ষয়ে নির্বাণমুক্তিতে কিন্তু কোনপ্রকার তারতম্য নাই।—যোজনা

---

* এই স্থলে প্রযুক্ত 'আত্যন্তিক' শব্দটি লক্ষ্য করিতে হইবে। ফলে 'আত্যন্তিক' ও 'অনাত্যন্তিক' অনাবৃত্তি অঙ্গীকারবশতঃ আমরা (১১) সংখ্যক ভাবদীপিকাতে যে শাস্ত্রার্থ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা সমর্থিত হইতেছে। 'আত্যন্তিক অনাবৃত্তি' এই ভাষাংশে বিবক্ষিতরূপ না থাকিলে সিদ্ধান্তে 'আত্যন্তিক' এই পদসমাবেশ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে।

ভাবদীপিকা

আমাদের]। ৪। উক্ত ব্রহ্মোপাসনা প্রতীকাবলম্বনা হইলে বিদ্যুল্লোকের উর্দ্ধে গতিই সম্ভব হয় না (২৮৯-৯০ পৃঃ), ইহাই উত্তরভাগের (৩২৫ পৃঃ) শাস্ত্রনিষ্কর্ষ।

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ" ॥ (শ্বেঃ ৬।২৩)

"যজ্জ্ঞানাজ্জীবতো মুক্তিরুৎক্রান্তির্গতিরুত্তরা।
ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ প্রত্যপাদি তদস্মি ব্রহ্মচিদ্ঘনম্" ॥

জগদ্ব্যাপারাধিকরণ সমাপ্ত

চতুর্থাধ্যায়ের "ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও ব্রহ্মলোকে স্থিতিনিরূপণনামক" চতুর্থ পাদ সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

ভাষ্যানুবাদ ও ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা সহ বেদান্তদর্শন সমাপ্ত।

(১)

শাকেনাগরসাষ্টভূপরিমিতে মাসেঽত্র চৈত্রে শুভে *
শুক্লে শৈবতিথৌ দিনে দিনপতের্যাতঃ সমাপ্তিং পরাম্।
শ্রীশারীরকসূত্রপূজ্যভগবৎপাদীয়ভাষ্যাম্বুধে-
র্গম্ভীরাশয়দীপিকাবিলসিতো বঙ্গানুবাদঃ শুভঃ ॥

(২)

স্বীয়কল্পবনেঽশেষশুভসৌরভশালিষু।
সহস্রদলসুল্লাসিকমলেষমলেষপি ॥ ১
সৎস্ব, গন্ধেন রহিতং মাং ধারীকৃত্য কিংশুকম্।
দুরূহমেতৎ সৎ কার্য্যং কারিতং লোকহেতবে ॥ ২
শরীরধারিণা যেন ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্।
যুগাবতার ভগবদ্রামকৃষ্ণং তমচ্যুতম্ ॥ ৩ (কুলকম্)

(৩)

সমুত্তীর্য্য বাধাব্ধিং যৎকৃপায়াঃ প্রভাবতঃ।
গ্রন্থোঽয়মগমৎপূর্ত্তিং মুদ্রণং চ প্রকাশনম্ ॥
তামহং সারদাদেবীং মাতরং জ্ঞানরূপিণীম্।
ভূয়ো লুণ্ঠন্নবিরতং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥

(৪)

অধিরূঢ়ৌ পরতত্ত্বে পরসেবাব্রতরতাবপি যৌ।
আত্মজ্ঞাবপি সর্ব্বত্র হি জগদম্বাবিভিন্নবিশেষদৃশৌ ॥

* ১৮৬৮ শকাব্দ; (ইং ১৯৪৭), চৈত্র, শুক্লাষ্টমী, রবিবার।

সাগর ইব গম্ভীরাবপি লোকানাং হিতায় গতিশীলৌ।
মলয়ানিল ইব, সর্ব্বংসহৌ ধরিত্রীবভূতাঽপি ॥
অন্তেবাসিনিয়মনে পরমকঠোরাবশেষশাস্ত্রাণাম্।
তাৎপর্য্যবিশুদধ্যয়নেঽন্যেষাং প্রেরকৌ সুগুরূ ॥
শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দপ্রথিত শ্রীসারদানন্দৌ।
যতিবর্য্যৌ ভূলুণ্ঠিতো বন্দেঽহং সাদরং সততম্ ॥ (কুলকম্)

(৫)

আমোদিতো দিগন্তোঽভূৎ যৎপ্রোথৈর্নু সৌরভৈঃ।
বিবেকানন্দমরুতা বিদেশেঽপি প্রচারিতৈঃ ॥
তদনুত্থ প্রযত্নেন ভাষ্যং শারীরকং পরম্।
শ্রীরামকৃষ্ণচরণে তৎপ্রীত্যর্থং সমর্প্য চ ॥
কৃতকৃত্যমিবাত্মানমহং পশ্যামি সর্ব্বথা।
প্রীতোঽস্ত্বনেন ভগবান্ রামকৃষ্ণঃ পরঃ প্রভুঃ ॥

(৬)

যয়োর্বিত্তাসমুৎসাহং সহযোগং চ সক্রিয়ম্।
বিনা প্রকাশনং নাস্যাঽভবিষ্যদিতি নিশ্চিতম্ ॥
স্বামিশ্রীমাধবানন্দশ্রীবীরেশ্বরসংজ্ঞকৌ।
যতীশৌ সঙ্ঘনেতারৌ বন্দে তৌ শিবসেবকৌ ॥

(৭)

সাহায্যং সকলৈরকারি গুরুভিঃ কার্য্যে মদধ্যাপকৈঃ
প্রেম্না যদ্যপি, কিন্তু যাঽত্রভবতামানন্দ ঝা শর্ম্মণাম্।
ছাত্রে ময্যতুলাপ্রবোধনপরাঽকম্পাঽনুকম্পাতরিঃ
সাঽভূদস্য মহার্ণবস্য তরণে বিদ্যাগুরূণাং মম ॥

(৮)

গ্রন্থঃ সঙ্কলিতঃ পরিশ্রমমুরীকৃত্যাথ কালাদহো-
দৌর্ব্বল্যেন ধিয়স্তথাপি যদি চেদ্ভ্রান্তির্ভবেদ্ভূয়সী।
ক্ষন্তব্যাঽগমকোবিদৈর্মম হি সা যস্মাদ্ গুরূণাং নহি,
স্যাচ্চেৎ কোঽপি গুণঃ প্রশস্তিরিহতেষামেব কার্য্যা বুধৈঃ ॥

চন্দ্রকেতুপুরে * মল্লরাজপৌরহিতে কুলে।
জাতা শীলাবতীতীরে 'কড়াস্তা' গ্রামমাগতা ॥

---

* চন্দ্রকোণা (মেদিনীপুর), মল্লেশ্বরপুর।

ভারদ্বাজেন পতিনা "কালীচরণশর্ম্মণা"।
সহেষ্টাপূর্ত্তদত্তানি কর্ম্মাণি প্রবিতন্বতী ॥
পতিপুত্রাদিনিধনোদ্বিগ্না কাশ্যাং সমাগতা।
প্রব্রাজিনোঽপি মম যা সেবাং গৃহ্লাতি হর্ষিতা ॥
"গণেশজননী দেবী" জননী তন্মুদে ময়া।
রামকৃষ্ণপ্রসাদোঽয়ং ভক্ত্যা তস্যৈ সমর্প্যতে † ॥
"ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"।
কিন্তু সন্তঃ কুতস্তস্য সাঽথ কেনেতি কে বিদুঃ ॥
.. যাঽপৎসমাগতা।
ততঃ সমুদ্ধরন্ মুদ্রাসহস্রানেকসখ্যয়ৈঃ ॥
গ্রন্থপ্রকাশনে যাতো য আরাদুপকারকঃ।
"সতীশচন্দ্রভ্রাতৃপুত্রো" মহাপ্রাণো "দ্বিজেন্দ্রকঃ"।
তদুপর্য্যাশিষাং বৃষ্টিং তনোতু জগদম্বিকা ॥
॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

গ্রন্থান্তে নিবেদন

যৎকৃপাতোঽপরা মুক্তির্মুক্তিশ্চ গতিরুত্তরা।
ভক্তিশ্চ লভ্যতে পুংভিঃ ভবোঽসৌ শরণং মম।
অহং যন্ত্রং ভবান্ যন্ত্রীত্যনুভূতং ময়াঽসকৃৎ।
এতদ্ব্যাখ্যানবেলায়াং, যুক্তাচৈষা ভবৎকৃপা ॥
নমেঽত্র বিস্ময়ঃ কশ্চিৎ ক্রীড়ৈষা তে জগৎপতে।
লোকানুগ্রহণার্থায় যোঽস্তু র্যমযতি শ্রুতেঃ ॥

মহানুভব পাঠক মহোদয়, শ্রীভগবানের অশেষ কৃপাবলে বহুবৎসরব্যাপী পরিশ্রমের ফলে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়া আপনাদের হস্তে সমর্পিত হইতেছে। এই গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনের পটভূমিও আপনাদিগের অবগতির জন্য নিবেদন করিতেছি। এই গ্রন্থখানিকে বহু বেদান্তগ্রন্থের প্রণেতা ও সম্পাদক, আজীবন বেদান্তপ্রচারে ব্রতী, মদীয় অন্যতম অধ্যাপক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী চিদ্ঘনানন্দ পুরী [পূর্ব্বাশ্রমে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ] মহোদয়ের শেষ কৃতিরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রায়ই ইনি অতি দুরূহ এই কার্য্যটী সম্পাদন করিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিতেন, আমরাও অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিতাম। এইভাবে বৎসরাধিক

*আদর্শবাদী সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে এই শ্লোকটী এবং পরবর্ত্তী শ্লোকগুলি নিন্দনীয় হইতে পারে, কিন্তু প্রথমোক্ত স্থলে, এক্ষণে তিনি শ্রীশ্রী৺বিশ্বেশ্বরের শ্রীচরণে বিলীন হইলেও লেখক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; সুতরাং নিরুপায়। শেষোক্ত স্থলে মাত্র লেখকের নহে, পাঠকগণেরও শ্রীমান্ আশীর্ব্বাদার্হ; কারণ আপৎকালে সহায়করূপে শ্রীমান্ পার্শ্বে দণ্ডায়মান না হইলে প্রথমাধ্যায়ের পরবর্ত্তী গ্রন্থভাগ কদাপি সূর্য্যালোক দর্শন করিত না। ফলে যাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার ফলে এই গ্রন্থপ্রকাশন সম্ভব হইল, সেই সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ মাধবানন্দজী মহারাজের ও পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের উদ্যমও ব্যর্থ হইয়া যাইত। সুতরাং লেখক ক্ষমার্হ।

কাল অতীত হইল। এক দিন হঠাৎ তিনি আমাদের হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া অত্যন্ত আকুলিত স্বরে বলিলেন—"যৌবনাবস্থা হইতে ইচ্ছা ছিল সরল ব্যাখ্যা ও অনুবাদযুক্ত বেদান্তদর্শন প্রকাশিত করি। কিন্তু আমার আয়ুতে কুলাইল না। তুমি কি এই কার্য্যটা করিবে না" ? তাঁহার চক্ষে দেখিলাম 'অশ্রুধারা'। এই পরিস্থিতিতে অনিচ্ছাসত্বেও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি জানাইতে হইল। এই ভাবেই মাদৃশ অতি অযোগ্য ব্যক্তিকে এই সুকঠিন কার্য্যে ব্রতী হইতে হইয়াছিল। কোন কোন সময়ে 'লেখা' দিতে বিলম্ব করিলে তিনি আমাদের নিকটে আসিয়া শয়ন করিয়া অপেক্ষা করিতেন, যতক্ষণ না 'লেখা' পাইতেন, কিছুতেই স্থানত্যাগ করিতেন না। দারিদ্র্যপরিহারের জন্য আমাদের কোনপ্রকার দুর্বুদ্ধিই ফলপ্রসূ হয় নাই। বিভিন্ন টীকা ও বৃত্তি প্রভৃতি অবলম্বনে গ্রন্থপ্রণয়ন চলিতে থাকিল, তিনিও মূলানুগ সংশোধন পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া চলিলেন। আমাদিগের অন্যতম অধ্যাপক পূজনীয় শ্রীযুক্ত 'আনন্দ ঝা' মহোদয়ও চিদ্‌ঘনানন্দজীর জীবদ্দশাতে ও পরবর্ত্তিকালে সমানভাবে এইপ্রকার সহায়তা করিয়াছেন। এই বিষয়ে বারাণসীস্থ বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকের সহায়তাও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই ভাবেই মাদৃশ ব্যক্তির দ্বারা যাহা হইবার নহে, তাহা ভগবদিচ্ছাতে সম্পাদিত হইল। পূজনীয় চিদ্‌ঘনানন্দজী যদি তাঁহার জীবনের শেষ সঞ্চয় ৫০০৲ পাঁচশত টাকা সম্বল করিয়াই এই গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য মুদ্রণালয়ে প্রদান না করিয়া বসিতেন, তাহা হইলে আমাদের মনে হয়—আমরা ইহা মুদ্রণের জন্য কোনপ্রকার চেষ্টাই করিতাম না। চতুঃসূত্রীর প্রথম ফর্ম্মাটী মুদ্রিত হইবার পরই পূজনীয় চিদ্‌ঘনানন্দজী শ্রীশ্রী৺বিশ্বেশ্বরের শ্রীচরণে বিলীন হইলেন। তখন নিরুপায় আমরা চিদ্‌ঘনানন্দজীর নিকট পূর্ব্বদৃষ্ট ঢাকা "রূপলাল হাউসের" শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস মহাশয়কে অর্থসাহায্যের জন্য কিছুটা গ্রন্থনিদর্শন সহ এক খানা পোষ্টকার্ড লিখি। শ্রীশ্রীজগন্মাতার এমনই ইচ্ছা যে, সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র আমাদের প্রেরিত ঐ কয়েকটী পৃষ্ঠা পাণ্ডুলিপি দেখিয়াই তিনি অপরিচিত আমাদিগকে ১০০০৲ এক হাজার টাকা পাঠাইয়া দেন। পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে বুঝেছি—প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করাই বিত্তবান্‌গণের সাধারণ ধর্ম্ম। বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু এই বিষয়ে অসাধারণ ব্যতিক্রম। কোনপ্রকার প্রতিশ্রুতি তাঁহার ছিল না, অথচ এতগুলি টাকা হস্তচ্যুত বারিবিন্দুর ন্যায় অপরিচিত আমাদিগকে প্রদান করিলেন। যাহাহউক, মাননীয় যোগেশ বাবুর সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া পূঃ চিদ্‌ঘনানন্দজী কর্ত্তৃক আরব্ধ চতুঃসূত্রীর মুদ্রণ সমাপ্ত হয়। তাহার পর অর্থাভাবে প্রায় দশ বৎসর আর কিছুই করা সম্ভব হয় নাই। এই সময়ে পূজনীয় চিদ্‌ঘনানন্দজীর মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ মহোদয়ের চেষ্টায় বঙ্গদেশীয় সরকার (Govt. of West Bengal) তিন বৎসরে ৬০০০৲ (ছয় হাজার) টাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্ত্তৃপক্ষকে এই কার্য্যের জন্য প্রদান করেন। তাহার দ্বারা গ্রন্থের প্রথমাধ্যায় পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়া গেল। আরও কিছুটা অগ্রসর হওয়া যাইত, কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে ভিক্ষালব্ধ সহস্রাধিক মুদ্রা অনাবশ্যকভাবে ব্যয়িত হইয়া গেল। কিপ্রকারে মুদ্রণব্যাপার অগ্রসর হয়, এই চিন্তাতে অভিভূত আমরা যখন কয়েক আনা ব্যয় সঙ্কোচের জন্য মুদ্রণের কাগজ সন্ধ্যার অন্ধকারে মস্তকে বহন করিতেছি, তখন এই পরিস্থিতিতে পতিত হওয়ায় গ্রন্থপ্রকাশন পুনরায় বন্ধ হইয়া গেল। এইভাবে দুই বৎসরেরও অধিক কাল অতিক্রান্ত হইল। এই সময়ে সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী

মহারাজ এবং সঙ্ঘের তৎকালীন প্রধান সচিব শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের চেষ্টায় "স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দী-জয়ন্তী অর্থভাণ্ডার হইতে সহায়তা প্রাপ্ত হওয়ায় সমগ্র গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশন সম্ভব হইল। এক্ষণে পাঠক মহোদয় বুঝিলেন—যাহার প্রকাশন সন ১৩৫৬ সালে আরব্ধ হইয়াছিল, তাহার সমাপ্তি হইতে এত বৎসর কেন লাগিয়া গেল।

এই গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য আমরা যে মহানুভবগণের নিকট হইতে অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাদের নাম ও প্রাপ্ত অর্থের বিবরণ এই—

১।	শ্রীমৎ স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দজী	৫০০৲
২।	শ্রীযুক্ত যোগেশ্চন্দ্র দাস ("রূপলাল হাউস্" ঢাকা,)	১০০০৲
৩।	শ্রীযুক্ত মণিমোহন মুখোপাধ্যায় (উকীল, ভাটপাড়া)	১০০৲
৪।	শ্রীযুক্ত রামদাস মুখোপাধ্যায় (কনট্রাক্‌টার, বাঁকুড়া)	২৫৲
৫।	শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত (সুপ্রসিদ্ধ কাগজবিক্রেতা, কলিকাতা)	৫০০৲
৬।	বঙ্গদেশীয় সরকার	৬০০০৲
৭।	শ্রীমৎ স্বামী প্রভবানন্দজী (বেদান্ত সোসাইটী, হলিউড্, আমেরিকা)	৬০০৲
৮।	শ্রীমৎ স্বামী সৎপ্রকাশানন্দজী (বেদান্ত সোসাইটী, সেণ্ট লুই, মিশৌরী ")	৩০০৲
৯।	শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ বরাট্ (রেলওয়ে ইন্‌জিনীয়ার, গোরক্ষপুর)	২০০৲
১০।	শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র দে (ইন্‌জিনীয়ার, পাল চৌধুরী রোড্, রাণাঘাট)	৫০৲
১১।	"স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দী-জয়ন্তী অর্থভাণ্ডার"	১৫০০০৲
১২।	শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী (রামকৃষ্ণ মিশন)	৩০০৲
১৩।	শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (৫২/এ, হরিঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৬)	১০১৲
১৪।	খুচরা সংগ্রহ	১৫৲
		মোট ২৪৬৯১৲ টাকা

বিদ্যোৎসাহী এই মহানুভব দাতা-গণকে আমাদিগের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। উক্ত অর্থ ব্যতিরেকে পুস্তকবিক্রয়লব্ধ অর্থ যখন যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এই পুস্তকের মুদ্রণ ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারেই ব্যয়িত হইয়াছে। "Messrs Produce Exchange Corporation"এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত থাপার মহোদয়কেও আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। যখনই তাঁহাদের নিকট কাগজ ক্রয় করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি, তখনই তাঁহারা কিঞ্চিৎ কম মূল্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং কাগজগুলিও নিজ ব্যয়ে আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়া সহায়তা করিয়াছেন।

[মুদ্রাকর ও প্রকাশক]

পাঠক মহোদয়ের মনে হইতে পারে—মুদ্রাকর ও প্রকাশকরূপে এই গ্রন্থে যাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইয়াছে, বারাণসীর সেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ মুদ্রণালয় "সরলা প্রেস" এবং বিশ্ববিখ্যাত "মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমরূপ" প্রকাশন প্রতিষ্ঠান হইতে এইপ্রকার বর্ণাশুদ্ধিপূর্ণ এবং নিকৃষ্ট-ভাবে মুদ্রিত পুস্তক কিভাবে প্রকাশিত হইল! উক্ত সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের দোষক্ষালনের জন্য তাহাও পাঠক মহোদয়ের অবগতির জন্য বলিতেছি। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ এবং পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের আগ্রহে "মায়াবতী অদ্বৈত

আশ্রম" এই পুস্তকের প্রকাশকরূপে তাঁহাদের নাম ব্যবহারের অনুমতি দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। পুস্তক নিজেদের ব্যবস্থাপনাতে রাখিয়া বিক্রয়াদির ব্যবস্থাও তাঁহারাই করিতেছেন। তাঁহাদের এইপ্রকার সহায়তা প্রাপ্ত না হইলে আমাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হইত না। পুস্তক প্রকাশন বিষয়ে কিন্তু তাঁহাদের সাক্ষাদ্ভাবে কোন দায়িত্বই নাই। সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য একমাত্র অনুবাদকই দায়ী। তাঁহাদের নিঃস্বার্থ সহায়তার জন্য মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ ও সেবকবৃন্দকে আমাদের সানুনয় কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। মুদ্রণালয় সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই—যে মুদ্রণালয় যাহা পারিশ্রমিক দাবি করিয়াছেন, আমরা তাহাতেই সম্মত হইয়াছি। কিন্তু তথাপি আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। উত্তরপ্রদেশে বাঙ্গলাভাষায় মুদ্রণশিল্পীর সংখ্যাল্পতাই তাহার হেতু। গ্রন্থের প্রথমাধ্যায় "সরলা প্রেসের" সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানেই মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহার পর এমন অবস্থা হইল যে, এই সুবৃহৎ কার্য্যে অগ্রসর হইতে কোন মুদ্রণালয়ই সাহস করিতে পারিলেন না। এইপ্রকার পরিস্থিতিতে বেরীবেরী রোগের প্রকোপে ক্ষীণদৃষ্টি শ্রীযুক্ত নীলরতন চক্রবর্ত্তী নামক এক মুদ্রণশিল্পী বলিলেন—"অগ্রিম টাকা দিয়া যদি কিছু টাইপ্ ক্রয় করিয়া দেন, আমি আপনার কাজ করিতে পারি"। তাঁহার কিপ্রকার কি ব্যবস্থা জানিবার জন্য তাঁহাদের বাড়ীতে গেলাম। এই সময় প্রায় নগ্নিকা অতি ক্ষুদ্র একটী বালিকা তাহার 'প্যাণ্ট' এ দড়ি বাঁধিতে বাঁধিতে আসিয়া বলিল, "ছামীজী, আমি আপনার কাজ কোরব"। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি করিবে? কোন্ ক্ল্যাসে পড়"? উত্তর আসিল—"ক্যা-লা-স্ থ্রী রি ই"। "আমার হাতের লেখা পড়িতে পারিবে"? উত্তর আসিল—"হুঁউ, এই দেখুন্ না"। এই বলিয়া বালিকাটী একটী ইষ্টকের সাহায্যে 'চেয়ারের' উপর উঠিয়া সীসকাক্ষর রাখিবার মঞ্চের উপর উঠিয়া বসিল এবং অতি ক্ষিপ্রতাসহকারে সীসকাক্ষরদ্বারা কিছু বাক্যরচনা করিয়া বিস্ময়-স্তম্ভিত আমাদিগকে দেখিতে দিল। বালিকাটীর নাম—শ্রীমতী বেলা চক্রবর্ত্তী, উক্ত ক্ষীণদৃষ্টি পিতার 'সহস্রনয়না' তনয়া। এই বালিকাটীই দ্বিতীয়াধ্যায় হইতে সমগ্র গ্রন্থের এবং চতুঃসূত্রীর দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণশিল্পী। মাদৃশ ব্যক্তি গ্রন্থপ্রণেতা এবং একটী ক্ষুদ্র বালিকা ইহার মুদ্রণ-শিল্পী! "জগন্মাতরেষা তবাপূর্ব্বলীলা"!! অতএব পাঠক মহোদয় বুঝিলেন, সুপ্রসিদ্ধ মুদ্রণালয় "সরলা প্রেসের" তত্ত্বাবধানে এবং ব্যবস্থাপনাতে কার্য্য সমাপ্ত হইলেও পুস্তকের মুদ্রণ বিষয়ে তাঁহাদের সাক্ষাৎ কোন দায়িত্ব নাই। যখন যে মুদ্রণালয়ের মুদ্রণযন্ত্রে অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতেই 'ফর্ম্মা' ছাপা হইয়াছে; ফলে ছাপার মান একইপ্রকার হয় নাই। মুদ্রাকররূপে তাঁহাদের নাম ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়া এবং আইনগত সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া 'সরলা প্রেসের' স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অমরনাথ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত পরেশনাথ ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয় আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। সর্ব্ব বিষয়ে এই বিদ্যোৎসাহী ভ্রাতৃদ্বয়ের সাগ্রহ সহযোগিতা প্রাপ্ত না হইলে আমাদিগের পক্ষে কার্য্যোদ্ধার করা অসম্ভব হইয়া পড়িত। উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়কে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমাদের প্রকৃত মুদ্রণশিল্পী উক্ত বালিকাটীর * জন্য শ্রীশ্রীজগন্মাতার কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। আর পাঠক মহোদয়,

* এই বালিকাটী একবার গুরুতরভাবে অসুস্থ হইয়া পড়ে। তখন তাহার পথ্যাদির জন্য আমরা শ্রীমৎ স্বামী সদ্ভাবানন্দজীর নিকট ৫০৲ এবং উকীল শ্রীযুক্ত অজিত কুমার রায় (৬, আনন্দ চ্যাটার্জ্জি লেন, কলিকাতা-৩) মহোদয়ের নিকট ১০৲ টাকা অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ইঁহাদিগকেও আমাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আপনার স্নেহাশীষও তাঁহার উপর বর্ষিত হউক্। 'প্রুফ্'সংশোধকের সহায়তা গ্রহণ করিতেও আমরা কার্পণ্য করি নাই, স্বয়ং সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রমও করিয়াছি। ফল আপনাদের সম্মুখেই রহিল। শুদ্ধিপত্রদৃষ্টে সংশোধন করিয়া লইবেন, ইহাই আমাদের বিনীত অনুরোধ।

আরও একটী বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অনেকে অনুযোগ করেন—পূর্ব্বমীমাংসা ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা যোজনা করিয়া আমরা গ্রন্থকলেবর কেন বর্দ্ধিত করিয়াছি। এমন কি স্বয়ং পূজ্যপাদ স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দজীও এই বিষয়ে অনুযোগ করিতেন। তদুত্তরে আমাদের বিনীত নিবেদন—উক্ত বিষয়দ্বয়ের পঠন পাঠন এমন অবস্থাতে উপনীত হইয়াছে যে, সাধারণ অধ্যাপকগণের জ্ঞানও এই বিষয়ে 'অতি সাধারণ' হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা উক্ত বিষয়ে পারদর্শী, তাঁহাদের মধ্যেও এক বেদজ্ঞ অন্য বেদোক্ত বিষয়ে এবং এক শাখীয় কর্ম্মাভিজ্ঞ অন্য শাখোক্ত ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না। বর্ত্তমানকালে বৃত্তির বিলোপবশতঃ এই সমস্তই বিলুপ্তির পথে চলিতেছে। এই বিষয়ে একটী অদ্ভুত অপসিদ্ধান্তের কথা গ্রন্থের ৩।৬২৪ পৃঃ তে উল্লেখ করিয়াছি। এক বিশিষ্ট অধ্যাপকের ব্যাখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থের ১।৪৩৮ পৃষ্ঠাতে "ত্রেতাগ্নি ও পঞ্চাগ্নির" পরিচয় দিতে গিয়া এমন কিছু বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, যাহা সিদ্ধান্তসম্মত নহে। কোন বিষয়ে "সত্যাষাঢ়ের হিরণ্যকেশী শ্রৌতসূত্র" আলোচনা করিতে গিয়া উক্ত অপসিদ্ধান্ত আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র কর্ম্মকাণ্ডে অভিজ্ঞ স্বয়ং বৈদিকক্রিয়ানুষ্ঠানকারী এক অধ্যাপকের নিকট উক্ত শ্রৌত সূত্রের সহিত মিলাইয়া লইয়া তৃতীয়াধ্যায়ান্তে শুদ্ধিপত্রে তাহা সংশোধন করিয়া দিলাম। পাঠক মহোদয় তদনুযায়ী সংশোধন করিয়া বিষয়টী বুঝিবেন, ইহাই অনুরোধ। এইভাবে দু'এক স্থানে সিদ্ধান্তবিচ্যুতি ঘটিয়া যাওয়ায় অতঃপর আমরা মূল পুস্তকের সহিত মিলাইয়া এই বিষয়ে একটু বিশদভাবেই ব্যাখ্যা যোজনা করিয়াছি, ইহাতে পাঠকের সুবিধাই হইবে, ইহা আমাদের ধারণা ; কারণ অনুবাদগ্রন্থের পাঠকের পক্ষে এই সকল বিষয় অন্যভাবে জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা প্রায় নাই।

একটী প্রদীপ যখন জ্বলিতে থাকে, তখন বায়ুপ্রবাহ হইতেও তাহাকে রক্ষা করিতে হয়। পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশন বিষয়ে সুদারুণ পরিশ্রমের ও বয়সের ভারে ভগ্নস্বাস্থ্য মঠবাসী আমাদের শরীররক্ষা বিষয়েও বহু মহোদয় অযাচিতভাবে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের কয়েক জনের নামোল্লেখ আমরা চতুঃসূত্রীতে করিয়াছি। বহু বৎসরের ব্যবধানে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গ্রন্থ প্রকাশনের সমাপ্তি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমাদের বেদনাকাতর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। পরবর্ত্তিকালেও নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটীর অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী পবিত্রানন্দজী, সেণ্টলুই-এর বেদান্ত সোসাইটীর অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সৎপ্রকাশানন্দজী এবং স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ মহারাজের ভাগিনের শ্রীযুক্ত কাশীশঙ্কর মিত্র (৪৮/এ, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫) মহোদয় আমাদিগকে নানাভাবে সহায়তা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদিগকেও আমাদের যথাযোগ্য প্রণতি, হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভাস্বরানন্দজী মহারাজ উক্ত আশ্রমের একখানা ঘর নানা অসুবিধা সত্ত্বেও কাগজ রাখিবার জন্য বহু বৎসর আমাদিগকে

ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, তাঁহাকেও আমাদের সপ্রণতি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সহোদরোপম গুরুভ্রাতা বেদান্তনিষ্ণাত স্বামী ধীরেশানন্দজী এই গ্রন্থের শুদ্ধিপত্ররচনাতে সহায়তা করিয়া এবং "সংক্ষিপ্ত বিষয়ানুক্রমণিকা" লিখিয়া দিয়া আমাদিগের প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাকেও আমাদের সপ্রীতি ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহার এই সহায়তা প্রাপ্ত না হইলে, বৎসরাধিককাল পূর্ব্বে চতুর্থাধ্যায়ের মুদ্রণ সমাপ্ত হইয়া যাইলেও, চতুঃসূত্রীর পুনর্মুদ্রণে ব্যাপৃতিবশতঃ পরিশিষ্টরূপে 'বিষয়ানুক্রমণিকা' প্রভৃতি যাহা যোজিত হইতেছে, তাহা লিখিয়া উঠিতে না পারায় গ্রন্থ প্রকাশনে আরও বিলম্ব হইয়া যাইত। এই গ্রন্থের ভিত্তিস্বরূপ ব্রহ্মলীন সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজকে ও বর্ত্তমান সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজকে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণতি জানাইতেছি। তাঁহাদের চেষ্টাতেই সমগ্র গ্রন্থের প্রকাশন সম্ভব হইল। পরিশেষে নির্দ্দেষ্টব্য বিষয় হইতেছে—ভিক্ষালব্ধ অর্থ দ্বারা প্রকাশিত এই গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী কে? কোন বুদ্ধিমান প্রকাশকই এই জাতীয় গ্রন্থের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হইবেন না। এক প্রকাশক আমাদের সাক্ষরযুক্ত সম্মতিপত্র গ্রহণ করিয়াও পশ্চাদপসরণ করিয়াছেন। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ মহোদয়কেই এই গ্রন্থের স্বত্বাধিকারিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। অতঃপর তিনি যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন। তবে এই গ্রন্থের পুনঃ প্রকাশন যদি সম্ভব না হয়, তবে গ্রন্থবিক্রয়লব্ধ লভ্যাংশ যাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাহা দরিদ্র সংস্কৃতবিদ্যার্থিগণের সহায়তাতে ব্যয়িত হইবে। যদি পুনঃ প্রকাশন সম্ভব হয়, তবে তাহাতেই তাহা ব্যয়িত হইবে, তাঁহার শ্রীচরণে এই নিবেদন জানাইয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আমাদের সুদারুণ পরিশ্রমলব্ধ এই গ্রন্থখানি পাঠক মহোদয়গণ অনুকম্পাদৃষ্টিতে গ্রহণ করিবেন, ইহাই প্রার্থনা। ইতি শিবমস্তু।

শ্রীশ্রীরামক�ৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম
শ্রীরামকৃষ্ণ রোড্, লাক্সা, বারাণসী-১
কার্ত্তিক, সন ১৩৭৭ (ইং 1970)

বিনীত
অনুবাদক

বেদান্তদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিষয়-সূচী (চতুর্থাধ্যায়ান্ত)

চতুর্থাধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ (আবৃত্তিপাদঃ) পৃষ্ঠা

১। আবৃত্ত্যধিকরণম্—উপাসনা ও শ্রবণাদির পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান ১-২৭
ভাষ্যমালার ব্যাখ্যা ২
সঙ্গতি, বিষয় ও সংশয় ৩
পূঃ—অদৃষ্টদ্বারে ফলদায়ক শ্রবণাদির ও উপাসনার প্রযাজাদির ন্যায় একবারমাত্র অনুষ্ঠান ৪
সিঃ—অসম্ভাবনাদির নিবৃত্তি ও উপাস্য সাক্ষাৎকারের জন্য উহাদের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান ৫
অন্তর্নিহিত আবৃত্তিগুণযুক্ত হওয়ায় দৃষ্টফলক তাহাদের আবৃত্তিসিদ্ধি ... ৭
উপাসনা ও শ্রবণাদির আবৃত্তিবিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন ৯
পূঃ—নির্বিশেষব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিতে শ্রবণাদির আবৃত্তি অনাবশ্যক, ঐ বিষয়ে যুক্তি ৯-১৩
সিঃ—নিরস্তপ্রতিবন্ধ পুরুষের শ্রবণমাত্রেই জ্ঞানোদয়। প্রতিবন্ধযুক্তের আবৃত্তি ১৩
'তৎ' ও 'ত্বং'পদার্থের লক্ষ্যার্থবর্ণন, তাহাদের শোধনের জন্যই শ্রবণমনন ১৪

অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনার নিবৃত্তির জন্য শ্রবণমননের আবশ্যকতা ১৫
মন্দ ও মধ্যম অধিকারীর শ্রবণাদিসাধনাভ্যাস, উত্তমাধিকারীর নহে ১৬
দেহাদিতে অভিমানের ন্যায় দুঃখিত্বাদি অভিমানও মিথ্যা .... ঐ
ব্রহ্মবিদের অনুভব—'চৈতন্যই আমার স্বরূপ'। "তত্ত্বমসি" বাক্যবলে জ্ঞানোৎপত্তি ১৭
জ্ঞানোৎপত্তির পর নির্গুণব্রহ্মবিদের শ্রবণাদি, বা মনোনাশাদি কিছুই করণীয় নাই ১৮
'তত্ত্বমসি' শ্রবণের পর জ্ঞানোৎপত্তি না হইলে শ্রবণাদির আবৃত্তি .... ঐ
আত্মজ্ঞানোৎপত্তিতে বিধির অপ্রবৃত্তি ১৯
ব্রহ্মবিদ্যার সাধনপরিত্যাগ ও অসাধনগ্রহণে প্রবৃত্তের জন্য শ্রবণাদিতে নিয়মবিধি ঐ

২। আত্মত্বোপাসনাধিকরণম্—ব্রহ্ম স্বাভিন্নরূপে ধ্যেয় ২৭-৩৮
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ২৮
পূঃ—উপাসনাতে ও নিদিধ্যাসনে পরমেশ্বর স্বভিন্নরূপে চিন্তনীয় ২৯
সিঃ—শ্রুতির প্রামাণ্যবলে ব্রহ্ম স্বাভিন্নরূপে ধ্যেয় ৩১
বাক্যপ্রয়োগশৈলীর ভেদবশতঃ প্রতীকোপাসনা হইতে অহংগ্রহোপাসনার ভিন্নতা ৩২
জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাই ধ্যেয়, তাঁহাদের বিরুদ্ধগুণযুক্ততা মিথ্যা ৩৩
ঈশ্বর জীব নহেন, পরন্তু জীবই ঈশ্বর .... ঐ
ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে জীবের অধিকারিত্ব ৩৪
বেদ পারমার্থিক সৎপদার্থ নহেন, অবিদ্যাবস্থাতে তাঁহার প্রবৃত্তি ৩৬
অবিদ্যাবস্থাতেই অজ্ঞানবিষয়ক প্রশ্ন, জ্ঞানোদয়ান্তে নহে ৩৭
মিথ্যা অজ্ঞানের দ্বারা অদ্বৈতবাদের হানি হয় না .... ঐ

৩। প্রতীকাধিকরণম্—প্রতীকে আত্মদৃষ্টি নিরাকরণ ৩৮-৪২
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ৩৯
পূঃ—প্রতীকে অহংগ্রহ কর্ত্তব্য ৪০
সিঃ—প্রতীকে আত্মদৃষ্টি অসঙ্গত, ঐ বিষয়ে যুক্তি ৪১

৪। ব্রহ্মদৃষ্ট্যধিকরণম্—প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টি বিধান ৪২-৪৯
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ৪২
পূঃ—উৎকৃষ্ট ব্রহ্মবস্তুই ফলপ্রদ হওয়ায় আদিত্যাদি দৃষ্টির দ্বারা তিনিই উপাস্য ৪৫
সিঃ—'নিকৃষ্টে উৎকৃষ্ট দৃষ্টি কর্ত্তব্য' এই লৌকিক ন্যায়বলে প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টি ৪৬
সন্দিগ্ধ শাস্ত্রার্থে লৌকিক ন্যায় সাবকাশ .... ঐ
মুখ্যার্থ ও লাক্ষণিকার্থ গ্রহণে অসঞ্জাতবিরোধী ও সঞ্জাতবিরোধী ন্যায় ৪৭
'ইতি'শব্দযুক্ত হওয়ায় ব্রহ্মশব্দের ব্রহ্মদৃষ্টিরূপ লাক্ষণিকার্থ গ্রহণ .... ঐ
দ্বিতীয়াশ্রুতিবলে ব্রহ্মদৃষ্টিদ্বারা আদিত্যাদি উপাস্য ৪৮
সর্ব্বান্তর্যামি ব্রহ্মই সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা ৪৯

৫। আদিত্যাদিমত্যধিঃ—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনাতে কর্ম্মাঙ্গে সিদ্ধপদার্থদৃষ্টি ৪৯-৬৯
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ৫০
পূঃ—কর্ম্মাঙ্গোপাসনাতে আধার ও আরোপ্য বিষয়ে অনিয়ম ৫১

পূঃ—অকর্মাঙ্গে কর্মাঙ্গদৃষ্টিই অভিপ্রেত, এই বিষয়ে নানা যুক্তি ৫২
সিঃ—কর্মাঙ্গের সংস্কারের জন্য তাহাতে দেবতাদৃষ্টি কর্তব্য ৫৪
অধিকৃতাধিকারবশতঃ স্বতন্ত্রফলক অঙ্গাশ্রিতোপাসনাতে উক্ত সিদ্ধান্তের অতিদেশ ঐ
পূর্বপক্ষীয় যুক্তিনিরাকরণ ও সিদ্ধান্তের দৃঢ়ীকরণ ৫৫
ছাঃ ১।৩।১ শ্রুতির অর্থনিরূপণ—কর্মাঙ্গ ঋগাদিতে পৃথিব্যাদিদৃষ্টি ৫৬
কর্মাঙ্গে সিদ্ধপদার্থদৃষ্টি, এই বিষয়ে নানা যুক্তি ৫৮
৬। আসীনাধিকরণম্—উপাসনাকালে উপবেশন আবশ্যক ৬১-৬৬
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ৬২
পূঃ—মানসব্যাপারাত্মক উপাসনাতে আসনের অনুপযোগিতা ৬৩
সিঃ—চিত্তবিক্ষেপ ও নিদ্রাদি পরিহারের জন্য আসন আবশ্যক .... ঐ
উপাসনা উপবেশনসাপেক্ষ, এই বিষয়ে শ্রৌতলিঙ্গ ও যুক্তি ৬৪-৬৫
৭। একাগ্রতাধিকরণম্—উপাসনা দিগ্দেশকালনিরপেক্ষ ৬৬-৬৯
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ৬৬
সিঃ—দিগ্দেশাদি নিরপেক্ষভাবে মনের অনুকূল স্থানে উপাসনা অনুষ্ঠেয় ... ৬৮
৮। আপ্রায়ণাধিকরণম্—অহংগ্রহোপাসনার আমৃত্যু আবৃত্তি ৬৯-৭৫
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ৭০
পূঃ—কিয়ৎকাল অভ্যাস করিয়া অহংগ্রহোপাসনার পরিত্যাগ ৭১
সিঃ—উপাস্তাকারা অন্ত্যপ্রত্যয়ের জন্য অহংগ্রহোপাসনার আমৃত্যু আবৃত্তি ৭২
৯। তদধিগমাধিকরণম্—ব্রহ্মবিদের পাপস্পর্শাভাব ও পাপনাশ ৭৫-৮৯
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ৭৬
পূঃ—ব্রহ্মবিদ্যা পাপনাশক নহে, ভোগদ্বারাই কর্মক্ষয় ৭৮
পূঃ—প্রায়শ্চিত্ত পাপনাশক নহে, তাহা নৈমিত্তিক কর্ম .... ঐ
সিঃ—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ পাপের নাশক ৭৯
পূর্ববাদীর মত নিরাকরণ। প্রায়শ্চিত্তাদি পাপনাশক ৮১
সগুণব্রহ্মবিদের পাপনিবৃত্তি ও ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিরূপ ফল ৮২
নিবৃত্তকর্তৃত্বভোক্তৃত্ববিভ্রম নির্গুণব্রহ্মবিদের পাপনিবৃত্তি স্বতঃই হইয়া থাকে ৮৩
১০। ইতরাসংশ্লেষাধিঃ—ব্রহ্মবিদের কাম্যকর্মজন্য পুণ্যের স্পর্শাভাব ও নাশ ৮৯-৯৫
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ৮৯
পূঃ—ব্রহ্মজ্ঞান শাস্ত্রবোধিত কর্মজন্য পুণ্যের নাশক নহে ৯১
সিঃ—মোক্ষের প্রতিবন্ধক হওয়ায় পাপের ন্যায় পুণ্যও ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্য .... ঐ
১১। অনারব্ধাধিকরণম্—ব্রহ্মজ্ঞান প্রারব্ধের নাশক নহে ৯৫-১০৭
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ৯৫
পূঃ—ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চিত ও প্রারব্ধ, সকল কর্মেরই নাশক ৯৭
আপাতসিদ্ধান্ত—প্রারব্ধকর্ম জ্ঞাননাশ্য নহে .... ঐ
পূঃ—স্বভাবগত সামর্থ্যবলে নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান প্রারব্ধসহ সকল কর্মের নাশক ৯৮

চরমসিদ্ধান্ত—নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান স্বদৃষ্টিতে যাবতীয় কর্ম্মের নাশক হইলেও পরদৃষ্টিতে প্রারব্ধের নাশক নহে ৯৯
জীবন্মুক্তিবিষয়ে ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যের স্বানুভব প্রদর্শন ১০২
১২। অগ্নিহোত্রাদ্যধিঃ—ব্রহ্মবিদ্যা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের নাশক নহে ১০৭-১১৫
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ১০৮
পূঃ—নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মজনিত পুণ্য ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্য ১০৯
একদেশী—নিত্যাদি কর্ম্ম মোক্ষরূপ একই প্রয়োজন সম্পাদক .... ঐ
সিঃ—নিত্যাদি কর্ম্ম পরম্পরাসম্বন্ধে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির হেতু হওয়ায় জ্ঞাননাশ্য নহে ১১০
নির্গুণব্রহ্মবিদের পরবর্ত্তি কর্ম্ম সম্ভব নহে ... ১১১
সিঃ—সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে সাক্ষাৎ ও পরম্পরাভাবে নিত্যাদি কর্ম্ম উপযোগী ১১২
সিঃ—কাম্যকর্ম্মজনিত পুণ্য ও নিষিদ্ধকর্ম্মজনিত পাপই সুহৃদাদিতে গমন করে ১১৪
১৩। বিদ্যাজ্ঞানসাধনত্বাধিঃ—উপাসনাযুক্ত ও তদ্বিহীন নিত্যাদি কর্ম্ম বিদ্যাহেতু ১১৫-১২০
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ১১৫
পূঃ—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনাযুক্ত নিত্যাদি কর্ম্মই ব্রহ্মবিদ্যার হেতু ... ১১৭
সিঃ—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনাযুক্ত, বা তদ্বিহীন শ্রবণাদিসাপেক্ষ নিত্যাদি কর্ম্ম শীঘ্র বা বিলম্বে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারে মোক্ষরূপ ফলপ্রদ ১১৯
১৪। ইতরক্ষপণাধিকরণম্—প্রারব্ধক্ষয়ে ব্রহ্মবিদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী ১২১-১২৮
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ... ১২১
সিঃ—ব্রহ্মবিদ্যাবলে সঞ্চিত কর্ম্মের নাশ ও ভোগদ্বারা প্রারব্ধক্ষয়ে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী ১২৩
পূঃ—বিক্ষেপ শক্তির নাশক না থাকায় মোক্ষ অসম্ভব ... ১২৪
সিঃ—প্রারব্ধকর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধকনাশে বিক্ষেপশক্তির নাশ ও মোক্ষ ... ঐ
সিঃ—বিদ্যোদয়সমকালে সঞ্চিতকর্ম্মের নাশ এবং অবিলুপ্তব্রহ্মবিজ্ঞানবলে নব নব কর্ম্মসংশ্লেষ সম্ভব না হওয়ায় প্রারব্ধক্ষয়ে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী ... ১২৬

চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ (উৎক্রান্তিপাদঃ)

১। বাগধিকরণম্—উৎক্রান্তিকালে মনে ইন্দ্রিয়বৃত্তির লয় ... ১২৯-১৩৫
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ... ১২৯
পূঃ—বাগিন্দ্রিয়েরই মনে লয় অঙ্গীকার্য্য ... ১৩১
সিঃ—অনুপাদানে লয়াভাববশতঃ বাগ্‌বৃত্তির লয় অঙ্গীকার্য্য ... ১৩২
বাগিন্দ্রিয়ে নির্ণীত যুক্তির অন্যান্য ইন্দ্রিয়ে অতিদেশ ... ১৩৫
২। মনোঽধিকরণম্—উৎক্রান্তিকালে মুখ্যপ্রাণে মনোবৃত্তির লয় ১৩৬-১৪০
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ... ১৩৬
পূঃ—মন পরম্পরাপ্রাপ্ত মুখ্যপ্রাণরূপ কারণে বিলীন হয় ... ১৩৮
সিঃ—মুখ্যপ্রাণে মনের বৃত্তিলয়ই অঙ্গীকরণীয় ... ঐ

পূঃ—অকর্ম্মাঙ্গে কর্ম্মাঙ্গদৃষ্টিই অভিপ্রেত, এই বিষয়ে নানা যুক্তি ৫২
সিঃ—কর্ম্মাঙ্গের সংস্কারের জন্য তাহাতে দেবতাদৃষ্টি কর্ত্তব্য ৫৪
অধিকৃতাধিকারবশতঃ স্বতন্ত্রফলক অঙ্গাশ্রিতোপাসনাতে উক্ত সিদ্ধান্তের অতিদেশ ঐ
পূর্ব্বপক্ষীয় যুক্তিনিরাকরণ ও সিদ্ধান্তের দৃঢ়ীকরণ ৫৫
ছাঃ ১।৬।১ শ্রুতির অর্থনিরূপণ—কর্ম্মাঙ্গ ঋগাদিতে পৃথিব্যাদিদৃষ্টি ৫৬
কর্ম্মাঙ্গে সিদ্ধপদার্থদৃষ্টি, এই বিষয়ে নানা যুক্তি ৫৮
৬। আসীনাধিকরণম্—উপাসনাকালে উপবেশন আবশ্যক ৬১-৬৬
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ৬২
পূঃ—মানসব্যাপারাত্মক উপাসনাতে আসনের অনুপযোগিতা ৬৩
সিঃ—চিত্তবিক্ষেপ ও নিদ্রাদি পরিহারের জন্য আসন আবশ্যক .... ঐ
উপাসনা উপবেশনসাপেক্ষ, এই বিষয়ে শ্রৌতলিঙ্গ ও যুক্তি ৬৪-৬৫
৭। একাগ্রতাধিকরণম্—উপাসনা দিগ্‌দেশকালনিরপেক্ষ ৬৬-৬৯
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ৬৬
সিঃ—দিগ্‌দেশাদি নিরপেক্ষভাবে মনের অনুকূল স্থানে উপাসনা অনুষ্ঠেয় ... ৬৮
৮। আপ্রায়ণাধিকরণম্—অহংগ্রহোপাসনার আমৃত্যু আবৃত্তি ৬৯-৭৫
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ৭০
পূঃ—কিয়ৎকাল অভ্যাস করিয়া অহংগ্রহোপাসনার পরিত্যাগ ৭১
সিঃ—উপাস্যাকারা অন্ত্যপ্রত্যয়ের জন্য অহংগ্রহোপাসনার আমৃত্যু আবৃত্তি ৭২
৯। তদধিগমাধিকরণম্—ব্রহ্মবিদের পাপস্পর্শাভাব ও পাপনাশ ৭৫-৮৯
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ৭৬
পূঃ—ব্রহ্মবিদ্যা পাপনাশক নহে, ভোগদ্বারাই কর্ম্মক্ষয় ৭৮
পূঃ—প্রায়শ্চিত্ত পাপনাশক নহে, তাহা নৈমিত্তিক কর্ম্ম .... ঐ
সিঃ—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ পাপের নাশক ৭৯
পূর্ব্ববাদীর মত নিরাকরণ। প্রায়শ্চিত্তাদি পাপনাশক ৮১
সগুণব্রহ্মবিদের পাপনিবৃত্তি ও ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিরূপ ফল ৮২
নিবৃত্তকর্তৃত্বভোক্তৃত্ববিভ্রম নির্গুণব্রহ্মবিদের পাপনিবৃত্তি স্বতঃই হইয়া থাকে ৮৩
১০। ইতরাসংশ্লেষাধিঃ—ব্রহ্মবিদের কাম্যকর্ম্মজন্য পুণ্যের স্পর্শাভাব ও নাশ ৮৯-৯৫
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ৮৯
পূঃ—ব্রহ্মজ্ঞান শাস্ত্রবোধিত কর্ম্মজন্য পুণ্যের নাশক নহে ৯১
সিঃ—মোক্ষের প্রতিবন্ধক হওয়ায় পাপের ন্যায় পুণ্যও ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্য .... ঐ
১১। অনারব্ধাধিকরণম্—ব্রহ্মজ্ঞান প্রারব্ধের নাশক নহে ৯৫-১০৭
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ৯৫
পূঃ—ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চিত ও প্রারব্ধ, সকল কর্ম্মেরই নাশক ৯৭
আপাতসিদ্ধান্ত—প্রারব্ধকর্ম্ম জ্ঞাননাশ্য নহে .... ঐ
পূঃ—স্বভাবগত সামর্থ্যবলে নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান প্রারব্ধসহ সকল কর্ম্মের নাশক ৯৮

চরমসিদ্ধান্ত—নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান স্বদৃষ্টিতে যাবতীয় কর্ম্মের নাশক হইলেও পরদৃষ্টিতে প্রারব্ধের নাশক নহে ৯৯
জীবন্মুক্তিবিষয়ে ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যের স্বানুভব প্রদর্শন ১০২
১২। অগ্নিহোত্রাদ্যধিঃ—ব্রহ্মবিদ্যা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের নাশক নহে ১০৭-১১৫
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ১০৮
পূঃ—নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মজনিত পুণ্য ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্য ১০৯
একদেশী—নিত্যাদি কর্ম্ম মোক্ষরূপ একই প্রয়োজন সম্পাদক .... ঐ
সিঃ—নিত্যাদি কর্ম্ম পরম্পরাসম্বন্ধে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির হেতু হওয়ায় জ্ঞাননাশ্য নহে ১১০
নির্গুণব্রহ্মবিদের পরবর্ত্তি কর্ম্ম সম্ভব নহে ... ১১১
সিঃ—সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে সাক্ষাৎ ও পরম্পরাভাবে নিত্যাদি কর্ম্ম উপযোগী ১১২
সিঃ—কাম্যকর্ম্মজনিত পুণ্য ও নিষিদ্ধকর্ম্মজনিত পাপই সুহৃদাদিতে গমন করে ১১৪
১৩। বিদ্যাজ্ঞানসাধনত্বাধিঃ—উপাসনাযুক্ত ও তদ্বিহীন নিত্যাদি কর্ম্ম বিদ্যাহেতু ১১৫-১২০
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ১১৫
পূঃ—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনাযুক্ত নিত্যাদি কর্ম্মই ব্রহ্মবিদ্যার হেতু ... ১১৭
সিঃ—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনাযুক্ত, বা তদ্বিহীন শ্রবণাদিসাপেক্ষ নিত্যাদি কর্ম্ম শীঘ্র বা বিলম্বে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারে মোক্ষরূপ ফলপ্রদ ১১৯
১৪। ইতরক্ষপণাধিকরণম্—প্রারব্ধক্ষয়ে ব্রহ্মবিদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী ১২১ ১২৮
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ... ১২১
সিঃ—ব্রহ্মবিদ্যাবলে সঞ্চিত কর্ম্মের নাশ ও ভোগদ্বারা প্রারব্ধক্ষয়ে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী ১২৩
পূঃ—বিক্ষেপ শক্তির নাশক না থাকায় মোক্ষ অসম্ভব ... ১২৪
সিঃ—প্রারব্ধকর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধকনাশে বিক্ষেপশক্তির নাশ ও মোক্ষ ... ঐ
সিঃ—বিদ্যোদয়সমকালে সঞ্চিতকর্ম্মের নাশ এবং অবিলুপ্তব্রহ্মবিজ্ঞানবলে নব নব কর্ম্মসংশ্লেষ সম্ভব না হওয়ায় প্রারব্ধক্ষয়ে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী ... ১২৬

চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ (উৎক্রান্তিপাদঃ)

১। বাগধিকরণম্—উৎক্রান্তিকালে মনে ইন্দ্রিয়বৃত্তির লয় ... ১২৯-১৩৫
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ... ১২৯
পূঃ—বাগিন্দ্রিয়েরই মনে লয় অঙ্গীকার্য্য ... ১৩১
সিঃ—অনুপাদানে লয়াভাববশতঃ বাগ্বৃত্তির লয় অঙ্গীকার্য্য ... ১৩২
বাগিন্দ্রিয়ে নির্ণীত যুক্তির অন্যান্য ইন্দ্রিয়ে অতিদেশ ... ১৩৫
২। মনোঽধিকরণম্—উৎক্রান্তিকালে মুখ্যপ্রাণে মনোবৃত্তির লয় ১৩৬-১৪০
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ... ১৩৬
পূঃ—মন পরম্পরাপ্রাপ্ত মুখ্যপ্রাণরূপ কারণে বিলীন হয় ১৩৮
সিঃ—মুখ্যপ্রাণে মনের বৃত্তিলয়ই অঙ্গীকরণীয় ... ঐ

৩। অধ্যক্ষাধিকরণম্—জীবে লয়ানন্তর মুখ্যপ্রাণের ভূতসূক্ষ্মে অবস্থিতি ১৪০-১৫১
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ... ১৪১
পূঃ—তেজেই মুখ্যপ্রাণবৃত্তির লয় ... ১৪২
সিঃ—জীবাত্মাতে (জীবোপাধি অন্তঃকরণে) মুখ্যপ্রাণের বৃত্তি লয় ... ১৪৩
সিঃ—অন্তঃকরণোপহিত জীবের ভূতসূক্ষ্মপঞ্চকে (সূক্ষ্মশরীরে) অবস্থিতি ১৪৭
তেজঃশব্দে পঞ্চীকৃতভূতপঞ্চক গ্রহণীয় ... ১৪৯
পূঃ—মৃত্যুকালে কর্ম্মই জীবাশ্রয়, ভূতসূক্ষ্ম নহে ... ১৫০
সিঃ—কর্ম্ম ও ভূতসূক্ষ্ম, উভয়ের জীবাশ্রয়তা প্রতিপাদন ... ঐ
৪। আসৃত্যুপক্রমাধিকরণম্—মার্গারম্ভের পূর্ব্বে সগুণব্রহ্মবিদ্ ও অজ্ঞের উৎক্রমণক্রম সমান ... ১৫১-১৫৬
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ১৫১
পূঃ—অজ্ঞেরই উৎক্রমণ, সগুণব্রহ্মবিদের নহে ১৫৩
সিঃ—মার্গপ্রাপ্তির পূর্ব্বে অজ্ঞ ও সগুণব্রহ্মবিদের উৎক্রমণক্রম সমান ... ১৫৫
সগুণব্রহ্মবিদের ভূতাশ্রয়ণ ও মার্গগতি .... ঐ
৫। সংসারব্যপদেশাধিকরণম্—উৎক্রমণকালে সূক্ষ্মশরীরযুক্ত জীবের পরমাত্মাতে অবস্থিতি ১৫৬-১৬৫
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ... ১৫৭
পূঃ—জীবসহ সূক্ষ্ম ও লিঙ্গশরীরের ব্রহ্মে আত্যন্তিক স্বরূপলয় ১৫৮
সিঃ—জীবসহ সূক্ষ্ম ও লিঙ্গ শরীরের ব্রহ্মে বৃত্তিলয় ১৫৯
শ্রুতি ও যুক্তিবলে সূক্ষ্মশরীরের সূক্ষ্মতা ও স্বচ্ছতা ... ১৬১
দাহাদির দ্বারা অনাশ্য সূক্ষ্মশরীর আমোক্ষস্থায়ী ... ঐ
স্থূল দেহে উপলব্ধ উষ্ণতা সূক্ষ্মশরীরের ধর্ম্ম ... ১৬২
৬। প্রতিষেধাধিঃ—নির্গুণব্রহ্মবিদের উৎক্রান্তি ও গতি নিরাকরণ ১৬৫-১৭৫
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ১৬৫
পূঃ—নির্গুণব্রহ্মবিদের প্রাণসকলের উৎক্রমণ হয় ... ১৬৭
সিঃ—শ্রুতিপ্রমাণবলে নির্গুণব্রহ্মবিদের প্রাণোৎক্রান্তি নিরাকরণ ... ১৭০
স্মৃতিপ্রমাণবলে উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন ... ১৭৪
৭। বাগাদিলয়াধিঃ—নির্গুণব্রহ্মবিদের শরীরত্রয়ের পরব্রহ্মে লয় ১৭৫-১৮০
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ... ১৭৫
নির্গুণব্রহ্মবিদের ষোড়শকলাত্মক শরীরত্রয়ের পরব্রহ্মে লয় ... ১৭৮
পূঃ—স্ব স্ব উপাদানেই কলাসকলের বিলয় শ্রুতিসিদ্ধ ... ১৭৯
সিঃ—অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে স্বোপাদানে, বিদ্বানের দৃষ্টিতে পরব্রহ্মে কলাবিলয় ... ঐ
৮। অবিভাগাধিঃ—নির্গুণব্রহ্মবিদের শরীরত্রয়ের ব্রহ্মে নিঃশেষে বিলয় ১৮০-১৮২
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ১৮১
সিঃ—নির্গুণব্রহ্মবিদের কলাসকলের নিঃশেষে বিলয় ... ১৮২

৯। তদোকোঽধিকরণম্—সগুণব্রহ্মবিদের সুষুম্নাদ্বারে উৎক্রমণ   ১৮৪-১৯৩
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ১৮৪
জীবের উৎক্রমণক্রম। সেই বিষয়ে সংশয় ১৮৭
পূঃ—যে কোন শরীরদ্বারাবলম্বনে সগুণব্রহ্মবিদের উৎক্রমণ ১৯০
সিঃ—অজ্ঞের অন্যান্য নাড়ীদ্বারে উৎক্রমণ, সগুণব্রহ্মবিদের সুষুম্নাদ্বারে ... ঐ
১০। রশ্ম্যধিকরণম্—রাত্রিতে মৃতেরও সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে উৎক্রমণ   ১৯৩-২০০
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ... ১৯৩
সিঃ—নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধ যাবদ্দেহভাবী হওয়ায় সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনেই উৎক্রমণ ... ১৯৪
পূঃ—রাত্রিতে মৃতের সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে গতি হয় না ... ১৯৬
সিঃ—রাত্রিতেও নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধ থাকায় তদবলম্বনে উৎক্রমণ ... ঐ
১১। দক্ষিণায়নাধিকরণম্—দক্ষিণায়নে মৃতেরও বিদ্যাফলপ্রাপ্তি   ২০০-২০৬
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ... ২০০
সিঃ—দক্ষিণায়নে মৃত বিদ্বানেরও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ... ২০২
অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত—অনাবৃত্তির জন্য কালাদির অপেক্ষা স্মার্ত্ত যোগীর জন্য ২০৪

চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ [মার্গপাদঃ]

১। অর্চ্চিরাদ্যধিকরণম্—নানাপর্ব্বযুক্ত দেবযানমার্গের একত্ব   ২০৭-২১৫
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ... ২০৭
পূঃ—ব্রহ্মলোকপ্রাপক মার্গসকল বিভিন্ন ... ২০৯
সিঃ—অর্চ্চিরাদি নানাপর্ব্বযুক্ত দেবযানমার্গের একত্ব ... ২১০
পূর্ব্বপক্ষীর যুক্তিসকলের নিরাকরণ ২১২
লিঙ্গপ্রমাণবলে নানাপর্ব্বযুক্ত দেবযানমার্গের একত্ব প্রদর্শন ... ২১৪
২। বায়ুধিকরণম্—দেবযানমার্গের পর্বক্রম নিরূপণ [পূর্বাংশ] ... ২১৫-২২২
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ... ২১৫
সিঃ—সম্বৎসরের উর্দ্ধে ও আদিত্যের নিম্নে বায়ুর স্থান নিরূপণ ... ২১৮
পূঃ—পাঠক্রমবলে অগ্নির অনন্তর বায়ু নিবেশনীয় ... ২১৯
সিঃ—অর্থক্রমবলে আদিত্যের নিম্নে বায়ু নিবেশনীয় ... ২২০
দেবলোক ও সম্বৎসরের নিবেশস্থান নিরূপণ ... ঐ
৩। তড়িদধিকরণম্—দেবযানমার্গের পর্বক্রম নিরূপণ [উত্তরাংশ]   ২২২-২২৫
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ... ২২২
সিঃ—বিদ্যুল্লোকের উপরিদেশে বরুণলোকাদির স্থান প্রদর্শন ২২৪
৪। আতিবাহিকাধিকরণম্—অর্চ্চি প্রভৃতির আতিবাহিক দেবত্ব   ২২৬-২৪০
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ২২৬
পূঃ—অর্চ্চিরাদি মার্গচিহ্ন, অথবা ভোগভূমি ... ২২৮
সিঃ—অর্চ্চিরাদির আতিবাহিক দেবত্ব ... ২২৯

চেতন আতিবাহিক দেবতা স্বীকারে যুক্তি ২৩১
দেবতাস্বরূপ হওয়ায় মার্গপর্ব্বসকলে 'হেত্বর্থে পঞ্চমী' ২৩৩
বাক্যশেষবলে অর্চ্চিরাদির দেবতাত্ব ২৩৪
লোকসকল ভোগভূমি, লোকাধিপতির আতিবাহিকত্ব ২৩৫
বিদ্যুল্লোকের ঊর্দ্ধে অমানব পুরুষ বহনকর্ত্তা, বরুণাদি সহায়ক ২৩৬

৫। কার্য্যাধিকরণম্—দহরাদিবিদ্যাবিদের ক্রমমুক্তি, অন্যের পুনরাবৃত্তি ২৪১-২৮৫
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ২৪১
সিঃ—আচার্য্য বাদরির মতে—সগুণব্রহ্মবিদ্‌গণের ব্রহ্মলোকে গতি ২৪৩
সিঃ—ব্রহ্মলোকই সগুণোপাসকের গন্তব্য, এই বিষয়ে যুক্তি ২৪৫
সিঃ—সামীপ্যবশতঃ কার্য্যব্রহ্মে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ ... ২৪৭
সিঃ—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত সগুণ পরব্রহ্মবিদ্‌গণের কল্পান্তে বিদেহ মুক্তি ২৪৮
উক্ত বিষয়ে স্মৃতিসম্মতি ২৪৯
পূঃ—জৈমিনিমতে—নির্গুণপরব্রহ্মই গন্তব্য ... ২৫৫
পূঃ—উক্ত বিষয়ে শ্রুতিসম্মতি ২৫৬
পূঃ—লিঙ্গাদিপ্রমাণবলে গতিপূর্ব্বক নির্গুণপরব্রহ্মপ্রাপ্তি ২৫৭
সিঃ—অধিকরণের আদ্য সূত্রপঞ্চকই সিদ্ধান্তসূত্র। পূর্ব্ববাদীর যুক্তি নিরাকরণ ২৫৮
সদাপ্রাপ্ত নির্গুণব্রহ্ম প্রাপ্তব্য নহেন। আদ্য সূত্রপঞ্চক পূর্ব্বপক্ষ হইলে দোষ ২৬৩
পূঃ—নির্গুণপরব্রহ্মই প্রাপ্তব্য, ঐ বিষয়ে দেশ ও কাল ঘটিত যুক্তি ... ২৬৪
সিঃ—উক্ত মতবাদ ও উক্ত যুক্তি নিরাকরণ ; নির্গুণপরব্রহ্ম গন্তব্য নহেন ঐ
পূঃ—সগুণপরব্রহ্মই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য, নির্গুণপরব্রহ্ম নামক কিছুই নাই ২৬৫
সিঃ—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদন। জগদুৎপত্ত্যাদি শ্রুতি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাক্যের সহকারী .... ঐ
নিষেধ্য সমর্পণের দ্বারা অফল জগদুৎপত্ত্যাদি বাক্যই সফল নির্ব্বিশেষবাক্যের সহকারী, বৈপরীত্য নহে ২৬৬
উক্ত বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন ২৬৮
পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সৃষ্ট্যনুকূল শক্তিযুক্ত নহেন। প্রসঙ্গের উপসংহার ঐ
জীব ব্রহ্মের অবয়ব, বা কার্য্য, উভয় পক্ষেই জীবের গত্যাগতি অসম্ভব ২৬৯
দ্বৈতবাদে জীবের ব্যাপিত্ব, অণুত্ব ও মধ্যমপরিমাণত্ব পক্ষে গতি অসম্ভব ও শ্রুতিবাধ ২৭১
জীব ব্রহ্মের অবয়ব, অথবা বিকার, উভয় পক্ষেই মুখ্য একত্ব অসম্ভব ও শ্রুতিবিরোধ ঐ
জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, তাঁহার অবয়ব, বা কার্য্য, এই পক্ষত্রয়ে অনির্ম্মোক্ষ-প্রসঙ্গ ও আত্যন্তিক নাশ ২৭২
পূঃ—কর্ম্মমীমাংসকগণের একভবিকবাদ—প্রারব্ধক্ষয়েই মুক্তি ২৭৩
সিঃ—একভবিকবাদ নিরাকরণ—অবশিষ্ট কর্ম্মবলে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু ... ঐ
নিত্যাদি কর্ম্মের ফলে নিঃশেষে পাপনাশ অসম্ভব ও পুণ্যোৎপত্তি ২৭৪
ব্রহ্মাত্মজ্ঞানই মোক্ষহেতু ... ২৭৬-২৭৭

কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব জীবের স্বভাব নহে, পরন্তু শক্তি, কর্ম্মিগণের এই মতবাদ নিরাকরণ ২৭৭
জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হইলেও অজ্ঞানাবস্থাতেই লোকব্যবহার ২৭৮
সগুণবিদ্যাতেই গতি সম্ভব, নির্গুণবিদ্যাতে নহে ২৭৯
সর্ব্বব্যাপি নির্গুণব্রহ্মে গতি অসম্ভব হওয়ায় গত্যর্থক 'আপ্' ধাতুর অর্থ—'স্বরূপজ্ঞান' ২৮০
নির্গুণব্রহ্মবিদের প্ররোচনা ও গত্যনুচিন্তন অনাবশ্যক, উক্ত ব্যাখ্যা ভ্রান্তিমূলক ঐ
পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ, অপরব্রহ্মোপাসনার ফল ... ২৮১
জীব ও ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হইলেও সোপাধিকাবস্থাতে গন্তব্য-গন্তৃভাব ২৮৩
ব্রহ্মলোকে সগুণপরব্রহ্মের লীলাবিগ্রহ .... ঐ

৬। **অপ্রতীকালম্বনাধিঃ**—প্রতীকোপাসকের ব্রহ্মলোকে গতি নিরাকরণ **২৮৫-২৯৫**
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ২৮৫
পূঃ—সকলপ্রকার উপাসকের ব্রহ্মলোকে গতি ২৮৭
সিঃ—অপ্রতীকাবলম্বী ব্রহ্মক্রতু উপাসকই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন ২৮৮
প্রতীকোপাসকের ব্রহ্মলোকে গতি অসম্ভব ... ২৯১

চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ [ব্রহ্মপাদঃ]

১। **সম্পদ্যাবির্ভাবাধিকরণম্**—স্বস্বরূপে অবস্থিতিই সদ্যোমুক্তি **২৯৬-৩০৩**
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ২৯৬
পূঃ—মোক্ষাবস্থাতে ফলভোগোপযোগী বিশেষ দেহেন্দ্রিয়যুক্ততা ২৯৮
সিঃ—মোক্ষে শুদ্ধ আত্মস্বরূপের অভিব্যক্তি ২৯৯
শুদ্ধ আত্মরূপে অবিস্থিতিই সদ্যোমুক্তি, বদ্ধাবস্থা হইতে তাহার প্রভেদ ৩০১
পূঃ—জ্যোতিঃপ্রাপ্ত পুরুষ মুক্ত নহেন ; কারণ জ্যোতিঃশব্দের অর্থ কার্য্যজ্যোতিঃ ৩০৩
সিঃ—জ্যোতিঃশব্দের অর্থ—পরমাত্মা, তিনিই মুক্তপুরুষের স্বরূপ .... ঐ
২। **অবিভাগেনদৃষ্টত্বাধিঃ**—নির্গুণব্রহ্মবিদ্ মুক্তের নির্গুণব্রহ্মাভিন্নতা **৩০৪-৩১২**
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ৩০৪
পূঃ—মুক্তিতে ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্ভাবে জীবের অবস্থিতি ৩০৫
সিঃ—মুক্তিতে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা ৩০৬
৩। **ব্রাহ্মাধিকরণম্**—নির্গুণব্রহ্মবিদের যুগপৎ ঈশ্বরভাব ও ব্রহ্মভাব **৩১২-৩২৪**
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ৩১৩
জৈমিনিমতে—মুক্তপুরুষের ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্যযুক্ত ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি ৩১৬
ঔড়ুলোমিমতে—মুক্ত পুরুষের শুদ্ধচৈতন্যমাত্ররূপে অবস্থিতি ৩১৭
সিঃ—বাদরায়ণমতে—বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষের দৃষ্টিভেদে উক্ত উভয় মতের সামঞ্জস্য ৩২১
৪। **সঙ্কল্পাধিকরণম্**—ক্রমমুক্ত পুরুষের সঙ্কল্পই ভোগ্য সৃষ্টির হেতু **৩২৫-৩৩০**
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ... ৩২৫
পূঃ—ভোগ্য সৃষ্টিতে ক্রমমুক্তের সঙ্কল্প ও বাহ্যসাধন উভয়ই আবশ্যক ৩২৭

সি:—ক্রমমুক্তের সঙ্কল্পই ভোগ্যসৃষ্টি ও তাহার স্থিরতার হেতু ৩২৮
ভোগ্যবস্তু নির্ম্মাণে সত্যসঙ্কল্প সগুণ পরব্রহ্মবিৎ স্বাধীন ৩৩০
৫। অভাবাধিকরণম্—ক্রমমুক্তের ভোগানুকূল শরীরগ্রহণ স্বেচ্ছাধীন ৩৩০-৩৩৭
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ৩৩১
পূঃ—বাদরিমতে—ক্রমমুক্তের মনের দ্বারাই ভোগ ৩৩২
পূঃ—জৈমিনিমতে—শরীর ইন্দ্রিয় ও মন, এই সকলের দ্বারাই তাঁহার ভোগ ৩৩৪
সি:—বাদরায়ণমতে—উক্ত উভয় প্রকারেই ক্রমমুক্তের ভোগ ৩৩৫
ক্রমমুক্তিতে স্বেচ্ছায় দেহধারণ না করিলে স্বাপ্নভোগের ন্যায় ভোগ ৩৩৬
স্বেচ্ছায় দেহধারণ করিলে জাগ্রদ্ভোগের ন্যায় ভোগ ৩৩৭
৬। প্রদীপাধিকরণম্—ক্রমমুক্তের আত্মযুক্ত কায়ব্যূহাবলম্বনে ভোগ ৩৩৭-৩৪৬
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ... ৩৩৮
পূঃ—ক্রমমুক্ত পুরুষকর্তৃক সৃষ্ট শরীরসকল জীবাত্মশূন্য ৩৪০
সি:—ব্রহ্মবিদ্যারূপ যোগবলে সৃষ্ট শরীরসকল জীবাত্মযুক্ত .... ঐ
শ্রুতিবাক্যবলে সুষুপ্তি মুক্তি ও ক্রমমুক্তির ভেদ প্রদর্শন ৩৪৫
৭। জগদ্ব্যাপারাধিঃ—পরমেশ্বরসাযুজ্যপ্রাপ্তের ক্রমমুক্তি ও সঙ্কুচিত ঐশ্বর্য্য ৩৪৬-৩৬৭
ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ৩৪৬
পূঃ—সগুণপরব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্তের নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য ৩৪৮
সি: জগদ্ব্যাপারে সামর্থ্য না থাকায় তাঁহার ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ নহে ৩৫১
বিদ্বানের ঐশ্বর্য্য পরমেশ্বরপ্রসাদলভ্য, নিরঙ্কুশ নহে ৩৫৩
নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যবান্ পরমেশ্বরের ধ্যানে অনধিকারী হওয়ায় উপাসক নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন না ৩৫৬
পরমেশ্বরের নির্গুণস্বরূপ বিষয়ে শ্রুতি এবং স্মৃতি প্রদর্শন ৩৫৯
ব্রহ্মলোকগত উপাসকের উপাস্যের সহিত ভোগমাত্রে সমতা ঐ
ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত সগুণপরব্রহ্মবিদের অপুনরাবৃত্তি ৩৬১

ভাবদীপিকাতে আলোচিত বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সূচী

(চতুর্থাধ্যায়াস্ত)

বিষয় পৃষ্ঠা
শ্রবণাদি ও উপাসনার আবৃত্তিবিষয়ে যুক্তি ৬
তিনপ্রকার শ্রবণের পরিচয় ১০
মনোঽপরোক্ষবাদ ২০
শব্দাপরোক্ষবাদ ২২
শব্দ হইতে অবিদ্যাধ্বংসি জ্ঞানের উৎপত্তিক্রম ২৩
নিশ্চল বৃত্তি, তাহা কোন্ ক্ষণে অবিদ্যাকে ধ্বংস করে ২৫
ভগবৎকৃপাই ব্রহ্মবিদ্যার হেতু .... ঐ

জ্ঞানের করণবিষয়ে খণ্ডনীয় মতবাদদ্বয়ের পরিচয় … ২৬
সম্বাদী ভ্রম কাহাকে বলে ২৭
অদ্বৈতবাদে নানাপ্রকার দোষোদ্ভাবন …. ৩০
প্রতিবিম্ববাদে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বাদি নিরূপণ। অপরবাদদ্বয়ে দোষ ৩৪
প্রতিবিম্ববাদে দোষ ও তাহার পরিহার …. ৩৫
সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যাতে ধ্যানের প্রকার ও সিদ্ধাবস্থার উপলব্ধি ৩৭
অদ্বৈতবাদে আশঙ্কিত দোষের (৩০ পৃঃ) পরিহার …. ৩৮
কর্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনার প্রকারভেদ—কর্মের সমৃদ্ধিপ্রদ ও স্বতন্ত্রফলপ্রদ ৫৫
সন্নিকৃষ্টলক্ষণা ও বিপ্রকৃষ্টলক্ষণা …. ৫৬
সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ …. ৭২
সগুণব্রহ্মবিদ্যা অন্যপ্রত্যয়ের হেতু নহে, কারণ ক্রিয়া অন্য ক্রিয়ার অনুৎপাদক ৭৪
গৃহদাহেষ্টির পরিচয়। ইহা নৈমিত্তিক কর্ম, ফল—পাপনাশ … ৭৮
তত্ত্বজ্ঞান মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় বিষয়ে শাস্ত্রার্থ …. ৮৪
কায়ব্যূহদ্বারা কর্মক্ষয় অসম্ভব …. ৮৮
সগুণব্রহ্মবিদে অশ্লেষবচনের বিরোধ ও সমাধান …. ৯৩
মৃত সন্ন্যাসীর পার্বণশ্রাদ্ধাদি করণীয় … ঐ
নির্গুণব্রহ্মবিদে অশ্লেষবচনের বিরোধ ও সমাধান …. ৯৪
জ্ঞানোদয়ের পর প্রারব্ধকর্মের অস্তিত্ব স্বীকৃতি অজ্ঞানীর বোধের জন্য (১ ভাবদীঃ) ৯৮
প্রারব্ধরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান লেশ অবিদ্যার নাশক নহে ১০০
নির্গুণব্রহ্মবিদের লেশ অবিদ্যার নাশ কখন ও কিপ্রকারে হয় ১০১
নির্গুণব্রহ্মবিদের চারিপ্রকার অবস্থা (পাদটীকা) … ঐ
ঈশ্বরেচ্ছায় নির্গুণব্রহ্মবিদের **ভাবমুখে** স্থিতিও সম্ভব ১০২
নিত্য, নিমিত্তিক ও কাম্যকর্মের প্রধান ও অপ্রধান ফল … ১১১
নিত্যকর্মের স্বর্গাদিপ্রদ ফলাংশ ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্য ও সুহৃদাদিগামী (পাদটীকা) ঐ
সগুণব্রহ্মবিদের নিত্যাদি কর্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয় …. ১১২
পরিত্যক্ত পুণ্যপাপের মৃত্যুকাল পর্যন্ত ব্রহ্মবিদেই অবস্থিতি ১১৪
আধিকারিক পুরুষের অবস্থিতি স্থল ১২৫
নির্গুণব্রহ্মবিদের ব্রহ্মে বিলয়কাল …. ১৫৭
উৎক্রমণকালে সুষুপ্তির আবশ্যকতা … ১৬০
কারণশরীর, লিঙ্গশরীর ও সূক্ষ্মশরীর বিষয়ক শাস্ত্রার্থ … ১৬৩
আতিবাহিক সূক্ষ্মশরীর (পাদটীকা) ঐ
ষোড়শকলার পরিচয়, এই বিষয়ে বিভিন্ন মত … ১৭৭
কলাবিলয়বিষয়ে টীকাকারগণের মতভেদ … ১৭৯
হৃদয় পদার্থের পরিচয় … ১৮৭
প্রদ্যোত ও বিজ্ঞানশব্দের অর্থ, তৎপূর্বক উৎক্রমণের প্রক্রিয়া … ১৮৮, ২৩১

অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তুবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞার হেতু (পাদটীকা) ...	১৯০
সুষুম্না (মূর্দ্ধন্য, ব্রহ্ম) নাড়ীর পরিচয়	১৯১
নাড়ীর সংখ্যাবিষয়ে নানামত (৫ ভাবদীঃ) ...	১৯২
জীবের উৎক্রমণক্রম ...	১৯৮
ব্রহ্মলোক নানাস্তরে বিভক্ত ...	২১২
'এব'কারের অর্থত্রয় ...	২১৩
দেবযানমার্গের পর্ব্বক্রম [পিতৃযাণ ৩।৪১ পৃঃ] ...	২২২
মানব পুরুষ ও অমানব পুরুষ (পাদটীকা)	২৩০
ব্যাকরণশাস্ত্রানুসারে অর্চি প্রভৃতির দেবতাত্মত্ব প্রতিপাদন ...	২৩৩
দেবযান ও পিতৃযাণ মার্গে বর্ণিত লোকসকলের অবস্থিতি স্থল ...	২৩৭
মার্গমধ্যে চন্দ্রমার স্থান ...	২৩৮
পরিদৃশ্যমান চন্দ্রমা শাস্ত্রীয় চন্দ্রলোক নহে ...	২৩৯-৪০
মার্গদ্বয়ে বর্ণিত উচ্চাবচ লোকলাভের হেতু ...	২৪০
হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ	২৪৩
ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞানই মোক্ষহেতু, তাহাও উপদেশসাপেক্ষ	২৪৯, ৩৬৬
ক্রমমুক্তির (—ব্রহ্মলোক হইতে মুক্তিলাভের) অধিকারী নিরূপণ	২৫০
ছাঃ ৪।১৫।৫ বাক্যে ব্রহ্মশব্দের লাক্ষণিকার্থগ্রহণে হেতু	২৫৯
রূঢ় ও যৌগিক প্রভৃতি পদের পরিচয় (পাদটীকা)	ঐ
প্রজাপতিবিদ্যার সন্নিধি হইতে সগুণদহরবিদ্যাবাক্যের উৎকর্ষ ...	২৬২
ভেদাভেদবাদ নিরাকরণ। জীব ব্রহ্মের অবয়ব, বা কার্য্য হইলে গত্যাগতি অসম্ভব ; অদ্বৈতবাদে তাহা সম্ভব ...	২৭০
সুক্তবাক্ প্রস্তরযাগ ও প্রস্তরপ্রহরণের পরিচয়	২৭৫
নিত্যাদি কর্ম্মের আনুষঙ্গিক ফল	২৭৬
পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম শব্দের বিবক্ষিত অর্থ	২৮২
সগুণপরব্রহ্মবিৎ সাযুজ্যমুক্ত পুরুষের গন্তব্যস্থল নিরূপণ ...	২৮৩
তৎক্রতুন্যায় (ভাষ্যানুবাদ, ১৪ বাক্য) ...	২৮৯
প্রতীকোপাসকের বিদ্যুল্লোক পর্য্যন্ত গতি ; ব্রহ্মক্রতুতাই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির হেতু	ঐ
স্মার্ত্তপ্রতীকাবলম্বনা ব্রহ্মোপাসনাও মোক্ষপ্রদ ...	২৯২
মনোময়ী প্রতিমার প্রতীকত্ব নিরাকরণ ...	২৯৪
অন্যান্য মতে মোক্ষের স্বরূপ ও তাহাতে দোষ ...	৩০৭
উপন্যাস, বিধি ও ব্যপদেশ শব্দের অর্থ ...	৩১৫
মুক্তপ্রাপ্য নির্গুণব্রহ্মে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি স্বীকারে দোষ ...	৩১৮
ব্রহ্মে নিরানন্দস্বরূপতার নিরাকরণ ...	৩১৯
প্রতিবিম্ববাদে বদ্ধ ও মুক্তের দৃষ্টিভেদ নির্গুণব্রহ্মবিদের ঈশ্বরভাব ও শুদ্ধব্রহ্মভাব	৩২১
"সর্ব্বমুক্তিতে একের মুক্তি", এই মতবাদের তাৎপর্য্য ...	৩২২

নির্গুণবিদ্যার প্রকরণে পঠিত 'কামচার' ও 'ভক্ষণ' প্রভৃতির উপপত্তি ৩২৩
আভাসবাদ, অবচ্ছেদবাদ ও একজীববাদে শুদ্ধ ব্রহ্মরূপে অবস্থিতিই মোক্ষ ঐ
একজীববাদ ও জীবেশ্বরভেদবাদ সূত্রকারসম্মত নহে ... ৩২৪
সিদ্ধান্তে নানা অংশযুক্তা এক মূলাবিদ্যা অঙ্গীকার ... ঐ
সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান ... ৩২৯
নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে ঐশ্বর্য্য পঠিত হইবার হেতু ৩৩৪
কায়ব্যূহে অভিব্যক্তির প্রক্রিয়াতে নানা মত ৩৪১
যোগশাস্ত্রোক্ত কায়ব্যূহনির্ম্মাণ প্রক্রিয়া ৩৪৩
সালোক্যাদি মুক্তিপঞ্চক, সাযুজ্য মুক্তির স্বরূপ ৩৪৮
সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্তের ক্রমমুক্তি ... ৩৫০
সালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্তগণেরও ঐশ্বর্য্যলাভ ঐ
গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পরমেশ্বরের উপাসনা ৩৫৪
তৎক্রতুন্যায়ের সঙ্কোচ। সাযুজ্য প্রাপ্তের ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ নহে, ... ৩৫৭
আচার্য্যের লক্ষণ ও ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য (পাদটীকা) ... ৩৬০
ক্রমমুক্তিতে উপনিষদ্ভাষ্য ও ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের বিরোধ পরিহার ... ৩৬২
ব্রহ্মলোকেও নির্ব্বাণমুক্তি নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানসাপেক্ষ (২২ ভাবদীঃ) ৩৬৬
বৈদিক ও স্মার্ত্ত অহংগ্রাহোপাসনাতে ঐশ্বর্য্যাদির তারতম্য (১৩ ভাবদীঃ ৩।) ঐ

পরিশিষ্ট (ক)—অধিকরণানুক্রমণিকা

দ্রষ্টব্য—বন্ধনীমধ্যস্থ অধিকরণের আখ্যাগুলি প্রস্তাবিত গ্রন্থে প্রধানভাবে পরিগৃহীত হয় নাই। যে স্থলে সংখ্যানির্দ্দেশ না থাকিবে, সেই স্থলে তাহাকে অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণের নামান্তররূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তৎকালে অবহিত না হওয়ায় গ্রন্থমধ্যে কয়েকটী স্থলে অধিকরণের নামান্তরগুলি বাদ পড়িয়া গিয়াছে। '৩।৩।২০' ইত্যাদি সংখ্যাগুলি যথাক্রমে অধ্যায়, পাদ ও অধিকরণের সংখ্যাকে বুঝাইবে।

অ

অক্ষরধ্যধিকরণম্ ৩।৩।২০
অক্ষরাধিকরণম্ ১।৩।৩
অগ্নিহোত্রাদ্যধিকরণম্ ৪।১।১২
অগ্নীন্ধনাদ্যধিকরণম্ ৩।৪।৫
অঙ্গাববদ্ধাধিকরণম্ ৩।৩।৩১
[অঙ্গুষ্ঠাধিকরণম্ ১।৩।৭]
অত্রধিকরণম্ ১।২।২
অদৃশ্যত্বাধিকরণম্ ১।২।৬
[অদৃশ্যত্বাদিগুণকাধিঃ, অদৃশ্যত্বাধিঃ]
[অধিকারাধিকরণম্ ৩।৪।১১]
অধ্যক্ষাধিকরণম্ ৪।২।৩
অনারব্ধাধিকরণম্ ৪।১।১১
অনাবিষ্কারাধিকরণম্ ৩।৪।১৫
[অনাবিষ্কুর্বদধিকরণম্]
অনিয়মাধিকরণম্ ৩।৩।১৮
অনিষ্টাদিকার্য্যাধিকরণম্ ৩।১।৩
অনুকৃত্যধিকরণম্ ১।৩।৬
অন্তরধিকরণম্ ১।১।৭
অন্তরাধিকরণম্ ১।২।৪
অন্তরত্বাধিকরণম্ ৩।৩।২২
[অন্তরাভূতগ্রামাধিকরণম্]

অন্তরাবিজ্ঞানাধিকরণম্ ২।৩।৯
অন্তর্যাম্যধিকরণম্ ১।২।৫
অন্যথাত্বাধিকরণম্ ৩।৩।৩
অন্যাধিষ্ঠিতাদিকরণম্ ৩।১।৬
অপশূদ্রাধিকরণম্ ১।৩।৯
অপ্রতীকালম্বনাধিকরণম্ ৪।৩।৬
অবধিকরণম্ ২।৩।৫
অভাবাধিকরণম্ ৪।৪।৫
[অয়নাধিকরণম্ ৪।২।১১]
অর্চিরাদ্যধিকরণম্ ৪।৩।১
[অর্চিরধিকরণম্]
অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাধিকরণম্ ১।৩।১২
[অর্থান্তরত্বাধিকরণম্]
[অলোপাধিকরণম্ ৩।৩।২৬]
অবিভাগাধিকরণম্ ৪।২।৮
অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণম্ ৪।৪।২
অসম্ভবাধিকরণম্ ২।৩।৩
অংশাধিকরণম্ ২।৩।১৭

৩০

আ

আকাশাধিকরণম্ ১।১।৮
আতিবাহিকাধিকরণম্ ৪।৩।৪
আত্মগৃহীত্যধিকরণম্ ৩।৩।৮
আত্মত্বোপাসনাধিকরণম্ ৪।১।২
আত্মাধিকরণম্ ২।৩।১১
আদরাধিকরণম্ ৩।৩।২৬
আদিত্যাদিমত্যধিকরণম্ ৪।১।৫
আধিকারিকাধিকরণম্ ৩।৪।১১
আধ্যানাধিকরণম্ ৩।৩।৭
আনন্দময়াধিকরণম্ ১।১।৬
আনন্দাদ্যধিকরণম্ ৩।৩।৬
আনুমানিকাধিকরণম্ ১।৪।১
আপ্রায়ণাধিকরণম্ ৪।১।৮
আরম্ভণাধিকরণম্ ২।১।৬
আবৃত্ত্যধিকরণম্ ৪।১।১
আশ্রমকর্ম্মাধিকরণম্ ৩।৪।৮
আসীনাধিকরণম্ ৪।১।৬
আসৃত্যুপক্রমাধিকরণম্ ৪।২।৪

১৮ [প্রথম হইতে ৪৮]

ই

ইতরব্যপদেশাধিকরণম্ ২।১।৭
ইতরক্ষপণাধিকরণম্ ৪।১।১৪
ইতরাসংশ্লেষাধিকরণম্ ৪।১।১০
[ইন্দ্রপ্রাণাধিকরণম্ ১।১।১১]
ইন্দ্রিয়াধিকরণম্ ২।৪।৮
ইয়দধিকরণম্ ৩।৩।২১

৫ [প্রথম হইতে ৫৩]

ঈ

ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণম্ ১।৩।৪
ঈক্ষত্যধিকরণম্ ১।১।৫

২ [প্রথম হইতে ৫৫]

উ

উৎক্রান্তিগত্যধিকরণম্ ২।৩।১৩
[উৎক্রান্ত্যধিকরণম্]
[উত্তরাধিকরণম্—মতান্তর ১।৩।১৯ সূঃদ্রঃ]
উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণম্ ২।২।৮
[উৎপত্ত্যধিকরণম্]
[উপলব্ধ্যধিকরণম্ ২।২।৫]
উপসংহারদর্শনাধিকরণম্ ২।১ ৮
উপসংহারাধিকরণম্ ৩।৩।২
উভয়লিঙ্গাধিকরণম্ ৩।২।৫

৫ [প্রথম হইতে ৬০]

এ

একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণম্ ২।২।৬
একাগ্রতাধিকরণম্ ৪।১।৭

২ [প্রথম হইতে ৬২]

ঐ

ঐকাত্ম্যাধিকরণম্ ৩।৩।৩০
ঐহিকাধিকরণম্ ৩।৪।১৬

২ [প্রথম হইতে ৬৪]

ক

কম্পনাধিকরণম্ ১।৩।১০
কর্ত্রধিকরণম্ ২।৩।১৪
কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধ্যধিকরণম্ ৩।২।৩
কামাদ্যধিকরণম্ ৩।৩।২৫
কাম্যাধিকরণম্ ৩।৩।৩৫
কারণত্বাধিকরণম্ ১।৪।৪
কার্য্যাখ্যানাধিকরণম্ ৩।৩।৯
কার্য্যাধিকরণম্ ৪।৩।৫
কৃতাত্যয়াধিকরণম্ ৩।১।২
কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্ ২।১।৯
[ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বাধিকরণম্ ৩।৩।৩২]

১০ [প্রথম হইতে ৭৪]

গ

গতেরর্থবত্ত্বাধিকরণম্ ৩।৩।১৭
গুহাপ্রবিষ্টাধিকরণম্ ১।২।৩
[গুহাধিকরণম্]

২ [প্রথম হইতে ৭৬]

চ

চমসাধিকরণম্ ১।৪।২
চরাচরব্যপাশ্রয়াধিকরণম্ ২।৩।১০

২ [প্রথম হইতে ৭৮]

জ

[জগদ্বাচিত্বাধিকরণম্ ১।৪।৫]
জগদ্ব্যাপারাধিকরণম্ ৪।৪।৭
জন্মাদ্যধিকরণম্ ১।১।২
জিজ্ঞাসাধিকরণম্ ১।১।১
জ্যোতিরধিকরণম্ ১।৩।১১
[জ্যোতির্দ্দর্শনাধিকরণম্]
জ্যোতিরাদ্যধিকরণম্ ২।৪।৭
[জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানাধিকরণম্]
জ্যোতিশ্চরণাধিকরণম্ ১।১।১০
[জ্যোতিরধিকরণম্]
জ্ঞাধিকরণম্ ২।৩।১২

৭ [প্রথম হইতে ৮৫]

ত

তর্কাধিকরণম্ ২।৩।১৫
তড়িদধিকরণম্ ৪।৩।৩
[তৎসাভাব্যাপত্ত্যধিকরণম্ ৩।১।৪]
[তথানুগমাধিকরণম্ ১।১।১১]
তদধিগমাধিকরণম্ ৪।১।৯
[তদনন্যত্বাধিকরণম্ ২।১।৬]
তদন্তরপ্রতিপত্ত্যধিকরণম্ ৩।১।১
তদভাবাধিকরণম্ ৩।২।২
তদভিধ্যানাধিকরণম্ ২।৩।৭
[তদাপীত্যধিকরণম্ ৪।২।৫]
তদোকোঽধিকরণম্ ৪।২।৯
[তদোকোঽগ্রাধিকরণম্]
তদ্ভূতাধিকরণম্ ৩।৪।১০
তন্নির্দ্ধারণাধিকরণম্ ৩।৩।২৭
[তন্নির্দ্ধারণানিয়মাধিকরণম্]
তেজোঽধিকরণম্ ২।৩।৪

১০ [প্রথম হইতে ৯৫]

দ

দক্ষিণায়নাধিকরণম্ ৪।২।১১
দহরাধিকরণম্ ১।৩।৫
দেবতাধিকরণম্ ১।৩।৮
দ্যুভ্বাদ্যধিকরণম্ ১।৩।১

৪ [প্রথম হইতে ৯৯]

ন

[ন প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণম্ ২।১।১১]
[ন বিলক্ষণত্বাধিকরণম্ ২।১।৩]
নাতিচিরাধিকরণম্ ৩।১।৫
[নাত্মাশ্রুত্যধিকরণম্ ২।৩।১১]
[নানাশব্দাধিকরণম্ ৩।৩।৩৩]
নাভাবাধিকরণম্ ২।২।৫

২ [প্রথম হইতে ১০১]

প

পত্যধিকরণম্ ২।২।৭
পরমাণুজগৎকারণত্বাধিকরণম্ ২।২।৩

[পরসম্পত্ত্যধিকরণম্ ৪।২।৭]
পরাধিকরণম্ ৩।২।৭
পরামর্শাধিকরণম্ ৩।৪।২
পরায়ত্তাধিকরণম্ ২।৩।১৬
[পাঞ্চরাত্রাধিকরণম্ ২।২।৮]
পারিপ্লবাধিকরণম্ ৩।৪।৪
[পাশুপতাধিকরণম্ ২।২।৭]
পুরুষবিদ্যাধিকরণম্ ৩।৩।১৩
পুরুষার্থাধিকরণম্ ৩।৪।১
পৃথিব্যধিকরণম্ ২।৩।৬
[পৃথিব্যধিকারাধিকরণম্]
প্রকৃত্যধিকরণম্ ১।৪।৭
প্রকৃতৈতাবত্ত্বাধিকরণম্ ৩।২।৬
প্রতিষেধাধিকরণম্ ৪।২।৬
প্রতীকাধিকরণম্ ৪।১।৩
প্রদানাধিকরণম্ ৩।৩।২৮
প্রদীপাধিকরণম্ ৪।৪।৬
প্রমিতাধিকরণম্ ১।৩।৭
প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণম্ ২।১।১১
প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যাধিকরণম্ ২।৪।৪
প্রাণাণুত্বাধিকরণম্ ২।৪।৩
প্রাণাধিকরণম্ ১।১।৯
প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণম্ ২।৪।১
প্রাতর্দনাধিকরণম্ ১।১।১১

২২ [প্রথম হইতে ১২৩]

ফ

ফলাধিকরণম্ ৩।২।৮

১ [প্রথম হইতে ১২৪]

ব

বহিরধিকরণম্ ৩।৪।১২
[বহিস্তূভয়থাধিকরণম্]
বালাক্যধিকরণম্ ১।৪।৫
ব্রহ্মদৃষ্ট্যধিকরণম্ ৪।১।৪
ব্রাহ্মাধিকরণম ৪।৪।৩

৪ [প্রথম হইতে ১২৮]

ভ

ভূমজ্যায়স্ত্বাধিকরণম্ ৩।৩।৩২
ভূমাধিকরণম্ ১।৩।২
ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণম্ ২।১।৫
[ভোগাধিকরণম্ ৪।১।১৪]

৩ [প্রথম হইতে ১৩১]

ম

মনোঽধিকরণম্ ৪।২।২
মহদ্দীর্ঘাধিকরণম্ ২।২।২
মাতরিশ্বাধিকরণম্ ২।৩।২
[মুখ্যপ্রাণাণুত্বাধিকরণম্ ২।৪।৬]
মুক্তিফলানিয়মাধিকরণম্ ৩।৪।১৭
মুগ্ধাধিকরণম্ ৩।২।৪

৫ [প্রথম হইতে ১৩৬]

য

[যত্রৈকাগ্রতাধিকরণম্ ৪।১।৭]
[যথাকামাধিকরণম্ ৩।৩।৩৫]
যথাশ্রয়ভাবাধিকরণম্ ৩।৩।৩৬
[যদেবাধিকরণম্ ৪।১।১৩]
যাবদধিকারাধিকরণম্ ৩।৩।১৯
যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণম্ ২।১।২

৩ [প্রথম হইতে ১৩৯]

র

রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্ ২।২।১
রশ্ম্যধিকরণম্ ৪।২।১০
[রংহত্যধিকরণম্ ৩।১।১]

২ [প্রথম হইতে ১৪১]

ল

লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণম্ ৩।৩।২৯
[লীলাকৈবল্যাধিকরণম্ ২।১।১১]

১ [প্রথম হইতে ১৪২]

ব

বাক্যান্বয়াধিকরণম্ ১।৪।৬
বাগধিকরণম্ ৪।২।১
বাগাদিলয়াধিকরণম্ ৪।২।৭

[বাদর্য্যধিকরণম্	৪।৪।৫]
বায়ুক্রিয়াধিকরণম	২।৪।৫
বায্বধিকরণম্	৪।৩।২
বিকল্পাধিকরণম্	৩।৩।৩৪
বিদ্যাজ্ঞানসাধনত্বাধিকরণম্	৪।১।১৩
বিধুরাধিকরণম্	৩।৪।৯
বিপর্য্যয়াধিকরণম্	২।৩।৮
বিয়দধিকরণম্	২।৩।১
বিলক্ষণত্বাধিকরণম্	২।১।৩
বেধাদ্যধিকরণম্	৩।৩।১৪
বৈশ্বানরাধিকরণম্	১।২।৭
বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণম্	২।১।১২
ব্যতিহারাধিকরণম্	৩।৩।২৩
ব্যাপ্ত্যধিকরণম্	৩।৩।৪

১৬ [প্রথম হইতে ১৫৮]

শ

শব্দাদিভেদাধিকরণম্	৩।৩।৩৩
[শরীরে ভাবাধিকরণম্	৩।৩।৩০]
শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণম্	১।১।৩
শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণম্	২।১।৪
শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণম্	২।৪।৬

৪ [প্রথম হইতে ১৬২]

স

সঙ্কল্পাধিকরণম্	৪।৪।৪
সত্যাদ্যধিকরণম্	৩।৩।২৪
সন্ধ্যাধিকরণম্	৩।২।১
সপ্তগত্যধিকরণম্	২।৪।২
সমন্বয়াধিকরণম্	১।১।৪
সমানাধিকরণম্	৩।৩।১০
সমুদায়াধিকরণম্	২।২।৪
সম্পদ্যাবির্ভাবাধিকরণম্	৪।৪।১
সম্বন্ধাধিকরণম্	৩।৩।১১
সম্ভৃত্যধিকরণম্	৩।৩।১২
সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধাধিকরণম্	১।২।১
সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণম্	২।১।১৩
সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণম্	৩।৩।১
সর্ব্বব্যাখ্যানাধিকরণম্	১।৪।৮
সর্ব্বান্নানুমত্যধিকরণম্	৩।৪।৭
সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণম্	৩।৪।৬
সর্ব্বাভেদাধিকরণম্	৩।৩।৫
সর্ব্বোপেতাধিকরণম্	২।১।১০
সহকার্য্যন্তরবিধ্যধিকরণম্	৩।৪।১৪
সাভাব্যাপত্ত্যধিকরণম্	৩।১।৪
সাম্পরায়াধিকরণম্	৩।৩।১৬
সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যধিকরণম্	১।৩।১৩
[সুষুপ্ত্যধিকরণম্]	
সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণম্	১।৪।৩
সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্ত্যধিকরণম্	২।৪।৯
সংসারব্যপদেশাধিকরণম্	৪।২।৫
স্তুতিমাত্রাধিকরণম্	৩।৪।৩
স্মৃত্যধিকরণম্	২।১।১
স্বাম্যধিকরণম্	৩।৪।১৩

২৮ [প্রথম হইতে ১৯০]

হ

হান্যধিকরণম্	৩।৩।১৫

১ [প্রথম হইতে ১৯১]

১।৩।৬ ‘উত্তরাধিকরণকে’ [মতান্তর ১।৩।১৯ সূঃ দ্রঃ] ১।৩।৫ ‘দহরাধিকরণ’ হইতে পৃথগ্‌ভাবে গ্রহণ করিলে মোট অধিকরণ-সংখ্যা ১৯২]।

পরিশিষ্ট (খ)—সূত্রানুক্রমণিকা

দ্রষ্টব্য—২।৪।১১ ইত্যাদি সংখ্যাগুলি যথাক্রমে অধ্যায়, পাদ ও সূত্রের সংখ্যাকে বুঝাইবে।

অ

অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি দর্শয়তি ২।৪।১১
অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ ৩।৩।৩৩
অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ১।৩।১০
অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব ৪।১।১৬
অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ৩।১।৪
অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি ৩।৩।৫৫
অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ২।২।৮
অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ৩।৩।৬১
অচলত্বং চাপেক্ষ্য ৪।১।৯
অণবশ্চ ২।৪।৭
অণুশ্চ ২।৪।১৩
অতএব চ নিত্যত্বম্ ১।৩।২৯
অতএব চ সর্ব্বাণ্যনু ৪।২।২
অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ৩।৪।২৫
অতএব চানন্যাধিপতিঃ ৪।৪।৯
অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ৩।২।১৮
অতএব ন দেবতা ভূতং চ ১।২।২৭
অতএব প্রাণঃ ১।১।২৩
অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ৩।২।৮
অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে ৪।২।২০
অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ৩।৪।৩৯
অতিদেশাচ্চ ৩।৩।৪৬
অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্ ৩।২।২৬
অতোঽন্যাপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ৪।১।১৭
অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ১।২।৯
অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ১।১।১
অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ১।২।২১
অদৃষ্টানিয়মাৎ ২।৩।৫১
অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ২।১।২২
অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবম্ ৩।৪।৮
অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ২।২।৩৯
অধ্যয়নমাত্রবতঃ ৩।৪।১২
অনভিভবং চ দর্শয়তি ৩।৪।৩৫
অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ১।২।১৭
অনারব্ধকার্য্যে এব তু ৪।১।১৫
অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ ৩।৪।৫০
অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ৪।৪।২২
অনিয়মঃ সর্বাসামবিরোধঃ ৩।৩।৩১
অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ৩।১।১২
অনুকৃতেস্তস্য চ ১।৩।২২
অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতি- ২।৩।৪৮
অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ১।২।৩
অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববৎ ৩।৩।৫০
অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ ৩।৪।১৯
অনুস্মৃতের্বাদরিঃ ১।২।৩০
অনুস্মৃতেশ্চ ২।২।২৫
অনেন সর্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ ৩।২।৩৭
অন্তর উপপত্তেঃ ১।২।১৩
অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ৩।৪।৩৬
অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ৩।৩।৩৫
অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাৎ ২।৩।১৫
অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ১।২।১৮
অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ২।২।৪১
অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ১।১।২০
অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ২।২।৩৬
অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ২।২।৫
অন্যথাত্বং শব্দাদিতিচেন্নাবিশেষাৎ ৩।৩।৬
অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ২।২।৯
অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতিচেন্নো- ৩।৩।৩৬
অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ১।৩।১২
অন্যাধিষ্ঠিতেষু পূর্ব্ববদভিলাপাৎ ৩।১।২৪
অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ প্রশ্ন- ১।৪।১৮
অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ১।৩।২০
অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ ৩।৩।১৭
অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ২।২।১৭

অপিচ সপ্ত	৩।১।১৫
অপিচ স্মর্য্যতে	১।৩।২৩
ঐ	২।৩।৪৫
ঐ	৩।৪।৩০
ঐ	৩।৪।৩৭
অপি চৈবমেকে	৩।২।১৩
অপি চ সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানা-	৩।২।২৪
অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্	২।১।৮
অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণঃ	৪।৩।১৫
অবাধাচ্চ	৩।৪।২৯
অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্	৪।৪।১০
অভিধ্যোপদেশাচ্চ	১।৪।২৪
অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতি-	২।১।৫
অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ	১।২।২৯
অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্	২।৩।৫২
অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ	২।২।৬
অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্	৩।২।১৯
অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ	৩।২।১৪
অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ	৪।৩।১
অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন	১।২।৭
অল্পশ্রুতেরিতি চেত্তদুক্তম্	১।৩।২১
অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপ-	২।৩।২৪
অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ	১।৪।২২
অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ	৪।৪।৪
অবিভাগো বচনাৎ	৪।২।১৬
অবিরোধশ্চন্দনবৎ	২।৩।২৩
অশুদ্ধমিতিচেন্ন শব্দাৎ	৩।১।২৫
অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ	২।১।২৩
অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নেষ্টাদিকারিণাং	৩।১।৬
অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যম্	২।২।২১
অসদিতিচেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ	২।১।৭
অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ	২।১।১৭
অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ	২।৩।৪৯
অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ	২।৩।৯
অসার্ব্বত্রিকী	৩।৪।১০
অস্তি তু	২।৩।২
অস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি	১।১।১৯
অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা	৪।২।১১
অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা	২।৩।৪৩

১০৪

আ

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ	১।১।২২
আকাশে চাবিশেষাৎ	২।২।২৪
আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ	১।৩।৪১
আচারদর্শনাৎ	৩।৪।৩
আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ	৪।৩।৪
আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ	১।৪।২৬
আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ	৩।৩।১৬
আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি	২।১।১৮
আত্মশব্দাচ্চ	৩।৩।১৫
আত্মা প্রকরণাৎ	৪।৪।৩
আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ	৪।১।৩
আদরাদলোপঃ	৩।৩।৪০
আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ	৪।১।৬
আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ	৩।৩।১৪
আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ	১।১।১২
আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য	৩।৩।১১
আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ	৩।১।১০
আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন	১।৪।১
আপঃ ...	২।৩।১১
আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্	৪।১।১২
আভাস এব চ	২।৩।৫০
আমনন্তি চৈনমস্মিন্	১।২।৩২
আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিঃ তস্মৈ হি	৩।৪।৪৫
আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ	৪।১।১
আসীনঃ সম্ভবাৎ	৪।১।৭
আহ চ তন্মাত্রম্	৩।২।১৬

২৬ [প্রথম হইতে ১৩০]

ই

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ	১।৩।১৮

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষ- ২।১।২১
ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু ৪।১।১৪
ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেৎ- ২।২।১৯
ইতরে ত্বর্থসামান্যাৎ ৩।৩।১৩
ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ ২।১।২
ইয়দামননাৎ ৩।৩।৩৪

৭ [প্রথম হইতে ১৩৭]

ঈ

ঈক্ষতিকর্মব্যপদেশাৎ সঃ ১।৩।১৩
ঈক্ষতের্নাশব্দম্ ১।১।৫

২ [প্রথম হইতে ১৩৯]

উ

উৎক্রমিষ্যত এবংভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ১।৪।২১
উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ২।৩।১৯
উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু ১।৩।১৯
উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ২।২।২০
উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ .... ২।২।৪২
উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ২।২।২৭
উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্য- ১।১।২৭
উপপত্তেশ্চ ৩।২।৩৫
উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ২।১।৩৬
উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ৩।৩।৩০
উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবৎ ৩।৪।৪২
উপমর্দ্দং চ .... ৩।৪।১৬
উপলব্ধিবদনিয়মঃ ২।৩।৫৭
উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ২।১।২৪
উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্বিধিশেষবৎ ৩।৩।৫
উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ৩।৩।৪১
উপাদানাৎ ২।৩।৩৫
উভয়থা চ দোষাৎ ২।২।১৬
ঐ ২।২।২৩
উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ২।২।১২
উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ৩।২।২৭
উভয়ব্যামোহাত্তৎসিদ্ধেঃ ৪।৩।৫

২২ [প্রথম হইতে ১৬১]

ঊ

ঊর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি ৩।৪।১৭

১ [প্রথম হইতে ১৬২]

এ

এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ৩।৩।৫৩
এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ২।৩।৮
এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ২।১।৩
এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ২।১।১২
এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ১।৪।২৮
এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং ৪।৪।৭
এবং চাত্মাঽকার্ৎস্ন্যম্ ২।২।৩৪
এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেঃ ৩।৪।৫২

৮ [প্রথম হইতে ১৭০]

ঐ

ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ ৩।৪।৫১

১ [প্রথম হইতে ১৭১]

ক

কম্পনাৎ ১।৩।৩৯
করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ২।২।৪০
কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ২।৩।৩৩
কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ ১।২।৪
কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ১।৪।১০
কামকারেণ চৈকে ৩।৪।১৫
কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ১।১।১৮
কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ৩।৩।৩৯
কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ ৩।৩।৬০
কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপ- ১।৪।১৪
কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ৪।৩।৭
কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্ ৩।৩।১৮
কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ ৪।৩।১০
কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধা- ২।৩।৪২
কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং ৩।১।৮
কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ২।১।২৬
কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ ৩।৪।৪৮
ক্ষণিকত্বাচ্চ ২।২।৩১

ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন ১।৩।৩৫

১৯ [প্রথম হইতে ১৯০]

গ

গতিশব্দাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং ১।৩।১৫
গতিসামান্যাৎ ১।১।১০
গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থা হি বিরোধঃ ৩।৩।২৯
গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ৩।৩।৬৪
গুণাদ্বা লোকবৎ ২।৩।২৫
গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ১।২।১১
গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ ১।১।৬
গৌণ্যসম্ভবাৎ ২।৩।৩
ঐ ২।৪।২

৯ [প্রথম হইতে ১৯৯]

চ

চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ ২।৪।১০
চমসবদবিশেষাৎ ১।৪।৮
চরণাদিতি চেন্নোপলক্ষণার্থেতি ৩।১।৯
চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাত্তদ্ব্যপদেশো ২।৩।১৬
চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌডু- ৪।৪।৬

৫ [প্রথম হইতে ২০৪]

ছ

ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ ৩।৩।২৮
ছন্দোভিধানান্নেতি চেন্ন তথা ১।১।২৫

২ [প্রথম হইতে ২০৬]

জ

জগদ্বাচিত্বাৎ ১।৪।১৬
জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিত- ৪।৪।১৭
জন্মাদ্যস্য যতঃ ১।১।২
জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যা- ১।৪।১৭
জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপা- ১।১।৩১
জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ১।৪।৪
জ্ঞোঽত এব ২।৩।১৮
জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ ২।৪।১৪
জ্যোতিরুপক্রমা তু তথাহ্যধীয়ত ১।৪।৯
জ্যোতির্দর্শনাৎ ১।৩।৪০
জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ১।১।২৪
জ্যোতিষিভাবাচ্চ ১।৩।৩২
জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ১।৪।১৩

১৩ [প্রথম হইতে ২১৯]

ত

ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাৎ ২।৪।১৭
তচ্ছ্রুতেঃ ৩।৪।৪
তড়িতোঽধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ৪।৩।৩
তত্তু সমন্বয়াৎ ১।১।৪
তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ২।৪।৪
তৎপ্রাক্শ্রুতেশ্চ ২।৪।৩
তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ৩।১।১৬
তথাচ দর্শয়তি ২।৩।২৭
তথাচৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ৩।৪।২৪
তথাঽন্যপ্রতিষেধাৎ ৩।২।৩৬
তথা প্রাণাঃ ২।৪।১
তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষ- ৪।১।১৩
তদধীনত্বাদর্থবৎ ১।৪।৩
তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ২।১।১৪
তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ ৩।১।১
তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ১।৩।৩৭
তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেঃ ৩।২।৭
তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ ২।৩।১৩
তদব্যক্তমাহ হি ৩।২।২৩
তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ৪।২।৮
তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ১।৩।২৬
তদোকোগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিত- ৪।২।১৭
তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ ২।৩।২৯
তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ১।১।১৪
তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি ৩।৪।৪০
তদ্বতো বিধানাৎ ৩।৪।৬
তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ঘ্য- ৩।৩।৪২
তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ১।১।৭
তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ৪।২।৩
তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ ৪।৪।১৩

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়ম্ ২।১।১১
তস্য চ নিত্যত্বাৎ ২।৪।১৬
তানি পরে তথাহ্যাহ ৪।২।১৫
তুল্যং তু দর্শনম্ ৩।৪।৯
তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ৩।১।২১
তেজোঽতস্তথাহ্যাহ ২।৩।১০
ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ১।৪।৬
ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ৩।১।২

৩৮ [প্রথম হইতে ২৫৭]

দ

দর্শনাচ্চ ৩।১।২০
ঐ ৩।২।২১
ঐ ৩।৩।৪৮
ঐ ৩।৩।৬৬
ঐ ৪।৩।১৩
দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে ৪।৪।২০
দর্শয়তি চ ৩।৩।৪
ঐ ৩।৩।২২
দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে ৩।২।১৭
দহর উত্তরেভ্যঃ ১।৩।১৪
দৃশ্যতে তু ২।১।৬
দেবাদিবদপি লোকে ২।১।২৫
দেহযোগাদ্বা সোঽপি ৩।২।৬
দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ১।৩।১
দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণঃ ৪।৪।১২

১৫ [প্রথম হইতে ২৭২]

ধ

ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব ৩।২।৪০
ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ১।৩।৯
ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ ১।৩।১৬
ধ্যানাচ্চ ৪।১।৮

৪ [প্রথম হইতে ২৭৬]

ন

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেৎ ২।১।৩৫
নচ কর্ত্তুঃ করণম্ ২।২।৪৩
নচ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ৪।৩।১৪
নচ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধঃ ২।২।৩৫
নচ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ১।২।১৯
নচাধিকারিকমপি পতনানুমানাৎ ৩।৪।৪১
ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ২।১।৯
ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ ৩।১।১৮
ন প্রতীকে ন হি সঃ ৪।১।৪
ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ২।১।৩২
ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ২।২।৩০
ন ভেদাদিতিচেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ৩।২।১২
ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্ম- ১।১।২৯
ন বা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ৩।৩।৬৫
ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ৩।৩।৭
ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ২।৪।৯
ন বা বিশেষাৎ ৩।৩।২১
ন বিয়দশ্রুতেঃ ২।৩।১
ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ ২।১।৪
ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাৎ ১।৪।১১
ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্নহি ৩।৩।৫১
ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং ৩।২।১১
নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ ২।৩।২১
নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ৩।১।২৩
নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ২।৩।১৭
নানাশব্দাদিভেদাৎ ৩।৩।৫৮
নানুমানমতচ্ছব্দাৎ ১।৩।৩
নাভাব উপলব্ধেঃ ২।২।২৮
নাবিশেষাৎ ৩।৪।১৩
নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ২।২।২৬
নিত্যমেব চ ভাবাৎ ২।২।১৪
নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ ২।৩।৩২
নিয়মাচ্চ ৩।৪।৭
নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ৩।২।২
নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহ- ৪।২।১৯
নেতরোঽনুপপত্তেঃ ১।১।১৬
নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি ৪।২।৬

নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ২।২।৩৩
নোপমর্দ্দেনাতঃ ৪।২।১০

৩৯ [প্রথম হইতে ৩১৫]

প

পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে ২।৪।১২
পটবচ্চ ২।১।১৯
পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ১।৩।৪৩
পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ২।২।৩৭
পয়োঽম্বুবচ্চেত্তত্রাপি ২।২।৩
পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ৪।৩।১২
পরমতঃ সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপ- ৩।২।৩১
পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ২।৩।৪১
পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো- ৩।২।৫
পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদ- ৩।৪।১৮
পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ৩।৩।৫২
পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন বিশেষিতত্বাৎ ৩।৪।২৩
পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তি- ২।৩।৩১
পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামনা- ৩।৩।২৪
পুরুষার্থোঽতঃশব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ৩।৪।১
পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি ২।২।৭
পূর্ব্বং তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ৩।২।৪১
পূর্ব্ববদ্বা ... ২।২।২৯
পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ৩।৩।৪৫
পৃথগুপদেশাৎ ২।৩।২৮
পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ ২।৩।১২
প্রকরণাচ্চ ১।২।১০
প্রকরণাৎ ১।৩।৬
প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ৩।২।১৫
প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ ৩।২।২৫
প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ ২।৩।৪৬
প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ৩।২।২৮
প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ১।৪।২৩
প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ৩।২।২২
প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ১।৪।২০
প্রতিজ্ঞাঽহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ ২।৩।৬
প্রতিষেধাচ্চ .... ৩।২।৩০
প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ ৪।২।১২
প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধা- ২।২।২২
প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্নাধিকারিক- ৪।৪।১৮
প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব- ৩।১।৫
প্রদানবদেব তদুক্তম্ ৩।৩।৪৩
প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি ৪।৪।১৫
প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ২।৩।৫৩
প্রবৃত্তেশ্চ .... ২।২।২
প্রসিদ্ধেশ্চ ১।৩।১৭
প্রাণগতেশ্চ ৩।১।৩
প্রাণভৃচ্চ ১।৩।৪
প্রাণবতা শব্দাৎ ২।৪।১৫
প্রাণস্তথানুগমাৎ ১।১।২৮
প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ১।৪।১২
প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ৩।৩।১২

৪৭ [প্রথম হইতে ৩৬২]

ফ

ফলমত উপপত্তেঃ ৩।২।৩৮

১ [প্রথম হইতে ৩৬৩]

ব

বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ৩।৪।৪৩
বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ৩।২।৩৩
ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ৪।১।৫
ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ৪।৪।৫

৪ [প্রথম হইতে ৩৬৭]

ভ

ভাক্তং বাঽনাত্মবিত্ত্বাত্তথাহি দর্শয়তি ৩।১।৭
ভাবশব্দাচ্চ .... ৩।৪।২২
ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ ৪।৪।১১
ভাবং তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ১।৩।৩৩
ভাবে চোপলব্ধেঃ ২।১।১৫
ভাবে জাগ্রদ্বৎ ৪।৪।১৪
ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্ ১।১।২৬
ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ ৪।২।৫

ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ১।৩।৮
ভূম্নঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বং তথাহি দর্শয়তি ৩।৩।৫৭
ভেদব্যপদেশাচ্চ ১।১।১৭
ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ১।১।২১
ভেদব্যপদেশাৎ ১।৩।৫
ভেদশ্রুতেঃ ২।৪।১৮
ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি ৩।৩।২
ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোক- ২।১।১৩
ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ৪।৪।২১
ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে ৪।১।১৯

১৮ [প্রথম হইতে ৩৮৫]

ম

মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ১।৩।৩১
মন্ত্রবর্ণাচ্চ .... ২।৩।৪৪
মন্ত্রাদিবদ্বাঽবিরোধঃ ৩।৩।৫৬
মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ২।২।১১
মহদ্বচ্চ .... ১।৪।৭
মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ২।৪।২১
মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ১।১।১৫
মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্ত- ৩।২।৩
মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ৪।৪।২
মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ১।৩।২
মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ৩।২।১০
মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ৩।৪।৪৯

১২ [প্রথম হইতে ৩৯৭]

য

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ৪।১।১১
যথা চ তক্ষোভয়থা ২।৩।৪০
যথা চ প্রাণাদি ২।১।২০
যদেব বিদ্যয়েতি হি ৪।১।১৮
যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকা- ৩।৩।৩২
যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষঃ ২।৩।৩০
যাবদ্বিকারং তু বিভাগো ২।৩।৭
যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ২।১।১৮
যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে ৪।২।২১
যোনিশ্চ হি গীয়তে ১।৪।২৭
যোনেঃ শরীরম্ ৩।১।২৭

১১ [প্রথম হইতে ৪০৮]

র

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ২।২।১
রশ্ম্যনুসারী .... ৪।২।১৮
রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ২।২।১৫
রূপোপন্যাসাচ্চ ... ১।২।২৩
রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ ৩।১।২৬

৫ [প্রথম হইতে ৪১৩]

ল

লিঙ্গভূয়স্ত্বাত্তদ্ধি বলীয়স্তদপি ৩।৩।৪৪
লিঙ্গাচ্চ ... ৪।১।২
লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ২।১।৩৩

৩ [প্রথম হইতে ৪১৬]

ব

বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ১।৪।৫
বাক্যান্বয়াৎ ১।৪।১৯
বাঙ্‌মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ ৪।২।১
বায়ুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাম্ ৪।৩।২
বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তম্ ২।১।৩১
বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ ৩।৩।৫৯
বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ ৪।৪।১৯
বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ১।১।১৩
বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ২।২।৪৪
বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ৩।১।১৭
বিদ্যৈব তু নির্দ্ধারণাৎ ৩।৩।৪৭
বিধির্বা ধারণবৎ ৩।৪।২০
বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽতঃ উপপদ্যতে ২।৩।১৪
বিপ্রতিষেধাচ্চ ২।২।৪৫
বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ২।২।১০
বিভাগঃ শতবৎ ৩।৪।১১
বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতি- ১।৩।২৭
বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ১।২।২
বিশেষং চ দর্শয়তি ৪।৩।১৬

বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ ১।২।২২
বিশেষণাচ্চ ১।২।১২
বিশেষানুগ্রহশ্চ ৩।৪।৩৮
বিশেষিতত্বাচ্চ ৪।৩।৮
বিহারোপদেশাৎ ২।৩।৩৪
বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ৩।৪।৩২
বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জ- ৩।২।২০
বেধাদ্যর্থভেদাৎ ৩।৩।২৫
বৈদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতেঃ ৪।৩।৬
বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ২।২।২৯
বৈলক্ষণ্যাচ্চ ২।৪।১৯
বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ২।৪।২২
বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ ১।২।২৪
বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ ২।১।৩৪
ব্যতিরেকস্তদ্ভাবাহভাবিত্বান্নতূপলব্ধি- ৩।৩।৫৪
ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ২।২।৪
ব্যতিরেকো গন্ধবৎ ২।৩।২৬
ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ ৩।৩।৩৭
ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশ- ২।৩।৩৬
ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ৩।৩।৯

৩৯ [প্রথম হইতে ৪৫৫]

শ

শক্তিবিপর্য্যয়াৎ ২।৩।৩৮
শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ ১।৩।২৮
শব্দবিশেষাৎ ১।২।৫
শব্দশ্চাতোহকামকারে ৩।৪।৩১
শব্দাচ্চ .... ২।৩।৪
শব্দাদিভ্যোহন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি ১।২।২৬
শব্দাদেব প্রমিতঃ ১।৩।২৪
শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু- ৩।৪।২৭
শারীরশ্চোভয়েহপি হি ভেদেনৈনম- ১।২।২০
শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেববৎ ১।১।৩০
শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ১।১।৩
শিষ্টেশ্চ .... ৩।৩।৬২
শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ ১।৩।৩৪
শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যেষু ৩।৪।২
শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ ১।৩।৩৮
শ্রুতত্বাচ্চ ১।১।১১
ঐ ৩।২।৩৯
শ্রুতেশ্চ .... ৩।৪।৪৬
শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ২।১।২৭
শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ ১।২।১৬
শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ৩।৩।৪৯
শ্রেষ্ঠশ্চ .... ২।৪।৮

২২ [প্রথম হইতে ৪৭৭]

স

স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ ৩।২।৯
সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তমস্তি তু তদপি ৩।৩।৮
সংজ্ঞামূর্ত্তিক্৯প্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ ২।৪।২০
সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরো- ৩।১।১৩
সংস্কারপরামর্শাত্তদভাবাভিলাপাচ্চ ১।৩।৩৬
সঙ্কল্পাদেব তু তচ্ছ্রুতেঃ ৪।৪।৮
সত্ত্বাচ্চাবরস্য ২।১।১৬
সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ৩।২।১
সপ্ত গতের্বিশেষিতত্বাচ্চ ২।৪।৫
সমন্বারম্ভণাৎ ৩।৪।৫
সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ২।২।১৩
সমাকর্ষাৎ .... ১।৪।১৫
সমাধ্যভাবাচ্চ ২।৩।৩৯
সমান এবং চাভেদাৎ ৩।৩।১৯
সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধঃ ১।৩।৩০
সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বং চ ৪।২।৭
সমাহারাৎ .... ৩।৩।৬৩
সমুদায় উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ ২।২।১৮
সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি ১।২।৩১
সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ ৪।৪।১
সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ৩।৩।২০
সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ২।২।৩৮
সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ ৩।৩।২৩
সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ ১।২।৮

সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধোপদেশাৎ	১।২।১
সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ	২।২।৩২
সর্ব্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ	৩।৪।৩৪
সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ	২।১।৩৭
সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশে-	৩।৩।১
সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে	৩।৪।২৮
সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ	৩।৪।২৬
সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে	৩।৩।১০
সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ	২।১।৩০
সহকারিত্বেন চ	৩।৪।৩৩
সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং	৩।৪।৪৭
সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ	১।৪।২৫
সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ	১।২।২৮
সা চ প্রশাসনাৎ	১।৩।১১
সাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ	৩।১।২২
সামান্যাত্তু	৩।২।৩২
সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ	৪।৩।৯
সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাত্তথাহ্যন্যে	৩।৩।২৭
সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ	৩।১।১১
সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ	১।২।১৫
সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন	১।৩।৪২
সূক্ষ্মং তু তদর্হত্বাৎ	১।৪।২
সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ	৪।২।৯
সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ	৩।২।৪
সৈব হি সত্যাদয়ঃ	৩।৩।৩৮
সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ	৪।২।৪
স্তুতয়েঽনুমতির্বা	৩।৪।১৪
স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেন্নাপূর্ব্ব-	৩।৪।২১
স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ	৩।২।৩৪
স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ	১।২।১৪
স্থিত্যদনাভ্যাং চ	১।৩।৭
স্পষ্টোহ্যেকেষাম্	৪।২।১৩
স্মরন্তি চ	২।৩।৪৭
ঐ	৩।১।১৪
ঐ	৪।১।১০
স্মর্য্যতে চ	৪।২।১৪
স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে	৩।১।১৯
স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি	১।২।২৫
স্মৃতেশ্চ ...	১।২।৬
ঐ	৪।৩।১১
স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্য-	২।১।১
স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ	২।৩।৫
স্বপক্ষদোষাচ্চ	২।১।১০
ঐ	২।১।২৯
স্বশব্দোন্মানাভ্যাং চ	২।৩।২২
স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ	২।৩।২০
স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারে	৩।৩।৩
স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃ-	৪।৪।১৬
স্বাপ্যয়াৎ	১।১।৯
স্বামিনঃ ফলশ্রুতেঃ	৩।৪।৪৪

৫৮ [প্রথম হইতে ৫৫১]

হ

হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্	২।৪।৬
হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দ-	৩।৩।২৬
হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ	১।৩।২৫
হেয়ত্বাবচনাচ্চ	১।১।৮

৪ [প্রথম হইতে ৫৫৫]

এইরূপে মোট সূত্রসংখ্যা হইল—৫৫৫। বৈয়াসিকন্যায়মালাকার এবং বৃত্তিকার রঙ্গনাথ ১।২।৮ অধিকরণে 'প্রকরণত্বাৎ' (১।২।২৪), এইপ্রকারে একটি অধিক সূত্র অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাহাতে মোট সূত্রসংখ্যা হয় ৫৫৬। শারীরকভাষ্যের অন্য ব্যাখ্যাতৃগণ কিন্তু ইহা অঙ্গীকার করেন নাই।

(সংক্ষিপ্ত)

দ্রষ্টব্য—ইহাতে বর্গীয় 'ব' এবং অন্তঃস্থ 'ব' ঘটিত পদবোধ্য বিষয়সকল একই উপক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছে। '৩।১২৮' ইত্যাদি সংখ্যাসকল যথাক্রমে অধ্যায় ও পৃষ্ঠাসংখ্যাকে বুঝাইবে।

অ

অকৃতাভ্যাগম ৩।১২৮

অক্ষর, অব্যাকৃত ১।৫০১, ৫৯৪

অখ্যাতিবাদ ১।৪২

অগ্নি—আধান (অগ্ন্যাধান) ৩।৪১২, অন্বাধান (অগ্ন্যন্বাধান) ৩।৭০৪, অগ্ন্যুদ্ধরণ ৩।৬৫২, চয়ন ১।৪৩১, ৩।৪৮১ ; ত্রেতাগ্নি ও পঞ্চাগ্নি ১।৪৩৮, মনশ্চিদগ্নি ৩।৪৮১, শ্রৌত স্মার্ত্ত ও লৌকিক ৩।৬৮৭

অগ্নিহোত্র—আন্তর ৩।৪৯২, প্রেতাগ্নিহোত্র ৩।৬০৮, মাসাগ্নিহোত্র ৩।৩৪৫, যজ্ঞ ৩।২১, বিদ্যা ৩।২১-২২

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ১। পঁয়তাল্লিশ

অজা—মায়া বা অবান্তর প্রকৃতি ১।৮৭১

অজ্ঞানবিষয়ক প্রশ্ন ৪।৩৭

অণিমাদি সিদ্ধি ১।৪৭৪

অতিদেশ ১।৩২০

অতিরাত্র (যজ্ঞ) ৩।৪১১

অর্থবাদ ১।১২৬, গৌণার্থ ২।৭৭,৭৮, প্রকারভেদ ১।১২৭, প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য ১।৭৬০

অর্থাপত্তি ১।৮৫, (শ্রুতার্থাপত্তি) ২।৩২

অর্থিত্বাদি (অধিকারীর গুণ) ১।৬৭৬

অদ্বৈতবাদ —১। সাতাস, তাহাতে দোষ ৪।৩০, দোষপরিহার ৪।৩৮, তাহা ব্রহ্মবাদ, মায়াবাদ নহে ১। ছত্রিশ।

অধ্যাস—অর্থাধ্যাস ও জ্ঞানাধ্যাস ১।২৬, ৩৪ ; উপাসনা ১।১৬৩, কারণ ১।৩৫, ভাষ্যের পরিচয় ও উপযোগিতা ১।১২, লক্ষণ ১।২৩, বিষয়ে নানা কথা ১।২৪,২৬,৩৫,৩৬,৪২,৪৫, ৪৭,৫৫,৫৮,৬০।

অধিকরণ, সঙ্গতি আদি ষড়ঙ্গ ১।৬

অধিকারী (ব্রহ্মজ্ঞানে) ৩।৬০৯-৬২২

অধিকৃতাধিকার ১।৭৩

অধিষ্ঠান ১।৫৩

অর্দ্ধজরতীয়ন্যায় ১।২৯৫

অনারভ্যাধীত ৩।৩৩২

অনাশ্রমী—জপাদিবলে জ্ঞানোৎপত্তি ৩।৬৭৪, তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার ৩।৬৭৩।

অনিত্য ও নিত্যাদি কর্ম্ম ৩।৬৫৮

অনির্ব্বচনীয়—খ্যাতিবাদ ১।৩১, পদার্থসিদ্ধিতে যুক্তি ২।৪২০, সর্পাদির উৎপত্তি-প্রক্রিয়া ১।৩৪।

অন্যথাখ্যাতিবাদ ১।৩৬

অন্যান্য খ্যাতিবাদ ১।৪৭

অন্তরঙ্গসাধন (ব্রহ্মবিদ্যার) ৩।৬৪৫

অন্তঃকরণ ১।১৭৯, বিভিন্ন নাম ২।৬৪৫, বিভিন্ন দর্শনের মত ২।৬৪৮, সিদ্ধান্তে মধ্যম-পরিমাণ ও সঙ্কোচবিকাশশীল ঐ। ('মন' দেখ)

অনুশয় ৩।৩৪

অনুবাদ ১।১৫৫, (নিত্যানুবাদ) ৩।৩১৯

অনুবন্ধচতুষ্টয় ১।৯৪

অন্বিতাভিধানবাদ ১।১৪২, ১৮৯

অন্ধগোলাঙ্গুলন্যায় ১।২৪০

অন্যার্থদর্শন ১।২৫৭ ; ২।১৪ ; ৩।৪৮২

অপ্‌প্রণয়ন ১।২০৯

অপবাদ ১।১১০

অপরব্রহ্ম—স্বরূপ নিরূপণ ৪।২৮১, তদুপাসনার তাৎপর্য্য ১।৬০৬

অপুনরাবৃত্তি (ক্রমমুক্তের) ৪।৩৬১

অপূর্ব ৩।২০৮-৯, (মতভেদ) ৩।২০,২১০

অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ২।৩৭১-৭২

অবচ্ছেদবাদ ১।৩১, ৭১, ২।২০৪, জীবেশ্বর-স্বরূপ ২।৬৩৯, মোক্ষ ৪।৩২৩ ; উক্ত মতে দোষ ৪।৩৪

অবদান ১।৭২

অবরোহ– (আশ্রম হইতে) ৩।৬৭৯-৬৮০, চন্দ্রলোক হইতে ৩।৪১

অবভৃথেষ্টি ৩।৩৩৩

অবস্থাজ্ঞান ১।৩৩

অবিদ্যা—আশ্রয় ও বিষয় ১। বত্রিশ, ২।২০৪-৫ ; একত্ব ও নানাত্ব পক্ষে বন্ধমোক্ষ-ব্যবস্থা ১।৮৪৩, ক্লেশ ৩।৩৮০, নানা অংশ-যুক্তা ২।৬৪০, ৪।৩২৪; -প্রভাবে ব্রহ্মই জীবরূপে কল্পিত ১।৬৪৯, বিক্ষেপশক্তি ২।২০৬

অব্যক্ত—ঈশ্বরাধীন, মিথ্যা ১।৮৪২, শরীরা-রম্ভক ভূতসূক্ষ্ম ১।৮৪০

অভক্ষ্যভক্ষণ (প্রাণসঙ্কটে) ৩।৬৫৭-৫৮

অভিঘাত ও নোদন ২।২৯১

অভিহিতান্বয়বাদ ১।১৪৫

অভ্যুক্ষণ ৩।৩৪৮

অভ্যুদয়েষ্টি ৩।২৫৪

অমানব পুরুষ ৪।২৩০, ২৩৬

অযুতসিদ্ধি ২।৩২২, নিরাকরণ ২।৩২৫

অষ্টাঙ্গযোগ (বেদান্তমতেও গ্রহণীয়) ২।২৩

অসঙ্খ্যাতবিরোধিন্যায় ১।৩০০

অসৎকার্য্যবাদ প্রভৃতির পরিচয় ২।৮৯

অসৎকার্য্যবাদ নিরাকরণ ২।১১৬ হইতে

অসৎখ্যাতিবাদ ১।৪৫

অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা ৩।৭০৩, ৪।১৫

অহংগ্রহোপাসনা ৩।৫৮২, ৪।৩২; আমৃত্যু আবৃত্তি ৪।৭২, নিদিধ্যাসন হইতে ভিন্নতা ৩।৪২৮, ব্যতিহারধ্যান ৩।৪২৯

অহীন, একাহ ও দ্বাদশাহ যজ্ঞ ৩।৪১০-১১

আ

আকাশ উৎপত্তি ২।৫০৫, ও দিক্ দেশ অভিন্ন ২।৩৮৫, নানা মত ২।৩৮২, প্রত্যক্ষ-প্রক্রিয়া ১।৫২, সাক্ষিভাস্য ১।৫১,

আগম প্রমাণের পরিচয় ১।২২০

আগ্নেয়েষ্টি ৩।৬০৯

আচার্য্যের লক্ষণ ৪।৩৬০

আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি (সহোপলম্ভবাদ) ২।৪।১২

আচার্য্য শঙ্কর ১।নয়

আত্মখ্যাতিবাদ ১।৩৮

আত্মা (জীব)—নিত্য অশরীর ১।১৯৯, আতিবাহিক ৩।৫১৩, উপলব্ধিস্বরূপ ৩।৫১৪, সর্ব্বাবস্থাতে এক ৩।৫১৫-১৬, দেহাতিরিক্ত ৩।৫১১, ৫১৬, নিত্য ৩।৫১৫, শরীরসম্বন্ধ অজ্ঞানজন্য ১।১৯৯, স্বরূপ সংস্কৃতমতিগম্য ৩।২৮৭, স্বয়ংপ্রকাশ ৩।৯৬

আতিবাহিক দেবতা ৪।২২৯

আত্রেয় (কর্ম্মাঙ্গোপাসনা যজমানের অনুষ্ঠেয়) ৩।৬৯৭ (সূত্র ৩।৪।৪৪)

আধিকারিকপুরুষ ৩।৩৯৬-৯৭, ৪০১; তাঁহার অবস্থিতি স্থল ৪।১২৫, প্রকৃতিলীন হইতে ভিন্ন ৩।৪০৩

আভাসবাদ ১।৬৩, ১৭০, উক্ত বাদে দোষ ৪।৩৪, জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ ২।৬০৮, প্রতিবিম্ব হইতে ভেদ ২।৬০৯, মোক্ষ ৪।৩২৩

আরম্ভবাদ ২।৮৯, নিরাকরণ ২।২৯১,৩১৩ ; আরম্ভবাদে ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব নিরাকরণ ২।২৯৫

আরাদুপকারক ও সন্নিপত্যোপকারক ৩।৪৯৫-৯৬

আলোক অন্ধকারের আশ্রয় ও বিষয় ১। তেত্রিশ

আশ্রমকর্ম্ম পাপনিবর্ত্তক ৩।৬৭৮, পুণ্যোৎপাদক ৪।১১১

আশ্রমচতুষ্টয় (পরিচয়) ৩।৫৯৬

আশ্মরথ্য—১। আট, বিয়াল্লিশ; পরমে-শ্বরের প্রাদেশমাত্রতার উপপত্তি ১।৫৩৩, সম-কালিক ভেদাভেদবাদ ১।৯৩৫, মতে দোষ প্রদর্শন ১।৯৩৮, (সূত্র ১।২।২৯, ১।৪।২০)।

আহবনীয় ১।১৪০-৪১

ই

ইন্দ্রিয়—অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ২।৭৮৬, একা-

দশ ২।৭৬৩, ৭৫১, ভৌতিক ২।৮১৩, মধ্যম-পরিমাণ ২।৭৫৭, মৃত্যুতে দেবতাতে গমন ৩।১৩ সাংখ্যমতে বিভু ২।৭৫৪
ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দত্ত কর্ম ১।১৫৩
ইষ্টি (যজ্ঞ)—পরিচয় ৩।২৫৪, অভ্যুদয় ঐ, অবভৃথ ৩।৩৩৩, আগ্নেয় ৩।৬০৯, উৎসর্গ ঐ, উপসদ্ ৩।৩৪২, ৪১১ ; ক্ষামবতী (গৃহদাহ) ৪।৭৮, দীক্ষণীয় ৩।৩৪১, পশুকাম ৩।২৫৫, প্রাজাপত্য ৩।৬০৯, বৈশ্বানরেষ্টি (জাতেষ্টি) ৩।৪৩৭

ঈ

ঈক্ষণ (অর্থ) ১।২১৯
ঈশ্বর—অন্তর্যামী ১।৪৮৫, ও জীবগণের ভোগসাঙ্কর্য্য নিরাকরণ ১।৪২৬, ও হিরণ্যগর্ভের কর্তৃত্ব ২।৮০৭, কর্ম্মসাপেক্ষ ফলদাতা ২।১৯৬, ৩।২০৯, ২১৫, ২১৬ ; কৃপাবশে কর্ম্মনিরপেক্ষ শুভফলদাতা ২।১৯৮, জগদাধার ১।৫৬১, জীব নহেন (পরন্তু জীবই ঈশ্বর) ৪।৩৩, নটবৎব্যবহার ২।১৩৫, প্রণিধান ৩।১৮২, প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষ সৃষ্টিকর্ত্তা ২।১৯৫, ৬৮৫ ; বিষমসৃষ্টির কর্ত্তা ২।২০০, বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যহীন ২।১৯১-২০৮, ভূতযোনি ১।৪৯৭, সাধারণ কারণ ২।১৯৬, ১৯৮, ৬৮২ ; সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ১।১০১ সিদ্ধিতে অনুমান ১।১০৪
ঈশ্বরানুগ্রহ মোক্ষহেতু ২।৬৮০
ঈশ্বরকোটি ৩।৪০৪

উ

উক্থ ও প্রতিগর ৩।৫১৮
উৎক্রমণক্রম ৪।১৮৮, ১৯৮ ; তৎকালে সুষুপ্তি আবশ্যক ৪।১৬০
উৎপাদ্য ও আপ্য প্রভৃতি ক্রিয়া ১।১৭২
উৎসর্গ ও অপবাদ ১।১১০
উৎসর্গেষ্টি ৩।৬০৯
উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ প্রাণী ৩।৬০
উদ্গীথবিদ্যা ৩।২৪৩-২৬৭, উদ্গীথ ভক্তি ৩।২৪৬
উপক্রমের প্রাবল্য ও দৌর্বল্য ১।৩৩৬
উপগান ৩।৩৬২
উপন্যাস, বিধি ও ব্যপদেশ ৪।৩১৫
উপলক্ষণ ২।৭৪২
উপবর্ষ ১। পাঁচ, ৭১৫
উপবীত ৩।৬০৪
উপাসদিষ্টি ৩।৩৪২, ৪১১
'উপস্থান' শব্দের অর্থ ৩।৪৫৪
'উপাধি' (ন্যায়মতে) ২।৪৩
উপাসনা—শব্দের অর্থ ১।৬২, অধ্যাস ১।১৬৩, অহংগ্রহ ৩।৪১৮, ৫৪২ ; অপর ব্রহ্মের ৩।৫৬৬, অব্রহ্মের – ঐ, উপবেশনসাপেক্ষ ৪।৬৪-৬৫, দিগ্‌দেশকালনিরপেক্ষ ৪।৬৮, নির্গুণব্রহ্মের (ওঁকারপ্রতীকে) ১।৫৯৭, সগুণব্রহ্মের ৩।৫৬৫, ঐ (প্রতীকাবলম্বনা) ঐ, ৪।২৯২-৯৫, সম্পদ্ ১।১৬৩, সম্বর্গ ১।১৬৪, সাকার ব্রহ্মের ৩।১৪৬
উপাস্য ব্রহ্ম বেদান্ত প্রতিপাদ্য নহেন ১।১৪০, ১৮৩, ২১১

এ

একই কর্ম্মের ধর্ম্মাধর্ম্মতা ৩।৭৭
একই ব্রহ্মে উপাস্যোপাসকভাব ১।২৬৮, ৪২১
একজীববাদ ১।৩৩-৩৪ ; ২।৬৪০ তাহাতে মোক্ষ ৪।৩২৪ ; মত সূত্রকারসম্মত নহে ঐ
একবাক্যতা ১।১২৮, (পদৈক ও বাক্যৈকবাক্যতা) ১।১২৮, ৭৫৫-৫৭
একভবিকবাদ ৩।৩৮, ৪।২৭৩
একাত্মবাদ ২।৭২২
'এব'কারের অর্থত্রয় ৪।২১৩

ঐ

ঐশ্বর্য্য (ক্রমমুক্তের) ৪।৩৩৪, ৩৪৬, ৩৫১-৫৩, ৩৬৬ ; (ঈশ্বরের) ৩৬০, সালোক্যাদি মুক্তের ৪।৩৫০

ঔ

ঔডুলোমি—কর্ম্মাঙ্গোপাসনাতে অভিমত—৩।৬৯৮-৯৯, বিভিন্নকালিক ভেদাভেদ-

বাদ—১।৯৩৭-৩৮ ; তাহাতে দোষ—১।৯৬৯ ; তাহাতে মোক্ষ অসম্ভব ১।৯৭২, মুক্ত শুদ্ধচৈতন্য স্বরূপ—৪।৩১৭, (সূত্র ১।৪।২১,৩।৪।৪৫,৪।৪।৬)

ক

কর্ম—আত্ম কর্মের অনিত্য ও নিত্যাদি বিভাগ ৩।৬৫৮, কাম্যতা ও নিত্যতা (একই কর্মের) ৩।৫৩০, বিবিধ ফল ২।১৯৮,৮।১১১; দৃষ্টাদৃষ্টফল ৩।৬৭৭, নিষ্কাম ৩।৬৫৮, বিদ্যোৎপত্তিতে সাধন, মোক্ষরূপ ফলে নহে ৩।৬৬৩, যোগকার্য জগৎ ১।৯১৮

কর্মী—চন্দ্রলোকে দেবাধীন ভোগ ৩।২৩, দেবভোগ্য ৩।২৪, বিধির অধীন, ব্রহ্মবিৎ তাহা নহেন ২।৭০৩

'ক্রতুর্থ' শব্দের অর্থ ১।২০৯

ক্রমমুক্তি—১।২৭১, ৪।৩৬৫-৪৬ ; অধিকারী ৪।২৫০, তাহাতে ভোগ ৪।৩৩৫-৩৩৭, দহরাদিবিদ্যার ফল ৪।২৪১-৮৫, প্রণবে ব্রহ্মোপাসনার ফল ১।৬০৮, সাযুজ্যমুক্তের ৪।৩৫০, ক্রমমুক্তিতে (উপনিষদ্ভাষ্য ও ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের) বিরোধ পরিহার ৪।৩৬২

কল্পিত ঈশ্বর কল্পিত জীবের নিয়ন্তা ২।১০১

কাণাদমত উপস্থাপন ২।৬৮০

কামচার,ভক্ষণাদি (নির্গুণ ব্রহ্মবিদের) ৪।৩২৩

কায়ব্যূহ (ক্রমমুক্তের) ৪।৮৮, ৩৬১, ৩৮৩ ;

কারণ (সাধারণ, অসাধারণ সমবায়ি ইত্যাদি) ২।১৯৬, ১৯৮,৬৭৭

কারণশরীর (জীবের) ৪।১৯৩

কার্য্য—অনির্বচনীয় ২।১৩১,ও কারণ অভিন্ন ২।১০৮ ১১১

কার্য্যাভিব্যক্তিবাদ ১।১৪২, ১৮৯

কাল—(নানা মত, বৌদ্ধমতে অনঙ্গীকার) ২।৩৬২,

কাশকৃৎস্ন (অদ্বৈতবাদ) ১।৯৪১, যুক্তিযুক্ততা ৯৪৯, (সূত্র ১।৪।২২)।

কার্ষ্ণাজিনি—চরণশ্রুতির (ছাঃ ৫।১০।৭) অর্থ ৩ ৪১, (সূত্র ৩।১।৯)

কুম্ভশক্তিবাদ ১।৭০২

কূর্ম—(চয়নে ব্যবহৃত ইষ্টক) ৩।৬২৪

কূটস্থ পরমেশ্বর মায়াদ্বারা নানারূপধারী ১।৬৫০

কৈমুতিক ন্যায় ২।৭০৫

কৃচ্ছনাশ ৩।১২৮

কুণ্ডাচিন্তা ১।৮৭৯, ৮৭৪ ; নিন্দিত সন্ন্যাসবিষয়ে ৩।৬০১

খ

খ্যাতিবাদ—অখ্যাতি ১।৪২, অনির্বচনীয়-১।৩১, অন্যথা-১।৩৬, অসৎখ্যাতি-১।৪৭, সৎ-১।৪৫, আত্ম-১।৩৮,-পঞ্চক ১।৩১

গ

গতি (সগুণবিদ্যান্তে) ৩।৩৮৬, ৪।২৭১

গায়ত্রী (অর্থ) ৪।৩৫৪

গুণ (উৎপত্তিশিষ্ট ও উৎপন্নশিষ্ট) ৩।২৩৪

গুণাদি পদার্থ দ্রব্যাত্মক ২।৩২০-২১

গুণোপসংহার ৩।২৪২, ২৮৮

গৌড়পাদ ১। আট

গৌণ আত্মত্ব ও মুখ্য আত্মত্ব বোধ ১।২১২

গৌতম বুদ্ধের ব্রহ্ম অঙ্গীকার ২।৪৫৮

গ্রহ ও অতিগ্রহ ২।৭৪১

গৃহদাহেষ্টি (ক্ষামবতী) ৪।৭৮

ঘ

ঘট্টকুটীপ্রভাতন্যায় ২।১১২

চ

চন্দ্রলোক—পরিদৃশ্যমান চন্দ্র নহে ৪।২৫৯-৪০, হইতে প্রত্যাবর্তন মার্গ ৩।৪১, মার্গমধ্যে তাহার স্থান ৪।২৫৮

চমস (যজ্ঞপাত্র বিশেষ) ১।২০৯

চালনীন্যায় ৩ ১৫৮

চোদনা ১।৭৬, উপায়নচোদনা ৩।৪১০, আসনচোদনা ঐ।

চার্ব্বাকমত ৩।৫০৯, খণ্ডন ৩।৫১১-১৭

চিত্রগুপ্ত ৩।৫৩

চৈতন্য, প্রমাণচৈতন্য, প্রেমেয় চৈতন্য প্রভৃতি ভেদ ১।৩২, ১৬৯-৭০

ছ

ছত্রিন্যায় ১।৪৬০, ৩।৪১৫

জ

জগৎ—ঈশ্বরের লীলাসৃষ্টি ২।১৮৮, উৎপত্ত্যাদি শ্রুতি নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিতে সহকারী ৪।২৬৫-৬৬, ব্রহ্মপ্রভব ১।৯৫৯, ব্রহ্মের বিবর্ত্ত ২।১৭০-৭১, শব্দপ্রভব ১।৭০৫, উক্ত বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অনুমান ১।৭০৭, সুষুপ্তিতে ব্রহ্মে বিলয়, জাগ্রতে উৎপত্তি ১।৭৩৫, ৯২৫

জন্মপ্রাপ্তির ক্রম ৩।৮২

জাগরণ ও সুষুপ্তি উপাধির ব্যক্তাব্যক্তাবস্থা ৩।১২৯

জাতিস্মর পুরুষ ৩।৩৯৮

জাতেষ্টিফলন্যায় ৩।৪৩৭

জীব—ঈশ্বর ও জীবগণের পরস্পরের মধ্যে ভোগসাঙ্কর্য্য নিরাকরণ ১।৪২৬, ঈশ্বরের কল্পিত অংশ ২।৬৯০-৯৪, ও ঈশ্বরের ভেদ ব্যাবহারিক ২।১০৪, ও ঈশ্বরের ভেদ সূত্রকারের সম্মত নহে ৪।৩২৪, ও ঈশ্বরের স্বরূপ (আভাসাদিবাদে) ২।৬৩৮, ও জগতের সত্যতামত খণ্ডন ১।৬৪৯ ও পরমাত্মা অভিন্ন ১।৯৪০, ৯৫১; ৩।১৮৪, ও সাক্ষিচৈতন্য ২।৪২৯, কর্ত্তা ও ফলভোক্তা ৩।৯৬, নিত্যজ্ঞানস্বরূপ ২।৬০৫, পরমার্থতঃ অভোক্তা ১।৪২৮, বিভু ২।৬২৮, ৬৩২; বুদ্ধিরূপ উপাধিসম্বন্ধই জীবের জীবত্ব ২।৬৩৮, বিধিনিষেধ শাস্ত্রের বিষয় ২।৭০২, ব্রহ্মভিন্ন ইত্যাদি পক্ষে অনির্মোক্ষ ও নাশ ৪।২৭২, ব্রহ্মাভিন্ন হইলেও তাহাতে ব্রহ্মধর্ম্মের অপ্রতীতি ১।৬৫০, ব্রহ্মের অবয়ব ও বিকার পক্ষে শ্রুতিবিরোধ ৪।২৭১, স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ২।৬৩৮

জীবই ঈশ্বর (ঈশ্বর জীব নহেন) ৪।৩৩,

জীবেশ্বর—অজ্ঞানাবস্থাতে লোকব্যবহার ৪।২৭৮, অধিকারিত্ব ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে ৪।৩৪, অবয়ব অঙ্গীকারে নানা দোষ ২।৪৭১ অশরীরত্ব নিত্য ১।১৯৯, ঈশ্বরাধীন স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব ২।৬৮৩, উৎক্রমণ ৩।১-২৬, ৪।১৯৮; কর্ত্তৃত্ববিষয়ে নানা মত ২।৬৬৭, কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ১।৪৫২, ২।৬৫১, ৬৮০, ৬৮৩; কর্ত্তৃত্বাদি স্বাভাবিক নহে ২।৬৬৩, 'কর্ত্তৃত্বাদি শক্তি', এই মত নিরাকরণ ৪।২৭৭, চন্দ্রলোক হইতেপ্রত্যাবর্ত্তন ৩।২৭-৪৬, জন্মমরণঔপাধিক ২।৫৮৯, ৫৯৬; জ্ঞান দেহাদিসাপেক্ষ ১।১২৩, ভোগসাঙ্কর্য্য নিরাকরণ ১।৪২৬, সংসার ঈশ্বরাধীন ২।৬৮০, সামর্থ্য ঈশ্বরাধীন ২।৮০৭, সুষুপ্তিতে ব্রহ্মে স্থিতি ১।৯২৫, ৩।১১৬; সুষুপ্তিতে স্বরূপে স্থিতি ১।২৪৮-৫০।

জাগতিক বস্তুতে সচ্চিদানন্দের অনুভব ২।২৭৫

জীবন্মুক্তি ১।১৯৬, ২০৪; ৪।১০২

জীবন্মুক্তের অশরীরত্ব ১।১৯৮, ২০৪

জৈনমত ২।৪৫৭, খণ্ডন ২।৪৫৩-৭৭, জৈনমতে (প্রাচীন) বেদ ও ব্রহ্ম ২।৪৭৭, মোক্ষ ৪৫৮

জৈনাচার্য্য অনাপ্ত ২।৪৬৩

জৈমিনি (সূত্রে নামোল্লেখ) ১।২।২৮ ইত্যাদি ১৩টী সূত্র, ১। তিন পৃঃ দ্রঃ।

জ্যোতিষ্টোম হিংসাযুক্ত হইলেও ধর্ম্ম ৩।৭৭

জ্ঞান—ও বিষয়ের সহোপলম্ভ অসম্ভব ২।৪২৩ ক্ষণিকত্ব নিরাকরণ ২।৪২২, মানসী ক্রিয়া ১।১৭৭,

জ্ঞানীর—পাপপুণ্য সুহৃদাদিগামী ৪।১১৪, যথেচ্ছাচারাভাব ২।৭০৬

ট

টঙ্ক (আচার্য্য) ১। পাঁচ

ত

তর্ক ব্রহ্মবিষয়ে অপ্রমাণ ২।৬৬

তার্কিক মতে মোক্ষাভাব ২।৬৭

তৎক্রতুন্যায় ৩।৩৫৭, ৪।২৮৯, তাহার সঙ্কোচ (উপাসনাতে) ৪।৩৫৭

তৎ ও ত্বম্ পদের লক্ষ্যার্থ ৪।১৪

তত্ত্বজ্ঞান মনোনাশ বাসনাক্ষয় (শাস্ত্রার্থ) ৪।৮৪

তত্ত্বজ্ঞান—(গৌতমমতে) মোক্ষহেতু ১।১৬১, (সিদ্ধান্তে) ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, উভয়ের প্রভেদ ১।১৬২

তাদাত্ম্যসম্বন্ধ ২।১১৭, সমবায় হইতে ভেদ ২।৩২৪

ত্রিবৃৎকরণ (পঞ্চীকরণ) ২।৮০৫

দ

দধিহোম ৩।৪৭৭

দর্শপূর্ণমাস ৩।২৫৫

দীক্ষা ৩।৩৩৩, দীক্ষণীয়েষ্টি ৩।৩৪১

দুন্দুভিদৃষ্টান্ত (ব্রহ্মবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান) ১।২৬১

দেব ও ঋষিগণের কর্ম্মে অনধিকার ও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার ১।৬৮৯

দেবগণের নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাধিকার ১।৬৮৭,৭৫০

দেববিগ্রহসিদ্ধি ১।৭৫৫-৬০

দেবযজ্ঞ (বৈষ্ণদেব কর্ম্ম) ৩।৫৯৭, ৬৬৭, ৬৮৭

দেবযান ১।৪৬৬, ২।৩৭৭, ৪।২১০, ২২২, ২৩৭

দেহপরিমাণ আত্মা 'নিত্য' (জৈনমত) ২।৪৭৪

দেহান্তরপ্রাপ্তি (বৈশেষিক ও চার্ব্বাক) ৩।৯, (বৌদ্ধমতসমূহ) ৩।৮, সিদ্ধান্তে ৩।৩, ৩।৮২

দেহাভিমান ও দুঃখাভিমান মিথ্যা ৪।১৬

দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ ১।৩৫, ৭৩৫

দ্বাদশরাত্রকৃচ্ছ্রব্রত, তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত ৩।৬৯১

দ্ব্যণুক হইতে ত্র্যণুকাদির উৎপত্তি ২।২৭৪, ২৭৮, ঐ বিষয়ে মতান্তর ২।২৭৯

দ্বৈতবাদ ১। সাঁইত্রিশ

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ১। উনপঞ্চাশ

দ্রমিড়াচার্য্য ১। সাত

ধ

ধর্ম্ম (বিভিন্ন লক্ষণ) ১।৭৭

ধর্ম্মকীর্ত্তির সহোপলম্ভবাদ ২।৪১২, খণ্ডন ২।৪২২-২৩

ধ্যানের প্রকার ৪।৩৭, ৩৫৬

ন

নরক (অবস্থান) ৩।৫২

নাড়ী ৪।১৯১-৯২

নানাজীববাদ ১।৩১, ২।৬৪০, ৩।১২৯, বন্ধমোক্ষব্যবস্থা ৪।৩২৪

নিত্যকর্ম্ম—অনিত্য ও নিত্যাদি ভেদ ৩।৬৫৮, অবশ্য অনুষ্ঠেয় ৩।৬৬২-৬৩, ৪।১১২ ; জ্ঞাননাশ্য নহে ৪।১১০ তদনুষ্ঠান ৩।৬৬৯, পাপক্ষয় ও পুণ্যোৎপত্তি ৪।২৭৪-২৭৬, ফলভেদ (চিত্তশুদ্ধি ও স্বর্গাদি) ৪।১১১, ২৭৬

নিদিধ্যাসন ৩।৭০১, অবশ্যই অনুষ্ঠেয়৩।৭১৬-১৯, অহংগ্রহোপাসনা হইতে ভেদ ৩।৪২৮, জ্ঞেয় ব্রহ্মবিষয়ক ৩।৬৫৪, বিধি অঙ্গীকার ৩।৭১১

নিমিত্তকারণের কারণতা ২।২২৬, ৬৭৭

নিবীত, প্রাচীনাবীত ও উপবীত৩।৬০৩, ৬০৪

নিরন্বয় নাশ (বৌদ্ধসম্মত) নিরাকরণ ২।৩৭৫

নির্গুণব্রহ্ম গন্তব্য নহেন ৪।২৬৩, ২৮০, জগতের বিবর্ত্তোপাদান ২।২১০

নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে ফলতারতম্যাভাব ৩।৭৫৪, তাহা সন্ন্যাসসাপেক্ষ ৩।৬২১

নির্গুণব্রহ্মবিদের—অবস্থাচতুষ্টয়৪।১০১, উৎক্রমণ ও গতিহীনতা ৪।১৭০-৭৪, কর্ম সম্ভব নহে ৪।১১১, কলাবিলয় ৪।১৭৯, ১৮২, কামচার ও ভক্ষণ ৪।৩২৩, ব্রহ্মে বিলয়কাল ৪।১৫৭, ভাবমুখ ও নিষেধমুখ অবস্থা ৪।১০২

নির্গুণ রূপে শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণ ৪।৩৫৯

নিদ্রা (নানা মত) ২।৫৭৮

নির্বাপ (যজ্ঞাঙ্গভূত ক্রিয়া) ৩।৫৩৭

নির্বিশেষ—বাক্য নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মবোধনার্থ৩।১৫৯, ১৬৬ ; ব্রহ্ম অভিন্ননিমিত্তোপাদান ১।১০১,৯১১

নিষাদস্থপতিন্যায় ১।৬২৪

নীরূপের প্রতিবিম্ব সম্ভব ৩।১৫২

'নেতি' 'নেতি' শ্রুতির তাৎপর্য্য 'ব্রহ্মাবসানতা' ৩।১৭৯

প

পক্ষ (ন্যায়মতে) ২।২৪১-৪২

পঞ্চকোশ ১।২৯৪, বিবেকে ব্রহ্মবোধ১।২৯৮,

পঞ্চীকরণ ২।৮০৬
পঞ্চক্লেশ (পাতঞ্জলসম্মত) ২।২০৪, ৩।৩৮০
পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব (সাংখ্যমতে) ১।৮৮১, ২।২৩২
পঞ্চমহাযজ্ঞ ৩।৫৯৭, ৬৬৭, ৬৮৭
পঞ্চ স্কন্ধ (বৌদ্ধমত) ২।৩৩৯
পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ও আহুতিপঞ্চক ৩।৩
পঞ্চাগ্নি ও ত্রেতাগ্নি ১।৪৩৮ (৩ অধ্যায় শুদ্ধিপত্র (৩) দ্রঃ)
পদ (যৌগিক, রূঢ় ইত্যাদি) ৪।২৫১
পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম (স্বরূপ নিরূপণ) ৪।২৮১-৮২
পরমতখণ্ডন দোষাবহ নহে ২।২১৬
পরমাণু অনিত্য ২।৩০৬
পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তি ২।২৭৭-৭৮
পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত ২।২৯৯-৩০০
পরিনিষ্ঠিত বস্তু ১।১২৫
পরিণামবাদে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা ২।৭৪-৮১
পরিশেষন্যায় ২।২৬৮
পরিসমূহন, পর্য্যুক্ষণ, পরিস্তরণ ৩।৪৫৪
পরোক্ষ জ্ঞান অপরোক্ষ ভ্রমের অনিবর্ত্তক ২।৭০৩
পর্ণময়ী বাক্যে ফলশ্রুতি অর্থবাদ ৩।৪৩৬, ৪৬৩
পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধ ও ব্যাসজ্যবৃত্তিতা ২।১২১
পশুকামেষ্টি ৩।২৫৫
পাঞ্চরাত্রমত ২।৪৯৯, ৫০২
'পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য' শ্রুতির অর্থ—৩।৭০৫, তাহাকে বিষয়বাক্যরূপে গ্রহণের হেতু ৩।৭০৬
পাতঞ্জলোক্ত 'অবিদ্যা' হইতে বেদান্তোক্ত অবিদ্যা ভিন্ন ৩।৩৮০
পাপীর তৃতীয় মার্গ ৩।৫৪, যমলোক ৩।৫০-৫২
পারিপ্লব (যজ্ঞাঙ্গ) ৩।৬২৮, ৬৩০
পারিমাণ্ডল্য ২।২৭৩-৭৪, ২৭৮
পিতৃযাণ (গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন মার্গ) ৩।৪১
পিতৃযাণ ও দেবযানমার্গস্থ উচ্চাবচ লোকলাভের হেতু ৪।২৪০
পীলুপাক, পীঠরপাক (পিঠরপাক)২।৩৩৭-৩৮
পুণ্যপাপসংক্রমণ ও ত্যাগকালবিষয়ে মতভেদ ৩।৩৬০, ৩৭৩
পুরুষবিদ্যা ৩।৩৩৬
পুরুষার্থ ও ক্রত্বর্থ শব্দের অর্থ ১।২০৯
পুরীতৎ ৩।১১৫
পুর্য্যষ্টক, সূক্ষ্ম ও লিঙ্গশরীর ১।৮৪০, ২।৭৫১, (শাস্ত্রার্থ) ৪।১৬৩
প্রকৃতি যজ্ঞ তিনপ্রকার ৩।২৫৪, প্রকৃতি ও বিকৃতি যজ্ঞ ১।২৬০
প্রকৃতিলীন পুরুষ (আধিকারিক পুরুষ নহেন) ৩।৪০৩
প্রতিনিধানন্যায় ৩।৪৫০
'প্রতিবন্দি' শব্দের অর্থ ২।৫৫, ৬৫৬
প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তিক্রম (ব্রহ্মজ্ঞানে) ৩।৭২৯
প্রতিবিম্ববাদ—১।৩৩, ১৭১ ; আভাস হইতে ভেদ ২।৬৩৯, জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ ১।৬৩৯-৪০, ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ৪।৩৪, দোষ ও পরিহার ৪।৩৫, প্রতিবিম্বের আশ্রয় ও বিষয় ১। বত্রিশ, ২।২০৫, মোক্ষ ৪।৩২১,৩২৩,
প্রতিবিম্বেশ্বরবাদ ৪।৩২২
প্রতিমা প্রতীক হইলেও উভয়ের মধ্যে বিশেষ ৩।৫৪৮, মনোময়ী প্রতিমা প্রতীক নহে ৪।২৯৪
প্রতিষেধ বিকল্প, উৎসর্গ ও অপবাদ ১।১১০, প্রতিষেধ ও পর্য্যুদাস ১।১৯২
প্রতিসংখ্যানিরোধ (বৌদ্ধমত) ২।৩৭১-৭২
প্রতীক ১।৪৬৩, উপাসনা ৩।৫৪৭-৪৮ ; ৪।৩২, ৪১-৪৯, মোক্ষপ্রদ (কিপ্রকারে) ৪।২৯২
প্রতীত্যসমুৎপাদ (বৌদ্ধমত) ২।৩৫৩-৫৫
প্রত্যক্ষপ্রক্রিয়া—(বেদান্তমতে) অবচ্ছেদবাদে ১।৩২,৩৩,১৭১ ; আভাসবাদে ১।১৭০, প্রতিবিম্ববাদে ১।৩৩, ১৭১ ; ন্যায়মতে ২।৩৩১, সাংখ্যমতে ২।২১৮-১৯
প্রত্যগাত্মা ১।৪৯, ৫০
প্রত্যভিজ্ঞা ১।৩৯
প্রদ্যোত ও বিজ্ঞান (মৃত্যুকালে) ৪।১৮৮, ২৩১
প্রধান ২।২১৮, জগৎকারণ নহে ২।২২১

(প্রধান) ভোগমোক্ষদানে অসমর্থ ২।২৬৮
প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায় ১।২৭৭
প্রপঞ্চবাক্য-উপাসনার্থে ৩।১৫৯, লয়ার্থে ৩।১৫৮
প্রবর্গ্যকর্ম (সোমযজ্ঞাঙ্গ) ৩।৩৪১
প্রভাকরমত খণ্ডন ১।১৮৪, ঐ মতে দেহাত্ম-বুদ্ধি গৌণ, মিথ্যা নহে ১।২০১
প্রমাতৃ চৈতন্য, প্রমাণচৈতন্য ইত্যাদি সপ্তবিধ ভেদ ১।৩২, ১।১৭০
প্রমাণ স্বতঃপ্রমাণ ১।১৬৫
প্রযাজ (যজ্ঞাঙ্গ) ৩।৫২৪
প্রয়োগবিধি ৩।৪৫৮
প্রলয়—(ন্যায়মতে) ২।২৭৭, (সিদ্ধান্তে) ২।৭৩৩, বিপরীতক্রমে ভূতলয় ২।৫৭৭,
প্রস্তরযাগ ও প্রস্তর প্রহরণ ৪।২৭৫
প্রাগভাবের—কারণতা অঙ্গীকারে বস্তুর সত্তাসিদ্ধি ২।৩৬৮, কারণতা নিরাকরণ ২।১২৯
প্রাচীন সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয়াদির বিভুত্ব ২।৭৫৬
প্রাজাপত্যেষ্টি ৩।৬০৯
প্রাণ—আহুতির লোপ ৩।৫৫১, উৎপত্তি ২।৭২৮, দ্বিবিধ (মুখ্য ও অমুখ্য) ২।৭৪০ পঞ্চতন্মাত্রার রজোগুণাংশে উৎপন্ন ২।৭৭০
প্রায়শ্চিত্ত—(ঊর্দ্ধরেতার) ৩।৬৮৩ হইতে
প্রারব্ধ—অজ্ঞানিজনবোধনার্থ ৪।১৮, জীবের নিরঙ্কুশ নিয়ন্তা নহে ২।৬৮৩, তীব্রশ্রবণাদিদ্বারা প্রতিরোধ ৩।৭২৭, প্রবল হইলে জন্মান্তরে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তি ৩।৭২৬, ৪।১২১ ;
প্রোক্ষণ বা পর্যুক্ষণ ৩।৩৪৮
প্রৌঢ়িবাদ ১।৫৩ ; ৩।৩৪৬, ৬৬৭

ফ

ফলচৈতন্যের স্বরূপ (নানামত) ১।১৬৯
ফল (কর্মের) দুইপ্রকার ২।১৯৮
ফলবৎসন্নিধিন্যায় ২।১০০, ৩।৩৬২

ব

বদ্ধমোক্ষব্যবস্থা (উপাধিযুক্ত চেতনের) ২।৬৬৫, ৭১০
বর্ণ (শব্দ) বিষয়ে নানা দার্শনিক মত ১।৭১৬
'বর্ণক' শব্দের অর্থ ১।৬২
বহিরঙ্গসাধন (জ্ঞানের) ৩।৬৪৬
বহু বিভু আত্মবাদ অসিদ্ধ ২।৭২২
বহুব্রীহি—তদ্‌গুণ ও অতদ্‌গুণ সংবিজ্ঞান ১।৯৯
'বাক্যভেদ' দোষ কেন ১।৩৯১
বাগিন্দ্রিয়ের স্থান ১।৫৫৫
বাজপেয় যজ্ঞ ৩।৩৪৫
বাদ—অসৎকার্য্যবাদ আরম্ভবাদ সৎকার্য্য-বাদ সৎকারণবাদ প্রভৃতি ১।৭৩৩, ২।৪৯-৫০
বাদরায়ণ (সূত্রে স্বনামোল্লেখ) ১।৩।২৬, ১।৩।৩৩, ৩।২।৪১, ৩।৪।১, ৩।৪।৮, ৩।৪।১৯, ৪।৩।১৫, ৪।৪।৭, ৪।৪।১২, (স্বনামের ইঙ্গিত) ৪।১।১৭।
বাদরি—(ক্রমমুক্তের মনের দ্বারা ভোগ) ৪।৩৩২, চরণশ্রুতির (ছাঃ ৫।১০।৭) অর্থ ৩।৮৫, প্রাদেশ শ্রুতির অর্থ) ১।৫৩৪, (সগুণ ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মলোকে গতি) ৪।২৪৩ ; (সূত্র ১।২।৩০, ৩।১।১১, ৪।৩।৭, ৪।৪।১০)।
বাল্য শব্দের অর্থ—ভাবশুদ্ধি, তাহা শ্রবণের অঙ্গ ৩।৭২২
বাহিতের অনুবৃত্তি ১।২০৪
বিকল্প—১।১১০, অঙ্গীকারে অষ্টদোষ ৩।১০৭, ঐচ্ছিক ও ব্যবস্থিত ঐ, -জ্ঞান ২।৩৯০
'বিজ্ঞানাদ্বৈতবাদ ১। পনের
বিদ্বৎ ও বিবিদিষা সন্ন্যাস ৩।৬৪৯
বিদ্যুল্লোক, বরুণলোকাদি ৪।২২৪
বিয়োৎপত্তিতে কালকৃত তারতম্য, বিস্তাক্রমে নহে ৩।৭৩৪
বিধি—১।১০৯, ৪।৩১৫ ; অধিকার ১।২৫৯, অপূর্ব ১।১৮২, উৎপত্তি ১।২৫৮, গুণ ৩।৪৫৮, জ্ঞানসাধনে ১।১৬৪, নিয়ম ১।১৮৩, পরিসংখ্যা ঐ, (তাহাদের প্রভেদ) ৩।৭১২, প্রয়োগ ৩।৪৫৮, বিনিয়োগ ৩।৪১১, বিশিষ্ট ১।৪০৩, শ্রবণাদিতে ১।১৮৩, ৩।৭১২-১৪ ; ঐ বিষয়ে

(বিধি) নানা জ্ঞাতব্য ৩।৭১২, মতভেদ ৩।৭১৩
বিভু জীবের শারীরিক অনুভূতি ২।৬৩০
বিধিচ্ছায়া বাক্য ৩।৭০৬
বিধিনাত্বেকবাক্যত্বাৎ (জৈঃ সূঃ ১।২।৭) সূত্রের অর্থ ১।১৯৭
বিপরীতভাবনা ৩।৭০৩
বিবর্ত্তবাদ ২।৪৯, তাহাতে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব ২।৮১-১৪০
'বিবিদিষা' শব্দের অর্থ ৩।৬৪৯
বিশেষণ ও উপাধির ভেদ ১।৩২
বিশিষ্ট বিধি ১।৪০৩
বিশেষাদ্বৈতবাদ ১। ছেষট্টি
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (রামানুজ) ১। পঞ্চান্ন, (শৈব) ১। উনষাট, (শাক্ত) ১। আশী
বিশেষ গুণ (ন্যায়বৈশেষিকসম্মত) ও তাহার কারণত্রয় ২।৭১২
বিষয়—অভিন্ন হইলেও সুখাদি বিভিন্ন ২।২২৮, প্রত্যক্ষপ্রক্রিয়া ১।৩২, ৩৩, ১৭০, ১৭১, ২।৬৩১; প্রত্যক্ষ ও ভোগপ্রক্রিয়া (সাংখ্য) ২।২১৮-১৯, বুদ্ধিস্থ (ঐ) ২।২১৯, উহা নিরাকরণ ২।২২৫-২৭; সুখদুঃখমোহাত্মক (সাংখ্য) ২।২১৮, উহা নিরাকরণ ২।২২৪,২২৭
বিরুদ্ধহেত্বাভাস ২।২৩৪
বিশ্বজিৎ ন্যায় ১।৪১২
বীজাঙ্কুর ন্যায় ২।২০৪
বুদ্ধি—সুষুপ্তি ও প্রলয়ে অবিদ্যারূপ কারণে স্থিতি ২।৬৪৩
বেদ—নিত্য, অপৌরুষেয় ১।৭১৬,৭৩০,৭৩৭ নিত্য শব্দাত্মক ও নিত্য জ্ঞানাত্মক ১।৭১৬ পারমার্থিক সৎ নহে ৪।৩৬, বেদপাঠ কাহাকে বলে ১।৭৯৩, ষড়ঙ্গ ১।৭৯৫, সংস্কার ১।৭৮২
বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য ১। একানব্বই
বেদি ও স্থণ্ডিল ৩।৪৫৩
বৈধ হিংসা পাপজনক (সাংখ্যমত) ৩।৭২ (সিদ্ধান্তে) পাপজনক নহে ৩।৭৮
বৈশেষিক—অর্দ্ধবৈনাশিক ২।৩৪৪, মতে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ২।২৭৬, ২৯১, মতে পদার্থের স্থায়িত্ব-প্রকার ২।৩৪৪
বৈশেষিকের সপ্তপদার্থবাদ নিরাকরণ ২।৩২১
বৈশ্বদেব কর্ম্ম (দেবযজ্ঞ) ৩।৫৯৭,৬৬৭,৬৮৭-৮৮
বোধায়ন (আচার্য্য) ১। ছয়
বৌদ্ধমত—অসৎখ্যাতিবাদ (শূন্যবাদীর) ১।৪৫, আত্মখ্যাতিবাদ (বাহ্যাস্তিত্ববাদীর) ১।৪০, (বিজ্ঞানবাদীর) ১।৩৮; বাহ্যাস্তিত্ব-বাদ—(মতবর্ণনা) ২।৩৩৯-৩৪৪, ক্ষণিকত্ব-সিদ্ধিতে যুক্তি ২।৩৪২, (তন্নিরাকরণ) ২।৩৫০, স্থায়ী পদার্থ কারণ নহে ২।৩৯৭, (তন্নিরাকরণ) ২।৪০১, (সমগ্র মত নিরাকরণ) ২।৩৪৭-৪০৬; সম্প্রদায়ের পরিচয় ২।৩৯৫, বিজ্ঞানবাদ—(মতবর্ণনা) ২।৪১০-১১, ১৪; 'বাসনা' বিজ্ঞান-বৈচিত্র্যের হেতু ২।৪১৪, (তন্নিরাকরণ) ২।৪৪৩, বাহ্য পদার্থ অনঙ্গীকার ২।৪০৯, (তন্নিরাকরণ) ২।৪১৬-২১, ৪৩৫; বিজ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ নহে ২।৪৩৪, (সমগ্রমত নিরাকরণ) ২।৩৯০, ৩৯৩, ৪০৭-৪৪৫। শূন্যবাদ—(মতবর্ণনা) ২।৪৪৬, মত নিরাকরণ ২।৪৪৮
বৃত্তি—দ্বারা অবিদ্যাধ্বংসলক্ষণ ৪।২৫, বৃত্তিকার উপবর্ষের মত ১।১৪০, ১৫১ (তন্নিরাকরণ) ১।১৫২ হইতে, বৃত্তিজ্ঞান ১।১৭৯, বৃত্তিব্যাপ্তি ও ফলব্যাপ্তি ১।১৭০-৭১
বৃহস্পতিসব ৩।৩৪৫
ব্যতিহার ধ্যান ৩।৪২৮-২৯
ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতা ২।২৬
ব্রহ্ম—অবশিষ্ট থাকেন, কল্পিতের বাধে ৩।১৭৮-৭৯, আনন্দ, আনন্দময় নহেন ১।৩১০, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন ৩।১৮১, উপাদানকারণ ১।৭০৪, ৯৫৯,৯৭১; ২।২১০ ও ধর্ম্মের প্রমাণ-ভেদ ১।৭৯,১০৭; কর্ম্মাঙ্গ নহেন ৩।৫৭৯, কারণবাদ ২।৩৯, ৫২-৬৮, ৭৯; ব্রহ্মকারণ-বাদেই মোক্ষ ২।২৭১, চিন্মাত্রস্বরূপ, সবি-

শেষতা মিথ্যা ৩।১৪৭, জীবের ৩।১০৫, সুষুপ্তি-স্থান জগৎকারণ ১।১০১, ১১৪, ১৩১ ; জগৎ-প্রকাশক ১।৬৬৩, জগৎস্রষ্টা ২।১৫৩-১৫৯, জগদধিষ্ঠান ১।৫৫৮, জিজ্ঞাসা ১।৮৩, জীবাভিন্ন ১।৬৪৫, ৬৭৮, ৩।১৮৮, ২০২ ; নিমিত্তকারণ ১।৯৬২, ৯৭১ ; নির্বিশেষ ৩।১৪৩, ১৪৫, ১৫৮, ১৫০, ৪।২৬৫ ; ফলদাতা ৪।৪৯, ফলাব্যাপ্য ১।১৬৭, বাক্য ও মনের অতীত ৩।১৭৪, বিচার ১।৮৯, বেদৈকবেদ্য ১।১০৫, ১১৯, ১২১, ২।৪৪, ব্রহ্মকোটি ও ঈশ্বরকোটি ৩।৪০৪, ব্রহ্ম-পরিণামবাদ সগুণোপাসনার জন্য ২।১০৬, ৩।১৪, উক্ত বাদে অনির্মোক্ষ ২।৯৯, ব্রহ্ম-সংস্থ শব্দের অর্থ ৩।৬১৫, ভক্তি ও ধ্যান-গম্য ৩।১৮২, ভূমা ১।৫৪৩-৮৮ : মায়ার আশ্রয় ২।১৭৮, ৮২ ; (ঐ বিষয় ২।২০৪), ব্রহ্মশব্দের অর্থবিচার ১।৯০, শাব্দজ্ঞানের অবিষয় ১।১৬৬-১৬৮, শ্রবণাদি বিধির অঙ্গ নহেন ১।২০৭, সগুণ, ও নির্গুণ ১।২৬৪, সগুণবাক্যের নির্গুণেই তাৎপর্য্য ১।২৬৬, সত্যস্বরূপ ১।৫৮০, (ঔপা-ধিক) সবিশেষ ও (স্বরূপতঃ) নির্বিশেষ ৩।১৩৯, সর্ব্বগত ৩।২০৫, সর্ব্বজ্ঞ ১।১১৭, সর্ব্ব-শক্তিমান্ ২।১৭৯, ১৮১ ; সিদ্ধিতে অনুমান ১।১০৩-৫, (পরমার্থতঃ) সৃষ্ট্যনুকূল শক্তিযুক্ত নহেন ৪।২৬৮-৬৯, স্বগতভেদহীন ২।৯৫, স্বপ্রয়োজন বিনা জগতের উৎপাদক ২।১৮৩-৯০, স্বরূপতঃ নির্গুণ, সগুণতা মায়িক ২।২১০।

ব্রহ্মে—আপাত বিরুদ্ধ বাক্যসকলের সমন্বয় ১।৯০৮, নিরানন্দস্বরূপতার নিরাকরণ ৪।৩১৯, 'নেতি' দ্বারা প্রপঞ্চনিষেধ ৩।১৭৫

ব্রহ্মের—আকার উপাসনার জন্য ৩।১৪১, ১৪৬; উপাসনার জন্য ঔপাধিক রূপ ও স্থান ১।৪৫৯, উপাস্যোপাসকভাব ঔপাধিক ১।২৬৮, ৪২১, জগৎকর্তৃত্ব দেহেন্দ্রিয়নিরপেক্ষ ১।২২৯, জগৎকারণতা, দৃষ্টিভেদে সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মে সমন্বিত ১।১০১, প্রতিবিম্বিত হওয়া শ্রুতিসম্মত ৩।১৫৩, প্রতিষেধ অসম্ভব ১।৩৭৪, মায়িক সগুণতা ২।২১০, (তটস্থ ও স্বরূপ) লক্ষণ ১।৯৭, লক্ষণজ্ঞাপক শ্রুতিবাক্য ১।১১৩, স্বরূপ-বিষয়ে নানা মত ১।৯২,

ব্রহ্ম হইতে—অচেতন জগদুৎপত্তিতে অবিরোধ ২।২৮০, ভূতোৎপত্তির পারম্পর্য্য ২।৫৫৯, সুষুপ্তের ব্যুত্থান ৩।১২১

ব্রহ্মজ্ঞান—ও মোক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠেয়াস্তরা ভাব ১।১৫৮, উৎপত্তির পর মনোনাশ বাসনা-ক্ষয়াদি সাধনাভাব ৪।১৮, জ্ঞানহীনের মোক্ষ অসম্ভব ৪।২৭৬-৭৭, জ্ঞানের ফল—(ক) অপ-রোক্ষ ব্রহ্মানুভূতি ১।৮৭, (খ) দুঃখের উচ্ছেদ ৪।১৭, ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনক্রম ৩।৬৫০, জ্ঞানোৎ-পত্তিতে বিধির অপ্রবৃত্তি ৪।১১, প্রারব্ধের নাশক নহে ৪।৯১, মোক্ষহেতু (কর্ম্মনিরপেক্ষ) ৩।৫৬৯, ৯২১, ৬৩৭ ; সর্ব্ব কর্ম্মের নাশক ৪।৯৭

ব্রহ্মবিদ্ বিধির অতীত ৪।১১

ব্রহ্মবিদের—অনুভব ৪।১৭ ১৮ ৮৪ ; করণীয়াভাব ৪।১৮, নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান অসম্ভব ২।৭০৬; নিষেধমুখাবস্থা ৪।১০৩, পাপনাশ ৪।৭৯, পুণ্যনাশ ৪।৯১, পুণ্যপাপ ত্যাগ ৩।৩৫০, ৩৬৮; ৪।৯৩-৯৪, ১১৪; প্রারব্ধ কর্ম্ম অঙ্গীকার ৩।৪০০, ব্রহ্ম ভাব ও ঈশ্বরভাব ৪।৩১২-২৪; ভাবমুখাবস্থা ৪।১০৬, সঞ্চিতনাশ ও প্রারব্ধক্ষয়ে মুক্তি ৩।৪০০, ৪।১২৩

ব্রহ্মবিদ্যা—(সগুণ) মোক্ষহেতু ৩।৪০১, (নির্গুণ) ঐকান্তিক মুক্তিফলক ৩।৪০২, ব্রহ্ম-চর্য্যাদিসাপেক্ষ ৩।৬৬৯; নিষ্কাম নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসাপেক্ষ ৩।৬৪১, শমদমাদিসাপেক্ষ ৩।৬৪৫, (উক্ত বিদ্যাতে) সগুণ ও নির্গুণধ্যানের প্রকার ও উপলব্ধি ৪।৩৭, (প্রারব্ধরূপ প্রতিবন্ধক, বশতঃ) লেশ অবিদ্যার নাশক নহে ৪।১০০ (প্রারব্ধক্ষয়ে) তাহার নাশক ৪।১০১

ব্রহ্মলোক—নানাস্তরে বিভক্ত ৪।২১২,

(ব্রহ্মলোক) প্রাপক বিদ্যা ৩।৩৮৬, ৪।২৮৮ ;
হইতে মুক্তির অধিকারী ৪।২৫০
ব্রহ্মলোকে পরব্রহ্মের লীলাবিগ্রহ ৪।২৮৩-৮৪
ব্রহ্মলোকেও জ্ঞান উপদেশসাপেক্ষ ১।২১১, ৪।২৪৯, ৩৬৩
ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয় ৩।৫৯৬
ব্রহ্মদত্ত (আচার্য্য) ১। সাত।
ব্রহ্মনন্দী (আচার্য্য) ১। পাঁচ
ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায় ১।৯২০

ভ

ভগবৎকৃপা মোক্ষের হেতু ২।৬৮০, ৪।২৫
ভর্তৃপ্রপঞ্চের মতবাদ ১। চার
ভর্তৃমিত্র (আচার্য্য) ১। ছয়
ভর্তৃহরি (আচার্য্য) ঐ
ভারুচি (আচার্য্য) ১। পাঁচ
ভাবনা (শাব্দী ও আর্থী) ১।৭৮, (অংশত্রয়) ২।৯৫-৯৬
ভাবমুখ (নির্গুণ ব্রহ্মবিদের) ৪।১০২
ভূতসূক্ষ্ম ৩।৩, ১১
ভূতযজ্ঞ (ভূতবলি) ৩।৫৯৭, ৬৬৭, ৬৮৮
ভেদনিন্দার তাৎপর্য্য ৩।১৪২
ভেদবাদে মোক্ষের অসম্ভাবনা ১।৯৫৩
ভেদাভেদবাদ ১। বিয়াল্লিশ, ১। চুরাশী, বেদান্তসম্মত নহে ২।৯১ মোক্ষাসম্ভাবনা ১।৯৫২
ভোগ—ক্রমমুক্তের ৪।৩৩৫, ৩৩৭, কায়ব্যূহে ৪।৩৩৭-৪৫, সাংখ্যমতে ২।২৬৩-৬৫
ভোগ্যসৃষ্টি (ক্রমমুক্তিতে) ৪।৩২৫-৩৩০
ভ্রষ্টোর্দ্ধরেতা—(প্রায়শ্চিত্ত) ৩।৬৮৩, (শিষ্টগণকর্তৃক বর্জ্জনীয়) ৩।৬৯২

ম

মণ্ডন মিশ্র (আচার্য্য) ১। নয়
মধ্যমপরিমাণ ২।৬১১
মন—অন্নময় (ভৌতিক) ২।৫৮৩, ৮১২, অপরোক্ষবাদ ৪।২০, অণুত্বাদি নিরাকরণ ২।৮১১, ইন্দ্রিয় ২।৭৯৬-৯৭, উক্ত বিষয়ে নানা মত ১।৭৪১, ২।৬৪৮, নিত্যত্ব, বিভুত্ব অণুত্বাদিনিরাকরণ ২।৮১১, ন্যায়-বৈশেষিক মতে অসিদ্ধ ২।৬৪৭, পঞ্চবৃত্তি (পাতঞ্জলসম্মত) ২।৭৭৮, (অন্তঃকরণ দ্রঃ)
মনশ্চিত অগ্নি ৩।৪৮১
মনুষ্যেরই শাস্ত্রে অধিকার ১।৬৭৫
মনোময়ী প্রতিমা প্রতীক নহে ৪।২৯৪,
মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়—অস্থিধ্বংসী জ্ঞানোৎপত্তির পর অনাবশ্যক ৪।৮৪
মন্ত্র ২।৭৭, ৭৮ ; (ছন্দঃ) ৩।৬৩১
মন্দ ও মধ্যম অধিকারীর জন্যই শ্রবণাদি ৪।১৬
মহাপ্রকরণ ও অবান্তরপ্রকরণ ১।৫৬৫
মহাযোগী সম্বর্ত্ত ৩।৬৭৩
মার্গানুচিন্তন ৩।৩৯১
মাতৃজাতির—ঋষিত্ব ১।৬৮১, বৈধবেদাধ্যয়নে অধিকার ১।৬৭৯, সন্ন্যাসাধিকার ৩।৬২১
মায়াশক্তি (অবিদ্যা) ১।৮৪৩-৪৪, ২।১০৩
মাসাগ্নিহোত্র ৩।৩৪৬, ৬৬৬
মাহেশ্বর (পাশুপত) মত ১। আঠার, উনষাট, ছেষট্টি, ২।৪৮০-৮১
মিথ্যা—১। একত্রিশ, ১।২৩, ৩১, ২০১
মুখ্যপ্রাণ—অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ২।৭৯২ আধ্যাত্মিক মধ্যমপরিমাণ আধিদৈবিক বিভু ২।৭৮০, উৎপত্তি বিচার ২।৭৭, পঞ্চতন্মাত্রার রজোগুণোৎপন্ন ২।৭৭০, স্বরূপবিষয়ে মতভেদ ২।৭৬৬-৬৯
মুক্তি—জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা ৪।৩০৬, জ্ঞানসমকালে ৩।৭৩৪, ৪।৩০৬, ৩৪৫ ; প্রকারভেদ ১।২৬৯-৭১, মুক্তের যুগপৎ শুদ্ধব্রহ্মভাব ও ঈশ্বরভাব ৪।৩২১, মৃত্যুই মুক্তি (চার্ব্বাক) ৪।১৩২, সাযুজ্যাদি পঞ্চক ৪।৩৪৮, ৩৫০, ৩৫৭
মুক্তির স্বরূপ ১।১৫৬ ১৬২, ৯৫৫
মূর্চ্ছা অর্ধসম্পত্তি ৩।১২৯-১৩৬
মূলাবিদ্যা ও তূলা (তুলা) বিদ্যা ১।৩৩ ; ৪।৩২৪
মোক্ষ—অনিত্যতানিরাকরণ ১।৮৬২; ৪।২৯৯;

(মোক্ষ) অভেদ জ্ঞানে ১।১৩৩, ৪।৩০৬, আভাসবাদাদিতে ৪।৩২৩, ঈশ্বরানুগ্রহবশতঃ ২।৬৮০, উপাসনাসাধ্য নহে ১।১৫৬, ১৭৫, ও ধর্ম্ম (অধিকারিভেদ) ১।১৫২ কণাদমতে ২।৭৪১, গৌতম মতে ১।৬১০-৬২ জৈনমতে ২।৪৫৮ নানামতে (তাহাতে দোষ) ৪।৩০৭, বৌদ্ধমতে ২।৩৪২ ৩৭৯ ; ৪।৩০৭, সাংখ্যমতে ২।২৬৪—৬৫, [সিদ্ধান্তে তাহার অসম্ভাবনা প্রদর্শন ২।২৬৯] সিদ্ধান্তে—মোক্ষ জীবের নিত্যস্বরূপ ১।১৫৬ শুদ্ধব্রহ্মাত্মভাবই মোক্ষ ১।১৭৭ ; ২।২৭১-৭২, ৬৬৩,

য

যজ্ঞ—অগ্নিহোত্র ৩।২১, অতিরাত্র ৩।৪১১, অহীন ৩।৪১০, একাহ ঐ, দর্শপূর্ণমাস ৩।২৫৫ দ্বাদশাহ ৩।৪১০, বাজপেয় ৩।৩৪৫ বৃহস্পতিসব ঐ, মাসাগ্নিহোত্র ৩।৩৪৫-৪৬, সত্র ৩।৩৪০ সোম ১।৮৯৭, স্বিষ্টকৃৎ ৩।৪৫১

যমনিয়মাদি সাধন ৩।৩৭৫

যাগ ও হোম (প্রভেদ) ৩।৪৭৭

যাজ্যা ও অনুবাক্যা ৩।৪৭৭

যাস্কোক্ত ষড়্ভাববিকার ১।১০৩

যুতসিদ্ধি ২।৩২৪

যূপ ১।১৪০-৪১

যোগ্যানুপলব্ধি ২।২২৫

র

রাত্রিতে মৃতের সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে উৎক্রমণ ৪।১৯৬

রাত্রিসত্রন্যায় ৩।৪৩৭

রূঢ় ও যৌগিক ইত্যাদি পদের পরিচয় ৪।২৫৯

ল

লক্ষণ—স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ ১।৯৭

লিঙ্গশরীর ২।৭৫১-৫২, শাস্ত্রার্থ ৪।১৬৩, সমষ্টি ২।৫৮৫, সূক্ষ্মশরীর হইতে ভিন্ন ১।৮৪০, ৪।১৬২

লেশ অবিদ্যার নাশ ৪।১০১

শ

শক্তি (স্বরূপ)—২।১১৫, ১১৭ কুব্জা ১।৭০২

শক্তি ও শক্যবিষয়ে নানামত ১।৭০০

শব্দ অপরোক্ষবাদ ৪।২২, ও বর্ণবিষয়ে নানা দার্শনিক মত ১।৭১৬, দ্বারা অবিদ্যানাশ জ্ঞানোৎপত্তির ক্রম ৪।২৩, নিত্যবর্ণ ১।৭১৫ জগতের নিমিত্তকারণ ১।৭০৪

শব্দের শক্তিগ্রহ প্রক্রিয়া ১।১৪৩, ৭২৭-২৮

শস্ত্র ও শংসন ১।৩৬৫

শাক্তাদ্বৈতবাদ ১। সাতাশী

শাখাচন্দ্রন্যায় ১।৬৩৫

শাণ্ডিল্যবিদ্যা ৩।৩১৭

শাবরভাষ্যের সহিত অবিরোধ ১।১৮৮

শারীরকভাষ্যের তাৎপর্য্য—অবিদ্যাপ্রভাবে ব্রহ্মই জীবরূপে প্রতিভাত ১।৬৪৯

'শিষ্ট' কাহাকে বলে ২।২৩, ৩।৬৮২

'শীল' শব্দের অর্থ ৩।৪২

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ১। বাহান্ন

শূদ্রজাতি—শূদ্রের শ্রৌত বিদ্যাতে অনধিকার ১।৭৮২, ৭৮৬-৯১; জাতির স্বরূপ বিচার ১।৭৬৫ স্মার্ত্ত বিদ্যাতে অধিকার ১।৭৯৩, স্বরাদিহীন বেদপাঠে শূদ্রের অধিকার ১।৭৯৫

শূন্যতা দ্বিবিধ ২।৪৪৮

শূন্যবাদ ১। বার, ৪৫ ; ২।৪৪৬, ৪৪৮, ও অদ্বয়-ব্রহ্মবাদ ২।৪৫০

শেষশেষিত্ব ১।৭৩

শৈবাদ্বৈতবাদ ১। আঠার

শ্রবণ (ও উপাসনার) পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান ৪।৫, ত্রিবিধ ৪।১০ নিয়মবিধি ৪।১৯, নিয়মাদৃষ্ট ৩।৭১২ প্রতিবন্ধনাশক ১।২০৮, প্রতিবন্ধযুক্তের আবৃত্তি ৪।৬, ১৩, ১৮ মনন ও নিদিধ্যাসন ১।১৫১ বিধিবিচার ১।১৮২ শ্রবণমাত্রই জ্ঞানোদয় ৪।১৩

শ্রবণেন্দ্রিয় বিষয়ে কাণাদমত নিরাকরণ ২।৮১৩-১৪

শ্রুতি—অপৌরুষেয়, অভ্রান্ত ১।৭৩০, ২।৫৩৩
শ্রুতিক্রম ও অর্থক্রমাদি ২।৫৮২
শ্রুতিলিঙ্গাদি প্রমাণ ১।২৫৬-২৬২
'শ্রোত্রিয়' শব্দের অর্থ ১।৪৯৯
শ্রৌত—কর্ম্ম ও বিদ্যাতে অধিকারী ১।৭৮২-৮৩, উপাসনার নানা ভেদ ৩।৫৬২, বিদ্যার বিভাগচিত্র ৩।৫৬৪

ষ

ষড়ঙ্গ (বেদের) ১।৭৯৫
ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য ৪।৩৬০
ষড়্বিধতাৎপর্য্য নির্ণায়ক লিঙ্গ ১।১২৩
ষড়্ভাববিকার (যাস্কোক্ত) ১।১০৩
ষোড়শকলা ৪।১৭৭, বিলয়ে মতভেদ ৪।১৭৯

স

সংসার—অনাদি ২।২০৬, সাদি স্বীকারে দোষ ২।২০২-৩
সংস্কার—৪৮ প্রকার ৩।৬৬৭, বৌদ্ধমতে ২।৩৫২, ৩৬৪ ; স্কন্ধ ২।৩৪১
সংযোগপৃথক্ত্বন্যায় ৩।৩৪৯
সংযোগাদি সম্বন্ধের অস্তিত্ব নিরাকরণ ২।৩২৯
সগুণ উপাসনার তাৎপর্য্য ১।১৩৯
সগুণব্রহ্মবিৎ—কল্পান্তে বিদেহমুক্তি ৪।২৪৮ নিত্যাদি কর্ম্ম অবশ্যানুষ্ঠেয় ৪।১১২, পুণ্যপাপ-ত্যাগের কাল (মতভেদ) ৩।৩৭৩, ফল-তারতম্য ৩।৭৩৪, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ৪।২০২, ২৪৩, ২৪৫ ; সুষুম্নাদ্বারে উৎক্রমণ ৪।১৯০
সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যাতে পরস্পর গুণোপসংহার ৩।৪৪২
সঙ্কর্ষকাণ্ড ৩।৪৭৬
সঙ্ঘাতাবিরোধী (ও অসঙ্ঘাতবিরোধী ১।৩০০) ন্যায় ৪।৪৭
সৎ (ছাঃ ৬।২।১) শব্দের অর্থ 'আত্মা' ৩।৩০২
সৎ-চিৎ-আনন্দের অনুভব (জাগতিক বস্তুতে) ২।২৭৫
সৎকারণবাদ ও সৎকার্য্যবাদ প্রভৃতি ১।৭৩৩; ২।৪৯, ১২৫, ৩৩২
সত্তা—চতুর্বিধ ১।৩৫, জাতি ২।১২৭
সত্য, জ্ঞানাদি পদ হইতে ব্রহ্মবোধপ্রক্রিয়া ৩।২৭৫
সত্রযজ্ঞ (ও মহাসত্র)—৩।৩৪০
সদ্যোমুক্তি (ও ক্রমমুক্তি) ১।২৬৯, ৪।৩০১ তারতম্যহীন ৩।৭৩০-৩৬, ৪।৩০১
সন্দংশন্যায় ১।৩৫৬, ৫৬৮
স্থূণানিখননন্যায় ২।১৯৪
সন্ন্যাস—অধিকারী ১।৭৫, নিয়মাদৃষ্ট ৩।৬৭৬, নির্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যার জন্য ৩।৬২১, বিকলাঙ্গের অনধিকার ৩।৬২০, ২১ ; বিদ্বৎ ও বিবিদিষা ৩।৬৪৯, ব্রহ্মজ্ঞানের দৃঢ়তার জন্য ৩।৬১৭, ৬২১
সন্ন্যাসীর প্রত্যবায় ৩।৬১৭, (মৃতের) শ্রাদ্ধ ৪।৯৩
সন্নিকৃষ্ট (ও বিপ্রকৃষ্ট) লক্ষণা ৪।৫৬
সপ্তদশ ঋত্বিক্ ৩।২৪৪
সপ্ত পদার্থ (জৈনমত) ২।৪৫৭-৮
সপ্তভঙ্গীন্যায় (জৈনমত) ২।৪৫৩
স্ফোট ১।৭০৮, ৭২৯
সমবায় ২।১১৮, ১১৯; তাহা হইতে তাদাত্ম্যের প্রভেদ ২।৩২৪
সবন ও সুত্যা ৩।৩৩৩, ৩৪১
সবিকল্পক (ও নির্বিকল্পক) জ্ঞান ২।৩৯৪
সবিশেষ বাক্য উপাসনার্থ ৩।১৫৯, ১৬৬
সমর্থন—আকাশোৎপত্তি ২।৫২৮, ঈশ্বরের কর্ম্মসাপেক্ষ ফলদাতৃত্ব ২।৪৮৬
সম্পাদন বা সম্পত্তি ১।৫৩৬
সম্বর্গোপাসনা ১।১৬৪
সম্বাদী ভ্রম ৪।২৭
সম্পদুপাসনা ১।১৬৩
সম্বর্ত্ত (ঋষি) ৩।৬৭৩

সমাধি—অজ্ঞাননাশক নহে ২।৫৭, ২১২, আত্মজ্ঞানের সাধন ২।৬৫৯
সর্ব্ব নিষেধে ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন ৩।১৭৮
সর্বমুক্তিতে একের মুক্তি ৪।৩২২
সাকার ব্রহ্মোপাসনা ১। পৌত্রিশ, ৩।১৪৬
'সাক্ষাদ্ অপরোক্ষাৎ' (বৃঃ ৩।৪।১) শ্রুতির অর্থ ৩।৪২১
সাক্ষী—স্বীকারে যুক্তি ২।৪৩১, সাক্ষিভাস্য ১।৫২, অন্তঃকরণবৃত্তি সাক্ষিভাস্য ২।৪২৩, ৪২৯
আকাশ সাক্ষিভাস্য ১।৫১, স্বয়ংপ্রকাশ ২।৪৩৪
স্থালীপুলাকন্যায় ২।৫৮৩
সাধনচতুষ্টয় (ব্রহ্মবিদ্যায়) ১।৬৫, ৮০
সান্নায্যযাগ ৩।২৫৫
সামান্যগুণ (ও বিশেষগুণ) ২।২৮৪, ৩৮৩
সাম (সপ্তভক্তি) ৩।২৪৪
সামঞ্জস্যবাদ (বিজ্ঞানভিক্ষু) ১। চুয়াত্তর
সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান ৪।৩২৯
সাম্প্রদায়িক আগমের অপ্রামাণ্য ২।৪৮২
সাযুজ্যমুক্তি (স্বরূপ) ৪।৩৪৮, তাদৃশ মুক্তেরই ক্রমমুক্তি ৪।৩৫০
সালোক্যাদি মুক্তিপঞ্চক ৪।৩৪৮
সালোক্যাদি মুক্তের ঐশ্বর্য্য ৪।৩৫৪
সাংখ্যমতে—ভোগ ও মোক্ষ ২।২৬৩, (তাহার খণ্ডন) ২।২১৩-২৭২, মোক্ষের অসম্ভাবনা ২।২৪৯, ২৬৯ , সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণাম অসম্ভব ২।২৫৫, সর্ব্বজীবসাধারণ জগৎ অসম্ভব ২।৭৫৫, সূক্ষ্মশরীর ২।৬৬৪, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ২।২৩২
সিদ্ধ পুরুষ ৪।৭২, তাঁহার উপলব্ধি ৪।৩৭
সিদ্ধ বস্তুর প্রামাণ্য ১।১৯২, বেদার্থতা—ঐ
স্বিষ্টকৃৎ যজ্ঞ ৩।৪৫১
সুখ, তাহার হেতু ও অনুভূতি ২।২২৭
সুন্দর পাণ্ড্য ১। সাত
সুষুপ্তি ৩।১২৯, ৪।৩৪৫; পরব্রহ্মৈকত্ব ১।২২২
সুষুপ্তি, মুক্তি ও ক্রমমুক্তির ভেদ ৪।৩৪৫
সুষুম্না নাড়ী ৪।১৯১
'সূক্ত' শব্দের অর্থ ২।৭৬১
সূক্ষ্মশরীর—আতিবাহিক ৪।১৬৩, লিঙ্গশরীর হইতে পৃথক্ ১।৮৪০, পরিচয় ২।৭৫১, ৪।১৬১
শাস্ত্রার্থ ৪।১৬২-৬৩, সাংখ্যমতে ২।৬৬৪
সৃষ্টিক্রিয়াতে কর্তৃত্ব বিভাগ ২।৮০৭
সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ ১।৩৫, ৭৩৫
সৃষ্টিবাক্য ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়বোধক ২।৯৯, ১৯১
সৃষ্টিশ্রুতি ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপাদনের জন্য ২।১৯০, ৪।২৬৮,
'সেতু' শব্দের অর্থ ৩।১৯৬
সেশ্বর সাংখ্য ও বেদান্ত ২।৪৮০
সোমযজ্ঞের পরিচয় ১।৮৯৭
স্ত্রীজাতির অধিকার— মাতৃজাতি দ্রঃ।
স্রষ্টৃবিষয়ক বাক্যসকলের অবিরোধ ১।৯০৩
স্কন্দ—আশ্রম ৩।৬০৫, স্কন্দপঞ্চক (বৌদ্ধমত) ২।৩৩৯
স্মৃতির প্রামাণ্য বিচার ২।১২
স্মার্ত্ত উপাসনাও মোক্ষপ্রদ ৪।২৯২
স্বভাবকারণবাদ ২।২৫৭, নিরাকরণ ১।৯১০
'স্বয়ংপ্রকাশ' শব্দের অর্থ ২।৪৩৪
স্বরাদিহীন বেদপাঠ বস্তুতঃ পুরাণপাঠ ১।৭৯৫
স্বাপ্নসৃষ্টির মিথ্যাত্ব ৩।৮৪-১০৫

হ

হিংসা (বৈধ) পাপজনক নহে ৩।৭৮, সাংখ্যমতে পাপজনক ৩।৭২
হিরণ্যগর্ভ ৪।২৪৩
'হৃদয়' শব্দের অর্থ ৪।১৮৭

পরিশিষ্ট (ঘ)—উদ্ধৃতিসূচী

দ্রষ্টব্য—(ক) এই তালিকাতে সন্ধিযুক্ত পদসকলের উপর লক্ষ্য রাখিয়া উদ্ধৃতিগুলির অনুসন্ধান করিতে হইবে, যথা—"তদ্দেবা", "তদ্ধ", "যো হ বৈ", ইত্যাদি এইপ্রকার সন্ধিযুক্ত পদঘটিত বাক্যের অনুসন্ধানকালে উক্ত পদদ্বারা আরব্ধ স্থলসকলে, অথবা "তৎ দেবাঃ" "তৎ হ" "যঃ হ বৈ" ইত্যাদি এইপ্রকারে আরব্ধ স্থলসকলে অনুসন্ধান করিতে হইবে। (খ) পুস্তকমধ্যে উল্লিখিত আকর ও সংখ্যা এবং এই সূচীপত্রে উদ্ধৃত আকর ও সংখ্যার মধ্যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলে এই সূচীপত্রে উদ্ধৃত আকর ও সংখ্যাকেই প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। (গ) আকর ও সংখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তিগণের বিভিন্ন গ্রন্থে যেপ্রকার প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই প্রকারই উদ্ধৃত করিয়াছি। কোন কোন স্থলে আকর গ্রন্থানুযায়ী তাহার সংশোধনও করা হইয়াছে। কিন্তু সকল স্থলে আকরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। (ঘ) যে স্থলে অনুসন্ধান করিয়াও সেই 'আকরে' সেই 'বাক্যের' সন্ধান প্রাপ্ত হই নাই; অথবা পাঠের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই স্থলে '?' এইপ্রকার চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। (ঙ) উদ্ধৃত বাক্যসকলের মধ্যে বিরল কোন কোন বাক্য ব্যতিরেকে অধিক সংখ্যক বাক্যই ভাষ্যমধ্যে ও অন্যত্র বহুবার উদ্ধৃত হইয়াছে, আমরা এই তালিকামধ্যে একটী মাত্র স্থান প্রদর্শন করিতেছি। (চ) গ্রন্থমধ্যে বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ছান্দোগ্যোপনিষৎ, শতপথব্রাহ্মণ ইত্যাদি আকরগ্রন্থসকলের বোধের জন্য 'বৃঃ', 'ছাঃ', 'শতঃ ব্রাঃ', ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই তালিকাতে : (বিসর্গ) বিহীন মাত্র 'বৃ', 'ছা', 'শত ব্রা', ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। (ছ) পংক্তির মধ্যবর্ত্তী সংখ্যাগুলি উদ্ধৃতির আকরগ্রন্থের অধ্যায় ও কণ্ডিকাদির দ্যোতক এবং অন্তিম সংখ্যাগুলি এই গ্রন্থের অধ্যায় ও পৃষ্ঠাসংখ্যার দ্যোতক; যথা—

উদ্ধৃতি	আকর	অধ্যায় ও পৃষ্ঠা
অকলঃ অমৃতঃ ভবতি	প্রশ্ন ৬।৫	৪।১৮৩
অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম	মনু সং ১১।৪৪	৩।৬১৭
অক্কে চেৎ মধু বিন্দেত	....	৩।৫৭৫
অক্ষরসমাম্নায়ঃ	পাণিনীয় মহাভাষ্য ১।১।২	১।৫৯১
অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ	মু ২।১।২	১।৪৯১
অক্ষরাৎ সম্ভবতি ইহ বিশ্বম্	মু ১।১।৭	১।৪৯৩
অক্ষয্য হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ	আপ ধর্ম্ম ২।১।১, ঐ শ্রৌ ৮।২।২	১।৮০
অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে	বৃ ৪।২।৪	১।৬৬৭
অগ্নয়ে চ প্রজাপতয়ে চ জুহোতি	....	১।২৫৬
অগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশম্	তৈ সং ২।৫।৫।২	৩।২৫৪
অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্	....	৪।২৯৫
অগ্নিঃ অধীতে অনুবাকম্	....	১।৩৩৬
অগ্নিঃ পাদঃ বায়ুঃ পাদঃ	ছা ৩।১৮।২	১।৭৪৬
অগ্নিং প্রোক্ষতি	শত ব্রা ৯।২।১।২ ?	৩।৪৮১

অগ্নিরন্নাদঃ	বৃ ১।৪।৬	১।৪৩২
অগ্নির্যস্য দ্যৌর্মূর্ধা খং নাভিঃ	মহাভা শা ৪৭।৬৮	১।৫১৬
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা	গীতা ৮।২৪	৪।২০৫
অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ	মু ২।১।৪	১।৫০৩
অগ্নির্বা অকাময়ত অন্নাদঃ দেবানাং	তৈ ব্রা ৩।১।৪।১	১।৭৪৩
অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ	ঐত ১।২।৪	২।৭৮৫
অগ্নির্বৈ মৃত্যুঃ	বৃ ৩।২।১০	৩।৪০২
অগ্নিলোকম্ আগচ্ছতি	কৌ ১।৩	৪।২২৮
অগ্নিহিমস্য ভেষজম্	তৈ সং ৭।৪।১৮।২	১।১২৬
অগ্নিহোত্রং জুহোতি	তৈ সং ১।৫।৯।১	৩।৩৪৬
অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ	মৈত্রায়ণী সং ১।৮।৬	৩।৬৫৯
অগ্নিহোত্রং জুহোতি যবাগূং পচতি	তৈ সং ১।৫।৯।১	২।৫৮৩
অগ্নিহোত্রং তপস্সত্যং	তৈ সং ২।৫।৬	১।১৫৪
অগ্নিঃ পাদঃ বায়ুঃ পাদঃ	ছা ৩।১৮।২	১।৭৪৬
অগ্নীষোমীয়ং পশুম্ সংজ্ঞপয়েৎ (আলভেত)		২।৭০২ (৩।৭৮)
অগ্নেঃ ঋগ্বেদঃ	....	১। সাতষট্টি
অগ্নেরাপঃ	তৈঃ ২।১	২।৫৬৩
অগ্নে বেঃ হোত্রং বেঃ অধ্বরং	তাণ্ড্য ব্রা ২১।১০।১১	৩।৪১০
অঙ্গেষু ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদঃ	...	৩।৪৩৬
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ	কঠ ২।১।১৩,১৪	১।৬৭০
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অন্তরাত্মা	কঠ ২।৩।১৭	১।৬৭৯
অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাক্	বৃ ৩।৮।৮	১।৫৯৭
অচতুর্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাহুরপরো হরিঃ		৪।৩৬৫
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ	মহাভা ভী ৫।১২	২।১৬৮
অজঃ অগ্নীষোমীয়ঃ		৩।৫২৪
অজঃ আত্মা	বৃ ৪।৪।২৫	২।৫৯২
অজড়ং স্বাত্মসংবোধি নিত্যং	অহির্বুধ্ন্য সং ২।৫৬	২।৫০৯
(অজম্) অজরম্ অমরম্	বৃ মাধ্য ৩।৮।৮	৪।১৪
অজরঃ অমরঃ অমৃতঃ	বৃ ৪।৪।২৫	৩।৭৩৩
অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্	শ্বে ৪।৫	১।৮৬৭
অজো নিত্যঃ শাশ্বতঃ অয়ং পুরাণঃ	কঠ ১।২।১৮	২।৫৯৭
অণিমা মহিমাচৈব লঘিমা প্রাপ্তিঃ	যো সূ ৩।৪৫ ভাষ্য দ্রঃ	১।৪৭৪
অণীয়ান্ ব্রীহেবা যবাদ্বা	ছা ৩।১৪।৩	১।৪২৩
অণোরণীয়ান্	শ্বে ৩।২০, কঠ ১।২।২০	১।৯৭৪
অণ্ব্যঃ ইব ইমাঃ ধানাঃ	ছা ৬।১২।১	ঐ

অণ্ব্যো মাত্রাঃ বিনাশিন্যো দশার্দ্ধানাং	মনু সং ১।২৭	৪।১৫০
অতঃ অন্যদ্ আর্ত্তম্	বৃ ৩।৪।২	২।৫৬৪
অতঃ ঊর্দ্ধ্বম্ অমন্ত্রবদাচরেৎ	আরুণিকোপনিষৎ ২	৩।৬১৬
অত ঊর্দ্ধ্বং বিমোক্ষায় ব্রূহি	বৃঃ ৪।৩।১৪, ১৫	২।৬০১
অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং	ছাঃ ৫।১০।৬	৩।৬৯
অতো নিরবশেষপ্রপঞ্চোপশমার্থং	মাধ্যমককারিকা ২৪।৭, প্রসন্নপদা	২।৪৫০
অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ঃ রসশ্চ	মু ২।১।৯	১।৫০৫
অতশ্চ সংক্ষেপমিমং শৃণুধ্বং	মহাভা শা ৩০১।১১৫ ?	২।১০
অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি	তৈ সং ৬।৬।১১।৪	২।১৬৯
অতিবাদ্যসি ইতি অতিবাদী অস্মি	ছা ৭।১৫।৪	১।৫৭২
অতঃ অন্যদ্ আর্ত্তম্ ...	বৃ ৩।৪।২, ৩।৫	৩।৪২৪
অতঃ বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্	ছা ৫।১০।৬	৩।৬৯
অত্যন্তম্ আত্মানম্ আচার্য্যকুলে	ছা ২।২৩।১	৩।৬৮১
অত্র অয়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি	বৃ ৪।৩।৯	২।৬০৬
অত্র এষঃ দেবঃ স্বপ্নান্ ন পশ্যতি	প্রশ্ন ৪।৬	১।৫৭৪
অত্র পিতা অপিতা ভবতি	বৃ ৪।৩।২২	৪।৩৬
অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে	কঠ ২।৩।১৪, বৃ ৪।৪।৭	৪।১৭৩
অত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সে	ছা ৬।১৩।২	১।১৩১
অত্র স্তেনঃ অস্তেনঃ ভবতি	বৃ ৪।৩।২২	৩।১৩৪
অত্রৈব মা ভগবান্ অমূমুহৎ ন প্রেত্য	বৃ ২।৪।১৩	১।৯৪৭
অত্রৈব মা ভগবান্ মোহান্তম্ আপীপদৎ	বৃ মাধ্য ৪।৩।১৪	২।৬০০
অত্রৈব সমবনীয়ন্তে	বৃ কাণ্ব ৩।২।১১, ঐ মাধ্য ৩।২।১২, ৪।২।৮	৪।১৭০
অথ অকাময়মানঃ	বৃ ৪।৪।৬	৪।১৭৩
অথ অধ্যাত্ম্যং	ছা ১।৭।১	১।৩১৯
অথ অয়ম্ অশরীরঃ	বৃ ৪।৪।৭	১।২৭১
অথ অস্য বেদম্ উপশৃণ্বতঃ	গৌ ধর্ম্মসূ ১২।৪	১।৭৯১
অথ ইমম্ এব ন আপ্নোৎ	বৃ ১।৫।২১	২।৮০০
অথ এতম্ এব অধ্বানং	ছা ৫।১০।৫	৩।৬৩
অথ অস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি	কৌ ৪।২০	১।৯১৪
অথ এতয়োঃ পথোঃ ন কতরেণচন	ছা ৫।১০।৮	৪।২১৪
অথ এতৈঃ এব রশ্মিভিঃ ঊর্দ্ধ্বম্	ছা ৮।৬।৫	৪।১৯৫
অথ এনম্ এতে প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি	বৃ ৪।৪।১	৩।৫
অথ এষঃ জ্যোতিঃ....বিশ্বজ্যোতিঃ....সর্ব্বজ্যোতিঃ	...	৩।২২৪
অথ কোঽহম্	ঐত ১।৩।১১	৩।২৯৬

অথ খলু আহুঃ	বৃ ৪।৩।১৪	৩।৮৯
অথ খলু অমুম্ আদিত্যং	ছা ২।৯।১	৪।৬০
অথ খলু এতস্যৈব অক্ষরস্য	ছা ১।১।১০	২।২৫১
অথ খলু প্রাণঃ এব প্রজ্ঞাত্মা	কৌ ৩।৩	১।৩৭৭
অথ তত ঊর্ধ্বঃ উদেত্য	ছা ৩।১১।১	৩।৩৯৬
অথ তত্ত্বদর্শনোপায়ো যোগঃ	মাহেশ্বর যোগসূত্র	২।২২
অথ ধর্ম্মযুগে তস্মিন্....সুলভা	মহাভা শা ৩২০।৭	৩।৬২১
অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যম্	বৃ ২।৩।৬	৩।১৮০
অথ পরা যয়া তদক্ষরম্ অধিগম্যতে	মু ১।১।৫	১।৪৮৮
অথ পরিব্রাড্ বিবর্ণবাসা	জাবাল ৫, মৈত্রায়ণী ব্রা	৩।৬২১
অথ পুনরেব ব্রতী বা অব্রতী বা	জাবাল ৪	৩।৬২০
অথ যঃ অন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে	বৃ ১।৪।১০	৪।৩৩
অথ যঃ আত্মা সঃ সেতুঃ বিধৃতিঃ	ছা ৮।৪।১	১।৬২৮
অথ যঃ এতৌ পন্থানৌ ন বিদুঃ	বৃ ৬।২।১৬	৩।৩৮১
অথ যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ অগ্নিহোত্রং	ছা ৫।২৪।২	৩।৪৪৭
অথ যঃ এবং বিদ্বান্ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং	কৌ ২।৯ (পাঠান্তর)	৩।২৭০
অথ যঃ এবং বেদ ইদং জিঘ্রাণি	ছা ৮।১২।৪	২।৬০৬
অথ যঃ এষঃ অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ	ছা ১।৬।৬	১।৩১৯
অথ যঃ এষঃ অন্তরক্ষিণি পুরুষঃ	ছা ১।৭।৫	১।৩১৯
অথ যঃ এষঃ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ	ছা ৮।৩।৪	১।৬৩১
অথ যৎ যজ্ঞঃ ইতি আচক্ষতে	ছা ৮।৫।১	৩।৬৪২
অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি....তদল্পম্	ছা ৭।২৪।১	৪।২৫৬
অথ যত্র এতৎ অস্মাৎ শরীরাৎ	ছা ৮।৬।৫	৪।১৯৪
অথ যত্রৈতৎ আকাশম্ অনুবিষণ্ণং	ছা ৮।১২।৪	২।৭৮৯
অথ যথা অস্যৈ প্রজ্ঞায়ৈ ...	কৌ ৩।৪	১।৩৯৯
অথ যদতঃ পরো দিবঃ জ্যোতিঃ	ছা ৩।১৩।৭	১।৩৪৯
অথ যদল্পং তৎ মর্ত্ত্যম্	ছা ৭।২৪।১	১।২৬৫
অথ যদি আদিদীক্ষাণাঃ যথক্রমং	...	৩।২২৬
অথ যদিদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরম্	ছা ৮।১।১	১।৬১১
অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি	ছা ৪।১৫।৫	১।৪৬৭
অথ যা এতা হৃদয়স্য নাড্যঃ	ছা ৮।৬।১	৪।১৯৪
অথ যে ইহ আত্মানম্ অনুবিদ্য ব্রজন্তি	ছা ৮।১।৬	৪।৩৩০
অথ যে ইহ কপূয়চরণাঃ	ছা ৫।১০।৭	৩।৩২
অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তেদত্তম্	ছা ৫।১০।৩	৩।১৯
অথ যে এতৌ পন্থানৌ ন বিদুঃ	বৃ ৬।২।১৬	৩।৩৮৯

অথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানাম্	বৃ ৪।৩।৩৩	৩।২৬
অথ যোঽন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে	বৃ ১।৪।১০	৩।২৪
অথ যোগানুশাসনম্	যো সূ ১।১	১।৬৭
অথ যো বেদ ইদং জিঘ্রাণি....আত্মা	ছা ৮।১২।৪	২।৬০৬
অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে	বৃ ৪।৩।১০	৩।৮৭
অথ রাজধর্ম্মাঃ প্রজাপরিপালনম্	বিষ্ণু সং ৩ অঃ	১।৭৭৮
অথ সত্যব্রতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং	মহাভা ৩।২৯৭।১৭	১।৬৭১
অথ সপ্তবিধস্য	ছা ২।৮।১	৪।৬০
অথ স্বপ্নাঃ পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং	ঐত আ ৩।২।৪।১৬	২।৯৪
অথ হ ইমম্ আসন্যং প্রাণম্	বৃ ১।৩।৭	৩।২৪৭
অথ হ প্রাণাঃ অহংশ্রেয়সি ব্যূদিরে	ছা ৫।১।৬	২।৭৭৫
অথ হ য এতান্....পঞ্চাগ্নীন্	ছা ৫।১০।১০	৩।২৩২
অথ হ য এব অয়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ	ছা ১।২।৭	৩।২৪৮
অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুঃ	বৃ ৪।৫।১	৩।৬৩০
অথ হ শৌনকং চ কাপেয়ম্	ছা ৪।৩।৫	১।৭৮৭
অথাতঃ আদেশঃ নেতি নেতি	বৃ ২।৩।৬	৩।১৪৮
অথাতঃ ক্রত্বর্থপুরুষার্থয়োঃ জিজ্ঞাসা	জৈ সূ ৪।১।১	১।২০৯
অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা	জৈ সূ ১।১।১	১।২০৮
অথাতো নিঃশ্রেয়সাদানম্	কৌ ২।৯	৩।২৬৯
অথাতো রেতসঃ সৃষ্টিঃ	ঐত আ ২।১।৩	৩।২৯১
অথাতো ব্রতমীমাংসা	বৃ ১।৫।২১	৩।৪৭৪
অথাস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি	কৌ ৩।৩, ৪।১৯	১।৯১৪
অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ	প্রশ্ন ১।১০	১।৪৬৬
অথ যঃ এবং বিদ্বান্ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং	কৌ ২।৯(পাঠান্তর)	৩।২৭০
অথ যঃ ব্রহ্মচারী স্ত্রীম্ উপেয়াৎ		৩।৬৮৪
অদৃশ্যম্ অব্যবহার্য্যম্ অগ্রাহ্যম্	মাণ্ডূ ৭	১। আঠাশ
অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ ...	বৃ ৩।৮।১১	৪।১৪
অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা	বৃ ৩।৭।২৩	১।৪৮০
অদৃষ্ট...অশ্রুতঃ	ঐ	১।৪৭৮
অদো অন্তঃ পরেণ দিবম্	ঐত ১।১।২	৩।২৯১
অদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজঃ মূলম্	ছা ৬।৮।৪	১।৯০৬
অদ্ভ্যঃ পৃথিবী	তৈ ২।১	২।৫৬৭
অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা....শীলমেতৎ	...	৩।৪২
অধর্ম্মাজ্জায়তেঽজ্ঞানং যথেষ্টাচরণং ততঃ	নৈ সি ৪।৬৩	২।৭০৭
অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ উদ্রবেৎ	...	৩।৬০৮

অধিষ্ঠানাবশেষো হি নাশঃ কল্পিতবস্তুনঃ	সূতসংহিতা, যজ্ঞবৈভব ২।৮	(১।১৬২, ৩।১৭৮)
অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য	মনু সং ৬।৩৬	১।৭৪
অধ্যাসোঽন্যাগতার্থত্বং লাভশ্চান্যাধিকারিণঃ	...	১।৬৩
অধীহি ভগবঃ ইতি হ উপসসাদ	ছা ৭।১।১	১।৭৮৯
অধ্যেতব্যং ন চান্যেন ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বিনা	ভবিষ্যপুরাণ ১।৭২	১।৭৯৭
অধ্বর্য্যবে সঞ্চনীয়ং শস্তম্	কল্পসূত্র	৩।৫২৫
অনগ্নং কুরুতে	বৃ মাধ্য ৬।২।১৫	৩।৩০৭
অনগ্নং কুর্ব্বন্তঃ মন্যন্তে	বৃঃ কাণ্ব ৬।১।১৪, মাধ্যঃ ৬।২।১৫	৩।৩০৭
অনন্তম্ অপারং	বৃ ২।৪।১২	১।৫৪৬
অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ	বৃ ৪।৫।১৩	২।৬০৫
অনন্তং বৈ মনঃ অনন্তাঃ বিশ্বেদেবাঃ	বৃ ৩।১।৯	১।১৬২
অনন্যলভ্যঃ শব্দার্থঃ	...	১।১৪৬
অনন্বাগতং তেন ভবতি অসঙ্গঃ হি পুরুষঃ	বৃ ৪।৩।১৫, ১৬	১।৮২৩
অনন্বাগতং পুণ্যেন, অনন্বাগতং পাপেন	বৃ ৪।৩।২২	ঐ
অনপেক্ষত্বাৎ	জৈ সূ ১।১।৫	১।৬৯৬
অনয়া ত্বা পাত্রেণ সমুদ্রং রসয়া	....	৩।৪৮৬
অনশ্নন্ অন্যো অভিচাকশীতি	শ্বে ৪।৬, মুঃ ৩।১।১	১।৪৩২
অনাগতাং তু যে পূর্ব্বাম্...সন্ধ্যাং	বোধায়ন স্মৃতি ২।৪।২০	৩।৬১৬
অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা	মহাভা শা ২৩১।৫৬-৫৭	১।৭০৬
অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীব প্রবুধ্যতে	মা কা ১।১৬	২।৫৭
অনাত্মনস্তং মহতঃ পরং ধ্রুবম্	কঠ ১।৩।১৫	২।৫৫০
অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত দিনমেকমপি দ্বিজঃ	স্মৃতিবচন	৩।৬৭৮
অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম	গীতা ৬।১	৩।৬৬৬
অনিত্যম্ ইতি বিশেষতঃ প্রতিষেধাভাবঃ	বৈ সূ ৪।১।৪	২।৩০৮
অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জম্	পা সূ ৬।১।২৫৮	১।৮৮৬
অনুদিতে জুহোতি	....	১।১০৯
অনুভববিহীনা যৈবমেবেতি বুদ্ধিঃ	সং শা ৩।৩৪৬	৩।৭০৬
অনু ম এতাং ভগবো দেবতাং	ছা ৪।২।২	৪।৮
অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ ততো যাতি পরাং গতিম্	গীতা ৬।৪৫	৩।৬৭৫
অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য	ছা ৬।৩।২	৩।১০৩
অন্তঃ পুরুষে হৃদয়ম্	ছা ৩।১২।৪	১।৩৭০
অন্তর্যাত্মন্ পুরুষঃ হিরণ্ময়ঃ	শত ব্রা ১০।৬।৩।২	১।৪১৯
অন্তর্বৈ কিল তে শালাবত্য	ছা ১।৮।৮	১।৩৩৪
অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ	বৃ ২।১।১৭	৩।১০৯
অন্ধঃ ভবতি	ছা ৮।৯।১	৪।৩০০

অন্ধবৎ জড়বচ্চাপি মূকবচ্চ মহীং চরেৎ	নারদপরিব্রাজক উ ৪।৩৬	৩।৭২৩
অন্নম্ অশিতং ত্রেধা বিধীয়তে	ছা ৬।৫।১	২।৮১১
অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ	ছা ৬।৫।৪	২।৫৮৩
অন্নাদে ভ্রূণহা মার্ষ্টি পত্যৌ ভার্য্যাপচারিণী	বসিষ্ঠ সং ১৯	৩।৩৬০
অন্নাদো বসুদানঃ বিন্দতে বসু	বৃ ৪।৪।২৪	১।৩৬১
অন্নেন সোম্য শুঙ্গেন অপঃ মূলম্ অন্বিচ্ছ	ছা ৬।৮।৪	১।৯০৬
অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং	বৃ ৪।৪।৪	৩।৫
অন্যৎ পরম্ অস্তি	বৃ ২।৩।৬	৩।১৭৯
অন্যত্র আয়তনম্ অলব্ধা	ছা ৬।৮।২	৩।১১০
অন্যত্র ধর্মাৎ অন্যত্র অধর্মাৎ	কঠ ১।২।১৪	১।৪৩৯
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ	ঐ	১।৪৪০
অন্যত্রমনাঃ অভূবং ন অদর্শম্	বৃ ১।৫।৩	২।৬৪৬
অন্যদেব তৎ বিদিতাৎ অথো অবিদিতাৎ	কেন ১।৪	৩।১৪৮
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব	কঠ ১।১।২১	১।৮৬০
অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ	তৈ ২।৫	১।২৮৩
অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ	তৈঃ ২।৩	১।২৯৪
অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ	তৈঃ ২।৪	ঐ
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্য এষঃ সেতুঃ	মু ২।২।৫	১।৫৫২
অন্যঃ অসৌ অন্যঃ অহম্	বৃ ১।৪।১০	১।৯৫১
অপরপ্রত্যয়ং শাস্ত্রং	মাধ্যমক কা ১৮।৯	২।৪৫০
অপরাজিতা পূঃ ব্রহ্মণঃ	ছা ৮।৫।৩	৪।৩৬১
অপরাবস্তুবোধোঽত্র নিদিধ্যাসনম্	বৃ ভাষ্যবার্তিক ২।৪।২১৭	৩।৭০৬
অপরাহ্ণে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞেন যজেত	....	৪।৬৬
অপাগাৎ অগ্নেঃ অগ্নিত্বং	ছা ৬।৪।১	২।৮৫
অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা	শ্বে ৩।১৯	১।২৩০
অপান্তরতমাঃ কলিদ্বাপরয়োঃ	মহাভা শা ৩৪৯।৫৯	৩।৩৯৩
অপি রোদিতি ইব	ছা ৮।১০।২	৪।৩০০
অপিতু বাক্যশেষত্বাৎ	জৈ সূ ১০।৮।১৫	৩।৩৬২
অপ্রতর্ক্যম্ অবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তম্ ইব সর্বতঃ	মনু সং ১।৫	১।৪৭৯
অপ্রতিসমাধেয়ব্যাধীনাং...প্রাণত্যাগঃ	...	১।৬০
অপ্রতিহতজ্ঞানা দেবতা	....	১।৩৮৩
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ	মু ২।১।২	১।৪০৮
অপ্রাপ্য মনসা সহ	তৈ ২।৯	৪।২১
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং	গীতা ৬।৩৭	৩।৭৩০
অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি	বৃ ৪।২।৪	২।১৭২

অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ	ন্যা দ ৪।১।১৪	২।৩৯৭
অভিসমাবৃত্য কুটুম্বে	ছা ৮।১৫।১	৩।৭১৪
অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি	ছা ৫।১০।৬	৩।৬৩
অমিতস্যাং সৃষ্টিরিয়ং চিদাত্মনঃ	ত্রিপুরারহস্য, জ্ঞান, ১১।৭৪	১।অষ্টআ[illegible]
অমুষ্মাৎ আদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে	ছা ৮।৬।২	৪।১৯৬
অমুং যজ অমুং যজ	বৃ ১।৪।৬	
অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন	বৃ ২।৪।২, ৪।৫।৩	১।৯৩১
অমৃতত্বং হি বিদ্বান্ অশ্নুতে		৪।১৫৩
অমৃতস্য এষঃ সেতুঃ	মু ২।২।৫	১।৫৮৫
অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম্	তৈ ১।৪।১	১। সাতষট্টি
অয়ম্ অগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ	বৃ ৫।৯।১	১।৫১২
অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ঃ	বৃ ৪।৪।৫	২।৫৯৯
অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূঃ	বৃ ২।৫।১৯	১।৩৮৭
অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ	বৃ ৪।৩।২১	১।৮২০
অয়ং বাব লোকঃ এষঃ অগ্নিঃ চিতঃ	শত ব্রা ১০।৫।৪।১	৩।৫০৩
অয়ং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠঃ	বৃ ১।৫।২১	২।৮০০
অয়ং বৈ হরয়ঃ	বৃ ২।৫।১৯	৩।১৫৮
অয়ং শারীরঃ আত্মা প্রাজ্ঞেন আত্মনা	বৃ ৪।৩।৩৫	১।৮২১
অয়ণাম্ ইয়াং ইতি পদং	...	৩।৬৮২
অর্চিষম্ এব অভিসম্ভবন্তি	ছা ৪।১৫।৫	৪।২১৮
অর্চিষঃ অহঃ অহ্নঃ	ছা ৫।১০।১, ৬।১৫।৫	৪।২২৮
অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্	পা সূ ১।২।৪৫	১।৩০৬
অরশ্চ হ বৈ ণ্যশ্চ অর্ণবৌ	ছা ৮।৫।৩	৪।৩৬১
অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখম্		৪।৩৬৮
অর্বাগ্বিলঃ চমসঃ ঊর্ধ্ববুধ্নঃ	বৃ ২।২।৩	১।৮৭০
অবকীর্ণী তু কাণেন গর্দভেন চতুষ্পথে	স্মৃতি	৩।৬৮৬
অবকীর্ণিপশুশ্চ তদ্বদাধানস্য	জৈ সূ ৬।৮।২২	৩।৬৮৫
অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্বধর্মনিবৃত্তৌ... পরিণামঃ	যো সূ ৩।১৩ ব্যাসভাষ্য	১।৯৬৭
অবাক্ অমনাঃ	বৃ ৩।৮।৮	১।৫৮২
অবাকী অনাদরঃ	ছা ৩।১৪।২	১।৪১৭
অবিকার্যোঽয়মুচ্যতে	গীতা ২।২৫	১।১৭৪
অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ	বৃ ৩।৮।১১	৪।১৪
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা	ঈশ কাণ্ব ১১, মাধ্য ১৪	৩।৬৩৮
অবিদ্যা চ	বৈ সূ ৪।১।৫	২।৩১০
অবিপক্বকষায়ঃ অন্বাং	শ্রীমদ্ভা ১১।৪০	৩।৬১৭

অবিলুপ্তব্রহ্মচর্যাঃ গৃহস্থাশ্রমম্ আবিশেৎ	...	৩।৬৮৬
অব্যক্তলিঙ্গাঃ অব্যক্তাচারাঃ	জাবাল ৬, বসিষ্ঠসং ১০।১৭, পরমহংসপরিউ ৪০	৩।৭২৩
অব্যক্তঃ পুরুষো ব্রহ্মন্	মহাভা শা ৩০৯।৩১	২।১০
অব্যক্তোঽয়ম অচিন্ত্যোঽয়ম্	গীতা ২।২৫	৩।১৮১
অশব্দমস্পর্শম্ অরূপমব্যয়ম্	কঠ ১।৩।১৫, মুক্তিকোপ ২।৭২	১।৮৫০
অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ	ছা ৮।১২।১	১।১৫৫
অশরীরং শরীরেষু	কঠ ১।২।২২	১।৯৪৪
অশিশিষতি নাম	ছা ৬।৮।৩	৪।১৫৪
অশ্বঃ ইব রোমাণি বিধূয় পাপম্	ছা ৮।১৩।১	৩।৩৫৪
অশ্বত্থঃ সোমসবনঃ	ছা ৮।৫।৩	৪।৩৬১
অশ্বস্য পদে পদে জুহোতি	....	১।১০৯
অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত	শ্রুতিবচন	১।৭৭৪
অষ্টৌ গ্রহাঃ অষ্টৌ অতিগ্রহাঃ	বৃ ৩।২।১	২।৭৪০
অষ্টৌ গ্রাসাঃ মুনেঃ ভক্ষ্যাঃ	বোধায়ন ধর্ম সূ ১৮।১৫	৩।৬৯২
অসঙ্গঃ হি অয়ং পুরুষঃ	বৃ ৪।৩।১৫, ১৬	২।২৪
অসৎ বৈ ইদম্ অগ্রে আসীৎ,	তৈ ২।৭।১, শত ব্রা ৬।১।১	১।৯০২
অসদেব ইদম্ অগ্রে আসীৎ	ছা ৩।১৯।১	২।১১৩
অসন্নেব সঃ ভবতি	তৈ ২।৬।১	৩।১৭৪
অস্বপ্নঃ সুপ্তান্ অভিচাকশীতি	বৃ ৪।৩।১১	২।৬০৬
‘অসৃগ্রম্’ ইতি মনুষ্যান্	ছান্দোগ ব্রা, ঋগ্বেদসং৯।৬২।১	১।৭০৫
অসৌ আদিত্যঃ একবিংশঃ	তৈ সং ৭।১।১, শত ব্রা ৬।২।২।৩	৩।৩৫৮
অসৌ বা আদিত্যঃ দেবমধু	ছা ৩।১।১	১।৭৪৫
অসৌ বাব লোকঃ গৌতম অগ্নিঃ	ছা ৫।৪।১,বৃ৬।২।৯ ?	৩।১৫
অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা	...	৩।২০
অস্তি ইত্যেব উপলব্ধব্যঃ	কঠ ২।৩।১৩	৩।১৫৫
অস্তিত্বে চ (অস্তি হ্যেব) প্রাণানাং নিঃশ্রেয়সম্	কৌ ৩।২	১।৩৮৪
অস্তি ভগবঃ নাম্নঃ ভূয়ঃ	ছা ৭।১।৫	১।৫৭১
অস্তি ভগবঃ বাচঃ ভূয়ঃ	ছা ৭।২।২	ঐ
অস্তিত্বং যে তু পশ্যন্তি	মাধ্যমক কা ৫।৮	২।৪৫০
অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং ··অংশপঞ্চকম্	সরস্বতীরহস্যোপনিষৎ ২৩-২৪	৪।১০৬
অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্	বৃ ৩।৮।৮	১।২৬৬
অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি	কৌ ৩।৩	২।৬১০
অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ	ছা ৮।১।৫	১।৬২৩
অস্য কুলে বীরঃ জায়তে	ছা ৩।১৩।৬	১।৪০৭
অস্য মহতঃ ভূতস্য নিঃশ্বসিতং····ঋগ্বেদঃ	বৃ ২।৪।১০	১।১১৯

অস্য লোকস্য কা গতিঃ	ছা ১।৯।১	১।৩২৯
অস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে	ছা ৫।২৪।৩	৪।৮০
অস্য সোম্য পুরুষস্য প্রয়তঃ	ছা ৬।৮।৬	৪।১৩১
অস্তৈব কিঞ্চিদুপরি অধশ্চাণ্ডকপালয়োঃ	স্কন্দপু ২২।৩৩	৪।২৮৪
অস্তৈব শরীরস্য নাশম্ অস্য····নশ্যতি	ছা ৮।৯।১	১।২৬৯
অহম্ অন্নম্ অহম্ অন্নাদঃ	তৈ ৩।১০।৬	১।৫০৫
অহম্ উক্থম্ অস্মি ইতি বিদ্যাৎ	ঐত আ ২।১।২।৬	৩।৬২৭
অহমেব অধস্তাৎ অহম্ উপরিষ্টাৎ	ছা ৭।২৫।১	৩।২০৪
অহমেব ইদং সর্ব্বম্ অস্মি	বৃ ৪।৩।২০	৪।২০
অহমেব এতৎ পঞ্চধা আত্মানং	প্রশ্ন ২।৩	২।৭৭৫
অহমেব এতৎ রাত্রৌ দধাতি	...	৪।১৯৭
অহ হারে ত্বা শূদ্র ...	ছা ৪।২।৩	১।৭৮২
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।	গীতা ৭।৬	২।১০
অহং ব্রহ্মাস্মি ...	বৃ ১।৪।১০	১।২৮০
অহং মনুঃ অভবং সূর্য্যশ্চ	ঐ	১।৩৮৮
অহিংসন্ সর্ব্বভূতানি অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ	ছা ৮।১৫।১	২।৬৯৩
অহোরাত্রেষু তে লোকেষু সজ্জন্তে	শ্রুতি	৪।২২৯

আ

আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ	শাণ্ডিল্য উপ ২।১ ?	১।৩২০
আকাশশরীরং ব্রহ্ম	তৈ ১।৬।২	২।৫২০
আকাশাৎ চন্দ্রমসম্	ছা ৫।১০।৪	৩।১৯
আকাশাৎ বায়ুঃ	তৈ ২।১	২।৫৪৮
আকাশাত্মা	ছা ৩।১৪।২	১।৪১৫
আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে	ছা ১।৯।১	১।৩২৯
আকাশে আনন্দঃ ন স্যাৎ	তৈ ২।৭	১।৫৩০
আকাশে এব তদোতং চ প্রোতং চ	বৃ ৩।৮।৭	১।৫৯১
আকাশং প্রতি অস্তং যন্তি	ছা ১।৯।১	১।৩৩৩
আকাশঃ আত্মা	তৈ ১।৭।১	২।৫২০
আকাশঃ আনন্দঃ ...	তৈ ২।৭ ?	৪।৩২০
আকাশঃ বৈ নামরূপয়োঃ নির্ব্বহিতা	ছা ৮।১৪।১	১।৮১৪
আকাশঃ হি এব এভ্যঃ জ্যায়ান্	ছা ১।৯।১	১।৩৩৩
আগন্তুকানাম্ অন্তে নিবেশঃ		৪।২২৫
আগ্নেয়োঽষ্টাকপালম	তৈ সং ১।৮।২, ১৯	৩।৫০০
আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ	বসিষ্ঠ সং ৬।৩	৩।৪৪
আচার্য্যকুলাৎ বেদম্ অধীত্য	ছা ৮।১৫।১	৩।৫৮৭

আচার্য্যাৎ অধ্যেতব্যঃ	..	১।২৫৬
আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনং	তৈ ১।১১।১	৩।৬০১
আচার্য্যবান্ পুরুষঃ বেদ	ছা ৬।১৪।২	১।২৩৯
আচার্য্যস্ত্বে তে গতিং বক্তা	ছা ৪।১৪।১	১।৪৬১
আচার্য্যেণ অভ্যনুজ্ঞাতঃ চতুর্ণামেকমাশ্রমম্	মহা শা ২৩৩।৮	৩।৬৮২
আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি	....	৪।৩৬০
আজ্যভাগৌ যজতি	তৈ ব্রা ১।৬।৯।২	৩।৩৪৬
আণ্ডজং জীবজং	ছা ৬।৩।১	৩।৬০
আতুরকুটীচকয়োঃ ভূর্লোকঃ	নারদপরিব্রা উ ৫।১	৩।৫৯৮
আত্মতঃ এব ইদং সর্ব্বম্	ছা ৭।২৬।১	১।২৫২
আত্মতঃ প্রাণঃ ...	ছা ৭।২৬।১	১।৫৮৪
আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ	তৈ ২।১	২।৫১৫
আত্মনঃ এষঃ প্রাণঃ জায়তে	প্রশ্ন ৩।৩	১।২৫২
আত্মনঃ বৈ অরে দর্শনেন শ্রবণেন	বৃ ২।৪।৫, ৪।৫।৬	১।৯২৮
আত্মনঃ বৈশ্বানরস্য মূর্ধা	ছা ৫।১৮।২	৩।৫২৯
আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং	বৃ ২।৪।৫, ৪।৫।৬	৩।৫৮০
আত্মনা এব অয়ং জ্যোতিষা	বৃ ৪।৩।৬	১।৬৬৭
আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে	বৃ ৪।৫।৬	২।৫২৫
আত্মনি····বিজ্ঞাতে····সর্ব্বম্ ইদং বিজ্ঞাতং (বিদিতম্)	বৃ কাণ্ব ৪।৫।৬, মাধ্য ৪।৩।৬ ?	১।৯৩৫
আত্মনি····বিদিতে সর্ব্বং বিদিতং	বৃ মাধ্য ৪।৩।৬ ?	১।৯৫৪
আত্মনে বা যজমানায় বা	বৃ ১।৩।২৮	৩।৬৯৮
আত্মনো বৈ অরে দর্শনেন	বৃ ২।৪।৫	২।৭৩২
আত্মনো বৈ শরীরাণি বহূনি	বায়ুপুরাণ, দ্বিতীয়ার্দ্ধ ৬৬।১৫২	১।৬৯৩
আত্মভাবং নয়ত্যেনং তদ্ব্রহ্মধ্যায়িনং	বিষ্ণু পু ৬।৭।৩০	৪।৩৫১
আত্মরতিঃ আত্মক্রীড়ঃ	ছা ৭।২৫।২, মু ৩।১।৪	৪।৩০৭
আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং যৎকালং	বৃ ১।৪।১০ ভাষ্য	৪।২৫
আত্মা ইতি এব উপাসীত	বৃ ১।৪।৭	১।১৪৯
আত্মা এব অধস্তাৎ	ছা ৭।২৫।২	৩।২০৪
আত্মা এব অস্য জ্যোতিঃ	বৃ ৪।৩।৬	১।৩৪৭
আত্মা এব ইদং সর্ব্বম্	ছা ৭।২৫।২	৩।২০৪
আত্মা এব ইদমগ্র আসীৎ...পুরুষবিধঃ	বৃ ১।৪।১	৩।২৯১
আত্মানম্ অন্তকালে····প্রাণা অভিসমায়ন্তি	বৃ ৪।৩।৩৮	৪।১৪২
আত্মানম্ অন্তরঃ যময়তি	বৃ মাধ্য ৩।৭।৩০	১।৯৩
আত্মানম্ অন্বিচ্ছ গুহাং প্রবিষ্টম্	....	১।২৪৪
আত্মানম্ এব ইমং বৈশ্বানরং	ছা ৫।১১।৬	১।৫১০

আত্মানম্ এব লোকম্ উপাসীত	বৃ ১।৪।১৫	১।১৬৯
আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াৎ	বৃ ৪।৪।১২	১।১৮৩
আত্মানং রথিনং বিদ্ধি	কঠ ১।৩।৩	১।৮৩১
আত্মানং বৈশ্বানরম্ উপাস্তে	ছা ৫।১৮।১	১।৫০৮
আত্মানঃ এব এতে...বাসুদেবাঃ	পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র	২।৫০৯
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থাঃ	শ্রীমদ্ভা ১।৭।১০	৪।১০৬
আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ	বৃ ৪।৫।৬, ২।৪।৫	১।১৮১
আত্মা বৈ ইদম্ একঃ এবাগ্রে আসীৎ	ঐত ১।১।১, ঐত আ ২।৪।১	১।১৩২
আত্মা বৈ পুত্রনামাসি	কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষৎ ২।১১	১।৭৬৭
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তা ইত্যাহুঃ	কঠ ১।৩।৪	১।১৭৬
আদিকর্তা সঃ ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্তত		১।৫০৭
আদিত্যঃ উদ্গীথঃ	ছা ১।৫।১	৮।৯
আদিত্যঃ কূর্মঃ	শত ব্রা ৭।৫।১।৬ ? তাণ্ড্যব্রা	৩।৬২৫
আদিত্যঃ চক্ষুর্ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ	ঐত ১।২।৪	২।৭৮৬
আদিত্যঃ পুরুষো ভূত্বা কুক্ষীম্	স্মৃতি	১।৭৫৩
আদিত্যঃ ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ	ছা ৩।১৯।১	৮।৯০
আদিত্যঃ যূপঃ	তৈ ব্রা ২।১।৫।২	১।১২৭
আদিত্যাৎ চন্দ্রমসম্ ..	ছা ৪।১৫।৫	১।৪৬৮
আদিত্যাৎ অস্থরঃ, যম্ আদিত্যঃ	বৃ ৩।৭।৯	১।৩২৭
আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্	তৈ ২।৯	১।২৭৫
আনন্দঃ অজরঃ অমরঃ (অমৃতঃ)	কৌ ৩।৮	১।৩৭৭
আনন্দঃ আত্মা	তৈ ২।৫।১	১।২৯৬
আনন্দঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ	তৈ ৩।৬	১।২৭৫
আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বং চেতি সন্তি ধর্মাঃ	পঞ্চপাদিকা	১।২৩
আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি	তৈ ৩।৬	১।১২৬
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং	ঋক্ সং ১০।১২৯।২	২।৭৬১
আপ এব তদ্ অভিতঃ	ছা ৬।৮।৩	১।২৫০
আপয়িতা হ বৈ কামানাং	ছা ১।১।৭	৩।২৬৮
আপঃ পুরুষবচসঃ	ছা ৫।৩।৩, ৫।৯।১	৩।১০
আপশ্চ অন্নম্ অসৃজন্ত	ছা ৬।২।৪ ?	৪।১৩৮
আপূর্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষট্ উদঙ্ এতি	ছা ৪।১৫।৫	৪।২০২
আপো অক্রবন্	শত ব্রা ৬।১।৩।২	১।৭৫৩
আপোময়ঃ প্রাণঃ	ছা ৬।৫।৪	২।৫৮৩
আপো বাসঃ	বৃ ৬।১।১৪	৩।৩১১
আপো বৈ খলু মীয়স্তে	কৌ ১।৬ (পাঠান্তর) ?	৪।৩৫৯

আপো হ অস্মৈ শ্রদ্ধাং সংনমন্তে	ঐত আ ২।১।৭	৩।১৮
আপ্নোতি মনসস্পতিম্	তৈ ১।৬।২	৪।৩৫৪
আপ্নোতি স্বারাজ্যম্	তৈ ১।৬।২	৪।৩৪৮
আমনমস্য আমনস্য দেবাঃ	তৈ সং ২।৩।৯।১, ৩	১।২৬০
আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ	জৈ সূ ১।২।১	১।১২৪
আয়ুঃ অমৃতম্ উপাস্ব	কৌ ৩।২	১।৩৯৯
আরণ্যান্ আকাশেষু আলভেরন্	শ্রুতি	২।৫১৯
আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ	শ্বে ৫।৮	২।৬১৮
আরূঢ়পতিতং বিপ্রং মণ্ডলাচ্চ বিনিঃসৃতম্	কৌশিক স্মৃতি ?	৩।৬৯৪
আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে পুনঃ	অত্রিস্মৃতি (আনন্দাশ্রম) ৮।১৬	৩।৬৮৬
আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকে ধর্ম্মে....শাতাতপোঽব্রবীৎ	অত্রি সং (ব্রহ্মবাসী) ২৭০-৭১	৩।৬৯১
আলোমভ্যঃ আনখাগ্রেভ্যঃ	ছা ৮।৮।১	২।৬২৬
আর্ষং ধর্ম্মোপদেশং চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা	মনু সং ১২।১০৬	২।৬৫
আসাদয়তি শুদ্ধাত্মা মোক্ষং বৈ প্রথমাশ্রমে	শ্রুতি	৩।৫৯৩
আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তঃ ভবতিঃ	ছা ৮।৬।৩	৩।১০৯
আসুপ্তেরামৃতেঃ কালং নয়েৎ বেদান্তচিন্তয়া	যোগবাসিষ্ঠ উপ	৩।৬১৮
আস্যম্ আহবনীয়ঃ	ছা ৫।১৮।২	৩।৪৫৩
আহবনীয়ে জুহোতি	তৈ ব্রা ১।১ ১০।৫	১।২৫৬
আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ	ছা ৭।২৬।২	৩।৬৫৬

ই

ইক্ শ্তিপৌ ধাতুনির্দ্দেশে	পা বার্ত্তিক ৩।২।২।৬, পা সূ ৩।৩।১০৮	১।২২৪
ইড়ো যজতি	তৈ সং ২।৬।১।১	৩।৫২৪
ইতি অধিদৈবতং ...	ছা ১।৬।৮	১।৩২৩
ইতি কর্ত্তব্যতাঽবিধের্যজতেঃ পূর্ব্ববত্ত্বম্	জৈ সূ ৭।৪।১	১।২২৪
ইতি তু পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ	ছা ৫।৯।১	৩।১৬
ইতি তু পঞ্চবিধস্য	ছা ২।৭।২	৪।৬০
ইতি নু কাময়মানঃ	বৃ ৪।৪।৬	৩।৫৮৫
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ	মহাভা ১।১।২২৯	১।৭৭১
ইতিহাসপুরাণং চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে	শ্রীমদ্ভা ১।৪।২০	১।৭৯৩
ইত্যাহ নাস্তিক্যনিরাকরিষ্ণুঃ	শ্লোকবা, আত্মবাদ ৫।১৪৮	৩।৫০৮
ইত্যেতে চত্বারো বর্ণাঃ যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী	মহাভা শা ১৮৮।১৫	১।৭৬৮
ইদম্ এব উক্থম্ ইয়ম্ এব পৃথিবী	ঐত আ ২।১।২	৩।৫২০
ইদং তচ্ছিরঃ	বৃ ২।২।৩	১।৭৮০
ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা	তৈ ২।১।১	১।২৯৮
ইদং মহদ্ভূতম্ অনন্তম্ অপারং	বৃ ২।৪।১২	২।১৬৪

ইদং বাব তৎ....অন্তঃ পুরুষে	ছা ৩।১৩।৭	১।৩৫১
ইদং শরীরং পরিগৃহ্য উত্থাপয়তি	কৌ ৩।৩	১।৩৭৭
ইদং সর্বম্ অসৃজত যদ্ ইদং কিঞ্চ	তৈ ২।৬	১।৯০৪
ইদং সর্বং যদয়মাত্মা	বৃ ২।৪।৬	৩।৭৩৩
'ইন্দবঃ' ইতি পিতৃন্	ছান্দোগ ব্রা, ঋগ্বেদ ৯।৬২।১ ?	১।৭০৫
ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিং		৪।২৪৪
ইন্দ্রঃ বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছত	কা সং ১২।৩।৮	১।১২৭
ইন্দ্রজালমিদং সর্বং যথা মায়ামরীচিকা	অবধূত গীতা ৭।১৩	৪।১০১
ইন্দ্রাগ্নী নবতিঃ পুরঃ	মৈ সং ৪।১১।২	১।২৫৯
ইন্দ্রাগ্নী মিত্রাবরুণৌ সোমো ধাতা	যজুর্ব্বেদ	৩।৩৬০
ইন্দ্রাগ্নী রোচনা দিবঃ	ঋগ্বেদ সং ৩।১২।৯, মৈ সং ৪।১১।১	১।২৫৯
ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোডাশম্	তৈ সং ২।৩।৬	৩।৪৭১
ইন্দ্রিয়ং বৈ ত্রিষ্টুপ্	শত ব্রা	৩।৩৫৮
ইন্দ্রিয়াণামুপরমে মনোঽনুপরতং যদি	স্মৃতি	২।৬৭০
ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে	গীতা ৫।৯	৪।২০৩
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ বিষয়ান্	কঠ ১।৩।৪	১।৮৩২
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ	কঠ ১।৩।১০	১।৮৩৩
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপঃ ঈয়তে	বৃ ২।৫।১৯, ঋগ্বেদ সং ৬।৪৭।১৮	৪।৩২৪
ইন্দ্রো হ এব দেবানাং	ছা ৮।৭।২	১।৭৫২
ইমম্ আত্মানম্ অন্তকালে প্রাণাঃ	বৃ ৪।৩।৩৮	৪।১৪১
ইমম্ এব ন আপ্নোৎ যঃ অয়ং · প্রাণঃ	বৃ ১।৫।২১	২।৭৯৩
ইমং মানবম্ আবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে	ছা ৪।১৫।৫	৪।৩৬২
ইমং শরীরং পরিগৃহ্য ...	কৌ ৩।৩	১।৩৯৩
ইমাবেব গোতমভরদ্বাজৌ	বৃ ২।২।৪	১।৭৪৬
ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ	ছা ৬।৩।৪	২।৮১০
ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎ	ছা ৬।৪।৭	২।৮১০
ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ অহরহঃ	ছা ৮।৩।২	১।৬২৬
ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য	ছা ৬।৯।২	২।৫৮
ইয়ম্ এব ঋক্ অগ্নিঃ সাম	ছা ১।৬।১	৩।৪৩৯
ইয়ম্ এব জুহূঃ	....	৩।৬২৫
ইষে ত্বা	তৈ সং ১।১।১	১।১২৬
ইষ্টকাভিঃ অগ্নিং চিনোতি	তৈ সং ৫।৬।৬।৩	৩।৪৮১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবাঃ দাস্যন্তে	গীতা ৩।১২	১।৭৪৮
ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তং	ছা ৫।১০।৩	৩।৫৫
ইহ প্রবিষ্টঃ আনখাগ্রেভ্যঃ	বৃ ১।৪।৭	২।৬২৬

ঈ

ঈশানো ভূতভব্যস্য	কঠ ২।১।১৩	১।৬৭২
ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসাম্ অদ্বৈতবাসনা	অবধূত গীতা ১।১	৪।২৬
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে....তিষ্ঠতি	গীতা ১৮।৬১	১।৪২০

উ

উক্থম্ উক্থম্ ইতি বৈ প্রজাঃ বদন্তি	ঐত আ ২।১।২	৩।৫২০
উচ্চৈঃ ঋচা ক্রিয়তে উচ্চৈঃ সাম্না	তৈ সং ১।৮।১ ?	৩।৪১২
উত তমাদেশম্ অপ্রাক্ষ্যঃ যেন	ছা ৬।১।৩	১।২৪৭
উতেব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানঃ	বৃ ৪।৩।১৩	২।৬৭১
উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিং	বিষ্ণুপু ৬।৫।৭৮	৪।৩৬০
উদয়ম্ অস্তয়ম্ কুরুতে	তৈ ২।৭।১	৩।২৩৯
উদিতে জুহোতি		১।১০৯
উদগীথম্ উপাসীত	ছা ১।১।১	৩।৫২০
উদ্বাহকালে রতিসম্প্রয়োগে....অনৃতং বদেয়ুঃ	বসিষ্ঠসং১৬ (মহাভাঃ শাঃ১৬৫।৩০দ্রঃ)	৩।৭৭
উদ্ভিদা যজেত	তাণ্ড্য ব্রা ১৯।৭।৩	১।৮৯৩
উপক্রমোপসংহারৌ অভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্	বৃহৎসংহিতা	১।১২৩
উপরি হি দেবেভ্যঃ ধারয়তি		৩।৬০৮
উপলভ্যাপ্সু চেৎ গন্ধং কেচিদ্ ব্রূয়ুঃ	মহাভা	২।৬৩১
উপশান্তঃ অয়ম্ আত্মা	শ্রুতি	৩।১৪৯
উভে উ হ এব এষঃ এতে তরতি	বৃ ৪।৪।২২	৪।৯১
উভে অস্মিন্ দ্যাবা পৃথিবী অন্তঃ	ছা ৮।১।৩	১।৬১৬
উরঃ এব বেদিঃ	ছা ৫।১৮।২	৩।৪৫৩
উষা বৈ অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ	বৃ ১।১।১	৪।৮২
উষ্ণঃ এব জীবিষ্যন্; শীতঃ মরিষ্যন্	....	৪।১৬২

ঋ

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্	ঋগ্বেদ সং ১।১৬৪।৩৯	১।৩৩৫
ঋচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে ...	ছা ১।৬।১	৩।২৪৫
ঋণানি ত্রীণি অপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ	মনু সং ৬।৩৫	৩।৫৯৩
ঋতবঃ বৈ প্রযাজাঃ	তৈ সং ১।৬।১১।৫	৩।৫২৪
ঋতৌ ভার্য্যাম্ উপেয়াৎ	....	২।৭০২
ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে	কঠ ১।৩।১	১।৪৩৮
ঋষয়ঃ বাব তে অগ্রে অসৎ আসীৎ	শত ব্রা ৬।১।১।১	২।৭২৬
ঋষিং প্রসূতং কপিলম্	শ্বে ৫।২	২।৯
ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ	মহাভা শা ২৩১।৫৭-৫৮	১।৭৪৩

এ

এক এব প্রাণঃ	কৌ ৩।২ ?	৩।৫৩৬

এক এব হি ভূতাত্মা…দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ	অমৃতবিন্দু ও ব্র উ ১২	৩।১৫০
এককালং চরেৎ ভৈক্ষং ন প্রসজ্জেত বিস্তরে	মনু সং ৬।৫৫	৩।৭২১
একম্ এব ব্রতং চরেৎ ….	বৃ ১।৫।২৩	৩।৪৭০
একমেবাদ্বিতীয়ম্ …	ছা ৬।২।১	১।১৩২
একম্ এব অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম	ছা ৬।২।১ ?	৩।১৬১
একবর্ণমিদং পূর্ব্বম্ বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির	মহাভা	১।৭৭৬
একবিংশো বৈ ইতঃ অসৌ আদিত্যঃ	ছা ২।১০।৫	৩।৩৫৮
একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্	ছা ৮।১১।৩	১।৬৮৯
একশাখাং সকলাং বা…শ্রোত্রিয়ো নাম	….	১।৪৯৯
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে	কঠ ২।২।১১	২।৭০০
একস্তু প্রভুশক্ত্যা বৈ বহুধা ভবতীশ্বরঃ	বায়ুপুরাণ ৬৬।১৪৩	৪।৩৪৩
একস্মিন্ বিদিতে সর্ব্বং….বিদিতম্	মু ১।১।৩, ছা ৬।১।৩ দ্রঃ	২।৫৯৪
একস্য তু উভয়ত্বে সংযোগপৃথক্ত্বং	জৈ সূ ৪।৩।৫	৩।৩৪৯
একং বা সংযোগরূপচোদনাখ্যাবিশেষাৎ	জৈ সূ ২।৪।৯	৩।২২১
একং বীজং বহুধা যঃ করোতি	শ্বে ৬।১২	২।১০৩
একান্নং ন তু ভুঞ্জীত বৃহস্পতিসমাদপি	সন্ন্যাসোপনিষৎ ২।৭১	৩।৬৯২
একীভবতি ন পশ্যতি ….	বৃ ৪।৪।২	২।৭৪৯
একেন নখকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং	ছা ৬।১।৬	১।৯৬০
একেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং	ছা ৬।১।৫	ঐ
একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা	শ্রীশ্রীচণ্ডী ১০।৫	৪।৩৫৮
একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ	শ্বে ৬।১১	১।৩০৬
একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা	কঠ ২।১।১২	৪।৩৫৮
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্	কঠ ২।২।১৩, শ্বে ৬।১৩	ঐ
একৈকঃ এব তাবান্ যাবান্ অসৌ পূর্ব্বঃ	শত ব্রা ১০।৫।৩।৩	৩।৪৮৭
এজৃ কম্পনে …	পাণিনীয় ধাতুপাঠ	১।৮০০
এতত্তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে	মা কা ৪।৭১	২।৪৫০
এতৎ তৃতীয়ং স্থানং	ছা ৫।১০।৮	৩।৫৬
এতৎ যঃ বেদ নিহিতং গুহায়াং	মু ২।১।১০	১।১৬১
এতৎ বাণম্ অবষ্টভ্য বিধারয়ামি	প্রশ্ন ২।৩	২।৭৭৫
এতৎ সর্ব্বং মনঃ এব	বৃ ১।৫।৩	২।৭৫৫
এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্ এতদ্ ব্রহ্ম	ছা ৮।৭।৪,৮।১১।১	১।৬৩৭
এতদ্ গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতং বেদ	ছা ২।১১।১, ২	৪।৫৩
এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংসঃ আহুঃ ঋষয়ঃ কাবষেয়াঃ	ঐত আ ৩।২।৬	৩।৫৮২
এতদ্ধ (স্ম) বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ অগ্নিহোত্রং ন জুহবাংচক্রিরে	কৌ ২।৪	৩।৫৮২

এতম্ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে	বৃ ৪।৪।২২	৩।৫৯০
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ	গীতা ১৫।২০	১।১৮৪
এতৎ ব্রহ্ম	ছা৹ ৩।১৪।৪	১।৪১১
এতদ্বৈ জরামর্যং সত্রং যদগ্নিহোত্রম্	ত্রিসুপর্ণ উপ ৪, মহানারায়ণ উপ ৮০?	৩।৫৭৮
এতদ্বৈ তৎ	কঠ ২।১।১২,১৩	১।৬৭২
এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণাঃ অভিবদন্তি	বৃ ৩।৮।৮	১।৫৯০
এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চ অপরং চ ব্রহ্ম	প্রশ্ন ৫।২	১।৫৯৯
এতম্ আনন্দময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি	তৈ ২।৮।৫	১।২৭৫
এতম্ ইতঃ প্রেত্য অভিসম্ভবিতাস্মি	ছা ৩।১৪।৪	১।৪১৮
এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্	মনু সং ১২।১২৩	৪।২৪৪
এতমেব তদনম্ অনয়ৎ	বৃ কাণ্ব ৬।১।১৪, মাধ্য ৬।২।১৫	৩।৩১০
এতমেব প্রব্রাজিনঃ লোকম্ ইচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি	বৃ ৪।৪।২২	৩।৫৯২
এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি	ঐ	২।৬৯০
এতয়া নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ	মৈ সং ২।২।৪	১।৬২৪
এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ	মু ২।১।৩	২।৫৮২
এতস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ যথায়তনং	কৌ ৩।৩, ৪।১৯	১।৭৩৪
এতস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ	বৃ ২।১।২০	২।৭২৬
এতস্মিন্ উ খলু অক্ষরে গার্গি আকাশঃ	বৃ ৩।৮।১১	১।৫৯২
এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি	বৃ ৩।৮।৯	১।৫৯৪
এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি	বৃ ১।৫।২৩	৪।৩৫০
এতস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রাম্ উপজীবন্তি	বৃ ৪।৩।৩২	১।৩০২
এতং তু এব তে ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি	ছা ৮।৯।৩, ৮।১১।৩	১।৬৩৬
এতং মহাব্রতে ছান্দোগাঃ	ঐত আ ৩।২।৩	৩।২৩৮
এতং বৈ তম্ আত্মানং বিদিত্বা	বৃ ৩।৫।১	৩।৫৮২
এতং সংযদ্বামঃ ইতি আচক্ষতে	ছা ৪।১৫।২	১।৪৫৮
এতং হ বাব ন তপতি ...	তৈ ২।৯	৪।২৬৭
এতং হি এব বহ্বৃচাঃ মহত্যুক্থে মীমাংসন্তে	ঐত আ ৩।২।৩	৩।২৩৮
এতান্ এবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ	ছা ৫।১০।১০	৩।২৩২
এতাবদরে খলু অমৃতত্বং	বৃ ৪।৫।১৫	৩।৫৭০
এতা হ বৈ দেবতাঃ অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ	কৌ ২।৯	৩।২৬৯
এতি প্রাচী বিশ্ববারা উড়ানা	ঋক্ সং ৫।২৮।১	১।৬৮২
এতে অনন্তে অমৃতে আহূতী	কৌ ২।৪	৩।৪৯২
'এতে' ইতি বৈ প্রজাপতিঃ দেবান্	ছন্দোগব্রাহ্মণ, ঋক্ সং ৯।৬২।১?	১।৭০৫
এতে শক্ত্যাদয়ঃ পঞ্চ গুণাঃ	অহির্বুধ্ন্য সং ২।৬১	২।৫০৯
এতেন দীর্ঘহ্রস্বহে ব্যাখ্যাতে	বৈ সূ ৭।১।১৭	২।২৮২

এতেন প্রতিপদ্যমানা: ইমং মানবম্ .. ন আবর্তন্তে	ছা ৪।১৫।৫	৪।২৪৮
এতেন বৈ চিত্ররথং কাপেয়া:	তাণ্ড্য ব্রা ২০।১২।৫	১।৭৮৭
এতেনৈব আয়তনেন একতরম্ অন্বেতি	প্রশ্ন ৫।২	১।৬০৬
এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় ...	বৃ ২।৪।১২	৪।৫৪৫
এতেষাং পুরুষাণাং কর্তা	কৌ ৪।১৯.	১।৯১৮
এতৈঃ এব রশ্মিভিঃ ঊর্ধ্বম্ আক্রমতে	ছা ৮।৬।৫	১।৮০৯
এভিস্তু কর্মভিঃ...শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি	মহাভা অনু ১৪৩।২৬,(৫১ দ্রঃ)	১।৭৭৬
এবম্ এব অস্য পরিদ্রষ্টুঃ	প্রশ্ন ৬।৫	৪।১৭৮
এবম্ এব ইমম্ আত্মানং ...	বৃ ৪।৩।৩৮	৪।১৪৪
এবম্ এব এষঃ সম্প্রসাদঃ	ছা ৮।১২।৩	৪।২৯৮
এবং বৈ অরে অয়ম আত্মা	বৃ ৪।৫।১৩	৪।৩১৭
এবংবিদ্ উদ্গাতা ব্রূয়াৎ	ছা ১।৭।৮	৩।৬৯৬
এবংবিদ্ হ বৈ ব্রহ্মা	ছা ৪।১৭।১০	৩।৫৬১
এবংবিদি পাপং কর্ম ন শ্লিষ্যতে	ছা ৪।১৪।৩	৪।৮০
এবং বিদুষঃ যজ্ঞস্য আত্মা যজমানঃ	তৈ আ ১০।৬৭, মহানারা উপ ৮০	৩।৩৩৬
এবং সোম্য সঃ আদেশঃ	ছা ৬।১।৬	১।২৪৭
এবং হ অস্য সর্বে পাপ্মানঃ	ছা ৫।২৪।৩	১।৫১৫
এষা অস্য পরমা গতিঃ	বৃ ৪।৩।৩২	২।৬৬৫
এষা সোম্য তে অস্মবিদ্যা	ছা ৪।১৪।১	১।৪৬৪
এষঃ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরঃ বিমৃত্যুঃ	ছা ৮।১।৫	১।৬১৭
এষঃ আত্মা ন নশ্যতি	ছা ৮।৫।৩	৩।৮৬৮
এষঃ উ এব (এনম্) অসাধু কর্ম কারয়তি	কৌ ৩।৮	৩।২১৫
এষঃ উ এব বামনীঃ	ছা ৪।১৫।৩	১।৪৫৮
এষঃ উ এব ভামনীঃ	ছা ৪।১৫।৪	ঐ
এষঃ উ বৈ উদ্গীথঃ	বৃ ১।৩।২৩	৩।২৫০
এষঃ উ হ্যেব সর্বে দেবাঃ	বৃ ১।৪।৬	৪।২৪৪
এষঃ তু বা অতিবদতি ...	ছা ৭।১৬।১	১।৫৭২
এষঃ তে আত্মা সর্বান্তরঃ	বৃ ৩।৪।১	৩।১৮৬
এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ	বৃ ৩।৭।৩	১।৪৭৭
এষঃ ব্রহ্ম এষঃ ইন্দ্রঃ এষঃ প্রজাপতিঃ	ঐত ৩।১।৩	৩।২৯৬,৪।২৪৪
এষঃ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে	ছা ৩।১৪।৩	১।৪১০
এষঃ লোকাধিপতিঃ এষঃ লোকেশঃ	কৌ ৩।৮ (পাঠান্তর)	১।৩৮১
এষঃ বাব প্রথমো যজ্ঞঃ...যৎ জ্যোতিষ্টোমঃ	তাণ্ড্য ব্রা	৩।২২৬
এষঃ বৈ প্রতিষ্ঠা বৈশ্বানরঃ	শত ব্রা ১০।৬।১।১১	১।৫৩৭
এষঃ বৈ সুতেজাঃ (সুতভেজাঃ) বৈশ্বানরঃ	ঐ	ঐ

এষঃ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়	ছা ৮।১২।৩	১।৯৩৮
এষঃ সোমো রাজা ...	ছা ৫।১০।৪	৩।২২
এষঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ...	মু ২।১।৪	১।৫০৪
এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ এষঃ ভূতাধিপতিঃ	বৃ ৪।৪।২২	১।৩২১
এষঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে	কঠ ১।৩।১২	১।৮৩৮
এষঃ হি অর্ব্বাগ্‌বিলশ্চমসঃ	বৃ ২।২।৩	১।৮৭০
এষঃ হি এব আনন্দয়াতি	তৈ ২।৭	১।২৭৫
এষঃ হি এব কামাগানস্য ঈষ্টে	ছা ১।৭।৯	৩।৬২৮
এষঃ হি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা	প্রশ্ন ৪।৯	২।৬৫২
এষঃ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি	কৌ ৩।৮(পাঠান্তর)	২।১৯৬
এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ	মু ৩।১।৯	২।৬১৭
এষোঽস্য পরমঃ আনন্দঃ	বৃ ৪।৩।৩২	১।৫৮৭
এহীতি ব্রাহ্মণস্য...আধাবেতি শূদ্রস্য	শত ব্রা ১।১।৪।১২	১।৭৭৮
এহ্যশ্মানমাতিষ্ঠ অশ্মা ভবতু তে তনুঃ	অথর্ব্ববেদ সং ৪।৪	১।পঁচাশী
ঐ		
ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্ব্বম্ ...	ছা ৬।৮।৭	২।৮৬
ঐন্দ্রম্ একাদশকপালম্, ঋষভো দক্ষিণা	তৈ সং ১।৮।১৯।১	২।৫০০
ঐন্দ্রাগ্নম্ একাদশকপালং ...	তৈ সং ২।২।১।১, মৈ সং ২।১।১	১।২৫৯
ঐন্দ্র্যা গার্হপত্যম্ উপতিষ্ঠতে	তৈ সং ১।৫।৮।৩, মৈ সং ৩।২।৪	
ঐরং মদীয়ং সরঃ ...	ছা ৮।৫।৩	৪।৩৬১
ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ	বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৭৪	৪।৩৬০
ও		
ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য	ঋক্ সং ১।১।১	১।তেইশ
ওঁ অগ্নির্জ্যোতিঃ জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা	তৈ ব্রা ২।১।২।১০, মৈ সং ১।৬।১০	৩।২১
ওঁকারঃ এব ইদং সর্ব্বম্	ছা ২।২৩।৩	১।৫৯১
ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা		১।৬৯
ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবে	শুক্লযজু সং ১।১০, তৈ সং ১।১।৪	৩।৪৩৭
ওঁ সূর্য্যোজ্যোতিঃ জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহা	তৈ ব্রা ২।১।২।১০	৩।২১
ওমিত্যেতৎ অক্ষরম্ উদ্গীথম্	ছা ১।১।১	৩।২৫১
ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং	মু ২।২।৬	২।৬৫৯
ওষধীঃ লোমানি ...	বৃ ৩।২।১৩	৩।১৩
ঔ		
ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ	জৈ সূ ১।১।৫	১।৬৯৬
ঔদুম্বরাঃ কুশাঃ	শাট্যায়ন শ্রুতি	৩।৩৬১
ঔদুম্বরীং স্পৃষ্ট্বা উদ্গায়েৎ ...	....	২।১২

ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি ...	বৃ ৩।৯।২৬	৪।২২
ঔপমন্যব কং ত্বম্ আত্মানং উপাস্যে	ছা ৫।১২।১	১।৫২৮

ক

কতম আত্মেতি যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ	বৃ ৪।৩।৭	৩।২৯৯
কতম একো দেবঃ....প্রাণঃ	বৃ ৩।৯।৯	১।৬৯৩
কতমচ্চ অস্য স্থানং ভবতি	জাবাল ১	১।৫৪১
কতমা সা দেবতা ইতি ...	ছা ১।১১।৪	১।৩৩৮
কতমে তে (ত্রয়শ্চ ত্রীচ)	বৃ ৩।৯।১	১।৬৯৩
কতি দেবাঃ (যাজ্ঞবল্ক্য) ত্রয়শ্চ ত্রীচ	ঐ	ঐ
কথম্ অসতঃ সজ্জায়েত	ছা ৬।২।২	২।১৩৬
কথং নু ইদং মন্যতে স্যাৎ	ঐত ১।৩।১১	৩।২৯৬
কদাচন স্তরীরসি নেন্দ্র ...	তৈ সং ১।৪।২২।১	১।২২২
কদাচিৎ সুকৃতং কর্ম্ম কূটস্থম্ ইহ তিষ্ঠতি	স্মৃতিবচন	৩।৩৮
কপিলো যদি সর্ব্বজ্ঞঃ কণাদো নেতি কা প্রমা		২।৪৮৩
কথয় (কম্ উ অয়ে) এনম্ এতৎ ..রৈকম্	ছা ৪।১।৩	১।৭৮৪
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্	মু ৩।১।৩	১।২৬৯
কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ	প্রশ্ন ৪।৯	২।৬৬৯
কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ	বৃ ১।৫।১৬	৪।২৪০
কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্ বেদশব্দেভ্যঃ এবাদৌ	মহাভা শা ২৩১।৫৭	১।৭৬৮
কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ ...	গীতা ৩।৪	৩।৬১১
কর্ম্মণাম্ অভাবাদেব ভাবরূপস্য	গীতা ৩।১ ভাষ্য	৩।৬১৭
কর্ম্মণ্যধিকৃতা যে তু বৈদিকে ব্রাহ্মণাদয়ঃ	ব্রহ্মোপনিষৎ ৬	৩।৬১৬
কর্ম্মন্দকৃশাশ্বাদিভিঃ ...	পা সূ ৪।৩।১১১	১।ছাব্বিশ
কর্ম্মভিঃ বর্ণতাং গতম্ ...	মহাভা শা ১৮৮।১০	১।৭৬৮
কর্ম্ম হ এব তৎ প্রশশংসতুঃ	বৃ ৩।২।১৩	৩।৮৩
কলঞ্জং ন ভক্ষয়েৎ	আপস্তম্ব	১।১১০
কল্পন্তে হ অস্মৈ লোকাঃ	ছা ২।২।৩	৩।৪৬২
কষায়পক্তিঃ কর্ম্মাণি	স্মৃতিবচন	৩।৬৪৩
কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্বে ততঃ জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে	...	৪।২১
কস্মিন্ নু অহমুৎক্রান্তে উৎক্রান্তঃ	প্রশ্ন ৬।৩	২।৭৭৬
কস্মিন্ নু খলু আকাশঃ ওতশ্চ প্রোতশ্চ	বৃ ৩।৮।৭	১।৫৯০
কস্মিন্ নু ভগবঃ বিজ্ঞাতে	মু ১।১।৩	১।৪৯৭
কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম	ছা ৪।১০।৪	১।৩৩৫
কঃ অদ্ধা বেদ কঃ ইহ প্রবোচৎ	ঋক্ সং নাসদাসীয় সূক্ত ১০।১২৯।৬	২।৪৪
কঃ ইত্থা বেদ যত্র সঃ ...	কঠ ১।২।২৫	১।৪৩৫

কঃ হি এব অন্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ	তৈ ২।৭	১।২৭৫
কামো মে উপদানং	ছা ১।১০।৪	৩।৬৫৫
কামং কামং পুরুষঃ নির্মিমাণঃ	কঠ ২।২।৮	৩।৮৭
কামঃ সঙ্কল্পঃ বিচিকিৎসা	বৃ ১।৫।৩	২।৬৪৭
কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি	কঠ ১।১।২৪	৩।৮৮
কারণবহুত্বাৎ কারণমহত্ত্বাৎ	বৈ সূ ৭।১।৯	২।২৮২
কারণং (তু) ধ্যেয়ঃ সর্বৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ	অথর্বশিখোপনিষৎ ৩	৪।৩৫৭
কার্য্যকারণয়োঃ সংযোগবিভাগৌ	বৈ সূ ৭।২।১৩	২।৩২৬
কা বৈ বরণা কা চ নাসী	জাবাল ২	১।৫৪০
কাষ্ঠদণ্ডো ধৃতো যেন সর্বাশী....স যাতি নরকান্	পরমহংসোপনিষৎ ৩	৩।৬১৮
কাংস্যেন ব্রহ্মবর্চসকামস্য	....	৩।৪৬৪
কিঞ্চ পুণ্যব্রতঃ পূর্বম্ জ্ঞানমাপ্নোতি নান্যথা	অনুভূতিপ্রকাশ	২।৭০৬
কিং তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যম্	ছা ৮।১।২	১।৬১৫
কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ যেষাং	বৃ ৪।৪।২২	৪।১৮
কিমর্থা বয়ম্ অধ্যেষ্যামহে	ঐত আ ৩।২।৬	৩।৫৬৮
কুক্কুটোঽসি....অশ্মানম্ আদত্তে	....	৩।৫২৪
কুঞ্জরারোহণাদীনি স্বপ্নে ধন্যানি, খরযানাদীনি অধন্যানি	।...	৩।৯৫
কুটরুরসি ...	মৈ সং ১।১।৬	৩।৫২৪
কুতঃ এতৎ আগাৎ	বৃ ২।১।১৬, কৌ৪।১৯	৩।১২১
কুতস্তু খলু সোম্য এবং স্যাৎ	ছা ৬।২।২	১।৯০২
কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত কর্তব্যং	জৈ সূ ৪।৩।৩, শাবরভাষ্য	৩।৬২৭
কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ	ঈশ ২	৩।৫৭৭
কুশাঃ বানস্পত্যাঃ স্থ	ভাল্লবী শ্রুতি	৩।৩৬১
কৃতে বিশ্বগুরুর্ব্রহ্মা ত্রেতায়াং মুনিসত্তমঃ	...	৪।৩৬৫
কৃষ্ণকেশঃ অগ্নীন্ আদধীত	....	১।৫৯
কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যবিনির্ণয়ঃ	মনুসং ১২।১১৩ (কুল্লূকভট্ট)	১।৭৯৮
কো নঃ আত্মা কিং ব্রহ্ম	ছা ৫।১১।১	১।৫১০
ক্রত্বর্থায়াম্ ইতি চেন্ন	জৈ সূ ১১।৪।১০	৩।৪৯৯
ক্রমবিশিষ্টানাম্ এব বর্ণানাং বেদশব্দাভিধেয়ত্বাৎ	পঞ্চপাদিকাবিবরণ ১।১।৩ সূ	১।৭৯৫
ক্ব এষঃ এতৎ বালাকে পুরুষঃ অশয়িষ্ট	কৌ ৪।১৯	১।৯২৪
কচিদাচারতশ্চাপি সম্যগ্রাজানুপালিতাৎ	শ্লোকবা ৫সূ, বনবাদ ২৯	১।৭৭৩
ক্বায়ং তদা পুরুষঃ ভবতি	বৃ ৩।২।১৩	১।১৫০
ক্ষণিকাঃ সর্বে সংস্কারাঃ	তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা ১১পৃ	২।৩৬৪
ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ...	গীতা ১৮।৪৩	১।৭৬৮
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি ...	মু ২।২।৮	১।৩৮০

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি	গীতা ১৩।২	১।৪২১
খ		
খল্বেতস্যৈব অক্ষরস্য উপব্যাখ্যানং	ছা ১।১।১০	৩।২৫১
খাদিরে পশুং বধ্নাতি ...	....	৩।৪৬৪
খাদিরো যূপো ভবতি	....	৩।৬৬০
খাদিরং বীর্য্যকামস্য যূপং কুর্য্যাৎ	...	৩।৬৬০
খং পুরাণং ...	বৃ ৫।১।১	১।৩৩৫
খং বায়ুঃ জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী	মু ২।১।৩	২।৫৮২
গ		
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্তো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোঽপি বা	যোগবাশিষ্ঠ, উপশম	৩।৭১৯
গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা	মু ৩।২।৭	৪।১৭৯
গন্ধর্ব্বনগরে সত্যো জগদ্ভবতি সর্ব্বদা	তেজোবি	৪।১০২
গন্ধায় ঘ্রাণম্ ...	ছা ৮।১২।৪	২।৬০৮
গর্ভস্থঃ এব বামদেবঃ প্রতিপেদে	বৃ ১।৪।১০, (ঐতঃ ২।৫ ব্রঃ)	৩।৭২৯
গায়ত্রী বৈ ইদং সর্ব্বং	ছা ৩।১২।১	১।৩৫৪
গার্হস্থ্যম্ আচার্য্যকুলং মৌনং	আপ ধর্ম্ম সূ ২।৯।২১।১	৩।৭০৯
গুণমুখ্যব্যতিক্রমে···মুখ্যেন বেদসংযোগঃ	জৈ সূ ৩।৩।১৯	৩।৪১২
গুণলোপে ন মুখ্যস্য	জৈ সূ ১০।২।৬৩	৩।৪৪৯
গুণেঃ শুক্লাদয়ঃ পুংসি	....	১।৬৯
গুরৌ শিষ্যস্য যাজ্যাশ্চ স্তেনো রাজনি কিল্বিষং	বসিষ্ঠ সং ১৯	৩।৩৬০
গুর্ব্বঙ্গনাং নোপগচ্ছেৎ	....	২।৭০২
গুহাশয়ং নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত	মু ২।১।৮	২।৭৪২
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্	কঠ ১।২।১২	১।৪৪৪
গূঢ়ধর্ম্মাশ্রিতো বিদ্বান্ অজ্ঞাতচরিতং চরেৎ	নারদপরিব্রা উ ৪।৩৫	৩।৭২৩
গোদোহনেন পশুকামস্য	....	৩।৪৬৪
গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরম্	ঋগ্বেদ সং ৯।৪৬।৪	১।৮৪১
গৌণমিথ্যাত্মনোঽসত্ত্বে পুত্রদেহাদিবাধনাৎ	সুন্দরপাণ্ড্য	১।২১১
গ্রহং বা গৃহীত্বা চমসং বা উন্নীয়	তৈ সং ৩।১।২।৪	৩।৫৫৭
চ		
চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যং চ	প্রশ্ন ৪।৮	২।৭৪১
চক্ষুষ্টো বা মূর্দ্ধ্নো বা	বৃ ৪।৪।২	২।৬১৫
চক্ষুষ্যঃ শ্রুতঃ ভবতি	ছা ৩।১৩।৭	১।৩৫৩
চতুর্বিধাঃ ভিক্ষবস্তু কুটীচকবহূদকৌ	মহাভা অনু ১৪১।৮৯	৩।৫৯৮
চতুর্বিধানাং ভিক্ষূণাং...কর্ত্তব্যং....পার্ব্বণম্	বশিষ্ঠ	৪।৯৩
চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম ...	ছা ৩।১৮।২	৩।১৯২
চত্বারোঽপ্যাশ্রমাঃ এতে সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতাঃ	হারীত	৩।৬১৬

চন্দ্রমসম্ এব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি	কৌ ১।২	২।৬১০
চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষঃ অমানবঃ	ছা ৪।১৫।৫, ৫।১০।২	৪।২২৯
চমসেন আপঃ প্রণয়েৎ	দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণ	৩।৪৬৪
চলঞ্চ গুণবৃত্তম্	যো সূ ৩।১৩, ব্যাসভাষ্য	২।২৫৬
চাতুর্ব্বর্ণ্যং চ লোকেঽস্মিন্ স্বে স্বে ধর্ম্মে নিবেক্ষ্যতি	বাল্মীঃ রা ১।১।৯৭	১।৭৭৮
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ভগবতা পূর্ব্বং সৃষ্টং স্বয়ম্ভুবা	মহাভা অনু ১৪৩।২	১।৭৭৫
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্ গুণকর্ম্মবিভাগশঃ	গীতা ৪।১৩	১।৭৭৫
চাতুর্ব্বর্ণস্য কর্ম্মাণি চাতুর্ব্বর্ণঞ্চ কেবলম্....অসৃজৎ	মহাভা অনু ৪৮।৩	১।৭৬৭
চিদাত্মভিত্তৌ অখিলং	ত্রিপুরারহস্য, জ্ঞান ১১।৩৮	১।অষ্টআশী
চিন্মাত্রাৎ নাস্তি মায়া....	তেজোবি উ ২।৩৭	৪।১০৩
চিন্মাত্রমেবাহম্ ইন্দ্রজালোপমং জগৎ	অষ্টাবক্রগীতা ৭।৭৭	৪।১০২
চিন্বন্তি অপি স্বপতে	শত ব্রা ১০।৫।৩।১২	৩।৪৮২
চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্ম	জৈ সূ ১।১।২	১।১২৪
চোদনেতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং বচনম্	জৈ সূ ১।১।২, শাবরভাষ্য	১।১৪১
ছ		
ছন্দোগা বহ্বৃচাশ্চৈব....উচ্চনীচস্বরং	...	১।৮৮৫
ছাগস্য বপায়াঃ (বপায়ৈ) মেদসঃ অনুব্রূহি	শত ব্রা ৩।৬ প্রপা ৩।২৬	৩।৫২৪
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি	কঠ ১।৩।১	৩।৪১৪
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে	ঐ ২।৩।৫	৪।২৪৬
জ		
জগৎপ্রতিষ্ঠা দেবর্ষে পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে	মহাভা শা ৩৩৯।২৯	২।৫৭৮
জগৎ সর্বং প্রাণে এজতি	কঠ ২।৩।২	১।৮০৩
জনকো হ বৈদেহ বহুদক্ষিণেন	বৃ ৩।১।১	৩।৫৭৫
জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ	পা সূ ১।৪।৩০	১।৯৬২
জন্ম মায়োপমং তেষাং সা চ মায়া ন বিদ্যতে	মা কা ৪।৫৮	১।উনত্রিশ
জন্মান্তরেষু যদি সাধনজাতমাসীৎ	সংক্ষেপ শা ৩।৩৬০	৩।৬২১
জপস্তু ত্রিবিধঃ প্রোক্তো বাচিকো	বৃ নারদীয় পু ৩১।৯৩	৪।২৯২
জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেৎ....নাত্র সংশয়ঃ	মনু সং ২।৮৭	৩।৬৭৪
জয়তি ইমান্ লোকান্ ...	বৃঃ ৫।৪	৩।৪৩৩
জাতপুত্রঃ কৃষ্ণকেশঃ অগ্নীনাদধীত	....	৩।৬৮৬
জাতিমেবাকৃতিং প্রাহুঃ ব্যক্তিরাক্রিয়তে	শ্লোকবা ৫ সূ, আকৃতিবাদ ৩	১।৭০০
জাত্যুৎকর্ষো যুগে জ্ঞেয়ঃ সপ্তমে	যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ১।৯৬	১।৭৭৩
জানশ্রুতিঃ হ পৌত্রায়ণঃ ...	ছাঃ ৪।১।১	৩।৬৩০
জায়মানঃ বৈ ব্রাহ্মণঃ ত্রিভিঃ ঋণবান্	তৈ সং ৬।৩।১০।৫, বসিষ্ঠ স্মৃতি ১১।৪২	৩।৫৯৩
জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইতি তৃতীয়ং ...	ছা ৫।১০।৮	৩।৫৭

জায়াপতী অগ্নীন্ আদধীয়াতাম্ .... ৩।৬৮৬
জায়াম্ অবাপ্য দশমে অহনি অগ্নীন্ আদধীত ... ৩।৬৮৬
জীবাপেতং বাব কিল ইদং ম্রিয়তে ... ছা ৬।১১।৩ ২।৫৮৯
জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য... ব্যাকরবাণি ছা ৬।৩।২ ২।৮০৪
জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ মনু সং ১০।১০৪ ৩।৬৫৭
জুষ্টং যদা পশ্যতি অন্যম্ ঈশম্ .... শ্বে ৪।৭, মু ৩।১।২ ৩।৪১৭
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ শ্বে ২।১৫ ৪।৮৩
জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ... শ্বে ১।১১ ৩।১০১
জ্ঞানদণ্ডো ধৃতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে পরমহংস উপ ৩।৬১৮
জ্ঞাননিষ্ঠাবিক্ষেপকত্বম্ আলক্ষ্য গীতা ১৮।২শ্রীধর ৩।৬৫০
জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বা শ্রীমদ্ভা ১১।১৮।২৭ ৩।৬৪৯
জ্ঞানম্ উৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ মহাভা শা ২০৪।৮ ৩।৬৭৫
জ্ঞানমপ্রতিঘং যস্য বৈরাগ্যং চ স্মৃতি ৪।২৪৪
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ ... মুঃ ৩।১।৮ ৩।১৮২
জ্ঞানিনঃ সর্বপাপানি জীর্য্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ লিঙ্গপুরাণ ৪।৮২
জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বা গীতা ১৩।১২ ৩।১৪৯
জ্যায়ান্ আকাশাৎ ... শত ব্রা ১০।৬।৩।২ ১।৬১৭
জ্যায়ান্ দিবঃ, জ্যায়ান্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ ছাঃ ৩।১৪।৩ ৩।৩৩০
জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ .... অন্তরিক্ষাৎ ঐ ১।৩৩৪
জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবতি বৃঃ ৬।১।১, ৩।২২৮
জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি ছাঃ ৫।১।১ ৩।২১৯
জ্যোতিরূপসম্পদ্য .... ছাঃ ৮।১২।৩ ৪।৩০৬
জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামঃ যজেত তৈ ব্রা ১।৫।১১।২ ? আপ শ্রৌ ৩।৬৫৯

ত

ত এত ঋষয়ো বেদং স্বং স্বং শ্রীমদ্ভা ১।৪।২৩ ১।চব্বিশ
তজ্জলান্ ইতি শান্তঃ উপাসীত ছা ৩।১৪।১ ২।৫৩১
ততস্তৎ পরিপাকেন নিদিধ্যাসননিষ্ঠতা গীতা, মধুসূদনী, অবতরণ ১৭ ৩।৭০৩
ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ মু ৩।১।৮ ৩।১৮৫
ততঃ শেষেণ ... গৌ ধর্ম্ম সূ ১১।৩১ ৪।২৭৪
তৎ আত্মানম্ এব অবেৎ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বৃ ১।৪।১০ ১।১৫৬
তৎ ইতরঃ ইতরং পশ্যতি বৃ ২।৪।১৪, ৪।৫।১৫ ৪।২৭৯
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাভিপন্নম্ শ্বে ৬।১৩ ২।২৩
তৎ কেন কং পশ্যেৎ ... বৃ ২।৪।১৪ ১।১৩৩
তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ বৃ ২।৪।১৪, ৪।৫।১৫ ৩।১১৮

তৎ তু এব ভয়ং বিদুষঃ অমন্বানস্য	তৈ ২।৭।১	৩।২৩৯
তৎ তেজঃ ঐক্ষত	ছা ৬।২।৩	১।২৩৩
তৎ তেজোঽসৃজত	ছা ৬।২।৩	১।২৩৫
তৎ নামরূপাভ্যাম্ এব ব্যাক্রিয়ত	বৃ ১।৪।৭	১।৯০২
তৎ পুরুষঃ অমানবঃ সঃ এনান্	ছা ৪।১৫।৫, ৫।১০।২	১।৪৬৮
তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্ ...	পা সূ ৪।৫।২১	১।২৭৯
তৎ যঃ এব এতং ব্রহ্মলোকম্	ছা ৮।৪।৩	৪।২১২
তৎ যৎ কিঞ্চ ইমানি ভূতানি....সঞ্চরন্তি	শত ব্রা ১০।৫।৩।৩	৩।৪৮৪
তৎ যৎ তৎ সত্যম্ অসৌ সঃ আদিত্যঃ	বৃ ৫।৫।২	৩।৩২২
তৎ যত্র এতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ	ছা ৮।৬।৩, ৮।১১।১	১।৬৩৭
তৎ যথাপি অগ্নিন্ সর্পিঃ	ছা ৪।১৫।১	১।৪৫৮
তৎ ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্রাণি অপশ্যৎ আত্মনঃ	শত ব্রা ১০।৫।৩।৩	৩।৪৮৩
তৎ সত্যম্ ইতি আচক্ষতে	তৈ ২।৬।১	১।৯০৮
তৎ সত্যং সঃ আত্মা তত্ত্বমসি	ছা ৬।৮।৭	৩।১০৩
তৎ সদাসীৎ	ছা ৩।১৯।১	২।১১৪
তৎসন্নিধৌ অসংযুক্তং তদঙ্গং স্যাৎ	জৈ সূ ৪।৪।৩৩	২।১০০
তৎ সবিতুর্বরেণ্যং	তৈ আ ১০।২৭	৪।৩৫৪
তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে	কৌ ১।৪	৩।৩৫৪
তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ	তৈ ২।৬।১	২।৮০
তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ	ন্যা সূ ১।১।১	১।১৬১
তত্ত্বমসি শ্বেতকেতোঃ	ছা ৬।৮।৭	১।২৩৭
তত্র এতৎ তৎ শুঙ্গম্ উৎপতিতং	ছা ৬।৮।৩	৪।২৬৮
তত্র কঃ মোহঃ কঃ শোকঃ	ঈশ ৭	১।১৫৯
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং	গীতা ৬।৪৩	৩।৭৩০
তত্র যঃ পরমাত্মা হি স নিত্যো	মহাভা শা ৩৫১।১৪	২।৬৯৯
তত্রৈব চ যতিঃ শান্তঃ... সান্তপনং ব্রতম্	...	৩।৬৯২
তথা চ দর্পণাভোগে প্রতিবিম্ববৎ	ত্রিপুরারহস্য, জ্ঞান ১১।৪০	১।অষ্টআশী
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ	মু ৩।২।৮	১।৫৫৪
তদেতং হেব বহ্বৃচা মহত্যুক্থে মীমাংসন্তে	ঐত আ ৩।২।৩	৩।২৩৮
তদপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণঃ	ছা ৮।৫।৩	৪।২৫৮
তদপোঽসৃজত	ছা ৬।২।৩	২।৫৬২
তদপ্যেষ শ্লোকঃ ভবতি	তৈ ২।৬	১।৩০১
তদাত্মানং স্বয়মকুরুত	তৈ ২।৭।১	২।১১৪
তদাহুঃ কিং তৎ অসদাসীৎ	শত ব্রা ৬।১।১।১	২।৭২৬

তদিদম্ এব উক্থম্...পৃথিবী	ঐ আ ২।১।২	৩।৬২৫
তদেতৎ এতস্যাম্ ঋচ্যধ্যূঢ়ং সাম	ছা ১।৬।১	৪।৫২
তদেতৎ দৃষ্টং চ শ্রুতং চ ইতি	ছা ৩।১৩।৭	১।৩৫৩
তদেতৎ ব্রহ্ম অপূর্ব্বং অনপরম্	বৃঃ ২।৫।১৯	১।১৩২
তদেতৎ ব্রহ্ম চতুষ্পাদ্ অষ্টাশফং	....	৩।১২৪
তদেতৎ সত্বং যেন স্বপ্নং	পৈঙ্গীরহস্যব্রাঃ	১।৪৫০
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে	কেন ১।৪	১।১৬৭
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম	কঠ ২।২।৮,২।৩।১	৩।৮৯
তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়	বৃঃ ২।১।১৭	২।৬২৭
তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়	ছা ৬।২।৩	১।২২২
তদ্দেবাঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ	বৃঃ ৪।৪।১৬	১।৩৫৯
তদ্ধ অস্য বিজজ্ঞৌ	ছা ৬।১৬।৩	২।৯৬
তদ্ধ এতৎ পশ্যন্ ঋষিঃ বামদেবঃ	বৃঃ ১।৪।১০	৩।৪০৩
তদ্ধ দেবাঃ উদ্গীথম্ ...	ছা ১।২।১	৩।২৮৮
তদ্ধৈকে আহুঃ অসদেব ইদম্ অগ্রে আসীৎ	ছা ৬।২।১	১।৯০২
তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ	বৃ ১।৪।৭	ঐ
তদ্ ব্রহ্ম তদ্ অমৃতং সঃ আত্মা	ছা ৮।১৪।১	১।৮১৬
তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়ঃ	জৈ সূ ১।১।২৫	১।১৪১
তদ্ যৎ কিঞ্চ ইমানি ভূতানি	শত ব্রা ১০।৫।৩।৩	৩।৪৮৪
তদ্ যৎ তৎ সত্যং অসৌ সঃ আদিত্যঃ	বৃ ৫।৫।২	৩।৪৩৩
তদ্ যত্র এতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ	ছা ৮।৬।৩	৩।১০৯
তদ্ যথা অহিনির্ব্বয়নী বল্মীকে	বৃ ৪।৪।৭	১।২০৫
তদ্ যথা আম্রে ফলার্থে	আপ ধর্ম্মসূ ১।২০।৩	৪।২৭৫
তদ্ যথা ইষীকাতূলম্ অগ্নৌ	ছা ৫।২৪।৩	৪।৮০
তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা ...	বৃ ৪।৪।৩	৩।৭
তদ্ যথা রথস্য অরেষু নেমিঃ	কৌঃ ৩।৮	১।৩৮৫
তদ্ যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈঃ ভুঙ্‌ক্তে	কৌ ৪।২০	১।৯১৬
তদ্ যথেহ কর্ম্মজিতঃ (কর্ম্মচিতঃ) লোকঃ ক্ষীয়তে	ছা ৮।১।৬	১।৮১
তদ্ যদ্ অপাং শরঃ আসীৎ	বৃ ১।২।২	২।৫৬৭
তদ্ যদ্ ভক্তং প্রথমম্ আগচ্ছেৎ	ছা ৫।১৯।১	১।৫২০
তদ্ যদ্যপি অস্মিন্ সর্পিঃ বা	ছা ৪।১৫।১	১।৪৫৫
তদ্ যে ইত্থং বিদুঃ	ছা ৫।১০।১	৩।৫৪
তদ্ যে ইমে বীণায়াং	ছা ১।৭।৬	১।৩২৪
তদ্ যে ইহ রমণীয়চরণাঃ	ছা ৫।১০।৭	৩।৩২
তদ্ যে এব এতং ব্রহ্মলোকং	ছা ৮।৪।৩	৪।২১২

তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত	বৃ ১।৪।১০	১।৩৮৮
তদ্ যঃ অহং সঃ অসৌ যঃ অসৌ সঃ অহম্	ঐ আ ২।২।৪।৬	৩।৪২৭
তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম	তৈ ৩।১	১।৮৬
তদ্বিজ্ঞানার্থং সঃ গুরুমেব অভিগচ্ছেৎ	মু ১।২।১২	
তদ্বিদাংসঃ শ্রোত্রিয়া অশিষ্যন্ত আচামন্তি	বৃ কাণ্ব ৬।১।১৪	৩।৩০৭
তদ্বিপরীতমণু	বৈ সূ ৭।১।১০	২।২৮২
তদ্‌বুদ্ধয়ঃ তদাত্মানঃ ...	গীতা ৫।১৭	৩।৬১৮
তদ্ বৈ এতদ্ অনুজ্ঞাক্ষরম্	ছা ১।১।৮	৩।২৪৯
তদ্ বৈ অস্য এতৎ আপ্তকামং....রূপম্	বৃ ৪।৩।২১	২।৬৬৫
তদ্ বৈ এতদ্ অক্ষরং গার্গি অদৃষ্টং	বৃ ৩।৮।১১	১।৫৯৬
তনূনপাতং যজতি	তৈ সং ২।৬।১।১	৩।৫২৪
তপঃ এব দ্বিতীয়ঃ	ছা ২।২৩।১	৩।৬০২
তপঃশ্রদ্ধে যে উপবসন্তি অরণ্যে	মু ১।২।১১	৩।৫৯২
তপঃ সর্ব্বগতং তাত হীনস্যাপি বিধীয়তে	মহাভা শা ২৯৫।১৪	১।৭৭৮
তপসা চীয়তে ব্রহ্ম	মু ১।১।৮	১।৪৯৫
তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ...	তৈ ৩।২	২।৫২২
তপো বিদ্যা চ বিপ্রস্য নৈঃশ্রেয়সকরং পরম্	মনু সং ১২।১০৪ (পাঠান্তর)	৪।১১৩
তপ্তে পয়সি দধ্যানয়তি, সা বৈশ্বদেবী আমিক্ষা	মৈ সং ১।১০।১? তৈ সং ১।৮।২।১?	৩।২২৪
তম্ আহ আপো বৈ খলু মীয়ন্তে	কৌ ১।৬ (পাঠান্তর)	৪।৩৫৯
তম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্	শ্বে ৬।৭	৪।৩৫৫
তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি	বৃ ৪।৪।২	৩।১২
তম্ উদ্‌গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে	ছা ১।২।৭	৩।২৪৮
তমসঃ পারং দর্শয়তি	ছা ৭।২৬।২	৪।২২
তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ	বৃ ৪।৪।২২	৩।৬৪২
তমেব একং জানথ আত্মানম্	মু ২।২।৫	১।৫৪৭
তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং	বৃ ৪।৪।২১	১।৫৫৫
তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বম্	মু ২।২।১০	১।৩৫৮
তমেব মন্যে আত্মানম্	বৃ ৪।৪।১৭	১।৮৮৮
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি	শ্বে ৩।৮	১।৩৭৯
তয়োর্বৈধে স্মৃতির্বরা ...	ব্যাস সং ১।৪	১।৬৮৩
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি	মু ৩।১।১, শ্বে ৪।৬	১।৪৩২
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং....ইতি সত্ত্বম্	পৈঙ্গীরহস্য ব্রাহ্মণ	১।৪৪৯
তয়োর্ধ্বমায়ন্ অমৃতত্বমেতি	ছা ৮।৬।৬, কঠ ২।৩।১৬	৪।১৯২
তরতি ব্রহ্মহত্যাং....অশ্বমেধেন যজতে	তৈ সং ৫।৩।১২।২	৪।৮১
তরতি শোকম্ আত্মবিৎ ...	ছা ৭।১।৩	১।৯০৭

তস্মাৎ অগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ	মু ২।১।৫	১।৫০৫
তস্মাৎ অব্যক্তম্ উৎপন্নম্	মহাভা শা ৩৩৬।৩০	২।১০
তস্মাৎ উপশান্তেজাঃ পুনর্ভবম্	প্রশ্ন ৩।৯	৪।১৩৫
তস্মাৎ এতৎ ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়তে	মু ১।১।৯	১।১১৪
তস্মাৎ এতে এতেন আখ্যায়ন্তে প্রাণাঃ	বৃ ১।৫।২১	২।৮০১
তস্মাৎ এবংবিৎ শান্তঃ দান্তঃ উপরতঃ	বৃ ৪।৪।২৩	৩।৬৪৫
তস্মাৎ এবংবিদ্ অশিষ্যন্ আচামেৎ	বৃ মাধ্য ৬।২।১৫	৩।৩০৭
তস্মাৎ এবংবিদম্ এব ব্রহ্মাণং কুর্বীত	শত ব্রা ১১।৫।৮।৬, ছা ৪।১৭।১০	৪।১১৭
তস্মাৎ কাম্যাঃ প্রভবন্তি	আপ ধর্ম্মসূ ১।৮।২৩।২	২।১০
তস্মাৎ চৈত্ররথিঃ নাম একঃ ক্ষত্রপতিঃ	তাণ্ড্য ব্রা ২০।১২।৫	১।৭৮৭
তস্মাৎ জুগুপ্সেত ...	ছা ৫।১০।৮	৩।৫
তস্মাৎ জ্ঞানাসিনা তূর্ণমশেষং কর্ম্মবন্ধনম্	শিবধর্ম্মোত্তর পু	৪।৮২
তস্মাৎ তব সুতং প্রসুতম্...কুলে দৃশ্যতে	ছা ৫।১২।১	৩।৫২৯
তস্মাৎ পূষা প্রপিষ্টভাগঃ অদন্তকঃ হি সঃ	তৈ সং ২।৬।৮।৫	৩।৬৪৯
তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ	কাঠক সং	৩।৬৫৮
তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য	বৃ ৩।৫।১	৩।৭০৫
তস্মাৎ যত্র ক চ বর্ষতি তদেব...অন্নং ভবতি	ছা ৬।২।৪	২।৫৬৬
তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে	ঋক্ সং ১০।৯০।৯	১।১১৫
তস্মাৎ লোকাৎ পুনঃ এতি অস্মৈ লোকায়	বৃ ৪।৪।৬	২।৬১৩
তস্মাৎ শূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যম্	বসিষ্ঠ স্মৃতি ১৮।১১	১।৭৯২
তস্মাৎ শূদ্রঃ যজ্ঞে অনবক্লৃপ্তঃ	তৈ সং ৭।১।১।৬	১।৭৮১
তস্মাৎ শ্রাম্যতি এব বাক্	বৃ ১।৫।২১	২।৮০০
তস্মাদ্ধ হ এবংবিদুপ্যাপতা	ছা ১।৭।৮	৩।৭০০
তস্মাদেকম্ এব ব্রতং চরেৎ প্রাণ্যাৎ চ	বৃ ১।৫।২৩	৩।৪৭০
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়তে	মু ১।১।৯	১।৪৯৩
তস্মাদেতানি মন্ত্রে মন্ত্রে বিদ্যাৎ	সর্ব্বানুক্রমণিকা	১।৭৩৭
তস্মাদ্বা এতস্মাৎ অন্নরসময়াৎ	তৈ ২।২	১।২৯৪
তস্মাদ্বা এতস্মাৎ আত্মনঃ	তৈ ২।১।১	১।২৫২
তস্মাদ্বা এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ	তৈ ২।৫	১।২৭২
তস্মাদ্বৈ এতৎ অশিথস্য পুরস্তাচ্চ...অস্তিঃ	ছা ৫।২।২	৩।৩০৭
তস্মাদ্বৈ এতেন পূষা ব্রাহ্মণাঃ	....	১।১২৮
তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি	ছা ৫।৪।২	৩।১৫
তস্মিন্ যদন্তঃ ...	ছা ৮।১।১	১।৬১৫
তস্মিন্ যাবৎসম্পাতম্ উষিত্বা	ছা ৫।১০।৫	৩।২৯
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে	কঠ ২।৩।১	১।৮০৩

তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ	বৃ ৫।১০।১	৪।২১২
তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং	ছা ৭।২৬।২	১।৫৮৩
তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ	মহাভা শা ৪৭।৬৮	১।৫১৭
তস্য অগ্নিরেব অগ্নিঃ ভবতি	বৃ ৬।২।১৪	৩।২৩৩
তস্য আশ্রমবিকল্পঃ একে	গৌ ধর্ম্ম সূ ১।৩।১	৩।৫৯৩
তস্য 'উৎ' ইতি নাম ...	ছা ১।৬।৭	১।৩২২
তস্য উপনিষৎ অহঃ ইতি	বৃ ৫।৫।৩	৩।৩২৪
তস্য উপনিষৎ অহম্ ইতি	বৃ ৫।৫।৪	ঐ
তস্য ঋক্ চ সাম চ গেষ্ণৌ	ছা ১।৬।৮	১।৩২৩
তস্য এতস্য তদেব রূপম্	ছা ১।৭।৫	১।৩২০
তস্য এবংবিদুষঃ যজ্ঞস্য আত্মা	তৈ আ ১০।৬৪।১, মহানারা উ ৮০	৩।৩৩৫
তস্য এষঃ এব শারীরঃ আত্মা	তৈ ২।৫	১।২৭৬
তস্য এষা দৃষ্টিঃ	ছা ৩।১৩।৭	১।৩৫৩
তস্য এষা শ্রুতিঃ	ঐ	ঐ
তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ ...	জৈ সূ ১।১।৫	১।১৪১
তস্য তাবদেব চিরম্ যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে	ছা ৬।১৪।২	৩।৩৯৬
তস্য পুত্রাঃ দায়মুপযন্তি	শাট্যায়ন শ্রুতি	৪।১১৩
তস্য প্রিয়ম্ এব শিরঃ	তৈ ২।৫	১।২৯৬
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি	মু ২।২।১০	১।৬৬৩
তস্য ভূরিতি শিরঃ	বৃ ৫।৫।৩	১।৩৫২
তস্য যে তত্র লোমঃ ন মীয়তে	কৌ ৩।১ (পাঠান্তর)	১।৩৮৯
তস্য য আত্মানং আবিস্তরাং বেদ	ঐত আ ২।৩।২।১	১।২৬৮
তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকম্	ছা ১।৬।৭	১।৭।৮, ১।৩১৯
তস্য ব্রতম্	শ্রুতি	১।১৯৪
তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ	তৈ ২।৪	২।৬৪২
তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারঃ ভবতি	ছা ৭।২৫।২	৪।৩১৬
তস্য হ এতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে	বৃ ৪।৪।২	৪।১৮৮
তস্য হ বৈ এতস্য আত্মনঃ বৈশ্বানরস্য	ছা ৫।১৮।২	১।৫১১
তস্য হ বৈ এতস্য হৃদয়স্য	ছা ৩।১৩।১	১।৩৭০
তস্যাং হংসতে হয়য়ঃ সপ্ত তীরে	তৈ আ পরিশিষ্ট ১০।৪০।৩	৪।১২৫
তং কালং বক্ষ্যামি ...	গীতা ৮।২৩	৪।২০৫
তং চেৎ ব্রূয়ুঃ—ব্রহ্মপুরে দহরং	ছা ৮।১।২	১।৬২২
তং তু ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি	বৃ ৩।৯।২৬	১।১৮৭
তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং	কঠ ১।২।১২	১।৪৪৬
তং ন বন্ধন পাপ্মা স্পৃশন্তি	ছা ৮।৬।৩	৩।১১৪

তং 'প্রাণম্' উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে	ছা ১।২।৭	৩।২৫১
তং প্রেতং দিষ্টম্ ইতঃ অগ্নয়ে এব হরন্তি	ছা ৫।৯।২	৩।২৩৩
তং মা ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু	ছা ৭।১।৩	১।৫৮৩
তং যথা যথা উপাসতে তদেব ভবতি	শত ব্রা ১০।৫।২।২০, মুদ্গলোপনিষৎ ৩।৩	৩।৭৩৫
তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে	বৃ ৪।৪।২	৩।৫৭৬
তং হ উপনিন্যে	শত ব্রা ১১।৫।৩।১৩	১।৭৮৯
তং হ বকঃ দাল্ভ্যঃ বিদাঞ্চকার	ছা ১।২।১৩	৩।৬৯৯
তাঃ অন্নম্ অসৃজন্ত	ছা ৬।২।৪	২।৫৬৫
তাঃ আপঃ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম	ঐ	ঐ
তাঃ আসু নাড়ীষু সৃপ্তাঃ	ছা ৮।৬।২	৪।১৯৩
তাঃ বৈ এতাঃ দশৈব ভূতমাত্রাঃ	কৌ ৩।৮	১।৩৯৯
তাঃ বৈ এতাঃ সর্ব্বাঃ দেবতাঃ	কৌ ২।৯	২।৩৭
তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণঃ উবাচ মা মোহম্ আপদ্যথা	প্রশ্ন ২।৩	২।৭৭৫
তান্ বৈস্য়ৃতাং (বৈদ্যুতান্, বৃ কাণ্ব ৬।২।১৫) পুরুষঃ মানসঃ এত্য	বৃ মাধ্য ৬।১।১৮	৪।২৩৬
তান্ হ অনুপনীয় এব	ছা ৫।১১।৭	১।৭৮৯
তান্ হ এতান্ এবংবিদে সর্ব্বদা... চিন্বন্তি	শত ব্রা ১০।৫।৩।১২	৩।৪৮৪
তানি মৃত্যুঃ শ্রমঃ ভূত্বা উপযেমে	বৃ ১।৫।২১	২।৮০০
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা	শ্রীমদ্ভা ১১।২০।৯	৩।৬৪৯
তাবান্ অস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ	ছা ৩।১২।৬	২।৬৯৩
তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে	বৃ ২।১।১৯	৩।১০৯
তাভ্যঃ গাম্ আনয়ৎ	ঐত ১।২।২	৩।২৯২
তাভ্যঃ পুরুষম্ আনয়ৎ	ঐত ১।২।৩	১।৭৬৬
তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্ একৈকাং করবাণি	ছা ৬।৩।৩	২।৮০৪
তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্ একৈকাম্ অকরোৎ	ছা ৬।৩।৪	২।৮১৪
তাসু তদা ভবতি যদা সুপ্তঃ	কৌ ৪।১৯	৩।১০৯
তাং চেৎ অবিদ্বান্ উদ্গাস্যসি	ছা ১।১০।১০	৩।৪৬০
তাং চেদ্ অবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি	ছা ১।১০।১১	৩।৬৪১
তাং যোগম্ ইতি মন্যন্তে	কঠ ২।৩।১১	২।২২
তিলমাষাঃ ইতি জায়ন্তে	ছা ৫।১০।৬	৩।৬৯
তীর্থানি তোয়পূর্ণানি দেবান্ পাষাণমৃন্ময়ান্	....	৪।২৯৫
তৃতীয়স্যাম্ ইতো দিবি ...	ছা ৮।৫।৩	৪।৩৬২
তে অর্চ্চিঃ (অর্চ্চিষম্, ছাঃ ৫।১০।১) অভিসম্ভবন্তি	বৃ ৬।২।১৫	৪।২০৯,২৩৪
তে ইমে প্রাণাঃ অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ	বৃ ৬।১।৭	২।৩৫
তে ইহ ব্যাঘ্রঃ বা সিংহো বা	ছা ৬।৯।৩	৩।১২৬
তে ইহ ব্রীহিযবাঃ ওষধিবনস্পতয়ঃ	ছা ৫।১০।৬	৩।৭১

তে এতস্যৈব সর্বে রূপম্ অভবন্	বৃ ১।৫।২১	২।১৯৫
তে এতে সর্ব এব সমাঃ সর্বে অনন্তাঃ	বৃ ১।৫।১৩	৩।৪৬৯
তে চন্দ্রং প্রাপ্য অন্নং ভবন্তি	বৃ ৬।২।১৬	৩।২২
তেজঃ এব তৎ পীতং নয়তে	ছা ৬।৮।৫	১।২৫০
তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্	ছা ৬।৮।৬	৪।১৫৮
তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলম্ অন্বিচ্ছ	ছা ৬।৮।৬	১।৯০৬
তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি	ছা ৮।৬।৩	৩।১১৪
তেজোময়ী বাক্ ...	ছা ৬।৫।৪	২।৫৮৩
তেজো হ বা উদানঃ	প্রশ্ন ৩।১	৪।১৩
তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাপরাবতো বসন্তি	বৃ ৬।২।১৫	৪।২১২
তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ	মহাভা শা ১৮৮।১৩	১।৭৬৮
তে ধূমম্ অভিসম্ভবন্তি ...	ছা ৫।১০।৩	৩।১৯
তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং	শ্বে ১।৩	১।৮৭৩
তে নঃ কৃতাৎ অকৃতাৎ এনসঃ	শ্রুতি	৩।৩৬০
তেন ইমং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ততে	ছা ১।১।৯	৩।৫৫৬
তেন উ এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং	বৃ ১।৫।২৩	৩।৪৭৪
তেন উভৌ কুরুতঃ যশ্চ এতৎ এবং বেদ যশ্চ ন বেদ	ছা ১।১।১০	৩।৪৬০
তেন এতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ	বৃ ৪।৪।৯	৩।৬৭৮
তেন যদশ্নাতি যৎ পিবতি তেন	ছা ১।২।৯	২।৭৭৬
তে ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং	গীতা ৯।২১	১।১৫৪
তে মনসা এব আধীয়ন্ত	শত ব্রা ১০।৫।৩।৩	৩।৪৯৫
তে যদন্তরা তৎ ব্রহ্ম ...	ছা ৮।১৪।১	১।৮১৫
তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ	ছা ৩।১৩।৬	১।৮৯২
তে বৈ এতে আহুতী হুতে উৎক্রামতঃ	শত ব্রা ১১।৪ প্রপা ৫।৬	৩।২০
তে বৈ এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে	ছা ৪।৩।৮	১।৩৬৭
তেষাম্ ইহ ন পুনরাবৃত্তিঃ অস্তি	বৃ মাধ্য ৬।১।১৮	৪।২৪৮
তেষাম্ একৈক এব তাবান্ যাবান্ অসৌ পূর্বঃ	শত ব্রা ১০।৫ অধ্যায় ৩।৩	৩।৪৯৭
তেষাম্ এব এতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত	মু ৩।২।১০	৩।২৩৬
তেষাং খলু এষাং ভূতানাং	ছা ৬।৩।১	৩।৬০
তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ ...	বৃ ৬।২।১৫	৪।৩৬২
তেষাং (চ) যদা তৎপর্যবৈতি	বৃ ৬।২।১৬	৩।৩০
তেষাং যে যানি কর্মাণি প্রাক্ সৃষ্ট্যাং	মহাভা শা ২৩১।৪৮	১।৭৩৯
তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারঃ ভবতি	ছা ৮।১।৬	৪।৩৪৮
তেষু অদর্শনাৎ বিরোধস্য ...	জৈ সূ ১।৩।৮	৩।৬৯০
তে হ এতে বিদ্যাচিতঃ এব ...	শত ব্র ১০।৫।৩।১২	৩।৪৮৮

তে হ ঊচুঃ হন্ত তম্ আত্মানম্	ছা ৮।৭।২	১।৭৫১
তে হ দেবাঃ ঊচুঃ ...	বৃ ১।৩।১	৩।২৪৭
তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরম্ ঊচুঃ	ছা ৫।১।৭	১।৩৮
তে হ বাচম্ ঊচুঃ ত্বং ন উদ্‌গায়	বৃ ১।৩।২	৩।২৪৭
তৌ এতৌ সর্বক্ষেত্রজ্ঞৌ ...	পৈঙ্গীরহস্যব্রাহ্মণ	১।৪৫১
তৌ বা এতৌ দ্বৌ সম্বর্গৌ	ছা ৪।৩।৪	৩।৭৭৫
তৌ হ যদ্ ঊচতুঃ কর্ম্ম হ এব তদ্ ঊচতুঃ	বৃ ৩।২।১৩	৪।১৫০
ত্রয়শ্চ ত্রীচ শতা, ত্রয়শ্চ	বৃ ৩।৯।১	১।৬৯৩
ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতম্	শিবমহিম্নস্তোত্র	১।নব্বই
ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ	ছা ২।২৩।১	৩।৫৯৬
ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি	ছা ৩।১২।৬	১।৩৫৪
ত্রিবৃৎ পঞ্চদশঃ সপ্তদশঃ....স্তোমাঃ	তৈ ব্রা ১।৫।১১।১-২	১।২৪৩
ত্রিরাচামেৎ ...	শ্রুতি (ন্যায়নির্ণয় ৩।৩।১৮ সূ)	৩।৩১০
ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং	শ্বেঃ ২।৮	২।২২
ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রম্ অহনম্	কৌ ৩।২	১।৩৮৩
ত্রিষ্টুভৌ ভবতঃ সেন্দ্রিয়ত্বায়	ঐত ব্রা ৩।৬।১৭	৩।৩৫৮
ত্রিসন্ধ্যাদৌ স্নানম্ আচরেৎ	আরুণিকোপনিষৎ ২	৩।৬৯২
ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেৎ	তৈ সং ২।৫।৫।২	৩।২৫৪
ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে	লৌকিকন্যায়	১।৩৩৬
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্রঃ ইতি	মহাভা শা ১৮৯।৭	১।৭৬৮
ত্যক্তাশেষক্রিয়স্যৈব সংসারং প্রজিহাসতঃ	বৃঃ সম্বন্ধবার্ত্তিক ১২-১৩	৩।৬৭৬
ত্বঙ্‌মাত্রমেব বুদ্ধীন্দ্রিয়ম্ ...	তত্ত্বসমাসসূত্র	২।২৫৯
ত্বমেব মে বৃণীষ্ব হিততমং ...	কৌ ৩।১	১।৩৭৯
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ	শ্বেঃ ৪।৩	২।৫৫৯
ত্বং নঃ উদ্‌গায় ইতি	বৃ ১।৩।২,৭	৩।২৪৮
ত্বংপদার্থবিবেকায় সন্ন্যাসঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্	....	৩।৬১৭
ত্বং বৈ অহম্ অস্মি...দেবতে	জাবাল শাখা, বরাহোপনিষৎ ২।৩৪	৩।৪২৮
ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি	শ্বে ৪।৩	২।৬৯১
ত্বং হি নঃ পিতা	প্রশ্ন ৬।৮	১।১৬০

দ

দধ্না জুহোতি ...	আপ শ্রৌ ৬।২৫	১।২২৫
দর্পণপ্রতিবিম্বানাং দর্পণানন্যতা যথা	ত্রিপুরারহস্য, জ্ঞান ১১।৬৩	১।অষ্টআশী
দশ ইমে পুরুষে প্রাণাঃ আত্মা একাদশঃ	বৃ ৩।৯।৪	২।৭৪১
দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামঃ যজেত	শত ব্রা ২।৬।৪।১৭ ?	৩।৭১২
দর্শপূর্ণমাসৌ ইষ্ট্বা সোমেন যজেত	তৈঃ সং ২।৫।৬।১	(৩।২৫৫)

দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম	ছা ৮।১।১	৩।৩২৯
দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ	ঐ	১।৬২৮
দিক্সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্	পা সূ ২।১।৫০	১।৮৯০
দিনে দিনে চ বেদান্তশ্রবণাৎ	....	৩।৭১৩
দিবসশ্ শুক্লপক্ষশ্চ উত্তরায়ণমেব চ	...	৪।২০০
দিব্যঃ হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ	মু ২।১।২	২।১৬৪
দীক্ষিতঃ ন দদাতি ন জুহোতি	তৈ সং ১।২।৩ ?, মৈ সং ৩।৬।৫ (১।৬৮০, ৩।৩৬৩)	
দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানাম্	ন্যা সূ ১।১।২	১।১৬১
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম	গীতা ২।৪৯	৪।১১৮
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা	কঠ ১।৩।১২	৩।২৮৬
দৃষ্টং চ শ্রুতং চ... উপাসীত	ছা ৩।১৩।৭	১।৩৬০
দৃষ্টে সম্ভবতি অদৃষ্টকল্পনাযোগাৎ	....	১।৭৭৭
দৃষ্টো হি তস্যার্থঃ কর্ম্মাববোধনম্	জৈ সূ ১।১।১, শাবরভাষ্য	১।১৪১
দেবচ্ছন্দাংসি পূর্ব্বাণি	পৈঙ্গীরহস্য ব্রাহ্মণ	৩।৩৬১
দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞম্	ছন্দোগব্রাহ্মণ ১।১	৩।৩৪২
দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবে [illegible] ১।১।১, তৈ সং ১।১।৪, শুক্লঃ যজুঃ সং ১।১০		৩।৪৩৭
দেবাঃ অপি মার্গে মুহ্যন্তি	মহাভা শা ২৬১।৩২	৪।১৭৪
দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি	ছা ৫।৪।২	৩।১৫
দেবাঃ হ বৈ সত্রং [illegible]	শত ব্রা ১৪।১।১।১	৩।৩৪৩
দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা	কঠ ১।১।২১	১।৮৫৪
দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি	বৃ ৪।১।২	৩।৫৪৬
দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা....বিপ্রা দশবিধাঃ	অত্রিসং ৩৬৪	১।৭৮০
দেশধর্ম্মজাতিকুলধর্ম্মান্ স্বধর্ম্মে স্থাপয়েৎ	বসিষ্ঠ সং ১৯।৫	১।৭৭৮
দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ	বোধিচিত্তবিবরণ	২।৪৪৭
দ্যাং মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি	স্মৃতিবচন	১।৫১৮
দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদঃ	জৈ সূ ৪।৩।১	৩।৪৩৬
দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরম্ আরভন্তে	বৈ সূ ১।১।১০	২।৩২৩
দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চ ঋতবঃ তৈ সং ৭।১।১, তাণ্ড্য ব্রা ২৩।১৭।২, শত ব্রা ৬।২।২।৩		৩।৩৫৮
দ্বা সুপর্ণা সযুজা ...	মু ৩।১।১, শ্বে ৪।৬	৩।৪১৪
দ্বিজাতীনাম্ অধ্যয়নং দানম্	গৌ ধর্ম্মসূ ১০।১	১।৭৯২
দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়ঃ ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ	হারীত	১।৬৮২
দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্	শাট্যায়নশ্রুতি	৩।৩৫৪
দ্বে বাব ব্রহ্মণঃ রূপে মূর্ত্তং চৈব অমূর্ত্তং চ	বৃ ২।৩।১	৩।১৭১
দ্বে শ্রোত্রে দ্বে চক্ষুষী ...	...	২।৭৪৫
দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানঞ্চ	যোগবাসিষ্ঠ	৩।৭১৭

ধ

ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যঃ বর্ণঃ পূর্ব্ব...বর্ণমাপদ্যতে	আপস্তম্ব ধর্ম্মসূ ২।৫।১১	১।৭৭৬
ধর্ম্মেণ পাপম্ অপনুদতি	তৈ আ ১০।৬৩।৭, মহানারায়ণ উ ৭৯।৬	৪।২১
ধীঃ ভীঃ ইতি এতৎ সর্ব্বং মনঃ এব	বৃ ১।৫।৩	২।৮৭৭
ধূঞ্ কম্পনে ...	পাণিনীয় ধাতুপাঠ	৩।৩২৬
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা	গীতা ৮।২৫	৪।১০৫
ধ্যানাশক্তানিবৃত্ত্যর্থং বিজ্ঞানেন	বৃ ভাষ্যবার্ত্তিক ২।৪।২৩৩	৩।৭১৭
ধ্যানেনৈকাগ্র্যমাপন্নে চিত্তে বিদ্যা স্থিরীভবেৎ	পঞ্চদশী ১৫।৩০	৪।২৪
ধ্যায়তি ইব পৃথিবী	ছা ৭।৬।১০	৪।৬৫
ধ্যায়তি ইব লেলায়তি ইব	বৃ ৪।৩।৭	২।৬৪১

ন

ন অন্যঃ অতঃ অস্তি দ্রষ্টা	বৃ ৩।৭।২৩	১।১৩০
ন অন্যঃ অতঃ অস্তি বিজ্ঞাতা	ঐ	১।৪২৮
ন অন্যৎ অতঃ অস্তি দ্রষ্টৃ	বৃ ৩।৮।১১	২।৬৪০
ন অহ খলু অয়ম্ এবম্...আত্মানম্	ছা ৮।১১।১	১।৬৩৭
ন ইদং অমূলং ভবিষ্যতি	ছা ৬।৮।৩	৪।২৬৮
ন ঋষীণাম্ আর্ষেয়াভাবাৎ	জৈ সূ ৬।১।৫ শাবরভাষ্য	১।৬৮৯
ন এতদ্ অব্রাহ্মণঃ বিবক্তুম্ অর্হতি	ছা ৪।৪।৫	১।৭৯০
ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ	গীতা ৫।১৪	২।১০৫
ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া	কৈবল্য উ ১।৩, তৈ আ পরিশিষ্ট ১০।১০।১৪ মহানারা উ ১২।৩	৩।৬১৬
ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে নো কনীয়ান্	তৈ ব্রা ৩।৯।৭ ? বৃ ৪।৪।২৩ দ্রঃ	১।৪৪২
ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ...	ঈশ ২	৩।৫৮৯
ন কর্ম্মাণি ত্যক্তেং যোগী	যোগবাসিষ্ঠ	৩।৬৪৯
ন কাচন মদ্বিধা বিদ্যা	শ্রুতি	২।৫২৫
ন কাঞ্চন পরিহরেৎ	ছা ২।১৩।২	৩।৬৫৩
ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা	মু ৩।১।৮	৩।১৮১
ন চ পুনরাবর্ত্ততে	ছা ৮।১৫।১	৪।৩৬২
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা	শ্বে ৬।৯	২।৫৫৯
ন চিরম্ ইব জীবিষ্যতি	ঐ আ ৩।২।৪।৭	২।৯৪
ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ	কঠ ১।২।১৮	২।৫৯৭
ন জীবঃ ম্রিয়তে	ছা ৬।১১।৩	২।৫৯৭
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে	শ্বে ৬।৮	৪।৩৪৬
ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি	কেন ১।১।৩	১।আঠাশ
ন তত্র দক্ষিণাঃ যন্তি ...	শত ব্রা ১০।৫।৪।১৬	৩।৬৩৮
ন তত্র রথাঃ ন রথযোগাঃ	বৃ ৪।৩।১০	২।১৭৩
ন তত্র সূর্য্যঃ ভাতি ন চন্দ্রতারকম্	শ্বে ৬।১৪, কঠ ২।২।১৫, মু ২।২।১০	১।৬৫৯

ন তত্রাসয়তে সূর্য্যঃ ন শশাঙ্কঃ ন পাবকঃ	গীতা ১৫।৬	১।৬৬৮
ন তস্মাৎ প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি	বৃ মাধ্য ৪।২।৮	৪।১৬৮
ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে	শ্বেঃ ৬।৮	১।২৩০
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ	শ্বে ৪।১৯	২।৫৪৬
ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি	বৃ কাণ্ব ৪।৪।৬	৪।১৫৪
ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি	বৃ ৪।৩।২৩, ৩০	৪।৩০৬
ন দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারং পশ্যেঃ	বৃ ৩।৪।২	১।৪৮১
ন দেবানাং দেবতান্তরাভাবাৎ	জৈ সূ ৬।১।৫, শাবরভাষ্য	১।৮৮৯
ন নাম্না স্যাৎ	জৈ সূ ২।৪।১০	৩।২২৯
ন নিরোধঃ নচোৎপত্তিঃ	মা কা ২।৩২	১।৯৭১
ন প্রাণেন নাপানেন....জীবতি	কঠ ২।২।৫	১।৩৯৬
ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ...	ছা ৮।১২।১	১।৮১০
ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি ...	বৃ ২।৪।১২,১৩ ; ৪।৫।১৩	১।৯৪৮
ন মৃত্যুঃ আসীৎ অমৃতং ন তর্হি	ঋক্ সং নাসদাসীয় সূক্ত ১০।১২৯।২	২।৭৬১
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ	গীতা ১০।২	২।৪৪
ন রূপম্ অস্যেহ তথোপলভ্যতে	ঐ ১৫।৩	২।২০৭
ন বর্ধতে কর্মণা নো কনীয়ান্	বৃ ৪।৪।২৩	১।৪৪২
ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত, বক্তারং বিদ্যাৎ	কৌ ৩।৮	১।৩৭৮
ন বিজ্ঞাতেঃ বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ	বৃ ৩।৪।২	১।১৬৮
ন বিমুঞ্চন্তি সামর্থ্যং বাক্যার্থেঽপি পদানি নঃ	শ্লোকবা, বাক্যাধি ২২৯	১।১৪৬
ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ	মহা শা ১৮৮।১০	১।৭৬৮
ন বেদে পত্নীং বাচয়তি	শাঙ্খায়ন ব্রা ৭।৩	১।৬৭৯
নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ নাভিঃ দশমী	তৈ ব্রা ২।১।১ ?	২।৭৪১
ন বৈ অজীবিষ্যম্ ইমান্ অখাদন্	ছা ১।১০।৪	৩।৬৫৫
ন বৈ অরে অহং মোহং ব্রবীমি	বৃ ২।৪।১৩, ৪।৫।১৪	২।৬০০
ন বৈ অরে পত্যুঃ কামায়	বৃ ২।৪।৫, ৪।৫।৬	১।৯২৮
ন বৈ অরে সর্ব্বস্য কামায়	বৃ ২।৪।৫, ৪।৫।৬	২।১৮৫
ন বৈ বাচঃ, ন চক্ষুংষি ···	ছা ৫।১।১৫	২।৭৯৩
ন বৈ শক্ষ্যামঃ ত্বদৃতে জীবিতুম্	বৃ ৬।১।১৩	২।৭৬৩
ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ	মনু সং ৪।৮০, বসিষ্ঠ সং ১৮ অঃ	১।৭৯২
ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ	মনু সং ১০।১২৬	১।৭৯০
ন শৃণোতি ন পশ্যতি	প্রশ্ন ৪।২	১।৫৭৩
ন সৎ তৎ ন অসৎ উচ্যতে	গীতা ১৩।১২	৩।১৪৮
ন সন্নাসন্ন সদসন্ন চোভাভ্যাং বিলক্ষণং	সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ, মাধ্যমিক ৭	২।৪৪৬
ন সঃ পুনরাবর্ত্ততে ...	কালাগ্নিরুদ্র উ ২।৯	১।১১

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম	কঠ ১।২।৬	৩।৫০
ন সুরাং পিবেৎ	কাঠক সং	১।৭৫৫
ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে	শ্লো বা।৪সূ,১৭৫ ন্যায়রত্নাকর	১।৭১৬
ন স্ত্রীশূদ্রৌ বেদম্ অধীয়াতাম্	…	১।৬৭৮
ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়া	কৌ ৩।১	১।৩৮০
ন হ বৈ অস্য অনন্নং জগ্ধং ভবতি	বৃ ৬।১।১৪	৩।৬৫২
ন হ বৈ এবংবিদি কিঞ্চন অনন্নং ভবতি	ছা ৫।২।১	ঐ
ন (হ) বৈ দেবাঃ অশ্নন্তি ন পিবন্তি …দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি	ছা ৩।৬।১	৩।২৪, ১।৬৯৫
ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ ….	ছা ৮।১২।১	১।১৫৪
ন হ বৈ স্নাত্বা ভিক্ষেত ….	…	১।৬০
ন হি কর্ম্ম ক্ষীয়তে ….	বসিষ্ঠ স্মৃতি ২২।৪ (আনন্দাশ্রম)	৪।৭৮
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিম্	গীতা ৬।৪০	৩।৭৩০
ন হি গা[illegible]কাস্তি কস্যচিৎ	স্মৃতি	৩।৩৫
ন হি দ্রষ্টুঃ দৃষ্টেঃ বিপরিলোপঃ বিদ্যতে	বৃ ৪।৩।২৩	২।৬০৮
ন হি বিজ্ঞাতুঃ বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলোপঃ	বৃঃ ৪।৩।৩০	১।৮৪৭
ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি …	মহাভা, বন ২১২।৩৪।৩৭	২।৭ ২
নাড়ীষু সৃপ্তঃ ভবতি	ছা ৮।৬।৩	৩।১১০
নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি	তৈ সং ৬।৬।১১।৪ ?	১।১০৯
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপম্ ….	গীতা ৫।১৫	২।১০৫
নানা বা দেবতা	সঙ্কর্ষকাণ্ড ১৪।২।১৪-১৫	৩।৪৭৮
নানুধ্যায়াদ্বহূন্ শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ	বৃ ৪।৪।২১	১।৫৫৫
নানুপসৃষ্ট প্রাদুর্ভাবাৎ …	সা দ ৪।৪।১৪	২।৩৯৬
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়	শ্বে ৩।৮, ৬।১৫, ত্রিপাদ্বিভূতি উপ ৪।১০	১।৫৮৩
নাপুত্রস্য লোকঃ অস্তি …	বসিষ্ঠ স্মৃতি ১৭।২	৩।৬০১
নাপৃষ্টঃ কস্যচিৎ ব্রূয়াৎ	বৃহস্পতি, মনু সং ২।১১০	
নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম …	….	৪।৭৬
নাম ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে …	ছা ৭।১।৫	৪।৪০
নামরূপয়োঃ নির্ব্বহিতা ….	ছা ৮।১৪।১	৪।২৫৭
নামরূপং চ ভূতানাং কর্ম্মণাং চ প্রবর্ত্তনম্	মহাভা শা ২৩১।৫৭-৫৮	১।৭০৭
নামরূপে ব্যাকরবাণি …	ছা ৬।৩।২	২।১০৩
নাম্নো ভূয়ঃ	ছা ৭।১।৫	১।৫৭১
নার্য্যাঃ সুরাপানে ভর্ত্তুঃ নরকপাতঃ	বসিষ্ঠ সং ১৯ ?	৪।৯৩
নারায়ণং পদ্মভবং বসিষ্ঠং শক্তিং চ	….	১।দুই
নাল্পে সুখম্ অস্তি …	ছা ৭।২৩	১।৫৮৭
নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ	কঠ ১।২।২৪	৩।৭২২

নাবেদবিৎ মনুতে তং বৃহন্তম্	তৈ ব্রা ৩।১২।৯।৭	১।১২০
নাসদাসীৎ নো সদাসীৎ তদানীম্	তৈ ব্রা ২।৮।৯।৩, ঋক্ সং ১০।১২৯।১	২।৭৬১
নাস্তি অকৃতঃ কৃতেন ...	মু ১।২।১২	৩।৬৩৭
নাস্ত অস্মিন্ লোকে প্রত্যাপত্তিঃ, কল্মষং তু নির্হ্ন্যতে	আপস্তম্ব	৩।৬৯৫
নাহ খল্বয়ং এবং সম্প্রতি আত্মানং জানাতি	ছা ৮।১১।১	১।৬৩৭
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে	কঠ ১।৩।১৫	৩।২৮৫
নিত্যনৈমিত্তিকৈরেব কুর্বাণো দুরিতক্ষয়ম্	...	৩।৬৪৯
নিত্যমুক্তত্ববিজ্ঞানং বাক্যাদ্ভবতি নান্যথা	নৈ সি ৪।৩১	৪।২৪
নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং	কঠ ২।২।১৩	২।৫৯২
নিত্যং কর্ম্ম পরিত্যজ্য বেদান্তশ্রবণং বিনা	শাম্বোপপুরাণ ১ অঃ	৩।৬১৭
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুঃ....সনাতনঃ	গীতা ২।২৪	৩।২০৬
নিদিধ্যাসিতব্যঃ ...	বৃ ২।৪।৫, ৪।৫।৬	১।১০৬
নিয়মঃ পরিসংখ্যা বা বিধ্যর্থোঽপি	নৈ সি ১।৮৮	৩।৭১২
নিরুপাদান এবাদৌ সৃষ্টবান্	ত্রিপুরারহস্য, জ্ঞান, ১১।৩৭	১।অষ্টআশী
নিবীতং মনুষ্যাণাং ...	তৈ সং ২।৫।১১।১	৩।৬০৪
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং	শ্বে ৬।১৯	১।২৬৫
নেক্ষেতোদ্যন্তম্ আদিত্যম্ নাস্তং যন্তং কদাচন	মনু সং ৪।৩৭	১।১৯৪
নেতি নেতি ...	বৃ ২।৩।৬	১।২৬৬
নেতি নেতি আত্মা ...	বৃ ৩।৯।২৬, ৪।২।৪, ৪।৪।২২	৩।১৮১
নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ	বৃ ৩।২।১১	৪।১৭০
নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ	সাং সূ ৫।২	২।৪৮২
নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ...	বৃ ৪।৪।১৯	২।৮৬
নৈতদ্ অব্রাহ্মণঃ বিবক্তুমর্হতি	ছা ৪।৪।৫	১।৭৭৩
নৈতদচীর্ণব্রতঃ অধীতে	মু ৩।২।১১	৩।২৩৬
নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ	ছা ৮।৪।১	৩।১৩৪
নৈব (নেব) বৈ ইদমগ্রে....সৎ আসীৎ	শত ব্রা ১০।৫।৩।১	৩।৪৮৩
নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া	কঠ ১।২।৯	২।৪৪
নৈষ্ঠিকানাং বনস্থানাং যতীনাং....প্রত্যাপত্তিঃ ন বিদ্যতে	কৌশিক স্মৃতি	৩।৬৯৫
নোৎক্রামন্তি মুনেঃ প্রাণাঃ	....	৪।১৭৩
ন্যাসঃ এব অত্যরেচয়ৎ	তৈ আ ১০।৬২।১২, মহানারা উ ৭৮	৩।৬১৮
ন্যাসঃ ইতি ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হি পরঃ	মহানারা উপ ৭৮, তৈ আ ১০।৬২।১২	৩।৬১৭
ন্যূনম্ অন্তৎ স্থানং	গোপীচন্দনা উপনিষৎ	১।২৬৬

প

পক্ষপ্রাপ্তস্য অপ্রাপ্তাংশ....নিয়মাবধিঃ	...	১।১৮৩
পঞ্চদশাক্ষরা দেবচ্ছন্দাংসি ...	ছন্দোগ ব্রা, পৈঙ্গীরহস্য ব্রা	(৩।৩৬১)

পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ ...	ছা ৩।১৩।১৬	১।৩৭০
পঞ্চভূতাত্মকং বিশ্বং মরীচিজলসন্নিভম্	অবধূতগীতা ১।৩	৪।১০২
পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ	ছা ৫।৩।৩, ৫।৯।১	৩।৫৭
পঞ্চবিধং সাম ...	ছা ২।২।১	৩।৫২০
পঞ্চ সপ্ত চ বর্ষাণি ন ববর্ষ শতক্রতুঃ	....	১।৮৮৪
পঞ্চানাং ত্বা পঞ্চজনানাং	তৈ সং ১।৬।২।২ ?	ঐ
পঞ্চৈব মহাযজ্ঞাঃ, তান্যেব মহাসত্রাণি, ভূতযজ্ঞঃ	শত ব্রা ১১।৩।৮।১	৩।শুদ্ধিপত্র (৩)
পণ্ডিতো মেধাবী গন্ধারানেব	ছা ৬।১৪।২	১।১০৬
পত্ন্যবেক্ষিতম্ আজ্যং ভবতি	....	১।৭৫৪
পদে পদে জুহোতি	তৈ সং ৬।১।৮।১	১।১০৯
পদ্যা হ বৈ এতৎ শ্মশানং....যৎ শূদ্রঃ	যমগীতা *, বসিষ্ঠস্মৃতি ১৮।৯ দ্রঃ	১।৭৯২
পরমতম্ অপ্রতিষিদ্ধং অনুমতং ভবতি	লৌকিকন্যায়	২।৭৭৮
পরমাত্মাত্মনোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীর্য্যতে	বিষ্ণুপুরাণ	১।৯৪৪
পরং চ অপরং চ ব্রহ্ম	প্রশ্নঃ ৫।২	১।৬০৬
পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য	ছা ৮।১২।৩	১।৬৩৯
পরং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত	প্রশ্ন ৫।৫	১।৬০০
পরা চৈবাপরা চ ...	মু ১।১।৪	১।৪৯৬
পরা যয়া তদক্ষরম্ অধিগম্যতে	মু ১।১।৫	১।৪৯৫
পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ	কঠ ২।১।১	৩।১৮২
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি	মু ৩।২।৮	৩।১৮৫
পরাস্য শক্তিঃ বিবিধৈব শ্রূয়তে	শ্বে ৬।৮	২।১৫৫
পরিব্রাড্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ	জাবাল উপ ৫, মৈত্রায়ণী ব্রা	৩।৬২১
পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্	মু ১।২।১২	১।৪৯৯
পরোক্ষনিশ্চয়পূর্বকং সন্ন্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ	কেন, অবতরণভাষ্য আনন্দগিরি	৩।৬৭৭
পরো দিবো জ্যোতিঃ দীপ্যতে	ছা ৩।১৩।৭	১।৩৫৪
পশুনা যজেত ...	তৈ সং ৬।১।১১।৬, আপ শ্রৌ ৮।২।১২	১।২৫৭
পশ্চাচ্চ তত্ত্বাসনয়া পুণ্যমেব করত্যসৌ	অনুভূতিপ্রকাশ	২।৭০৬
পশ্যংশ্চক্ষুঃ, শৃণ্বন্ শ্রোত্রঃ, মন্বানঃ মনঃ	বৃ ১।৪।৭	১।৯১১
পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি	ছা ৩।১২।৬	১।৩৬৯
পানব্যাপচ্চ তদ্বৎ ...	জৈ সূ ৩।৪।৩২	২।৭২৯
পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ	পা সূ ৪।৩।১১০	১। ছাব্বিশ
পারিপ্লবম্ আচক্ষীত ...	শত ব্রা ১৩।৪।৩।২ ?	৩।৬৩২
পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈনামধ্যাপয়েৎ পরঃ	যমস্মৃতি	১।৬৮২

* বসিষ্ঠ স্মৃতিতে আচার্য্য বসিষ্ঠ কর্তৃক এই বিষয়ে যমগীতা উল্লিখিত হইলেও মুদ্রিত যমগীতাতে কিন্তু এই জাতীয় কোন বাক্য প্রাপ্ত হওয়া গেল না। সুতরাং উক্ত সুপ্রাচীন গ্রন্থের কিয়দংশ বিলুপ্ত হইয়াছে মনে হয়।

পিপাসতি নাম	ছা ৬।৮।৫	৪।১৫৪
পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্	মু ৩।১।৩	৩।৩৮০
পুণ্যমেবামুং গচ্ছতি, ন হ বৈ দেবান্...পাপং গচ্ছতি	বৃ ১।৫।২০	২।৭৯১
পুণ্যঃ বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি	বৃ ৩।২।১৩	১।১২৭
পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ....ব্যুত্থায়	বৃ ৩।৫।১, ৪।৪।২২	৩।৬১৬
পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি	বৃ ৪।৩।১৬	৩।১২৬
পুনঃ পুনঃ বশম্ আপদ্যতে মে	কঠ ১।২।৬	৩।৫০
পুরমেকাদশদ্বারম্ অজস্যাবক্রচেতসঃ	কঠ ২।২।১	১।পঁচাশী
পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ ...	বৃ ২।৫।১৮	৩।১৫৩
পুরাকালে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনম্ ইষ্যতে	যমস্মৃতি	১।৬৮১
পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্ম্মশস্ত্রাণি....দশবিদ্যাস্থানানি	....	১।১১৭
পুরীততি শেতে	বৃ ২।১।১৯	৩।১১৫
পুরুষ এবেদং (সর্ব্বং, তৈ আ ৩।১২।২) বিশ্বং কর্ম্ম	মু ২।১।১০	১।৫০৬
পুরুষবিধং পুরুষে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ	শত ব্রা ১০।৬।১।১১	১।৫২০,২৬
পুরুষবিধম্ ...	বৃ ১।৪।১	৩।২৯৩
পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং	ঐত আ ৩।২।৪।১৭	৩।৯৫
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ	কঠ ১।৩।১১	১।৬০৬
পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি	প্রশ্ন ৬।৫	৪।১৭৬, ১৮১
পুরুষো বাব গৌতম্ অগ্নিঃ	ছা ৫।৭।১	১।১৭৯
পুরোডাশম্ অষ্টাকপালং নির্বপেৎ (অগ্নয়ে কামবতে)	তৈ সং ২।২।২।৫	৪।৭৮
পুর্য্যষ্টকেন লিঙ্গেন প্রাণাদ্যেন	ব্রহ্মপুরাণ	২।৭৫১
পুরস্তাৎ উপসদাং প্রবৃগোক্তি	তাণ্ড্য ব্রা	৩।৩৪৯
পুরমিষ্টা শরীরং তু সবাহ্যভ্যন্তরঃ শুচিঃ	বায়ুপুরাণ ১১।২০	৩।৭১৮
পুর্ব্বোঽতিথিভ্যঃ অশ্নীয়াৎ	জাবালশ্রুতি	৩।৪৪৮
পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে	বৃ ৪।৪।২২	৩।৫৯০
পৃথিবী ভগবঃ কিং সন্নিশ্রয়া	বৌদ্ধগ্রন্থ	২।৩৮৫
পৃথিবীময়ঃ আপোময়ঃ বায়ুময়ঃ	বৃ ৪।৪।৫	৪।১৪৯
পৃথিবী যোনিঃ ওষধিবনস্পতীনাম্	...	১।৯৬১
পৃথিবী হিঙ্কারঃ	ছা ২।২।১	৪।৫৩
পৃথিব্যা ওষধয়ঃ ওষধীভ্যঃ অন্নম্	তৈ ২।১।১	২।৫৬৭
পৃথিব্যেব যস্যায়তনং অগ্নিঃ লোকঃ	বৃ ৩।৯।১০	১।৪৭৫
পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখে	শ্বে ২।১২	১।৭৬৩
পৌষ্ণং পেষণং বিকৃতৌ	জৈ সূ ৩।৩।৩৪	৩।৬৪৭
প্রকৃতৌ বা অদ্বিরুক্তত্বাৎ	জৈ সূ ৩।৬।৩	৩।৪৬৩
প্রকৃতিপ্রত্যয়ৌ প্রত্যয়ার্থং সহ ব্রূতঃ	শাবরভাষ্য, পাণিনীয় মহাভাষ্য৩।১।৬৭	১।২২৫

প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থয়োঃ বিরোধে	শারীরকন্যায়সংগ্রহ	১।২২৫
প্রক্ষালনাৎ হি পঙ্কস্য দূরাৎ অস্পর্শনং বরম্	লৌকিকন্যায়	৩।১৭৫
প্রজাপতিঃ অকাময়ত.. ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণাম্	তৈ সং ৭।১।১।৪	১।৭৬
প্রজাপতিঃ বৈ ইদমগ্র আসীৎ	শত ব্রা ৬।১।৩।১ ? কাঠক সং	২।৫৮৫
প্রজাপতেঃ রেতো দেবাঃ	ঐত আ ২।১।৩।১	৩।২৯১
প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে	ছা ৮।১৪।১	৪।২৫৭
প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য	কৌ ৩।৬	১।৩৯৯
প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য	কৌ ৩।৬	২।৬২৭
প্রজ্ঞানঘনঃ এব এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ	বৃ ৪।৫।১৩	২।৫৯৯
প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম	ঐত ৩।৩	৩।২৭৩
প্রতর্দ্দনো হ বৈ দৈবোদাসি	কৌ ৩।১	১।৩৭৬
প্রতিতিষ্ঠন্তি (হবা) যে এতা উপযন্তি	তাণ্ড্য ব্রা ২৩।২।৭	৩।৪০৭
প্রতিপন্নমানস্য তাৎপর্য্যবত্বাৎ	শারীরকন্যায়সংগ্রহ	১।৬৭৮
প্রতিবন্ধকশূন্যস্য জ্ঞানং স্যাৎ শ্রুতিমাত্রতঃ	শান্তিগীতা ৩।২৩	৪।২৪
প্রত্যক্‌প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্ম্মাণ্যুৎপাদ্য শুদ্ধিতঃ	নৈ সিঃ ১।৪৯	৩।৬৪৯
প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রং চ বিবিধাগমম্	মনু সং ১২।১০৫	২।৬৪
প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাণাম্ অপ্রত্যক্ষত্বাৎ	বৈ সূ ৪।২।২	২।২৮৬
প্রভবতি সংযমনে মমাপি বিষ্ণুঃ	যমগীতা ১ঃ	১।৬৭১
প্রভবাপ্যয়ৌ ...	মা ৬, কঠ ২।৩।১১	১।২৪৯
প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্	ছা ৮।৫।৩	৪।৩৬১
প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ	যো সূ ১।১।৬	২।৭৭৮
প্রমাণস্য প্রমেয়াবগমং প্রতি অব্যবধানাৎ	বিবরণাচার্য্য	৪।২২
প্রমাণান্তরেণ অপ্রাপ্তস্য...অপূর্ব্ববিধিঃ	....	১।১৮৩
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ...	গীতা ৮।১০	৪।৭৫
প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে	শ্লোক বা, সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার ৫৫	২।৩৫৯
প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ	ন্যা দ ১।১।১৮	২।৪৮৬
প্রবিশ্য যজনীপাদং ব্রহ্মধ্যানং সমাচরেৎ	....	৩।৬৯২
প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিধিতচ্ছেষব্যতিরেকেণ	প্রভাকরমত	১।১৮৪
প্রসক্তপ্রতিষেধে অন্যত্রাপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমাণে সম্প্রত্যয়ঃ পরিশেষঃ	....	২।২৬৮
প্রসিদ্ধানুবাদেন অপ্রসিদ্ধং বিধীয়তে	...	৩।৩১৩
প্রস্তোতঃ যা দেবতা প্রস্তাবম্ অন্বায়ত্তা	ছা ১।১০।৯, ১।১১।৪	১।৩৩৮
প্রস্তোতঃ সাম গায় ...	তৈ সং ৩।১।২।৪ ?	৩।৫৫৮
প্র (সঃ) হ ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি	ছা ৩।১৬।৭	৩।৩৩৯
প্রাচীনপ্রবণে বৈশ্বদেবেন যজেত	আপ শ্রৌ ৮।১।৫	৪।৬৬
প্রাচীনশালঃ ঔপমন্যবঃ	ছা ৫।১১।১	৩।৫২৮

প্রাজাপত্যং মনোগ্রহং গৃহ্লাতি	শত ব্রা ১০।৫।৩।৩?	৩।৪৮৬
প্রাজ্ঞেন আত্মনা অন্বারূঢ়ঃ...যাতি	বৃ ৪।৩।৩৫	১।৮১৮
প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং	বৃ ৪।৩।২১	৩।১০৯
প্রাণঃ অস্মি প্রজ্ঞাত্মা	কৌ ৩।২	১।৩৯৫
প্রাণঃ ইতি হ উবাচ	ছা ১।১১।৫	১।৩৩৮
প্রাণঃ এব প্রজ্ঞাত্মা ইদং শরীরং পরিগৃহ্য	কৌ ৩।৩	১।৩৮৫
প্রাণঃ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ	ছা ৩।১৮।৪	২।৭৬৭
প্রাণঃ বা আশায়াঃ ভূয়ান্	ছা ৭।১৫।১	১।৫৭০
প্রাণঃ বৈ বলম্	বৃ ৫।১৪।৪	১।৩৮৩
প্রাণঃ বৈ অমৃতম্	কৌ ৩।২	১।৫৭৪
প্রাণঃ হ পিতা, প্রাণঃ মাতা	ছা ৭।১৫।১	১।৮৯২
প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মনঃ	ছা ৬।৮।২	১।৩৩৯
প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি	বৃ ৪।৪।২	৪।১৪৪
প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ সহাত্মনা	প্রশ্ন ৩।১০	৪।৭৩
প্রাণস্তেজসি	ছা ৬।৮।৬	৪।১৪২
প্রাণস্য প্রাণম্ উত চক্ষুষঃ চক্ষুঃ	বৃ কাণ্ব ৪।৪।১৮, মাধ্য ৪।২।২১	১।৮৯১
প্রাণং তদা বাচি জুহোতি	কৌ ২।৫	৩।৪৯২
প্রাণাঃ গুহাশয়াঃ নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত	মু ২।১।৮	২।৭৪২
প্রাণাঃ বৈ সত্যম্	২।৩।৬	৩।১৮০
প্রাণাগ্নয়ঃ এব এতস্মিন্ পুরে	প্রশ্ন ৪।৩	১।৫৭৩
প্রাণাৎ বৈ এষঃ উদেতি	বৃ ১।৫।২৩	৩।৪৭০
প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে	বৃ ২।১।১৮	২।৬৫৩
প্রাণে এব একধা ভবতি	কৌ ৩।৩, ৪।১৯	১।৩৪৩, ৩।১০৯
প্রাণেভ্যঃ দেবাঃ দেবেভ্যঃ লোকাঃ	কৌ ৩।৩	১।৭৩৪
প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ম্	বৃ ৪।৩।১২	২।৭৭৫
প্রাণঃ অপানঃ ব্যানঃ উদানঃ	বৃ ১।৫।৩	২।৭৭৭
প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম	ছা ৪।১০।৪	১।৪৬১
প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ	ছা ৫।১।১	৩।৫৩৬
প্রাণো বাব সম্বর্গঃ	ছা ৪।৩।৩	৩।৪৬৯
প্রাতঃ প্রাতরনৃতং তে বদন্তি....পুরোদয়াৎ	....	৩।২২৫
প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বম্ ...	যো সূ ৩।৩৩	১।৩৮৯
প্রাদেশমাত্রম্ অভিবিমানম্ আত্মানম্	ছা ৫।১৮।১	১।৫১০
প্রাদেশমাত্রম্ ইব হ বৈ দেবাঃ	শত ব্রা ১০।৬।১।১০	১।৫৩৬
প্রাদেশমাত্রম্ এব অভিসম্পাদয়িষ্যামি	ঐ	১।৫৩৭
প্রাধান্যেন ফলং শ্রুতিরার্থিকী কাম্যকর্ম্মণঃ	পুরাণবচন	৪।১১১

প্রাপ্তে কর্ম্মণি নানেকো বিধাতুং শক্যতে গুণঃ	তন্ত্রবার্ত্তিক ২।২।৩	১।৪০৩
প্রাপ্য ঋষিবিষয়ান্ কৈশ্চিৎ....উগ্রং তপশ্চরেৎ	বায়ুপুরাণ, দ্বিতীয়ার্দ্ধ ৬৬।১৫২	১।৬৯৪
প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য	বৃ ৪।৪।৬	৩।৩০
প্রায়পাঠপরিত্যাগো মুখ্যত্রিত্বয়লঙ্ঘনম্	ভামতী	১।৩১২
প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি	অত্রিস্মৃতি ৮।১৬	৩।৬৯৪
প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং	যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, প্রায়শ্চিত্ত ২২৬	৩।৬৯৫
প্রিয়ম্ এব শিরঃ	তৈ ২।৫	১।২৭৩
প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা	মু ১।২।৭	১।৪৯৮

ফ

ফলবৎসন্নিধৌ অফলং তদঙ্গম্	জৈ সূ ৪।৪।৩৪, ভাবমাত্র	২।১০০

ব

বহবঃ পুরুষাঃ ব্রহ্মন্ ...	মহাভা শা ৩৫০।১	২।১৬
বহবঃ পুরুষাঃ রাজন্	ঐ ৩৫০।২ (পাঠান্তর)	ঐ
বহিষ্কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা ...	বৃ ৪।৩।১২	৩।৯১
বর্হিঃ দেবসদনং দামি, ...	তৈ সং, মৈত্রায়ণী সং ১।১।২	১।২৫৭
বর্হিঃ যজতি	তৈ সং ২।৬।১।১, ঐত ব্রা ৬।৪।৪	৩।৫২৪
বহু স্যাং প্রজায়েয় ...	তৈ ২।৬, ছা ৬।২।৩	১।৯০৪
বহুসংবাদস্য তাৎপর্য্যনিমিত্তত্বাৎ	শারীরকন্যায়সংগ্রহ	১।৮১৬
বহূনাং পুরুষাণাং হি	মহাভা শা ৩৫০।৩	২।১৬
বহোর্লোপঃ ভূ চ বহোঃ	পা সূ ৬।৪।১৫৮	১।৫৭০
বুদ্ধির্জ্ঞানম্ অসংমোহঃ	গীতা ১০।৪	২।৫৫৯
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি	কঠ ১।৩।৩	২।৫৮১
বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব	শ্বে ৫।৮	২।৬৩৪
বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ	কঠ ১।৩।১০	১।৮৬৪
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ	গীতা ২।৩৯	৪।১১৮
বৈল্বম্ অন্নাদ্যকামস্য যূপং কুর্য্যাৎ		৩।৪৬৪
ব্রহ্ম এব ইদং অমৃতং পুরস্তাৎ	মু ২।২।১১	১।১৩২
ব্রহ্ম এব ইদং বিশ্বং... বরিষ্ঠং	মু ২।২।১১	২।৭৩২
ব্রহ্ম (বা) এব ইদং সর্ব্বং	নৃ উ তাপনী ৭।৪	২।৮৬
ব্রহ্ম এব তেজঃ এব	বৃ ৪।৪।৭	৩।১১৪
ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্	গীতা ১৮।৪২	১।৭৬৮
ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য (সমাপ্য) গৃহী ভবেৎ	জাবাল উপ ৪	৩।৬২০
ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ	ঐ	৩।৫৯২
ব্রহ্মচার্য্যবকীর্ণী নৈর্ঋতং গর্দ্দভম্ আলভেত	....	৩।৬৮৫
ব্রহ্মচারী আচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়ঃ	ছা ২।২৩।১	৩।৭১৬

ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সম্ভৃতানি	রাণায়নীয় শাখা	৩।৩২৮
ব্রহ্মজ্ঞানস্য অনুভবাবসানতাসিদ্ধয়ে	কেন, অবতরণভাষ্য, আনন্দগিরি	৩।৬৫০
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভিঃ বর্ণতাং গতম্	মহাভা শা ১৮৮।১০	১।৭৬৮
ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে	কূর্ম্মপু, পূর্ব্ব, ১২।২৬৯	৪।২৪৯
ব্রহ্মণো মহিমানম্ আপ্নোতি	তৈআ ১০।৬৩।২৩,৬৪।৪; মহানারায়ণ উপ ৮০	৩।৩৩৯
ব্রহ্ম তং পরাদাৎ যঃ অন্যত্র আত্মনঃ	বৃ ২।৪।৬, ৪।৫।৭	১।৯৩২
ব্রহ্ম তে ব্রবাণি	কৌ ৪।১, বৃ ২।১।১	১।৯১৭
ব্রহ্ম দাশাঃ ব্রহ্ম দাসাঃ	আথর্ব্বণ ব্রহ্মসূক্ত	২।৬৯১
ব্রহ্ম দেবানজনয়ৎ....ব্রহ্ম ব্রাহ্মণমাত্মনা	তৈ ব্রা ২।৮।৮।৯	১।৭৬৭
ব্রহ্মপরাঃ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণাঃ	প্রশ্ন ১।১	১।৭৮৯
ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা	তৈ ২।৫	১।২৯৭
ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম	ছা ৮।১।১	৪।১৯৪
ব্রহ্মযজ্ঞেন যক্ষ্যমাণঃ প্রাচ্যাং দিশি	...	৪।৬৬
ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্পদ্যতে, ন চ পুনরাবর্ত্ততে	ছা ৮।১৫।১	৪।৩৬২
ব্রহ্মলোকস্থাঃ অপি ব্রহ্মমুখাৎ বেদান্তশ্রবণাদিকৃত্বা....কৈবল্যং লভন্তে	মুক্তিকোপ২।৬	(১।২১১)
ব্রহ্মলোকান্ গময়তি...পরাঃ পরাবতঃ বসন্তি	বৃ ৬।২।১৫	৪।২৪৫
ব্রহ্মলোকে নিবাসং যো ধ্রুবম্	মহাভা শা ৩২৭।৪৪	১।৭৯৪
ব্রহ্মবর্চ্চসকামঃ বৃহস্পতিসবেন যজেত	...	৩।৩৪৬
ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনো অন্নাদা ভবন্তি	তাণ্ড্য ব্রা ২৩।৫।৪ ?	৩।৪৩৭
ব্রহ্মবাদিনঃ বদন্তি	শ্বে ১।১	১।৮৭২
ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ ...	বৃ ৪।৪।৯	৩।৬৩৮
ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্	তৈ ২।১।১	১।৮১
ব্রহ্মবিদঃ বদন্তি ...	কঠ ১।৩।১	১।৪৪৭
ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি	মু ৩।২।৯	১।৬৪১
ব্রহ্ম বৈ অগ্নিষ্টোমঃ ব্রহ্মৈব তদহঃ	কৌষীতকী অগ্নিষ্টোম ব্রা	৩।৩৪৩
ব্রহ্ম (—ব্রাহ্মণজাতিঃ) বৈ ইদম্ অগ্রে আসীৎ	বৃ ১।৪।১১	১।৭৬৬
ব্রহ্ম (—অপরব্রহ্ম) বৈ ইদম্ অগ্রে আসীৎ	বৃ ১।৪।১০	
ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বম্ এতি	ছা ২।২৩।১	৩।৫২৯
ব্রহ্মহা দ্বাদশবার্ষিকং চরেৎ	....	৪।৭৯
ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ	মনু সং ১২।৫০	৪।২৪৩
ব্রহ্মেত্যাদেশঃ	ছা ৩।১৯।১	৪।৪৭
ব্রহ্মেত্যুপাস্তে ...	ছা ৭।৪।৩	৪।৫৮
ব্রহ্মেত্যুপাসীত ...	ছা ৩।১৮।১	ঐ
ব্রহ্মৈব লোকঃ এষঃ (এব) সম্রাট্	বৃ মাধ্য ৪।২।১০	৪।২৪৫
ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি	বৃ কাণ্ব ৪।৪।৬	৩।১৮৪

ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ	....	১।১৯২
ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন	বৃ ৪।৪।২২	৩।৬৩৭
ব্রাহ্মণায় সদা দেয়ম্ ব্রহ্মশুশ্রূষবে তথা	মহাভা শা ৩২৭।৪৩	১।৭৯৪
ব্রাহ্মণোঽগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ	...	৪।৪৫
ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ শেষাঃ বর্ণাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ	মহাভা শা ৩৪২।২০-২১	১।৭৭১
ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাৎ জাতো....বৈশ্যায়ামপি চৈব হি	মহা অনু ৪৭।২৮	১।৭৭৪
ব্রাহ্মোঽজাতৌ	পা সূ ৬।৪।১৭১	ঐ
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যকৃতঃ	তৈ আ ৩।১২।১৩,ঋক্ সং ১০।৯০।১২	১।৭৬৬
ব্রাহ্মণো মুখতঃ সৃষ্টঃ ব্রহ্মণো রাজসত্তম	মহাভা শা ১২।৪-৫	১।৭৬৬
ব্রাহ্মণো যজেত		১।৫৯

ভ

ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ	শ্রীমদ্ভা ১১।২০।৮	৩।৬৪৯
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ	কঠ ২।৩।৩	১।৮০৪
ভবন্তি ভাবাঃ ভূতানাং	গীতা ১০।৫	২।৫৫৯
ভবেন্নিরন্তরং ধ্যানাদভেদপ্রতিপাদনং	বৃ নারদীয় পু ৩১।১৪২	৪।২৯৩
ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা	ছা ৩।১৮।৩	৪।৮
ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্পঃ	ছা ৩।১৪।২	১।৬৬১
ভিক্ষুঃ বানপ্রস্থবৎ সোমবল্লিবর্জ্জং....স্বশাস্ত্রসংস্কারশ্চ	বসিষ্ঠ স্মৃতি ২১।৩৬	৩।৬৯১
ভিক্ষোর্ধর্ম্মঃ শমোঽহিংসা তপঃ	শ্রীমদ্ভা ১১।১৮।৪১	৩।৫৯৮
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ	মু ২।২।৮	১।৫৫৪
ভিদ্যতে তাসাং নামরূপে	প্রশ্ন ৬।৫	৪।১৮৩
ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ	তৈ ২।৮।১	১।৪৭০
ভুবনায় দেবাঃ বৈশ্বানরম্	ঋক্ সং ১০।৮৮।১২	৭।৫০৮
ভূতভৃৎ ন চ ভূতস্থঃ	গীতা ৯।৫	১।২৮৭
ভূমা এব সুখম্ ...	ছা ৭।২৩	১।৫৮৭
ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ	ছা ৭।২৩।১	১।৫৭০
ভূয়ঃ এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু	ছা ৬।৫।৪	৩।৪২৪
ভূঃ প্রপদ্যে অমুনা ...	ছা ৩।১৫।৩	৩।৩৪৪
ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ বরুণং পিতরম্	তৈ ৩।১	১।৬৮৯
ভেদানাং পরিমাণাৎ ...	সাং কা ১৫	২।২২০
ভেদে সাদৃশ্যে চ উপমানোপমেয়ভাবঃ	শারীরকন্যায়সংগ্রহ	১।৬১৬
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ	শ্বে ১।১২	৩।১৪২
ভ্রুবোর্ঘ্রাণস্য চ যঃ সন্ধিঃ	জাবাল উপ ২	১।৫৪১

ম

মঘবন্ মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরম্	ছা ৮।১২।১	১।৬৪৭

মঙ্গলানন্তরারম্ভপ্রশ্নকার্ৎস্নেষ্বথো অথ	অমরকোশ, অব্যয়বর্গ ৭৬১	১।৬৯
মটচীহতেষু কুরুষু	ছা ১।১০।১	৩।৬৫৫
মন্থং নিত্যং ব্রাহ্মণঃ [বর্জ্জয়েৎ]	গৌ ধর্ম্মসূ ২।২৬	৩।৬৫৭
মধুচ্ছন্দঃ প্রভৃতিভিঃ....দাশতয্যাঃ দৃষ্টাঃ	শৌনক	১।৭৩৭
মনসা এতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে	ছা ৮।১২।৫	৪।৩৩২
মনসা এব অনুদ্রষ্টব্যম্	বৃ ৪।৪।১৯	৪।২০
মনসাহ্যেব পশ্যতি	বৃ ১।৫।৩	২।৬৬৬-৪৭
মনসৈবেদম্ আপ্তব্যম্	কঠ ২।১।১১	৩।১৪২
মনঃ জ্যোতিঃ জুষতাম্	তৈ ব্রা ১।৬।৩।৩ ?	১।৩৫৮
মনঃ প্রাণে ...	ছা ৬।৮।৬	৪।১৩৮
মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত	ছা ৩।১৮।১	১।১৬৩
মনঃ বাচং প্রাণং তানি	বৃ ১।৫।৩	২।০৯৮
মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ ...	মু ২।১।৩	২।৭৯৭
মনঃ সর্ব্বৈঃ ধ্যানৈঃ	কৌ ৩।৩	১।৭৪১
মনুঃ বৈবস্বতো রাজা	শত ব্রা ১৩।৪।৩।৩	৩।৫৩২
মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকঃ দেবলোকঃ	বৃ ১।৫।১৬	৪।২২৮
মনোঽনুকূলে ...	শ্বেতা ২।১০	৪।৬৮
মনোগ্রহং গৃহ্নামি	শত ব্রা ১০।৫।৩।৩ ?	৩।৪৮৫
মনোবাক্কায়জান্ দোষান্....সর্ব্বান্ দহতি যোগাগ্নিঃ	...	৩।৬৯২
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং চ (বৃত্তিভেদাৎ)	ভাষ্য	২।৭৬৫
মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ	ছা ৩।১৪।২	১।৪০৭
মনোময়ঃ অয়ং পুরুষঃ	বৃ ৫।৬।১	৩।৩১৫
মনো মহান্ মতিঃ ব্রহ্মা পূর্বুদ্ধিঃ	বায়ু পুঃ, মহাভা শা ১০।১১ ?	১।৮৩৬
মনো বাব বাচো ভূয়ঃ	ছা ৭।৩।১	১।৫৭১
মমান্তরাত্মা তব চ ...	মহাভা শা ৩৫১।৪	২।১৬
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ	গীতা ১৫।৭	২।৬৯৪
মহতঃ পরং ধ্রুবম্ ...	কঠ ১।৩।১৫	১।৮৫০
মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ	কঠ ১।৩।১১	১।৮৩৩-৩৪
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং ...	কঠ ২।৩।২	৩।২৩৯
মহাত্মনশ্চতুরো দেব একঃ	ছা ৪।৩।৬	৩।৪৭১
মহান্ অজঃ আত্মা যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু	বৃ ৪।৪।২২	২।৬১৬
মহান্ ন্যগ্রোধঃ তিষ্ঠতি	ছা ৬।১২।১	১।৭৪০
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা	কঠ ১।২।২২	১।৮৬৪
মহিমানঃ এব এষাম্ এতে	বৃ ৩।৯।২	১।৬৯৩
মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে জনার্দ্দনে বা জগদন্তরাত্মনি	বৈরাগ্যশতক ৮৪ ?	১।উনসোত্তর

মাতাপিতৃভ্যাং যস্ত্যক্তঃ পথি যস্তু	মহাভা অনু ৪৯।২০	১।৭৭৪
মাত্রাহসংসর্গঃ তু অস্য ভবতি	বৃ মাধ্য ৪।৩।১৪	২।৬০০
মামাশ্রিত্য যতন্তি যে	গীতা ৭।২৯	৪।২৬
মাত্রিকেন প্রতিষ্ঠাকামস্য	...	৩।৪৬৪
মামেব বিজানীহি	কৌ ৩।১	১।৩৭৭
মায়া নাস্তি ভয়ং ন হি	তেজোবিঃ উ, ৫।৩৩	৪।১০২
মায়াহ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি	[মহাভা শা ৩৩৯।৪৫-৪৬	১।৩২৫
মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্	শ্বে ৪।১০	১।৮৭৩
মাসমগ্নিহোত্রং জুহোতি (জুহবতি ৩।৬৬৫)	কা শ্রৌ ২৪।৪।২৪	৩।৪৫২
মাসেভ্যঃ দেবলোকং	বৃ ৬।২।১৫	৪।২২১
মুখ্যাসম্ভবে গৌণমুখ্যয়োঃ মুখ্যে সম্প্রত্যয়ঃ	...	১।৮২৫
মুক্তা যত্র বসন্তি বৈ	স্কন্দপু ২২।৩৩	৪।২৮৪
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ	গীতা ১০।৩৭	৩।৭০৯
মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ ...	ছা ৫।১২।২	৩।৫৩১
মূর্ধা তু এষঃ আত্মনঃ	ঐ	ঐ
মূর্ধৈব সুতেজাঃ ...	ছা ৫।১৮।২	১।৫২১
মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ মহদাদ্যাঃ	সাং কা ৩	১।৮৮২
মৃতস্য অগ্নিং বাগপ্যেতি	বৃ ৩।২।১৩	৩।১৩
মৃত্যুঃ ধাবতি পঞ্চমঃ	তৈ ২।৮।১, কঠ ২।৩।৩	১।৮০৪
মৃত্যুঃ হি অস্য আত্মা ভবতি	শত ব্রা ১০।৫।২।২৩	৩।৫০৪
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি....নানেব পশ্যতি	বৃ ৪।৪।১৯, কঠ ২।১।১১	১।৫৪৯
মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্	ছা ৬।১।৪	২।৮৭
মৃদ্ অব্রবীৎ,	শত ব্রা ৬।১।৩।৪	১।৭৫৩
মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা	মা কা ৩।১৫	১।৯০৭
মৃষা বৈ খলু মা সংবদিষ্ঠা	কৌ ৪।১৯	১।৯১৭
মেধাতিথির্মেষঃ ...	ষড়্‌বিংশব্রা ১।১	১।৭৫২
মেধাতিথিং হ কাণ্বায়নম্ ইন্দ্রঃ	ঐ	ঐ

য

যক্ষ্যমাণো বৈ ভগবন্তঃ	ছা ৫।১১।৫	৩।৫৭৫
যচ্চ কামসুখং লোকে....তৃষ্ণাক্ষয়সুখ-	মহাভা শা ১৭৪।৪৬, ২৭৫।৬	
যচ্চিত্তঃ তেন এষ প্রাণমায়াতি	প্রশ্ন ৩।১০	৪।৭৩
যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞঃ তদ্‌যচ্ছেৎ	কঠ ১।৩।১৩	১।৮৩৬
যজ্ঞঃ অধ্যয়নং দানম্	ছা ২।২৩।১	৩।৬০১
যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়ম্ আয়ন্ তাম্	ঋগ্বেদ সং ১০।৭১।৩	১।৭৩১
যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি	বৃ ৪।৪।২২ দ্র	৪।১১৯

যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানম্ ইতি পেগমঃ	ছা ২।২৩।১	৩।৫৯৮
যতশ্চোদেতি সূর্য্যঃ ...	বৃ ১।৫।২৩	৩।৪৭০
যতীনামুপশমো ধর্ম্মঃ...দানমেকং গৃহস্থানাং	....	৩।৫৯৮
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ	তৈ ২।৪, ২।৯	১।৩০৩
যতো বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে	তৈ ৩।১	১।৮৬
যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য	ছা ৬।৪।১	২।৫৬৬
যৎ কিঞ্চেহ করোতি ...	বৃ ৪।৪।৬	৩।৩০
যৎপরঃ শব্দঃ সঃ শব্দার্থঃ	...	১।১৩৩
যৎ পাঞ্চজন্যয়া বিশা	ঋক্ সং ৮।৭।৫২।৭	১।৮৬৪
যৎ প্রযাজানুযাজাঃ ইজ্যন্তে	তৈ সং ২।৬।১।৫	৩।৫৭২
যৎ প্রাতর্মধ্যন্দিনং সায়ং চ তানি সবনানি	তৈ আ ১০।৬৪, মহানারায়ণ উপ ৮০	৩।৩৩৭
যং মরণং তদবভৃথঃ	তৈ আ ১০।৬৪, মহানারায়ণ উপ ৮০	৩।৩৩৬
যৎ শুক্লং তদপাং	ছা ৬।৪।১	২।৮০৯
যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম	বৃ ৩।৪।১	৩।৪০৩
যত্তৎ সূক্ষ্মং অবিজ্ঞেয়ম্	মহাভা শা ৩৩৫।২৯	২।১০
যত্তদদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্	মু ১।১।৬	১।৪৮৮
যত্র অস্য পুরুষস্য মৃতস্য	বৃ ৩।২।১৩	৩।১৩
যত্র এতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম	ছা ৬।৮।১	৪।১৫৪
যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিং চৈব	গীতা ৮।২৩	৪।২০৩
যত্র তু অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ	বৃ ৪।৫।১৫	১।২৬৫
যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি	ছা ৭।২৪।১	১।৫৭০
যত্র বৈ অন্যদিব স্যাৎ	বৃ ৪।৩।৩১	১।৪৫২
যত্র বৈ অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ	বৃ ২।৪।১৪	৩।৫৯১
যত্র সুপ্তঃ ন কঞ্চন কামং কাময়তে	বৃ ৪।৩।১৯, মা ৫	৪।৩৪৫
যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি	বৃ ২।৪।১৪, ৪।৫।১৫	১।২৬৫
যত্র অন্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি	ছা ৭।২৪।১	১।৫৭০
যত্রাস্তাঃ ওষধয়ঃ ম্লায়ন্তে	....	৩।৬৯১
যত্রায়ং পুরুষঃ ম্রিয়তে	বৃ ৩।২।১১,১২	৪।১৭০
যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ....নৈকঃ পর্য্যনুযোক্তব্যঃ তাদৃগর্থবিচারণে		২।৬২
যথর্ত্তুষ্বৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে	মহা শা ২১০।১৭	১।৭৪৪
যথা অতিথয়ে প্রদ্রুতায় শূন্যায় আবসথায়	তৈ ব্রা ২।১।২।১২	৩।২২৫
যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি	বৃ ৪।৪।৫	৩।৪২
যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি	ছা ৩।১৪।১	১।২৬৭
যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ ব্যুচ্চরন্তি	বৃ কাণ্ব ২।১।২০, মাধ্য ২।১।২৩	২।৫৯৫
যথাগ্নেঃ জ্বলতঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ ব্যুচ্চরন্তি	...	২।৭২৬

যথাগ্নেঃ জ্বলতঃ সর্বাঃ দিশঃ বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন	কৌ ৩।৩, ৪।১৯	১।২৫২
যথা চ মরণং প্রাপ্য	কঠ ২।২।৬	১।৮৫৪
যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ	মু ৩।২।৮	১।৯৩৯
যথা পাদোদরঃ ত্বচা বিনির্মুচ্যতে	প্রশ্ন ৫।৫	১।৬০৭
যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে	ছা ৪।১৪।৩	৪।৮০
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি	মু ১।১।৭	১।৯৬০
যথাভিমানিনোঽতীতাঃ তুল্যাস্তে সাম্প্রতৈরিহ	....	১।৭৪৪
যথা রথচক্রস্য খং	বৃ ৫।১০।১	৪।২১৯
যথা বহ্নিসংদীপ্তঃ শুষ্কমার্গং চ নির্দ্দহেৎ	শিবধর্ম্মোত্তর পুঃ	৪।৮২
যথা বা অরাঃ নাভৌ সমর্পিতা	ছা ৭।১৫।১	১।৫৭৫
যথা ব্রীহির্বা যবঃ বা শ্যামাকঃ বা	শত ব্রা ১০।৬।৩।২	১।৪২০
যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি	প্রশ্ন ৩।১০	৪।৭৩
যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ	মু ২।১।১	২।৫৯৫
যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন	ছা ৬।১।৪	১।২৪৭
যথাহ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্না	শ্রুতি	৩।১৫০
যথেতম্ আকাশম্ আকাশাৎ বায়ুং	ছা ৫।১০।৫	৩।৬৫
যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে	ছা ৫।২৪।৫	৩।৪৪৭
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নিঃ ভস্মসাৎ কুরুতে	গীতা ৪।৩৭	৩।৪০০
যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ	মনু সং ১২।৯২	৩।৬১৭
যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং	কঠ ২।১।১৫	৪।৩০৬
যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ	মু ১।১।৭	১।৪৮৯
যদ্ উ অবিজ্ঞাতম্ ইব অভূৎ	ছা ৬।৪।৭	২।৮১০
যদ্ উ রোহিতম্ ইব অভূৎ... তেজসঃ	ছা ৬।৪।৬	২।৮১০
যদ্ বাচা অনভ্যুদিতং	কেন ১।৫	১।১৬৭
যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ	মু ১।১।৬	১।৯৬৯
যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং	গীতা ১০।৪১	১।৩২৪
যদগ্নেঃ রোহিতং রূপং তেজসঃ	ছা ৬।৪।১	২।৮০৯
যদতঃ পরো দিবো জ্যোতিঃ দীপ্যতে	ছা ৩।১৩।৭	১।৩৬২
যদন্তর্জ্ঞেয়রূপং তৎ বহির্বদবভাসতে	দিঙ্‌নাগ, আলম্বনপরীক্ষা	২।৪১৮
যদহরেব জুহোতি তদহঃ পুনঃ	বৃ ১।৫।২	৪।১১৮
যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ	জাবাল উপ ৪	৩।৫৯৩
যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি	ছা ৫।২।৮	৩।৯৫
যদাঙ্‌ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্য	তৈ সং ৬।১।১।৫	৩।৫৭২
যদাগ্নেয়ঃ অষ্টাকপালঃ অমাবস্যায়াং চ পৌর্ণমাস্যাং	তৈ সং ২।৬।৩।৩	১।২৫৮
যদা চ ধারণা তস্মিন্ অবস্থানবতী	বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৮৭	৪।২৯৩

যদাদিত্য গতং তেজঃ	গীতা ১৫।১২	১।৬৬৮
যদা পশ্যঃ পশ্যতে....ব্রহ্মযোনিম্	মু ৩।১।৩	১।৫৪৩
যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি	বৃ ৫।১০।১	৪।২০৯
যদা বৈ পুরুষঃ স্বপিতি প্রাণং তর্হি বাগপ্যেতি	শত ব্রা ১০।৩।৩।৬	১।৩৪০
যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামাঃ	বৃ ৪।৪।৭	১।৫৫৪
যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি	কৌ ৪।১৯, (৩।৩)	১।৭৩৪
যদা হি এব এষঃ এতস্মিন্ অদৃশ্যে অনাত্ম্যে	তৈ ২।৭।১	১।২৯০
যদা হি এব এষঃ এতস্মিন্ উদ্ অরম্ অন্তরং কুরুতে	ঐ	ঐ
যদি পুরা দিদীক্ষাণাঃ স্যুঃ	....	৩।২২৬
যদি বা ইতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ	জাবাল উপ ৪	৩।৬২০
যদি ব্রাহ্মণঃ যজেত বার্হস্পত্যং মধ্যে	....	১।৭৭৭
যদি বাচাভিব্যাহৃতং	ঐত ১।৩।১১	৩।২৯৬
যদি সোমঃ ব্রাহ্মণানাং সঃ ভক্ষ্যঃ	ঐত ব্রা ৩৫।৩।২৯।২	১।৭৭৭
যদিদং কিঞ্চ আশ্বভ্যঃ	বৃ ৬।১।১৪	৩।৩১১
যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণে এজতি	কঠ ২।৩।২	৮০।১০
যদুদিতে সূর্য্যে প্রাতর্জুহুয়াৎ	তৈ ব্রা ২।১।২	৩।২২৫
যদেতন্মণ্ডলং তপতি ...	শত ব্রা ১০।৫।২।১	৩।৫০৪
যদেনশ্চ কৃমা বয়ং ...	সামবেদ	৩।৩৬০
যদেব বিদ্যয়া করোতি	ছা ১।১।১০	৪।৫৪
যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম	বৃ ৩।৫।১	৩।৪২৪
যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ	কঠ ২।১।১০	১।৮৫৯
যদেষ আকাশে আনন্দঃ ন স্যাৎ	তৈ ২।৭	১।৩০৭
যদ্বা অহং বসিষ্ঠাস্মি	বৃ ৬।১।১৪	৩।২৬৯
যদ্বাব কং তদেব খং	ছা ৪।১০।৫	১।৪৬৩
যদ্বৈ কিঞ্চ মনুঃ অবদৎ তৎ ভেষজম্	তৈ সং ২।২।১০।২	২।১৫
যদ্বৈ তদ্ ব্রহ্ম (ইতি ইদং)	ছা ৩।১২।৭	১।৩৬৪
যদ্বৈ তৎ ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তৎ ন পশ্যতি	বৃ ৪।৩।২৩	২।৬০৮
যন্নাম তন্নাম	ছা ১।৭।৫	১।৩২৩
যন্মর্ত্ত্যঃ সন্ অমৃতান্ অসৃজত	বৃ ১।৪।৬	৪।২৪৩
যন্মনসা ন মনুতে	কেন ১।৬	১।১৬৭
যম্ ইচ্ছেৎ তম্ আবিশেৎ	স্মৃতিবচন	৩।৫৯৩
যমঃ বৈবস্বতো রাজা	শত ব্রা ১৩।৪।৩।৬	৩।৬২৯
যমেব এষঃ বৃণুতে তেন লভ্যঃ	কঠ ১।২।২৩	৪।২৫০
যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে	মু ১।১।৫	১।৪৯০
যবময়ঃ চরুঃ ভবতি	শ্রুতি, পূ মী ১।৩।৫	৩।৬৯০

যবাগূং পচতি …	তৈ সং ১।৪।৯।১ ?	২।৫৮৩
যশোঽহং ভবামি ব্রাহ্মণানাম্	ছা ৮।১৪।১	৪।২৫৭
যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্ (চক্ষুষো অন্তরঃ)	বৃ ৩।৭।১৮	১।৪৬০
যশ্চায়ম্ দক্ষিণে অক্ষন্ পুরুষঃ	বৃ ৫।৫।২	৩।৩২২
যশ্চায়ম্ অস্যাং পৃথিব্যাং	বৃ ২।৫।১	৩।১৪১
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ	মনু সং ১২।১০৬	২।৯
যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ	ছা ৪।১।৪	৪।৮
যস্ত অবিজ্ঞানবান্ ভবতি অমনস্কঃ	কঠ ১।৩।৭	৩।৭২২
যস্ত এতম্ এবম্ প্রাদেশমাত্রম্	ছা ৫।১৮।১	৩।২৩৯
যস্যসংযতষড়্বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ	শ্রীমদ্ভা ১১।১৮	৩।৬১৮
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ	গীতা ৩।১৭	৪।১৮
যস্মাৎ কস্মাৎ চ অঙ্গাৎ প্রাণঃ উৎক্রামতি	বৃ ১।৩।১৯	২।৭৭৬
যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ	শ্বে ৩।৯	৩।২০৪
যস্মিন্ এতৌ উপাশ্রিতৌ	কঠ ২।২।৫	১।৮৫৪
যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্	মু ২।২।৫	১।৫৪৫
যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ	বৃ ৪।৪।১৭	১।৮৮২
যস্মিন্ বঃ উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরম্	ছা ৫।১।৭	২।৭৭৫
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি	ঈশঃ ৭	২।১৬
যস্য (আহিতাগ্নেঃ অগ্নিঃ) গৃহান্ দহেৎ	তৈ সং ২।২।২।৫	৪।৭৮
যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ	মু ১।১।৯	১।২২৪
যস্য তমঃ শরীরম্	বৃ মাধ্য ৩।৮।২৮	১।ত্রেত্রিশ
যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ…তথা গুরৌ	শ্বে ৬।২৩	৪।২৬
যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি	তৈ সং ৩।৫।৭।২	৩।৫৭২
যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবতঃ ওদনঃ	কঠ ১।২।২৫	১।৪৩১
যস্য বা এতৎ কর্ম্ম	কৌ ৪।১৯	১।৯১৪
যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসা অস্তি	ছা ৩।১৪।৪	৩।৫৪৬
যস্য হিরণ্যং নশ্যেৎ (আগ্নেয়াদীন্) যদাগ্নেয়ো ভবতি	তৈ সং ২।৩।২।৫	৪।৭৯
যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্ধা খং নাভিঃ	মহাভা শা ৪৭।৬৮	১।৫১৬
যস্যামতং তস্য মতং	কেন ২।৩	১।১৬৮
যস্যৈতে অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারাঃ	গৌ ধর্ম্মসূ ১।৮।২৫	৩।৬৬৬
যস্যৈ দেবতায়ৈ হবিঃ গৃহীতং স্যাৎ	ঐত ব্রা ১১।৮।১	১।১৭৮
যং কাময়ে তং তম উগ্রং কৃণোমি	ঋগ্বেদ সং ১০।১২৫।৫	৪।২৫০
যং ন সন্তং ন চাসন্তং নাশ্রুতং ন বহুশ্রুতম্	বসিষ্ঠ স্মৃতি ৬।৪০	৩।৩৭২
যং পৃথিবী ন বেদ	বৃ ৩।৭।৩	১।৪৭৭
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং	গীতা ৮।৬	৪।৭৪

যঃ বিনিদ্রাঃ জিতশ্বাসাঃ সন্তুষ্টাঃ (সত্ত্বস্থাঃ)	মহাভা শা ৪৭।৫৪	৩।১৮২
যঃ অকামঃ নিষ্কামঃ আপ্তকামঃ	বৃ ৪।৪।৬	৪।১৬৮
যঃ অণিষ্ঠঃ তৎ মনঃ	ছা ৬।৫।১	২।৮১১
যঃ অনধীত্য দ্বিজঃ বেদম্ অন্যত্র····জীবন্নেব শূদ্রত্বম্	মনু সং ২।১৬৮, বসিষ্ঠ সং ৩	১।৭৬৮
যঃ অপ্সু তিষ্ঠন্...যঃ অপঃ···যময়তি	বৃ ৩।৭।৪	২।২৪১
যঃ অয়ম্ অন্তঃ পুরুষে আকাশঃ	ছা ৩।১২।৮	৩।২০৩
যঃ অয়ম্ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ	ছা ৩।১২।৯	৩।২০৩
যঃ অয়ং দক্ষিণে অক্ষন্ পুরুষঃ	বৃ ৫।৫।৪	৩।৩২৪
যঃ অয়ম্ বহির্ধা পুরুষাৎ আকাশঃ	ছা ৩।১২।৭	৩।২০৩
যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু	বৃ ৪।৩।৭, ৪।৪।২২	২।৬৪০
যঃ অশনায়াপিপাসে শোকং মোহম্····অত্যেতি	বৃ ৩।৫।১	৩।৫৮১
যঃ অসৌ অতীন্দ্রিয়াগ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মঃ	স্মৃতি	৪।২৪৪
যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা	ছা ৮।৭।১	১।৪১৫
যঃ আত্মা সর্ব্বান্তরঃ	বৃ ৩।৪।১	৪।২৬৩
যঃ আত্মানম্ অন্তরঃ যময়তি	বৃ মাধ্য ৩।৭।৩০	২।৬৭৬
যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্	ঐ	১।৪৮২
যঃ আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যাৎ	বৃ ৩।৭।৯	১।৩২৭
যঃ ইমং চ লোকং পরং চ···যময়তি	বৃ ৩।৭।১	১।৪৭৩
যঃ এতৎ এবংবিদ্বান্ লোকেষু····সাম	ছা ২।২।৩	৪।৫৪
যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি	ছা ৫।২৪।২	৩।৪৪৭
যঃ এতাম্ এবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ	ছা ৩।১১।৩	১।৩৬৪
যঃ এব অয়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ····উদ্গীথম্	ছা ১।২।৭	৩।২৪৮
যঃ এব অসৌ তপতি তম্ উদ্গীথম্	ছা ১।৩।১	৪।৫১
যঃ এবম্ এতৎ বিদুঃ যে চ অমী অরণ্যে	বৃ ৬।২।১৫	৩।৩৮৮
যঃ এবং বিদ্বান্ গায়তি	···	৪।১১৭
যঃ এবং বিদ্বান্ জুহোতি	····	ঐ
যঃ এবং বিদ্বান্ যজতি	····	ঐ
যঃ এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি	ছা ১।৭।৯	৩।৪৩৯
যঃ এবং বিদ্বান্ শংসতি	····	৪।১১৭
যঃ এষঃ অক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে	ছা ৪।১৫।১, ৮।৭।৪	৩।৩২৯
যঃ এষঃ অনন্তঃ অব্যক্তঃ আত্মা	জাবাল উ ২	১।৫৪০
যঃ এষঃ অন্তরক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে	ছা ১।৭।৫	১।৩১৯
যঃ এষঃ অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ	ছা ১।৬।৬	ঐ
যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন শেতে	বৃ ২।১।১৭	৩।১০৯
যঃ এষঃ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ	শত ব্রা ১০।৫।২।২৩, বৃ ৫।৫।৩	৩।৩২৪

যঃ এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ ক্ব এষঃ তদা অভূৎ	বৃ ২।১।১৬	১।৯২৬
যঃ এষঃ সুপ্তেষু জাগর্তি... নির্মিমাণঃ	কঠ ২।২।৮	৩।৮৮
যঃ এষঃ স্বপ্নে মহীয়মানঃ চরতি, এষঃ আত্মা	ছা ৮।১০।১	১।৬৩৬
যঃ চক্ষুষি তিষ্ঠন্	বৃ ৩।৭।১৮	১।৪৬০
যঃ জাত এব প্রথমো মনস্বান্	ঋক্ সং ২।১২।১, (ইন্দ্রসূক্ত)	৩।৫২৫
যঃ তৎ বেদ যৎ সঃ বেদ, সঃ ময়া	ছা ৪।১।৪	৪।৮
যঃ তু এতম্ এবং প্রাদেশমাত্রম্	ছা ৫।১৮।১	১।৫১০
যঃ পশুকামঃ স্যাৎ, সঃ অমাবাস্যাম্ ইষ্ট্বা	....	৩।২৫৫
যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ 'ওম্' ইতি	প্রশ্ন ৫।৫	১।৫৯৯
যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্	বৃ ৩।৭।৩	১।৪৫৯
যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদঃ শূন্যতাম্	মাধ্য কা ২৬।১৮	২।৫৪০
যঃ (অয়ং) প্রাণঃ সঃ বায়ুঃ	বৃ ৩।১।৫	৩।৪৭০
যঃ প্রাণঃ সঃ বায়ুঃ সঃ...পঞ্চবিধঃ	....	২।৭৬৬
যঃ প্রাণেন প্রাণিতি	বৃ ৩।৪।১	৩।৫৮০
যঃ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বম্	শ্বে ৬।১৮	১।৭৩৬
যঃ ভানুনা পৃথিবীং দ্যাম্	ঋক্ সং ১০।৮৮।৩	১।৫২১
যঃ বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্	বৃ ৩।৭।২২	১।৪৮২
যঃ বেদ নিহিতং গুহায়াম্	তৈ ২।১	১।৪৪৪
যঃ বৈ অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ	তৈ সং ৭।৫।২৫।১	৪।৮২
যঃ বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা	কৌ ৩।৩	১।৩৯৩
যঃ বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্তা	কৌ ৪।১৯	১।৯১৪
যঃ বৈ ভূমা তৎ সুখম্	ছা ৭।২৩।১	১।৫৭৪
যঃ বৈ ভূমা তদ্ অমৃতম্	ছা ৭।২৪।১	ঐ
যঃ যঃ দেবানাং প্রত্যবুধ্যত...তদভবৎ	বৃ ১।৪।১০	১।৬৯১
যঃ যোনিং যোনিং অধিতিষ্ঠতি একঃ	শ্বে ৪।১১	১।৮৭৩
যঃ যঃ যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি	গীতা ৭।২১	৩।২১৫
যঃ যঃ (হি) অন্নম্ অত্তি	ছা ৫।১০।৬	৩।৮০
যঃ বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে	ছা ৭।২।২	৪।৫৮
যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে	ছা ৭।৪।৩	৪।৪৮
যঃ সত্যেন অতিবদতি	ছা ৭।১৬।১	১।৫৭৭
যঃ সন্ন্যস্যাপি ব্রহ্মনিষ্ঠাং বিহায়	...	৩।৬১৮
যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ	মু ১।১।৯	১।৪৯৩
যঃ সর্বাণি ভূতানি অন্তরো	বৃ ৩।৭।১৫	৩।১৮৫
যঃ সেতুরীজানানাম্ অক্ষরং	কঠ ১।৩।২	৩।৪১৭
যঃ হ বৈ অবিদিতার্ষেয়চ্ছন্দোদৈবতব্রাহ্মণেন	সর্বানুক্রমণিকা (ছা ১।৩।৯-১০ দ্র)	১।৭৩৭

যঃ হ বৈ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ বেদ	ছা ৫।১।১, বৃ ৬।১।১	৩।২২৮
যাজ্ঞবল্ক্য বিজহার	বৃ ৪।৫।১৫	৩।৬২২
যানি অনবদ্যানি	তৈ ১।১১।২	৩।৪২
যাস্থি বিপ্রাম্যতেঃ ধ্রুবম্	নৈ সি ১।৩৮	২।৭০৭
যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি	ঐত ব্রা	৩।৬৬২
যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত	ঐ	৩।৬৫৯
যাবৎ আদিত্যঃ পুরস্তাৎ উদেতা	ছা ৩।৬।৪	১।৭৪৮
যাবৎ বাচো গতং তত্র অস্য যথাকামচারো ভবতি	ছা ৭।২।২	৪।২৯১
যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে	ছা ৬।১৪।২	১।১২৩
যাবৎ নাম্নো গতং তত্র অস্য যথাকামচারো ভবতি	ছা ৭।১।৫	৪।২৯১
যাবৎ হি অস্মিন্ শরীরে প্রাণঃ	কৌ ৩।২	১।৩৮৪
যাবৎসম্পাতম্ উষিত্বা	ছা ৫।১০।৫	১।১৫৪
যাবান্ বৈ অয়ম্ আকাশঃ	ছা ৮।১।৩	১।৬১৩
যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ...দদাত্যজঃ	মহাভা শা ২৩১।৫৮	১।৭১৬
যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞে ঋত্বিজঃ আশিষম্	শত ব্রা ১।১প্রা।৪ব্রা।২৬	৩।৭০০
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু	গীতা ৬।১৭,	৩।৬১৪
যুক্তাহস্য হরয়ঃ ...	বৃ ২।৫।১৯	৩।১৫৮
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে	মনু সং ১২।১১৩ (কুল্লুকভট্ট)	১।৭৯৮
যুগপৎ প্রাপ্তৌ ইতরব্যাবৃত্তি-....পরিসংখ্যাবিধিঃ	...	১।১৮৩
যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ	মহাভা শা ২১০।১৯	১।৭৩১
যূপং ছিনত্তি ...	....	১।৮৯৩
যূপং তক্ষতি, অষ্টাশ্রীকরোতি	....	১।১৪১
যূপে পশুং বধ্নাতি ...	...	১।৪০
যে ইত্থং বিদুঃ যে চ ইমে অরণ্যে শ্রদ্ধা তপঃ	ছা ৫।১০।১	৩।৩৮৭, ৪।২০৮
যে এবম্ এতদ্ বিদুঃ	বৃ ৬।২।১৫	৩।৩৮৮
যে চ অমী অরণ্যে শ্রদ্ধাং	বৃ ৬।২।১৫	৪।২১০
যে চ অমুষ্মাৎ পরাঞ্চ লোকাঃ	ছা ১।৬।৮	৩।১৯৫
যে চ এতস্মাৎ অর্বাঞ্চো লোকাঃ	ছা ১।৭।৬	৩।১৯৫
যে ত্যক্তারঃ স্বধর্ম্মস্য....তেষাং শাস্তিকরো রাজা	অত্রি সং ১৭	১।৭৭৮
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্	গীতা ৪।১১	২।১৯৯
যেন অক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যম্	মু ১।২।১৩	১।৪৯৫
যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি	ছা ৬।১।৩	২।১৪০
যেন অহং নামৃতা স্যাম্	বৃ ২।৪।৩, ৪।৫।৫	১।৯৩১
যেন ইদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ	বৃ ২।৪।১৪	১।১৬৬
যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসা ইদ্ধঃ	তৈ ব্রা ৩।১২।৯।৭	১।৩৫৮

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে	কঠ ১।১।২০	১।৮৫৩
যে বৈ কে চ অস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি	কৌ ১।২	৩।৪১
যে শক্তিঃ পঠিয়া তদর্থম উপদিশন্তি....শিষ্টাঃ	মধ্বধর্মমুক্তাবলী ১১।১০১	৩।৬৮৫
যোগাৎ রূঢ়িঃ বলীয়সী	....	১।৮৭৮
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্	...	৩।১৮৩
যোগী জিতেন্দ্রিয়গ্রামস্তানি ধৃত্বা দৃঢ়ং হৃদি	বৃ নারদীয় পু ৩১।১৩৪	৪।২৯২
যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাম্....পতঞ্জলিম্	...	২।৪৮১
যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ	কঠ ২।২।৭, শিবগীতা ১১।১৯	৪।১৫৯
যোনিষ্ট ইন্দ্রঃ নিষদে অকারি	ঋক্ সং ১।১০৪।১	১।৯৭০
যোষা বাব গৌতম অগ্নিঃ	ছা ৫।৮।১	১।১৭৯
যৌ অমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ	ছা ১।৭।৫	১।৩২৪
র		
রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে	বৃ ৪।৩।১০	৩।৮৫
রমণীয়চরণাঃ অভ্যাশো হ....রমণীয়াং যোনিম্	ছা ৫।১০।৭	৩।৭৫
রশ্মিভিঃ ঊর্দ্ধম্ আক্রমতে	ছা ৮।৬।৫	৪।১৯৫
রশ্মিভিঃ এষঃ অস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ	বৃ ৫।৫।২	১।৪৫৭
রশ্মীংস্তং পর্য্যাবর্ত্তয়াৎ	ছা ১।৫।২	৪।৯
রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি	তৈ ২।৭	১।২৭৪
রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে	গীতা ২।৫৯	২।৭০৬
রসো বৈ সঃ	তৈ ২।৭	১।২৭৫
রাজদন্তাদিষু পরম্	পা সূ ২।২।৩১	১।৭৭৪
রাজা স্বারাজ্যকামঃ রাজসূয়েন যজেত	...	৩।৫০০
রাজিচারাত্যজো দোষঃ পত্নী পাপং গুরুর্ভর্ত্তরি	নারদ স্মৃতি	৩।৩৬০
রূঢ়িঃ যোগম্ অপহরতি	...	১।৫৩২
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব	কঠ ২।২।৯	২।৭০৯
রেতঃ হ উচ্চক্রাম	বৃ ৬।১।১২	৩।২৪০
রেতঃ বৈ প্রজাতিঃ	বৃ ৬।১।৬	৩।২৩২
ল		
লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ	পা সূ ৩।২।১২৬	১।১৫৯
লভতে চ ততঃ কামান্	গীতা ৭।২২	৩।২১৪
লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ	কঠ ১।১।১৫	১।৮৫৪
লোকেষু পঞ্চবিধং সাম উপাসীত	ছা ২।২।১	৪।৫১
লোহমার্গকো যথা	বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৩০	৪।২৯৩
ব		
বচনাৎ সর্ব্বেষাম্ সদাবদীয়তে	সর্ব্বকাণ্ড	৩।৪৬৭
বচনানি অপূর্ব্বত্বাৎ	জৈ সূ ৩।৫।২১, ১০।৪।২২	৩।৪১৩

বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ	বৃ ১।৪।৭	২।৬০২
বদিষ্যামি এব অহম্ ইতি বাক্	বৃ ১।৫।২১	৩।৪৬৮
বধ্যো রাজ্ঞা সঃ বৈ শূদ্রো জপহোমপরশ্চ যঃ	অত্রি সং ১৯	১।৭৭৮
বনাদ্ গৃহাদ্বা কৃত্বেষ্টিং সার্ব্ববেদসদক্ষিণাম্	যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, যতিপ্রকরণ ৫৬	৩।৬০৯
বরং বৃণীষ	কৌ ৩।১ (পাঠান্তর)	১।৩৭৯
বরাণাম্ এষঃ বরঃ তৃতীয়ঃ	কঠ ১।১।২০	১।৮৫৬
বরুণঃ আদিত্যঃ রাজা	শত ব্রা ১৩।৪।৩।৭	৩।৬২৯
বরুণো বা এতং গৃহ্লাতি যঃ অশ্বং	তৈ সং ২।৩।১২।১	২।৭৩০
বর্ণাঃ আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ	গৌ সং ১১।২৯	৩।৩৩
বর্ণাঃ এব তু শব্দঃ	ভগবান্ উপবর্ষ	১।৭১৫
বর্ণাতিরিক্তঃ অর্থপ্রত্যায়কঃ নিত্যঃ শব্দঃ স্ফোটঃ	সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ	১।৭০৮
বর্ণানাং পরিচর্য্যার্থং ত্রয়াণাম্... পদ্ভ্যাং শূদ্রো বিনির্ম্মিতঃ	মহাভা শা ৭২।৫	১।৭৬৬
বর্ম্ম এব (বা এতৎ যজ্ঞস্য) তৎ যজ্ঞায় ক্রিয়তে	তৈ সং ২।৬।১।৫	(৩।৪৩৬)
বর্ষতি হ অস্মৈ বর্ষয়তি হ	ছা ২।৩।২	৩।৬৯৭
বসন্তে ব্রাহ্মণঃ অগ্নীন্ আদধীত, গ্রীষ্মে রাজন্যঃ, শরদি বৈশ্যঃ	তৈ ব্রা ১।১।২।৬-৭	(৩।৪১২)
বসন্তে ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত, গ্রীষ্মে রাজন্যম্	তৈ ব্রা ১।১।২।৬ ?	১।৬৭৬
বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজেত	...	১।৩৪৬
বর্হিষি রজতং ন দেয়ম্	তৈ সং ১।৫।১।২	১।১২৭
বহুশোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্	কেন ৩।১২	১।পৌত্রিশ
বাক্চিতঃ প্রাণচিতঃ চক্ষুশ্চিতঃ	শত ব্রা ১০।৫।৩।৪-১১	৩।৪৮৩
বাক্পতিঃ চক্ষুষ্পতিঃ শ্রোত্রপতিঃ	তৈ ১।৬।২	৪।৩৫৪
বাক্ সর্ব্বৈঃ নামভিঃ সহ অপ্যেতি	কৌ ৩।৩, ৪।১৯	১।৩৪৩
বাগধ্যাত্মমিতি প্রাহুঃ ব্রাহ্মণাস্তত্ত্বদর্শিনঃ	স্মৃতি	২।৭৮৮
বাবাব নাম্নঃ ভূয়সী	ছা ৭।২।১	১।৫৭১
বাগেব অস্যাঃ একম্ অঙ্গম্ অদূদুহৎ	কৌ ৩।৫	১।৩৯৯
বাগেব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ	ছা ৩।১৮।৩	২।৭৮৭
বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে	ছা ৬।৮।৬	৪।১৩৪
বাচা এবায়ং জ্যোতিষা	বৃ ৪।৩।৫	১।৩৫৮
বাচা চ হ্যেব স প্রাণেন	বৃ ১।৩।২৪	৩।২৫৪
বাচারম্ভণং বিকারঃ নামধেয়ং	ছা ৬।১।৪	১।২৪৭
বাচি সপ্তবিধং সাম উপাসীত	ছা ২।৮।১	৪।৫১
বাচং তদা প্রাণে জুহোতি	কৌ ২।৫	৩।৪৯২
বাজপেয়েন ইষ্ট্বা বৃহস্পতিসবেন যজেত	আপ শ্রৌ	৩।৩৪৯
বাজিভ্যঃ (বাজিনাং) বাজিনম্	তৈ সং ৩।৪।১১ ? মৈ সং ১।১০।১	৩।২২৩
বানপ্রস্থো দীক্ষাভেদে কৃচ্ছ্রং	বসিষ্ঠ স্মৃতি (আনন্দাশ্রম) ২১।৩৫	৩।৬৯১

বাপীকূপতড়াগাদি দেবতায়তনানি চ	অত্রি সং ৯৪	১।১৫৪
বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ	তৈ সং ২।১।১।১	১।৭৫৬
বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণ অয়ং চ লোকঃ	বৃ ৩।৭।২	১।৫৪৩
বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি	ছা ৫।১০।৫	৩।৬৩
বায়ুরেব ব্যষ্টিঃ বায়ুঃ সমষ্টিঃ	বৃ ৩।৩।২	১।৮০২
বায়ুর্বাব সম্বর্গঃ	ছা ৪।৩।১	৩।৪৬৯
বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা	তৈ সং ২।১।১।১	১।৭৫৬
বায়ুর্বৈ গৌতম তৎ সূত্রং	বৃ ৩।৭।২	১।৫৪৬
বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চ এতদমৃতম্	বৃ ২।৩।৩	২।৫১৯-২০
বায়োঃ অগ্নিঃ	তৈ ২।১।৩	২।৫৫৬
বায়োঃ যজুর্বেদঃ	....	১।পাতঞ্জলি
বায়ুঃ আকাশসন্নিশ্রয়ঃ	বৌদ্ধগ্রন্থ	২।৩৮৬
বায়ুঃ কিং সন্নিশ্রয়ঃ	বৌদ্ধগ্রন্থ	২।৩৮৫
বায়ুঃ প্রাণোভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ	ঐত ১।২।৪	২।৭৮৬
বারাহী উপানহৌ উপমুঞ্চতে	শ্রুতি, পূ মী ১।৩।৫ অধি	৩।৬১০
বালয়াংশ্চ কৃতঘ্নাংশ্চ বিশুদ্ধানপি ধর্মতঃ	মনু সং ১১।১৯০	৩।৬১৫
বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ	শ্বেঃ ৫।৯	২।৬৩৩
বাল্মীকিঃ মুনিপুঙ্গবঃ	রামায়ণ ১।১।১	৩।৭০৯
বাসুদেবঃ সর্ব্বম্ ইতি	গীতা ৭।১৯	১।৯৫১
বাসুদেবাঃ এব তে সর্ব্বে	পাঞ্চরাত্রাগম	২।৫০৬
বিগ্রহো হবিষাং ভোগঃ ঐশ্বর্য্যং চ প্রসন্নতা	...	১।৭৪৮
বিজানাম্যহং যৎ প্রাণো ব্রহ্ম	ছা ৪।১০।৫	১।৪৬২
বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ	বৃ ২।৪।১৪, ৪।৫।১৫	১।৯৪৮
বিজ্ঞানঘনঃ এব	বৃ ২।৪।১২	৩।১৫৫
বিজ্ঞানম্ অতীতং যদ্ধি তন্মনঃ	অভিধর্মকোশ ১।১৭	২।৩৬৮
বিজ্ঞানময়ঃ মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ	বৃ ৪।৪।৫	২।৬৪১
বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম	বৃ ৩।৯।২৮	১।২৭৫
বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ	তৈ ২।৬	২।৪৬
বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্ব্বে	তৈ ২।৫।১	২।৬৭২
বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে	ঐ	২।৬৫৪
বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়	বৃ ১।১।১৭	২।৬৬৯
বিষ্ণবো যজ্ঞস্য আত্মা	তৈ আ ১০।৬৪।১, মহানারায়ণ উপ ৮০	৩।৩৩৫
বিদেহবাসস্যং চ তদা প্রতিষ্ঠাপ্য সুতস্য বৈ যতিধর্ম্মম্	মহাভা শা ৩১৯।১৭	৩।৬২২
বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ	শত ব্রা ১০।৫।৪।১৬	৩।৩৮৮
বিদ্যয়া দেবলোকঃ ...	বৃ ১।৫।১৬	৪।২০৪

বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে	ঈশ ১১	৪।১৫১
বিদ্যয়া হ এব এতে এবংবিদঃ চিতা ভবন্তি	শত ব্রা ১০।৫।৩।১২	৩।৪৮৮
বিদ্যাচিতঃ এব	ঐ	৩।৪।২১
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে	কঠ ১।২।৪	১।৮৬০
বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্	কঠ ২।৩।১৮	২।২২
বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ	ঈশ ১১, ঐ মাধ্য ১৪	৩।৬৩৭
বিদ্যুদ্ ব্রহ্ম	বৃ ৫।৭।১	৪।৪৪
বিদ্যোততে স্তনয়তি বর্ষিষ্যতি	ছা ৭।১১।১	৪।২২৪
বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন	তৈ ২।৯।১	৪।২৬৭
বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ	মু ৩।১।৩	৪।৮৩
বিধিনাত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন	জৈ সূ ১।২।৭	১।১২৬
বিধিযজ্ঞাৎ জপযজ্ঞো বিশিষ্টঃ দশভিঃ গুণৈঃ	মনু সং ২।৮৫	৩।৬৭৫
বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি	তন্ত্রবার্তিক ১।২।৪২	১।১৮৩
বিধিস্তু ধারণে অপূর্বত্বাৎ	জৈ সূ ৩।৪।১৫	৩।৬০৮
বিনাশমেব অপীতো ভবতি	ছা ৮।১১।১	১।৬৪৭
বিপ্রবদ্বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু বিপ্রবৎ	ব্যাস সং ১।৭-৮	১।৭৭৪
বিভেদজনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে	বিষ্ণু পু ৬।৭।৯৬	১।নব্বই
বিয়তি অমৃতাঃ দিবৌকসঃ	....	২।৫৪৫
বিরজঃ পর আকাশাৎ	বৃ ৪।৪।২০	২।৬১৬
বিরূপ নিত্যয়া বাচা (বাচা বিরূপ নিত্যয়া)	ঋক্ সং ৮।৬৪।৬	১।১১৫
বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে	বৃ সম্বন্ধবার্তিক ৫৬৭	১।১২৭
বিরোধেত্বনপেক্ষং স্যাৎ	জৈ সূ ১।৩।৩	২।১১
বি বা এতং প্রজয়া পশুভিঃ	তৈ সং ২।৫।৫।১	৩।২৫৫
বিবিদিষা চ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেন বুদ্ধেঃ প্রত্যক্ প্রবণতা	গীতা ১৮।২, শ্রীধর	৩।৬৪৯
বিশঃ অন্নং রাজ্ঞাং	...	৩।২৪
বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু (সর্বতঃ পৃষ্ঠেষু)	ছা ৩।১৩।৭	১।৩৬০
বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজঃ বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ	মহাভা শা ৩৫১।৫	২।১৬
বিশ্বস্মৈ অগ্নিং ভুবনায় দেবাঃ	ঋক্ সং ১০।৮৮।১২	১।৫১২
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নম্ একাংশেন স্থিতো জগৎ	গীতা ১০।৪২	১।৩৭০
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা	বিষ্ণুপুরাণ	১।ছেচল্লিশ
বিষ্বঙ্ঙন্যাঃ উৎক্রমণে ভবন্তি	ছা ৮।৬।৬, কঠ ২।৩।১৬	৪।২৬১
বিহিতস্যানুবচনম্ অনুবাদঃ	ন্যা দ	১।১৫৫
বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ	স্মৃতি	৩।৪০০
বীরহা বা এষঃ দেবানাং যঃ অগ্নিম্ উদ্বাসয়তে	তৈ সং ১।৫।২।১	৩।৬০১
বেথ যথা পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ পুরুষবচসঃ	ছা ৫।৩।৩	৩।৭

বেদ যথাসৌ লোকঃ ন সম্পূর্য্যতে	ছা ৫।৩।৩	৩।৫৪
বেদপুরাণেতিহাসপ্রামাণ্যাৎ....ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ শেষাঃ বর্ণাঃ	মহাভা শা ৩৪২।২০-২১	১।৭৭১
বেদসন্ন্যাসতঃ শূদ্রঃ তস্মাৎ বেদং ন সন্ন্যসেৎ	বসিষ্ঠ স্মৃতি ১০।৫	১।৭৬৮
বেদাঃ অবেদাঃ ...	বৃ ৪।৩।২২	৪।৩৬
বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্	মহাভা শা ৩৪০।২১	১।৭৯৩
বেদানধ্যাপয়ামাস ব্যাসঃ শিষ্যান্ মহাতপাঃ	ঐ ৩২৭।২৬	১।৭৯৪
বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি	বৃ ৪।৪।২২	৩।৮৫৯
বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ	মু ৩।২।৬, কৈবল্য ৪, তৈ আ (পরি) ১০।১২।১৫	৩।৬১৮
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্	শ্বে ৩।৮	২।৬৪২
বেদিং করোতি	তৈ সং ২।৪।৪ ?	১।৮৯৩
বেদোচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদঃ	গৌ ধর্ম সূ ১২।৪	২।৭৯২
বৈধং অসন্তকামস্ত যূপং কুর্য্যাৎ	...	৩।৪৬৫
বৈবস্বতং সংগমনং জনানাম্	ঋক্ সং ১০।১৪।১	৩।৫০
বৈশ্বদেবী আমিক্ষা বাজি- তৈ ব্রা ১।৬।৩।৫, তৈ সং ৩।৩।১১ ? ১।৮।২।১ ? মৈ সং ১।১০।১		৩।২২৩
বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্বপেৎ পুত্রে জাতে	তৈ সং ২।২।৫।৩, মৈ সং ২।১।২	৩।৪৩৭
বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম্ রাজা	ঋক্ সং ১।৮।১ ? শুক্ল যজু সং মাধ্য ২৬।৭	১।৫১২
বৈশ্বানরস্য মূর্ধা এব সুতেজাঃ	ছা ৫।১৮।১	১।৫১১
বৈশ্বানরীং সাংগ্রহায়ণীং নির্বপেৎ	তৈ সং ২।৩।৯।২	১।২৫৯
ব্যত্যাসমধ্বাহ অনির্দাহায়	তৈ সং ২।৩।৬।২	৩।৪৭৮
ব্যভিচারেণ বর্ণানাং...জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ	মনু সং ১০।২৪	১।৭৭৯
ব্যাক্রিয়ত (নামরূপাভ্যাম্)	বৃ ১।৪।৭	১।৯১১
ব্রজতস্তিষ্ঠতোঽন্যদ্বা স্বেচ্ছয়া কর্ম কুর্বতঃ	বিষ্ণু পু ৬।৭।৮৫	৪।২৯৪
ব্রীহিভিঃ যজেত, যবৈর্বা	আপ শ্রৌ ৬।৩১।২৪	৩।১০৭
ব্রীহীন্ অবহন্তি	আপ শ্রৌ ১।১৯।১১	৩।৭১৩
ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি	তৈ ব্রা ৩।২।৫।৪ ?, আপ শ্রৌ ১।১৯।১	১।২৫৬

শ

শক্যো সম্ভবতি লক্ষণাকল্পনাযোগাৎ	...	১।২৫০
শক্তিতাৎপর্য্যবিশিষ্টশব্দাবধারণং প্রমেয়াবগমং প্রতি...কারণম্	বিবরণাচার্য্য	৪।২৩
শতং চ একা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ	ছা ৮।৬।৬	৪।১৯২
শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ	কঠ ১।১।২৩	৩।৮৮
শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যঃ বিকল্পঃ	যো সূ ১।৯	২।৩৯০
শব্দস্য গৌণমুখ্যার্থপ্রত্যয়যোঃ মুখ্যার্থপ্রত্যয়ঃ যুক্তঃ	শাবরীয়ন্যায়সংগ্রহ	১।২৩৯
শব্দার্থপ্রত্যয়াঃ ইতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্কীর্ণাঃ	যো সূ ৩।১৭, ব্যাসভাষ্য	১।৭১৬
শয্যাসনস্থোঽথপথিব্রজন্	যো সূ ২।৩২, ঐ	৩।৬১৯
শরণাগতবালস্ত্রীহিংসকান্ সংবসেন্ন তু	যাজ্ঞবল্ক্য সং, প্রায়শ্চিত্ত ২৯৮	৩।৮৯৫

শরণাগতসংত্রাণং ভূতানাং চাপ্যহিংসনম্	....	১।১৫৪
শরীরজৈঃ কর্মদোষৈঃ যাতি স্থাবরতাং নরঃ	মনু সং ১২।৯	৩।৭২
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে	গীতা ১৩।৩১	১।৬৪৪
শরীরং মে বিচর্ষণম্	তৈ ১।৪।১	৩।৬২১
শরীরং রথমেব তু	কঠ ১।৩।৩	১।৮২৮
শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ	তৈ ১।১।১	৩।৩৪৩
শান্তো দান্তঃ উপরতঃ	বৃ ৪।৪।২৩	৩।৬৭৭
শারীরঃ আত্মা প্রাজ্ঞেন আত্মনা অন্বারূঢ়ঃ	বৃ ৪।৩।৩৫	২।১৪৬
শারীরঃ আত্মা (যঃ পূর্বস্য)	তৈ ২।৩।১	৩।১৯৪
শাস্ত্রস্থা বা তন্নিমিত্তত্বাৎ	জৈ সূ ১।৩।৯	৩।৬৯০
শিরোব্রতং বিধিবৎ যৈস্তু চীর্ণং	মু ৩।২।১০	৩।২১৯
শুকস্তু মারুতাচ্ছীঘ্রাং (ঊর্দ্ধং) গতিং কৃত্বা	মহাভা শা ৩৩৩।১৯-২০	৪।১৭৪
শুক্রমাদায় পুনরৈতি স্থানম্	বৃ ৪।৩।১১	২।৬১৫
শুক্লকৃষ্ণে গতিহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে	গীতা ৮।২৬	৩।৩৯০
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনম্	গীতা ৬।১১	৪।৬১
শুদ্ধমীশ্বরচৈতন্যং জীবচৈতন্যমেব চ	বেদান্তসিদ্ধান্তাদর্শ ১৮৫-৮৬	১।১৭০
শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে....ন বিদ্যতে	মহাভা শা ১৮৯।৮	১।৭৭৬
শূদ্রঃ চতুর্থঃ বর্ণঃ একজাতিঃ	মনু সং ১০।৪ (ভাবমাত্র)	১।৭৮৯
শূদ্রো যজ্ঞেঽনবক্লৃপ্তঃ	তৈ সং ৭।১।১।৬	১।৭৮৩
শূদ্রো বর্ণশ্চতুর্থোঽপি বর্ণত্বাদ্ধর্মমর্হতি	ব্যাস সং ১।৬	১।৭৯৭
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং	মহাভা অনু ১৪৩।২৬ (৫১পর্যন্ত দ্র)	১।৭৭৬
শেষাৎ স্বিষ্টকৃতে সমবদ্যতি	দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণ	৩।৪৫১
শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা	শ্রীমদ্ভা ১১।২৭।১২	৪।২৯৪
শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়	যো সূ ২।৩২	৩।৬১৪
শ্রদ্ধা বা আপঃ	তৈ ব্রা ৩।২।৪।১	৩।১৭
শ্রদ্ধাং জুহ্বতি ...	বৃ ৬।২।৯, ছা ৫।৪।২	৩।২০
শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ	কঠ ১।২।৭	৩।৭২৮
শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণম্ অগ্রতঃ	মহাভা শা ৩২৭।৪৯	১।৭৯৩
শ্রীবৎসবক্ষসং দেবং সুরাসুরনমস্কৃতম্	বৃ নারদীয় পু ৩১।৩৬	৪।২৯৩
শ্রুতযৌগিকার্থলাভে সতি অনন্বিতঃ রূঢ়্যর্থঃ ত্যাজ্যঃ	...	১।৭৮৫
শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যঃ	ছা ৭।১।৩	১।৫৭১
শ্রুতিলক্ষণাবিশয়ে শ্রুতের্ন্যায্যত্বাৎ	...	১।৪৪৭
শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে	জৈ সূ ৩।৩।১৪	৩।৩৪৮
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে	ব্যাস সং ১।৪	১।৬৮৩
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ	গীতা ৩।৩৫	৩।৬৮২

শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ	বৃ ২।৪।৫, ৪।৫।৬	১।১০৬
শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা	ছা ৫।১০।৭	৩।৭৩
শ্বশূকরখরোষ্ট্রাণাং গোজাবিমৃগপক্ষিণাম্	মনু সং ১২।৫৫	৩।৩৯
শ্বেতকেতো যন্নু সোম্য	ছা ৬।১।১	২।৫৩৪
শ্বেতাশ্বো হরিতনীলোঽসি	শাট্যায়ন শাখা	৩।৩৪৩
ষ		
ষট্ত্রিংশৎ সহস্রাণি অগ্নয়ঃ অর্কাঃ	শত ব্রা ১০।৫।৩।৩	৩।৪৮৭
ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি	প্রশ্ন ৬।৫	৪।১৮
স		
সঙ্করজাতানাম্ অপি অন্তরবর্ণাপত্তিঃ স্মর্য্যতে	পূ মী ১।২।২ ভট্টবার্ত্তিক	১।৭৭৩
সঙ্কল্পঃ এব স্বাতন্ত্র্যং চিত্তেঃ	ত্রিপুরারহস্য, জ্ঞান ১১।৬৬	১।অষ্টাশী
সঙ্কল্পাদেব অস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি	ছা ৮।২।১	৪।৩২৭
সচক্ষুঃ অচক্ষুঃ ইব, সকর্ণঃ অকর্ণঃ ইব	...	১।২০৫
সৎ চ ত্যৎ চ অভবৎ নিরুক্তং চ অনিরুক্তং চ	তৈ ২।৬	১।৩৬৮
সৎ তু এব সোম্য ইদমগ্রে আসীৎ	ছা ৬।২।২	১।৯০২
সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি	ছা ৬।৮।১	১।৬২৬
সতি মূলে তদ্বিপাকঃ জাত্যায়ুর্ভোগাঃ	যো সূ ২।১৩	১।৭৭৫
সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে	ছা ৬।৯।২	৩।১১০
সতি হি সামান্যে অতিদেশঃ	...	৩।৪৯৮
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্	গীতা ১৪।১৭	১।২১৭
সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ	ছা ৮।১।৫, ৮।৭।১	৩।৫৩৬
সত্যসঙ্কল্পঃ আকাশাত্মা····অবাকী অনাদরঃ	ছা ৩।১৪।২	১।৪১৭
সত্যস্য সত্যম্ ···	বৃ ২।১।২০	৩।১৮০
সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম	তৈ ২।১।১	১।২৭২
সত্যং তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্	ছা ৭।১৬	১।৫৭৯
সত্যং দানম্ অথাদ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা	মহাভা শা ১৮৯।৪	১।৭৭২
সত্যং ব্রহ্ম ····	শত ব্রা ১০।৬।৩।১, বৃ ৫।৪।১	৩।৩২২
সতঃ আগম্য ন বিদুঃ সতঃ আগচ্ছামহে	ছা ৬।১০।৩	৩।১২২
সদকারণবন্নিত্যম্ ····	বৈ সূ ৪।১।১	২।৩০৭
সদা তদ্ভাবভাবিতঃ	গীতা ৮।৬	৩।৫৪৬
সদেব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ	ছা ৬।২।১	১।২২০
সধীঃ (সঃ হি, বৃ কাণ্ব ৪।৩।৭) স্বপ্নো ভূত্বা ইমং লোকম্	বৃ মাধ্য ৪।১।৭	২।৬৭০
সন্নিধেঃ তু বাক্যশেষাৎ	জৈ সূ ১।৪।২৪ (২৯)	১।৪৯২, ৯৪
সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্থানম্	বৃ ৪।৩।৯	৩।৮৭
সন্ধ্যাং মনসা ধ্যায়েৎ	ঐত ব্রা ৩।৮।১ ?	১।১৮

সন্ন্যস্য শ্রবণং কুর্য্যাৎ	....	৩।৬২২
সন্মূলাঃ সোম্য ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ	ছা ৬।৮।৪	১।৫৪৭
সপ্তদশ প্রাজাপত্যান্ পশূন্	তৈ ব্রা ১।৩।৪।৩	৩।১২৬
সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ	মু ২।১।৮, তৈ আ পরিশিষ্ট ১০।১২।২, মহানারা উ ১৭।১	২।৭২৭
সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ	তৈ সং ৫।১।৭।১	২।৭৪১
সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ	মু ২।১।২	৪।২৬৫
সময়াধ্যুষিতে সূর্য্যে	তৈত্তিরীয় শাখা	৩।৩৬২
সমস্তস্য খলু সাম্নঃ উপাসনং সাধু	ছা ২।১।১	৪।৬০
সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু	গীতা ১৩।২৭	১।৯৫১
সমঃ এভিঃ ত্রিভিঃ লোকৈঃ	বৃ ১।৩।২২	২।৭৮১
সমঃ প্লুষিণা সম মশকেন	ঐ	ঐ
সমা বিপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ	জৈ সূ ১।৩।৮	৩।৬৯০
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ	মু ৩।১।২	১।৪৪৯
সমিধো যজতি	তৈ সং ২।৬।১।১	৩।৫২৪
সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে	শ্বে ২।১০	৪।৬৮
সম্ভবতি একবাক্যত্বে বাক্যভেদস্তু নেষ্যতে	...	১।৬৬৫
সর্ব্বে এতে আত্মানো ব্যুচ্চরন্তি	বৃ মাধ্য ২।১।২৩	২।৫৯৫
সর্ব্বকর্ম্মত্যজং প্রাহ শ্রুতির্বিদ্যাধিকারিণম্	বৃ সম্বন্ধ বা ১৩	৩।৬৭৬
সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ ...	ছা ৩।১৪।২, ৪	১।৪১০
সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ ...	ঐ	২।৬৩৭
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ	গীতা ১৩।১৩	১।৪১৬
সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষু	ছা ৩।১৩।৭	১।৩৫২
সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি চিন্বন্তি অপি স্বপতে	শত ব্রা ১০।৫।৩।১২	৩।৪৯১
সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি মহামায়ং চ ব্রহ্ম	নৃ উ তা ৫।১৫ ?	২।২১১
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ ...	মা ৬, শাণ্ডিল্য উপ ২।১।৪	৪।৩১৬
সর্বপাপপ্রসক্তোঽপি ধ্যায়ন্....অচ্যুতম্	...	৩।৬৯২
সর্বভূতাত্মভূতস্য সম্যগ্‌ভূতানি পশ্যতঃ	মহাভা শা ২৬১।৩২	৪।১৭৪
সর্বভূতেষু চাত্মানং ...	মনু সং ১২।৯১	২।১৫
সর্বম্ আপ্নোতি সর্ব্বশঃ	ছা ৭।২৬।২	৪।৩৫১
সর্বলোকং চ চিন্মাত্রম্	তেজোবি উ	৪।১০৩
সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্য ঈশানঃ	বৃ ৪।৪।২২	১।৮২৪
সর্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে	গীতা ৪।৩৩	৩।৭১৩
সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ (ইতি শান্তঃ উপসীত)	ছা ৩।১৪।১	২।৫৩১
সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতম্	ঐত ৩।১।৩	৩।২৯৭
সর্বং তং পরাদাৎ	বৃ ২।৪।৬, ৪।৫।৭	৩।২০৪

সর্বং পাপ্মানং তরতি	তৈ সং ৫।৩।১২।১-২	৪।৮১
সর্বং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য	আথর্বণোপনিষৎ	৩।৩৪২
সর্বং ব্রহ্মময়ং প্রোক্তং....ব্রহ্মময়ং জগৎ	তেজোবি ৬।৩৮	৪।১০৩
সর্বাঃ প্রজাঃ অহরহঃ গচ্ছন্ত্যঃ	ছা ৮।৩।২	৩।১২৬
সর্বান্ পাপ্মনঃ অপহত্য সর্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং	কৌ ৪।২০	১।৯২২
সর্ব্বান্ পাপ্মনঃ ঔষৎ	বৃ ১।৪।১	৪।২৪৪
সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কৃতানি পাপানি বারয়তি ইতি সা বরণা	জাবাল ২ (পাঠান্তর)	১।৫৪০
সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি	বৃ ২।১।২০	২।৭৩৬
সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিন্ত্য ধীরঃ	তৈ আ ৩।১২।১৬	১।২৬৫
সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি আকাশাৎ	ছা ১।৯।১	১।৬৩০
সর্ব্বাণি হ বৈ...ভূতানি প্রাণম্ এব	ছা ১।১১।৫	১।৬৩৯
সর্ব্বাংশ্চ লোকান্ আপ্নোতি	ছা ৮।৭।১	৩।৫৭০
সর্ব্বে অনন্তাঃ	বৃ ১।৫।১৩	২।৭৫৬
সর্ব্বে অস্মৈ দেবাঃ বলিমাহরন্তি	তৈ ১।৫।৩	৪।৩৪৮
সর্বে এতে আত্মানো ব্যুচ্চরন্তি	বৃ মাধ্য ২।২।২৩	২।৫৯৫
সর্বে চ লোকাঃ আপ্তাঃ	ছা ৮।১২।৬	৪।৩৫১
সর্বে পাপ্মানো অতো নিবর্ত্তন্তে	ছা ৮।৪।১	৩।১১৪-১৫
সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিতঃ	ছা ১।৬।৭	১।৩১৮
সর্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি	বৃ ৪।৪।২	২।৭৪৮
সর্বে বর্ণাঃ ব্রাহ্মণাঃ	মহাভা শা ৩১৮।৮৯	১।৭৯৭
সর্বে বেদাঃ যৎ পদমামনন্তি	কঠ ১।২।১৫	৩।২৩৮
সর্বেষাম্ অভিগময়ন্ অবভতি	তৈ সং ২।৩।৬।২	৩।৪৭৫
সর্বেষাং তু স নামানি কর্ম্মাণি চ	মনু সং ১।২১	১।৭০৭
সর্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়নম্	বৃ ২।৪।১১	২।৭৪১
সর্বেষু আত্মসু অন্নম্ অত্তি	ছা ৫।১৮।১	১।৫১১
সর্বেষু ভূতেষু চতুর্বিধেষু স্থিতো	....	৪।২৯৫
সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি	ছা ৭।২৫।২, ৮।১।৬	১।৬২১
সলিলঃ একো দ্রষ্টা	বৃ ৪।৩।৩২	৪।৩৪৪
সবিজ্ঞানো ভবতি, সবিজ্ঞানম্ এব অন্ববক্রামতি	বৃ ৪।৪।২	৪।৭৩
সশিখং বপনং কৃত্বা বহিঃসূত্রং ত্যজেদ্ বুধঃ	ব্রহ্মোপনিষৎ ৪	৩।৬১৬
সহ হি এতৌ অস্মিন্ শরীরে	কৌ ৩।৩	১।৩৯৭
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা	গীতা ৩।১০	১।৭৬৮
সহোপলম্ভনিয়মাৎ অভেদো নীলতদ্ধিয়োঃ	ধর্মকীর্ত্তি	২।৪১২
সংযুক্তমেতৎ ক্ষরম্ অক্ষরং চ	শ্বে ১।৮	১।একশী
সংযোগরূপচোদনাখ্যাবিশেষাৎ	জৈ সূ ২।৪।৯	৩।২২৮

সঃ অকাময়ত: মেধ্যং মে ইদং স্যাৎ	শত ব্রা ১০।৬।৫।৭	
সঃ অকাময়ত: বহু স্যাং প্রজায়েয়	তৈ ২।৬।১	১।২৮৪
সঃ অধ্বনঃ পারম্ আপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্	কঠ ১।৩।৯	৩।২৮৭
সঃ অস্তবেলায়াম্ এতৎ ত্রয়ম	ছা ৩।১৭।৬	৪।৭৫
সঃ অন্বেষ্টব্যঃ সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ	ছা ৮।৭।১	২।৬৫৯
সঃ অমৃতঃ ভবতি	শত ব্রা ১০।৫।২।২৩	৩।৫০৪
সঃ অরোদীৎ	শত ব্রা ৯।১।১।৬, তৈ সং ১।৫।১।১	১।১২৬
সঃ অবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতি	মু ২।১।১০	১।১৬১
সঃ অবিভেৎ	বৃ ১।৪।২	৪।২৪৪
সঃ অহং হরিঃ সর্ব্বম্ ইদং সঃ এব	...	৪।২৯৫
সঃ অহং ভগবঃ সত্যেন অতিবদানি	ছা ৭।১৬।১	১।১৮২
সঃ আগচ্ছতি বিরজাং নদীং	কৌ ১।৪	৩।৩৭১
সঃ আত্মনো বপাং উদখিদৎ	তৈ সং ২।১।১।৪	৩।৬৩৪
সঃ আত্মা তত্ত্বমসি ...	ছা ৬।৮।৭	১।৪৫৭
সঃ আত্মানম্ উপাসীত মনোময়ং প্রাণশরীরম্	শত ব্রা ১০।৬।৩।২	৩।৩১৫
সঃ আদিত্যম্ আগচ্ছতি	বৃ ৫।১০।১	৪।২১৯
সঃ আদিত্যলোকম্	কৌ ১।৩	৪।২১৭
সঃ ইন্দ্রলোকম্	কৌ ১।৩	৪।২১৭
সঃ ইমান্ লোকান্ অসৃজত	ঐত ১।১।২	১।২২৩
সঃ ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ ইতি	ঐত ১।১	৩।২৯৩
সঃ ঈক্ষাং চক্রে কস্মিন্ অহম্ উৎক্রান্তে	প্রশ্ন ৬।৩	১।২২৩
সঃ ঈয়তেঽমৃতো যত্র কামম্	বৃ ৪।৩।১২	২।৬৫২
সঃ উচ্ছ্বয়তি আধ্মায়তি	বৃ ৩।২।১১	৪।১৭০
সঃ উত্তমপুরুষঃ	ছা ৮।১২।৩	১।৮১১
সঃ একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি	ছা ৭।২৬।২	৪।৩৩৪
সঃ এতম্ এব পুরুষং ব্রহ্ম ততমম্ অপশ্যৎ	ঐত ১।৩।১৩	৩।২৯৬
সঃ এতম্ এব সীমানং বিদার্য্য	ঐত ১।৩।১২	৩।২৯৬
সঃ এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং	প্রশ্ন ৫।৫	১।৬০২
সঃ এতং দেবযানং পন্থানং (আসাদ্য) আপন্ন	কৌ ১।৩	৪।২০৯,২১৭
সঃ এতাঃ তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানঃ	বৃ ৪।৪।১	৪।১৮৭
সঃ এনান্ (এতান্) ব্রহ্ম গময়তি	ছা ৪।১৫।৫, ৫।১০।২	৪।২৩৪
সঃ এব অধস্তাৎ সঃ উপরিষ্টাৎ	ছা ৭।২৫।১	৩।২০৪
সঃ এব স্রষ্টা লোকানাং মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপধৃক্	স্কন্দ পু ২২।৩৬	৪।২৮৪
সঃ এবাদ্যঃ সঃ উ শ্বঃ	কঠ ২।১।১৩	৪।২২
সঃ এষঃ অকলঃ অমৃতঃ ভবতি	প্রশ্ন ৬।৫	৪।১৮৩

সঃ এষঃ অগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ যৎ পুরুষঃ	শত ব্রা ১০।৬।১।১১	১।৫২৪
সঃ এষঃ ইহ প্রবিষ্টঃ আ নখাগ্রেভ্যঃ	বৃ ১।৪।৭	২।৫৩৮
সঃ এষঃ নেতি নেতি আত্মা	বৃ ৩।৯।২৬, ৪।২।৪, ৪।৪।২২	৩।১৮১
সঃ এষঃ পরোবরীয়ান্ উদ্গীথঃ	ছা ১।৯।২	১।৩৩৪
সঃ এষঃ প্রাণঃ এব প্রজ্ঞাত্মা	কৌ ৩।৮	১।৩৭৭
সঃ এষঃ যে চ অমুষ্মাৎ পরাঞ্চঃ লোকাঃ	ছা ১।৬।৮	১।৩২১
সঃ এষঃ যে চ এতস্মাৎ অর্বাঞ্চঃ লোকাঃ	ছা ১।৭।৬	ঐ
সঃ এষঃ রসানাং রসতমঃ	ছা ১।১।৩	৩।৬২৫
সঃ এষঃ বাচশ্চিত্তস্য উত্তরোত্তরক্রমঃ যদ্ যজ্ঞঃ	ঐত আ ২।৩।৩।৪	২।৬৭৩
সঃ এষঃ সর্বস্য ঈশানঃ	বৃ ৫।৬।১	৩।৩১৮
সঃ এষঃ সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিতঃ	ছা ১।৬।৭	১।৩২২
সঃ কারণং করণাধিপাধিপঃ	শ্বে ৬।৯	২।৫৫৩
সঃ ক্রতুং কুর্বীত	ছা ৩।১৪।১	১।৪০৯
সঃ খলু এবং বর্তয়ন্	ছা ৮।১৫।১	৪।৯৪
সঃ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ দর্শনায় চক্ষুঃ	ছা ৮।১২।৪	২।৭৮৯
সঃ জনাস ইন্দ্রঃ	ঋক্ সং ২।১২।১	৩।৫২৫
সঃ তত্র পর্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ৎ রমমাণঃ	ছা ৮।১২।৩	৪।৩১৬
সঃ তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বম্ অসৃজত	তৈ ২।৬	২।৫৫৬
সঃ তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ	গীতা ৭।২২	৩।২১৬
সঃ তেজসি সূর্যে সম্পন্নঃ	প্রশ্ন ৫।৫	১।৬০০
সঃ ত্বম্ অগ্নিং স্বর্গ্যম্ অধ্যেষি মৃত্যো	কঠ ১।১।১৩	১।৮৫৩
সঃ ন সাধুনা কর্মণা ভূয়ান্ ন এব	বৃ ৪।৪।২২	১।৩৮০
সঃ পর্যগাৎ শুক্রম্	ঈশ ৮	১।১৭৬
সঃ প্রজাপতিলোকম্	কৌ ১।৩	৪।২১৭
সঃ প্রাণম্ অসৃজত প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং	প্রশ্ন ৬।৪	২।৭২৭
সঃ ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্	মু ১।১।১	১।৪৯৮
সঃ ব্রহ্মলোকম্	কৌ ১।৩	৪।২১৭
সঃ ব্রূয়াৎ—যাবান্ বৈ অয়ম্ আকাশঃ	ছা ৮।১।২-৩	১।৬১৫
সঃ ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ	ছা ৭।২৪।১	১।৫৮৪
সঃ ভাণকরোৎ	বৃ ১।২।৪	৪।২৪৪
সঃ ভূরিতি ব্যাহরৎ সঃ ভূমিম্ অসৃজত	তৈ ব্রা ২।২।৪।২	১।৭০৭
সঃ মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ	বৃ ১।২।৪	১।৭০৬
সঃ মুখতঃ নিরমিমীত ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণাম্	তৈ সং ৭।১।১।৪-৬	১।৭৬৬
সঃ যে আত্মা ইতি বিদ্যাৎ	কৌ ৩।৮, ঐত আ ৩।২।৪।১৯	১।৬৮৬

সঃ যঃ এতদেবম্ অমৃতং বেদ	ছা ৩।৬।৩	১।৭৪৬
সঃ যঃ এতমেবং বিদ্বান্ আদিত্যং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে	ছা ৩।১৯।৪	৪।৪৮
সঃ যঃ এতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ	ছা ৩।১৫।২	৩।৫৫০
সঃ যঃ এষঃ অণিমা	ছা ৬।৮।৭	১।২৩৬
সঃ যঃ নাম ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে	ছা ৭।১।৫	৪।৪০
সঃ যঃ মাং বেদ ন হ বৈ তস্য কেনচন কর্ম্মণা লোকঃ মীয়তে	কৌ ৩।১ (পাঠান্তর)	১।৩৭৯
সঃ যঃ হ এতং মহদ্ যক্ষম্	বৃ ৫।৪।১	৩।৪৩২
সঃ যঃ হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ	মু ৩।২।৯	৩।১৮৪
সঃ যত্র এতৎ স্বপ্ন্যয়া চরতি	বৃ ২।১।১৮	৩।৯২
সঃ যত্র এষঃ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্য্যাবর্ত্ততে	বৃ ৪।৪।১	২।৭৪৯
সঃ যত্র প্রস্বপিতি	বৃ ৪।৩।৯	৩।৮৬
সঃ যথা দুন্দুভেঃ হন্যমানস্য	বৃ ২।৪।৭, ৪।৫।৮	১।৯৬১
সঃ যথা অনন্তঃ অয়ম্ আকাশঃ এবম্ অনন্তঃ আত্মা	শ্রুতি	২।৫২০
সঃ যথা এতাং দেবতাম্	বৃ ১।৫।২০	৪।৩৬০
সঃ যথা এষাং প্রাণানাং	বৃ ১।৫।২২	৩।৪৭৩
সঃ যথা সৈন্ধবঘনঃ অনন্তরঃ অবাহ্যঃ	বৃ ৪।৫।১৩	১।৫৫০
সঃ যদা অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি	কৌ ৩।৩	২।৬১৩
সঃ যদি পিতৃলোককামঃ ভবতি	ছা ৮।২।১	৪।৩২৭
সঃ যাবৎক্রতুঃ অয়ম্ অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি	শত ব্রা ১০।৬।৩।১	৪।৭৪
সঃ যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ মনঃ	ছা ৮।৬।৫	৪।১৯৮
সঃ বিষ্ণুলোকঃ কথিতঃ পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতঃ	কূর্ম্মপু পূর্ব্ব ৪৩।১০	৪।২৮৪
সঃ সমানঃ সন্ উভৌ লোকৌ অনুসঞ্চরতি	বৃ ৪।৩।৭	২।৬৪০
সঃ সর্ব্বেষু লোকেষু ... অন্নম্ অত্তি	ছা ৫।১৮।১	১।৫১৫
সঃ বরুণলোকম্ ...	কৌ ১।৩	৪।২২৪
সঃ বায়ুম্ আগচ্ছতি	বৃ ৫।১০।১	৪।২১৯
সঃ বায়ুলোকম্ ...	কৌ ১।৩	৪।২১৭
সঃ বৈ অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ঃ	বৃ ৪।৪।৫	২।৫৯৯
সঃ বৈ অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু	বৃ ২।৫।১৮	১।৬১৯
সঃ বৈ অয়ং পুরুষঃ জায়মানঃ	বৃ ৪।৩।৮	২।৫৯০
সঃ বৈ এষঃ আত্মা হৃদি	ছা ৮।৩।৩	১।২৪৯
সঃ বৈ এষঃ এতস্মিন্ সম্প্রসাদে	বৃ ৪।৩।১৫	১।৫৭৫
সঃ (বৈ) এষঃ এব মৃত্যুঃ যঃ....মণ্ডলে পুরুষঃ	শত ব্রা ১০।৫।২।৩	৩।৫০২
সঃ বৈ এষঃ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ	তৈ ২।১	১।২৯৪
সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা অজরঃ	বৃ ৪।৪।২৫	৩।৩৭০
সঃ বৈ এষঃ মহান অজঃ আত্মা অন্নাদঃ	বৃ ৪।৪।২৪	৩।২১১

সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ	বৃ ৪।৪।২১	৩।৪৪১
সঃ বৈ বাচম্ এব প্রথমাম্ অত্যবহৎ	বৃ ১।৩।১২	২।৭৮৭
সঃ বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষঃ উচ্যতে	স্মৃতি	১।৫০৬
সঃ সমানঃ সন্ উভৌ লোকৌ অনুসঞ্চরতি	বৃ ৪।৩।৭	২।৬৪১
সঃ সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু—অন্নম্ অত্তি	ছা ৫।১৮।১	৩।৫৩১
সঃ সামভিঃ উন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্	প্রশ্ন ৫।৫	১।৬০০
সঃ সোমলোকে বিভূতিম্ অনুভূয়	প্রশ্ন ৫।৪	৩।২৬
সঃ হ উবাচ প্রাণঃ অস্মি প্রজ্ঞাত্মা	কৌ ৩।২	১।৩১৬
সঃ হ উবাচ অধীহি ভোঃ....উপশান্তঃ অয়ম্ আত্মা	....	৩।১৪৮-৪৯
সঃ হি কর্ত্তা	বৃ ৪।৩।১০	৩।৮৭
সঃ হি অন্তরাত্মা ভূতানাম্ ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি কথ্যতে	মহাভা শা ৩৩৪।৩০	২।১০
সা ইয়ং দেবতা ঐক্ষত হন্ত	ছা ৬।৩।২	২।৮০৪
সা এব ঋক্ তৎ সাম তৎ উক্‌থম্	ছা ১।৭।৫	১।৩২৩
সা এষা চতুষ্পদা ষড়্‌বিধা গায়ত্রী	ছা ৩।১২।৫	১।৩৬৪
সা এষা অনস্তমিতা দেবতা যদ্ বায়ুঃ	বৃ ১।৫।২২	২।৫৪৮
সা এষা আনন্দস্য মীমাংসা	তৈ ২।৮।১	১।২৭৫
সা এষা বিরাট্ অন্নাদী	ছা ৪।৩।৮	১।৩৬৭
সা এষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা	তৈ ৩।৬	১।২৮৩
সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যাঃ বায়বঃ পঞ্চ	সাং কা ২৯	২।৭৬৬
সামোপাসীত	ছা ২।২।১	৩।৬২৭
সা যা ব্রহ্মণো জিতিঃ যা ব্যুষ্টিঃ	কৌ ১।৪	৪।২১২
সাবিত্রীং প্রণবং....স্ত্রীশূদ্রায় নেচ্ছন্তি	নৃ পূ তা ১।৩	১।৬৭৮
সায়ং প্রাতঃ সদা সন্ধ্যাং যে বিপ্রা ন উপাসতে....শূদ্রকর্ম্মসু	বৌধায়নস্মৃতি২।৪।২০	১।৭৭৮
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত দীয়মানং	শ্রীমদ্ভা ৩।২৯।১৩	৪।৩৫১
সাবকাশনিরবকাশয়োর্মধ্যে নিরবকাশস্য বলীয়স্ত্বম্	'মীমাংসান্যায়'	১।৭৬৯
সুকৃতস্য লোকে	কঠ ১।৩।১	১।৪৪০
সুতেজা আত্মা বৈশ্বানরঃ	ছা ৫।১২।১	৩।৫২৯
সুরানাত্মানমাত্মস্থং নিহ্নুতে মাং ধর্ম্মহা	শ্রীমদ্ভা ১১।১৮।৪০	৩।৬১৮
সুরাপস্য ব্রাহ্মণস্য উষ্ণাম্ আসিঞ্চেয়ুঃ	মনু সং ১১।৯০ এবং সম্বর্ত্তস্মৃতি ১১৮ দ্র	৩।৬৫৭
সুরাপাঃ কৃময়ঃ ভবন্তি	..	৩।৬৫৭
সুরাং ন পিবেৎ	কাঠক সং	৩।৬৫৮
সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাম্	শাট্যায়ন শ্রুতি	৩।৩৫৪
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি	মু ১।২।১১	৪।২০৯
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ	ঋক্ সং ১০।১৯০।৩, তৈ আ ১০।১।২০	১।৭৪২
সেতুং তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্ অনন্ধঃ	ছা ৮।৪।২	৩।১১৮

সৌমেন্দ্রং চরুং নির্বপেৎ শ্যামাকং সোমবামিনঃ	তৈ সং ২।৩।২।৬ (ভাব)	২।৭৩০
স্তুত্যর্থম্ ইহ দেবানাং বেদাঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা	মহাভা ৩২৭।৫০	১।৭৯৪
স্তোত্রম্ অনুশংসতি	তৈ সং ৩।১।২।৪ ?	৩।৫৫৮
স্ত্রিয়ম্ আজগাম বহুশোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্	কেন ৩।১২	৪।২৯২
স্ত্রীচারিশেষাৎ ...	কা শ্রৌ ১।১।৭	১।৬৮২
স্ত্রীণাম্ অপি প্রাক্ বিবাহাৎ...সন্ন্যাসে অধিকারঃ	মহাভা শা ৩২০।৭, নীলকণ্ঠ	৩।৬২১
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা	শ্রীমদ্ভা ১।৪।২৫	১।৭৯৭
স্থাণুমন্যে অনুসংযন্তি ...	কঠ ২।২।৭	৩।৭২
স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা	গীতা ২।৫৪	১।২০৫
স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাম্ বিপ্রমোক্ষঃ	ছা ৭।২৬।২	৩।৪০০
স্মৃত্যোর্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্	যাজ্ঞবল্ক্য সং ২।২১	১।৯৯৮
স্যোনং তে সদনং করোমি	তৈ ব্রা ৩।৭।৫।২	১।৪১৩
স্বর্গঃ লোকঃ আহবনীয়ঃ	....	৩।৬২৬
স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রত্বেন সৈষা বটবীজসামান্যবৎ	নৃ উ তা ৯	১।একত্রিশ
স্বতো বা পরতো বাপি ন কিঞ্চিদ্বস্তু জায়তে	মা কা ৪।২২	১।আঠাশ
স্বাত্মভিত্তৌ জগচ্চিত্রং	ত্রিপুরারহস্য, জ্ঞানখণ্ড ১১।২৫	১।অষ্টআশী
স্বপতে জাগ্রতে চ এবংবিদে সর্বদা	শত ব্রা ১০।৫।৩।১২ (ভাবমাত্র)	৩।৪৯১
স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি	কঠ ২।১।৪	১।৮৫৯
স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশং অচিন্ত্যরচনাত্মকম্	পঞ্চদশী ৭।১৭১	৪।১০২
স্বভাবম্ একে কবয়ো বদন্তি	শ্বে ৬।১	১।৯৭৪
স্বম্ অপীতো ভবতি	ছা ৬।৮।১	৩।১১৮
স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্মায়	বৃ ৪।৩।৯	৩।৯৭
স্বর্গকামঃ যজেত ...	...	৩।২১২
স্বাধ্যায়ম্ অধীয়ানঃ...ব্রহ্মলোকম্	ছা ৮।১৫।১	৪।১১৩
স্বাধ্যায়াৎ ইষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ	যো সূ ২।৪৪	১।৭৬২
স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ ...	তৈ আ ২।১৫।৭, শত ব্রা ১১।৫।৬।৩	১।৬৭৭
স্বাহাকারং যজন্তি	তৈ সং ২।৬।১।১	৩।২২৫
স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে	ছা ৮।৩।৪, ৮।১২।৩	১।৬৪৭
স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে	বৃ ২।১।১৮	২।৬৫২

হ

হন্ত তে ইদং প্রবক্ষ্যামি...ব্রহ্ম সনাতনম্	কঠ ২।২।৬	১।৮৫৪
হন্ত অস্যৈব সর্বে রূপং অসাম	বৃ ১।৫।২১	২।৭৯৫
হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ	ছা ৫।৫।৩,৮	৩।৯৩৩
হস্তৌ চ আদাতব্যং চ	প্রশ্ন ৪।৮	২।৭৫২
হস্তৌ বৈ গ্রহঃ সঃ কর্মণা	বৃ ৩।২।৮	২।৭৪৩

হাবেত্যা শুদ্র ...	ছা ৪।২।৩	১।৭৮০
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মা-	বিষ্ণু পু ১।৫।৫৯-৬১, মহাভা শা ২৩১।৪৯	১।৭৩৯
হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ হিরণ্যশ্মশ্রুঃ হিরণ্যকেশঃ	ছা ১।৬।৬ ১।পৌত্রিশ, ১।৪৬০	
হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্	মু ২।২।৯	১।৬৬৫
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বম্	শ্বে ৩।৪	৪।২৪৩
হিরণ্যগর্ভং পশ্যতঃ জায়মানম্	শ্বে ৪।১২, তৈ আ ১০।১০।১৯	ঐ
হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে	ঋক্ সং ১০।১২১।১	১।৫০৬
হুত্বা বপামেবাগ্রে অভিঘারয়ন্তি	...	১।১২৭
হৃৎপদ্মং আসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ	মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৫।১৪৩	৪।২৯৩
হৃদয়ং গার্হপত্যঃ	ছা ৫।১৮।২	১।৫২০
হৃদয়ং প্রবিশ্য ধমনীঃ প্রবৃজ্য	আথর্বণোপনিষৎ	৩।৩৪৭
হৃদয়স্য অগ্রং প্রদ্যোততে	বৃ ৪।৪।২	৪।১৮৮
হৃদয়স্য (এব) অগ্রে অবদ্যতি	শত ব্রা ৩।৮।৩।১৫,১৭, তৈ সং ৬।৩।১০।৪	১।৭২
হৃদি হ্যেষ আত্মা	প্রশ্ন ৩।৬	২।৬২১
হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ	বৃ ৪।৩।৭	২।৬৪০
হোতঃ এতৎ যজ	....	৩।৫৫৮
হোতৃষদনাৎ হ এবাপি	ছা ১।৫।৫	৩।৫৫৪

দ্রষ্টব্য—(১) এই তালিকাতে কোন কোন স্থলে বর্ণানুক্রম ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছে; পাঠক মহোদয় একটু অগ্রপশ্চাৎ দেখিয়া লইবেন। (২) বর্গীয় ও অন্তঃস্থ 'ব'-সংযুক্ত পদ-ঘটিত কিছু বাক্য মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে; পাঠক মহোদয় উভয় স্থলেই তাহার অনুসন্ধান করিবেন। (৩) বেদাধ্যয়িগণ শতপথ ব্রাহ্মণকে (মাধ্যঃ) "কাণ্ড, প্রপাঠক, ব্রাহ্মণ ও কণ্ডিকা" এবং "কাণ্ড, অধ্যায়, ব্রাহ্মণ ও কণ্ডিকা", এই উভয়প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তিগণের গ্রন্থের সহিত সামঞ্জস্যের জন্য আমরা উভয়প্রকার বিভাগই গ্রহণ করিয়াছি। আকরগ্রন্থে অনুসন্ধানকালে পাঠক মহোদয় এই বিষয়ে অবহিত হইবেন। (৪) অন্যপ্রকার বিভাগ থাকিলেও ঋগ্বেদ সংহিতার উদ্ধৃতিসকলে আমরা "মণ্ডল, সূক্ত ও কণ্ডিকা", এইপ্রকার বিভাগই গ্রহণ করিয়াছি। (৫) বিভিন্ন প্রকাশক কর্ত্তৃক প্রকাশিত মহাভারতের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যার বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। আমরা প্রধানতঃ 'বঙ্গবাসী প্রেস' হইতে প্রকাশিত গ্রন্থের অনুসরণ করিলাম। (৬) মুদ্রণকালে কোন কোন উদ্ধৃতির এই গ্রন্থস্থ পৃষ্ঠাসংখ্যা হারাইয়া ফেলিয়াছি; তালিকাতে সেই স্থানটী বাদ রহিল, গ্রন্থালোচনাকালে তাহা প্রাপ্ত হইলে পাঠক মহোদয় তাহা তৎস্থলে লিখিয়া লইবেন। (৭) তৎকালে প্রাপ্ত না হওয়ায়, বা অন্য কোন কারণবশতঃ যে সকল উদ্ধৃতির ভাবমাত্র গ্রন্থমধ্যে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কয়েকটী মূল উদ্ধৃতি এই তালিকাতে প্রদর্শিত হইল; তাহাদের এই গ্রন্থস্থ পৃষ্ঠা সংখ্যা (৩।৪১২) এইপ্রকারে বন্ধনীমধ্যে প্রদর্শিত হইল। (৮) তালিকামধ্যে বিরল কোন কোন উদ্ধৃতির পুনরুল্লেখ হইয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্য আমরা ব্যথিত। (৯) এই গ্রন্থে উদ্ধৃত কিছু শাস্ত্রবাক্য প্রমাদবশতঃ এই তালিকাতে লিপিবদ্ধই হয় নাই, তন্মধ্যে দৃষ্টিপথে আগত কয়েকটী এই—

অতোঽন্যতময়া বৃত্ত্যা জীবংস্তু স্নাতকো দ্বিজঃ	মনু সং ৪।১৩	১।১৯৪
অত্রৈব সমবলীয়স্তে ...	নৃ উ তা ৫।৫	৪।১৭১
অন্তঃপূজা মহেশানি বাহ্যাৎ কোটিগুণং ভবেৎ	ভূতশুদ্ধিতন্ত্র	৪।২৯২
অয়ম্ আনন্দ মহাপঠ্‌ঠবী উদকে পতিঠ্‌ঠিতা	দীঘ্‌ঘনিকায়	২।৩৮৬
অশ্বমেধেন সহকারিকামনাভেদেন....দেবতাঃ প্রাপ্নোতি	বৃ ৩।৩।১, আনন্দগিরি	৪।২৪৩
অষ্টারে হৃৎসরোজে	বৃ নারদীয় পু ৩১।১৩৪	৪।২৯৩
অসঙ্কল্পিতমেবেহ যদকস্মাৎ প্রবর্ত্ততে...দৈবস্য কর্ম্ম তৎ	বাল্মী রা ২।২২।২৪	২।৬৮৪
অহমেব পরো বিষ্ণুঃ মত্তস্‌সর্বমিদং জগৎ	বৃ নারদীয় পু	৪।২৯৩
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্	শ্রীমদ্ভা ১।৩।২৮	১।পঁচাত্তর
কর্ম্মাত্মা ত্বপরো যোঽসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে	মহাভা শা ৩৫।১৫	২।৬৯৯
কর্ম্মানুরূপং কামান্ কর্ম্মফলানি স্বানুগ্রহনিমিত্তাংশ্চ	কঠ ২।২।১৩ ভাষ্য	৪।২৫০
কেচিদদ্বৈতমাশ্রিত্য বিড়ালপ্রতিমা নরাঃ	শ্রীকরভাষ্য ২৩৭ পৃঃ	১। উনসত্তর
গর্ভে এব এতচ্ছয়ানঃ বামদেবঃ এবমুবাচ	ঐত ২।৫	৩।৭২৪
জন্মজন্ম যদভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ...অভ্যাসত্তে নরঃ	...	২।১৯৮
তদ্ধৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহম্ ইতি ত্রিধা	বৃ নারদীয় পু ?	৪।২৯৩
দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ	মনু সং ১।৩৬	৪।২৩০
নাভেস্সমীপদেশে তু শরীরান্তরবর্ত্তিনী....বপাং	তন্ত্রসিদ্ধান্তরত্নাবলী	১।১২৭
নিত্যাস্তর্যজনং কৃত্বা সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো ভবেৎ	শাক্তানন্দতরঙ্গিনী	৪।২৯২
পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম দৈবমিত্যভিধীয়তে। এতজ্জন্মকৃতং যত্তু পুরুষকারমুচ্যতে ॥	গৌ ধর্ম্ম সূ ১১।১৮, মস্করীভাষ্য	(২।৬৮৪)
প্রকৃতিপুরুষকালঃ ইত্যেতে চ সমস্তশঃ	মধ্বসিদ্ধান্তসার	১।উনচল্লিশ
প্রত্যক্ষীকৃত্য হৃদয়ে হৃদিস্থাং পূজয়েচ্ছিবাম্	মুণ্ডমালাতন্ত্র	৪।২৯২
প্রয়োগপ্রাশুভাববোধকো বিধিঃ প্রয়োগবিধিঃ	অর্থসংগ্রহ	৩।৪৫৯
ব্রহ্মাদীনাং শরীরাণি শস্যকরশরীরবৎ...পাপ্মগীঃ	স্মৃতি	৪।৯২
ভেদাভেদস্তথাঽভেদো ভেদ এতে মতান্তরঃ	সূতসংহিতা	১।বিয়াল্লিশ
মানসন্তু জপঃ প্রোক্তঃ যোগসিদ্ধিপ্রদায়কঃ	বৃ নারদীয় পু ৩১।১৬	৪।২৯২
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্	শুকবাক্য	১।পঞ্চান্ন
যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ	যো সূ ৩।২	৪।২০৪
ব্যত্যয়ো বহুলম্	পাণি সূ ৩।১।৮৫	৪।২৩৪
ব্যাসসূত্রমিদং নেত্রং বিদুষাং ব্রহ্মদর্শনে	শ্রীকণ্ঠভাষ্য	১।উনষাট্
শাস্ত্রেণ ন স্যাৎ পরমার্থদৃষ্টিঃ	বরাহোপনিষৎ ২।৬৯	১।চতুর্থ পৃঃ
সর্বজ্ঞতাতৃপ্তিরনাদিবোধঃ....ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য	বায়ু পু ১২।৩১	১।ছাপ্পান্ন

(১০) নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী উদ্ধৃতির আকর মুদ্রণ শেষ হইবার পর প্রাপ্ত হইয়াছি। এতদ্দ্বারা তৎস্থলে উদ্ধৃত বিশেষ আকর যদি কিছু থাকে, তাহা নিরাকৃত হইতেছে না—

অক্ষয্য হ বৈ সুকৃতং চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ	শত ব্রা ২।৬।৩।১	১।৮০

অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্	উত্তরগীতা ৩।৭	৪।১।২৫
অগ্নিহোত্রং তপঃসত্যং বেদানাং চানুপালনম্---ইষ্টম্	অত্রি সং ৪৩	১।১।৫৩
অসৌ আদিত্যঃ একবিংশঃ	তৈ ব্রা ১।৫।১১।৬	৩।৩।৫৮
আসাদয়তি শুদ্ধাত্মা মোক্ষং বৈ প্রথমাশ্রমে	মহাভা শা ৩২৬।২৬	৩।৪।১৬
এতদ্বৈ জরামর্য্যং সত্রং যদগ্নিহোত্রম্	তৈ আ ১০।৬৪।৪ (পাঠান্তর)	৩।৪।১৮
কদাচিৎ সুকৃতং কর্ম কূটস্থম্ ইহ তিষ্ঠতি	পরাশর গীতা ১।১৮	৩।১।৬
তীর্থানি তোয়পূর্ণানি দেবান্ পাষাণমৃন্ময়ান্	উত্তরগীতা ৩।৬	৪।১।২৫
যঃ অসৌ অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ....স্বয়মুদ্বভৌ	মনু সং ১।৭	৪।১।৪৪

"শুনৈকলোলুপাস্যস্তঃ কৃতিমেনাং বিলোক্য মে।
তুষ্যেয়ুরনুগৃহ্নীয়ুশ্চেতি প্রাঞ্জলীরর্থয়ে ॥"

শুদ্ধিপত্র (চতুর্থাধ্যায়স্য)

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫/২১/২৩	২৮/২৫/১১	অসম্ভাবনা/হং/-স্তমসি	অসম্ভাবনা/তং/-স্বমসি
২৮/৩০/৩১	২৩/৩১/৩৫	না/ফুর্ত্তি/অপানি	-সনা/স্ফূর্ত্তি/আপনি
৩৫/৩৬/৪৬.৪৭	২৮/১৩/৫,৯	সঠিত/অধকারী/ব্রহ্মদৃষ্টি-	সঠিক/অধিকারী/ব্রহ্মদৃষ্টি-
৪৯/৫৩/৫৮	৮/৩৫/৩০	বিক্ষা-/সিদ্ধার্থ/যবাচা-	বিক্ষ্বা-/সিদ্ধপদার্থ/যবাচ্যা-
৫৯/৬০/৬৪	২৬/২৭/১০,৩০	-রূরূপে/প্রত-/বক্,একগ্রতা	-রূপে/প্রতি-/বক,একাগ্রতা
৬৫/৬৬/৬৭	৪/১২/৩৩	অসীন/-নিযো/দিগ-	আসীন/-নিয়মো/দিগ্-
৭৩/৭৫	৩১/৩,১৬	উপাস্ত-/প্রায়ণ-,নিগুণ	উপাস্য-/প্রয়াণ-,নির্গুণ
৭৬/৭৭/৮২	১৯/১০/৩০	অপো/মুক্তি/ইত্যদি	আপো/মুক্তি/ইত্যাদি
৮৫/৮৬	১০,২৭/২০	-মন-,প্রদশিত/সগুব্রহ্ম	-মনো-,প্রদর্শিত/সগুণব্রহ্ম
৮৮	২২,৩৩,৩৭	ব্যাক্ত,পরিমিতি,তাঁহার	ব্যক্তি,পরিমিত,তাঁহার
৮৯/৯২	৩৩/৩,৩৫	আর্ক/হৃকত-,(৪)	আর্ক/হৃক্ত-, (৫)
৯৩/৯৪	১৭,৩৭/৩০	(৫),তৎসৃত্তো-/বিপ্রাণটৌ	(৬),তৎসৃত্তো-/বিপ্রানটৌ
৯৬/৯৯,	২৩/১০,২১	জ্ঞনেন/প্রবস্তি,সকিত	জ্ঞানেন/প্রবন্ধে,সকিৎ,ক্রিয়মাণ
৯৯	১২	'চরম সিদ্ধান্ত', ইহার পর যোগ করুন— 'স্বদৃষ্টিতে যাবতীয় কর্ম্মের নাশক হইলেও',	
১০৫	৭,২০,৩৬	নিগুণ-,অকুষ্ট,ব্রহ্ম	নির্গুণ-,আকৃষ্ট,•ব্রহ্ম
১০৬/১০৯/১১১	৩৩/২/১৬	পারমাথিক/অগি-/-স্বিতস্ত	পারমাথিক/অগ্নি-/-স্বিতস্য
১১২/১৪১/১৪২	১৫/৩/৩	পরম্পর-/উচ্ছৃতেঃ/অঃকরণ-	পরম্পরা-/তচ্ছ্রুতেঃ/অন্তঃকরণ
১৪২/১৪৭	১৩,২০/১৯	-দিত্য,-প্রাণঃ/—সম্পক্তঃ	-দিত্যঃ,-প্রাণ/-সম্পৃক্তঃ
১৫৩/১৫৮	১৩/৩,১৯	গমানু-/আ-অপীতে	গমনানু-/আ-অপীতেঃ
১৬০/১৬১/১৬৩	১০/৬/১৫	অনুকুল/উৎক্রান্ত সূক্ষ্ম/সূক্ষ্ম-	অনুকূল/সূক্ষ্ম/সূক্ষ্ম-
১৬৩/১৬৬/১৬৭	১৬/৩৬/৩	অস্তির/ব্য-/কল্পনা	অস্তিত্ব/ব্যব-/কল্পনা
১৭০/১৭১	১৪,২০/৬	-ম্নাতণাং,উচ্ছ্বতি/সমনীয়স্তে	-ম্নাতৄণাং,উচ্ছ্বতি/সমবনীয়স্তে
১৭৫/১৭৬	১০,২৬/১৩	আহুতঃ,আহুত/-সাযোক্তেঃ	আহূতঃ,আহূত/-সাযোক্তেঃ
১৭৭/১৮১/১৮৩	৩০/১১/৩	বাণত/প্রশ্নঃ/চাষাং	বর্ণিত/প্রশ্নঃ/চাসাং •
১৮৪/১৮৮/১৮৯	২১/৪/২৩	সর্ব্বষাং/মূদ্ধঃ/যে	সর্ব্বেষাং/মূর্দ্ধঃ/যে বাসনাত্মক

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৩	৮।১০ "উৎপত্তি" এবং "হইতে" শব্দের পরে "ভাবমুখে স্থিত", ইহা যোগ করুন।		
১৮৯	৬/২৬	প্রত্যোত্তাখ্য/কণ্ঠেনৈবাস্থ	প্রত্যোত্তাখ্য আলোচনাত্মক/কণ্ঠৈনৈবাস্থ
১৯০/১৯৪	৩০/১৭,১৮	প্রত্যভিজ্ঞার/উক্রম,নাড্যা	প্রত্যভিজ্ঞার/উৎক্রম, নাড্যা-
১৯৪/১৯৫	৩২/৩,১৩	এবং/অস্মাৎ,রশ্মি-	এবং/অস্মাৎ,রশ্মি-
১৯৮/১৯৯	৩৮/৪,২৫	তদস্তু/জীবদশা,অস্ত্য-	তদস্তু,জীবদশায়,আস্ত্য-
২০১/২০২	৯,২১/১৬	-সচ্ছন্দ,-ব্রাহ্মলোক/অহিবা-	-স্বচ্ছন্দ-,ব্রহ্মলোক/আহিবা-
২০৪/২০৫/২১৩	২০/১৭/২৮	যোগিনঃ/দেবযানা-/স্থায়নির্ণয়	যোগিনঃ/দেবযানা-/স্থায়নির্ণয়
২১৪/২১৫	৫/৯,২৬	-পেক্ষয়াম/-কোহথ,অর্কাক	-পেক্ষায়াম্/-কোহথ,অর্কাক্
২১৯/২২০	১০/১০,৩০	-দর্শনাৎ/আসাম্ভ,তদূর্ধ্বে	-দর্শনাৎ/আসাম্ভ,তদূর্ধ্বে
২২৪/২২৬/২২৭	২১/২২/৩০	এন্ন-/গত্ব্ণাং/গস্তুন্	এনু-/গত্ব্ণাং/গন্তুন্
২৩২/২৩৩/২৩৪	৩৮/১১/৬	-নিয়ন্ত্রত/অচ্চিমঃ/নিদা-	-নিয়ন্ত্রিত/অচ্চিমঃ/নির্দা-
২৩৬/২৪২/২৪৩	৫/৩৫/৬	বিদ্যালোক-/-মদন্তাম্যো/গন্তুণাং	বিদ্যুল্লোক-/-মন্ত্রাম্যো/গন্তুণাং
২৪৮/২৫৯/২৭০	১৬/৩৪/৮	লোকস্থ/হওয়ার/-কল্পম্	লোকস্থ/হওয়ায়/-কল্পম্
২৭১/২৭৬	১৭,৩১/১৮	শৈত্যাদি-,লোকবচ্ছিন্ন/-শচত	শৈত্যাদি-,লোকাবচ্ছিন্ন/-শ্চিত্ত
২৭৮/২৮৩/২৮৪	১৪/২৪/৩	জাবা-/সুত্রা-/-সরস্বাৎ	জীবা-/সূত্রা-/-সারত্বাৎ
২৯১/২৯৩/২৯৬	৩২/১০/৩১	বাগিন্দ্রিয়/সহস্রারা-/ইতত্র	বাগিন্দ্রিয়/সহস্রার-/ইত্যত্র
২৯৭/২৯৯/৩০০	১৫/১৮/৮	প্রান্তি-/-বর্ত্তা/আত্মিয়তা	প্রতি-/-বর্ত্তী/আত্মীয়তা
৩০৭/৩০৮/৩১১	৩০/৩৩/১৭,১৮	-সম্বাবের/অনন-/কম্ম-,তক্রূপ	-সম্বানের/অনন্ত-/কর্ম্ম-তদ্রূপ
৩১২/৩১৭	১৬/৫,৩৫	নিশ্রয়ং/চৈতন্যা-,অব্যথ	নিশ্রেয়ং/চৈতন্য-,অব্যর্থ
৩৪২/৩৪৪/৩৪৬	১৭/২০/২৫	ঔৎপত্তিকা-/শ্রতম্/বিস্ময়া	ঔৎপত্তিকা-/শ্রুতম্/বিস্ময়া
৩৪৯/৩৫০/৩৫১	২০/৩২/২৭	দেশ/আনন্দাগিরি/চুম্বকর্তৃক	দেশা/আনন্দগিরি/চুম্বককর্তৃক
৩৫২/৩৫৭/৩৫৮	২৯/৩১/৭	পরিবে/-শ্বর্গাঃসম্পন্ন/স্মাতঃ	পড়িবে/-শ্বর্গাসম্পন্ন/স্মৃতিঃ
৩৬১/৩৬৬/৩৬৯	৩২/২৭/৭	স্থানায়/৯৫/সমর্পাতো	স্থানীয়/৯৫পৃঃ/সমর্পাতে*
৩৭৭/৪০৮	২৫/২,৩	চতুর্থা-/জীবেরং।১০৫,স্থান	চতুর্থা-,জীবের সুষুপ্তিস্থান ৩।১০৫
৪০৯	৪ পংক্তিতে	"২।৭৭৮",ইহার পর	"বৌদ্ধমতে ২।৩৬৮",ইহা যোগ করুন
৪১০/৪২৫	৬/১২	২।৭৪২,১।৬১/ব্রহ্মবাসী	২।৭১২,১।১৬১/বঙ্গবাসী
৪২৬/৪৩৪	১৩/১৫	তৈ সং ২।৩।৬/বৃ১।৪।১০	তৈ সং ২।৩।৬।১-২/বৃ১।৪।১০?
৪৪২/৪৪৮/৪৫০	৩২/১৪/২৪	৭।৩৬/৩।৩৫/করস্ত্যসৌ	৪।৩৬১/৩।৭৩৫/করোত্যসৌ
৪৫৩/৪৫৭/৪৫৯	১৯/৩৬/১৮	নিহতাঃ/মহশ্বরে/পুরুষস্য	নিহিতাঃ/মহেশ্বরে/পুরুষস্য
৪৫১/৪৫২	১২,২৪/১৩	-শস্ত্রাণি,সবাহু-/-তিষ্ঠাস্ত	-শাস্ত্রাণি,সবাহ্য-/-তিষ্ঠন্তি
৪৬০/৪৬২	১৩/২৯,৩৫	সঙ্কল্পিতং/স্তৌমূর্দ্ধা, ষেদ	সঙ্কল্পিতং/স্তৌমূর্দ্ধা,বেদ
৪৬৬	১০;১২	ইন্দ্রঃ, ১।১০৪।১;তো	ইন্দ্র, ১।১০৪।১.৭।২৪।১;তৌ
৪৬৭/৪৬৮/৪৭০	২০/৯/৩০	পৌত্রিশ/বায়ু বৈ/চ়	পৌত্রিশ/বায়ু বৈ/চ
৪৭৪/৪৭৫	৩১/৩,৪	-ম্ধঃ/অকাময়তঃ	-মূধঃ/অকাময়ত
৪৭৮/৪৮১	২/১৫,২১	বিজ্ঞানয়ঃ/দন, এতজন্ম	বিজ্ঞানময়ঃ/দান, এতজ্জন্ম

এতদ্ব্যতীত মুদ্রণদোষে অক্ষরভঙ্গ ও অক্ষরের অস্পষ্টতা জনিত আরও অশুদ্ধি আছে। অগ্রপশ্চাৎ দেখিয়া পাঠক মহোদয় তাহা স্বয়ং সংশোধন করিয়া লইবেন, ইহাই প্রার্থনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে

৫৮/৬৩৮/৭৫১	২৭/৩৪/১৯	অনুভূত/অনুভব/৩।৩।১	স্মৃত/স্মৃতি/৩।১।১

কয়েকজন সুবিখ্যাত মনীষীর অভিমত

বারাণসী রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, **মহামহোপাধ্যায় ডঃ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ,** এম. এ., ডি. লিট্. মহোদয় বলেন—

আমি স্বামী চিদ্ঘনানন্দ পুরী ও বেদান্তবাগীশ ন্যায়াচার্য্য পণ্ডিত আনন্দ ঝা সম্পাদিত 'বেদান্তদর্শন' নামক গ্রন্থখানার প্রথম দিক্কার কিয়দংশ দেখিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া সবিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। ইহাতে ব্রহ্মসূত্র, ভারতীতীর্থকৃত বৈয়াসিক ন্যায়মালা, আচার্য্য শঙ্করকৃত শারীরকভাষ্য, স্বামী শ্রীবিশ্বরূপানন্দকৃত বঙ্গানুবাদ ও ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা সহিত রামানন্দকৃত ভাষ্যটীকা রত্নপ্রভা সমমাত্র (চতুঃসূত্রী পর্য্যন্ত) প্রকাশিত হইয়াছে।....অসাধারণ নিপুণতার সহিত ভিন্নভিন্ন সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়া গ্রন্থের পূর্ব্বাপর অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। স্বামীজীর এই বিপুল চেষ্টার সফলতার জন্য শাস্ত্রার্থসঙ্কলনে যে সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, ধৈর্য্য ও পরিশ্রম আবশ্যক হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। বেদান্তসাহিত্যে এইপ্রকার উদ্যম অভিনব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।....অনুবাদের ভাষা বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল। 'ভাবদীপিকাতে' মূলভাষ্যগ্রন্থের গূঢ়ার্থ প্রকাশের সহিত প্রসঙ্গতঃ বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই আলোচনাতে—প্রয়োজনানুসারে ভামতী, বিবরণ, অদ্বৈতদীপিকা প্রভৃতি বেদান্তগ্রন্থের ন্যায়, ন্যায়-মীমাংসাদি শাস্ত্রগ্রন্থও প্রতিপাদ্য বিষয়ের স্পষ্টীকরণের জন্য প্রমাণ ও উপজীব্যরূপে অবলম্বিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'অন্বিতাভিধান' ও 'অভিহিতান্বয়বাদ', 'প্রতিষেধ ও পর্য্যুদাস-দ্বারা সিদ্ধবস্তুর বেদাংশতা', প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমার বিশ্বাস—এই গ্রন্থদ্বারা শাঙ্করভাষ্যপাঠার্থী ও বেদান্ততত্ত্বজিজ্ঞাসু ছাত্রগণের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।....এবং ঔপনিষদ্ ব্রহ্মবাদের বৈশিষ্ট্যাবধারণ পাঠকের সহজসাধ্য হইবে। আমি আশা করি বিদ্বৎসমাজে এই গ্রন্থের সমুচিত সমাদর লাভ হইবে।

কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সাংখ্য মীমাংসা ও বেদান্তাদি-শাস্ত্রাধ্যাপক, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্র্যাজুয়েট বিভাগে ন্যায় ও বেদান্তাদি-শাস্ত্রাধ্যাপক **মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ** মহোদয় বলেন—

"স্বামী বিশ্বরূপানন্দকৃত বঙ্গানুবাদ এবং ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা সহিত বেদান্তদর্শনের কিয়দংশ আমি অতি প্রণিধান সহকারে দেখিয়াছি।... স্বামীজী শাঙ্করভাষ্যের বঙ্গভাষায় অনুবাদ এবং শাঙ্করভাষ্যের ভাবদীপিকা নামক একখানি টীকাও বঙ্গভাষায় রচনা করিয়া ইহার সহিত সংযোজিত করিয়াছেন। ভাবদীপিকা বাংলা ভাষায় রচিত হইলেও ইহাতে স্বামীজী অসাধারণ পরিশ্রম এবং শাস্ত্রসিদ্ধান্তনিরূপণে অসাধারণ প্রয়াস করিয়াছেন। আমার মনে হয়—স্বামীজীর প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।....স্বামীজী এই গ্রন্থসঙ্কলনে বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অধিকরণ পঞ্চাঙ্গ এই কথাই সকলে জানে। কিন্তু প্রয়োজনরূপ আর একটী অঙ্গ লইয়া অধিকরণ যে ষড়ঙ্গ, ইহা অতি অল্প জনই জানেন। স্বামীজী অধিকরণ যে ষড়ঙ্গ তাহা সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন। ভাষ্যকার শবর স্বামীও বহু অধিকরণেই প্রয়োজনরূপ অঙ্গের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহামতি খণ্ডদেব ভাট্টদীপিকা গ্রন্থের প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে, বেদের সকল অধিকরণও ষড়ঙ্গ। স্বামীজী তাঁহার ভাবদীপিকা টীকাতে খ্যাতিপঞ্চকের আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক কথা বলিয়াছেন। ইহাতে বিদ্যার্থিগণের বিশেষ উপকার হইবে।....স্বামী বিশ্বরূপানন্দজী শ্রুতিলিঙ্গবাক্যাদি প্রমাণের সাহায্যে শ্রুত্যর্থনির্ণয়ের প্রণালী যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই প্রণালী 'বৈশ্বানরাধিকরণে' বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে শ্রুতির অর্থনির্ণয়ের প্রয়াস বিজ্ঞজনের হৃদয়গ্রাহী হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।.... আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, এইরূপে সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে বেদান্ত-শাস্ত্রের পাঠার্থী জনগণের বিশেষ উপকার হইবে এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিও এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া

তৃপ্তিলাভ করিবেন। ভারতবর্ষের সারসর্বস্ব এই বেদান্তশাস্ত্র।... স্বাধীন ভারতের জনতা বেদান্ত-দর্শনের আলোচনায় অধিকতর উৎসাহ বোধ করিবে, ইহা আমার সুদৃঢ় ধারণা। এই সময়ে স্বামীজীর সঙ্কলিত এই বেদান্তদর্শন প্রকাশিত হইলে ভারতীয় জনতার বিশেষ কল্যাণ হইবে এবং স্বামীজীর সন্ন্যাসগ্রহণ সাফল্যমণ্ডিত হইবে। যেরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম করিলে এই জাতীয় গ্রন্থ সঙ্কলিত হইতে পারে, তাহা একমাত্র সন্ন্যাসীর দ্বারাই সম্ভব।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক এবং বারাণসীতে ভারতীয় দর্শনকংগ্রেসের দ্বাবিংশতিতম অধিবেশনের সভাপতি ডঃ **শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার**; এম, এ., পি. এইচ-ডি., মহোদয় বলেন—

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ প্রণীত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের উপর ভাবদীপিকা নামক ভাষাটীকা পড়িয়া তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করিলাম। টীকাটী সংশ্লিষ্ট বিবিধ দর্শন ও ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের নানা টীকা অবলম্বনে লিখিত। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের কয়েক খানি অনুবাদ হয়েছে, কিন্তু এখানি তাদের চেয়ে মূলানুগত ও সুখপাঠ্য। প্রাঞ্জল ভাষায় তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভাষ্যটীর সুন্দর বিশ্লেষণ আকর্ষণীয়। খ্যাতিবাদগুলির পূর্ব্ব ও উত্তরপক্ষ তত্ত্বালোচনায় পূর্ণভাবে দীপ্ত। নিবিড় নিপুণতার সহিত লেখক বিষয়ে প্রবেশ করিয়া বিষয়ের উপর নবীন আলোকসম্পাত করেছেন।....শ্রুতিলিঙ্গাদি প্রমাণ প্রদর্শনদ্বারা শ্রুত্যর্থনির্ণয় এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। অনুবাদগ্রন্থে এরূপ প্রচেষ্টা প্রথম। তিনি বেদান্তসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথা কোথাও বলেন নি। বরং সিদ্ধান্তগুলি তাঁহার ভাষায় স্বচ্ছ প্রকাশ পেয়েছে ও ভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।....বেদান্তশাস্ত্রনিপুণদের পক্ষে ইহার স্বচ্ছতা ও সজীবতা হবে আকর্ষণীয়, প্রবেশকদের পক্ষে বেদান্তের গম্ভীর জ্ঞানলাভের ইহা হবে সহায়ক। এতে কোন সংশয় নাই। এ পুস্তক বাংলা ভাষাকে করবে পুষ্ট।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের "আশুতোষ অধ্যাপক" ডঃ **শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়**, এম. এ., পি. এইচ-ডি., মহোদয় বলেন—

বেদান্তদর্শনম্। স্বামী বিশ্বরূপানন্দকর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ভাবদীপিকাব্যাখ্যাসহিতম্। ব্রহ্মসূত্রের শারীরকভাষ্য এবং তাহার বঙ্গানুবাদ ও ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা বহু স্থলে আলোচনা করিয়া দেখিলাম। গ্রন্থখানি বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি সম্পাদন করিবে এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শারীরকভাষ্যের তাৎপর্য্যবোধনে সাহায্য করিবে।....পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনাড়ম্বর সরল ব্যাখ্যাদ্বারা পরিপুষ্ট এই মহার্ঘ গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশনের আবশ্যকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অসন্দিহান। পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় যে সমস্ত ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ ছিল বলিয়া এতাদৃশ গ্রন্থের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। এই গ্রন্থের বিদ্বৎ সমাজে ও সাধারণ শাস্ত্রতত্ত্বজিজ্ঞাসু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুল প্রচার কামনা করি। বঙ্গদেশে জ্ঞানবিস্তারে এবং ভ্রমনিরসনে ইহা অপূর্ব্ব সাধন হইবে। ইতি—

ভট্টপল্লী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ**, এম. এ., মহোদয় বলেন—

বেদান্তশাস্ত্র ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় গৌরব স্তম্ভ। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এ পর্য্যন্ত যত মতবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বেদান্ত-সিদ্ধান্ত গ্রহমণ্ডলের অভ্যন্তরে সূর্য্যের মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। বিশ্বের চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দ জগতের চরম ও পরমতত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে বিভ্রান্ত হইলে একমাত্র বেদান্ত-আলোক সেই তত্ত্বকে প্রকাশিত করিয়াছেন।....উপনিষৎ-সমূহের অভ্যন্তরে নিহিত তত্ত্বগুলির আপাতদৃষ্ট বিরোধের পরিহার ও সমস্ত বেদান্তবাক্যের সমন্বয়-সাধন বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য।....বিভিন্ন দর্শনের যত ভাষ্য আছে, তাহাদের মধ্যে বেদান্ত-দর্শনের শাঙ্করভাষ্যের অপূর্ব্ব শৈলী বিদ্বদ্বৃন্দকে মুগ্ধ করে। মদীয় পূজ্যপাদ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় 'অদ্বৈতবাদখণ্ডন' ও 'মায়াবাদনিরাস' নামক দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কোনও ব্যক্তি * তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"আপনি কি শাঙ্করভাষ্য পাঠ করিয়া এই খণ্ডন গ্রন্থ লিখিয়াছেন, না লোকমুখে বেদান্তমত-শ্রবণ করিয়া লিখিয়াছেন"?

* ইনি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, পরবর্ত্তী জীবনে "ব্রহ্মসূত্রভাষ্যনির্ণয়" প্রভৃতি বহু গ্রন্থপ্রণেতা স্বামী চিদ্ঘনানন্দ পুরী। এই ঘটনা আমরা তাঁহার নিকটও শুনিয়াছি। —অনুবাদক

তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন —"আমি শাঙ্করভাষ্য পড়ি নাই ; পড়িলে হয়ত তাহার প্রবাহে ভাসিয়া যাইতাম, তাহা হইলে এই খণ্ডন গ্রন্থ লিখিতে পারিতাম না"। এই শাঙ্করভাষ্য হইতেই বেদান্তদর্শনের অসাধারণ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে।...অত্যন্ত সানন্দচিত্তে ইহা সাধারণে জানাইতেছি যে, সম্প্রতি বারাণসী হইতে বেদান্তদর্শনের এই অভিনব সংস্করণটী প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে মূল ব্রহ্মসূত্র, সূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের সহিত তাহাদের ভাবসন্নিবেশ, তাহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, শ্রীমদ্ ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য, ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ...এবং তৎসহ 'ভাবদীপিকা' নামক বঙ্গভাষায় সরল বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। স্বামী বিশ্বরূপানন্দ এই অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। বঙ্গভাষায় বেদান্তভাষ্য অতি নিপুণতার সহিত বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। বেদান্তরসপিপাসু অল্পসংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিও এই অনুবাদের সাহায্যে শাঙ্করভাষ্য বুঝিতে সক্ষম হইবেন।...অধ্যাপকের নিকট পাঠ করিলে যেরূপ বহু সংশয়ের সমাধান সম্ভবপর হয়, এই ভাবদীপিকা সম্মুখে রাখিলে সেইরূপ ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। ব্যাখ্যাতৃগণের বিশ্লেষণ, নানা দর্শনের মতের সমালোচনা এবং সিদ্ধান্তপক্ষের অনুকূল যুক্তিপ্রদর্শন যেরূপ নিপুণতার সহিত করা হইয়াছে এবং অন্যান্য সূত্রবিচারে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির অবতারণা করিয়া তাহার বিশ্লেষণ যেভাবে করা হইয়াছে, তাহাতে এই গ্রন্থখানির গৌরব বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে।...

Dr. **Bhaktisudha Mukhopadhyaya** M.A., Ph-D., Sankhya-Yoga-Purana-Itihasacharya. Dept. of Sanskrit and Pali, B. H. U. says—

...For more than thousand years Shariraka Bhasya of the great Sankaracharya has been read, explained and elucidated by men of learning and realisation....Attempts have however been made in our own times to translate and explain the Bhasya in modern languages....But much remained to be done towards the right presentation of the teachings of Sankara...in the spirit of Sankara himself. It is a great pleasure to us to find Swami Visvarupananda of the Ramakrishna Order not only undertaking the task but finishing it with great success. The Vedanta-darsana translated and commented upon by the Swami has just been completed in four Volumes—with a general introduction by M. M. Dr. Sri Gopinath Kaviraj and substances of eleven Bhasyas by the translator himself....The Swami has appended a new commentary in Bengali called Bhava-dipika. It is a welcome addition....It gives all that Sankara has taught in his Bhasya together with the Swami's interpretations and elucidations on the basis of Pre-Sankara and Post-Sankara Vedantic works....The independent views offered with the support of Vedic, Upanisadic and Sastric works are really bold and original and of abiding interest and worth. One may not agree with or accept the solutions of the problems raised by him, but one can not but admire him and his approach to them. To make our position clear in this respect, we give below references to some of the topics on which the Swami has shed new light. viz:—Vol. I pp 679-684; 765-780; 793-798. Vol. IV pp 84-88, 102-107; 237-240; 250-255. etc....

বাণী ও শ্রীর বিরোধ লোকপ্রসিদ্ধ হইলেও তাঁহাদের একত্র সমাবেশ যাঁহাতে বিশেষভাবে পরিস্ফুট, সেই বিবিধশাস্ত্রবিদ্, দানশীল ও বিদ্যোৎসাহী মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দাস (রূপলাল হাউস, ঢাকা), মহোদয়ের পত্রাংশ—

পরম শ্রদ্ধেয় স্বামীজী মহারাজ, আপনাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ জানাইব জানিনা। আপনার প্রেরিত 'রচনাশ্রেণী' পাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। ইহা বেদান্তের অনুবাদসাহিত্যে এক অপূর্ব্ব অবদান।...পূজনীয় চিদ্ঘনানন্দজীর নিকট এই বেদান্তদর্শনের কথা শুনিয়াছিলাম।...আপনার এই অদ্ভুত পরিশ্রম ও কীর্তি বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আমার একান্ত অভিলাষ এই গ্রন্থখানা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। যদি ইতিমধ্যে আপনার এই অপূর্ব্ব অবদানকে প্রকাশিত করিবার জন্য আর কেহ অগ্রসর না হয়, তবে চতুঃসূত্রী পর্য্যন্ত ছাপাইবার জন্য আমি যথাসাধ্য করিব *।

* ইঁহার প্রদত্ত ১০০০৲ টাকা প্রাপ্ত না হইলে চতুঃসূত্রীর প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ সম্ভব হইত না।